আখীরুজ্জামান

গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শাইখ নাজমুস সাকিব আল-হিন্দি

بسم الله الرحمن الرحيم

আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শাইখ নাজমুস সাকিব আল-হিন্দী

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

লেখকঃ শাইখ নাজমুস সাকিব আল-হিন্দী

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্বঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশঃ ২২শে জুন, ২০১৯ ঈসায়ী

দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১লা ডিসেম্বর, ২০২১ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ ও অন্তিম প্রকাশনী

হাদিয়াঃ ১২০০ (বারোশত) টাকা মাত্র।

বই ডাউনলোডঃ http://cutt.ly/akhirujjamanbooks

যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com

AKHIRUJJAMAN GOBESONA O TATTIK BISLESHON WRITTEN BY SHAIKH NAZMUS SAKIB AL-HINDI, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY AKHIRUJJAMAN GOBESHONA KENDRA, BANGLADESH. COPYRIGHT: PUBLISHER. 2nd EDITION PUBLISHED: 1st DECEMBER, 2021 ISAYI, Rabiʹ II 26, 1443 AH HIJRI.

সার কথা

এই বইটি সেই সকল মানুষদের জন্য যারা দুনিয়াবী বিভিন্ন ফেতনায় জড়িত কিন্তু ফিতনা সম্পর্কে বা বাস্তবতা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। কোন ঘটনা ঘটলেই তারা মনে করে এটি স্বাভাবিক কিন্তু প্রত্যেকটি বড় ঘটনার পিছনে আল্লাহ তায়ালা রহস্য রেখে দিয়েছেন। মহানবী ﷺ এর বর্ণিত বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণীর সাথে এই জামানার ঘটনাগুলো মিলে যাচ্ছে। তিনি জানতেন কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে কি কি ঘটনা ঘটবে। অবশ্যই তা আল্লাহই জানিয়েছেন। তিনি ﷺ সাহাবীদেরকেও সেগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন যে কখন ফিতনা দেখা দিবে আবার কখন তা দূরীভূত হবে।

হুযাইফাহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সেসবের বর্ণনা দিলেন। কেউ তা মনে রাখলো এবং কেউ তা ভুলে গেলো। আমার এসব সাথী তা অবহিত আছে যে, ঐ সবের কিছু ঘটলেই আমি তা এরূপ স্মরণ করতে পারি যেরূপ কেউ তার পরিচিত লোকের অনুপস্থিতিতে তার চেহারা স্মরণ রাখে। অতঃপর তাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪০ [ইঃ ফাঃ ৪১৯২]; বুখারী; মুসলিম)

ফিতনার ব্যাপারে যেমন বলেছেন তেমনি তা থেকে বাঁচার উপায়ও বলে গেছেন। তারপরও যেসব বিষয়ে যুগে যুগে মতবিরোধ ছিল (যেমন বিভিন্ন ফিরকা-ফিতনা) সেগুলো বিভিন্ন সময় আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ, মুজাদ্দিদগণ, ইমামগণ, হেদায়েতপ্রাপ্ত হকপন্থী আলিমগণ সেই মতবিরোধ দূর করার চেষ্টা করেছেন ও ঐক্য গড়ে তুলেছেন। ফিতনা সম্পর্কে জানানো ও তা থেকে বেঁচে থাকার উপকরণের প্রেক্ষিতে বর্তমান সময় থেকে আগামীতে ঘটিতব্য প্রায় সকল ছোট-বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো-ভবিষ্যৎবানীগুলো যা কুরআন-হাদিস থেকে পাওয়া যায় তা পর্যায়ক্রমিক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই বইটিতে। যাতে ঘটিতব্য ফিতনাগুলো আরো ভালোভাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

বইটিতে পাবেন আপনি সত্যের ছোঁয়া। বইটি আপনাকে অন্ধবিশ্বাস থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম উম্মাহকে ফিতনা সম্পর্কে অবগত করানোর জন্যই এই প্রচেষ্টা। কারণ ফিতনা সম্পর্কে জানতে পারলে তা থেকে সে বাঁচতেও পারবে। যেমনটা হাদিসে এসেছে-

হযরত হুযাইফা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই ফিতনা গরুর ন্যায় (অর্থাৎ দেখতে সব একই রকম)। তাতে বহু মানুষ ধ্বংস হবে। তবে যারা পূর্বেই এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে তারা ধ্বংস হবে না।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৫ [পথিক প্রকা: ৫, তাহকীক: সহীহ]; মা'লুমাতির রেওয়ায়াহ ২৩২৪)

সূচিপত্র

৬ষ্ঠ অধ্যায় (আগামীর ফিতনাগুলো)

সম্পাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লি ‘আলা রসূলিহিল কারীম, আম্মা বা’দ,

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি আমাদের ও সব সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, যিনি ন্যায় বিচারক ও বিচার দিনের মালিক। যার সিদ্ধান্তে কোন ভুল নেই এবং তার ওয়াদা সত্য আর তা অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে। অসংখ্য সালাম ও দুরূদ ইমামুল মুরসালীন, খতামুন নাবী’য়ীন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি এবং তার পরিবারগণের প্রতি, সাহাবাদের প্রতি, শুহাদাগণের প্রতি ও সত্যের সৈনিকদের প্রতি।

এটাই শেষ জামানা, যেখানে সত্যকে মিথ্যায় আর মিথ্যাকে সত্যে রুপান্তর করা হচ্ছে। মানুষ ডুবে আছে পাপাচারে, অন্ধবিশ্বাসে আর এটাই সেই সময় যখন আল্লাহ আমাদেরকে আযাবের দ্বারা ধ্বংস করে দিবেন। এটা চূড়ান্ত কেয়ামত না হলেও বড় একটি জাতি কেয়ামত হবে। যার ফলে পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষই মারা যাবে যা হাদিসে উল্লেখ এসেছে এবং তা এসেছে ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বের আলামত হিসেবে। আল্লাহ তা’য়ালা কুরআনে বলেন-

“এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।”

- সূরা বানী-ইসরাঈল (الإسرا), আয়াত: ৫৮

কিন্তু এই ধ্বংস আগের সেই বানী ইসরাঈল জাতি, সামুদ জাতি, ‘আদ জাতি আর লুত (আঃ) নাবীর জাতির মত হবে না। আমাদের শেষ নাবী ﷺ এসেছেন আমাদের জন্য রহমত হিসেবে, তাই আমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন না এবং আকাশ থেকেও আযাব দিবেন না। এই আযাব হবে আমাদের দুই হাতের কামাই এর ফলেই। এই আযাব দিবেন আমাদের উপর শত্রু (মুশরিক, ইহুদী-নাসারাদের) চাপিয়ে দিয়ে অথবা নিজেরা নিজেরাই ফিতনায়, যুদ্ধ-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে।

উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (রহঃ) .... আবূ মূসা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেনঃ আমার এ উম্মতের উপর আল্লাহ্‌র রহমত আছে। আখিরাতে তারা (স্থায়ী) আযাব ভোগ করবে না। বরং তাদের কাফ্‌ফারা এভাবে হবে যে, দুনিয়াতে তাদের শাস্তি হবে- ফিতনা, ভূমিকম্প এবং হত্যা।

- (সুনান আবূ দাউদ ইসঃ ফাঃ ৪২২৯, আলবানীর মতে সহীহ)

হাদিছের বর্ণিত সেই ফিতনার যুগ এটাই। পূর্ববর্তী যে সকল জাতিকে আল্লাহ তায়ালা যে সকল পাপের কারণে ধ্বংস করেছেন তার সব কয়টি পাপাচারই আমাদের এই বর্তমান সময়ে রয়েছে। তবে আর কিসের অপেক্ষা আযাব আসার? উম্মত বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে

যাবে এবং তাদের জন্য যদি কোন সতর্ককারী আসে তাহলে তারা সেই সতর্ককারীকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। সর্বশেষ ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ১৯২৪ সালে ধ্বংস হয়ে যায়। আর হাদিছে রয়েছে ইসলামের বড় কোন ক্ষতি হওয়ার ১০০ বছরের মাথায় তথা প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহ একজন মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারক পাঠান। আর সেই সময়টি এখন একদমই নিকটে, যখন সেই মুজাদ্দিদ এর আগমন ঘটবে, যিনি ইসলামকে পুনরায় সংস্কার করবেন ও সেই আগের মূল ইসলামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি এসেই চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জানাবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক জাতিকে আযাব দেওয়ার আগে সেখানে সতর্ককারী পাঠায়। এটাই আল্লাহর নিয়ম। ধেয়ে আসা এই আযাব থেকে বাঁচতে হলে শিরক, পাপাচার, অন্ধবিশ্বাস, পীরপূজা ত্যাগ করে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। এবং সাথে সেই উম্মাহর রাহবার এর অপেক্ষায় যিনি আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন ও এই জাতি কেয়ামত থেকে বাঁচার দিক-নির্দেশনা দিবেন যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এই আযাব থেকে মুক্তি দেন। এই মুক্তি যেন হয় দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার মাধ্যমে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ‘‘যে তার দ্বীনের সাহায্য করবে আল্লাহ তার সাহায্য করবেন!’’ সুবহানাল্লাহ!

এই বইটিতে যারা সাহায্য করেছে এবং ওই সকল সত্যের সৈনিক, যারা সত্যের উপর অটল রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। <u>এই বইটিকে শেষ সতর্কবার্তা হিসেবে পাঠানো হলো এবং এই বইটি হচ্ছে এক সতর্ককারীর সতর্কবার্তার লিখিত রূপ। আপনি যেন বলতে পারেন, আমাদের কাছে সতর্ককারী বা সতর্কবার্তা এসেছিলো। সেই লক্ষ্যেই বইটি লিখিত হয়েছে</u>।

- জিহাদুল ইসলাম

প্রথম অধ্যায়
(আমরাই শেষ জামানায় রয়েছি)

১.১ কেন মনে করি না আমরা শেষ জামানায়

শেষ জামানা বলতে বুঝায়, যে জামানার শেষ কালেই চূড়ান্ত মহাপ্রলয় বা কিয়ামত সংঘটিত হবে। আরো অনেক বিষয় আছে যা কারণ হিসেবে বলা যায়, যাতে মানুষকে গাফেল বানানো হয়েছে এই শেষ জামানা সম্পর্কে। রসূল ﷺ ও তার সাহাবীগণ আমাদের বর্তমান জামানার বিষয়ে আগে থেকেই জানিয়ে গিয়েছেন এবং সেই সকল আলামতও যা শেষ জামানায় ঘটবে। হাদিসে এসেছে-

ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম আদ দাওরাকী ও হাজ্জাজ ইবনু আশ শাইর (রহঃ) ..... আবূ যায়দ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর মিম্বারে আরোহণ করে ভাষণ দিলেন। পরিশেষে যুহরের সালাতের সময় উপস্থিত হলে তিনি মিম্বার হতে নেমে সালাত আদায় করলেন। তারপর পুনরায় মিম্বারে উঠে তিনি ভাষণ দিলেন। এবার আসরের সালাতের ওয়াক্ত হলে তিনি মিম্বার থেকে নেমে সালাত আদায় করে পুনরায় মিম্বারে উঠলেন এবং আমাদেরকে লক্ষ্য করে খুতবাহ্ দিলেন, এমনকি সূর্যাস্ত হয়ে গেল, এ ভাষণে তিনি আমাদেরকে পূর্বে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে ইত্যকার সম্বন্ধে সংবাদ দিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, যে লোক এ কথাগুলো সর্বাধিক মনে রেখেছেন আমাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে তিনিই সবচেয়ে বেশী জানেন।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৫৯-(২৫/২৮৯২) [ইঃ ফাঃ ৭০০৩, ইঃ সেঃ ৭০৬০])

আমরা সেই সকল হাদিস পড়লে বুঝতে পারি যে আমরাই শেষ জামানার অধিবাসী। আমাদের থেকে কেয়ামতের দূরত্ব খুবই কম। দুনিয়ার চাকচিক্য ও বিধর্মীদের প্রভাব আজ এতই প্রকট যে সাধারণ মুসলিমরা এমনকি আলিমগণও এখন এই বিষয়ে গাফেল। আমরা যে শেষ জামানায় আছি তা অনেকেই মানতে চায় না। তারা দুনিয়ার মোহে এবং দীর্ঘ বছর জীবিত থাকার স্বপ্নে বিভোর। তাদের এত সুন্দর করে গুছানো দুনিয়া যে নষ্ট হয়ে যাবে তা তারা শুনতেও চায় না। এছাড়াও রয়েছে অন্ধকার ফিতনা। আমরা বুঝতে পারছি না যে কোনটি ইসলামের সঠিক পথ ও পন্থা। কারণ বর্তমানে দেখা যায় বিভিন্ন ফিরকা, শত বিভক্তি, সত্য গোপন, দরবারী আলেম কর্তৃক কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা, বিশেষ করে ফরজ বিধান জিহাদের অপব্যাখ্যা ও জালিম শাসকের পক্ষে ইসলাম বিরোধী ফতোয়া। আমরা ইসলাম ছেড়ে যে অন্য জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে আছি আর মনে করছি যে সঠিক ইসলামই পালন করছি, এটাও এই জামানার এক ভয়াবহ ফিতনা। তবে আমরা যদি শেষ জামানা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে পারি তাহলে এরকম সকল ফিতনা থেকে বাঁচতে পারবো, ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, তবে সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকলেই তা কেবল সম্ভব।

এই যুগে শেষ জামানার আলামত বিষয়ে, ঘটিতব্য ফিতনা সম্পর্কে, শেষ জামানায় প্রকাশ পাওয়া হক নেতা ও পথভ্রষ্টকারী নেতাদের বিষয়ে কথা বলা জিহাদের কথা বলার মতই ভয়ের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে যার ব্যাপারে হাদিসেই এসেছে। যা বর্ণনা করার কারণে মৃত্যুও হতে পারে এবং বিভিন্ন সাহাবী (রা:) ও তাবেঈন ও হকপন্থী অনেক আলেমরাও এ নিয়ে মুখ খুব কমই খুলেছে। যদি শেষ জামানার হাদিসগুলি দেখি। এই সকল হাদিসের সনদ, বর্ণনাকারী খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। এমনকি এই সকল হাদিস পাওয়াও দুষ্কর কারণ এগুলি সবচেয়ে কম সংরক্ষিত হয়েছে। ফিতনার জামানায় ফিতনা সম্পর্কে না জানার কারণেও আমরা শেষ জামানা চিনতে পারছি না। অথচ আমাদের থেকে কেয়ামত এতই নিকটে যে, তা যেন একটি প্রাণী বাচ্চা প্রসব করার সময়টুকু।

আমরা আজ প্রভাবিত হয়ে অন্য কোন নীতি, তথ্য-সূত্র বা হলুদ মিডিয়া দিয়ে এই জামানা চিনে থাকি। কারণ তারা আমাদের এই সম্পর্কে তথ্য দিতে থাকে। আজকের দুনিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার-ব্যবস্থা এমনভাবে চলমান ও পরিকল্পিত হচ্ছে যে, যাতে মনে হবে এই দুনিয়ার কোন শেষ সময় আসবেই না বা নেই। হাজার বছরেও দুনিয়া ধ্বংসের কোন আলামত পাওয়া যাবে না। এমনকি দুনিয়া ধ্বংসের সময় সম্পর্কে কোন চিন্তাও নেই। এটাকে নিছক আগের সেই কুসংস্কার বলেও উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু যারা ইসলাম সম্পর্কে সর্বনিম্ন জ্ঞান রাখে তারা জানে যে, এই ধর্মের মূলই হচ্ছে আখিরাত। আর এই পৃথিবীর একদিন ধ্বংস হবেই যাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কবে হবে এটাই মূলত জানার বিষয়। এটার সঠিক সময় না জানলেও এর আগের ঘটিতব্য ফিতনা, মালহামাগুলোকে হাদিস থেকে চিহ্নিত করা সম্ভব যা আমাদের জামানা চিনতে সাহায্য করবে। আর সেই কুরআন-হাদিস অনুযায়ী মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে আমরা কেয়ামতের খুবই নিকটবর্তী রয়েছি। কারণ ১৪০০ বছর আগেই কেয়ামতের দূরত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে-

আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার প্রেরণ আর কিয়ামত হল এই। বর্ণনাকারী আবূ দাউদ তর্জনী এবং মধ্যমার দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন দুই আঙ্গুলের মত। আর এ দুটোর মাঝে তেমন কোন ব্যবধান নেই।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২১৪ [ইঃ ফাঃ ২২১৭]; বুখারি; মুসলিম)

কিছু হাদিসের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় যে, উম্মতের হায়াত (হিজরি থেকে শুরু) একদিন ও আরো অর্ধ দিনেরও কিছু বেশি অর্থাৎ ১৫০০ বছর ও তার কিছু বেশি সময় যার মধ্যে ১৪৪০ চলে গেছে। কিন্তু চিন্তার বিষয় এই যে, মানুষ দুনিয়াবী সুখে আসক্ত হয়ে আখিরাত ভুলে গেছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছি বিভিন্ন দুনিয়াবী ফিতনা আর সাথে পাপাচারের ছয়লাব। আমাদের সব ব্যবস্থাগুলো পরিকল্পিত হচ্ছে হাজার বছরের জন্য। আমাদের প্রত্যেকটি জায়গায় আজ প্রতিযোগিতা চলছে এই নিয়ে। তবে এটাই যে শেষ জামানা তা বুঝতে হলে আমাদের আবারো ইসলামী জ্ঞান চর্চা করতে হবে। এই শেষ জামানা সম্পর্কে হাদিসে আসা আলামতগুলী

বাস্তবায়িত হয়েছে, হচ্ছে এবং বাকিগুলোও দ্রুতই ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের জামানার পরিস্থিতি তা বলে দিতে পারে। তারপরও আমরা মনে করি না যে আমরা শেষ জামানায় এর মূল একটি কারণ হচ্ছে এই দুনিয়ার ধোঁকা। দুনিয়া হচ্ছে ধোঁকার সামগ্রী। তাই কেয়ামত কত কাছে এটি বুঝতে আমাদের শেষ জামানার হাদিসগুলো অধ্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আর এর জন্য আমাদের সাহসী পদক্ষেপও নেওয়া দরকার।

ফিতনার হাদিস বর্ণনা করতে সাহসী হওয়া, ভয় করা

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র ও মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা আবু কুরায়ব (রহঃ) ...... হুযাইফাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর (রা:) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, ফিতনাহ্ বিষয়ক রসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী তোমাদের কার মনে আছে? আমি বললাম, আমার মনে আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, **ব্যস! তুমি তো খুব সাহসী।** তিনি কি বলেছেন, বলো! তারপর আমি বললাম, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, স্বীয় নাফস, সন্তান-সন্ততি এবং প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুষ যে ফিতনায় জড়িত হয়, তার সিয়াম, সালাত, সাদাকা এবং সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দানই হলো এগুলোর জন্য কাফফারাহ। এ কথা শুনে উমর (রহঃ) বললেন, আমি তো এ ফিতনার ব্যাপারে শুনতে চাইনি বরং সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো যে ফিতনাহ নিপতিত হতে থাকবে, আমি তো শুধু তাই শুনতে চেয়েছি। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক, এতে আপনার উদ্দেশ্য কি? এ ফিতনাহ্ ও আপনার মধ্যে এক রুদ্ধদ্বার অন্তরায় রয়েছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, এ দ্বার কি ভাঙ্গা হবে, না খোলা হবে? আমি বললাম, না, খোলা হবে না, বরং ভাঙ্গা হবে। এ কথা শুনে 'উমার (রা:) বললেন, তবে তো তা আর কক্ষনো বন্ধ হবে না। বর্ণনাকারী শাকীক (রহঃ) বলেন, আমরা হুযাইফাহ (রা:) কে প্রশ্ন করলাম, কে সে দ্বার, উমার (রা:) তা কি জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আগামী দিনের পর রাত্র, এ কথাটি যেমন জানতেন, ঠিক তদ্রুপ ঐ বিষয়টিও তিনি জানতেন। হুযাইফাহ (রা:) বলেন, আমি তাকে ভুল হাদীস শুনাইনি। শাকীক (রহঃ) বলেন, কে সে দরজা, এ বিষয়ে হুযাইফাহ্ (রা:) কে প্রশ্ন করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা মাসরুক (রহঃ) কে বললাম, আপনি তাকে প্রশ্ন করুন। তিনি হুযাইফাহ (রা:) কে প্রশ্ন করলেন। হুযাইফাহ (রা:) বললেন, এ দরজা হচ্ছে স্বয়ং উমার (রা:)।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৬০-(২৬/১৪৪) [ইঃ ফাঃ ৭০০৪, ইঃ সেঃ ৭০৬১]; সুনান ইবনে মাজাহ ৩৯৫৫; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬০, ৬৫, ৬৭)

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা:) বলেন, কিয়ামত সংঘঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বড় বড় কিছু বিষয় স্বচক্ষ্যে দেখবেনা এবং তোমরা সেগুলো নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করার সাহস পাবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৪০; আল-বাদউ ২৪৪)

১.২ মহানবী ﷺ এর করা সমসাময়িক ভবিষ্যৎবাণী

যে সকল ভবিষ্যৎবাণীগুলো সংঘটিত হয়ে গেছে তার কিছু সংখ্যক এখানে তুলে ধরা হলো।

১। মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে আগুনের আত্মপ্রকাশ

সাহাবী আবু হুরায়রা রাঃ. বলেন, যতক্ষণ না হেজাজ থেকে একটি আগুন প্রজ্বলিত হয়ে বুসরার (বসরার) উটগুলোর ঘাড়কে আলোকিত করে দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘঠিত হবে না। (সহীহ মুসলিম ৭০২৫)
এ হাদীসে যে আগুনের কথা বলা হয়েছে তা ৬৫০ হিজরির জমাদিয়ুস সানী মাসের এক শুক্রবারের মাদীনার কোনো এক উপত্যকা থেকে এ আগুনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এবং প্রায় এক মাস পর্যন্ত বহাল ছিল। বসরার অধিবাসীরা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এ আগুনের আলোকে বসরার উটগুলোর ঘাড়গুলোকে আলোকিত করেছিল। (৩য় বিশ্বযুদ্ধ, মাহাদী ও দাজ্জাল: আসেম ওমর ২৫-২৬ পৃ)

২। লাল ঝঞ্ঝা বায়ু ও মাটি ধসে যাওয়া

সাহাবী আলী বিন আবু তালিব (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মত যখন ১৫টি স্বভাব ধারণ করবে, তখন তাদের ওপর নানা ধরনের বিপদ আপতিত হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কোন কোন স্বভাব?
রসূল ﷺ বললেন, ১- যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে যখন নিজের সম্পদ মনে করা হবে। ২- আমানতকৃত সম্পদকে যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মনে করা হবে। ৩। যাকাত প্রদান করাকে জরিমানা মনে করা হবে। ৪- পুরুষ নিজ স্ত্রীর আনুগত্য করবে। ৫- মায়ের অবাধ্যতা করবে। ৬-বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করবে। ৭- পিতার সাথে অসদাচরণ করবে। ৮- মসজিদগুলোতে কথার শব্দ উঁচু হবে। ৯- জাতির সবচেয়ে হীনব্যক্তি শাসক হবে। ১০- অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে নিকৃষ্ট মানুষকে সম্মান দেখানো হবে। ১১- মদ ব্যাপকভাবে পান করা হবে। ১২- পুরুষরা সিল্কের কাপড় পরিধান করবে। ১৩- মেয়েরা গায়িকা ও নায়িকা হবে। ১৪- বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হবে। ১৫- উম্মতের পরবর্তীলোকেরা পূর্ববতী লোকদের অভিশম্পাত করবে। তখনই তুমি লাল ঝঞ্ঝা বায়ু, মাটি ধ্বসে যাওয়া অথবা চেহারা বিকৃত হওয়ার অপেক্ষায় বসে থেকো। (আল- মু'জামুল আওসাত- ১/১৫০ পৃ.)
উদারতার নামে এই ধ্বংসাত্বক স্বভাবগুলো মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এগুলো সবই ঘটে গেছে। এখন শুধু সেই আযাব আসা বাকি রয়েছে।

৩। মসজিদগুলোকে সুসজ্জিত করা

সাহাবী আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘঠিত হবে না যতক্ষণ না মানুষ মসজিদগুলোর সুসজ্জিত করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ২/২৮২)

অর্থাৎ মসজিদে আসার সময় এমনভাবে আসবে যার মধ্যে নিজের বিত্ত ও প্রভাব দেখানোর মানসিকতা বিরাজ করবে। প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের তুলনায় নিজেদের মসজিদগুলোকে আরও বেশি সুন্দর নির্মাণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।

রসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোনো জাতির পাপ বেড়ে যায়, তখনই সমাজের মসজিদগুলো সুসজ্জিত করা হয়। আর দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত মসজিদগুলো সুসজ্জিত করা বন্ধ হবে না। (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ৪/৮১৯পৃ.)

সে জন্যে সাহাবী আবুদ্দারদা (রা:) বলেছেন, তোমরা যখন মসজিদগুলো সাজাবে এবং কুরআনের কপিগুলো (বিভিন্ন নকশায়) অলঙ্কৃত করবে, তখন বুঝে নিবে, তোমাদের ধ্বংস অবধারিত হয়ে গেছে। (কাশফুল খাফা ১/৯৫)

মানুষ যখন আল্লাহর দাসত্ব পরিত্যাগ করে মানুষের গোলামিতে লিপ্ত হয়, তখন মানুষের চিন্তা-চেতনা উল্টে যায়। বর্তমান যুগে কোনো এলাকায় যদি সুদৃশ্য মসজিদ নির্মিত না হয় তাহলে মনে করা হয় আল্লাহর সাথে ঐ এলাকার লোকদের কোনো সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে যে এলাকায় একটি সুদৃশ্য মসজিত নির্মিত হয় সে এলাকার লোকগুলোকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও খুব দ্বীনদার মানুষ মনে করা হয়। কিন্তু কারোই সঠিক খবর নেই যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মূল্যায়ন কী। আর বর্তমানে কুরআনকে এমন সুন্দর ও চাকচিক্য করে সাজিয়ে, লেখাগুলোতে বিভিন্ন কালার দিয়ে ছাপানো হচ্ছে যা পরের হাদিসকেই বাস্তবায়ন করে। এরকম আর আগের কোন জামানায় হয়নি।

৪। মুনাফিকও কুরআন পাঠ করবে

সাহাবী আবু হুরায়রা রাঃ. বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের জীবনে এমন একটি যুগ আসবে তখন কুরআন পাঠ বেড়ে যাবে, দ্বীন বোঝার মত মানুষ কম হবে, কুরআনের জ্ঞান তুলে নেওয়া হবে আর হারজ বেশি হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! হারজ কি? তিনি বললেন, হারজ হলো পারস্পরিক খুনাখুনি/ গণহত্যা। তারপর এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারপর এমন একটি সময় আসবে যখন মুনাফিক, ফাসিক ও মুশরিকরা মুমিনদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হবে। (আল মুসতাদরাক ৪/৫০৪ পৃ)

সাহাবী আবু আমীর আশআরী রাঃ. বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আমি যে ব্যাপারটি আমার উম্মতের জন্য আশঙ্কা অনুভব করছি তার মধ্যে বেশি আশঙ্কাজনক বিষয়টি হলো, তারা বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবে, যার ফলে তারা একে অপরকে হিংসা করবে এবং আপসে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। আর তাদের জন্য কুরআন পড়া সহজ হয়ে যাবে। ফলে সৎকর্মপরায়ন পাপিষ্ঠ ও মুনাফিক সবাই কুরআন পড়বে, তারা সমাজে অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুরআনের সূত্র নিয়ে মুমিনদের সাথে তর্ক-বিবাদে লিপ্ত হবে। অথচ কুরআনে এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু যারা গভীর জ্ঞানের

অধিকারী, তাঁরা বলবে আমরা এই কুরআনের উপর পুরোপরি ঈমান রাখি। (আল-আহাদীসুল মাসানী ৪/৪৫৩)

উল্লেখ্য যে, আমাদের এই যুগটিই সেই যুগ। এ যুগে নানা জাগতিক বিধানের বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। কিন্তু দ্বীনের বিধান বিদ্বান মানুষের সংখ্যা কম। একেবারেই নগণ্য। কুরআন হাদীস তথা ইসলাম বুঝবার মানুষ খুবই অল্প। জাগতিক বিদ্যার মানুষ তো অনেক চোখে পড়ে, কিন্তু দ্বীনের জ্ঞানের অধিকারী মুসলমান খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন। এ দিকে মানুষের আগ্রহ খুবই কম। এ যুগে সম্পদের আধিক্য একটি ব্যাপক বিষয়। যার ফলে যত সব বিভধান্ত এবং অনাচারের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কুরআন পড়া এত সহজ হয়ে গেছে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মাতৃভাষায় তা উচ্চারণে পড়া যাচ্ছে। ফলে কারো যদি সরাসরি আরবী বর্ণে কুরআন পড়ার যোগ্যতা নাও থাকে সে ইচ্ছে করলে নিজ ভাষায় উচ্চারণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত কুরআন পড়তে পারছে। ফলে সাধারণ মুসলিমগণ উপকৃত হলেও ফাসিক (দূরাচার) মুনাফেকদেরও (কপটারী) কুরআন পড়তে দেখা যাচ্ছে।

শুধু তাই নয় ঐ শ্রেণীর লোকেরা কোন রকম যোগ্যতা ছাড়াই কুরআন বিষয়ে মতামত প্রদান করছে। সেসব লোক যাদের ইসলাম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তারা কুরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ) করছে। তারা আল্লাহর কুরআনের সে সব আয়াতে মতামত দিচ্ছে যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

৫। আমল উঠে যাওয়া

সাহাবী যিয়াদ বিন লাবীদ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তিনি বললেন এটা ঐ সময়ে হবে, যখন জ্ঞান উঠে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রসূল! জ্ঞান কীভাবে উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ি, আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দেই, আর তারাও তাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয় এবং এ ধারাবহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনি বললেন, ওহে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তোমাকে মদীনার বুদ্ধিমানদের মধ্যে অন্তরগত বলে মনে করতাম। তাহলে এটা কি ঠিক নয় যে, ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের তাওরাত (বাইবেল) ও ইঞ্জিল পড়ে। কিন্তু তাতে যা আছে তার উপর তারা আমল করে না। (সুনানে ইবনে মাজাহ ২/৪০৪৮)

অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কুরআন শুধু পড়লে হবে না, কুরআনে যে নির্দেশনা আছে তার উপর সকল মুসলিমদেরকে আমল করতে হবে। অন্যথায় হাদীসে বর্ণিত নিয়মে কুরআনের জ্ঞান তুলে নেওয়া হবে। যা বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরআনের জ্ঞানহীন লোকদের চাক্ষুস দেখা যাচ্ছে।

৬। সময় দ্রুত অতিবাহিত হওয়া

কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে সময় তত দ্রুত অতিক্রম করবে। বছর মাসের সমান, মাস সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ এক দিনের সমান ও এক দিন এক ঘণ্টার সমান মনে হবে। সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আগে আগে

সময় দ্রুত অতিক্রম করবে। মানুষ কম আমল করবে, কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে, ফিতনা (গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা) বেড়ে যাবে, হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ হারজ কী? তিনি বললেন, ব্যপকহারে হতাহত হওয়া। (সহীহ বুখারী ৭০৬১)

সাহাবী আবু হুরায়রা রাঃ. বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, সে সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না সময় পরস্পর খুব কাছাকাছি হয়ে যাবে। সে সময় বছর মাসের সমান, মাস সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ দিনের সমান, দিন ঘণ্টার সমান, আর ঘণ্টা খেজুরের শুকনো পাতা বা ডালের প্রজ্বলনের সময়ের সমান হয়ে যাবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/২৫৬)

অর্থাৎ, সময়ের বরকত চলে যাবে। এ যুগে আমরা বিষয়টা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি যে, সময়ের বরকত অনেক কমে গেছে। দিন দিন এটি আরো কমতেই থাকবে। সপ্তাহ, মাস ও বছর কোন ফাঁকে কিভাবে চলে যাচ্ছে টেরই পাওয়া যাচ্ছে না।

৭। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মাদ ﷺ কিয়ামত আগমণের পূর্বে যে বিষয়গুলোর ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন, তার মধ্যে বিস্ময়কর বাণী হলো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। যে যুগে আধুনিক প্রযুক্তির কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না সে যুগেই নবী ﷺ এর ব্যবহারের ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। দূর নিকটে হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন উন্নত অস্ত্র ও প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হবে তার কথাও বলা হয়েছে।

৮। পক্ষাঘাত ব্যাধি ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘‘মানুষের কৃতকর্মের দরুণ জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের কতিপয় কৃতর্কমের স্বাদ (শাস্তি) তাদেরকে আস্বাদন করান। যাতে তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে।’’ (সূরা রূম- ৩০/৪১)
আল্লাহ তাআলা অন্যত্রে বলেন, ‘‘তোমাদেরকে যে সব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে হচ্ছে। অনেক গুনাহ তো আল্লাহ তাআলা ক্ষমাই করে দেন।’’ (সূরা শূরা, আঃ ৩০)
সাহাবী আনাস ইবনে মালেক রাঃ. বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, পক্ষাঘাত ব্যাধির মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে। এমন কি মানুষ রোগকে মহামারী ভাবতে শুরু করবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক- ৩/৫৯৭)
উল্লেখ্য যে, জলে ও স্থলে তথা সারা বিশ্বের মানুষের কু-কর্মের কারণে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, সে বিপর্যয় বলতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলির প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম হওয়া এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিপদাপদ বুঝানো হয়েছে। যা বর্তমান সময়ে স্বাভাবিক অবস্থা মনে করে মানুষ তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। (তাফসীরে কুরতুবী)
আর মানবতার শত্রুদের পক্ষ হতে মানুষের ওপর এমন ‘‘ভাইরাস’’ আক্রমন করা হবে, যা পক্ষাঘাত ব্যাধির কারণ হবে।

৯। আলেমগণের মৃত্যু

"কিয়ামতের আগে প্রচুর পরিমাণে আলেমগণ মৃত্যুবরণ করবেন, আর অজ্ঞলোকেরা মুফতি সেজে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।"

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমের রাঃ. বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা দ্বীনের ইলম বা জ্ঞান বান্দাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবেন। তবে আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে দ্বীনের জ্ঞান উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা অজ্ঞলোকদের নিজেদের পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করবে। তাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে, আর তারা অজ্ঞতা নিয়ে ফতোয়া দিবে। এতে করে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং লোকদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (সহীহ মুসলিম ৬৬৮৯ / ১৩ / ২৬৭৩)

রসূল ﷺ বলেছেন, "আলেমদের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তাদের এমনভাবে হত্যা করা হবে, যেভাবে চোরদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আহ্, সেদিন যদি আলেমগণ নির্বোধের মত ভান করত।" (আত-তাকরীব: ২ / ৩৩১ পৃ)

সাহাবী আবু হুরাইরা রাঃ. বলেন, আমি সেই সত্তার শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে আলেমগণের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তাঁদের কাছে লাল স্বর্ণের চেয়েও মৃত্যু বেশি প্রিয় হবে। (মুস্তাদরিক হাকিম ৮৫৮১ পৃ)

বর্তমানে দ্বীনের বিরুদ্ধবাদী লোকেরা সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যার চূড়ান্ত যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্টত্বের বোধ-বিশ্বাস ও চেতনাকে মুসলমারদের হৃদয় থেকে মুছে দিয়ে মানুষদেরকে ইবলিসিয়্যাত ও দাজ্জালিয়্যতের পথ প্রশস্ত করার কাজে ব্যস্ত করে ফেলেছে। বর্তমান এই সময়টি সম্পর্কেই মহানাবী ﷺ আমাদেরকে সতর্ক হতে বলেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

১০। আরব দেশগুলোর উপর অবরোধ আরোপ

সাহাবী জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ. বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, সেই সময়টি অতি নিকটে, যখন ইরাকিদের উপর অর্থ ও খাদ্যের অবরোধ আরোপ করা হবে। নাবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, এই অবরোধ কার পক্ষ থেকে আরোপ করা হবে? তিনি বললেন, অনারবদের পক্ষ থেকে। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, সেই সময়টিও বেশি দূরে নয়, যখন সিরিয়াবাসীদের উপরও অবরোধ আরোপ করা হরে। জিজ্ঞেস করা হল, এই অবরোধ কার পক্ষ থেকে করা হবে? তিনি উত্তরে বললেন, রোমের (পশ্চিমাদের) অধিবাসীদের পক্ষ থেকে। (মুস্তাদরাক হাকিম -৪/৪৫৬)

ইরাকের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ এর ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। রোম বলতে পশ্চিম জোটকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ইহুদী-খৃষ্টানদের তীর্থভূমি জেরূজালেম হলেও রোমের বর্তমান ভ্যাটিকান সিটিই তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের স্থান। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, সেই সময়টি অতি নিকটে, যখন কান্তুরা জনগোষ্ঠী (পাশ্চাত্যবাসী) তোমাদেরকে ইরাকের মাটি থেকে বের করে দিবে। একথা শুনে আমি বললাম, আমরা কি পরে ফিরে আসতে পারব?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, পরে তোমরা ফিরে আসবে এবং স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দময় জীবনযাপন লাভ করবে (অর্থাৎ দ্বীন আবার প্রতিষ্ঠিত হবে)। (আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান- ৪/২৭২)

১২। আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হবে

সাহাবী আবু হুরায়রা রাঃ. বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আরব ভূমি সবুজ ঘাস ও ঝর্ণায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এমনকি কোনো আরোহী ইরাক থেকে নির্বিঘ্নে মক্কায় পৌঁছে যাবে, অথচ তার কোনো ভয় থাকবে না, তবে শুধু রাস্তা হারানোর ভয় থাকবে। (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ১২৪৭৪)

১৩। অট্টালিকা নির্মাণ

আবু হুরায়রা রাঃ. বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যখন মেষ পালকের রাখালেরা সুরম্য অট্টলিকায় বসবাস করবে, তখন কিয়ামত অতি নিকটে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা- ৫/৪০৪৪)

বর্তমানে এই অট্টালিকা নির্মাণ যেভাবে হচ্ছে তা আর কোন যুগে হয়নি এবং আর কখনো হবেও না। কারণ সবকিছুর একটি চূড়া আছে এবং সেই পর্যন্ত পৌঁছে আবার আগের জায়গায় তা ফেরত আসবে অর্থাৎ ধ্বংস হবে।

১৪। বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা

শহর-নগরীর ধ্বংস হওয়া বিষয়ে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে ‘‘খারাবুন’’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি পুরোপুরি হোক কিংবা আংশিক— সব ধরণের ক্ষয়ক্ষতিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সেজন্য আমরা ‘‘খারাবুন’’ শব্দটির অর্থ ‘‘ক্ষয়ক্ষতি’’ বুঝবো। কারণ হাদীসে বর্ণিত প্রতিটি দেশের ক্ষয়ক্ষতি একটি থেকে অপরটি ভিন্ন।
কেননা, সাহাবী সাওবান রাঃ. বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, খাদ্যগ্রহণকারীরা খাবারের চতুর্দিকে যেভাবে একত্রিত হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বলল, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরকম হবে?
রসূল ﷺ বললেন, না, বরং তোমরা সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। কিন্ত সেদিন তোমরা প্লাবনের শ্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত হবে। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে আতঙ্ক দূর করে দেবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভীরুতা ভরে দিবেন। কারণ তোমরা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন থাকবে আর মৃত্যুকে অপছন্দ করবে। (সুনানে আবু দাউদ ৫/৪২৯৭)

১৫। সিরিয়া ফিতনার (যুদ্ধ) সূচনা

হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়েব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একটা যুদ্ধ হবে যার শুরুতে থাকবে শিশুদের খেলা (ছোটদের খেলা থেকেই যুদ্ধ শুরু হবে)। যুদ্ধটা এমন হবে যে, এক দিক হতে থামলে অন্যদিক হতে তা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। যুদ্ধ থামবে না এমন অবস্থায় আসমান থেকে জিবরাঈল (আঃ) বলবেন, অমুক ব্যক্তি তোমাদের নেতা। আর ইবনে মোসায়েব

(রা:) বলেন, (আহবানকারী) তাঁর দুই হাত গুটাবেন ফলে তাঁর হাত দুটা সংকুচিত হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি এই কথাটি তিনবার বললেন, সেই নেতাই সত্য।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৩; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৭)

হযরত ইবনুল মুসাইয়িব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সিরিয়ায় একটি যুদ্ধ হবে। যার শুরুটা হবে শিশুদের খেলাধূলা (দিয়ে)। অতঃপর তাদের এ যুদ্ধ কোন ভাবেই থামবে না। আর তাদের কোন দলও থাকবে না। এমনকি আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তি। এবং সুসংবাদদাতার হাত উত্থিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৭)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন চতূর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ ১২ বছর স্থায়ী হবে। যখন অবসান হওয়ার তখন অবসান হবে। (অর্থাৎ ১২ বছর সময় শেষ হবে তারপর) স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফুরাতকে খুলে দেওয়া হবে (প্রকাশ পাবে)। অতঃপর তার উপর (অর্থাৎ তাতে) প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭০)

এ বিষয়ে জানা যায়- ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৪ বছর বয়সী ৭ম শ্রেণীর ছাত্র মুয়াইয়া সিয়াসনেহ টেলিভিশনে তিউনেশিয়া ও মিশরের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী খবর দেখে দক্ষিণ সিরিয়ার দারা শহরে নিজের স্কুলের দেয়ালে সরকার বিরোধী স্লোগান লেখে। বিবিসি এর নিউজ মতে এক ছোট ছেলে খেলাধুলার বসে দেয়ালে লিখে 'বাশার (শাসক) তোমাকে চলে যেতে হবে'। আর সেখানে নিয়ম ছিল প্রেসিডেন্ট এর নামের আগে সম্মানজনক কিছু উল্লেখ করা। তারপর রাতের বেলা পুলিশ এসে তাকে সহ আরো ৩ বন্ধুকে আটক করে মারাত্মক নির্যাতন করে। কিছু খবরে আসে সেই আটককৃতদের থেকে একজন নির্যাতনের কারণে মারাও যায়। এই ঘটনার পর অভিভাবকরা ও সমাজের লোকেরা রাস্তায় মিছিলে নামে। যার কারণে দারা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পরে, এবং পরবর্তীতে যা পুরো সিরিয়াতে ছড়িয়ে পরে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে বাশার আল আসাদ সেনাবাহিনী মোতায়েন করে এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয় বিক্ষোভকারীদের সরাসরি গুলি করতে। কিন্তু সেনাবাহিনীর কেউ কেউ সাধারণ জনগণকে গুলি করতে অস্বীকার করে। তারপর সেনাবাহিনীর সেই বিদ্রোহী অংশটি নিয়ে গঠিত হয় FSA অর্থাৎ ফ্রি সিরিয়ান আর্মি। তারপর যুক্তরাষ্ট্র ও তার আরব দেশের মিত্ররা বিদ্রোহীদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই এখানে অনেকগুলো দল একসাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। যা এখনো চলমান। আর এটাই হচ্ছে সিরিয়া যুদ্ধ তথা চতুর্থ ফিতনা।

দেখা যাচ্ছে হাদিসের সাথে হুবহু এই যুদ্ধের সূত্রপাতের সাথে মিলে যাচ্ছে। তাহলে এই ফিতনা শুরু হওয়ার ১২ বছর পর ফুরাতের ফিতনা ঘটিত হবে। এই হিসেবে-

২০১১+১২=২০২৩ সালে ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় বা খনি উন্মোচিত হবে ও তা নিয়ে যুদ্ধ হবে।

১.৩ শেষ জামানায় আসার আলামতগুলো সত্য হয়ে গেছে

আমাদের শেষ নবী ও রসূল ﷺ, তিনি অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী করেছেন শেষ জামানা সম্পর্কে ও শেষ জামানার ফিতনা, মালহামা এবং তৎসময়ের নেতাদের সম্পর্কে। তাকে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে সকল ফিতনা দেখানো হয়েছে। বেশির ভাগ বর্ণিত ভবিষ্যৎবাণী সত্য হওয়ায় এটা নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, পরবর্তী সকল ভবিষ্যৎবাণীও একটি একটি করে মিলে যাবে। এটিই একটি নিদর্শন যে ইসলামই সঠিক ধর্ম। শেষ জামানার বড় বড় আলামতগুলো শুরু হতে কিছু বছর মাত্র বাকি। এর মধ্যে পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ মারা যাওয়ার হাদিসের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পৃথিবী থেকে সকল পাপাচার উঠে যাবে সেই প্রেক্ষাপট সহজেই অনুধাবন করা যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ পৃথিবীব্যাপী শুরু হতে যাচ্ছে। বড় যুদ্ধের প্রস্তুতিও চলছে। শেষ জামানার প্রেক্ষাপট ও যেসকল আলামত রয়েছে তার বাস্তবায়ন প্রমাণ করে যে পৃথিবী নতুন ভাবে আবার সৃজিত হবে যেমন ভাবে পানি দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করা হয়। আর সেগুলোর বর্ণনাই আমরা এই বইতে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে যে সকল ঘটনা ঘটছে ও আগে ঘটে গেছে তার সকল কিছুই হাদিসের কিতাবে অনেক স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিভিন্ন দেশের প্রধানদের ব্যাপারে, বিভিন্ন ফিরকা, দল ও দলনেতা সম্পর্কে, সকল ঘটিতব্য বিষয়গুলোই উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) উল্লেখ করে বলেন-

হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া আত তুজীবী (রহঃ) ..... আবু ইদরীস খাওলানী (রহঃ) বলতেন, হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান (রা:) বলেন, আমার ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে ঘটমান বিপদাপদ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। বস্তুতঃ বিষয়টি এমন নয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ অন্যদের কাছে বর্ণনা না করে শুধুমাত্র আমার কাছেই এ ব্যাপারটি বর্ণনা করেছেন। তবে রসূলুল্লাহ ﷺ এর এক বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। এতে তিনি ফিতনার ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছিলেন। আর এগুলোর তিনটি এমন, যা কোন কিছুকেই ছাড় দিবে না। এর কিছু সংখ্যক গ্রীষ্মের ঝঞ্ঝা বায়ুর মতো। আবার কিছু সংখ্যক ছোট এবং কিছু সংখ্যক বড়। হুযাইফাহ্ (রা:) বলেন, উক্ত মাজলিসে উপস্থিত লোকেদের মধ্যে আমি ছাড়া প্রত্যেকেই এ দুনিয়া হতে চির বিদায় নিয়েছেন।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৫৪-(২২/২৮৯১) [ইঃ ফাঃ ৬৯৯৮, ইঃ সেঃ ৭০৫৫])

উসমান ইবনু আবু শাইবাহ ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... হুযাইফাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সকল বিষয় ফিতনার কথা বর্ণনা করলেন। তারপর যে স্মরণ রাখবার সে স্মরণ রাখল এবং যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেল। তিনি বলেন, আমার এ সঙ্গীগণ জানেন যে, তন্মধ্যে কতক বিষয় এমন আছে, যা আমি ভুলে গেছি। কিন্তু সেটা সংঘটিত হতে দেখে আমার তা আবার মনে পড়ে

যায়। যেরূপ কোন লোক দূরে চলে গেলে তার চেহারার কথা মানুষ ভুলে যায়। অতঃপর তাকে দেখে সে চিনে নেয়। *

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৫৫ [ইঃ ফাঃ ৬৯৯৯, ইঃ সেঃ ৭০৫৬])
- * এ হাদীস থেকে এ কথা বুঝার কোন সুযোগ নেই যে, নাবী মুহাম্মাদ ﷺ গায়েব জানতেন। বরং নাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত শারীআতের প্রতিটি কথা ওয়াহীভিত্তিক এবং সে রকম একটি ওয়াহীভিত্তিক কথা যে, মানুষ কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত কি কি মুসীবাতের সম্মুখীন হবে সেটা তিনি ওয়াহীর মাধ্যমে আগেই জেনে উম্মাতকে জানিয়েছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার, আবু বকর ইবনু নাফি' (রহঃ) ..... হুযাইফাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমুদয় ফিতনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। ফিতনাহ সম্পর্কীয় কতক বিষয় সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি। তবে মদীনাবাসীকে কোন কারণে মদীনাহ হতে বের করা হবে সে সম্পর্কে আমি তাকে প্রশ্ন করিনি।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৫৭ [ইঃ ফাঃ ৭০০১, ইঃ সেঃ ৭০৫৮])

হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামেন (রা:) বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমার সাথীরা ভুলে গেছেন না কি জেনে শুনে ভুলে আছেন। আল্লাহর কসম! কিয়ামত পর্যন্ত ফিতনার সংখ্যা হবে তিন শতাধিক। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রত্যেকের নাম, পিতার নাম ও গোত্রের নাম আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

অন্যত্র আছে- (আল্লাহর শপথ করে বলছি, রসূলুল্লাহ ﷺ এমন কোন ফিতনাকারীর আলোচনা অবশিষ্ট রাখেননি, যা কিয়ামত পর্যন্ত আবির্ভূত হবে এবং তার সাথে উক্ত ফিতনাহ সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা তিনশত বা তারও অধিক পর্যন্ত পৌছবে। বরং তিনি ঐ ব্যক্তির নাম, তার পিতার নাম এবং তার বংশ পরিচয়ও আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।)

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪১ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৩]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৩৯৩) (অন্যান্য হাদিসের সাথে বিপরীত অর্থ না থাকায় গ্রহণযোগ্য।)
- কারণ সনদে 'লাকবী'সহ মাজহুল, বলা হয়ে থাকে যে, তার নাম ইসহাক্ ইবনু কবীসাহ্ ইবনু যুআয়ব আল খুযা'ঈ আশ শামী, সত্যবাদী, সে মুরসাল হাদীস বর্ণনাকারী। আওনুল মা'বুদ ১১/২০৭ পৃ., হা, ৪২৪৩।

আবূ উমাইয়া আশ-শাবানী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালাবা আল-খুশানী রাঃ-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, কোন আয়াত? আমি বললাম, এই আয়াত (অনুবাদঃ) ''হে মুমিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'' (সূরা মায়িদাহ, ১০৫)। তিনি বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে অধিক অবহিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি। আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছি।

তিনি বলেনঃ বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ নিষেধ করতে থাকো। শেষে এমন এক যুগ আসবে যখন তুমি লোকেদেরকে কৃপণতার আনুগত্য করতে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে নিজের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অহংকার করতে দেখবে। আর তুমি এমনসব গর্হিত কাজ হতে দেখবে যা প্রতিহত করার সামর্থ্য তোমার থাকবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে তুমি নিজেকে হেফাজত করো এবং সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দাও। তোমাদের পরে আসবে কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষার যুগ। তখন ধৈর্যধারণ করাটা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার মত কঠিন হবে। সে যুগে কেউ নেক আমল করলে তার সমকক্ষ পঞ্চাশ ব্যক্তির সওয়াব তাকে দান করা হবে।

- (যঈফ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ১/৪০১৪; আবূ দাউদ ৪৩৪১; তিরমিযী ৩০৫৮; মিশকাত ৫১৪৪; সহীহাহ ৪৯৪)
- তাহকীক আলবানীঃ যঈফ। উক্ত হাদিসের রাবী উতবাহ বিন হাকীম সম্পর্কে আবু আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবু বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শু'আয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদিস বর্ণনায় ভুল করেন। (বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে মিলে যাওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য)

আবূ উমাইয়া আশ-শাবানী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালাবা আল-খুশানী (রা:) -এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, কোন আয়াত? আমি বললাম, এই আয়াত (অনুবাদঃ) "হে মুমিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা মায়িদাঃ ১০৫)। তিনি বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে অধিক অবহিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি। আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছি। আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা কখন ত্যাগ করবো? তিনি বলেনঃ যখন তোমাদের মাঝে সেইসব বিষয় প্রকাশ পাবে, যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মাঝে প্রকাশ পেয়েছিলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের পূর্বেকার উম্মাতগণের যুগে কি কি বিষয় প্রকাশ পেয়েছিলো? তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট তরুণদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাবে। বয়স্ক লোক অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত হবে এবং নিকৃষ্ট লোক জ্ঞানের অধিকারী হবে। রাবী যায়েদ (রা:) বলেন, নবী ﷺ এর বাণীঃ 'নিকৃষ্ট ও নীচ ব্যক্তিরা জ্ঞানের অধিকারী হবে' এর তাৎপর্য হলোঃ পাপাচারীরা জ্ঞানের বাহক হবে।

- (যঈফ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৪০১৫; আহমাদ ১২৫৩১)
- তাহকীক আলবানীঃ মাকহুলের আন আন সুত্রে বর্ণনার কারণে সানাদটি দুর্বল। উক্ত হাদিসের রাবী আল হায়সাম বিন হুমায়দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, আমি তার ভাল ছাড়া

খারাপ কিছু জানি না। ইমাম নাসাঈ বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। আবু মুসহির বলেন, তিনি দুর্বল ও কাদিরিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৬৪৩, ৩০/৩৭০ নং পৃষ্ঠা)

মাকহুল (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল যে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? তখন রসূল ﷺ উত্তরে বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর থেকে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না। তবে তার আলামত হলো, বাজার নিকটবর্তী হওয়া, বৃষ্টি (অতি বৃষ্টি) হওয়া, শস্য উৎপাদন না হওয়া। গীবত-পরনিন্দা ছড়িয়ে পড়া। ভ্রষ্ট সন্তানদের প্রকাশ। সম্পদশালীকে সম্মান করা হবে। মসজিদে ফাসেক ব্যক্তিরা উচ্চ আওয়াজ করবে। সৎকাজকারীদের উপর অপকর্মকারীদের আধিপত্য প্রকাশ পাবে। অতএব, যে ব্যক্তি উক্ত যমানা পাবে, সে যেন তার দ্বীন নিয়ে নিভৃতে থাকে। আর সে যেন ঘরের মোটা চাদর হয়ে থাকে, অর্থাৎ ঘরে অবস্থান করে।

- (মুরসাল, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮০০)

এই হাদিসগুলো যঈফ হলেও দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে এর হুবহু মিল রয়েছে। এই সকল হাদিসে যেন বর্তমান জামানার চিত্র ভেসে উঠে।

১.৪ মূর্খ আলেমরা আজ উম্মতকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দ্বীনী ইলমের শিক্ষা ও চর্চা কমে যাবে এবং মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে দ্বীনী বিষয়ে মূর্খতা বিরাজ করবে। নবী ﷺ বলেনঃ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ

"কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে"। এখানে ইলম বলতে ইলমে দ্বীন তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান উদ্দেশ্য যা অন্য হাদিসে পাওয়া যায় আলেমদের (মৃত্যু) উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এই ইলম উঠে যাবে।

- (বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম)

বর্তমান জামানায় যাদেরকে আমরা আলেম হিসেবে চিনি তারা কতটুকু জ্ঞানী বা কতটুকু যোগ্য এ বিষয়ে জানা অতীব জরুরী কারণ হাদিসে শেষ জামানার আলেমদের নিয়ে অনেক বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যাতে তাদের বেশির ভাগকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। এরকমও বলা হয়েছে যে তাদের ফিতনা দাজ্জালের ফিতনা থেকেও ভয়ংকর হবে! শেষ জামানায় আলেমদের সংখ্যা হবে কম অথচ দেখা যাচ্ছে সংখ্যায় বেশি। এর কারণগুলো জানতে এবং হকপন্থী আলেম চিনতে আমাদের সেই হাদিসগুলো অধ্যায়ন করা জরুরী।

১.২ মহানবী ﷺ এর করা সমসাময়িক ভবিষ্যৎবাণী এর ৪ নং, ৫ নং ও ৯ নং পয়েন্টে কিছু বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে জানা যায় শেষ জামানায় জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হবে, আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে দ্বীনী জ্ঞান উঠে যাওয়া, মুনাফিকরা জ্ঞানী সেজে ধর্ম ব্যবসা ও ভ্রান্ত

মতবাদ প্রতিষ্ঠা, আলেম হলেও আমল খুঁজে পাওয়া যাবে না, অযোগ্য ব্যক্তি মুফতি সেজে ফতোয়া দিবে, দরবারী (জালিম শাসকদের কাছে গমন) আলেমদের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আম্‌র ইবনে আ’স (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, “নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইল্‌ম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নেবেন (অর্থাৎ, আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে)। অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।”

- (সহীহুল বুখারী ১০০, ৭৩০৭; সহীহুল মুসলিম ২৬৭৩; সুনান আত তিরমিযী ২৬৫২; সুনান ইবনু মাজাহ ৫২; মুসনাদে আহমাদ ৬৪৭৫, ৬৭৪৮, ৬৮৫৭; রিয়াদুস সলেহিন ১৪০০; দারেমী ২৩৯)

হযরত আবু যার (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ এর নিকট একদিন উপস্থিত ছিলাম এবং আমি তাকে বলতে শুনেছি এমন কিছু রয়েছে যেটির ব্যাপারে আমি আমার উম্মতের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয় করি। তখন আমি ভীত হয়ে পড়লাম, তাই বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! এটি কোন জিনিস? যার ব্যাপারে আপনি আপনার উম্মতের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয় পান? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, পথভ্রষ্ট আলেমগণ।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, ইবনে দায়লামী ১০৫২; মুসনাদে আহমাদ ২০৩৩৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আউস (রা:) থেকে বর্ণিত রসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মতের জন্য কোন কিছুই ভয় করি না। পথভ্রষ্ট আলেমগণ ব্যতীত।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৫৩)

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় আল্লাহ তাঁর দ্বীনের ইলম উঠিয়ে নেবে, আর মানুষ দুনিয়ার এলেমের পিছনে ছুটবে। আর তখনই তারা মতবিরোধে লিপ্ত হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৮২)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। এমন এক সময় আসবে যখন মানব সন্তান কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাবে, আর তারা দুনিয়ার পেছনে পাগলের মত দৌড়াবে। যেমন কোন মাতাল ঘোড়া দৌড়ায়।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৮৩)

এভাবেই শেষ জামানায় একটি দল দেখা যায় যাদের পথপ্রদর্শক বাহ্যিকভাবে একজন বা কিছু আলেম বা কোন সংগঠন আকারে হলেও সেই দলের পথপ্রদর্শক ও অনুসারী সবাইই জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেনঃ আমি অচিরেই লোকদের উপর এমন একটি সময় আসার আশংকা করছি যখন কেবলমাত্র নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই থাকবে না এবং কুরআনের লিখিত রূপটি ছাড়া তার বাস্তবায়ন থাকবে না। মসজিদগুলো চাকচিক্যে ভরপুর হলেও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। ঐ সময়কার আলেমরা হবে আসমানের নিচে বিচরণকারী সর্ব নিকৃষ্ট জীব। তাদের থেকেই বিভিন্ন ফিতনা ছড়াবে এবং তারা নিজেরাও সেই ফিতনায় আবর্তিত হবে।

- (সহীহ, শু'আবুল ঈমান, বায়হাক্বী ১৯০৮; মিশকাত ২/৩৩ পৃঃ, হাঃ ২৫৮, ২৭৬)

এই হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া যায় যখন কুরআনের বিধানের বাস্তবায়ন থাকবে না ও মসজিদগুলো সাজানোর প্রতিযোগিতা হবে সেই সময়ের আলেমরা পথভ্রষ্ট হবে আর খেয়াল করলে দেখা যায় যে এটাই সেই বর্তমান সময়।

রসূল ﷺ জানতেন যে, তারপর একদল আলেমদের জন্ম হবে যারা দ্বীনের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবে কিন্তু সে জ্ঞানকে দুনিয়াবানী স্বার্থে ব্যবহার করবে, জেনে শুনে ইলম গোপন করবে, জালেম-কুফফার শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলবে না। তাই তিনি আমাদেরকে এইসব দুনিয়ালোভী আলেমদের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন।

রসূল ﷺ বলেছেনঃ "তিন শ্রেণীর মানুষকে সর্ব প্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার মধ্যে:- প্রথম শ্রেণীটা হলঃ একদল জ্ঞানী আলেম যারা দুনিয়াবী স্বার্থে ইলম গোপন করতো এবং জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলতো না।"

- (সংক্ষেপিত, জামে আত তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একদল লোক হবে, যারা ইলমে দ্বীনের গভীর জ্ঞান রাখবে (অর্থাৎ বড় বড় শায়েখ, আলেম) কুরআন তিলাওয়াত করবে, তারা বলবে, চলো চলো আমরা শাসক তথা রাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে যাই এবং দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করি এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাদের বর্জন করে চলি। অথচ তা কখনও সম্ভব নয়। যেরূপ কাঁটাদার বৃক্ষ থেকে কেবল কাঁটার আঘাতই পাওয়া যায়, অনুরূপ তাদের নৈকট্য লাভে গুনাহ ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না।

- (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩২, হা: ৮)

আবূ হুরায়রাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা 'জুব্বুল হুযুন' থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! 'জুব্বুল হুযুন' কি? তিনি ﷺ বললেন, এটা হল জাহান্নামের মধ্যে একটি গর্ত। এ গর্ত হতে বাঁচার জন্য জাহান্নামও দৈনিক চারশ বার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! এতে (এ গর্তে) কারা যাবে? তিনি ﷺ বললেন, যারা দেখানোর উদ্দেশ্যে 'আমাল ও কুরআন অধ্যয়ন করে থাকে। কুরআন অধ্যয়নকারী (আলিম)-গনের মধ্যে তারাই আল্লাহর নিকট

সর্বাপেক্ষা ঘৃনিত, যারা আমীর-ওমরাহদের (সম-সাময়িক শাসকগোষ্ঠীর) সাথে বেশী বেশী সাক্ষাত বা মেলামেশা করে।

- (সুনান আত-তিরমিযী ২৩৮৩; সুনান ইবনু মাজাহ্ ২৫৬; য'ঈফুত্ তারগীব ১৬; মিশকাতুল মাসাবিহ ২৭৫)

ইবনু 'আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেনঃ 'যে লোক/আলিম রাজা-বাদশার নিকট আসা-যাওয়া করে সে ফিতনায় নিপতিত হয়।'

- (সহীহ, সুনান আবু দাউদ ২৮৫৯)

ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমার উম্মাতের কতক লোক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করবে, তারা কুরআন পড়বে এবং বলবে, আমরা শাসকদের নিকট যাবো তাদের নিকট থেকে পার্থিব স্বার্থ প্রাপ্ত হবো এবং আমাদের দ্বীন থেকে তাদের সরিয়ে রাখবো। এরূপ কখনো হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার গাছ থেকে ফল আহরণের সময় হাতে কাঁটা ফুটবেই, তদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ গুনাহ ব্যতীত তারা কিছুই লাভ করতে পারে না।

- (সুনানে ইবনে মাজাহ ২৫৫; মিশকাতুল মাসাবিহ ৬৩, ২৪৫, ২৬২)

তাবি'ঈ যিয়াদ ইবনু হুদায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা 'উমার (রা:) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি বলতে পারো ইসলাম ধ্বংস করবে কোন জিনিসে? আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। তখন তিনি ['উমার রাঃ] বললেন, আলিমদের পদস্খলন, আর আল্লাহর কিতাব কুরআন নিয়ে মুনাফিক্বদের ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে।

- (সহীহ, সুনানে দারিমী ২১৪; মিশকাতুল মাসাবিহ ২৬৯)

উমার বিন খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, ইসলাম বিজয় লাভ করবে। যার ফলশ্রুতিতে বণিকদল সমুদ্রে বাণিজ্য-সফর করবে। এমন কি অশ্বদল আল্লাহর পথে (জিহাদে) অবতরণ করবে। অতঃপর এমন একদল লোক প্রকাশ পাবে; যারা কুরআন পাঠ করবে (দ্বীনী ইলম শিক্ষা করে ক্বারী ও আলেম হবে)। তারা (বড়াই করে) বলবে, 'আমাদের চেয়ে ভালো ক্বারী আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় আলেম আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় ফকীহ (দ্বীন-বিষয়ক পন্ডিত) আর কে আছে?' অতঃপর নবী ﷺ সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, ''ওদের মধ্যে কি কোন প্রকারের মঙ্গল থাকবে?'' সকলে বলল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেন, ''ওরা তোমাদেরই মধ্য হতে এই উম্মতেরই দলভুক্ত। কিন্তু ওরা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।''

- (সহীহ, ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৬২৪২; বাযযার; সহীহ তারগীব ১৩৫; হাদিস সম্ভার ১৬২১)

কা'ব ইবনু মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে 'আলিমদের ওপর গৌরব করার জন্য অথবা জাহিল-মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

- (সহীহ, সুনান আত-তিরমিযী ২৬৫৪; সহীহুল জামি' ১০৬; মিশকাতুল মাসাবিহ হা/২২৫)

রসূল ﷺ বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মাহ্-এর জন্য কোন কিছুরই ভয় করি না, পথভ্রষ্ট 'আলিমগণ ব্যতীত। এরপর, যখন আমার উম্মাহ্-এর বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠানো হবে, এটা তুলে নেওয়া হবে না বিচার দিবস পর্যন্ত।"

- (মুসনাদ আহমাদ ১৬৪৯৩, ২১৩৬০, ৩১৩৫৯, ২০৩৩৪; আদ্-দারিমী ২১১ ও ২১৬)

কুরআন এবং সুন্নাহ'র অর্জিত শিক্ষা ত্যাগকারী আলেমের ব্যাপারে শায়খূল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিঃ) বলেছেনঃ
"যদি কোন শায়খ কুরআন এবং সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করে না, তখন সে একজন ধর্মত্যাগী এবং কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে, যে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।" (আল ফাতওয়া, ইবনে তাইমিয়া, খন্ডঃ ৩৫, পৃষ্টাঃ ৩৭৩)

"দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করেছে আধা বক্তা, আধা ফকীহ, আধা ডাক্তার এবং আধা ভাষাবিদ। এদের একজন (আধা বক্তা) দ্বীনকে ধ্বংস করে, অপরজন (আধা ফকীহ) দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে। আধা ডাক্তার মানুষের শরীরকে নিঃশেষ করে। আর আধা ভাষাবিদ ভাষাকে বিনষ্ট করে।" (মাজমাউল ফাতাওয়া: খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৮)

দরবারি আলেমদের বৈশিষ্ট্য: দ্বীন কায়েমের কথা বলে না, জিহাদ-কিতালের কথা বলে না, জালিম ও কুফফার শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলে না, বরং যারা দ্বীন কায়েমের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, জালিম-কুফফার শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ ও কিতাল (যুদ্ধ) করছে তাঁদের বিরুদ্ধে এসি রুমে বসে উল্টো ফতোয়া দেয়। জালিম-মুরতাদ শাসকদের মুসলিম শাসক বলে এবং তাঁদের আনুগত্য করা ফরজ, তাঁদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম বলে ফতোয়া দেয় তারাই হচ্ছে 'দরবারী আলেম', তথা জালেম-তগুত শাসকদের পা চাটা আলেম। প্রকাশ্য হারাম (শরীয়তের বিলুপ্তি, মদ-জুয়া, নাইট ক্লাব), কবীরা গুনাহ এসব সম্পর্কে উনারা জনসাধারণকে কিছু বলবেন না, বললেও গোপনে।

আরও পরিস্কার করে বলি- আপনি যদি নামাজ রোজা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে জানার জন্যে তাদের কাছে যান তাহলে সেটা নিয়ে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি যখন দ্বীন প্রতিষ্ঠা, জিহাদ ইত্যাদি বুঝার জন্যে এইসব আলেমদের

কাছে যাবেন তখন তাতে তাদের প্রবল আপত্তি আছে। কারণ, এদের কেউ দ্বীন প্রতিষ্টা বা জিহাদ নিয়ে কথা বলেনা, নিজেরাও দ্বীন প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করেনা, জালেম এবং কুফফার শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলেনা। বরং উল্টো আরও ইসলামের বিরুদ্ধে বলে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আজগুবি সব শর্ত জুড়ে দেয় যেসব সব শর্ত আল্লাহ রসূল ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম এবং সালফে সালেহীনরা যুক্ত করেননি। দরবারি আলেমদের জ্ঞান-গরিমা দেখে মোটেও বিচলিচ হবেন না, এই পৃথিবীতে এমন অনেক জ্ঞানী ছিল যারা বিচার দিবসে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে যদিও তারা কালেমা পড়েছিল, নামাজ-রোজা, হজ-যাকাত সবই করেছিল।

১.৫ হক আলেম কারা

"তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা কর"
(সূরা নাহল, আয়াত ৪৩)

জ্ঞানী বলতে আল্লাহ কাকে বুঝিয়েছেন? সর্বপ্রথম দেখবো আমাদের সমাজে জ্ঞানী বলতে কাকে বোঝানো হয়। আমাদের সমাজে যাকে জ্ঞানী (ইসলামী বিষয়ে) বলা হয়ঃ যারা দ্বীনী বিষয়ে পড়াশোনা করে বড় বড় ডিগ্রী নেয় তাদেরকেই আমাদের সমাজে জ্ঞানী বা আলেম বলা হয়। আরো ভালোভাবে বলতে গেলে, যারা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করে বড় বড় ডিগ্রী নেয় যেমন ফাজেল, কামেল, মুফতি এসব ডিগ্রী অর্জন করে তাদেরকেই আমাদের সমাজে জ্ঞানী বলা হয়।

পক্ষান্তরে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সিলেবাস ভিত্তিক একটি গণ্ডীর মধ্যে থেকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় এবং দেখা যায় সেই সিলেবাস তৈরিতে শাসকদের হস্তক্ষেপ থাকে। রসূলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী শেষ জামানায় আলেমদেরকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ ইলম উঠিয়ে নিবেন এবং এর ফলে শেষ জামানায় মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করে যে হারে মানুষ বড়বড় ডিগ্রী নিয়ে আলেম হচ্ছে তাতে আলেমদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছেনা বরং বহুগুণে আলেমদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কারণ প্রতি বছরই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করে বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে বহু আলেম (জ্ঞানী) বের হয়ে আসছে। এভাবে প্রত্যেক বছরই হাজার হাজার আলেম তৈরী হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক বছর যে হারে আলেমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে আলেম মারা যাচ্ছেনা অর্থাৎ আলেমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় যেভাবে আলেমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়েছে তাতে এই শেষ জামানায় আলেমদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধিই পাবে। আলেমদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছেনা। অথচ রসূল ﷺ ভবিষ্যতবাণী করেছেন, আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে অর্থাৎ শেষ যামানায় আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে। তাহলে প্রকৃত ঘটনাটা কি? জ্ঞানী বলতে আল্লাহ কাকে বুঝিয়েছেন সেটা বুঝা গেলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে।

আল্লাহর দৃষ্টিতে যারা জ্ঞানী

মূসা (আঃ) একবার আল্লাহকে সাতটি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো- আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী কে? আল্লাহ বললেন- যে জ্ঞানার্জনে কখনো তৃপ্ত হয়না এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞানকেও যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের মধ্যে জমা করতে থাকে (হাদীসে কুদসী- আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বায়হাকী ও ইবনে আসাকির, আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী রঃ এর 'হাদীসে কুদসী' গ্রন্থের ৩৪৪ নং হাদীস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আল্লাহ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটি তাঁর দেওয়া জ্ঞান যা তিনি সৃষ্টির প্রথম থেকে তাঁর নবী রসূলদের মাধ্যমে তাঁর কিতাবসমূহে মানবজাতিকে অর্পণ করে আসছেন, যার শেষ কিতাব হচ্ছে আল কুরআন। এটা হচ্ছে অর্পিত জ্ঞান। আর মানুষ পড়াশোনা, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে জ্ঞান অর্জন করে তা হলো অর্জিত জ্ঞান। কারা প্রকৃত আলেম কারা প্রতারক আলেম তা একজন মুমিন এর জন্য ধরা সহজ, যখন তার ইসলামের সঠিক অর্জিত জ্ঞান থাকে।

প্রকৃত আলেম ও প্রতারক আলেম সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অনেক উক্তি কোর'আন ও হাদিসে পাওয়া যায়। প্রকৃত আলেমদেরকে আল্লাহর রসূল নিকৃষ্ট জীব বলেন নি, বলেছেন প্রতারক আলেমদেরকে। আমরা প্রকৃত আলেম বলতে বুঝবো আল্লাহর রসূলের আসহাবগণকে যাদেরকে স্বয়ং রসূল নিজে ইসলাম শিখিয়ে গেছেন, ইসলামের জ্ঞান তাদের চেয়ে বেশি আর কারও থাকা সম্ভব নয়। রসুলের আসহাবগণের পরবর্তীতে যারা আলেম হতে চান তাদের চরিত্র ও কাজ আসহাবদের মতোই হতে হবে। তা না হলে যত বড় টাইটেলধারীই হোন না কেন, যত বড় আলখেল্লাধারীই হোন না কেন তারা প্রকৃত আলেম নন। সুতরাং,

১। প্রকৃত যারা আলেম তারা সঠিক হেদায়েতের উপর থাকবেন এবং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করবেন। আল্লাহর কারণেই কারো সাথে বন্ধুত্ব ও শক্রুতা করবেন, হক কথা প্রচার করবেন, সত্য গোপন করবেন না। প্রকৃত যারা আলেম তারা কখনও অহঙ্কারী হবেন না, কারণ অহঙ্কার কেবলমাত্র আল্লাহরই সাজে। প্রকৃত আলেমরা তাদের সঞ্চিত জ্ঞানকে খুবই সামান্য মনে করবেন এবং সর্বদা অতৃপ্ত থাকবেন। তারা নিজেদেরকে কখনোই আলেম বলে মনে করবেন না, দাবি বা প্রচার করা তো দূরের কথা।

২। তারা আল্লাহর দ্বীন বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করবেন না। এই জ্ঞান অন্যকে দেওয়া তারা নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করবেন। আলী (রা:) কে রসুলাল্লাহ 'জ্ঞান-নগরীর দ্বার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি কি আজকের আলেমদের মতো তাঁর জ্ঞান বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন? জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি কুলির কাজ করতেন এবং যাঁতার চাক্কি পিষে যবের আটা প্রস্তুত করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী জান্নাতের রানী ফাতেমার (রা:) পবিত্র হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। এই জ্ঞানের দুয়ার হযরত আলীকেই (রা:) আমরা দেখি সিংহের বিক্রমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। তার অনন্য সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য রসূলাল্লাহ তাঁকে আরেকটি উপাধি দিয়েছিলেন- সেটা হলো আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ। সুতরাং যিনি দ্বীনের যত বড় আলেম হবেন তিনি তত বড় সংগ্রামী, যোদ্ধা

হবেন অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের রক্ষক হবেন। আল্লাহর জন্য তার অগাধ আত্মমর্যাদাবোধ থাকবে।

৩। প্রকৃত আলেম তার জ্ঞানকে মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে প্রচার করে যান। তার শিক্ষায় একটিও বিষয় থাকেনা বা থাকতে পারে না যা আল্লাহ বা তাঁর রসুলের শিক্ষার বিপরীত। আল্লাহ ধর্মব্যবসা হারাম করেছেন, দ্বীনের কাজের পার্থিব মূল্য গ্রহণকে তিনি আগুন ভক্ষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যারা এই কাজ করে তাদেরকে তিনি বলেছেন পথভ্রষ্ট, অপবিত্র ও জাহান্নামী (সূরা বাকারা, আঃ ১৭৪)। তাদের পেছনে দাঁড়াতে মুমিনদেরকে নিষেধ করেছেন (সূরা ইয়াসীন, আয়াতঃ ২১)। অথচ আজকের সমাজের প্রতিষ্ঠিত আলেমগণ জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে দ্বীন বিক্রি করাকেই বেছে নিয়েছেন, যদিও তারা তা মুখে অস্বীকার করে থাকে। এরা আল্লাহর কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী কাজ করছেন এবং নিজেদের আলেম বলে দাবি করে অর্থের বিনিময়ে, পার্থিব স্বার্থে নামাজ পড়িয়ে, মুর্দা দাফন করে, খতম পড়ে, ওয়াজ মাহফিল, খুতবা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এদেরকেই আল্লাহর রসূল ﷺ আসমানের নিচে সর্ব নিকৃষ্ট জীব বলেছেন। (তবে নিয়তের উপরই এটি নির্ভরশীল। কারণ অনেকের নিয়তই থাকে যে ধর্ম দিয়ে দুনিয়া কামাই করবো তাদের কথা বলা হয়েছে।)

৪। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমার রজ্জুকে ধরে রাখ। আজ এই নামধারী আলেমরা ইসলামকে নানান মাজহাব, ফেরকা, তরীকা, খানকা, পীরের অনুসারী এবং হাজারো ভাগে ভাগ করেছেন, সাধারণ মানুষ এই সব মাজহাব ফেরকা আবিষ্কার করে নি। এই কাজ করে নামধারী আলেমরা জাতিকে মেরে ফেলেছেন। প্রকৃত আলেমরা কখনই ইসলামকে এই ভাবে ধ্বংস করতে পারেন না।

আমরা চাই এ জাতির সত্যনিষ্ঠ আলেম ওলামাদের কালঘুম ভাঙুক। তারাও আল্লাহর প্রকৃত তাওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোক। আর বর্তমানে তা দেখাও যাচ্ছে। হক তাদের কাছে দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যে সকল আলেমরা গনতন্ত্র নিয়ে পড়েছিল তারা আজ তা থেকে বেরিয়ে আসছে। এই জাতি এখন জেগে উঠছে।

হক আলেমদের মর্যাদা

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদেরকে উচ্চমর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।’ (সূরা মুজাদালাহ ৫৮/১১)

মানবজাতির জন্য সর্বশেষ পথনির্দেশিকা আসমানি গ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?’ (সূরা যুমার, আয়াত ৯)। যারা জানে, কোরআনের পরিভাষায় তাদের আলেম বলা হয়। ইসলামে আলেমের মর্যাদা সবার ওপরে। আলেম আর বে-আলেম কখনই মর্যাদা-সম্মানে সমান নয়- এ থেকেই প্রমাণ হয় আলেমের গুরুত্ব।

আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদিসে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। একটি হাদিসে রসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘আবেদের অপেক্ষা আলেমের মর্যাদা তেমন যেমন তোমাদের সর্বাপেক্ষা ছোট ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদা!’ (তিরমিজি)। আরেক হাদিসে রসূল ﷺ বলেছেন, ‘আলেমের জন্য সৃষ্টিজগতের সব কিছুই মাগফিরাত বা ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত।’ (জামে আস সগির ও কানজুল উম্মাল)

একজন আলেমের সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো, সে নবীর ওয়ারিশ। রসূল ﷺ বলেছেন, ‘আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী, আর নবীরা দিরহাম বা দিনার অর্থাৎ বৈষয়িক কোনো সম্পদের উত্তরাধিকার রেখে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন ইলম তথা জ্ঞান। অতএব যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করেছে, আলেম হয়েছে, সে অনেক অনেক বেশি মুনাফা লাভ করেছে।’ (আবু দাউদ)। হাদিসে আরো এসেছে, রসূল (সা:) বলেছেন,
আলেমরাই নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না। বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকারী করেন। ফলে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে বৃহদাংশ গ্রহণ করল। (সহীহুল বুখারী ৭১)
জগতে একজন আলেমের মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে রসূল ﷺ সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। বায়হাকিতে এসেছে, ‘পৃথিবীতে আলেমের অবস্থান আসমানের তারকারাজির মতো। যখন মানুষ তারা দেখতে পায়, তখন সে পথ চলতে পারে। যখন তারকা দেখা যায় না, তখন মানুষ অন্ধকারে পথ হাতড়াতে থাকে।’
এ হাদিসের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসরা বলেন, ‘আলেমকে দেখে দেখে, আলেমের কথা শুনে শুনে জগৎবাসী তাদের জীবন পরিচালনা করবে। যত দিন তারা আলেমদের কথা মেনে জীবন পরিচালনা করবে, তত দিন তারা পথ হারাবে না। যখনই আলেমদের পরামর্শ ছাড়া মানুষ জীবনযাপন শুরু করবে, তখনই তারা জীবনের মহাসড়ক থেকে ছিটকে পড়বে। অন্ধকারে, গলিপথে হারিয়ে যাবে। তাই আলেমদের আকাশের তারার সঙ্গে তুলনা করেছেন রসূল ﷺ।’
একজন আলেম মারা গেলেও তার সওয়াবের খাতা বন্ধ হয় না।
রসূল ﷺ বলেছেন, ‘মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি উৎস থেকে তা জারি থাকে। ১. সদকায়ে জারিয়া ২. উপকারী ইলম (জ্ঞান) ৩. নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।’ মুসলিম। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, দুনিয়ায় যেমন সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারী হয় আলেমরা, একইভাবে আখিরাতেও তারা সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারী হবে।

শেষ জামানায় হক আলেমদের কঠিন পরীক্ষা

হযরত আবু সালামা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা:) কে বলতে শুনেছি যে, মানুষের উপর এমন এক জামানা আসবে যে, তখন আলেমের কাছে লাল বর্ণের স্বর্ণের চেয়েও মৃত্যু বেশী পছন্দনীয় হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫৫, ১৬০ [পথিক প্রকা: ১৫৫, ১৬০; তাহকীক: মাওকুফ, সহীহ])

হক্ক আলেম হল নবী রসূলগণের উত্তরসূরী। তারা কখনো তাগুতের সাথে আপস করেন নি, হক্ক কথা গোপন করেননি এবং তার ইলমের উপর আমল করেন। ইবনে তাইমিয়্যার মতানুসারে এদের তিনটি জায়গায় পাওয়া যায়। ১. কবরে, ২. জিহাদের ময়দানে, ৩. তাগুতের কারাগারে।

আর তাদের মধ্য থেকে কেউ সত্য গোপন করলে

আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘‘যাকে ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে (যদি উত্তর না দিয়ে) তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে (জাহান্নামের) আগুনের লাগাম পরানো হবে।’’

- (সুনান আত তিরমিযী ২৬৪৯; সুনান ইবনু মাজাহ ২৬৬; মুসনাদে আহমাদ ৭৫১৭, ৭৮৮৩, ৭৯৮৮, ৮৩২৮, ৮৪২৪, ১০০৪৮; রিয়াদুস সলেহীন ১৩৯৮)

আমলহীন ইলম অর্জনকারীদের অবস্থা

আমলবিহীন আলেম সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে অনেক বর্ণনা রয়েছে। আমরা এখানে তা থেকে কতিপয় বর্ণনা উপস্থাপনের চেষ্টা করব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। (সূরা ছফ, আঃ ২-৩)

আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যখন আমাকে মে‘রাজের রাতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি কতিপয় লোককে দেখলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেওয়া হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আপনার উম্মতের বক্তাগণ, যারা মানুষকে ভাল কাজের জন্য আদেশ করত এবং নিজেদেরকে ভুলে যেত। তারা কুরআন তেলাওয়াত করত কিন্তু তারা চর্চা করত না।

- (আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৩২৭; সিলসিলা ছহীহাহ ২৯১)।

ওসামা ইবনু যায়েদ (রা:) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদের ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদের ভালো কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে করতাম না। আর খারাপ কাজের নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম।

- (সহীহুল বুখারী ৩২৬৭; মিশকাত ৫১৩৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়
(ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয় নিয়ে ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী ও ব্যাখ্যা)

এই অধ্যায়ে আমরা দুইটি ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে আলোচনা করা হবে যাতে হিন্দুস্তানের বিষয়ে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে সাথে আগামীতে কি হবে সেই বিষয়ে। এগুলো কট্টর দলিল হিসেবে না নিয়ে আমরা একে একটি সতর্কবার্তা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। একটি শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদা বা কাসিদায়ে সউগাত এবং আরেকটি আশ-শাহ্রান এর আগামী কথন। এখানে যে সকল ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া, বিশেষ জ্ঞানে পাওয়া, তার আগে প্রশ্ন আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে কি কাউকে বিশেষ জ্ঞান দেওয়া হয় কিনা, ভবিষ্যতের কোন বিষয় কি আল্লাহ মানুষকে জানান কিনা বা কতটুকুই বা জানাতে পারেন, কতটুকুই বা তা গ্রহণ করা যেতে পারে ইত্যাদি কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খায় মানুষের মাঝে সেইগুলোর উত্তর ও ব্যাখ্যা দিয়ে এই অধ্যায় শুরু করা হলো।

২.১ জাহেরি ইলম ও বাতেনি ইলম বা ইলমে লাদুনী কি?

ইলমকে অনেকে অনেকভাবে ভাগ করেছেন। তবে সাধারণভাবে ইল্‌ম দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ

১। জাহেরি ইল্‌ম বা ইলমে কাসাবী।

২। ইলমে লাদুনী।

১। জাহেরি ইলম (প্রকাশ্য জ্ঞান): জাহেরি ইলম (প্রকাশ্য জ্ঞান) হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ তথা হাদিস, ইজমা-কিয়াস অর্থাৎ এক কথায় বলতে শারিয়াহ। এগুলো সব আমাদের কাছে প্রকাশ্য জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া। অজু করার পদ্ধতি, কুরআন পড়ার জ্ঞান, ইসলামী শরীয়তী বিধিবিধান ও ফিকহ সম্পর্কিত জ্ঞান, যা আমাদের শেষ রসূল ও নবী ﷺ এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। যা আমরা প্রচেষ্টা করলেই অর্জন করতে পারি, জানতে পারি এবং যেটাকে ইসলামী জ্ঞানার্জনও বলতে পারি।

২। ইলমে লাদুনী (আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান): এটি আল্লাহ তায়ালা হতে পাওয়া বিশেষ জ্ঞান। যা আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে দান করতে পারেন। এই জ্ঞান কোন প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জন সম্ভব নয়। এটি কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই আসে। যেমন ওহী, ইলহাম, কাশফ বা স্বপ্নের মাধ্যমে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

ইলম মানে জ্ঞান/বিজ্ঞান। লাদুনী মানে পক্ষীয়। সৃষ্টিজগত সম্পর্কিত যে বিশেষ জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-ওলীগণের বিশেষ কাউকে দেওয়া হয়, সেটিই হলো ইলমে লাদুনী। আর যে জ্ঞান মানুষ নিজের চেষ্টায় অর্জন করে, সেটি হলো ইলমে কাসাবী (অর্জন সাপেক্ষ জ্ঞান)।
ইলমে লাদুনী আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। নুবুওয়াতের ন্যায় এটিও চেষ্টা করে অর্জনের বিষয় নয়। সূরা কাহাফ পড়ার পরও যদি কোনো মুসলিম ইলমে লাদুনীর কথা অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কোরআন অস্বীকারের দায়ে কাফির/বেঈমান বলা যাবে।
ইলমে লাদুনীর কথা কোরআন মজীদের সূরা কাহফে আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

অর্থঃ অতঃপর তাঁরা উভয়ে (হযরত মূসা ও হযরত ইউশা আঃ) আমার বান্দাদের এমন একজনের দেখা পেলেন, যাঁকে আমি আমার কাছ থেকে বিশেষ রহমত দান করেছি এবং তাঁকে আমি আমার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি। (সূরা কাহফ, আঃ ৬৫)

এই জামানায় ইলমে লাদুনি বা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান সম্পর্কে বলা খুবই ভয়ংকর একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ অনেক মানুষ আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ জ্ঞান বলতে এখন কিছুই বিশ্বাস করে না। তারা বলে সব জ্ঞান প্রকাশ্য। বিশেষ জ্ঞান বলতে কিছু নেই। এগুলো মানুষের ধোঁকাবাজি মনে করেন। রসূল ﷺ কোন বিষয় আমাদের অনবগত করে যান নি আরো ইত্যাদি ব্যাখ্যা। আবার অনেকে এটাকে সুফিবাদ এর একটা ব্যাপার বলে ধরে নেয়। এই বিষয় নিয়ে

এত বিভ্রান্তি হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বাতেনি ইলম বা ইলমে লাদুনি তথা আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ জ্ঞান এর কথা মাজার পূজারীরাও বলে থাকে, তারা বলে থাকে তাদের আর নামাজ-রোজা এর দরকার নেই, তারা বাতেনি ইলম পেয়ে গেছে বা মারিফত পেয়ে গেছে। যদিও তারা মিথ্যা বলে এ ব্যাপারে, কিন্তু ইলমে লাদুনী এর প্রতি অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে। আমাদের মিথ্যার মধ্য থেকে সত্যটা বের করে গ্রহণ করতে হবে এবং সত্যের মধ্য থেকে মিথ্যাকে বের করে তা বর্জন করতে হবে। তাই বলে ঢালাও ভাবে বলা কোনমতেই উচিৎ না যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান বলতে কিছু নেই। এই বিষয়ে আগামীতে একটি বই লেখা হতে পারে যাতে ইসলামে সঠিক তাসাউফ ও শরীয়তে এর অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে আমাদের যুগের সাথে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর যুগের একটি পার্থক্য করবো। কারণ ইসলামে তাসাউফ নিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এর যুগে যে অবস্থা হয়েছিল বর্তমানে ঠিক তার উল্টো অবস্থা বিরাজমান। কি সেই পার্থক্য-

তার যুগের অবস্থা- ‘‘সাহাবী ও তাবেঈদের যুগ থেকে খালেস ইসলামী তাসাউফের একটি ধারা চলে আসছিল। এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনই ছিল এর একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তীতে এর কর্মধারায় নানা আবর্জনা এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেল যে, মুসলিমদের এক বিরাট গোষ্ঠিও এই আবর্জনা ধোঁয়া পানি পান করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করতে লাগল। হিজরী অষ্টম শতকে এসে সুফীবাদ এক গোমরাহী ও ভ্রান্ত মতবাদে পরিণত হয়। তাসাউফের লেবাস ধরে নির্ভেজাল ইসলামী আকীদাহর বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রীক দর্শন, সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈত্ববাদ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আবর্জনা মিশ্রিত সুফীবাদের দাবীদাররা ইলমকে যাহেরী-বাতেনীতে বিভক্ত করতে থাকে, একজনের বক্ষদেশ থেকে অন্যজনের বক্ষদেশে জ্ঞানের গোপন বিস্তার হয় বলে প্রচার করতে থাকে এবং কামেল পীর-মুরশিদ ও আল্লাহর প্রেমে পাগল ভক্তের জন্য শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি ভ্রান্ত চিন্তা-বিশ্বাস তাসাউফের নামে মুসলিমদের বিরাট এক অংশের উপর চেপে বসে। আল্লাহর অলী ও তাঁর নেক বান্দাদের ব্যাপারে অমুসলিমদের ন্যায় মুসলিমরাও বাড়াবাড়ি শুরু করে। তাদের কাছে ফরিয়াদ জানাতে এবং নিজেদের দিলের মাকসুদ পূরা করতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলেমগণও অলীদের কবরে ধরণা দিত।
ইসলামের নামে এই সব জাহেলীয়াতের অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করে খালেস তাওহীদের দিকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য এমন একজন মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল, যিনি তাওহীদ ও শির্কের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে অবগত, জাহেলীয়াতের সকল চেহারা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে যিনি ওয়াকিফহাল এবং যিনি জাহেলীয়াতের মূলোৎপাটন করে মুসলিমদের জন্য সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবী ও তাবেঈদের আমল থেকে নির্ভেজাল আকীদাহ ও আমল তুলে ধরবেন। এই গুরু দায়িত্বটি পালন করার জন্য হিজরী অষ্টম শতকে আল্লাহ তাআলা ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহকে চয়ন করেন। তিনি মুসলিমদের সামনে

ইসলামের পরিচ্ছন্ন আকীদাহ্ বিশ্বাস তুলে ধরেন এবং সকল প্রকার শির্ক-বিদআত থেকে ইসলামকে পরিশুদ্ধ করেন।”

- (শরহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেতীয়া, ডঃ সালেহ ফাওযান)

আমাদের যুগ- “বর্তমানে আমরা ইনশাআল্লাহ সেই সকল সংস্কারকদের কঠিন সংগ্রামের কারণে সঠিক আকিদাকে গ্রহণ করে নিয়েছি। আজ পৃথিবীতে অসংখ্য মুসলিমরা সহীহ আকিদার উপর রয়েছে, অন্তত সেই সকল ভ্রান্ত সূফীবাদ থেকে দূরে রয়েছে যা ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর সময় ছিল। কিন্তু এখন বর্তমানে দেখা যায় সহীহ আকিদা করতে করতে মুসলিমরা ইসলামের সঠিক তাসাউফকেও বাদ দিয়ে দিয়েছে। অলীদের থেকে কারামত প্রকাশ পেতে পারে তা তারা বিশ্বাস করে না। তারা কোন ব্যক্তি থেকে অলৌকিক কিছু দেখলেই মনে করে এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে না। কোন বিষয়টি শরীয়ত পরিপন্থী আর কোন বিষয়টি শরীয়ত অনুমোদন দেয় সেটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে না। ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর যুগে যেখানে ইলহাম-কাশফ দিয়ে দলিল সাব্যস্ত করে তার উপর আমল করতো সেটিকে তিনি ভারসাম্য পর্যায়ে নিয়ে এসে বলেছেন যে তা দিয়ে দলিল সাব্যস্ত হয় না এবং শরীয়তের পরিপন্থী কোন আমলও সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু তিনি একথা বলেন নি যে, ইলহাম-কাশফ এর কোন ভিত্তি নেই বা এগুলো অপ্রয়োজনীয়। বরং তিনি এগুলোতে বিশ্বাস রাখাকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত এর আকিদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বর্তমানে ঠিক এটাই হয়েছে যে এগুলোকে ভিত্তিহীন, অপ্রয়োজনীয় বা এগুলো সম্পর্কে আরো আপত্তিকর কথা হচ্ছে। সেই যুগে যেমন এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়েছে, আমাদের যুগে এখন এগুলো নিয়ে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। যেগুলো ইসলামের মৌলিক আকিদার সাথে সাব্যস্ত সেগুলোই এখন কাটছাট করে আমরা সহীহ আকিদা তৈরি করেছি। এখন বর্তমানে অবস্থা উল্লেখ করে কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে- যদি আমাদের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কারামত প্রকাশিত হয়ে পরে তাহলে সেটাকে শয়তানের ভেল্কি বা ইস্তিদরাজ বলে মনে করি। আবার কেউ ভবিষ্যতের কোন বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পারলো কিন্তু এ বিষয়ে শরীয়তের জ্ঞান না থাকার কারণে একে গায়েবের জ্ঞান জানা দাবি করে সেই লোককে তাকফির করা হয়। এগুলো কিছু মাত্র উদাহরণ যাতে বর্তমান অবস্থা বুঝা যায়। এরকম আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা ইসলামে শরীয়তে রয়েছে কিন্তু এই যুগে তা কাটছাট করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, কোন রাহবার বা দ্বীন সংস্কারক এগুলোকে আবার সংস্কার করবে।”

তবে আমরা বর্তমান জামানার অবস্থা বুঝতে পারি এরকম ভাবে যে কেন তারা যেকোনো বিষয়কে হালে শয়তান বা শয়তানের পক্ষ থেকে বলে থাকে। বর্তমান জামানায় বিভিন্ন ফিরকা এবং ভণ্ডের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। আগের যুগের সেই সকল বাতিল আকিদার, বাতিল ফিরকার লোকজন এখনো সমাজে বিদ্যমান। মানুষ এখন ধোঁকাবাজ, বেঈমান ও মুনাফিকের আখলাক বহন করে। আর পৃথিবীতে যে শয়তানের অনুসারী বেশি সেটাও সবার জানা। ঈসা (আঃ) এর পানিতে হেটে নদী পার হওয়ার মুজেজার ঘটনা আমরা জানি। অনেক আউলিয়া

থেকেও এরকম কারামত হয়েছে বলে জানি। কিন্তু বর্তমানে যদি কেউ এরকম নদীতে পানির উপর হেটে যায় তাহলে এক বাক্যেই এটিকে শয়তানের ভেল্কী, জীনের দ্বারা করেছে, জাদু দিয়ে করেছে বা প্রযুক্তি দিয়ে এরকম করেছে বলবে। কারণ আসলে এই সকল মাধ্যমেই এগুলো করা হয়ে থাকে এই জামানায়। সকলেরই একটি বিশ্বাস এখন আর সেই আগের যুগের মতো আল্লাহ ওয়ালা লোক অর্থাৎ আল্লাহর অলি নেই। এটা অনেকটা সত্যও কিন্তু একদমই যে নেই তা নয়। এই সকল বিষয় নিয়ে অতিরঞ্জিত করে মানুষের কাছে উপস্থাপন করে অসংখ্য মুমিন ব্যক্তিকে গোমরাহ বানানোর ইতিহাসও অনেক বড়। এই ইসলামী তাসাউফে ভেজাল ঢুকে যাওয়ার কারণে তাকে পরিশোধন করে সঠিক অবস্থায় না এনে একে একদমই ছুড়ে ফেলা হয়েছে বর্তমান জামানায়। এর কারণ চারিদিকে শুধু ভ্রান্ত তাসাউফ, ভন্ডদেরই ছড়াছড়ি। আর মাজার পূজারী-কবর পূজারীরা মারিফত ও আল্লাহর কারামত পেয়ে গেছে দাবি করে শরীয়তকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই এই তাসাউফকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে যদিও ভন্ডদের থেকে বাঁচতে পারছে, কিন্তু সাথে সঠিক তাসাউফকেও ভেজাল বলে সঠিক ব্যক্তি বা কোন আল্লাহর পক্ষ থেকে কারামত বা ইলহাম-কাশফকেও ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যা একটি মারাত্মক বিষয়। তাই বর্তমানে আকিদা সংশোধন করতে গিয়ে আমরা এই মারিফত-কারামতই বাদ দিয়ে দিয়েছি আর ভাবছি এগুলোর কোন ভিত্তি নাই, অপ্রয়োজনীয়। এই বিষয়টি নিয়ে জ্ঞানার্জনেরও কোন প্রয়োজন বোধ করে না বলে তাদের সামনে সঠিক কোন বিষয় আসলেও তারা তাকে ভেজাল জিনিস মনে করে ফেলে দেয়। এটিই আমাদের নতুন করে সংস্কার করতে হবে।

বর্তমান যুগে কি পার্থক্য বিদ্যমান এটি জানার পর আমাদের এ সকল বিষয়ে কি আকিদা রাখতে হবে তাও জানা আবশ্যক। এই বিষয়ে আমাদের আকিদা হতে হবে-
শাইখুল ইসলাম ইমাম তাইমীয়া (রঃ) বলেন,

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْلِيَاءِ وما يُجْرِي اللهُ عَلَى أَيْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ والْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ فِرَق الأُمَّةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহর অন্যতম মূলনীতি হলো অলীদের কারামত এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর অলীদের হাতে অলৌকিক ও স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন, তারা তাতে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অলীদের হাতে বিভিন্ন প্রকার ইলম ও কাশ্ফ থেকে যা প্রকাশ করেন এবং তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে তাদের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে।
পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে যেসব কারামত সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা কাহাফে এবং অন্যান্য সূরায় যেসব কারামতের কথা বর্ণনা করেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে। সেই সাথে এই উম্মতের প্রথম যুগে সাহাবী, তাবেয়ী এবং পরবর্তীতে আগমণকারী উম্মতের সকল ফির্কার লোকদের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামতের কথা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা তাতেও

বিশ্বাস করে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, এই উম্মতের মধ্যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কারামত প্রকাশিত হওয়া অব্যাহত থাকবে।”

- (৬৬. কারামতে আওলীয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব, শরহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেতীয়া, ডঃ সালেহ ফাওযান)

এই সকল বিশেষ জ্ঞান এর মধ্যে রয়েছে অদৃশ্যের কিছু খবর জানানো তা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎও হতে পারে, স্বপ্নের সঠিক তাবীর করার জ্ঞান ইত্যাদি। এই সকল বিশেষ জ্ঞান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন এবং তিনি যতটুকু চান ঠিক ততটুকুই এবং তা বিভিন্ন অলি-আউলিয়াগণ পেয়ে থাকেন যা আমরা বিভিন্ন সহীহ দলিলে প্রমাণ পাই। তাদের সরাসরি ইলহাম না হয়ে অনেক সময় স্বপ্ন বা কাশ্ফ যোগেও হয়ে থাকে এটি। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে বিশেষ জ্ঞানটি কোন মাধ্যমে দিচ্ছেন তাও তার ইচ্ছাধীন।
তবে ইমাম ও আল্লাহর মনোনীত খলীফা-বান্দারা, মুজাদ্দিদরা সরাসরি ইলহামপ্রাপ্ত হন ও তাদের সরাসরি অন্তঃকরণ হয়ে থাকে। আর তারা ইলমে লাদুনি এর অধিকারী হয়ে থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার হলো তারা ইলহাম পাবে। যেমন আমার জামানায় উমর (রা:) পেয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ইলহাম কি? তিনি বললেন, গোপন ওহী বা বার্তা। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, ইবনে দায়লামী ৭৯৬)

আবূ তাহির আহমদ ইবনু আমর ইবনু সারহ (রহঃ) ... আয়িশা (রা:) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন মুহাদ্দাস, আমার উম্মাতের মধ্যে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তবে সে উমার ইবনুল খাত্তাবই হবে।
ইবনু ওয়াহব বলেন ‘মুহাদ্দাস’ এর ব্যাখ্যা হল যার প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইলহাম হয়।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ইসঃ ফাঃ ৫৯৮৭)

আবূ হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে অনেক ‘মুহাদ্দাস’ লোক ছিল। যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ ’মুহাদ্দাস’ থাকে, তাহলে সে হল উমার।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ৩৪৬৯, ৩৬৮৯; সহীহুল মুসলিম ২৩৯৮; রিয়াযুস স্বা-লিহীন ২/১৫১২; সুনান আত তিরমিযী ৩৬৯৩; মুসনাদে আহমাদ ২৩৭৬৪, ৮২৬৩)

হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর আনসারী আল বদরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, পূর্ববর্তী যুগে আল্লাহ তা’আলা বনি ইসরাইলের নিকট বারো জন ইমাম পাঠিয়েছিলেন, আর তারা ছিল ওহী প্রাপ্ত। আর আমার উম্মতদের মধ্যেও বারো জন ইমাম থাকবে, যারা আল্লাহর নির্দেশনা (ইলহাম) পাবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, ইবনে দায়লামী ৭৯৭)

২.২ ওহী ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য

২.২.১ ওহী কি?

ওহী বা ওয়াহী (আরবি: وحي) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সূক্ষ্ম ও গোপন ইশারা, যা ইশারাকারী ও ইশারা গ্রহণকারী ছাড়া তৃতীয় কেউ টের পায় না। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ শব্দটি ইলকা বা মনের মধ্যে কোনো কথা নিক্ষেপ করা ও ইলহাম বা গোপনে শিক্ষা ও উপদেশ দান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারিকভাবে ওহী দ্বারা ইসলামে আল্লাহ কর্তৃক নবী -রসূলদের প্রতি প্রেরিত বার্তা বোঝানো হয়। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ওহী পাঠিয়েছি, যেমন ওহী পাঠিয়েছি নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট এবং আমি ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূব, তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকট এবং দাঊদকে প্রদান করেছি যাবূর।" [কুরআন ৪:১৬৩]

ওহী মূলত আসতো নবী-রসূলদের কাছে। আর যত শরীয়াহ রয়েছে সেগুলো ওহীতে আসা বার্তাই। এটা ইলহামের চেয়ে বেশি ভারী ও বেশি মর্যাদার। এক কথায় নবী-রসূলদের কাছে পাঠানো বার্তাকে ওহী বলে, চাই তা যে মাধ্যমেই হোক। নবী-রসূলদের স্বপ্নও ওহী। কিন্তু সাধারণদের ক্ষেত্রে ইলহামী স্বপ্ন নবুয়াত বা ওহীর ৪৬ ভাগের ১ ভাগ বলা হয়।

২.২.২ ইলহাম, কাশফ ও স্বপ্ন কি?

প্রথমেই বলে নেই, ইলহাম, কাশফ, স্বপ্ন এগুলো শরীয়তের কোন দলিল না। অর্থাৎ এগুলো দিয়ে কেউ শরীয়তকে বদলাতে পারবে না। এগুলোর মাধ্যমে কেউ বিশেষ জ্ঞান পেলেও তা শরীয়ত দ্বারা যাচাই করতে হবে। তবে আল্লাহ অনেক অজানা জিনিস জানিয়ে দিতে পারেন এর মাধ্যমে যা তার জন্য উপকারী হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেমন: মানুষ আল্লাহর কাছে কোন বিষয় ভালো না খারাপ তা জানার জন্য ইস্তেখারা করে। এর নামাজ পড়ে ও দুয়া করে। আর আল্লাহ তখন তাকে সেই বিষয়ে একটি ইঙ্গিত দেয় এবং সেই লোকটি সেই বিষয়টি সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে যে সেই বিষয়টি ভালো না খারাপ। ইলহাম, কাশফ, স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে তাতে যে বিষয়গুলো থাকে তা হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান (অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে), আদেশ, নিষেধ, উপদেশ বা দিক নির্দেশনা।

ইলহাম কি?

ইলহামের শাব্দিক অর্থ হল চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই কোন কথা অন্তরে উদ্রেক হওয়া। ইলহাম সহীহ হলে তাকে ইলমে লাদুন্নী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কথা হল ইলহামও স্বপ্নের ন্যায় কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আবার কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যে ইলহাম শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কিত নয় এবং তার বিষয়বস্তু শরীয়তপন্থী নয় বা যে ইলহাম শরীয়তের

কোন হুকুম আহকাম সম্পর্কিত কিন্তু এর পক্ষে শরীয়তের দলীলও বিদ্যমান থাকে, শুধু এ ধরণের ইলহামকেই সহীহ ইলহাম বলা হবে এবং ধরা হবে এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বলে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে তাঁর শোকর আদায় করা দরকার। আর যদি ইলহামে উপরোক্ত শর্তগুলো না পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে তা শয়তানের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরণের ইলহাম থেকে বিরত থাকা এবং তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক।

- (ফাতহুল বারী-১২/৪০৫; কিতাবুত তাবীর, বাব-১০; রূহুল মাআনী-১৬/১৬-২২; তাবসিরাতুল আদিল্লা-১/২২-২৩; মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশফি ওয়াররুয়া-১১-১১৪)

এক কথায় যদি বলা হয়- “ঐ সকল বাতেনী ফয়েজ [ইলহাম] যা যাহেরের [শরীয়তের] পরিপন্থী তা ভ্রান্ত।”

- (তাফসীরে রূহুল মাআনী, ১৬/১৯)

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لِمَّةً، وَلِلْمَلَكِ لِمَّةً، فَأَمَّا لِمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لِمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ مِنَ الْآخَرِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ قَرَأَ {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا} البقرة: ٢٦٨

নিশ্চয় মানুষের অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকেও কথার উদ্রেক হয়, ফেরেশতার পক্ষ থেকেও কথার উদ্রেক হয়। ফেরেশতার উদ্রেক হল, কল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতি দান এবং হকের সত্যায়ন করা। যে ব্যক্তি এটি অনুভব করবে, তাকে বুঝতে হবে যে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, তাই তার প্রশংসা করা উচিত। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয়টি অনুভব করবে, তাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করতে হবে। অতঃপর তিনি [বাকারার ২৬৮] আয়াত পাঠ করেন, অর্থাৎ শয়তান তোমাদের অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।

- (সুনানুল কুবরা লিননাসায়ী ১০৯৮৫; সহীহ ইবনে হিব্বান ৯৯৭; মুসনাদে আবী ইয়ালা ৪৯৯৯; সুনানে তিরমিজী ২৯৮৮)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার হলো তারা ইলহাম পাবে। যেমন আমার জামানাই উমর (রা:) পেয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ইলহাম কি? তিনি বললেন, গোপন ওহী। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৯৬)

তবে যদি তা ইসলামী শরীয়তের সাথে বিপরীত না হয়, তাহলে তাকে কি করতে বলা হয়েছে তা আপনারা উপরের ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝেছেন। হাদিসে এসেছে তার প্রশংসা করা উচিত। হাদিসে এসেছে ১২ জন খলীফা বা ইমাম আসবে এবং আরেক হাদিসে বলা হয়েছে তারা সকলেই ইলহামপ্রাপ্ত হবেন। যেমন ইমাম মাহমুদ, ইমাম মাহদী, ইমাম মানসূর, ইমাম জাহজাহ আর সর্বশেষ আসবেন ঈসা (আঃ) যিনি আমাদের শেষ নবীর ﷺ কুরআনের শরীয়তই মানবেন। তিনিও আল্লাহ হতে বিশেষ জ্ঞান ও বার্তা পাবেন।

ইলহাম মূলত এক ধরনের বার্তা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় কিন্তু তা ওহী নয়। নবী-রসূলদের যে বার্তা পাঠানো হয় তা ওহী হিসেবে গণ্য এছাড়া আউলিয়া কেরাম, আল্লাহর মনোনীত খলীফা, মুজাদ্দিদ, ইমাম বা আমীরগণ যে সকল বার্তা পান তা ইলহাম হিসেবে গণ্য হয়। এই ইলহাম ওহীর সকল মাধ্যমেই হতে পারে। দুটির বার্তা বাহকই রুহুল আমিন, রুহুল কুদ্দুস হজরত জিবরাইল (আঃ) হতে পারেন, তবে এটি সেই ব্যক্তির মর্যাদা অনুসারে হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর খলীফা, ইমাম বা মুজাদ্দিদ হবেন তারা সাধারণ আউলিয়া কেরাম থেকে বেশি মর্যাদা রাখেন। এমন কি ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের সময় জিবরীল (আঃ) নিজেই ইমাম মাহদীর সত্যায়ন করবেন মানুষদেরকে প্রকাশ্যে যা হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে।

সিরাত থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো যাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়- নবী করীম ﷺ প্রচার-মাধ্যমের গুরুত্বকে কখনো অবহেলা করেননি, বরং মিডিয়াযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সে যুগের প্রচলিত প্রচার মাধ্যমকে সময় ও সুযোগ মতো পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ইসলামপূর্ব যুগে কাবার দেয়ালকে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কাফেররা বিভিন্ন কুৎসামূলক কথা রটনা করত। তখন নবী ﷺ ‘রসূলের কবি’ খ্যাত হযরত হাসসান বিন সাবেত (রা:) কে বলতেন, ‘হে হাসসান! আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে জবাব দাও। আল্লাহ রূহুল কুদস (জিবরাইল) দ্বারা তোমাকে সাহায্য করবেন।’ নির্দেশ পালনার্থে হযরত হাসসান বিন সাবেত (রা:) নিজের ইলহামী কাসীদার সাহায্যে কাফের-মুশরিক ও ইসলামের শত্রুদের এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন যে, তাদের কয়েক পুরুষ পর্যন্ত তারা একথা ভুলতে পারত না। এখানে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান দিয়ে সে কবিতা লিখতো। হাদিসে এসেছে-

আলী ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ... সাঈদ ইবনু মূসাইয়্যাব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উমর (রা:) মসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাসসান ইবনু সাবিত (রা:) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। (উমর (রা:) তাঁকে বাঁধা দিলেন) তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যাক্তি (রসূল ﷺ) এর উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। তারপর তিনি আবূ হুরায়রা রাঃ-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি; আপনি কি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেন নি যে, ‘তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদ্দুস (জিবরীল আঃ) দ্বারা সাহায্য করুন।’ তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।

- (সহীহ, সহীহ বুখারী ইসঃ ফাঃ ২৯৮৫)

হাফস ইবনু উমর (রহঃ) ... বারা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসসান (রা:) কে বলেছেন, তুমি তাদের (কাফিরদের) কুৎসা বর্ণনা কর অথবা তাদের কুৎসার উত্তর দাও। তোমার সাথে (সাহায্যার্থে) জিবরীল (আঃ) আছেন।

- (সহীহ, সহীহ বুখারী ইসঃ ফাঃ ২৯৮৬)

আয়িশা (রা:) বলেন, এরপর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে হাসসান সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে কাফিরদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকবে ততক্ষন পর্যন্ত 'রুহুল কুদ্দুস' অর্থাৎ জিবরীল (আঃ) সারাক্ষণ তোমাকে সাহায্য করতে থাকবেন। আর তিনি [আয়িশা রাঃ] বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, হাসসান তাদের (বিরুদ্ধে) নিন্দাবাদ করলেন। তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দিলেন এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম ইসঃ ফাঃ ৬১৭০)

সর্বপ্রথম যেটি জানা দরকার, এখন আর কেউ ওহী পাবে না। আর যে বলবে সে ওহী পাচ্ছে, সে নিশ্চয়ই মিথ্যাই বলছে। এমন কি ইমাম মাহদী যে গুপ্ত ইলম পাবে সেটিও ইলহাম হবে। সেটি ওহী এর চেয়ে হালকা হয়ে থাকে ভারে। আর এ দিয়ে কখনই শরিয়াহ পরিবর্তন করা যাবে না। যদি ইলহাম থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান শরিয়াহ এর বিপরীত হয় তাহলে তা ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। হাদিসে এসেছে,

হযরত বাকের (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হযরত কাজিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যামানার ইমামগণ ইলহাম প্রাপ্ত হন, আর ইমাম মাহদীও আল্লাহর গোপন বাণী (ইলহাম) পাবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৮৬)

আর যারা মুজাদ্দিদ, আল্লাহর মনোনীত বান্দা হবেন, ইমাম হবেন, তারা আল্লাহ থেকে সরাসরি সব সময় ইলহাম প্রাপ্ত হবেন এবং অনেক অজানা বিষয় তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। এর মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে সঠিক বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে হেদায়েতের পথে রাখেন। ইলহাম বা কাশফ বা স্বপ্নের মাধ্যমে অনেক রহস্য আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিতে পারেন যদি সে আসলেই আল্লাহ এর প্রিয় বান্দা বা মনোনীত বান্দা হয়। আর গুপ্ত জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন। এতে কারো হাত নেই। আমাদের পূর্বে গত হওয়া মনিষীদের জীবনী ভিত্তিক লেখা "তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত" – বাংলা সংস্করণ "সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস" বইটিতে অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যার ব্যাপারে বেশির ভাগ উলামায়ে কেরামই একমত।

কাশ্‌ফ কি?

কাশ্‌ফ মানে হল অজানা কোন বিষয় নিজের কাছে প্রকাশিত হওয়া। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকেও হয় আবার শয়তানের পক্ষ থেকেও হয়। এই কাশফ কখনো সঠিক হয় আবার কখনো মিথ্যা হয়, যেমন স্বপ্নে হয়ে থাকে। কখনো বাস্তবসম্মত হয়, কখনো বাস্তব পরিপন্থী হয়। তাই এটি শরীয়তের দলীলতো নয়ই, উপরন্তু এটিকে শরীয়তের কষ্টিপাথরে যাচাই করা আবশ্যক। এমনিভাবে কাশফ ইচ্ছাধীন কোন বিষয় নয় যে, তা অর্জন করা শরীয়তে কাম্য হবে বা সওয়াবের কাজ হবে। অনুরূপ কাশফ হওয়ার জন্য বুযুর্গ হওয়াও শর্ত নয়। বুযুর্গ তো দূরের কথা, মুমিন হওয়াও শর্ত নয়। কাশফ তো ইবনুস সাইয়্যাদের মত দাজ্জালেরও হতো। সুতরাং কাশফ বুযুর্গ হওয়ার দলীল হতে পারে না।

- (মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশফি ওয়াররুয়া-**১১-১১৪**; রূহুল মাআনী-**১৬/১৭-১৯**; শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম-**১৯১-১৯২**; শরীয়ত ও তরীকত-**৪১৬-৪১৮**; আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ-**৩৭৫-৪১৯**)

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ:) বলেন, "বুযুর্গদের যে কাশফ হয়ে থাকে, তা তাঁদের ক্ষমতাধীন নয়। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর ব্যাপারটি লক্ষ্য করুন। কত দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছেলে ইউসুফ (আঃ) এর কোন খবর তাঁর ছিল না। অথচ খবর না পাওয়ার কারণে যে কষ্ট তিনি পেয়েছেন তা সবারই জানা। কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যদি কাশফ ইচ্ছেধীন কোন কিছু হতো, তাহলে ইয়াকুব (আঃ) কেন কাশফের মাধ্যমে খবর পেলেন না? আর যখন বিষয়টি জানার সময় হল, তখন বহু মাইল দূর হতে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জামার ঘ্রাণ পর্যন্ত পেতে লাগলেন। সুতরাং, কাশফ যখন কারো ইচ্ছেধীন নয়, তখন এটাও অপরিহার্য নয় যে, বুযুর্গদের সর্বদা কাশফ হতেই থাকবে।"

- (ইলম ও আমল, বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত **২১৫-২১৬**)

কাশফ হতে অর্জিত জ্ঞান কতটুকু আমলযোগ্য?

কাশফ মূলত আরবী শব্দ। যার অর্থ উন্মুক্ত হওয়া, বাতেনী রহস্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। তরিকতের দৃষ্টিতে কাশ্ফ হচ্ছে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে প্রকৃত অলি ও সাধক বাতেনী জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য বিষয়াদি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার জাত ও সিফাতকে জানতে প্রয়াস পান। এবং ভবিষ্যত জগতের অনেক কিছু তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে এটা অর্থাৎ কাশ্ফ প্রকৃত আল্লাহ্‌র বন্ধুদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে খাস দয়া ও করুণা। কোন কোন তরিকতপন্থী সূফির নিকট কাশ্ফ লব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। কিন্তু হযরত শাহ্‌ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ অনেক বুজর্গানে দ্বীন, প্রসিদ্ধ ও হকপন্থী ইমামদের উক্তি উদ্ধৃতি পূর্বক লিখেছেন যে, আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রসূল তথা শরিয়তের বিধি-বিধানকে ওলিদের কাশ্ফ অতিক্রম করতে পারে না। কুরআন ও প্রিয়নবীর ﷺ সুন্নাহ্‌ তথা ওহীর মাধ্যমে যে ইলম অর্জিত অর্থাৎ ইলমে দ্বীন এটাই মূলজ্ঞান। প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাধক- হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমাদের সূফীদের ইলম (হাল ও কাশ্ফ) হল মহান

আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত দ্বারা আবদ্ধ। আর যে কাশ্ফের স্বপক্ষে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রসূল সাক্ষ্য দেয় না তা কোন বস্তুই নয় (অর্থাৎ তা ভ্রান্ত)। আর তাই প্রকৃত অলিদের ইলম তথা কাশ্ফ অর্জিত জ্ঞান কখনো কিতাবুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও সুন্নাতে রসূলের বাইরে যাবে না। যদি সামান্য পরিমাণও বাইরে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে তা প্রকৃত ইলম নয়, প্রকৃত সূফীদের কাশ্ফও নয়। বরং নিছক মূর্খতা।

আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন, সে বহু কাশ্ফের অধিকারী ব্যক্তিকে ধোকায় পতিত করে। ফলে ঐ ধরনের কাশ্ফের দাবীদার ভন্ডরা সেটাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনে করে। এটার উপর আমল করে নিজে যেমন পথভ্রষ্ট হয় অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে। ঐ জন্যই শরিয়ত তরিকতের প্রখ্যাত ও প্রকৃত শায়খ ও ইমামগণ কাশ্ফ দ্বারা অর্জিত ইলমের/জ্ঞানের উপর আমল করার পূর্বে তা কিতাবুল্লাহ্ তথা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রসূলের মাপকাঠিতে যাচাই করে নেন। যদি কাশ্ফে অর্জিত জ্ঞান কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতের অনুরূপ হয় তবেই তা আমলযোগ্য, নতুবা তা পরিত্যাজ্য এবং আমল যোগ্য নয়। বরং তা শয়তানের প্রতারণা মনে করতে হবে।

- (ফতোয়ায়ে রজভীয়া)

স্বপ্ন কি?

হাদিসে সরাসরি এসেছে, স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ। এটিও কাশফ বা ইলহামের মত আল্লাহ প্রদত্ত হতে পারে আবার শয়তান থেকেও হতে পারে। স্বপ্নে অনেক কিছু মানুষ দেখতে পারে। এবং স্বপ্নেও রুহুল কুদ্দুসও আসতে পারেন বার্তা নিয়ে। তবে তা বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য স্বপ্নকে ইলহামী স্বপ্নও বলা হয়। আরো দেখুন- (স্বপ্ন অধ্যায়, গ্রন্থঃ রুহ -ইবনুল কাইয়িম (রহ:))

এ বইটিতে স্বপ্নের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা, বিভিন্ন প্রকার এবং সহীহ দলিল ও বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে অনেক বিষয় তুলে ধরেছেন। বইয়ের আকার ছোট রাখার জন্য আরো বিস্তারিত আলোচনা এখানে তুলে ধরলাম না।

২.৩ ইলহাম সত্য এবং সহীহ দলিল দ্বারা প্রমাণিত

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, তিনিই একমাত্র গায়েব জানেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এই কথা বলা নেই যে, তিনি গায়েবের বিষয়গুলো অন্য কাউকে জানাবেন না। তিনিই একমাত্র গায়েব জানেন এটি যেমন সত্য, তেমনি আল্লাহ তায়ালা গায়েবের অনেক বিষয় মাখলুককেও জানান, সেটিও সত্য। অর্থাৎ, গায়েবের বিষয়ে মাখলুকের কোন স্বাধীন জ্ঞান নেই। গায়েবের বিষয় সম্পর্কে জানার নিজস্ব কোন ক্ষমতা মাখলুকের নেই। কেউ যদি দাবি করে যে, সে চাইলেই গায়েবের যে কোন বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে পারে তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট শিরক। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি কাকে, কখন, কোথায় কোন গায়েব সম্পর্কে জানাবেন একমাত্র তিনিই ভালো জানেন আর গায়েবের বিষয়ে জানানোর পর সেই জ্ঞানটি আর গায়েবের জ্ঞান থাকে না, কারণ তা তো জানিয়েই দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদেরকে ওহী পাঠানোর মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করতেন আর তাঁর অন্যান্য প্রিয় বান্দাদের স্বপ্ন, কাশফ এবং ইলহামের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন।

ইলহাম এর দলীল

"কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম, পর্দার আড়াল অথবা কোনো দূত পাঠানো ছাড়া। তারপর আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি যা চান তাই ওহী প্রেরণ করেন। তিনি তো মহীয়ান, প্রজ্ঞাময়।" [কুরআন ৪২:৫১]

এখানে তিনটি পদ্ধতিতে ওহী করার বিষয়ে বলেছেন যে এই মাধ্যমগুলো ছাড়া তিনি কোন মানুষের সাথে কথা বলেন না। আর এই তিন মাধ্যম শুধু মাত্র নবী-রসূলদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। যেকোনো মানুষের ক্ষেত্রেই এই মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা বার্তা পাঠাতে পারেন।

১) আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে হযরত মারইয়াম এর ঘটনা উল্লেখ করেছেনঃ সে বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রভূর প্রেরিত দূত। আমি তোমাকে পবিত্র একটি ছেলের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এসেছি। (সূরা মারইয়াম, আয়াত নং ১৯)

সর্বজন বিদিত একটি বিষয় হলো, হযরত মারইয়াম আল্লাহর নবী বা রসূল ছিলেন না। তিনি একজন সত্যবাদী বিদূষী নারী ছিলেন, আল্লাহর ওলী ছিলেন। সুতরাং তিনি যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, সেটি জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে জানিয়েছেন।

২) হযরত মূসা (আঃ) এর মায়ের ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ আমি মূসার মায়ের কাছে ওহী (ইলহাম) পাঠালাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাকো। যখন তুমি তার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তাকে সাগরে নিক্ষেপ করবে আর তুমি কোন চিন্তা ও

ভয় করবে না। নিশ্চয়ই আমিই তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে আমার রসূলদের অন্তর্ভূক্ত করবো। (সূরা কাসাস, আয়াত ৭)
হযরত মূসা (আঃ) এর মা নবী ছিলেন না। তার নিকট আল্লাহ তায়ালা যে সংবাদ পাঠিয়েছেন এটিও একটি গায়েবের সংবাদ। অর্থাৎ আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূলদের অন্তর্ভূক্ত করবো, এটি গায়েবের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ) এর মাকে এটি পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন।

৩) আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফে হযরত খিজির (আঃ) এর সম্পর্কে বলেছেনঃ অতঃপর তারা উভয়ে আমার একজন নেককার বান্দার দেখা পেল, যাকে আমি আমার রহমত দান করেছি এবং আমার পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম দান করেছি। (সূরা কাহাফ, আয়াত ৬৫)
হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ) এর ঘটনা সবারই জানা রয়েছে। হযরত খিজির (আঃ) অনেকগুলো ঘটনা ঘটান, যেগুলো সব ছিলো গায়েবের সাথে সম্পর্কিত। এই গায়েবগুলো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফের ৬৫ নং আয়াতে বলেছেন, আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ ইলম দান করেছি। এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গায়েবের ইলম উদ্দেশ্য। এ আয়াতের তাফসীরে সকলেই উল্লেখ করেছেন এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গায়েবের ইলম উদ্দেশ্য। কাযী শাওকানী ফাতহুল কাদীরে বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়েছেন যা একমাত্র তিনিই জানেন। (ফাতহুল কাদীর, পৃষ্ঠা ৩৯০, বিন্যাসঃ ড. সুলাঈমান আল আশরক, প্রকাশনায়ঃ দারুস সালাম রিয়াদ)

ইমাম বাগাভী (রহ:) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম শিখিয়েছি অর্থাৎ ইলহামের মাধ্যমে কিছু বাতেনী ইলম শিখিয়েছি। আর খিজির (আঃ) অধিকাংশ আলেমের মতে নবী ছিলেন না। (মায়ালিমুত তানজীল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৮৪)

৪) আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ তিনি তাদের অগ্র ও পশ্চাত সম্পর্কে অবগত। তাঁর ইলমের কোন অংশ কেউ অবগত হতে পারে না, তবে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন অবগত করান। (সূরা বাকারা, আঃ ২৫৫)

ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ তার ইলমের কোন অংশ কেউ জানে না, তবে যাকে ইচ্ছা তিনি তা জানান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষ ইলম শিক্ষা দেন। (আল আসমা ওয়াস সিফাত, ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৪৩)

ইমাম ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহর ইলমের ব্যাপারে কেউ অবগত হতে পারে না, তবে আল্লাহ তায়ালা কাউকে যদি অবহিত করেন তাহলে সে অবগত হতে পারে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতের তাফসীর)

৫) আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। অতএব তিনি তার গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না। তবে তার মনোনীত রসূল

ব্যতীত। সেক্ষেত্রে তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন। (সূরা জিন, আয়াত ২৬-২৭)

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ এখানে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছু জানেন। কোন সৃষ্টি তাঁর কোন ইলম সম্পর্কে জানতে পারে না, তবে যাকে তিনি জানান কেবল সেই জানতে পারে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৮৪)

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আমাদের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অনেক আয়াতে গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞানকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে তাঁর নির্বাচিত বান্দাদেরকে কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়ে থাকেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর নিকটই গায়েবের ইলম রয়েছে। গায়েবের ইলম পর্যন্ত পৌছার রাস্তা সম্পর্কে তিনিই পরিজ্ঞাত। তবে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন, যাকে ইচ্ছা তার থেকে গোপন রাখেন। (তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২)

ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে লিখেছেনঃ কুরআনের স্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তারা কী খায় ও সঞ্চয় করে সে সম্পর্কে বলেছেন এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের খাদ্যের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। গায়েব সংক্রান্ত এ বিষয়গুলো অবহিত হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, তিনিই গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনি কারও সম্মুখে গায়েব প্রকাশ করেন না, তবে তার নির্বাচিত রসূল ব্যতীত। কেননা এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রসূলগণ কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত। আর রসূলের অনুসারী ওলীগণ তাদের কারণেই কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের মাধ্যমেই সম্মানিত হন। রসূল ও ওলীর কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো রসূল ওহীর মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন, আর ওলী শুধু স্বপ্ন, কাশফ বা ইলহামের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন। (ফাতহুল বারী, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৫১৪)

কাযী শাওকানী তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা কোন কোন বান্দাকে কিছু কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। (ফাতহুল কাদীর, কাযী শাওকানী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০)

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর নিকট। তিনি ছাড়া কেউ গায়েব জানে না। তবে ফেরেশতা, নবী রসূল, ওলী ও অন্যান্যদেরকে যদি আল্লাহ তায়ালা গায়েব সম্পর্কে অবহিত করান তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে যতটুকু জানান, তারা কেবল ততটুকুই জানতে পারেন।

২.৪ গায়েব কি?

গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্য। অদৃশ্য সম্পর্কে শুধু আল্লাহই জানেন, অন্য কেউ সেই বিষয়ে জানে না। গায়েব এর বিষয় শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তা থেকে যে কাউকে অবগত করেন সে ঠিক ততটুকুই জানতে পারে ঠিক যতটুকু জানানো হয়। কিন্তু অনেক জানা বিষয় যা আমাদের নবী ১৪০০ বছর আগেই জানিয়ে গেছেন সেগুলোকেও আজ গায়েব এর বিষয় বলে আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও গায়েব কি তা সম্পর্কে তারা অবগত নন। কেয়ামত হবে এটা ভবিষ্যতের একটি কথা আর এটি হবে তা চূড়ান্ত। কিন্তু কেয়ামত কবে হবে তা আবার গায়েব এর জ্ঞান। এর কারণ কেয়ামত হবে নিশ্চিত তা জানানো হলেও কবে কোন সময় হবে তা আল্লাহ তায়ালা কাউকে জানান নি। আর আল্লাহ তায়ালা যেটি জানান নি সেটি জানার ক্ষমতা কারো নেই। এ বিষয়ে একটি হাদিসই উত্তম উত্তর দিতে পারবে।

হযরত আলী (রা:) এর নিকট থেকে বর্ণিতঃ "আমি যেন দেখতে একটি জাতিকে দেখতে পাচ্ছি, হাতুড়ির ঘা খাওয়া ঢালের মতো যাদের মুখমণ্ডল স্পষ্ট দৃশ্যমান, যারা রঙ্গিন রেশমী কাপড় পরিহিত এবং উন্নত জাতের অশ্ব চালনা করছে, সেখানে হত্যাযজ্ঞ এতটা অধিক যে, আহতরা নিহতদের লাশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পার হচ্ছে। ঐ যুদ্ধে পলায়নকারীদের সংখ্যা যুদ্ধবন্দীদের চেয়ে অনেক কম।"
এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলোঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞানের সাথে পরিচিত।" হযরত আলী (রা:) হেসে বনি কালব গোত্রের ঐ লোককে বললেনঃ "হে বনি কালব গোত্রীয় ভ্রাতা! এটি গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান নয়; বরং এ হচ্ছে এক ধরনের অবগতি যা একজন জ্ঞানী অর্থাৎ রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট থেকে শিখেছি। কারণ গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান কেবল কিয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং যা কিছু মহান আল্লাহ পাক এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন তা। আর আয়াত টি হচ্ছেঃ একমাত্র মহান আল্লাহই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভসমূহে যা আছে সব ব্যাপারে জ্ঞাত, আর কোন ব্যক্তি জানেন না যে, তার জীবন (আয়ু) কোথায় শেষ হয়ে যাবে...। একমাত্র মহান আল্লাহ মাতৃগর্ভে যা আছে- ছেলে না মেয়ে, সুন্দর না কুৎসিত, দাতা না কৃপণ, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা এবং কোন ব্যক্তি দোজখের অগ্নির দাহ্য কাষ্ঠ, কোন ব্যক্তি বেহেস্তি এবং কোন ব্যক্তি নবীদের সাথী সে সম্পর্কে জ্ঞাত। অতএব, গায়েব সংক্রান্ত যে জ্ঞান মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানে না তা হচ্ছে ঠিক এটিই। যা কিছু বলা হয়েছে তা ছাড়া আর সবকিছু হচ্ছে এমন জ্ঞান যা মহান আল্লাহ তার রসূল ﷺ কে শিখিয়েছেন। রসূল ﷺ আবার তা আমাকে শিখিয়েছেন এবং আমার জন্য দোয়া করেছেন যাতে করে মহান আল্লাহ তা আমার হৃদয়ে স্থাপন করে দেন এবং আমার অন্তঃকরণ তা দিয়ে পূর্ণ করে দেন।"

- (নাহজুল বালাগাহ, খুতবা নং ১২৮)

আশা করি উপরের বর্ণিত খুতবাটি থেকে আমরা সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। কুরআনের সেই আয়াতটি- "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, জরায়ুতে কী আছে তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, কেউ জানে না কোন জায়গায় সে মরবে। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক অবহিত।" (সূরা লুকমান ৩১: আয়াত ৩৪)

তো এ থেকে জানা গেল গায়েব কোনগুলো আর এক ধরনের অবগতি যা জ্ঞানীদের থেকে পাওয়া জ্ঞান কোনগুলো।

গায়েবী জ্ঞান যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানবে না তা হচ্ছে-
১। কেয়ামত কবে কখন হবে।
২। কে কোথায়, কখন, কবে মৃত্যুবরণ করবে।
৩। মাতৃগর্ভে যা আছে।
৪। তাদের তাকদিরে কি আছে। কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী হবে।
৫। কখন কোথায় বৃষ্টি হবে।

এছাড়া আর সকল বিষয়ের জ্ঞান আমাদের নাবী ﷺ থেকে আমাদের পর্যন্ত অনেকাংশ পৌঁছেছে। সাহাবীরা কেয়ামত পর্যন্ত কি কি সংঘটিত হবে তা জানতো। আর আমরা তাদের কথাই তথা হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারছি যে ভবিষ্যতে বা আমাদের জামানায় কি কি সংঘটিত হবে। তবে যে বিষয়গুলো আমাদের কাছে পৌঁছেনি সেরকম বিষয় আমরা অনেক আলেম যারা তাসাউফের জ্ঞানে গুণান্বিত তাদের কাছ থেকে জানতে পারি।
বিঃ দ্রঃ এই সকল বিষয় এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করার মূল কারণগুলো হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতের বিষয়ে পাওয়া ধারণা নিয়ে কারো এমন মনে না হয় যে এগুলো গায়েব থেকে অন্য মাধ্যমে (শয়তান) আসে। এগুলো আল্লাহ থেকেই পাওয়া জ্ঞান। আর গায়েবের জ্ঞান যেগুলো তা আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা অবগত করে থাকেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ‘‘শারহুল আকিদা আল ওয়াসিত্বিইয়া - ড. সালেহ ইবনে ফাওযান’’ বইটির কারামত অধ্যায়টি পড়ার জন্য বিশেষভাবে আহবান থাকলো।

বর্তমান সময়ে এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন, কিন্তু বইয়ের কলাম বড় হয়ে যাওয়ায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সামনে এ বিষয়ে বই আকারে প্রকাশের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

২.৫ ক্বাসীদাহ বা কাসিদায় সওগাত

ক্বাসীদাহ বা কাসিদা এই শব্দ দিয়ে মূলত বুঝায় বড় প্যারার বা বড় ছন্দ নিয়ে লেখা কবিতা। একভাবে বলতে গেলে 'কাসিদা' ও 'ছন্দযুক্ত কবিতা' সমার্থক শব্দ। যেকোন বড় প্যারা এর কবিতাকেই কাসিদা বলা যাবে। এবং অনেক দেশে যেকোনো কবিতাকেই কাসিদা শব্দ দ্বারা পরিচয় করানো হয়, ইংরেজি ভাষায় পোয়েম (poem) এর মত। আর আমাদের দেশে এই শব্দটিই এখন ব্যবহার হয় শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী করা কবিতাকে চিনাতে। এটি লেখা হয়েছিল ফার্সি ভাষায়। শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) কয়েকটি কবিতা লিখেছেন যেগুলো সবই তার তাসাউফের বা ইলহামী জ্ঞান থেকে লেখা। তবে এটি কাশফ এর মাধ্যমেও হয়ে থাকতে পারে, আল্লাহু আলাম। তার ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে লিখিত কাসিদার মধ্যে তিন (৩) টি কাসিদা বাংলায় ছাপা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই কবিতেগুলোকে কাসিদায় সওগাত বলা হয়। সওগাত শব্দের অর্থ অনেক জায়গায় উপহার বলা হয়েছে। ২ টি কবিতা যেগুলো লেখা হয়েছিল মুসলিম মোঘল সম্রাটদের জামানার সময় সম্পর্কে ও তারও আগে বা পরের জামানা সম্পর্কে, যা বহু সময় আগেকার ঘটনাগুলো প্রকাশ করেছিল তার কবিতায় তা হুবহু মিলে গেছে আরো আগেই এবং এখন ৩য় কবিতাটির কিছু অংশ বাকি যা আগামীর ঘটনার সাথে মিলে যাবে আশা করা যায়। এটি খুব প্রচলিত একটি কবিতা যার প্যারায় লেখা কথা বা ভবিষ্যৎবাণী গুলো এই জামানার সাথে মিলে যাচ্ছে এবং এর ৮০ ভাগ কথা গুলো হুবহু মিলে গেছে যা এটি সত্য প্রমাণ করতে যথেষ্ট। আর এই কবিতার লেখার সাথে হাদিসেরও কোন বিপরীত পাওয়া যায় না বিধায় এর গ্রহণ যোগ্যতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এজন্য এই কবিতাকে ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী বলেছি কারণ, এই কবিতার অনেক কথা জামানার সাথে মিলে যায় যেগুলো হাদিস গ্রন্থ বা সেগুলোর বর্ণনাগুলো থেকেও আগামীতে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত পাওয়া যায় না। এটি হাদিস শাস্ত্রের বাহিরের জ্ঞান যেমন বাতেনি জ্ঞান বা ইলমে লাদুনি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে লেখা তা প্রমাণ করে। এই কবিতাগুলী আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি আমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করি তাহলে হয়তো আমাদের কিছু উপকার ছাড়া ক্ষতি হবে না। ইলহাম-কাশফ কি তা নিয়ে উপরে আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.৫.১ লেখক শাহ নেয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদার ইতিহাস

কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ- বিস্ময়কর ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত এক ইলহামী কাসীদা। জগদ্বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত শাহ নিয়ামতউল্লাহ (র) আজ থেকে ৮৫২ বছর পূর্বে হিজরী ৫৪৮ সাল মুতাবিক ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন এ কাসিদা। কালে কালে তাঁর এ কাসিদার এক একটি ভবিষ্যৎবাণী ফলে গেছে আশ্চর্যজনক ভাবে। মুসলিম জাতি বিভিন্ন দুর্যোগকালে এ কাসীদা পাঠ করে ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো প্রাণশক্তি, উদ্দীপিত হয়ে ওঠেছে নতুন আশায়। ইংরেজ শাসনের ক্রান্তিকালে এ কাসীদা মুসলমানদের মধ্যে মহাআলোড়ন সৃষ্টি করে।

এর অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জনের শাসনামলে (১৮৯৯-১৯০৫) এ কাসীদা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফারসী ভাষায় রচিত হযরত শাহ নিয়ামতউল্লাহ (র)-এর এ সুদীর্ঘ কবিতায় ভারত উপমহাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বের ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দাগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবের বিষয় সম্পর্কে স্বপ্নযোগে বা সরাসরি কাশফ, ইলহাম তথা বিশেষ জ্ঞান পেয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে যে, কোন সৃষ্টি জীবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই যে, সে ইচ্ছা করলেই গায়েবের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে এই জ্ঞান দান করে থাকেন। উপমহাদেশের ইলমী জনক শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) তার ইলহামী ইলম দিয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ সাওয়াতিউল ইলহাম রচনা করেন।অনুরূপ হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রহঃ) তার ইলহামী জ্ঞানের কিছু অংশ একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এটি লিখার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি ভবিষ্যৎবাণী হুবহু মিলে গিয়েছে। কবিতার ৩৭ নং প্যারা থেকে বিশেষভাবে খেয়াল করুন। কারণ এর পূর্বের লাইনগুলো অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়ায় শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষতে কি ঘটতে পারে এটাই আমাদের দেখার বিষয়। কিছুটা দীর্ঘ হলেও ধৈর্য সহকারে পড়লে ‘‘গাজওয়াতুল হিন্দ’’ সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ। আমাদের দূর্ভাগ্যই বলা চলে, পাকিস্তানি মুসলিম ভাইদের মাঝে কাসীদাগুলো বেশ পরিচিত, প্রসিদ্ধ এবং সমাদৃত অথচ বাংলাদেশে এ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। কবিতাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত ‘‘কাসিদায়ে সাওগাত’’ বইতে পাবেন। এই ছাড়াও মদিনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত ‘‘মুসলিম পুনঃজাগরণ প্রসঙ্গ ইমাম মাহদী’’ বইতেও পাবেন। মাহমুদ প্রকাশনী থেকেও এটি বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় ‘‘শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ (রহ:) এর ভবিষ্যৎবাণী’’ নামে। আর যারা উর্দু বুঝেন তারা এই নিয়ে ৮ পর্বের সিরিজ আলোচনা শুনতে পারেন, পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞ জায়েদ হামিদ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা সহকারে উনার সকল ভবিষ্যৎবাণী তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষায় রুহুল আমীন খান অনূদিত শাহ নিয়ামতুল্লাহ (রহঃ) এর একটি কবিতা ১৯৭০/৭১ এর দিকে এদেশে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া ‘৩য় বিশ্বযুদ্ধ, ইমাম মাহদী ও দাজ্জাল’ -মাওলানা আসেম ওমর এর বইতেও উল্লেখ করেছে। সেখানে দেওয়া তথ্য মতে শাহ্ ইসমাইল শহীহ (রহঃ) ও তার ‘আরবাইন’ নামক কিতাবে এর উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, আরবাইন নামে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহরও (রহঃ) লিখিত একটি কিতাব আছে। এছাড়াও সম্প্রতি বাংলাদেশে আবারো প্রকাশিত হয়েছে তবে তাতে অনেক তথ্য বিভ্রাটও চোখে পড়ে। এখানে সঠিকভাবে কাসিদাটি তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে এ কাসীদার সারমর্ম প্রদত্ত হলো।

৩য় বিশ্বযুদ্ধ, মাহদি ও দাজ্জাল বইতে যেভাবে উল্লেখ এসেছে

শহীদ মাওলানা আসেম ওমর (রহঃ) তিনি তার লেখা জনপ্রিয় বই ''৩য় বিশ্বযুদ্ধ, মাহদি ও দাজ্জাল'' বইতে 'ভারত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী' পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে লিখেন-

''পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতি সম্পর্কে শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহ.) বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। নিঃসন্দেহে তা ঈমানদারদের জন্য সান্ত্বনা ও মনোবল তৈরিতে সহায়ক প্রমাণিত হবে। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে 'আল-আরবাঈন' নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। ফারসি কাব্যের আকারে উপস্থাপিত এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যদিও নিশ্চিত কোনো বিষয় নয়, তবু তার কয়েকটি কবিতা এমন আছে, বিভিন্ন হাদীছ তাকে সমর্থন জোগাচ্ছে। এখানে আমরা সেই কবিতাগুলোর অনুবাদ উপস্থাপন করলাম।

'হঠাৎ মুসলমানদের মাঝে হইচই শুরু হয়ে যাবে। পরক্ষণেই তারা কাফেরদের (ভারতের) সঙ্গে এক বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ লড়বে। তারপর মুহাররম মাস আসবে। মুসলমানরা তরবারি হাতে তুলে নেবে এবং বীরত্বের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তারপর হাবীবুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি – যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের বাহক হবেন, আল্লাহর সাহায্যসহ কোষ থেকে তরবারি বের করবেন। সীমান্ত প্রদেশের বীর যোদ্ধাদের পদভারে মাটি কেঁপে ওঠবে। মানুষ জিহাদের জন্য পাগলের মতো ছুটতে শুরু করবে এবং রাতারাতি পঙ্গপাল ও পিপীলিকার মতো আক্রমণ চালাবে। এমনকি আফগান জাতি বিজয় অর্জন করবে। বন, পাহাড়, স্থল ও সমুদ্র অঞ্চল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উপজাতিরা দ্রুতগতিতে বানের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা পাঞ্জাব, দিল্লি, কাশ্মির, দাক্ষিণাত্য ও জম্মুকে আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্যে জয় করে নেবে। দ্বীন ও ঈমানের সকল অমঙ্গলকামী প্রাণ হারাবে। সমস্ত হিন্দুস্তান হিন্দুয়ানা রীতিনীতি থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। হিন্দুস্তানের মতো ইউরোপেরও ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়ে যাবে। এই বিগ্রহ কয়েক বছর পর্যন্ত নৌ ও স্থল অঞ্চলে নির্মমতার সঙ্গে অব্যাহত থাকবে। বেঈমানরা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেবে। অবশেষে তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। হঠাৎ হজের মওসুমে হযরত মাহদি আত্মপ্রকাশ করবেন'।''
-(৩য় বিশ্বযুদ্ধ, মাহদি ও দাজ্জাল পৃষ্ঠাঃ ৮৪-৮৫)

২.৫.২ কাসিদা এর ভবিষ্যৎবানীগুলোর সারমর্ম

ভারতীয় উপমহাদেশেঃ

১. এখানে তুর্কী মুঘলদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, ২. তাদের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত হবে ভিনদেশী খ্রিষ্টানদের রাজত্ব, ৩. তাদের শাসনকালে মহামারী আকারে প্লেগ এবং চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং এতে বহু প্রাণহানি ঘটবে, ৪. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু এখানে অঞ্চলে-অঞ্চলে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে স্থায়ী শত্রুতার বীজ বপন করে যাবে, ৫. ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে, ৬. অযোগ্য লোকেরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, ৭. মানুষের আইন-কানুনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকবে না, ঘুষ, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, জেনা, ব্যাভিচার, অরাজকতার সয়লাব সৃষ্টি হবে (উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণীগুলো ইতোমধ্যে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে)।

ভবিষ্যতে যা হবে- ৮. মুসলমানদের উপর বিধর্মীরা মহাজুলুম ও অত্যাচার চালাবে, তাদের জানমালের কোন মূল্য থাকবে না, তাদের রক্তের সাগর বয়ে যাবে, ঘরে ঘরে আহাজারী সৃষ্টি হবে, ৯. এরপর পাঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র মুসলমানদের দখলে আসবে, মুশরিকরা সেখান থেকে পালিয়ে যাবে, ১০. অনুরূপ মুশরিকরা পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের একটি শহর দখল করে নিয়ে পাইকারীভাবে মুসলিম নিধন চালাবে, ১১. নামধারী এক মুসলিম নেতা এক জঘন্য চুক্তি স্থাপন করে মুশরিকদের সাহায্য করবে, ১২. এরপর দুই ঈদের মধ্যবর্তী এক সময়ে বিশ্ব জনমত হিন্দুদের বিপক্ষে চলে যাবে, ১৩. মুহররম মাসে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বীর বিক্রমে অগ্রসর হবে, ১৪. সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহ নামের দুই মহান নেতা মুসলিম ফৌজের নেতৃত্বে দিয়ে প্রচণ্ড লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ১৫. সীমান্তে মুসলিম বীরগণ বীরদর্পে ভারতের দিকে অগ্রসর হবে, ১৬. ওদিকে ইরানী, আফগান ও দক্ষিণা সেনাগণও সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ বিজয় করে বিজয় ঝাণ্ডা উড্ডীন করবে, ১৭. উপমহাদেশব্যাপী ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, ১৮. কোথাও দ্বীন-ঈমান বিরোধী কোন তৎপরতা আর অবশিষ্ট থাকবে না, ১৯. ছয় অক্ষরবিশিষ্ট নাম যার প্রথম অক্ষর 'গাফ' এমন এক সুবিখ্যাত হিন্দু বণিক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেঃ

১. রাশিয়া ও জাপানে প্রচণ্ড লড়াই হবে, ২. অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হবে কিন্তু তা স্থায়ী হবে না, ৩. জাপানে ভয়াবহ এক ভূমিকম্প হবে, ৪. ইউরোপে চার বছর ব্যাপী এক মহাযুদ্ধ হবে (প্রথম মহাযুদ্ধ)। এতে এক কোটি ত্রিশ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটবে, ৫. প্রথম মহাযুদ্ধের ২১ বছর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবে, ৬. এর এক পক্ষে থাকবে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া, অপর পক্ষে থাকবে জার্মান, জাপান ও ইটালী, ৭. বিজ্ঞানীগণ এ যুদ্ধে অতি ভয়াবহ আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, ৮. প্রাচ্যে বসে পাশ্চাত্যের কথা ও সঙ্গীত শ্রবণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে, ৯. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছয় বছর স্থায়ী হবে এতে জানমালের অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি হবে, ১০,

দুনিয়াব্যপী যুলম-অত্যাচার, নগ্নতা, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে (উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণীসমূহ ইতোমধ্যে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে)।

ভবিষ্যতে যা হবে- ১১. পাশ্চাত্যের দাম্ভিক ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে সারা দুনিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তার চরম পরিণতি ভোগ থেকে তাদের নিস্তার নেই, ১২. তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আলিফ অদ্যাক্ষরের দেশের (আমেরিকা হতে পারে) কোন চিহ্ন থাকবে না। কেবল ইতিহাসেই তার নাম অবশিষ্ট থাকবে, ১৩. খ্রিষ্টশক্তির চূড়ান্ত পতন সাধিত হবে। তারা আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ১৪. এরপর কিছু সময় পরেই হজের মৌসুমে দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হবেন হযরত ইমাম মাহদী।

আলোচিত মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং যুগে যুগে ফলে যাওয়া ভবিষ্যৎবাণীসমূহঃ

- ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী।
- হিন্দু কতৃক বাংলাদেশ দখল সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- আমাদের দেশের একজন মুনাফিক নেতার নামের প্রথম ও শেষ অক্ষর সহ ভবিষ্যৎবাণী যে কিনা এদেশকে মুশরিকদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করবে।
- গাজওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- সাহেবে কিরাণ ও হাবিবুল্লাহ এর আত্মপ্রকাশ নিয়ে।
- তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং মানচিত্র থেকে আমেরিকা/ইংল্যান্ডের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী।
- ইমাম মাহদী এর আগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী।

২.৫.৩ কাসিদায় শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ.) ও ব্যাখ্যা

١

پار ینه قـصـه شـویم ازتازه هند گـویم

آفـاتِ قـرن دویم کـه افـتـاد از زمـانه

(১) পশ্চাতে রেখে এই ভারতের অতীত কাহিনী যত
আগামী দিনের সংবাদ কিছু বলে যাই অবিরত।

ব্যাখ্যাঃ ভারত = ভারতীয় উপমহাদেশ।

٢

صـاحب قـرانِ ثانی نیـز آلِ گـور گـانی

شـــاهی کنند امـــا شـــاهی چون ظالمانه

(২) দ্বিতীয় দাওরে হুকুমত হবে তুর্কী মুঘলদের
কিন্তু শাসন হইবে তাদের অবিচার যুলুমের।

ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয় দাওর= ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়। শাহবুদ্দীন মুহম্মাদ ঘোরী রহিমাহুল্লাহ উনার আমল (১১৭৫ সাল) থেকে সুলতান ইবরাহীম লোদীর শাসনকাল (১৫২৬ সাল) পর্যন্ত প্রথম দাওর। এবং সম্রাট বাবর শাসনকাল (১৫২৬ সাল) থেকে ভারতে মুসলিম দ্বিতীয় দাওর।

٣

عـیش ونشـاط اکثر گیـرد جگه بخـاطر

کم مـــیکنند یکســـر آں طرز ترکـــیـانه

(৩) ভোগে ও বিলাসে আমোদে-প্রমোদে মত্ত থাকিবে তারা
হারিয়ে ফেলিবে স্বকীয় মহিমা তুর্কী স্বভাব ধারা।

ব্যাখ্যাঃ মুঘল শাসকদের অনেকেই আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন। তবে কেউ কেউ প্রকৃত ইসলামী আইন কানুন ও শরীয়তের আমল থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

٤

رفته حکومت ازشمال آید بغیر مهماں

اغیار سکه رانند ازضرب حا کمانه

(৪) তাদের হারায়ে ভিন দেশী হবে শাসন দণ্ডধারী
জাকিয়া বসিবে, নিজ নামে তারা মুদ্রা করিবে জারি।

ব্যাখ্যাঃ ভিন দেশী = ইংরেজদের বোঝানো হয়েছে।

٥

بعد آں شود چو جنگے باروسیاں وجاپاں

جاپان فتح یابد بر ملك روسیانه

(৫) এরপর হবে রাশিয়া জাপানে ঘোরতর এক রণ
রুশকে হারিয়ে এ রণে বিজয়ী হইবে জাপানীগণ।

٦

سرحد جدا نمایند از جنگ بازآیند

صلح کنند اما صلح منافقانه

(৬) শেষে দেশ-সীমা নিবে ঠিক করে মিলিয়া উভয় দল
চুক্তিও হবে কিন্তু তাদের অন্তরে রবে ছল।

ব্যাখ্যাঃ বিশ শতকের প্রারম্ভে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জাপান কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পীত সাগর, পোর্ট অব আর্থার ও ভলডিভস্টকে অবস্থানরত রুশ নৌবহরগুলো আটক করার মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে রাশিয়া জাপানের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

٧

طاعون وقحط یکجا گردودبه هند پیدا

پس مؤمناں بمیرند ہرجا ازیں بہانه

(৭) ভারতে তখন দেখা দিবে প্লেগ আকালিক দুর্যোগ
মারা যাবে তাতে বহু মুসলিম হবে মহাদুর্ভোগ।

ব্যাখ্যাঃ **১৮৯৮-১৯০৮** সাল পর্যন্ত ভারতে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের জীবনাবসান হয়। ১৭৭০ সালে ভারতে মহাদূর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। বংগ প্রদেশে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এ থেকে উদ্ভুত মহামারিতে এ প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়।

৮

یک زلزله که آید چوں زلزله قیامت

جاپاں تباه گردد یک نصف ثالثانه

(৮) এরপর পরই ভয়াবহ এক ভূকম্পনের ফলে
জাপানের এক তৃতীয় অংশ যাবে হায় রসাতলে।

ব্যাখ্যাঃ **১৯৪৪** সালে জাপানের টোকিও এবং ইয়াকুহামায় প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

৯

تاچار سال جنگے افتد به برّغربی،

فاتح الف بگردد بر جیم فاسقانه

(৯) পশ্চিমে চার সালব্যাপী ঘোরতর মহারণ,
প্রতারণা বলে হারাবে এ রণে জীমকে আলিফগণ।

ব্যাখ্যাঃ **১৯১৪-১৯১৮** সাল পর্যন্ত চার বছরাধিকাল ধরে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। জীম = জার্মানি এবং আলিফ = ইংল্যান্ড।

١٠

جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد

یک صد وسی ویک لك باشد شمارجانه

(১০) এ সমর হবে বহু দেশ জুড়ে অতীব ভয়ঙ্কর
নিহত হইবে এতে এক কোটি ত্রিশ লাখ নারী-নর।

ব্যাখ্যাঃ ব্রিটিশ সরকারের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় **১** কোটি **৩১** লক্ষ লোক মারা যায়।

١١

اظہار صلح باشد چو صلح پیش بندی
بل مستقل نباشد ایں صلح درمیانه

(১১) অতঃপর হবে রণ বন্ধের চুক্তি উভয় দেশে
কিন্তু তা হবে ক্ষণভঙ্গুর টিকিবে না অবশেষে।

ব্যাখ্যাঃ **১৯১৯** সালে প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে ‘‘ভার্সাই সন্ধি’’ হয় কিন্তু তা টিকেনি।

١٢

ظاہر خموش لیکن پہنا کنند سامان
جیم والف مکرر رو درمبارزانه

(১২) নিরবে চলিবে মহাসমরের প্রস্তুতি বেশুমার।
জীম ও আলিফে লড়াই ঘটিবে বারংবার।

١٣

وقتیکه جنگ جاپاں باچیں فتاده باشد
نصرانیاں به پیکار آیند باهمانه

(১৩) চীন ও জাপানে দু’দেশ যখন লিপ্ত থাকিবে রণে
নাসারা তখন রণ প্রস্তুতি চালাবে সঙ্গোপনে।

ব্যাখ্যাঃ নাসারা মানে খ্রিষ্টান।

١٤

پس سالِ بست ویکم آغاز جنگ دویم
مهلك ترین اول باشد به جارحانه

(১৪) প্রথম মহাসমরের শেষে একুশ বছর পর
শুরু হবে ফের আরো ভয়াবহ দ্বিতীয় সমর।

ব্যাখ্যাঃ ১ম মহাযুদ্ধ সমাপ্তি হয় ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সূচনা হয় ১৯৩৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় প্রায় ২১ বছর।

١٥

امداد هندیاں هم از هند داده باشد

لاعلم ازیں که باشد آں جمله رائیگانه

(১৫) হিন্দ বাসী এই সমরে যদিও সহায়তা দিয়ে যাবে
তার থেকে তারা প্রার্থিত কোন সুফল নাহিকো পাবে।

ব্যাখ্যাঃ ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত যে সকল আশ্বাসের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের সহায়তা করেছিল, যুদ্ধের পর তা বাস্তবায়ন করে নি।

١٦

آلاتِ برق پیما اسلاح حشر بر پا

سازند اهل حرفه مشهور آں زمانه

(১৬) বিজ্ঞানীগণ এ লড়াইকালে অতিশয় আধুনিক
করিবে তৈয়ার অতি ভয়াবহ হাতিয়ার আনবিক।

ব্যাখ্যাঃ মূল কবিতায় ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে ‘‘আলোতে বকর’’ যার শাব্দিক অর্থ বিদ্যুৎ অস্ত্র। অনুবাদক বিদ্যুৎ অস্ত্রের পরিবর্তে আনবিক অস্ত্র তরজমা করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা হিরোসিমা নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এতে লাখ লাখ বেসামরিক লোক নিহত হয়। কবিতায় বিদ্যুৎ অস্ত্র বলতে মূলত আনবিক অস্ত্রই বুঝানো হয়েছে।

١٧

باشی اگر بمشرق شنوی کلام مغرب

آید سرود غیبی بر طرز عرشیانه

(১৭) গায়েবী ধ্বনির যন্ত্র বানাবে নিকটে আসিবে দূর
প্রাচ্যে বসেও শুনিতে পাইবে প্রতীচীর গান সুর।

ব্যাখ্যাঃ গায়েবী ধ্বনির যন্ত্র রেডিও এবং টিভি।

١٨

دوالف وروس هم چیں مانند شهد شیریں

هر الف وجیم اولی هم الف ثانیانه

(১৮) মিলিত হইয়া "প্রথম আলিফ" "দ্বিতীয় আলিফ" দ্বয়
গড়িয়া তুলিবে রুশ চীন সাথে আতাত সুনিশ্চয়।

١٩

بابرق تیغ رانند کوه غضب دوانند

تا آنکه فتح یا بداز کینه وبهانه

(১৯) ঝাঁপিয়ে পড়িবে "তৃতীয় আলিফ" এবং দু জীম ঘাড়ে
ছুড়িয়া মারিবে গজবী পাহাড় আনবিক হাতিয়ারে,
অতি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম ধ্বংসযজ্ঞ শেষে
প্রতারণা বলে প্রথম পক্ষ দাড়াবে বিজয়ী বেশে।

ব্যাখ্যাঃ প্রথম আলিফ = ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় আলিফ = আমেরিকা, তৃতীয় আলিফ = ইটালি এবং দুই জীম = জার্মানি ও জাপান।

٢٠

ایں غزوه تابه شش سال ماندبد هر پیدا

پس مرد ماں بمیرند هرجا ازیں بهانه

(২০) জগৎ জুড়িয়া ছয় সাল ব্যাপী এই রণে ভয়াবহ,
হালাক হইবে অগণিত লোক ধন ও সম্পদসহ।

ব্যাখ্যাঃ জাতিসংঘের হিসাব মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৬ কোটি লোক মারা গিয়েছিল।

২১

نصرانیاں کہ باشند ہندوستاں سپا رند
تخم بدی بکا رند از فسق جاودا نہ،

(২১) মহাধ্বংসের এ মহাসমর অবসানে অবশেষে
নাসারা শাসক ভারত ছাড়িয়া চলে যাবে নিজ দেশে,
কিন্তু তাহারা চিরকাল তরে এদেশবাসীর মনে
মহাক্ষতিকর বিষাক্ত বীজ বুনে যাবে সেই সনে।

ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে আর ভারত উপমহাদেশ থেকে নাসারা তথা ইংরেজ খ্রিষ্টানরা চলে যায় ১৯৪৭ এ। এই প্যারার দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা দুই রকম আছে। ক) এই অঞ্চলের বিভেদ তৈরী করার জন্য ইংরেজ খ্রিষ্টানরা কাশ্মীরকে হিন্দুদের দিয়ে প্যাচ বাধিয়ে যায়। খ) ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের সংস্কৃতি এমনভাবে রেখে গেছে যে, এই উপমহাদেশের লোকজন এখনও সব যায়গায় ব্রিটিশ নিয়ম-কানুন ভাষা সংস্কৃতি অনুসরণ করে।

২২

تقسیم ہند گردد دردو حصص ہو یدا
آشوب ور نج پیدا ازمکرواز بہانہ

(২২) ভারত ভাঙ্গিয়া হইবে দু'ভাগ শঠতায় নেতাদের
মহাদূর্ভোগ দূর্দশা হবে দু'দেশেরই মানুষের।

ব্যাখ্যাঃ দেশভাগের সময় মুসলমানরা আরো অনেক বেশি এলাকা পেত। কিন্তু সেই সময় অনেক মুসলমান নেতার গাদ্দারির কারণে অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দুদের অধীনে চলে যায়। ফলে কষ্টে পরে সাধারণ মুসলমানরা। এখনও ভারতের মুসলমানরা সেই গাদ্দারির ফল ভোগ করছে।

২৩

بے تاج پادشاہاں شاہی کنندناداں
اجراکنند فرماں فی الجملہ مہملانہ

(২৩) মুকুটবিহীন নাদান বাদশা পাইবে শাসনভার
কানুন ও তার ফর্মান হবে আজেবাজে একছার।

٢٤

ازرشوت وتساهل دانسته ازتغافل
تاویل باب باشد احکام خسروانه

(২৪) দুর্নীতি ঘুষ কাজে অবহেলা নীতিহীনতার ফলে
শাহী ফর্মান হবে পয়মাল দেশ যাবে রসাতলে।

ব্যাখ্যাঃ তখনকার সমসাময়িক দুর্নীতি বুঝানো হয়েছে।

٢٥

عالم زعلم نالاں داناز فہم گریاں
نا داں برقص عریاں مصروف والہانه

(২৫) হায় আফসোস করিবেন যত আলেম ও জ্ঞানীগণ
মূর্খ বেকুফ নাদান লোকেরা করিবে আস্ফালন।

٢٦

ازامت محمد(صـ) سرزد شوند بے حد
افعال مجرمانه اعمال عاصیانه

(২৬) পেয়ারা নবীর উম্মতগণ ভুলিবে আপন শান
ঘোরতর পাপ পঙ্কিলতায় ডুবিবে মুসলমান।

٢٧

شفقت به سرد مہری تعظیم دردلیری
تبدیل گشته باشد از فتنه زمانه

(২৭) কালের চক্রে স্নেহ-তমীজের ঘটিবে যে অবসান
লুণ্ঠিত হবে মানী লোকদের ইজ্জত সম্মান।

২৮

همشیره بابرادر پسران هم به مادر
پدران هم بدختر مجرم به عاشقانه

(২৮) উঠিয়া যাইবে বাছ ও বিচার হালাল ও হারামের
লজ্জা রবে না, লুণ্ঠিত হবে ইজ্জত নারীদের।

২৯

حلت رود سراسر حرمت رود سراسر
عصمت رود برابر ازجبر مغویانه

(২৯) পশুর অধম হইবে তাহারা ভাই-বোনে, মা-বেটায়
জেনা ব্যাভিচারে হইবে লিপ্ত পিতা আর কন্যায়।

۳۰

بے مہرگی سراید بے پردگی درآید،
عفت فروش باطن معصوم ظاهرانه

(৩০) নগ্নতা আর অশ্লীলতায় ভরে যাবে সব গেহ
নারীরা উপরে সেজে রবে সতী ভেতরে বেচিবে দেহ।

۳۱

دختر فروش باشند عصمت فروش باشند
مردان سفله طینت باوضع زاهدانه

(৩১) উপরে সাধুর লেবাস ভেতরে পাপের বেসাতি পুরা
নারী দেহ নিয়ে চালাবে ব্যবসা ইবলিস বন্ধুরা।

٣٢

شـــوق نماز و روزه حج وزكـــوة وفطره
كم گـــردد وبرآيد يك بارخـــاطرانه

(৩২) নামায ও রোজা, হজ্জ্ব যাকাতের কমে যাবে আগ্রহ
ধর্মের কাজ মনে হবে বোঝা দারুন দূর্বিষহ।

٣٣

خـــون جگر نيـــوشم بارنج باتو گـــويم
للّه ترك گـــرداں ايں طرز راهبـــانه

(৩৩) কলিজার খুন পান করে বলি শোন হে বৎসগণ
খোদার ওয়াস্তে ভুলে যাও সব নাসারার আচরণ।

٣٤

قـــهر عظيم آيد بهـــر سزاكـــه شـايد
اجـراء خـــدا بســازديك حكم قـاتلانه

(৩৪) পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও নগ্নতা বেহায়ামি
ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর গজব আসিবে নামি।

ব্যাখ্যাঃ শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ তার এই কাসিদাতে উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিমাদের চাল-চলন যারা অনুসরণ করবে তাদের উপর আল্লাহর কঠিন গজব আসবে।

٣٥

مسلم شوند كشته افتاں شوندو خيزاں
آزدست نيـــزه بنداں يك قـــوم هندوانه

(৩৫) ধ্বংস নিহত হবে মুসলিম বিধর্মীদের হাতে
হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ, ভাসিবে রক্তপাতে।

ব্যাখ্যাঃ এইখানে বিধর্মীদের হাতে যে জাতি বা দেশের মুসলিমরা নাজেহাল হবে সেটি হচ্ছে মিয়ানমারের মুসলিমরা। আজ যারা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। তাদের উপর যে গণহত্যা চলেছে তার কারণ হয়তো আগের প্যারায় বলা ব্যাখ্যার কারণে। তারপর তারা দেশ ছেড়ে দেশান্তর হয়। দেশ রক্তপাতেই ভেসেছিল এই মিয়ানমার মুসলিমদের গণহত্যার কারণে। আর দেখা

যায় ২০১৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০১৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত মিয়ানমার মুসলিমদের উপর গণহত্যা চলে যার কারণে তারা দেশ ছাড়তেই বাধ্য হয়। আর এই ভবিষ্যৎবাণী পুরোপুরি মিলে গেছে। বার্মা ও নাফ নদী মুসলমানের রক্তে লালে লাল হয়েছিল এ সময়।

٣٦

ارزاں شود برابر جائداد و جان مسلم
خوں می شود روانه چوں بحر بیکرانه

(৩৬) মুসলমানের জান-মাল হবে খেলনা মুল্যহত
রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে সাগর স্রোতের মত।

٣٧

ازقلب پنج آبی خارج شوند ناری
قبضه کنند مسلم بر ملك غاصبانه

(৩৭) এরপর যাবে ভেগে নারকীরা পাঞ্জাব কেন্দ্রের
ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের।

ব্যাখ্যাঃ এখানে পাঞ্জাব কেন্দ্রের বলতে কাশ্মীর মনে করা হয়। গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থাৎ হিন্দুস্তানের যুদ্ধের পূর্বে মুসলিমরা সর্বপ্রথম ভারতের কাছ থেকে একটি এলাকা দখল করে নেবে। আশা করা যায়, এটা হচ্ছে পাকিস্তান সীমান্তলগ্ন পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীর এলাকা। কারণ কাশ্মীরের স্থানীয় মুজাহিদ, আল কায়েদা, তালেবান সহ আরো অনেক জিহাদি গ্রুপ ব্যাপক আকারে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে জম্মু কাশ্মীরকে ভারতের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য।

٣٨

بر عکس ایں برآید درشهر مسلماناں
قبضه کنند هندو بر شهر جابرانه

(৩৮) অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের
তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের।

৩৯

شهر عظیم باشد اعظم ترین مقتل

صد کربلا چو کر بل باشد بخانه خانه

(৩৯) হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি।

ব্যাখ্যাঃ ৩৮ ও ৩৯ নং প্যারায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা যখন কাশ্মীর দখল করে নেবে তারপরই হিন্দুরা মুসলিমদের একটি এলাকা দখলে নেবে এবং সেখানে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভারতের হিন্দু মুশরিকরা লুটপাটের মাধ্যমে নিয়ে নেবে, মুসলিমদের ঘরে ঘরে কারবালার ন্যায় রূপধারণ করবে। কিন্তু আপনি কি জানেন মুসলিমদের যে দেশটা ভারতের হিন্দুরা দখলে নিয়ে এ ধরনের হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে সেটা কোন দেশ? ধারণা করা হয় সেটি আপনার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অর্থাৎ মুসলিমরা কাশ্মীর জয় করার পর মুশরিকরা বাংলাদেশ দখল করবে। পরবর্তী প্যারাগুলো পড়লে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

٤٠

رهبرز مسلمانان درپرده یارایناں

امداد داده باشد از عهد فاجرانه

(৪০) মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে,
মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে।

ব্যাখ্যাঃ বর্তমান সময়ে এই উপমহাদেশে এ ধরনের নেতার অভাব নেই। যারা উপর দিয়ে মুসলমানদের নেতা সেজে থাকে কিন্তু ভেতর দিয়ে কাফিরদের এক নম্বর দালাল। সমগ্র ভারত উপমহাদেশের নেতারা নামধারী মুসলিম হবে কিন্তু গোপনে গোপনে হিন্দুবান্ধব হবে। মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য ভারত সরকাররের সাথে গোপনে পাপ চুক্তি করবে।

٤١

ایں قصه بین العیدین ازش ون شرطیں

سازد هنود بدرا معتوب فی زمانه

(৪১) প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীন এর অবস্থান
শেষের অক্ষরে থাকিবে নূনও বিরাজমান

ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের
ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের।

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম ধ্বংসকারী এই মুনাফিক শাসককে চেনার উপায় হল তার নামের প্রথম অক্ষর হবে আরবি অক্ষর শীন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "শ" এবং শেষের অক্ষর হবে আরবি অক্ষর নুন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "ন"। একটু খেয়াল করলে তিনি কে চিনতে পারবেন। আর এসব ঘটনা ঘটবে দুই ঈদের মাঝে। প্রিয় ভাইয়েরা একটু কল্পনা করুন, এদেশে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকে আপনার পিতা, আপনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করবে, আপনার মা বোনদের ধর্ষণ করবে তখন কি অবস্থা হবে আপনার? আপনি ভেবেছেন কি আপনার সাজানো সংসার, আপনার চাকুরী, আপনার ব্যবসার ভবিষ্যৎ কি? সময় খুব অল্প। তাই মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি নিন। এছাড়া আর কোন পথ নেই।

٤٢

ماه محرم آید باتیغ بامسلماں
سازند مسلم آندم اقدام جارحانه

(৪২) মহরম মাসে হাতিয়ার হাতে পাইবে মুমিনগণ
ঝঞ্ঝার বেগে করিবে তাহারা পাল্টা আক্রমণ।

٤٣

بعد آں شود چوشورش در ملك هند پیدا
عثمان نماید آندم اك عزم غازیانه

(৪৩) সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া প্রচণ্ড আলোড়ন
"উসমান" এসে নিবে জিহাদের বজ্র কঠিন পণ!

ব্যাখ্যাঃ উসমান একটি তরবারির নাম।

٤٤

نیز آں حبیب الله صاحبقراں من اللّٰه
گیردز نصرة الله شمشیر از میانه

(৪৪) "সাহেবে কিরান" ও "হাবীবুল্লাহ" হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের।

ব্যাখ্যাঃ এখানে মুসলিমদের দুইজন নেতার কথা বলা হয়েছে। একজন হবেন 'সাহেবে কিরান' বা প্রজন্মের সৌভাগ্যবান। আরেকজন 'হাবীবুল্লাহ'।

٤٥

ازغـازيان سـرحـد لرزدزمين چـو مـرقـد
بهـر حـصـول مـقـصـد آيندو الـهـانه

(৪৫) কাঁপিবে **মেদিনী সীমান্ত, বীর গাজীদের পদভারে**
ভারতের পানে আগাইবে তারা মহারণ হুঙ্কারে।

ব্যাখ্যাঃ আক্রমণকারীরা ভারত উপমহাদেশের হিন্দু দখলকৃত এলাকার বাইরে থাকবে এবং হিন্দু দখলকৃত এলাকা দখল করতে হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে যাবে মেদেনীপুর দিয়ে। আর এই মেদেনীপুর সিমান্ত হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে ভারতের। এদিক থেকেই ভারতে ঢুকবে।

٤٦

غلبـه كنند همـچـو مـورو ملخ شبـاشب
حـقـا كـه قـوم افـغـان باشند فـاتحـانه

(৪৬) পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে এসব "গাজীয়ে দ্বীন"
যুদ্ধে জিতিয়া বিজয় ঝাণ্ডা করিবেন উড্ডিন।

٤٧

يكجـا شـوند افـغـان هم دكنيـان وايران
فـــتـح كنـند ايناں كل هـند غــــازيـانـه

(৪৭) মিলে এক সাথে দক্ষিণী ফৌজ ইরানী ও আফগান
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা আনিবে হিন্দুস্তান।

ব্যাখ্যাঃ হিন্দুস্তান সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের দখলে আসবে। আর সেই হাবীবুল্লাহর দলের সাথে ইরানী ও আফগান বাহিনী পরে মিলিত হবে এবং তাদের সম্মিলিত আক্রমনে বিজয় আসবে।

٤٨

کشته شوند جمله بد خواه دین وایماں
خالق نماید اکرام از لطف خالقانه

(৪৮) বরবাদ করে দেয়া হবে দ্বীন ঈমানের দুশমন
অঝোর ধারায় হবে আল্লাহ'র রহমাত বরিষান।

٤٩

ازگ شش حروفی بقال کینه پرور
مسلم شود بخاطر ازلطف آں یگانه

(৪৯) দ্বীনের বৈরী আছিল শুরুতে ছয় হরফেতে নাম
প্রথম হরফ গাফ সে কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম।

ব্যাখ্যাঃ ছয় অক্ষর বিশিষ্ট একটি নাম যার প্রথম অক্ষরটি হবে 'গাফ'। গাফ মূলত উর্দু-ফার্সিতে ব্যবহার করা একটি অক্ষর। যা দিয়ে বাংলা 'গ' শব্দটি বুঝায়। এই নামে এমন এক প্রভাবশালী হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবেন। তিনি কে তা এখনো বুঝা যাচ্ছে না।

٥٠

خوش می شود مسلماں از لطف وفضل یزداں
کل هند پاك گردد ازرسم هندوانه

(৫০) আল্লাহ'র খাস রহমাতে হবে মুমিনেরা খোশদিল
হিন্দু রসুম রেওয়াজ এ ভূমে থাকিবে না এক তিল।

ব্যাখ্যাঃ এরপর ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম তো দূরে হিন্দুদের কোন রসম রেওয়াজও থাকবে না।

٥١

چوں هندهم بمغرب قسمت خراب گردد
تجدیدیاب گردد جنگ سه نوبتانه

(৫১) ভারতের মত পশ্চিমাদেরও ঘটিবে বিপর্যয়
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয়।

ব্যাখ্যাঃ বর্তমান সময়ে স্পষ্ট সেই তৃতীয় সমরের প্রস্তুতি চলছে। অর্থ্যাৎ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মুসলমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা যুদ্ধ করছে তথা জুলুম নির্যাতন করছে। এই জুলুম নির্যাতনই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে রূপ নিয়ে এক সময় তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। এখানে বলা হচ্ছে মহালয় বা কিয়ামত শুরু হবে যাতে পশ্চিমারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আর পুরো বিশ্বই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এই যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার ফলে পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই মারা যাবে।

٥٢

کا هد الف جہاں کہ نقطہ زونماند

إلاکہ نام ویادش باشد مؤرخانہ

(৫২) এ রণে হবে “আলিফ” এরূপ পয়মাল মিসমার
মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার।

ব্যাখ্যাঃ এ যুদ্ধের কারণে আলিফ = আমেরিকা এরূপ ধ্বংস হবে যে, ইতিহাসে শুধু তার নাম থাকবে কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। বর্তমানে মুছে যাওয়ার আগাম বার্তা স্বরূপ দেশটিতে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং অর্থনৈতিক মন্দা চরমভাবে দেখতে পাচ্ছি। আর সামনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।

٥٣

تغریر غیب یابد مجرم خطاب گیرد

دیگر نہ سرفراز وبر طرزراهبانہ

(৫৩) যত অপরাধ তিল তিল করে জমেছে খাতায় তার
শাস্তি উহার ভুগতেই হবে নাই নাই নিস্তার
কুদরতী হাতে কঠিন দণ্ড দেয়া হবে তাহাদের
ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা দাড়াবে না কভু ফের।

٥٤

دنیا خراب کرده باشند بے ایماناں

گیرند منزل آخر فی النار دوزخانہ

(৫৪) যেই বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিল আপন কামে
নিপাতিত শেষ কালে সে নিজেই জাহান্নামে।

٥٥

راز یکه گفته ام من در یکه سفته ام من

باشد برائے نصرت استاد غائبانه

(৫৫) রহস্যভেদী যে রতন হার গাথিলাম আমি তা, যে
গায়েবী মদদ লভিতে, আসিবে উস্তাদসম কাজে।

٥٦

عجلت اگر بخواهی نصرت اگر بخواهی

کن پیروی خدارا احکام قد سیانه

(৫৬) অতি সত্বর যদি আল্লাহ’র মদদ পাইতে চাও
তাহার হুকুম তালিমের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দাও।

ব্যাখ্যাঃ বর্তমানে সমস্ত ফিতনা হতে হিফাজত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমস্ত হারাম কাজ থেকে খাস তওবা করা। সেটা হারাম আমল হোক কিংবা কাফের মুশরিক প্রণীত বিভিন্ন নিয়ম কানুন হোক।

٥٧

چوں سال بہتری ازکان زهوقا آید

مہدی خروج سازد در مهد مهدیانه

(৫৭) “কানা যাহুকার” প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত
ইমাম মাহদী দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত।

ব্যাখ্যাঃ “কানা যাহুকা” সূরা বনী ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতের শেষ অংশ। যার অর্থ মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য। পূর্ব আয়াতটির অর্থ “সত্য সমাগত মিথ্যা বিলুপ্ত”। অর্থাৎ যখন মিথ্যার বিনাশ কাল উপস্থিত হবে তখন উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হবেন “ইমাম মাহদী”। উনার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাতিল ধ্বংস হবে। তাহলে বনী ইসরাইলের আয়াত ৮১+ভারতের সত্য মিথ্যার বিভক্ত বা পাকিস্তান নামে ভাগ হয়, ১৯৪৭+৮১=২০২৮ সালে মাহদী আসবেন। আর অসংখ্য হাদিস দ্বারাও এটি প্রমাণিত যে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ২০২৮ সালে হবে।

৫৮

خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش

درسال کنتُ کنزاً باشد چنیں بیانه

(৫৮) চুপ হয়ে যাও ওহে নেয়ামত এগিও না মোটে আর
ফাঁস করিও না খোদার গায়বী রহস্য আসরার
এ কাসিদা বলা করিলাম শেষ “কুনতু কানযান” সালে
অদ্ভুত এই রহস্য গাঁথা ফলিতেছে কালে কালে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন, গায়েবী খবর যা খোদা তাকে দান করেছেন তা আর প্রকাশ করবেন না। আর “কুনতু কানযান” সাল অর্থাৎ হিজরি সন ৫৪৮ মোতাবেক ১১৫৮ ইংরেজি সাল হচ্ছে এ কাসিদার রচনা কাল। এটা আরবি হরফের নাম অনুযায়ী সাংকেতিক হিসাব। আরবী হরফের নাম অনুযায়ী তার যোগফল হয় সর্বমোট = ৫৪৮।

২.৬ আগামী কথন

আগামী কথন আরেকটি ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী এবং এটাও ছন্দ আকারে লিখিত হয়েছে। যিনি এটি লিখেছেন অবশ্যই সেই ব্যক্তি ইলমে লাদুনি বা বাতেনি ইলম প্রাপ্ত ও আল্লাহর প্রিয় খাস বান্দা এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বর্তমান সময় থেকে একদম কেয়ামতের কাছাকাছি পর্যন্ত বড় বড় ঘটনাই তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন। আর এই সকল বিষয়গুলো হাদিসেও ঠিক তেমনই উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই এটিও কাসিদার মতোই আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা হতে পারে।

২.৬.১ লেখক আশ-শাহরান এর পরিচয়

আগামী কথনও একটি ইলহামী কাসিদা বা কবিতা যা গায়েবি মদদে আল্লাহর একজন মনোনীত ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ হয় এবং তিনি এটির কিছু ব্যাখ্যাও নিজেই প্রদান করেছেন যার কথা হাদিসের সাথে শতভাগই মিলে যায়, তবে কিছু এমন বিষয়ও এনেছেন যা আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে জানিয়েছেন যা হয়তো হাদিসে পাওয়া যেত না। আর সেই আল্লাহর মনোনীত বান্দা এর নাম আশ-শাহ্‌রান। কবিতাটি তিনি একশতটি প্যারাতে লিখেছেন ছন্দ আকারে আর প্রতি প্যারা চারটি করে লাইনে সাজিয়েছেন। শাহ্‌ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) এর ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত কবিতা বা কাসিদা এর সাথেও এর অনেক ঘটনার মিল রয়েছে তবে এই কবিতা থেকে আরো অনেক আলামত বা বর্ণনা পাওয়া যায় যা ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে। এই আশ-শাহ্‌রান এর পরিচয় আগামীতে পূর্ণাঙ্গ ভাবে জানানো হবে। তার পরিচয় বর্তমানে গুপ্ত থাকা একটি হিকমতের বিষয়।

২.৬.২ আগামী কথন কবিতা ও ব্যাখ্যা

প্যারাঃ (১)

সূচনাতেই প্রশংসা তার,
যিনি সৃষ্টি করেছেন জমিন ও আকাশ।
অতীত **থাক, আগামীর কিছু কথা,**
আমি করিবো প্রকাশ।

প্যারাঃ (২)

বিংশ শতকের **বিংশ সনে**র,
কিছু করে হেরফের।
প্রকাশ ঘটিবে ভণ্ড **মাহাদী,**
ভূখণ্ড তুরস্কের।

ব্যাখ্যাঃ লেখক তার ভবিষ্যৎবাণী কবিতাতে বর্ণনা করেছেন। বিংশ শতকের বিংশ সন বলতে ২০২০ সালকে বুঝিয়েছে। ২০২০ সালের কিছু সময় হেরফের করে একজন ভণ্ড নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করবে। সেই ভণ্ড তুরস্ক ভূখণ্ডের অধিবাসী হবে। এখানে সরাসরি দাবি করার সাল লেখক উল্লেখ করেন নি। হয়তো এখানে কোন রহস্য আছে।

প্যারাঃ (৩)

সপ্ত বর্ণে নামের মালা,
'হা' দিয়ে শুরু তার।
খতমে থাকিবে 'ইয়া' - সে,
'মাহাদী' র মিথ্যা দাবিদার।

ব্যাখ্যাঃ তার নাম আরবিতে ৭ টি হরফেতে হবে। যার প্রথম হরফ টি হবে 'হা' এবং শেষের হরফ টি হবে 'ইয়া'। আর সেই ব্যক্তিটি যদিও নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবী করবে, প্রকৃত পক্ষে সে হলো একজন মিথ্যুক, জালিয়াত, প্রতারক, শয়তান। সে প্রকৃত ইমাম মাহদী নয়।

প্যারাঃ (৪)

বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনারা,
করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ।
জালিমের ভূখণ্ড হয়েছিল দু' ভাগ,
সত্য ভাগে হবে ভন্ড বরবাদ।

ব্যাখ্যাঃ "বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনা" বলতে লেখক (আশ-শাহরান) বাংলাদেশের ঈমানদার নির্ভিকদের বুঝিয়েছেন। "করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ" বলতে লেখক (আশ-শাহরান) বুঝিয়েছেন যে সেই ভন্ড যখন নিজেকে ইমাম মাহাদী বলে দাবি করবে তখন তারা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাবে। ''জালিমের ভূখণ্ড হয়েছিল দু' ভাগ'' বলতে লেখক বুঝিয়েছেন যে কোন এক জালিম ভূখণ্ড বিভক্ত হয়ে এক ভাগ সত্য দ্বীন কায়েম ছিল - সেই ভাগের দ্বারাই সেই ভন্ড "মাহদী"

র ধ্বংস হবে। আর সেই জালিমের ভূখণ্ড টি হলো "বর্তমান ভারত" যা ইতিপূর্বে বিভক্ত হয়ে "পাকিস্তান" হয়। আর পাকিস্তানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম ছিল। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে যে সেই ভন্ড মাহাদী পাকিস্তানে ধ্বংস হবে।

প্যারাঃ (৫)

প্রস্তুতি নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
'শীণ'-'মীম' এর নীড়ে।
দিয়ে জয় গান –'আল্লাহ মহান',
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) ভবিষ্যৎবাণীতে বলেছেন যে, কোন এক দেশের কোন এক স্থানে মুসলিম, ঈমানদার সেনারা শত্রু দলকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে তারা সংখ্যায় এখন সীমিত। তবে একটি বাক্য লক্ষণীয় যে, "শীন-মীম এর নিড়ে" তারা প্রস্তুত হচ্ছে। কথাটির তর্জমা এরূপ যে, যে মুমিন সেনারা প্রস্তুত হচ্ছে তাদের আমীর দুইজন। একজন প্রধান আমীর। এবং অন্যজন নায়েবে আমীর বা প্রধান আমীরের সহচর। তাদের একজনের নামের প্রথম হরফ শীন এবং অন্যজনের মীম দিয়ে শুরু।

প্যারাঃ (৬)

অতি সত্তর পাঞ্জাব কেন্দ্রে,
গাইবে মুমিনেরা জয়গান।
একটি শহর আসিবে দখলে,
ঈমানদারদের খোদার দান।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহরান এই প্যারাতে বলেছেন যে, পাঞ্জাব কেন্দ্রে অর্থাৎ কাশ্মীরে মুমিনদের সাথে কাফেরদের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যা বর্তমানে চলছে। সেই যুদ্ধে দ্রুতই মুমিনদের বিজয় হবে। কাফেরদের পরাজয় ঘটবে। মুমিনেরা কাশ্মীর শহর দখল করবে এবং তাতে দ্বীন কায়েম করবে। অর্থাৎ, বোঝা গেলো যে, বর্তমানে কাশ্মীর নিয়ে যে যুদ্ধটি চলছে, তাতে অতিসত্ত্বর মুমিনদের বিজয় হবে। ভারতের কাছ থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিবে মুমিনগণ। এই বিজয়ের মাধ্যমে, মহান আল্লাহ মুমিনদের একটি শহর দান করবেন এবং শাহ নিয়ামাতুল্লাহর কাসিদা ও আশ-শাহরান এর আগামী কথন এর ভবিষ্যৎবানীর পূর্ন বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটাবে।

প্যারাঃ (৭)

অতঃপর দেখবে নদী পাড়ে,
সকল বিশ্ববাসীগণ।
চাকচিক্কেই হয়না সোনা,
বুঝবেনা তা লোভীদের মন।

ব্যাখ্যাঃ আগামী কথন কবিতায় লেখক (আশ-শাহরান) এই প্যারায় বলেছেন যে, কাশ্মীর বিজয় হওয়ার পর হঠাৎ কোন একদিন নদীর পাড়ে বিরাট একটি সোনার পাহাড় দেখতে পাবে। এ

থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর সেই হাদিসটির বাস্তবায়ন হবে যে, "কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন না ফুরাত নদী থেকে সোনার পাহাড় ভেসে না উঠবে। তোমরা কেউ তখন থাকলে তা থেকে কোন অংশই নিবে না"। আগামী কথনে বলা হয়েছে যে, ‘‘চাকচিক্কেই হয়না সোনা, বুঝবেনা তা লোভিদের মন’’ - এর দ্বারা আসলে এটা বোঝানো হয়েছে যে, ঐ সোনা খাঁটি সোনার মত চকচক করলেও তা আসলে একটি বড় পরীক্ষা যে কার ঈমান কেমন। কে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ নিষেধ মান্য করে আর কারা সীমালঙ্ঘন করে।

প্যারাঃ (৮)

একটি "শীন", দুইটি "আলিফ",
তিন ভূখণ্ডেই হবে ঝড়।
বিদায় জানালো মহাদূত,
তার তের-নব্বই-এক পর।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান, একটু অস্পষ্টভাবে বাক্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সেই ফুরাত নদীর স্বর্নের পাহাড় দখলে আনার জন্য তিনটি রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। সেই ৩ টি দেশের নামের প্রথম হরফ এখানে লেখক উল্লেখ করছেন। আর তা হলো, (১) শীন (২) আলিফ এবং (৩) আলিফ। যেহেতু ফুরাত নদী তুরষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে, আরবের পাশ দিয়ে শাম বা সিরিয়া অঞ্চল দিয়ে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, (১) শীন হলো শাম বা সিরিয়া অঞ্চল এবং (২) আলিফ হলো ইরাক। তাহলে (৩) নং আলিফ কোন দেশ? (পরবর্তী প্যারায় প্রকাশিত)

এখন প্রশ্ন হলো কবে কত সালে এই সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে? এ প্রসঙ্গে (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, ‘‘বিদায় জানালো মহাদূত, তার তের নব্বই এক পর’’। কে এই মহাদূত? আমরা সবাই জানি যে, মানবতার মুক্তির মহা দূত হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় জানিয়েছেন ৬৩২ খ্রীঃ তে। আর **১৩-৯০-১** মানে লেখক এখানে **১৩৯১** বছর বুঝিয়েছেন। সুতরাং ৬৩২+১৩৯১ = ২০২৩। অর্থাৎ, এখানে লেখক (আশ-শাহরান) ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, আগামী ২০২৩ সালের যে কোন সময়ই ফুরাত নদী থেকে স্বর্নের পাহাড় ভেসে উঠবে। যেটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত।

প্যারাঃ (৯)

যে ভূমি থেকে দিয়েছিলো নিষেধ,
খোদার প্রিয় নবী।
নিষেধ ভুলিবে করিবে রণ,
তাতে হইবেনা কামিয়াবি।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ যে দেশ থেকে ঐ স্বর্নের খনি দখল করতে যাওয়ার নিষেধ করেছিলেন তার নিষেধ ভুলিয়া ঐ দেশটিও লোভের বশিভুত হয়ে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে লড়াই করবে। অর্থাৎ, সৌদি আরবও যুদ্ধ করবে সোনার লোভে।

এই প্যারা থেকে প্রমানিত যে, (৩) নং আলিফ নামক দেশটি হলো "আরব/সৌদি আরব"! একটি বিষয় এখানে রয়ে যায় তা হচ্ছে আরব তো আইন দিয়ে তাহলে আলিফ দিয়ে কিভাবে হয়। এখানে দুইটি বিষয় হতে পারে। একটি হচ্ছে যে এই আলিফ দ্বারা বাংলার আ অক্ষর কে বুঝিয়েছে যা দিয়ে আরব লেখা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আলিফ দিয়েও আরব লেখা হয়। কিছু জায়গায় এরকম দেখাও গিয়েছে। আল্লাহু আলিম। তাহলে যে ৩টি দেশ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিষেধ অমান্য করে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে যুদ্ধের সুচনা করবে সেই ৩ টি দেশ হলো, (১) শাম বা সিরিয়া, (২) ইরাক ও (৩) আরব। কিন্তু কেউই সেই যুদ্ধে সফলতা পাবে না।

প্যারাঃ (১০)

দুপক্ষ কাল চলিবে লড়াই,
দখল করিতে জলাংশ।
প্রতি নয় জনের সাত জনই হায়,
হইবে সে রনে ধ্বংস।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) ভবিষ্যৎবাণীতে বলেছেন যে, ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করার জন্য শাম বা সিরিয়া, আরব ও ইরাক দুই (২) পক্ষ কাল সময় ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। আমরা জানি যে, ১ পক্ষ কাল সময় = ১৫ দিন। সুতরাং, ২ পক্ষ কাল = ৩০ দিন। অর্থাৎ, সোনার খনি দখল করতে ১ মাস যুদ্ধ চালাবে সিরিয়া, ইরাক ও আরব। ২০২৩ সালের যে কোন মুহূর্তে। আর সেই যুদ্ধে যত জন অংশ গ্রহণ করবে তাদের প্রতি ৯ জনের মধ্যে ৭ জন করেই মারা পরবে।

প্যারাঃ (১১)

যেখান থেকে এসেছিলো ধন,
চলে যাবে সেথায় ফের।
বুঝছোনা কেন? এটা তোমাদের,
পরীক্ষা ঈমানের।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, ঐ সোনার খনি যেখান থেকে এসেছিল আবার সেখানেই ফেরত চলে যাবে। অর্থাৎ, ফুরাত নদী থেকে যে সোনার খনি উঠবে, তা ১ মাসের কিছু কম-বেশ সময়ের মধ্যেই আবার জলের মধ্যে ডুবে যাবে। অদৃশ্য হয়ে যাবে। মাঝখানে মহান আল্লাহ মানুষের ঈমানের পরীক্ষা নিবেন। (আমরা জানি যে ইরাক, আরব ও সিরিয়া তিনটি দেশই ইসলামিক দেশ। আর তারাই নাকি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিষেধ লঙ্ঘন করে ফিতনায় পতিত হবে! [ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী] তাই তো আল্লাহ তাদের গজবে ধ্বংস করবেন)

প্যারাঃ (১২)

একটি শহর পেয়েছে মুমিনেরা,
হারাইবে অনুরুপ একটি।
স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দীরও পর,
হাত ছাড়া হবে দেশটি।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান উল্লেখ করেছেন যে একটি শহর মুমিনরা পাবে। (কাশ্মীর) যা ৬ নং প্যারায় বলা হয়েছে যে মুমিনেরা দখল করবে। আবার একটি শহর তাদের হাতছাড়া হবে। অর্থাৎ, হিন্দুস্তানের মুশরিকরা আবারো একটি দেশ দখল করে নিবে যেখানেও মুসলিমরা বসবাস করে। যে দেশটি দখল করবে, সে দেশটি তার ৫০ বছরেরও কিছুকাল পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করেছিলো। হতে পারে ৫২ -৫৩ বছর। যেহেতু অর্ধশতাব্দীর পর বলা নেই। বলা আছে "অর্ধ শতাব্দীরও পর"। তবে আশ-শাহরান উল্লেখ করে না বললেও ইঙ্গিত করেছেন যে সেটা কোন দেশ। পরবর্তী প্যারাগুলোতে তা আরো স্পষ্ট হবে।

প্যারাঃ (১৩)

পঞ্চ হরফ "শীন"-এ শুরু,
"নুন" -এ খতম নাম।
মিত্র দলের আশ্রয়েতে,
নেতা হইবে অপমান।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক আশ-শাহরান একজন দেশ প্রধানের কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুমিনরা যে দেশটি হারাবে সে দেশটির প্রধান এর নাম ৫ টি হরফের হবে। তার প্রথম অক্ষর হবে, শীন=শ এবং শেষ অক্ষর হবে নুন=ন। সেই নেতার সাথে মুশরিক দলের মিত্রতা বা বন্ধুত্ব থাকবে। আর সেই বন্ধু দলই তাকে ঠকিয়ে তার দেশ কেড়ে নিবে।

প্যারাঃ (১৪)

ফিতর-আযহার মাঝখানেতে,
বোঝাইবেন আল্লাহ তা’য়ালা।
মুসলিম নেতা হয়েও,
কাফেরের বন্ধু হবার জ্বালা।

প্যারাঃ (১৫)

ছাড়বে সে যে শাসন গদি,
থাকবেনা বেশি আর।
দেশের লোকে দেখে তাকে,
জানাইবে ধিক্কার।

ব্যাখ্যাঃ (১৪)+(১৫)
এই দুই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান উল্লেখ করেছেন যে, জালিম হিন্দুরা যে ভূমিটি দখল করে নিবে সে ভূমির নেতার সাথে ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার মধ্যেই কাফের নেতা ও সেই মুসলিম নেতা যার ভূমি দখল করা হবে তাদের উভয়ের মধ্যে এমন কোন কিছু একটা হবে যার ফলে সেই মুসলিম নেতাটিকে আল্লাহ সরাসরি বুঝিয়ে দিবেন যে মুসলিমদের নেতা হয়েও কাফেরদের বন্ধু হলে কি অপমানিত হতে হয়, আল্লাহ কতটা শাস্তি প্রদান করেন। শাহ নিয়ামাতুল্লাহর ক্বাসিদাহ তেও এই ধরনেরই একটি ভবিষ্যৎবাণী করা আছে। তাতে বলা আছে যে,

“মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু
কাফের তলে তলে
মদদ করিবে অরি কে সে এক
পাপ চুক্তির ছলে”।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৪০)

অর্থাৎ, সেই দুই নেতার মধ্যে গোপনে হয়তোবা কোন একটি চুক্তি হবে। যা কঠিন পাপ। এরই ফল স্বরূপ আগামী কথন এর ১৫ নং প্যারায় বলেছেন যে, সেই নামধারী মুসলিম নেতা তার শাসন গদি হারিয়ে ফেলবে। সে মিত্রদলের চক্রান্তের শিকার হবে। তার দেশটি কাফেররা দখল করবে। দেশের লোকে তাকে ধিক্কার দিতে থাকবে। (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)

প্যারাঃ (১৬)
কাশ্মীর হারিয়ে কাফের জাতি,
ক্ষিপ্ত থাকিবে যখন।
ছলনা বলে দুসনের মাঝেই,
তারা করিবে পার্শভূম দখল।

ব্যাখ্যাঃ এ প্যারার ব্যাখ্যাতে (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, কাশ্মীর নিয়ে মুমিনদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হলে সে যুদ্ধে মুমিনদের বিজয় আসবে। অর্থাৎ, মুমিনগণ তা দখল করে নিবে। ভারতের মুশরিকরা তা হারিয়ে ফেলবে।
অতঃপর, কাশ্মীর হারিয়ে তারা (ভারতীয় মুশরিকরা) যখন ক্ষিপ্ত থাকবে, তখন তারা কাশ্মীর হারানোর দুই (২) বছরের মধ্যেই তাদেরই কোন একটি পার্শভূম অর্থাৎ পাশের ভূমি/দেশ দখল করে নিবে। যে ভূমিটি দখল করবে, তার নেতার কথাই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসলিম হয়েও মুশরিক (মূর্তিপূজক) দের সাথে বন্ধুত্ব থাকবে। তারপর তার বন্ধুরাই তার দেশটি দখল করে নিবে। (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)

কিন্তু সে ভূমি টি আসলে কোন দেশ? মূর্তিপূজারীরা সেই মুসলিমদের দেশটি দখল করে সেখানে কি করবে? প্রশ্ন কি জাগছে মনে? প্রশ্ন থাকলে উত্তর তো থাকবেই।

প্যারাঃ (১৭)

পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী, সে ভূমে,
ছাড়াইবে শোয়া কোটি ছয় খুন।
চোখের সামনে ইজ্জত হারাইবে,
লক্ষ-কোটি মা বোন।

প্যারাঃ (১৮)

সময় থাকতে হয়ে যেও জোট,
সেই সবুজ ভূখণ্ডের যুবকগণ।
অচিরেই দেখবে চোখের সামনে,
হত্যা হবে কত প্রিয়জন।

ব্যাখ্যাঃ (১৭)+(১৮)
এই দুইটি প্যারায় লেখক (আশ-শাহরান) উল্লেখ করছেন যে, যে ভূমিটি হিন্দুস্তানের মুশরিকরা দখল করে নিবে সেই ভূমি দখল করার পর তারা সেখানে একাধারে গণহত্যা চালাতে থাকবে। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকবে। লক্ষ-কোটি মা বোনের ইজ্জত হরণ করবে। কতজন মানুষ হত্যা করবে সে সম্বন্ধে লেখক (আশ-শাহরান) একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। আর তা হলো, "পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী সে ভূমে, ছাড়াইবে শোয়া-কোটি ছয় খুন"।
অর্থঃ ভারত সেই দেশটি দখল করার পর সেই দেশে শোয়া কোটি = ১ কোটি ২৫ লক্ষ এবং, আরও একটি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা হলো ছয় (৬) এর অর্থ ৫ টি হয়। আর তা হলো, ১। শোয়া কোটি ৬ শত। ২। শোয়া কোটি ৬ হাজার। ৩। শোয়া কোটি ৬ লক্ষ। ৪। শোয়া কোটি এবং আরও ৬ কোটি। বা, ৫। শোয়া কোটি কে ৬ দ্বারা গুন করা। যা হয় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ।
বিঃ দ্রঃ এখানে আগামী কথনের ১৯ নং প্যারায় বলা আছে যে,

"আহাজারি আর কান্নায় ভারী
সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা"
(আগামী কথন, প্যারাঃ ১৯)

এবং কাসিদাতেও বলা আছে,
"হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে
চালাইবে তারা ভারী।
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা
ক্রন্দন আহাজারি"।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৩৯)

অর্থঃ দুই ভবিষ্যৎবাণীর কাসিদাতেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, যে ভূমিটি হিন্দুস্তানেরা দখল করে নিবে সেখানে তারা এমন হত্যা-ধ্বংস চালাবে যে "দ্বিতীয় কারবালা" সংঘটিত হবে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রচুর মানুষ হত্যা হবে। তাই ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হবে সেটিই প্রসিদ্ধ মত। এখানে প্রশ্ন হলো কোন দেশে এই বিপদটি ঘনিয়ে আসতে চলেছে?
*সেটা ভারতের পাশের দেশ।
*মুসলমানদের দেশ।
*সে দেশের রাজা/নেতা নামধারী মুসলিম হবে এবং কাফেরদের বন্ধু হবে।
*সেই ভূমিটিকে সবুজের ভূমি বলা হবে।
তাহলে ধারনা করতে পারছেন কি সেটা কোন দেশ?

প্যারাঃ (১৯)

আহাজারী আর কান্নায় ভারী,
সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা।
খোদার মদদে "শীন" "মীম" সেক্ষণে,
আগাইবে করিতে শত্রুর মুকাবিলা।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক বলেছেন যে, ভারতের মুশরিকরা যে দেশটি দখল করবে, সে দেশের ঘরে ঘরে কারবালা শুরু করে দিবে। ৭ কোটি ৫০ লক্ষ (কিছু কমবেশ, আল্লাহ আলিম) মানুষ হত্যা করবে। মুসলমানদের এই বিপদে আল্লাহ সাহায্য পাঠাবেন। এখানে উল্লেখ্য হলো, মুসলমানদের সেই বিপদ মুক্তির উছিলা হবে দুই জন। শীন ও মীম হরফ দিয়ে তাদের নাম শুরু হবে। তারা আল্লাহর প্রেরিত দূত হবে। এখন স্মরণ করুন, আগামী কথন এর ৫ নং প্যারা। সেখানে বলা আছে যে,

“প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
"শীন" "মীম" এর নিড়ে।
দিয়ে জয়গান আল্লাহ মহান,
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে”।
(আগামী কথন, প্যারাঃ ৫)

তাহলে বোঝা গেলো যে, হিন্দুস্তানের মুশরিকরা যখন মুসলমানদের একটি দেশ দখল করে সেখানে "দ্বিতীয় কারবালা" শুরু করবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একটি দল সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে সামনে অগ্রসর হবে। তাহলে সে সময়ই বা এই কারবালা শুরু আগেই এই শীন এবং মীম এর প্রকাশ ঘটবে। ইংশাআল্লাহ।

প্যারাঃ (২০)

‘শীন’ সে তো ‘সাহেবে কিরান’,
‘মীম’-এ ‘হাবীবুল্লাহ’!
জালিমের ভূমিতে ঘটাইবে মহালয়,
সাথে আছে ‘মহান আল্লাহ’!

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক (আশ-শাহ্‌রান) পূর্বে আলোচিত 'শীন' ও 'মীম' এর পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'শীন' হলো সাহেবে কিরান এবং 'মীম' হলো হাবীবুল্লাহ! অর্থাৎ, শীন হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো সাহেবে কিরান! মীম হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো হাবীবুল্লাহ! এখন প্রশ্ন হলো কে এই সাহেবে কিরান? আর কে এই হাবীবুল্লাহ? এই সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর কথা এসেছে আজ থেকে প্রায় ৮৫০ বছর পূর্বে শাহ নিয়ামাতুল্লাহর লেখা ভবিষ্যৎবাণীর কবিতা "কাসিদায় সওগাত" এ। বলা হয়েছে,

"সাহেবে কিরান, হাবীবুল্লাহ হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ি মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের"।

অর্থাৎ, বোঝা গেলো যে, এই শীন ও মীম বা সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহ ই গাজওয়াতুল হিন্দের অর্থাৎ হিন্দুস্তানের যুদ্ধের মহানায়ক বা নেতা।

প্যারাঃ (২১)
"হাবীবুল্লাহ" প্রেরিত আমীর,
সহচর তার "সাহেবে কিরান"।
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্ত্র **"উসমান"!**

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক (আশ-শাহ্‌রান) দুইটি ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করলেন, তা হলো,
১। "মীম" হরফে নামের শুরু তাঁর উপাধিই হলো "হাবীবুল্লাহ"। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নেতা বা আমীর বা ইমাম।
২। "শীন" হরফে নামের শুরু তার উপাধিই হলো "সাহেবে কিরান"। তিনিও আল্লাহ প্রদত্ত কিন্তু নেতা নয়। প্রধান নেতা (হাবীবুল্লাহ)-র সহচর বা বন্ধু! (যেমন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর সহচর বা বন্ধু ছিলেন হযরত আবু বকর (রা:) তাদের ন্যায়।) এক জায়গায় এসেছে সেনাপতি।
হাবীবুল্লাহ = আল্লাহর বন্ধু। এবং, সাহেবে কিরান = শনি ও বৃহস্প্রতি গ্রহ বা শুক্র ও বৃহস্প্রতি গ্রহ একই রৈখিক কোণে অবস্থানকালীন সময়ে যে যাতকের জন্ম হয় অথবা এ সময়ে যে যাতকের ভ্রূন মাতৃগর্ভে সঞ্চার হয় সেই যাতক কে "সাহেবে কিরান" বা "অতি সৌভাগ্যবান" বলা হয়। আর বলা হয়েছে যে, হিন্দুস্তানের মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের এই যুদ্ধের মূল চরিত্রই হলো তারা দুজন।
১। সাহেবে কিরান। ২। হাবীবুল্লাহ।
আর যুদ্ধের সময় এই সাহেবে কিরানের হাতেই থাকবে একটি কুদরতি অস্ত্র। যার নাম 'উসমান' যা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। এই সাহেবে কিরান, হাবীবুল্লাহ এবং উসমান অস্ত্রকে নিয়ে শাহ নেয়ামতউল্লাহ তার কাসিদাতে উল্লেখ করে বলেছেন যে,

"সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যপিয়া প্রচন্ড আলোড়ন।
উসমান এসে নিবে জিহাদের বজ্র কঠিন পণ"।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৪৩)

এবং

“সাহেবে কিরান, হাবীবুল্লাহ হাতে নিয়ে শমশের।
খোদায়ি মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের”।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৪৪)

এখানে ‘উসমান’ বলতে এই নামের একটি ‘অস্ত্র’ কে বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধের সময় সাহেবে কিরান হাতে ধারন করবে। এবং হাবীবুল্লাহ সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করবেন। (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)

প্যারাঃ (২২)

বীর গাজীগণ **আগাইবে জিহাদে,**
করিবে মরন-পণ মহারণ!
খোদার রাহে করিবে হত্যা,
অসংখ্য কাফেরকে মু’মিনগণ।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান একটি সুস্পষ্ট বিষয় তুলে ধরেছেন। আর তা হলো, গাজওয়াতুল হিন্দ (হিন্দুস্তান বিজয়ের যুদ্ধ)। আগামী কথন এর ২২ নং প্যারা থেকে প্রমানিত যে, হিন্দুস্তানে ইসলাম কায়েম করার যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে (গাজওয়াতুল হিন্দ) সেই মহা যুদ্ধের মূল চরিত্র বা এই গাজওয়াতুল হিন্দের আমীর ও সেনাপতিই হলো সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহ।

তাদের নেতৃত্বেই অসংখ্য মুমিনগণ হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হবেন গাজওয়াতুল হিন্দের সত্যায়ন ঘটাতে অর্থাৎ, হিন্দুস্তান যে দেশটি দখল করে "দ্বিতীয় কারবালা" শুরু করবে, সেই দেশ থেকেই গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য মুমিনগণ ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে। আর তা কাশ্মীর বিজয় মুমিনদের দখলে যাওয়ার, দুই (২) বছরের মধ্যেই সংঘটিত হবে। (কাসিদায় সওগাত ও আগামী কথন এর ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী!)

প্যারাঃ (২৩)

সে ক্ষণে **মিলিবে দক্ষিনী বাতাস,**
মুমিনদের সাথে দুই আলিফদ্বয়।
মুশরিক জাতি পরাজয় মানবে,
মুমিনদের হইবে বিজয়।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় আশ-শাহরান ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য যখন মুমিনগণ ভারতে দিকে অগ্রসর হবে ও যুদ্ধ চালাবে তখন মুমিনদের সাহায্যের তাগিদে মহান আল্লাহ তাআলা দুইটি ইসলামী দল বা দেশকে মুমিনদের দলে যোগ করিয়ে দিবেন। সেই দুইটি দল বা দেশের নামের প্রথম হরফ হবে আরবির "আলিফ" হরফ দিয়ে। বীর গাজী মুমিনদের সাথে তারা যোগদান করে হিন্দুস্তানের

মুশরিকদের পরাজিত করবে। হিন্দুস্তান পুরোপুরি মুমিন মুসলিমদের দখলে চলে আসবে। এই প্রসঙ্গে হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) তার ভবিৎষত বাণীর কবিতা বই কাসিদায় সওগাত এ ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, যখন মুমিনেরা সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত বিজয়ের জন্য ভারতে মহাযুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন মুমিনদের পাশে,

“মিলে একসাথে দক্ষিনী ফৌজ ইরানি ও আফগান।
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা, আনিবে হিন্দুস্তান”।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৪৭)

আগামী কথনের এই প্যারায় বলা আছে যে, গাজওয়াতুল হিন্দের সময় সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর দলে যে দুই দেশ যোগ দিবে এবং হিন্দুস্তান বিজয় করে পুরোপুরি মুসলমানদের দখলে আনবে সেই দেশ দুইটি হলো, ১। ইরান। ও ২। আফগানিস্তান।

অতএব, জানা গেলো যে, সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর দলে ইরান এবং আফগানিস্তানের মিলিত হবার পর এই তিন (৩) দলের সংঘবদ্ধ শক্তির উছিলায়ই মহান আল্লাহ গাজওয়াতুল হিন্দে মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। যে বিজয়ের ওয়াদার ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে মহান আল্লাহ তার প্রিয় রসূল ﷺ এর মাধ্যমে অনেক পূর্বেই দান করেছিলেন। এবং কাসিদায় সওগাতে শাহ নিয়ামাতুল্লাহ এবং আগামী কথন এ আশ-শাহরান ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।

প্যারাঃ (২৪)
দ্বীন থেকে দূরে ছিলো সে যে,
ছয় (৬) হরফেতে তাহার নাম।
প্রথমে "গাফ" খতমে "শাহা",
স্ব-পরিবারে আনিবে ঈমান।

ব্যাখ্যাঃ আলহামদুলিল্লাহ। এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান বলেছেন যে,যখন গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থাৎ, হিন্দুস্তান বিজয়ের যুদ্ধ চলবে এর কোন এক সময় হিন্দুস্তানের একজন মূর্তিপূজারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং তার পরিবারও ইসলাম কবুল করবে! এখন কথা হলো, হাজার হাজার বিধর্মীরাইতো ইসলাম কবুল করবে। তাহলে এই ব্যক্তিটির নামই কেন প্রকাশ করা হলো? কে এই ব্যক্তিটি? লেখক আশ-শাহরান তার আংশিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তার নাম ৬ টি অক্ষরে হবে। প্রথম অংশ হবে "গাফ" এবং শেষের অংশ হবে, "শাহা"! (পদবি) অর্থাৎ নাম টি হবে, "শ্রী" "গাফ - -" "শাহা"। বিশেষ লক্ষনীয় বিষয় যে, এই ব্যক্তিটির সমন্ধে শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র) তার বিখ্যাত ভবিষ্যৎবাণীর কবিতা কাসিদায় সওগাত এ বলেছেন যে,

“দ্বীনের বৈরি আছিলো শুরুতে ছয় হরফেতে নাম।
প্রথম হরফে "গাফ"-সে কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম”।
(কাসিদায় সওগাত,প্যারাঃ ৪৯)

অতএব, বোঝা যাচ্ছে যে ঐ ব্যক্তিটির দ্বারা ইসলামের অনেক উপকারিতা রয়েছে। উল্লেখ্য গাফ হচ্ছে উর্দু/ফার্সি তে ব্যবহৃত একটি অক্ষর যার বাংলা উচ্চারন আসে গ এবং আরবি এর গইন এর মতো।

প্যারাঃ (২৫)

হিন্দুস্তানেই হিন্দু রেওয়াজ,
থাকিবেনা তিল পরিমাণ।
আল্লাহর খাছ রহমত হবে,
মুমিনদের উপর বরিষান।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান বলেছেন যে, গাজওয়াতুল হিন্দের পর হিন্দুস্তানে হিন্দুদের শিরকি কুফুরি কোন প্রকার রীতিনীতিও থাকবে না এবং হিন্দুদের কোন চিহ্ন ও থাকবে না। এ সময়টি তখনই আসবে যখন কাশ্মীর বিজয় হবে এবং এর দু বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্তানীরা দ্বিতীয় কারবালা করবে। তারপর মুমিনগণ সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত পানে গাজওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দের যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হবে। এর আগে থেকেই তাদের নীড়ে ক্ষুদ্র সেনারা বা ক্ষুদ্র দল গোপনে জিহাদের (গাজওয়াতুল হিন্দের) প্রস্তুতি নিতে থাকবে।

প্যারাঃ (২৬)

অন্যত্র পশ্চিমা বিশ্ব তখন,
সৃষ্টি করিবে বিপর্যয়।
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে,
ঘটাইবে বড় মহালয়।

ব্যাখ্যাঃ যখন গাজওয়াতুল হিন্দ চলতে থাকবে ঠিক ঐ সময়ই পশ্চিমা বিশ্বে বিরাটাকার বিপর্যয় নেমে আসবে। এর ফলশ্রুতিতে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে।

প্যারাঃ (২৭)

দ্বিতীয় বিশ্ব সমর শেষে,
আশি **বর্ষ পর।**
শুরু হবে ফের অতি ভয়াবহ,
তৃতীয় বিশ্ব সমর।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহরান প্রকাশ করেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার ৮০ বছর পর আরো ভয়াবহ আকারে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে। আমরা সবাই জানি যে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫ সালে। অতএব, ১৯৪৫+৮০=২০২৫ সাল। অর্থাৎ, ২০২৫ সালেই গাজওয়াতুল হিন্দ চলাকালীন সময়ই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হবে।

প্যারাঃ (২৮)

কুর্দিকে এ রণে **করিবে ধ্বংস,**
কঠিন হস্তে আরমেনিয়া।
আরমেনিয়ায় ঝড় তুলিবে,
সম্মুখ সমরে রাশিয়া।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন, কুর্দিকে এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস করবে আরমেনিয়া। এবং আরমেনিয়ার সাথে লড়াইয়ে মাতবে রাশিয়া। কুর্দি = যারা ইরাক, সিরিয়া, ও ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় এবং তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় বাসিন্দা। আরমেনিয়া = ইরানের উত্তরে এবং তুরস্কের পূর্বদিকে, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মাঝে অবস্থিত।

প্যারাঃ (**২৯**)

রাশিয়া পাইবে কঠিন শাস্তি,
মাধ্যম হইবে তুরষ্ক।
তাহার পরেই এই মাধ্যমকে,
কুর্দি করিবে ধ্বংস।

ব্যাখ্যাঃ তারপর রাশিয়ায় আক্রমণ চালাবে তুরস্ক। আর ঠিক তখন তারপরই তুরস্ককে কুর্দি জাতি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিবে।

প্যারাঃ (৩০)

এরই মাঝেই চালাবে তাণ্ডব,
পার্শদেশকে হিন্দুস্তান।
বজ্রাঘাতে হইবে ধ্বংস,
বেইমানের হাতে পাকিস্তান।

ব্যাখ্যাঃ এর মাঝেই ভারত তখন পাকিস্থানের উপর তাণ্ডব চালাবে। তারা বজ্রাঘাতে (পারমানবিক বোমা হামলার মাধ্যমে) পাকিস্তানকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করবে। তবে এর আগেই প্যারাতে বলা আছে যে হিন্দুস্তান মুমিনদের দখলে যাবে। এখানে প্যারা দিয়ে একটির পরে আরেকটি বুঝিয়েছে কিন্তু এইসব ঘটনা একসাথে চলতে থাকবে। যখন হিন্দুস্তান মুমিনদের দখলে যাওয়া শুরু হবে ঠিক তখনই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা শেষ মারণাস্ত্র হিসেবে পারমাণবিক বোমা পাকিস্তানে ছুড়বে এবং পাকিস্তান ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তবে পুরোপুরি ধ্বংস হবে না তবে তা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হবে। তবে এই হামলাটি হবে ভারতের মরণ কামড় হিসেবে। কারণ তখন ভারতে যুদ্ধ চলতেই থাকবে, হয়তো তখনও পুরোপুরি দখলে আসবে না এবং শেষ সময়ে পাকিস্তানে এই হামলা চালিয়ে ফেলবে।

প্যারাঃ (৩১)

তাহার পরেই হিন্দুস্তানকে,
ধ্বংস করিবে তিব্বত।
তিব্বত কে করিবে সে রণে **তখন,**
একটি আলিফ বধ।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন যে, যখন পাকিস্তানকে (পাকিস্তানের কিছু বা বড় অংশকে) ভারত ধ্বংস করে দিবে তখন চিন (তিব্বত) আবার ভারতকে ধ্বংস করে দিবে (বড় বা আংশিক একটি অংশ) অর্থাৎ হামলা চালাবে। এখানে ভারতকেও পারমাণবিক বোমা দ্বারা আঘাত করার কথা এসেছে। এইসব ঘটনাগুলো সমসাময়িক সময়েই হতে থাকবে। আর এখানে ভারতকে ধ্বংস মানে পুরোপুরি ধ্বংস নয় তবে তা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হবে। এবং তার পরপরই চিনকে আবার একটি দেশ ধ্বংস করবে, বধ করবে। সে দেশটির নাম আরবীতে "আলিফ" হরফে শুরু।

প্যারাঃ (৩২)

চতুর্মূখী বজ্রাঘাতে সে,
"আলিফ" হইবে নিঃশেষ।
ইতিহাসে শুধুই থাকিবে নাম,
মুছে যাবে সেই দেশ।

ব্যাখ্যাঃ আলিফ নামক দেশটিতে তারপর চতুর্মূখী আক্রমন চালানো হবে। যার ফলে ইতিহাসে শুধু ঐ দেশটির নামই কেবল থাকবে, কিন্তু তার বিন্দু পরিমাণ চিহ্নও থাকবেনা। উল্লেখ্য যে সেই আলিফ নামক দেশটির পূর্ণ নাম হলো "অ্যামেরিকা"। শাহ নিয়ামাতুল্লাহ (র) তার কাসিদায় সওগাত এ বলেছেন যে,

“এ রনে হবে আলিফ এরুপ, পয়মাল মিশমার,
মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার”।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারা ৫২)

যে বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিলো আপন কামে
নিপাতিত সে শেষকালে নিজেই জাহান্নামে।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারা ৫৪)

অতএব বোঝা গেলো, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন দিক (দেশ) থেকে পারমাণবিক বোমার আক্রমন হবে অ্যামেরিকার উপর, এতে অ্যামেরিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

প্যারাঃ (৩৩)

বিশ্ব রনে কালো ধোঁয়ায়,
অন্ধকার থাকিবে আকাশ।
দেখিবে তখন জগৎবাসী,
দুখানের দশম বাণীর প্রকাশ।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহ্‌রান প্রকাশ করেছেন যে, যখন ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে, ঐ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ধোঁয়ার কারণে আকাশ দিনের বেলায়ও অন্ধকার দেখাবে। আর মানুষ সেই দিন সূরা আদ-দুখানের ১০ নং বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "অতএব, আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যে দিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে!" (সুরাঃ আদ-দুখান। আয়াতঃ ১০)

প্যারাঃ (৩৪)

সাত মাস ব্যাপি ধোঁয়ার আযাবে,
বিশ্ব থাকিবে লিপ্ত।
দুই-তৃতীয়াংশ মানব হারাইবে প্রান,
রব থাকিবেন ক্ষিপ্ত।

ব্যাখ্যাঃ এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাত (৭) মাস ধোঁয়ার কারণে পৃথিবী অর্ধ-অন্ধকার থাকিবে। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, "কিয়ামতের বড় ১০ টি আলামতের মধ্যে একটি হলো আকাশ কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে"। আর এই যুদ্ধের এই অবস্থার কারণটা হয়তো আমরা সবাই বুঝতেই পারছি যে, ২০২৫ সালে যদি এরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই তা অতি আনবিক, হাইড্রোজেন, পারমাণবিক সহ সকল প্রকার শক্তিশালী যুদ্ধ অস্ত্র ব্যবহৃত হবে। যার বিস্ফোরণের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর আকাশ ধোঁয়ায় ঘিরে যাবে। অসংখ্য অগনিত মানব-দানব, পশুপাখি, গাছপালা মারা যাবে। ফসল উৎপাদন হবে না! অনাহারে, দুর্ভিক্ষে মারা যাবে। হাদিস অনুযায়ী ইমাম মাহদীর প্রকাশের পূর্বে দুই (২) ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।

(১) শ্বেত মৃত্যু = ৩য় বিশ্বযুদ্ধের কারণে পরিবেশ নষ্ট হয়ে ১-২ বছর ফসল উৎপাদন না হওয়ার ফলে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ (খরা) -র কারণে।

(২) লোহিত বা লাল মৃত্যু = যুদ্ধে রক্তপাতের কারণে যে মৃত্যু।

প্যারাঃ (৩৫)

ভয়ংকর এই শাস্তির কারণ,
বলে যাই আমি এক্ষণে।
নিম্নের কিছু কথা তোমরা,
রাখিও স্মরণে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষজাতিকে এতটা কঠিন শাস্তি কেন দেওয়া হবে? তার কিছু কারণও রয়েছে, যা তিনি প্রকাশ্যে এনেছেন।

প্যারাঃ (৩৬)

মহা সমরের পূর্বে দেখিবে,
প্রকাশ পাইবেন "মাহমুদ"।
পাশে থাকিবেন "শীন" ও "জ্যোতি",
সে প্রকৃতই রবের দূত।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলেছেন যে, ‘‘যখন কোন জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন ততক্ষন পর্যন্ত আমি ধ্বংস করিনা, যতক্ষন না সেখানে আমার পক্ষ থেকে একজন সতর্ককারী না পাঠাই’’। ইতিহাসও তাই বলে। তাহলে ২০২৫ সালে যে এতটা ধ্বংসলীলা চলবে তা বর্তমানে বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারছি যে কেন! তাহলে নিশ্চই ধ্বংসের পূর্বেই একজন সতর্ককারীকে আল্লাহ পাঠাইবেন। তারই পরিচয় লেখক আশ-শাহরান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সেই আল্লাহ প্রদত্ত ব্যক্তিটির পরিচয়টা হলো তিনি ইমাম মাহমুদ। তার পাশে থাকবে "শীন" যিনি হবেন ইমাম এর সহচর বা বন্ধু। শীন হলো তার নামের ১ম হরফ। একটু স্মরণ করুন, আগামী কথন এর (৫), (১৯), (২০) এবং (২১) নং প্যারাগুলো। সেখানে বলা আছে "শীন" ও মীম" এর কথা (যারা গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি ও নেতা)। বলা আছে-

শীন সেতো সাহেবে কিরান
মীম এ হাবীবুল্লাহ। (২০)
এবং আরো বলা আছে যে,
হাবীবুল্লাহ প্রেরিত আমীর
সহচর তার সাহেবে কিরান। (২১)

অতএব, "মীম" হরফে শুরু নাম মাহমুদ, তার উপাধি হলো হাবীবুল্লাহ। (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রধান নেতা বা আমীর বা ইমাম এবং প্রতি শত বছরে আগমনকারী মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারকের একজন। তিনিই গাজওয়াতুল হিন্দের আমীরুল মুজাহিদিন বা মুজাহিদদের নেতা বা আমীর।)

শীন হরফে নামের শুরু তার উপাধি হলো সাহেবে কিরান। তিনিই সেই গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি এবং উসমানী তরবারির ধারক-বাহক। (তিনিও আল্লাহর মনোনিত ব্যক্তি এবং প্রধান আমীরের সহচর বা নায়েবে আমীর বা বন্ধু।)

অর্থাৎ, এই ইমাম মাহমুদই হচ্ছেন হাবীবুল্লাহ এবং তার সহচর বন্ধু শীন (তার নাম প্রকাশ করা হয়নি এখানে) হচ্ছেন সাহেবে কিরান আর এখানে তাদের উপাধি নামগুলো বলা হয়েছে। তাদের দুজনের নেতৃত্বেই গাজওয়াতুল হিন্দ সংঘটিত হবে। তাদের পরিচয় ২০২৫ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হবে, ইংশাআল্লাহ। এবং তাঁর আগে থেকে ক্ষুদ্র সেনারা তাদের নীড়ে গোপনে প্রস্তুত হতে থাকবে। তাদের নাম কিছু দিনের মধ্যেই সব জায়গায় শোনা যাবে। (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)

প্যারাঃ (৩৭)

**হিন্দুস্তান থেকে যদিও একজন,
জানাইবে ‘মাহমুদ’ এর দাবি।
খোদা করিবেন সেই ভন্ডকে ধ্বংস,
সে হইবেনা কামিয়াবী।**

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন যে, ইমাম মাহমুদের প্রকাশের সমসাময়িক কালে ভারত থেকে একজন ভন্ড নিজেকে "ইমাম মাহমুদ" বা হাবীবুল্লাহ বলে দাবি জানাবে। কিন্তু সে কোনরূপ সফলতা পাবেনা। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন।

প্যারাঃ (৩৮)

হাতে লাঠি পাশে জ্যোতি,
সাথে সহচর শীন।
মাহমুদ এসে এই জমিনে,
প্রতিষ্ঠা করিবেন দ্বীন।

ব্যাখ্যাঃ এখানে ইমাম মাহমুদের কথা বলা হয়েছে। তার হাতে একটি লাঠি থাকবে। (হয়তো বিশেষ গুন সমৃদ্ধ)। পাশে জ্যোতি থাকবে (হয়তো জ্যোতি বলতে এখানে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে)। এবং সাথে থাকবে সহচর শীন অর্থাৎ (সাহেবে কিরান)! আর মাহমুদ পরিশেষে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবেন (গাজওয়াতুল হিন্দের মাধ্যমে)।

প্যারাঃ (৩৯)

সত্যসহ করিবেন আগমন,
তবুও করিবে অস্বীকার।
হক্কের উপর করবে বাতিল,
কঠিন অন্যায়-অবিচার।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন যে, ঐ ইমাম মাহমুদ সত্য সহ আগমন করবেন। তবুও তাকে অস্বীকার করবে অধিকাংশ মানুষ। আর সেই হক পন্থীদের উপর বাতিলপন্থী খুবই অন্যায়-অবিচার করবে।

প্যারাঃ (৪০)

অবিশ্বাসী জাতির উপর,
গজব নাজিল হবে তখন।
পঁচিশ সনের মহা সমরে,
ধোঁয়ার **আযাব আসিবে যখন।**

ব্যাখ্যাঃ আমরা কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসে পাই যে, হযরত সালেহ (আ) কে অবিশ্বাস করায়, সামুদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল। হযরত হুদ (আ) কে অবিশ্বাস করায়, আদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল। হযরত লূত (আ) কে না মানায়, তার জাতি ধ্বংস হয়েছিল। হযরত নূহ (আ) কে না মানার কারণে গোটা পৃথিবীর উপর প্লাবনের আযাব এসেছিলো। তারই ধারাবাহিকতায়, ইমাম মাহমুদকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার, অবিচার-অত্যাচার করার কারণে ২০২৫ সালে এই আযাব নাজিল হবে তা হলো সেই ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ এবং এর পরে ধোঁয়ার বা দুখানের সেই আযাব যা কুরআন ও হাদিসে অনেক আগে থেকেই বলা হয়েছে।

প্যারাঃ (৪১)

লিখে রাখা আছে খুঁজে দেখো,
তবে, মহানবীর ﷺ পুথিতে।
আধুনিকতার হইবে ধ্বংস,
পৃথিবী ফিরে যাবে অতিতে।

ব্যাখ্যাঃ এই অংশে বলা হয়েছে যে, হাদিসে বলা আছে, "পৃথিবী আধুনিকতায় পৌছাবে। অতঃপর, তা আবার ধ্বংস হবে। পৃথিবী আবার প্রাচীন যুগে ফেরত যাবে"। সুতরাং, এই ২০২৫ সালের ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই তা হবে।

প্যারাঃ (৪২)

থাকবেনা আর আকাশ মিডিয়া,
থাকবেনা আনবিক অস্ত্র।
ফিরে পাবে ফের, ইতিহাস দৃশ্য,
ঘোড়া-তরবারির চিত্র।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বলেছেন যে, ২০২৫ সালের পর, আকাশ মিডিয়া (টিভি, রেডিও, টেলিফোন, কৃত্তিম উপগ্রহ) কিছুই থাকবেনা। আনবিক, পারমানবিক বা আধুনিক কোন অস্ত্র থাকবে না। পুনরায় ইতিহাস দৃশ্য চলে আসবে। ঘোড়া তরবারির ব্যবহার শুরু হবে। এটি সেই ১৪৫০ বছর আগের মুহাম্মাদ ﷺ এর বলা ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন।

প্যারাঃ (৪৩)

গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র ধ্বংস,
নিকটই হবে দুর।
প্রাচ্যে বসে শুনবেনা আর,
প্রতিচির গান সুর।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন, গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র (টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও, সাউন্ড সিস্টেম) সবকিছু চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা এখন বহুদূরের রাস্তা দ্রুতই পার করি, কিন্তু তখন কাছের রাস্তাকেই দূরের মনে হবে। কারণ, ২০২৫ সালের পর দ্রুতগামী যানবাহন থাকবেনা। এবং পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে বসে আর অন্য প্রান্তের গান-সুর আর শোনা যাবে না।

প্যারাঃ (৪৪)

সৃষ্টির উপর হাত খেলানোর,
করেছো দুঃসাহসিকতা।
শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে,
তাইতো এই বিধ্বংস্ততা।

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সালের গজব নাজিল হবার আরও একটি বড় কারণ হলো, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির উপর হাত খেলিয়েছে। (যেমনঃ অত্যাধুনিক রোবট, টেষ্টটিউব বেবি, জেন্ডার চেঞ্জ, প্লাস্টিক সার্জারি, হাইব্রিড উদ্ভিদ ও প্রানী সহ সৃষ্টির নানাবিধ পরিবর্তন ইত্যাদি)

প্যারাঃ (৪৫)

বাংলায় তোমরা করেছো পূজা,
মুশরিকি "বা'আল" দেবতার।
মুসলিম হয়েও কেন তোমরা,
হারাচ্ছো নিজেদের অধিকার?

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বুঝিয়েছেন যে, ২০২৫ সালের পূর্বেই বাংলার ভূমিতে, বা'আল দেবতার পুজা করা হবে বা এখনও হচ্ছে। (উল্লেখ্য যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ), আল-ইয়াছা (আঃ), যুলকিফল (আঃ) এবং হযরত মিকাইয়া (আঃ), ইয়াছিন (আঃ), হযরত আর (আঃ), সহ অসংখ্য নবি-রসূলগণ বর্তমান ফিলিস্তিন, সিরিয়া সহ আশ পাশে বা'আল দেবতার পূজার বিরুদ্ধে আগমন করেছিলেন। কারণ, বা'আল দেবতার রাজত্ব চলতো সেসব অঞ্চলে।)

এখানে বা'আল দেবতা বলতে পূর্বপুরুষের বা ব্যক্তিপূজাকে বুঝিয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল করে থাকে।

প্যারাঃ (৪৬)

আধুনিকতার কারণে মানুষ,
লিপ্ত নগ্নতা-অশ্লীলতায়।
বেপর্দা নারী, মূর্খ আলেম তাইতো,
পঁচিশে ধ্বংস হবে সব অন্যায়।

ব্যাখ্যাঃ এই পর্বের ব্যাখ্যা হয়তো বোঝানোর অপেক্ষা রাখেনা। আধুনিকতার জন্য মানুষ যে কতটা নগ্নতা আর অশ্লিলতায় ডুবে যাচ্ছে তা সবাই জানেন। আর দুইটি বড় কারণ হলো,

১। বেপর্দা নারীর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি থেকে বৃদ্ধিতর হচ্ছে।

২। মূর্খ আলেমের অভাব নেই। যারা ভ্রান্ত ফতোয়াবাজ, পেট পূজারী, ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী।

এই সকল কারণের সমষ্টিতেই ২০২৫ সালে আযাব-গজব নাজিল হবে।

প্যারাঃ (৪৭)

আকাশে আলামত; জন্ম হলো,
দ্বিতীয় আবু সুফিয়ান।
চল্লিশ বছরে প্রকাশ পাবে,
দুটি শক্তিতে সে বলিয়ান।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক, মুহাম্মাদ ﷺ এর হাদিস থেকে কথা বলেছেন। হাদিছে বলা আছে, “ইমাম মাহদীর প্রকাশের পূর্বে দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানির প্রকাশ ঘটবে। দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের জন্মের সময় আকাশে আলামত দেখা যাবে। সে দুইটি শক্তির চাদর গায়ে (২টি শক্তিশালী দল) থাকবে”।

আমাদের নিকটবর্তী সময়ে আকাশে আলামত বলতে হেলির ধুমকেতু ১৯৮৬ সালে দেখা গিয়েছিলো। আর "আগামী কথন" এ লেখক বলেছেন ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের পর অর্থাৎ, ২০২৫ সালের পর। ৪০ বছর বয়সে সুফিয়ানের প্রকাশ ঘটবে। ১৯৮৬+৪০=২০২৬ সাল। অতএব, ২০২৬ সালেই দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের প্রকাশ হবে। যা ইমাম মাহদীর আগমনকে ইঙ্গিত করে।

প্যারাঃ (৪৮)

মহাযুদ্ধের দু সনের মাঝেই,
ভয়ংকরি এক তান্ডবে।
মুসলিমদের উপর আক্রমনে,
সুফিয়ানির জয় হবে বাগদাদে।

ব্যাখ্যাঃ বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সাল থেকে ২ বছরের মধ্যেই আবু সুফিয়ান বাগদাদের মুসলিমদের উপর বিরাট একটি আক্রমন চালাবে। সেখানে মুসলমানেরা পরাজিত হবে। আবু সুফিয়ানের বিজয় হবে।

প্যারাঃ (৪৯)

সিরিয়াবাসী আবু সুফিয়ান
তারপর হবে একটু স্থির।
কালো পতাকাধারী পূর্বের সেনারা
জমাইবে আরবে ভীড়।

ব্যাখ্যাঃ বলা হয়েছে, সিরিয়াবাসী আবু সুফিয়ান বাগদাদে জয় লাভের পর স্থির হয়ে থাকবে। তারপরই মহাযুদ্ধের ২ বছর পর ২০২৭-২৮ সালের দিকে হাদিসের সেই বিখ্যাত ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবতাটা প্রকাশিত হবে। কালোপতাকাধারী সেনারা আরবে প্রবেশ করবে। ইমাম মাহদীকে সাহায্য করতে।

প্যারাঃ (৫০)

আরবে তখনও চলিবে তিনজন,
স্বার্থলোভি নেতার লড়াই।
আল্লাহর দ্বীন ভুলে গিয়ে তারা,
দেখাবে ক্ষমতার বড়াই।

ব্যাখ্যাঃ আরবে একজন খলিফার তিনজন পুত্র ক্ষমতার লোভে লড়াই করতে থাকবে। তারা কেউই সঠিক আকিদার নয়, শয়তান। যা সহীহ হাদিছেও উল্লেখিত আছে। তাহলে কি তখনই প্রকৃত "ইমাম মাহদীর আগমনের সময়"?

প্যারাঃ (৫১)
আধুনিকতার অধ্বঃপতনের,
তৃতীয় বর্ষপর।
আঠাশে প্রকাশ পাইবেন "মাহদী",
এই দুনিয়ার উপর।

ব্যাখ্যাঃ একটি চিরাচরিত নাম ইমাম মাহদী। একজন প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে, আপনার কাছে এই নামটিতে মিশ্রিত রয়েছে শত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ-শান্তির বাতাস, অপেক্ষা। সবার একটাই প্রশ্ন? কবে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে?

সবার সেই জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, আগামী কথন এর লেখক (আশ-শাহরান) প্রকাশ করলেন যে (আল্লাহ প্রদত্ত এই ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী) যখন কাশ্মীর বিজয় হবে, তার ২ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা "দ্বিতীয় কারবালা" করবে, সে সময় ইমাম মাহমুদ (হাবীবুল্লাহ) ও তার বন্ধু বা সহচর শীন (সাহেবে কিরান) এদের প্রকাশ ঘটবে। তাদের নেতৃত্বে "গাজওয়াতুল হিন্দ" হবে। ২০২৫ সালে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে। যার ফলে আধুনিকতা চিরতরে ধ্বংস হবে। এরই তিন বছরের মাথায় অর্থাৎ, ২০২৮ সালে ইমাম মাহদীর প্রকাশ ঘটবে। লেখক আশ-শাহরান -এর আগামী কথন এর সত্যতা যাচাই করিঃ

"ইমাম মাহদীর আত্নপ্রকাশ কবে হবে? এই বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকটি যুগেই চলছে ভবিষ্যৎবানী। যদিও নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। তারপরও কেবল মাত্র সতর্কতার জন্য ইমাম মাহদীর আগমনের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ে একটু লিখতে চাই। কারণ অনেকে হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্তমান পৃথিবীর সত্য সংবাদগুলো না জানার কারণে মনে করছেন ইমাম মাহদীর আগমন আরো শতশত বছর পরে হবে। অপরদিকে কিছু ভাই মনে করছেন ২০২০, ২১, ২৩, ২৪ বা ২৬ সালের মধ্যেই ইমাম মাহদীর আগমন হবে। যদিও এর কোনটাই সঠিক নয়। বরং বর্তমানে ইমাম মাহদীর আত্নপ্রকাশের অধিকাংশ আলামত এই সময়টির সাথে মিলে যাচ্ছে। তবে এখনও কিছু আলামত বাস্তবায়ন বাকী রয়েছে। তাই কেউ আমার এই লেখাটিকে একমাত্র দলিল হিসেবে নির্ভরশীল হবেন না। কারণ আমার গবেষণা ভুলও হতে পারে"।

১। তুর্কি খিলাফত ধ্বংসঃ

হযরত আবু কুবাইল (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, খিলাফত ধ্বংসের ১০৪ বছর পর মাহদী (আঃ) উপর মানুষ ভিড় করবে। ইবনে লাহইয়া বলেন, উক্ত হিসাবটা আজমী তথা অনারবী হিসাব মতে। আরবী হিসাব মতে নয়। (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৬২; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১১)

আমরা সবাই জানি যে, তুর্কি খিলাফত আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত হয়েছিল। সুতরাং, ১৯২৪+১০৪ =২০২৮ সাল।

বিঃ দ্রঃ- একমাত্র তুর্কি খিলাফত আজমী, অর্থাৎ অনরবী। এছাড়া চার খলিফা, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, ফাতেমীয় খিলাফত সবগুলোই আরবদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

২। ১৫ ই শুক্রবার রাতে রমজান মাসে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবেঃ

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে"। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে'? নবীজি ﷺ বললেন,"না, বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে"। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)
সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৫ই রমজান শুক্রবার হয়, ১৪৪৯ হিজরী বা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল।

৩। রমজান মাস শুরু হবে শুক্রবারঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রমজানে অনেক ভূমিকম্প হবে। যে বছর শুক্রবার রাতে রমজান মাস শুরু হয়। তারপর মধ্য রমজানে ফজরের নামাজের পর আকাশ থেকে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে। তখন তোমরা সবাই ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রাখবে। আর সবাই সোবহানাল কুদ্দুস, সোবহানাল কুদ্দুস, রাব্বুনাল কুদ্দুস তেলাওয়াত করবে। (আল ফিতানঃ নুয়াইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং, ৬৩৮)
সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১ রমজান শুক্রবার ১৪৪৯ হিজরী বা ২৮ জানুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।
(বিঃ দ্রঃ হাদিস বড় হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি, তবে কিতাবুল ফিতানের হাদীসে শুক্রবার রমজান মাস শুরু হবে এরকম বর্ণনা নেই। আর এটি ২০২০ সালের সাথেও মিলে কিন্তু অন্যান্য আলামত না মেলায় সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না।)

৪। আশুরা বা, ১০ মুহাররম শনিবার হবেঃ

হজরত বাকির (রহঃ) বলেন, যদি দেখ আশুরার দিন বা, ১০ মুহাররম শনিবার ইমাম কায়িম (মাহদী) মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার এর মধ্যখানে দাড়িয়ে থাকেন তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার পাশেই দাড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তাকে বাইয়াত দেয়ার জন্য। (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৮; বিহারুল আনোয়ার, ভলিউম ৫২ পৃষ্ঠা ২৭০; গাইবাত, লেখকঃ শাইখ আত তুসী, পৃষ্ঠা ২৭৪; কাশফ উল গাম্মাহ, ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা ২৫২)
সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১০ মুহাররম শনিবার ১৪৫০ হিজরী বা, ৩ জুন ২০২৮ সাল হয়।

৫। ইমাম মাহদীর নাম ধরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর আহ্বানঃ

হযরত আবু বাছির (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক (রহ:) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন আল কায়েম (ইমাম মাহদী) আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন আহলে বাইতের (রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমনঃ

১। আকাশ থেকে আহ্বান।

২। সুফিয়ানীর উত্থান।

৩। খোরাসানের বাহিনীর আত্নপ্রকাশ।

৪। নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপকহারে হত্যা করা।

৫। (বাইদাহর প্রান্তে) মরুভূমিতে একটি বিশাল বাহিনী ধ্বসে যাবে।

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।

১। শ্বেত মৃত্যু।

২। লাল মৃত্যু।

শ্বেত মৃত্যু (দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যু) হল মহান মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) কারণে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি (হযরত জিব্রাইল আঃ) তার (ইমাম মাহদীর) নাম ধরে আহ্বান করবে ২৩ই রমজান শুক্রবার রাতে।

(হাদিস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি)

(বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৯; বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫০; মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৪২৫; মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭২)

সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২২ রমজান শুক্রবার (যেহেতু আরবী মাস সন্ধ্যা থেকে হিসাব করতে হয়, তাই শুক্রবার রাত ২৩ ই রমজান হবে) রাত ১৪৪৯ হিজরী বা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

৬। রমজান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবেঃ

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হানাফিয়্যাহ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী থেকে দুটি বিষয় না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত মাহদী আগমন হবে না। প্রথমটি হল, রমজানের প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ ও মধ্য রমজানে সূর্য গ্রহণ না ঘটে। (ইমাম আল আলী বিন উমর আল দারাকতুনী; আল কাউলুল মুখতাসার ফি আলামাতিল মাহদী আল মুন্তাজার, লেখকঃ- ইবনে হাজার আল হাইতামী, পৃষ্ঠা ৪৭)

১ রমজান রবিবার ১৪৪৮ হিজরী বা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সালে সূর্য গ্রহণ ঘটবে। এবং ১৪ রমজান শনিবার ১৪৪৮ হিজরী বা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ চন্দ্র গ্রহণ ঘটবে। (সূত্রঃ Wikipedia)

বিঃ দ্রঃ ২০২৬ সালেও রমজান মাসে দুই বার চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবে এরকম হিসাবও পাওয়া যায়।

৭। বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) এর উক্তিঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, ১৪০০ হিজরীর পর দুই দশক ও তিন দশক পর ইমাম মাহদীর আগমন হবে। (আসমাউল মাসালিক লিইয়াম মাহদীয়াহ মাসালিক লি কুল্লিদ দুনিইয়া বি আমরিল্লাহীল মালিক, কালদা বিন জায়েদ, পৃষ্ঠা ২১৬)
সুতরাং ১৪০০+২০+৩০ =১৪৫০ হিজরী বা, ২০২৮ সাল।

৮। শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহঃ

শাহ নিয়ামতউল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহ মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভবিষ্যৎবাণী করা একটি ইলহামী কবিতা। কাসিদাহ লেখা হয়েছে ১১৫৮ সালে। কাসিদাহ এর (প্যারা-৫৭) বলা হয়েছে, 'কানা জাহুকার' প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত (ইমাম মাহাদি) দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত। উল্লেখ যে, 'কানা জাহুকা' শব্দটি পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা বানি ঈসরাইলের ৮১ নং আয়াতে রয়েছে। এবং আমরা জানি যে, উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে ভাগ হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে।
সুতরাং, ১৯৪৭+৮১=২০২৮ সাল।
মাহদীর প্রকাশের জন্য রমজানের ১ম ও ১৫তম তারিখ শুক্রবার হতে হবে। ২০২০ সালের রমজান মাসে তা মিলে যায়, অন্য কোন সালে নয়। এরপর, ২০২১ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আর কোন রমজানেই তা মিলবে না এবং এরপর, ২০২৮ সালের রমজানের ১ম ও ১৫ তারিখ শুক্রবার হয়। তাহলে বোঝা গেলো, এখন ২০২০ সালে যদি মাহদী না প্রকাশ হয়, তাহলে ২০২৮ এর আগে আর হবেনা। এখন কথা হলো, উপরোক্ত যত আলামত তা ২০২৮ সালের পক্ষে। এবং মাহদীর পুর্বে যা কিছু ঘটনা ঘটবে যেমনঃ

- ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় প্রকাশ হবে।
- পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষ মারা যাবে। তিন ভাগের দুই ভাগ।
- শ্বেত মৃত্যু হবে ও লোহিত বা লাল মৃত্যু হবে।
- ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের আত্মপ্রকাশ পাবে।
- গাজওয়াতুল হিন্দ হতে হবে।
- সুফিয়ানীর প্রকাশ হবে, ইত্যাদি।

তাই ২০২৮ সালে হবার সম্ভবনা শতভাগ সঠিক। আল্লাহু আলাম। এ রকম আরো বহু সূত্রের যোগফল দেখলাম ২০২৮ সাল। যা লেখক "আশ-শাহরান" এর আগামী কথন এর বলা এই বাণীকে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করে। (ইংশাআল্লাহ হবে, বাকিটা আল্লাহই ভালো জানেন)

প্যারাঃ (৫২)
শত অপেক্ষার অবসান **ঘটিয়ে,**
ইমাম মাহদীর হবে আগমন।
দুঃখ দুর্দশা হবে দুর, শান্তিতে,
ভরে যাবে এ ভুবন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহ্‌রান) বলেছেন যে, শত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২০২৮ সালে ইমাম মাহ্‌দীর আগমন হবে। আর আমরা তো সবাই অবগত আছিই যে, তার আগমন মানেই, সকল দুঃখ, দুর্দশা দুর হয়ে যাবে। পৃথিবী সুখ শান্তি ও ন্যায় ইনসাফে ভরে যাবে ঠিক যেমনটি অন্যায় দ্বারা ভরা ছিলো।

প্যারাঃ (৫৩)
শুনে রাখো তোমরা বিশ্ববাসী,
মাহ্‌দীর দেখা পেলে।
তার পাশেই রবে রবের রহমত,
শুয়াইব ইবনে ছালেহ।

ব্যাখ্যাঃ এখানে, লেখক আশ-শাহ্‌রান প্রকাশ করেছেন যে, যখনি বিশ্ববাসী ইমাম মাহ্‌দীকে পেয়ে যাবে তখন তারা ইমাম মাহ্‌দীর পাশে তার সহচর বা বন্ধু "শুয়াইব ইবনে ছালেহ" কেও পাবে।

উল্লেখ্য যে, লেখক আশ-শাহ্‌রান তাকে "রবের রহমত" বলে আক্ষায়িত করেছে। অতএব বুঝতেই পারছি, তার মর্যাদা রয়েছে। সেও আল্লাহর মনোনীত বান্দা। (যেমনঃ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও আবু বকর রাঃ, ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ (দাঃ বাঃ) ও শীন (সাহেবে কিরান) (দাঃ বাঃ) এদের অনুরূপ)

প্যারাঃ (৫৪)
কালো পতাকাধারী "মাহমুদ" সেনারা,
মাহ্‌দী-র হাতে নিবে শপথ।
আরবে করিবে ঘোরতর রণ,
অতঃপর আনিবে আলোর পথ।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক প্রকাশ করলেন যে, যে সৈনিকরা খোরাসান থেকে প্রকাশ পাবে এবং আরবে ইমাম মাহ্‌দীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে এবং ঘোরতর যুদ্ধ করবে। আগামী কথনে প্রকাশ করা হয়েছে ঐ সৈনিকগণ হবে ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর সৈনিক। তারা ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বেই আরবে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করেই ইমাম মাহমুদ ও তার সৈন্যগণ, সবাই মাহ্‌দীর আনুগত্যের শপথ করবে। তারপর, আরবে যুদ্ধ করবে এবং ঐ যুদ্ধে সফলতা পাবে। এবং ইমাম মাহ্‌দীর পরিচয়টা সেখানে প্রকাশিত হবে।

প্যারাঃ (৫৫)
মধ্য রমজানের ভোরের আকাশে,
জিব্রাইল দেবেন ভাষণ।
প্রকাশ পাবেন, ক্ষমতায় যাবেন,
"মাহ্‌দী" করবেন বিশ্ব শাসন।

ব্যাখ্যাঃ যে বছর ইমাম মাহদী প্রকাশিত হবে ঐ বছর ১৫ ই রমজান শুক্রবার (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) ভোর রাতে আকাশ থেকে বিকট কন্ঠে আওয়াজ আসবে। আর তা হবে জিব্রাইলের কন্ঠ। (যদিও তার পরপরই আরও একটি আওয়াজ শয়তান দিবে। এই ঘটনাটি হাদিছেও বর্ণিত আছে।)

অতঃপর, ইমাম মাহদী ঐ বছরই প্রকাশ পাবে, তার পরেই তিনি ক্ষমতায় যাবেন।

প্যারাঃ (৫৬)

মাকামে ইব্রাহিম ও কাবা গৃহ,
এ দুয়ের মধ্যখানে,
মাহদীর সত্যায়ন দিবেন জিব্রাইল,
প্রকাশ্য মজলিসে দিবালোকে।

ব্যাখ্যাঃ যখন ইমাম মাহদীর প্রকাশ ঘটবে, কাবাগৃহ ও মাকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে তখন জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতা প্রকাশ্যে ইমাম মাহদীর পাশে দাড়িয়ে তার সত্যতার কথা ভাষন দিবে।

প্যারাঃ (৫৭)

সেই মজলিসে ইমাম মাহমুদকে,
খোদা সম্মান দান করিবেন।
রহস্য উদ্‌ঘাটনের সেই দৃশ্য,
সবাই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহরান ভবিষ্যৎবাণী তে বলেছেন যে, মজলিসে জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতা প্রকাশ্যে মাহদীর পাশে থাকবেন এবং ঐ মজলিসে ইমাম মাহদীর পাশে ইমাম মাহমুদকেও কোন একটা সম্মানী দান করবেন।

প্যারাঃ (৫৮)

আক্রমন করিতে আসিবে মাহদীকে,
অসংখ্য সেনা সহ সুফিয়ান।
বায়দাহ নামক প্রান্তরে এসে,
ধ্বসে যাবে সাত হাজার তিনশ প্রাণ।

ব্যাখ্যাঃ হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, ইমাম মাহদীকে হত্যা করার তাগিদে শাম দেশ (সিরিয়া) থেকে একদল সৈন্য প্রেরিত হবে। তারা যখন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী বায়দাহ নামক স্থানে আসবে তখন ভূমি ধ্বসের ফলে সবাই প্রান হারাবে। উল্লেখ্য যে,আশ-শাহরান আগামী কথনে বলেছেন, ঐ সেনা দলটি দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে চলবে। আর ভূমি ধ্বসের ফলে ৭ হাজার ৩০০ মানুষ প্রাণ হারাবে।

প্যারাঃ (৫৯)

যদিও সে স্থানে ভূমি ধ্বসের ফলে,
হারাইবে সকলেই প্রাণ।
খোদার কুদরত; বেঁচে রবে শুধু,
দ্বিতীয় আবু সুফিয়ান।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, ভূমি ধ্বসের কারণে ঐ স্থানের সবাই প্রাণ হারালেও খোদার কুদরতে শুধু মাত্র দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানই বেঁচে রবে।

প্যারাঃ (৬০)

প্রাণ **ভিক্ষা পেয়ে আবু সুফিয়ান,**
মাহদীর প্রচারণা চালাবে,
অবশেষে সে ঈমান হারা হয়ে,
মৃত্যু বরণ করিবে।

ব্যাখ্যাঃ যখন ভূমি ধ্বসের পর দ্বিতীয় আবু সুফিয়ান কেবল নিজেকেই জীবিত দেখতে পাবে, তখন ভয় ভীতিতে দৌড়াতে থাকবে আর বলতে থাকবে, ‘‘ইমাম মাহদী এসে গেছে। ইমাম মাহদী এসে গেছে’’। তবে সে ঈমান আনবে না। যার ফলে, পরবর্তীতে ঈমান হারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

প্যারাঃ (৬১)

সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানরা,
মাহদীর হাতে নেবে শপথ।
বাদশাহী **পাবে ইমাম মুহাম্মাদ,**
পৃথিবীকে দেখাবেন সুপথ।

ব্যাখ্যাঃ সারা বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা ইমাম মাহদীর হাতে শপথ গ্রহণ করবে এবং মাহদীকে বিশ্ব বাদশাহ হিসেবে গ্রহণ করে নিবে। তখন ইমাম মাহদী পৃথিবীকে সুপথগামী করবেন।

প্যারাঃ (৬২)

ফলমুল, শস্যদানা ও উদ্ভিদমালার,
বহুগুনে হবে উৎপাদন।
আল্লাহুর খাছ রহমত পেয়ে,
শান্তিতে রবে জনগণ।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, ইমাম মাহদীর সময় কালে প্রচুর ফলমুল, শস্যদানার উৎপাদন হবে। কেউ কষ্টে রবেনা। মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়ত অনুযায়ী পৃথিবী চলবে। কোন অভাব থাকবেনা। যা হাদিসের বাণীকে সত্য প্রমানিত করে। (আলহামদুলিল্লাহ)

প্যারাঃ (৬৩)

রবের চারটি দূত তখন,
থাকিবে দুনিয়ার উপর।
"মীম" ও "মীম" দুইটি আমীর,
"শীন" ও "শীন" তাদের সহচর।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহ্‌রান প্রকাশ করেছেন চারজন রবের প্রেরিত বান্দা থাকবে একসাথে। তাদের ৪ জনের মধ্যে ২ জন আমীর। আর ২ জন তাদের ২ জনের সহচর। আমীর ২ জনের নাম "মীম" হরফে। এবং সহচর ২ জনের নাম "শীন" হরফে। যথাঃ

১। "মীম" = ইমাম মুহাম্মাদ (খলীফা মাহদী) "আমীর ও খলীফা"।
২। "শীন" = শুয়াইব (সহচর)।
৩। "মীম" = ইমাম মাহমুদ (আমীর)।
৪। "শীন" = শীন দিয়ে নাম (সাহেবে কিরান) (সহচর)। (নাম অপ্রকাশিত)

প্যারাঃ (৬৪)

বাদশাহী পেয়ে বিশ্বনেতা,
সাত থেকে নয় বছরের পর।
ভারপ্রাপ্ত করিবে খিলাফত,
মাহদী, মাহমুদ এর উপর।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, ইমাম মাহদী তার বিশ্ব শাসন ভার সাত থেকে নয় বছরের মধ্যেই হঠাৎ ত্যাগ করবেন। আর তখন বিশ্ব শাসনভার ভারপ্রাপ্ত হবে ইমাম মাহমুদের উপর। বোঝা যায়, ইমাম মাহমুদের সম্মান তাহলে অনেক। ইমাম মাহদীর পরেই তার সম্মান। উল্লেখ্য যে, কুরাইশ বংশ থেকে, যে ১২ জন ইমাম/আমীরের আগমনের কথা হাদিছে বলা আছে, তারই শেষ/১২ নং ইমাম হলেন ইমাম মাহদী। আর তার নিচের পর্যায়ের ১১ নং ইমামই হলেন ইমাম মাহমুদ। (আগামী কথন থেকে প্রমাণ মেলে)

প্যারাঃ (৬৫)

দু সনের মধ্যেই ইমাম মাহমুদ,
বিশ্ব শাসন **ভার।**
হস্তান্তর করিবেন খিলাফত,
'মানসূরের' **উপর।**

ব্যাখ্যাঃ ইমাম মাহদীর পর, যখন ইমাম মাহমুদ বিশ্ব শাসন করবে। তার খেলাফতের দুই (২) বছরের মধ্যেই বিশ্ব শাসনভার ত্যাগ করবেন। আর ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন "মানসূর" নামক একজন ব্যক্তির উপর। কারণ সে ব্যক্তিটি আল্লাহর মনোনীতই হবে। কেননা এই মানসূরের

নামটি কিছু হাদিছেও প্রকাশিত আছে। আবু দাউদ শরীফে একটি বর্ণনামূলক হাদিস আছে মানসূর নাম সহ।

প্যারাঃ (৬৬)

কাহতান বংশীয়, লাঠি হাতে,
বড় কপাল বিশিষ্ট।
বিশ্ব শাসন করিবেন মানসূর,
থাকিবে শত্রুর উপর ক্ষিপ্ত।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, সেই মানসূর কাহতান গোত্র থেকে জন্ম নিবে (উল্লেখ্য যে, কাহতান গোত্রটি কুরাইশ বংশেরই একটি গোত্র)। তার হাতে একটি লাঠি থাকবে। তার কপাল বড় হবে। (হাদিছে পাওয়া যায় যে, তার গায়ের রং শ্যামবর্ণের হবে, আর কান ছিদ্র হবে। সে ইমাম মাহদীর সময় তার পাশে থেকে তাকে খিলাফত প্রতিষ্ঠাকালেও সহযোগিতা করবে। সে ইমাম মাহদী ও ইমাম মাহমুদের প্রিয় পাত্র হবেন।)

প্যারাঃ (৬৭)

আটত্রিশ থেকে আটান্ন সাল,
মানসুরের **শাসন কাল।**
শত্রুর উপর বিজয়ী থেকে,
রবের দ্বীন রাখবে অটল।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, মানসূর ২০৩৮-২০৫৮ সাল এই ২০ বছর বিশ্ব শাসন করবেন। শত্রুর উপর বিজয়ী থেকে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত রাখবে। এ ব্যাপারে হাদিসও রয়েছে।

প্যারাঃ (৬৮)

শাসক **মান**সুরের খিলাফত **শেষের,**
অষ্ট বর্ষ পূর্বে।
মিথ্যা ঈসা-র হবে দাবিদার,
একজন পারস্য সাম্রাজ্যে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, মানসূর শাসকের খেলাফত শেষ হবার ৮ বছর আগে। যেহেতু ২০৫৮ সালে শাসন শেষ হবে সুতরাং, আট বছর পূর্বে ২০৫০ সালে পারস্য সাম্রাজ্য থেকে একজন ব্যক্তি নিজেকে হযরত ঈসা (আঃ) বলে দাবি জানাবে। অথচ সে একজন মহামিথ্যুক, ভন্ড হবে।

(এ দ্বারা এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত হযরত ঈসা (আঃ) তখনও আগমন করেন নি। সুতরাং, বর্তমান বিশ্ব যে কথাটার উপর আস্থা রাখছে যে, ইমাম মাহদীর সময় কালেই দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ) আগমন করবেন, সেই কথাটা আগামী কথন সমর্থন করেনা)

বিঃ দ্রঃ কোন হাদিসও এ কথা বলেনা যে ইমাম মাহদীর সময়কালেই, দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ) আসবেন। যেই ইমামের বা আমীরের পিছনে ঈসা (আঃ) নামাজ পড়বেন বলছে যে হাদিসে,

সেটিতে ইমাম বা আমীর হিসেবে ইমাম মাহদীকেই ধরে নিচ্ছেন, কিন্তু সেই ইমাম বা আমীর যে অন্যকেউ তা দেখে না। যদি খলীফাদের নাম ও বৈশিষ্ট্য দেখে তাহলে তারা জানতে পারে এ বিষয়ে। এবং এটাও চির সত্য যে ঈসা (আঃ) এর পরও কোন খলীফা হবেন না।

প্যারাঃ (৬৯)

বাতিল ধ্বংসে রবের দূত,
জামিল নামটি তার।
ভন্ড ঈসাকে ধ্বংস করার,
রব দিবেন দ্বায়িত্ব ভার।

ব্যাখ্যাঃ যখন ২০৫০ সালে পারশ্য সম্রাজ্য থেকে একজন ভন্ড মিথ্যাবাদী নিজেকে ঈসা (আঃ) বলে দাবি করবে, তখন ঐ ভন্ড ঈসা কে ধ্বংস করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন শুভ শক্তির আগমন ঘটবে। তার নামটি লেখক আশ-শাহরান 'আগামী কথন' এ প্রকাশ করেছেন আর তার নামটি হবে জামিল (সৌন্দর্যের অধিকারী)। ভন্ড ঈসাকে ধ্বংস করার জন্য রব নিজেই তাকে দ্বায়িত্ব দিবেন। অর্থাৎ, সে ইলমে লাদুনির অধিকারী হবেন।

প্যারাঃ (৭০)

শত্রু নিধন করবে "জামিল"
হাতে রেখে "যুলফিকর"!
রক্ত নেশায় উঠবে মেতে,
সাথে রবে "সালমান" সহচর।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, এই বীর যোদ্ধা "জামিল" যখন শত্রু নিধন করতে ময়দানে নামবে, তখন তার হাতে যুলফিকর তরবারি থাকবে (যেটা মুহাম্মাদ ﷺ ব্যবহার করতেন)। সে শত্রুদের রক্তের নেশায় মেতে উঠবে এবং তার পাশে থাকবে তার সহচর বা প্রিয় বন্ধু "সালমান"।

যেহেতু সালমানের নাম তার জন্মের পূর্বেই প্রকাশিত হলো, সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে সেও আল্লাহর মনোনীত বান্দা। (যেমনঃ ইমাম মাহদী ও শুয়াইব, ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরান ঠিক তেমনই জামিল ও সালমান)

প্যারাঃ (৭১)

ভন্ড ঈসাকে ধ্বংস করিবে
জামিল চোয়ান্ন সালে।
বীর জামিলকে জানাইবে স্বাগতম,
মানসূর শাসকের **দলে।**

ব্যাখ্যাঃ দেখুন আশ-শাহরান রবের সাহায্যে কতটা নিখুঁত ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী দান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পারস্য সাম্রাজ্য থেকে ২০৫০ সালে যে, ভন্ড নিজেকে ঈসা (আঃ) বলে দাবি জানাবে, তাকে ২০৫৪ সালে জামিল যুদ্ধের ময়দানে কতল করবে। তখন সে সময়ের

বাদশা মানসূর জামিলের বীরত্ব, সাহসিকতা, জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে জামিলকে তার সাথে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাবে।

প্যারাঃ (৭২)
মানসূর তখন বানাবে জামিলকে,
তাহার প্রধান সেনাপতি।
রবের রহমতে সে বীর যোদ্ধা,
বিশ্বে পাইবেন স্বীকৃতি।

ব্যাখ্যাঃ জামিল যখন ভন্ড ঈসা ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করবে, তখন তাকে বাদশা মানসূর বিশ্বের প্রধান সেনাপতি বানাইবেন। বিশ্ববুকে জামিল বীরযোদ্ধা খেতাব পাবেন। কারণ, এই জামিল হবেন আল্লাহর বিশেষ মনোনীত বান্দা।

প্যারাঃ (৭৩)
তাহার পরেই ধরণী **বাসী,**
আগাইবে পঞ্চান্ন সালে।
জমিনের বুকে আসিবে "জাহজাহ",
ছিলো সে চোখের আড়ালে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, তারপর যখন ২০৫৫ সাল আসবে তখন "জাহজাহ" নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। সে নাকি মানুষের চোখের আড়ালে ছিলো। (উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন না জাহজাহ নামক এক আযাদকৃত কৃতদাস বাদশাহী না পাবে। অতএব, বোঝা গেলো, এই সেই হাদিছে বর্ণিত জাহজাহ)

প্যারাঃ (৭৪)
পূর্বে কৃতদাস ছিলেন জাহজাহ,
আযাদ দিলেন রব।
ধরণীর **মাঝে বন্ধ করবেন,**
কোলাহলের উৎসব।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বলেছেন, এই "জাহজাহ" পূর্বে কৃতদাস ছিলেন। তারপর আল্লাহ নিজেই তাকে আযাদ করেছেন। আর জাহজাহ যখন আসবে, তখন পৃথিবীতে, কোন একটা বড় কোলাহল (ইখতেলাফ/মতানৈক্য) থাকবে। যার অবসান ঘটাবেন এই জাহজাহ। (যেহেতু, হাদিসে জাহজাহ-র বাদশাহী পাবার পূর্ব ঘোষনা রয়েছে, সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে তিনিও আল্লাহর মনোনীত বান্দা।)

প্যারাঃ (৭৫)

ছাপ্পান্ন তে যাবেন জাহজাহ,
শাসন ক্ষমতায়।
দামেস্ক মসজিদে পাইবেন ইমামত,
সৎ চরিত্র ও সততায়।

ব্যাখ্যাঃ জাহজাহ ২০৫৬ সালে শাসন ক্ষমতায় যাবেন। তার সৎ চরিত্র ও সততার গুণে মানুষের মনে জায়গা করে নিবেন। সে দামেস্ক এর কোন এক মসজিদে ইমামতি করবেন এবং, রাজ্যপাট দেখাশোনা করবেন। বিঃ দ্রঃ যেহেতু বাদশাহ মানসূর ২০৫৮ সাল পর্যন্ত শাসন চালাবে। সেহুতু ২০৫৬ সালে জাহজাহ বিশ্ব বাদশাহী পাবেনা। সে উক্ত ২ বছর দামেস্ক মসজিদ এবং উক্ত মহাদেশ শাসন করবেন। (আগামী কথনের ভাষ্যে)

প্যারাঃ (৭৬)

ষাটের শেষে দাজ্জাল এসে,
দিবে বিশ্বে হানা।
আল্লাহর রসূল ﷺ বলে গিয়েছেন,
তার থাকবে এক চোখ কানা।

ব্যাখ্যাঃ সেই ভয়ংকর ফিতনা দাজ্জাল নিয়ে আশ-শাহরান এর ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী। ২০৬০ সালের শেষের দিকে দাজ্জালের আগমন ঘটবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের ১ চোখ কানা হবে। কপালে "কাফির" লেখা থাকবে। (দাজ্জালের ব্যাপারে মোটামুটি সবাই জানি, তাই হাদিস উল্লেখ করা হলো না)

প্যারাঃ (৭৭)

মহা মিথ্যুক দাজ্জাল তখন,
করিবে রবের দাবি।
যে জন করিবে অস্বীকার তাকে,
সেই হইবে কামিয়াবী।

ব্যাখ্যাঃ দাজ্জাল প্রকাশ পেয়ে নিজেকে রব/সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করবে। তখন যারা দাজ্জালকে অস্বীকার করবে, তারাই সফলকাম হবে এবং যারা তাকে মেনে নিবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্যারাঃ (৭৮)

দাজ্জাল সেনাদের তান্ডব লিলায়,
ঘটিবে বিশ্বে বিপর্যয়।
জাহজাহ চাইবেন সবার জন্য,
রবের রহমতের আশ্রয়।

ব্যাখ্যাঃ যখন দাজ্জাল ও তার অনুসারী সৈন্যরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তখন বাদশা জাহজাহ আল্লাহর রহমতের আশ্রয় চাইবেন।

প্যারাঃ (৭৯)

সাদা গম্বুজের দামেস্ক মসজিদে,
জাহজাহ করিবেন ইমামত।
বাষট্টি সালে গম্বুজের উপর,
রব পাঠাইবেন রহমত।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বলেছেন যে, জাহজাহ যে মসজিদে ইমামতি করবেন সেটার রং হবে সাদা। গম্বুজ বিশিষ্ট। আর ২০৬২ সালে রব ঐ দামেস্কের মসজিদের সাদা মিনারে রহমত স্বরূপ কিছু পাঠাইবেন।

প্যারাঃ (৮০)

আছরের সময় দেখবে সবাই,
হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন।
সাদা পোষাকে নামিবেন তিনি,
দু' পাশে ফেরেস্তা দুজন।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহু আকবার। লেখক জানিয়েছন, ২০৬২ সালে দামেস্কের সাদা মসজিদে আছরের ছলাতের সময় গম্বুজের উপর সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায়, দুই ফেরেশতার কাঁধে ভর করে হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে নামবেন। ঐ মসজিদেরই ইমাম হলেন জাহজাহ! তিনি ঐ সময় ইমামতির জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবেন।

প্যারাঃ (৮১)

ইমাম জাহজাহ জানাইবেন তাকে,
ছলাতে ইমামতির আহবান।
হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন তাকে,
এ তো আপনারই সম্মান।

ব্যাখ্যাঃ একটি চিরাচরিত হাদিস, যখন গম্বুজের উপর ঈসা (আঃ) নামবেন তখন, মুসলমানদের আমীর ঈসা (আঃ) কে বলবেন, "আসুন ছলাতের ইমামতি করুন" তখন ঈসা (আঃ) বলবেন, "না বরং আপনাদের আমীর তো আপনাদের মধ্যেই"। সারা বিশ্বের মুসলমানেরা ধরে নিয়েছে যে সেই ইমাম হবেন ইমাম মাহদী আর তার পিছনেই ঈসা (আঃ) ছলাত আদায় করবেন। কিন্তু কোথাও ইমাম মাহদীর নাম বলা হয়নি। বরং বলা আছে, "মুসলমানদের আমীর"। তাই হতেই পারে, সেই আমীর হলেন ইমাম জাহজাহ।

প্যারাঃ (৮২)

যুলফিকর হাতে "লুদ্দ" এর ফটকে,
ঈসা (আঃ) তখন।
হত্যা করিবেন কানা দাজ্জালকে,
করিয়া আক্রমন।

ব্যাখ্যাঃ আসমান থেকে নামার পর, ২০৬২ সালে "লুদ্দ" নামক শহরের প্রথম ফটক বা গেইটের সামনে হযরত ঈসা (আঃ), দাজ্জালকে যুলফিকর তরবারি দ্বারা কতল করবেন। (যুলফিকর তরবারি হলো মুহাম্মাদ ﷺ এর তরবারি। যা জামিল হাতে পাবে ভন্ড ঈসাকে হত্যা করার জন্য। অতঃপর, হযরত ঈসা (আঃ) কাছে পৌঁছে দিবে, দাজ্জাল কে হত্যা করার জন্য।)

প্যারাঃ (৮৩)

ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন জাহজাহ,
ঈসা (আঃ) করিবেন শাসন।
রবের রহমতে দ্বিতীয় আগমনে,
তিনি পাইবেন উচ্চ আসন।

ব্যাখ্যাঃ ঈসা (আঃ) এর আগমনের পর ইমাম জাহজাহ বিশ্ব শাসন ভার তার হাতে তুলে দিবেন। তখন ঈসা (আঃ) ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিশ্বশাসন করতে থাকবে। তারপর এই পৃথিবীতে আর কখনো কোন খলীফা আসবেন না বা কেউ খলীফা হবেন না।

প্যারাঃ (৮৪)

সু-শৃঙ্খলময় শান্তি বিশ্বে,
করিবে বিরাজমান।
ছিয়াষট্টি তে 'দাব্বাতুল আরদ' এর,
হইবে উত্থান।

ব্যাখ্যাঃ দাজ্জালকে হত্যা করার পর, ঈসা (আঃ) পৃথিবী তে সুখশান্তি দ্বারা শাসন করতে থাকবে। এমন সময় ২০৬৬ সালে দাব্বাতুল আরদ্ নামক একধরনের প্রাণী জমিনের নিচ থেকে বের হয়ে আসবে। কুরআনের সূরা নামলের ৮২ নং আয়াতে এই প্রাণীর কথা বলা আছে। আর হাদিছে বলা আছে, এই প্রাণীর আগমন হলো কিয়ামত নিকটবর্তী হবার বিরাট একটি আলামত।

প্যারাঃ (৮৫)

পাখনা বিহীন, অসংখ্য প্রানী,
বিড়ালের অবয়ব।
বাকশক্তিহীন দাঁত **বিশিষ্ট তাদের,**
গজবে নিঃশেষ করিবেন রব।

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে, এই দাব্বাতুল আরদ্ এর কোন পাখনা থাকবে না। তারা সংখ্যায় অগনিত হবে। দেখতে প্রায়ই বিড়ালের আকৃতির হবে। তাদের দাঁতের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকায় বোঝা যাচ্ছে দাঁতই তাদের মূল হাতিয়ার হবে। আর বিশেষ উল্লেখ্য যে, তারা কথা বলবে না। যেহেতু কুরআনে বলা আছে যে, ‘‘যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে তখন আমি মাটির গহবর হতে বের করবো এক জীব (দাব্বাতুল আরদ্), যা তাদের

সাথে কথা বলবে, এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনগুলো অস্বীকার করেছে''। (সুরা নামাল, আয়াতঃ ৮২)

তার প্রেক্ষিতে লেখল তার মূল কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মিকাইয়া (আঃ) এর জামানায়, একজন নষ্টা নারী অন্যের দ্বারা গর্ভপাত করে একটি বাচ্চাপ্রসব করে বলে যে, এ বাচ্চা টি মিকাইয়ার বাচ্চা। তখন সবাই জড়ো হয়ে সত্য জানতে চাইলে, হযরত মিকাইয়া (আঃ) বাচ্চাটির পেটে হাত দিয়ে বলে যে, হে বৎস্য তোমার পিতার নাম কি? তখন নাবালক টি সঠিক উত্তর দেয়, যে মিকাইয়া নয় আমার বাবা অমুক।

এবং ইউসুফ (আঃ) এর সময়ও ইউসুফ কে নির্দোষ প্রমাণ করতে একটি নাবালোক বাচ্চা কথা বলে সাক্ষী দেয়। এ দ্বারা এ কথা বলা যাবে না যে, বাচ্চা দুটি সবসময়ই কথা বলেছে/তারা কথা বলতো। বরং একথা বলা যায় যে, বাচ্চা দুটি একবার করে কথা বলেছে। কারণ তা ছিলো, নবীদের নির্দোষ প্রমাণ করা এবং তা ছিলো হযরত মিকাইয়া (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এর মুজিজা। যেন সবাই নিদর্শন পেয়ে যায়, কেউ অস্বীকার না করে। ঠিক তেমনি, এই দাব্বাতুল আরদ্ও ঐ শিশুদের ন্যয় ১ বার কথা বলবে। যাতে করে যারা আল্লাহর নিদর্শন মানতো না তারা সঠিক জবাব পেয়ে যায়।

হযরত ঈসা (আঃ) তাদের উত্থান সমন্ধে জিজ্ঞাসিত করলে আল্লাহর হুকুমে, তারা মানুষের সামনে একবার কথা বলবে। আর তা হবে হযরত ঈসা (আঃ) এর মুজিজা। আয়াত দ্বারা একথা বোঝানো হয়নি যে, দাব্বাতুল আরদ্ সবসময়ই কথা বলবে। বরং তারা একবার কথা বলবে। কারণ, কুরআনে বলা আছে, "তারা কথা বলবে এ কারণেই যে, মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে।" (সূরা নামল, আয়াতঃ ৮২)

তাই তারা একবার কথা বলবে যেন, অস্বীকারকারীগণ স্বীকার করে নেয়। তিনি লিখেছেন, এটাই ঐ আয়াতের সঠিক তাফসির।

*তারা মানুষকে অত্যাচার করবে। অতঃপর, কোন এক ব্যাধিতে ঐ বছরই তাদের ধ্বংস হবে। বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত ব্যাখ্যা টি লেখক "আশ-শাহরান" এর নিজের লেখা ব্যাখ্যাই প্রচার করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

প্যারাঃ (৮৬)

বছর শেষেই প্রাচীর **ভাঙ্গিয়া,**
ইয়াজুজ-মাজুজ এর দল।
প্রকাশ পাইয়া আক্রমন চালাবে,
তারা জনশক্তিতে সবল।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, ২০৬৬ সালে দাব্বাতুল আরদের উত্থান ও পতনের পরবর্তী বছরই ২০৬৭ সালে যুলকারনাঈনের প্রাচির ভাঙ্গিয়া ইয়াজুজ-মাজুজ এর দল পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। তারা বের হয়ে এসে মানব সমাজে আক্রমন চালাবে। আর তারা জনশক্তিতে ব্যপক সবল হবে।

প্যারাঃ (৮৭)

হাতে থাকিবে তীর-ধনুক আর,
আকারে থাকিবে ভিন্ন।
পশ্চাৎ হইবে পশুর ন্যায়,
দেহ সবল ও জীর্ন শীর্ন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রধান অস্ত্রই হবে তীর-ধনুক। আর তারা আকারে বিভিন্ন ধরনের হবে। কেউ লম্বা, কেউ বেটে, কেউ মোটা, কেউ চিকন ইত্যাদি। তাদের পিছন হবে পশুর মত। অর্থাৎ, পা হবে এমন যাতে করে লাফাতে পারে (যেমনঃ ক্যাংগারু)। আর হয়তো লেজও হতে পারে। (আল্লাহই ভালো জানেন)

প্যারাঃ (৮৮)

মানবজাতির অভিশাপ স্বরূপ,
আগমন হইবে তাদের।
হযরত ঈসা (আঃ) করিবেন দোয়া,
সাহায্য চাইবেন রবের।

ব্যাখ্যাঃ এই ইয়াজুজ-মাজুজ এর আগমন মানুষের জন্য অভিশাপ, গজব ও শাস্তির কারণ হবে। তখন ঈসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবেন।

প্যারাঃ (৮৯)

দুই-তৃতীয়াংশ মানব হত্যা করিবে,
প্রকাশ পাওয়ার পর।
আসমান থেকে আসবে গজব,
তাদের ঘাড়ের উপর।

ব্যাখ্যাঃ ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর ভেঙ্গে বের হয়ে আসার পর, ঐ সময়ের পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষকে হত্যা করবে। তারপর, মহান আল্লাহ তাদের ঘাড়ের উপর কোন একটি অসুখ দিবে। যা মহামারী আকার ধারন করবে।

প্যারাঃ (৯০)

প্রকাশ পাওয়ার সনেই হবে,
ধ্বংস পঙ্গপাল।
সুখ ও শান্তি আসিবে ফিরিয়া,
দুঃখ যাইবে অন্তরাল।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক, আশ-শাহরান ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে, যে বছর ইয়াজুজ-মাজুজের প্রকাশ হবে ঐ বছরের শেষের দিকে তারা গজবে শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ২০৬৭ সালেই বের হয়ে ২০৬৭ সালেই মারা যাবে।

প্যারাঃ (৯১)

শাসন আমল চলিবে ঈসা (আঃ)-এর,
তেতত্রিশটি বৎসর।
ওয়াফাত হবে, কবরস্থ হবে,
এই দুনিয়ার উপর।

ব্যাখ্যাঃ হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় আগমন করে ৩৩ বছর জীবিত থাকবেন। তারপর, তাঁর ওফাত (মৃত্যু) হবে। মুসলমানেরা তার জানাযার ছলাত আদায় করবে এবং দুনিয়াতে তাঁকে কবরস্থ করবে।

প্যারাঃ (৯২)

এরপর চলবে দুই-তিন বর্ষ,
শান্তিময় বসুন্ধরা।
তারপর সবাই ধীরে ধীরে হবে,
আদর্শ ও ঈমান হারা।

ব্যাখ্যাঃ বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর ২-৩ বছর তার আদর্শ মতে পৃথিবীবাসী চলতে থাকবে। তার পর সবাই ধীরে ধীরে ঈমান হারা হতে থাকবে। শয়তানকে অনুসরণ করতে থাকবে।

প্যারাঃ (৯৩)

অশ্লীলতা, পাপ-পঙ্কিলতায়,
ভরে যাবে ধরণী ফের।
কাবাগৃহের উপর আক্রমন করিবে,
সৈন্যরা জর্ডানের।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর কিছু বছরের মধ্যেই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে উঠবে। জঘন্যতম অন্যায় তাদের দ্বারা হতে দেখা যাবে। অতঃপর, যুগ যুগের পবিত্র কাবা গৃহের উপর, বর্তমান জর্ডানের ঐ সময়ের নেতার নেতৃত্বে অসংখ্য সেনাবাহিনী আক্রমন করবে।

প্যারাঃ (৯৪)

কাবাগৃহ ভাঙ্গবে জর্ডানী হাবশি,
একুশশত দশে তা হবে নিশ্চিহ্ন।
প্রকাশ্য যেনায় মাতিবে তারা,
রাখিবে পাপের পদচিহ্ন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, যার নেতৃত্বে কাবাগৃহ ভাঙ্গা হবে, সে জর্ডানের একজন হাবশি বংশদ্ভোত ব্যক্তি হবে। এই মর্মাহত ঘটনা ২১১০ সালে ঘটবে। (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)। আর তাঁর কথা হাদিসেও আছে, যেখানে মহানবী ﷺ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

প্যারাঃ (৯৫)

কাবাগৃহ ভাঙ্গার দশ বর্ষ পর,
আসিবে শীতল হাওয়া।
মুমিনেরা প্রাণ **হারাইবে তাতে,**
এটাই রবের চাওয়া।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, কাবাঘর যখন জর্ডানের এক হাবশী ভেঙ্গে ফেলবে (২১১০) তার ১০ বছর পর (২১২০ সালে) এক ধরনের শীতল হাওয়া আসবে। তার ফলে, যে সকল ঈমানদার মুমিনগণ পৃথিবীতে টিকেছিলো তাদের জান কবজ হয়ে যাবে। তারপর গোটা বিশ্বে তিল পরিমাণ ঈমানও আর থাকবে না। (হাদিছে উল্লেখ্য আছে, শীতল হাওয়া দ্বারা মুমিনদের রুহ কবজ, কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী আলামত)
তারপরে, পরে রবে শুধু ঈমানহারা বেঈমান, নিকৃষ্ট হতভাগা জাতি।

প্যারাঃ (৯৬)

ঈমান ছাড়া পৃথিবীবাসী,
হইবে পশুর অধম।
নিকৃষ্টতার চূড়ায় **পৌছাবে,**
করিবে সকল সীমালঙ্ঘন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, যখন কোন মুমিন ব্যক্তি থাকবেনা, তখন বাকি নরকিটরা এতটা অশ্লীলতায় ডুবে যাবে, এমন নিকৃষ্ট কাজ করবে, যা ইতিপূর্বে কোন জাতিই করেনি। তারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

প্যারাঃ (৯৭)

বছর শেষেই পশ্চিম দিকে,
হইবে সূর্যোদয়।
তাওবাহর দরজা হইবে বন্ধ,
আসিবে কিয়ামতের মহালয়।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন, ২১২০ সালে শীতল হাওয়া আসার ১ বছর শেষে বা ১ বছর শেষ হবার পর যে কোন সময়, যে কোন মুহুর্তে, পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদয় হবে। আর আমরা জানি, পশ্চিমে সূর্য উদয় যেদিন হবে, তখন থেকেই তাওবাহর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে যে কোন সময় কিয়ামত সংঘটিত হবে। সঠিক সময় কারোই জানা নেই।

প্যারাঃ (৯৮)

চলে আসিবে সেই মহা কিয়ামত,
বেশি দূরে নয় আর।
পৃথিবীবাসীকে এই কবিতায়,
করিলাম হুঁশিয়ার।

ব্যাখ্যাঃ লেখক সতর্ককারী স্বরূপ সতর্ক করে বলেছেন যে, কিয়ামত বেশি দূরে নয়। খুব দ্রুতই চলে আসবে। অতএব, সময় থাকতেই সাবধান হও!

প্যারাঃ (৯৯)
গায়েবী মদদে পাইলাম কথন,
দুই-সহস্র-দশ-আট সালে।
অদ্ভুত এই "আগামী কথন"
ফলে যাবে কালে কালে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহরান বলেছেন, এই কবিতার জ্ঞান সে গায়েবী মদদে লাভ করেছে। আর তিনি বলেছেন, অদ্ভুত ভাবে সবাই দেখতে পাবে, কালে কালে এই আগামী কথন ঠিকই ফলে যাবে।

প্যারাঃ (১০০)
রহস্যময় এই পুঁথিগাথা,
খোদায়ী মদদে পাওয়া রতন।
শেষ করিলাম, আমি এক্ষণে,
পৃথিবীর 'আগামী কথন'।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন, আগামী কথন একটি রহস্যময় পুঁথিগাথা। যা তিনি খোদায়ী মদদে পেয়েছেন অর্থাৎ, আল্লাহ নিজেই তাঁকে দান করেছেন। আর এই 'আগামী কথন' লেখকের কাছে অমূল্য রতন। এই বলে তিনি তার আগামী কথনের সমাপ্তি ঘোষনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

(অপব্যাখ্যার মূল উৎপাটন ও ভ্রান্তি নিরসন)

৩.১ ওলামায়ে সূ দ্বারা হাদিসের অপব্যাখ্যা

যুগে যুগে মুমিনদের বিপরীতে শত্রু হিসেবে শুধু মুশরিক, কাফিররাই ছিল না। তার সাথে ছিল মুনাফিক ও নামধারী আলেম। এরা মুসলমান সেজে থাকলেও তাদের থেকে মুমিনদের ক্ষতি হয় যা তুলনায় কাফির-মুশরিকদের থেকেও বেশি হয়ে থাকে। প্রায় প্রত্যেক জামানাতেই এরকম নামধারী, পথভ্রষ্ট আলেমদের দেখা মিলে। এই সকল নামধারী আলেমরা যে কুরআন, হাদিস জানে না তাও না। তারপরও এরা এমন কিছু কাজ করে যার কারণে এদেরকে পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম জীব বলা হয়। এদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে। এই কিছু সংখ্যক ওলামায়ে সূ দ্বারা ইসলামের ক্ষতি বিবেচনা করলে তা বিধর্মীদের ক্ষতির পরিমাণ থেকে বেশি হবে। এদের মূল কাজ হচ্ছে তাগুত জালিম শাসকের দরবারে গমন ও কুরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা। তারা তাগুত জালিম সরকারের পক্ষে ফতোয়া দিয়ে থাকে। এরা কুরআন ও হাদিসের যে অপব্যাখ্যাগুলো করে থাকে তা দিয়ে মূলত মুসলিম উম্মাহ পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কিছুই হয় না। তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো যেমন আকিদা, ফরজ বিধান, হারাম-হালাল এরকম বিষয়ে মিথ্যা-বানোয়াট ও অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে ধোঁকা দেয়। তারা এক ধরনের মুনাফিকি করে মুসলিম উম্মাহর সাথে। হাদিসে এসেছে-

হযরত বুরাইদা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন মুনাফিক সম্প্রদায়, কাফেররাও নয়।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১২০৯)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় মিথ্যাবাদী আলেম বৃদ্ধি পাবে, তারাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৪)

হযরত আলী (রা:) বলেন, অদূর ভবিষ্যতে মানব জীবনে এমন এক জামানা আসবে যখন ইসলামের নাম আর কুরআনের শব্দ বাক্য ছাড়া কিছুই থাকবে না। তারা তাদের মসজিদগুলোকে প্রাসাদ বানাবে বটে কিন্তু সেগুলো আল্লাহর স্মরণ থেকে শূণ্য থাকবে। সে যুগের অধিবাসীদের মধ্যে তাদের আলেমগণই হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। তাদের থেকেই ফিতনার উদ্ভব ঘটবে, আবার তা তাদেরই দিকে ফিরে যাবে।

- (তাফসীরে কুরতবী, ১২তম খণ্ড, পৃঃ ২৮০; সূরা মুহাম্মাদ, আঃ ২৬)

রসূল ﷺ জানতেন যে, তার পরে একদল আলেমদের জন্ম হবে যারা দ্বীনের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করবে কিন্তু সে জ্ঞানকে দুনিয়াবী স্বার্থে ব্যবহার করবে, জেনে শুনে ইলম গোপন করবে, জালেম-কুফফার শাসকদের পক্ষে কথা বলবে। তাই তিনি আমাদেরকে এইসব দুনিয়ালোভী আলেমদের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। রসূল ﷺ আরও বলেছেনঃ 'তোমরা জেনে রাখ সব খারাপের মাঝে সবচেয়ে বড় খারাপ হচ্ছে আলেমদের মাঝে যারা খারাপ তারা আর সব ভালোর মাঝে সবচেয়ে ভাল হলো আলেমদের মাঝে যারা ভালো তারা।"

- (সুনানে দারেমী ৩৭০; মিশকাত ২৪৯)

এরা ছোট দাজ্জাল বা তার চেয়েও ভয়ানক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় অধিকহারে পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। আর তাদের ঘাড়ে অধিক গোস্ত আর পেট উঁচু (ভুড়ি) হবে, তারাই দাজ্জাল।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আউস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মতের জন্য কোন কিছুর ভয় করিনা, পথভ্রষ্ট আলেম ব্যতীত।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৫)

হযরত আবু যার (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ এর নিকট একদিন উপস্থিত ছিলাম এবং আমি তাকে বলতে শুনেছি, এমন কিছু রয়েছে যেটির ব্যাপারে আমি আমার উম্মতের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয় করি। তখন আমি ভীত হয়ে পরলাম, তাই বললাম হে আল্লাহর রসূল ﷺ! এটি কোন জিনিস? যার ব্যাপারে আপনি আপনার উম্মতের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয় পান? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, পথভ্রষ্ট আলেমগণ।

- (মুসনাদে আহমাদ ২০৩৩৫; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৫২)

রসূল ﷺ বলেছেনঃ ‘‘নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মাহ্-এর জন্য কোন কিছুরই ভয় করি না, পথভ্রষ্ট আলিমগণ ব্যতীত। এভাবে যখন আমার উম্মাহ্-এর বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠানো হবে, এটা তুলে নেওয়া হবে না বিচার দিবস পর্যন্ত।’’

- (মুসনাদ আহমাদ ১৬৪৯৩, ২১৩৬০, ৩১৩৫৯, ২০৩৩৪; আদ্-দারিমী ২১১, ২১৬)

এছাড়াও আরো হাদিস যা শেষ জামানার আলেমদের বিষয়ে আমাদের রসূল ﷺ বলে গেছেন তা ১.৪ নং অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

যারা ফিতনা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তারা তা চিনতে পারবে

হাদিসে এসেছে, হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফিতনাকালীন হক্ব-বাতিল উভয়টা একটি আরেকটির সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে কিন্তু যারা হক্বকে যথাযথ ভাবে জানবে এবং বুঝবে, কোনো ধরনের ফিতনা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।

- (মাওকুফ, সনদ বিচ্ছিন্ন, আল ফিতান, ইবনে হাম্মাদ ১৩২)

আমাদের নবী ﷺ বিশেষভাবে শেষ জামানার আলেমদের সম্পর্কে বলে গেছেন। শেষ জামানায় বেশির ভাগ আলেম এর লেবাস পড়লেও তারা আলেম হবে না। তারা হবে পথভ্রষ্ট। তাদের ফিতনা দাজ্জালের ফিতনা থেকেও ভয়াবহ হবে কিছু বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে। তারা উম্মতকে দলে দলে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তারা কুরআন, হাদিস পড়লেও তা তাদেরকে গোমরাহী এর দিকে নিয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ফিতনা তোমাদেরকে জড়াবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাতে বড়রা আরো বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা বড় হতে থাকবে। মানুষ তাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে। যখন তাতে কোন কিছু পরিবর্তিত হবে তখন লোকেরা বলবে এটা দ্বীন পরিপন্থী। কেউ জিজ্ঞাসা করলো তা কখন ঘটবে? তখন তিনি বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে নেতারা আধিক্যতা লাভ করবে আর আমানতদার ব্যক্তি কমে যাবে। বক্তাবৃন্দ আধিক্যতা লাভ করবে আর দ্বীনের বিজ্ঞ আলেমগণ (ফকীহ) কমে যাবে। তার দ্বীন ব্যতিত অন্য কিছু (বদদ্বীন) শিক্ষা করবে এবং তারা আখেরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া অন্বেষণ করবে।

- (আল ফিতান, ইবনে হাম্মাদ ৬৯; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৩৬৪৬৮)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনু ইয়ামান (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে, যদ্বারা মানুষের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হবে। এমনকি তখন অনেক তালাশ করেও কোনো জ্ঞানী লোক পাওয়া যাবেনা। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় প্রকার ফিতনার কথা উল্লেখ করেছেন।

- (যঈফ, আল ফিতান, ইবনে হাম্মাদ ১০৭)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামতের পূর্বে বিশেষ কিছু হত্যার কথা আলোচনা করেছেন, এমনকি মানুষ তার প্রতিবেশি, ভাই এবং চাচাতো ভাইকেও হত্যা করবে। এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেন, সেদিন কি আমাদের সাথে আমাদের জ্ঞান থাকবে? জবাবে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে যুগের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। মানুষের মধ্যে নির্বোধ ও বোকারাই বাকি থাকবে। তারা নিজেদেরকে খুবই তুচ্ছ মনে করবে, আসলেই তারা অত্যন্ত তুচ্ছ হবে।

- (আল ফিতান, ইবনে হাম্মাদ ১১৫)

তবে এরপরও প্রত্যেক জামানায় কিছু হক আলেম থাকেন। আলেম শব্দের অর্থ জ্ঞানী এবং এই জামানায় যারা কুরআন সুন্নাহ অধ্যায়ন করেছে তাদেরকে আমরা আলেম বলে থাকি। তবে তারা যদি সেগুলোর অপব্যাখ্যা করে, অপপ্রচার করে, শাসকের দরবারে গমন করে তাহলে? তারপরও তাদের টাইটেল আলেমই দেওয়া হয় যদিও তারা জাহান্নামী নিকৃষ্ট জীব। তাই আমাদেরকে সত্য-মিথ্যার মিশ্রিত রূপ থেকে তা আলাদা করতে হবে। এদেরকে বাছাই করতে হবে এবং এই পথভ্রষ্ট আলেম নামক আগাছা তুলে ফেলতে হবে। এই জামানায় সঠিক ও বেঠিক নির্ণয় কথিত আলেম দিয়ে করা হলে তা হবে মূর্খতা। প্রত্যেক আলেমকে মাপতে হবে কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে। এমনকি তাদের দশটি কথা থেকে দশটি কথাই কুরআন-হাদিস থেকে প্রমাণিত ও সঠিক গ্রহণযোগ্য যুক্তি-প্রমাণ ও দলিল দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। তবে এটাও সাধারণ যে অনেক আলেমগণ থেকে অনেক বিষয়ে ভুল হতে পারে। আমরা শুধু ভুলটুকু বাদ দিয়ে সঠিকটি গ্রহণ করবো, তার কারণে তাকে পরিত্যাজ্য করবো না। কিন্তু শাসকের দরবারে যাওয়া, জিহাদের অপব্যাখ্যা করা তা কোন সাধারণ ভুল নয়, এটা তাদের থেকে

অজ্ঞাতে হয়ে যাওয়া ভুলও নয়। এটি মারাত্মক ভুল যা তাদের ইচ্ছাধীন বিষয় থেকেই হয়। এই জামানায় পথভ্রষ্ট আলেমদের সংখ্যা সর্বোচ্চ। এছাড়াও অসংখ্য আলেমরা আজ গণতন্ত্র আর মিছিল-মিটিং নিয়ে পড়ে আছে, এটাকেই বলছে এখন জিহাদ। তারা কুরআন-হাদিস কম জানে বলে কি তাদের পথভ্রষ্ট আলেম বলা হয়েছে? তাহলে কি কি কারণে পথভ্রষ্ট আলেম উপাধি দেওয়া হয় এটা অনুসন্ধান করা সবার দরকার, নাহলে এই ফিতনার জামানায় যেকোন জাহান্নামী দলে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা অনেক। যেমনটি রসূল ﷺ এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, “নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইল্‌ম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নেবেন (অর্থাৎ, আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে)। অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।”

এইসকল পথভ্রষ্ট আলেমদের চিন্হিত না করতে পারলে ভুলে তাদের ভ্রান্ত মতবাদে দীক্ষিত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। যেমন পরিচিত ফরজ বিধান জিহাদ এর অপব্যাখ্যা। বেশির ভাগ পথভ্রষ্ট আলেমরা এর অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কুরআন-হাদিস উচ্চারণ করলেও তার অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে সত্য থেকে দূরে রাখে।

তাদের জন্য হাদিসে এসেছে

আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আম্‌র ইবনে আ’স (রা:) থেকে বর্ণিতঃ নাবী ﷺ বলেছেন, “আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়। বনী-ইসরাঈল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদীস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।”

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ১০৭; সুনান ইবনু মাজাহ ৩৬; সুনান আবূ দাউদ ৩৬৫১; মুসনাদে আহমাদ ১৪১৬, ১৪৩১; রিয়াদুস সলেহিন ১৩৮৮; দারেমী ২৩৩)

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, এমন এক সময় আসবে, যখন দেখবে, অনেক আলেম রয়েছে কিন্তু তাদের আমল থাকবে না। রাবি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের পথভ্রষ্ট আলেম বলেছেন। আর মসজিদের বাহির থেকে দেখবে চাকচিক্য, কিন্তু সেখানে কোন ঈমানদার নেই। আর সেই যুগটাই মূর্খের যুগ।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৫৬)

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিঃ) বলেছেনঃ “যদি কোন শায়খ কুরআন এবং সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে যে আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করেনা, তখন সে একজন ধর্মত্যাগী এবং কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে, যে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত”।

- (আল ফাতওয়া, ইবনে তাইমিয়া, খন্ডঃ ৩৫, পৃষ্টাঃ ৩৭৩)

তবে তারা দ্বীনকে কখনো মিটাতে পারবে না

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। আর তাঁরা দ্বীনকে মৃত্যুর অবস্থায় নিয়ে যাবে। ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রা:) এর বংশ থেকে একজন বালককে পাঠাবেন। যার মাধ্যমে দ্বীন জীবিত (দ্বীন সংস্কারসাধন) হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৬)

৩.২ সত্য থেকে মানুষকে দূরে রাখার কূটকৌশল

শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেমদের সংখ্যা বেশি হবে আর যারা সত্যবাদী হকপন্থী হবে তারা নির্যাতিত হবে যা অসংখ্য হাদিস থেকে পাওয়া যায়। এটার প্রমাণ আগের উল্লিখিত হাদিসগুলো। কিন্তু বিশেষভাবে তারা সত্য থেকে মানুষকে দূরে রাখছে ও ইসলামের বিরুদ্ধেও কাজ করছে। এর কারণগুলো কি হতে পারে? দুনিয়ার চাকচিক্য, দুনিয়ার সম্পদের লোভ, ক্ষমতার লোভ, জনপ্রিয়তা, অহংকার আরো অনেক কিছু রয়েছে। মূল কারণ বলতে গেলে এটিই যে তারা আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশি মূল্যবান মনে করে। অনেকেই আছে যারা সমাজে আজ আলেম সেজে আছে কিন্তু তাদের মধ্যে ইসলামের ছিটেফোটাও নেই। তারা একদিক দিয়ে যেরকম পথভ্রষ্ট তেমন অন্যদিক দিয়ে অহংকারী হয়ে থাকে। তারা মূলত আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করে। হাদিসে এসেছে-

আনাস রা: বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আগে রাতের আঁধার টুকরার মত ফিতনা দেখা দিবে। সকালে এক জন মুমিন থাকবে, তো সন্ধায় সে কাফির হয়ে যাবে। সন্ধায় মুমিন থাকবে, তো সকালে কাফির হয়ে যাবে। মানুষ তার দ্বীনকে দুনিয়ার জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে।

- (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৩৬৫১৫)

সমাজ ব্যবস্থাও এমন যে, কোন সাধারণ মুসলিম কোন ভালো কাজ করলেও তার প্রতিদানও চায় দুনিয়া থেকে। আর অনেক বাতিল আলেমরাও নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করে থাকে এই দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যেই। তারা সুন্নত ও বিদআতকে মিশ্রিত করেছে ও সুন্নতকে বদলাচ্ছে। তারা মুসলিম উম্মাহর সঠিক মুক্তির পথ ও সঠিক ইসলামকে তুলে ধরে না। তারা দরবারে গমন করে ক্ষমতার জন্য, দুনিয়ার সম্পদ লাভের জন্য তাগুত ও জালিম শাসকের পক্ষে কথা বলে। আর যখন জিহাদের কথা আসে যা মুসলিমদের একমাত্র পরিত্রাণের উপায় তখন তারা জিহাদ এর বিরুদ্ধেও কথা বলে। হাদিসে সরাসরি এই বিষয়ে এসেছে-

আব্দুল্লাহ (রা:) বলেছেন, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন ফিতনার কাপড় তোমাদের পড়ানো হবে? অল্প বয়সীরা সে সময় সীমা ছাড়াবে, এবং বয়স্করা দুর্বল হয়ে পড়বে। মানুষ

এটাকে সুন্নাহ হিসাবে নিবে। এর মাঝে কিছু পরিবর্তন করলে মানুষ বলবে, "তুমি সুন্নাহকে বদলাচ্ছো।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, এটা কখন হবে, আবু আব্দুর রহমান?
: যখন তোমাদের মাঝে লিখাপড়া জানা লোক বেড়ে যাবে কিন্তু বিশ্বস্ত লোক কমে যাবে। যখন তোমাদের মাঝে নেতা বেড়ে যাবে কিন্তু ফকিহ কমে যাবে। যখন তোমরা আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়ার সন্ধান করবে।

- (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৩৬৪৫৭)

তারা মূলত দুনিয়ার জন্যই আলেম সাজবে ও আখেরাতের বিনিময় চাইলেও মূলত দুনিয়ার জন্য উপার্জন করবে। আজ যখন দান করা হয় তখন তারা দুনিয়ার কথা চিন্তা করে, যখন কোন ইসলামী কার্যক্রম হয় তখন দুনিয়ার লাভ খোঁজে। তারা সর্বক্ষণ অর্থ উপার্জন ও ক্ষমতার কথা চিন্তা করে। তাদের সামনে যখনই সত্য উপস্থাপন করা হয় তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তো বটেই উল্টো তারা বিপরীত ব্যাখ্যা ও বিদ্রোহ পোষণ করে ও সাধারণ মুসলিমদেরও বিভ্রান্ত করে। সেখানে তারা কাউকেই ছাড় দিতে চায় না যারাই তাদের মতাদর্শী হয় না। এ যেন সেই ইহুদী আলেমদের আরেক প্রতিরূপ। যারা তখনকার বাদশাহদের তাদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। সত্যসহ আগমনকারী নাবী-রসূলদের সাথে বিদ্রোহ করেছিল। যেমনভাবে করেছিল হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথে। আর তারা নবীদের হত্যাও করেছিল। আর হয়েছে আল্লাহর অভিশপ্ত জাতি। তারা নিজেদের ঠিক ঈসা (আঃ) এর জামানার সেই ইহুদী আলেমদের মতই গর্ব করে জাহির করে। তারা নিজেদের বলতো- আমরাই রবের ইবাদতকারী, কিতাবধারী, কিতাবের সংরক্ষণকারী, এর উত্তরসূরি। আর আজকের পথভ্রষ্ট আলেমরা ঠিক এভাবেই বলছে, আমরাই নবীর ﷺ উত্তরসূরি। যদিও তাদের মধ্যে নবীর ﷺ কোন আদর্শ নেই।

আজ এই আলেম সমাজের অবস্থাই যেন সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করবে। আর হাদিসে তো আছেই যে, জাহান্নামে এইসকল নামধারী আলেমদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে।

৩.৩ ফিতনার হাদিসগুলো বেশির ভাগই যঈফ হওয়ার কারণ

হাদিসের কিতাবে ফিতনা, কেয়ামতের আলামত, মালহামা বা আগামীর অবগতির বিষয়ে কোন হাদিস খুঁজলে দেখা যায় সেই হাদিসগুলো বেশির ভাগ সময়ই দুর্বল বা জঈফ হয়। বর্ণনার দিক দিয়ে আবার কখনো সনদের দিক দিয়ে। কিন্তু কি কারণে এই সকল হাদিস এর ক্ষেত্রেই? এর উত্তরও সরাসরি হাদিস থেকে পাওয়া যায়।

আবূ হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে দু'পাত্র 'ইলম আয়ত্ত করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি এমন যে, প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে। 'আবদুল্লাহ্ (রহ.) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত اَلْبُلْعُومُ শব্দের অর্থ খাদ্যনালী।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ১২০ [আঃ প্রঃ ১১৮; ইসঃ ফাঃ ১২২]; মিশকাত ২৭১)

আবু হুরাইরাহ এমন আর কি জ্ঞান নবীজির থেকে পেয়েছিলেন যা তিনি প্রকাশ করেন নি বা প্রকাশ করতে ভয় পেতেন? তিনি শরীয়তের জ্ঞান ছাড়াও আরো দুই ধরণের জ্ঞান জানতেন যার মধ্যে একটি তাসাউফের জ্ঞান ও আরেকটি ফিতনা সংক্রান্ত জ্ঞান। দ্বিতীয় সেই জ্ঞানই হচ্ছে সেই ফিতনা সম্পর্কিত জ্ঞান যা হাদিস শাস্ত্রে খুব কমই বর্ণিত হয়েছে আর যেগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলোর বেশির ভাগই জঈফ বা হাসান। এই হাদিসগুলোর সঠিক সনদ বা বর্ণনা ঠিক না থাকার কারণে তা অনেক সময় মুনকার-অতি দুর্বল হিসেবেও চিহ্নিত হয়। তবে সেগুলোর বর্ণনা বেশির ভাগই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ ইসলামে কিছু বিষয় যা গায়েবের অন্তর্ভুক্ত তা ছাড়া আর সব কিছুই প্রকাশ করা হয়েছে। আর গায়েবের বিষয় গুলো কোনগুলো তা ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী অধ্যায়ে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। সে সম্পর্কে হাদিস-

হুযাইফাহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সেসবের বর্ণনা দিলেন। কেউ তা মনে রাখলো এবং কেউ তা ভুলে গেলো। আমার এসব সাথী তা অবহিত আছে যে, ঐ সবের কিছু ঘটলেই আমি তা এরূপ স্মরণ করতে পারি যেরূপ কেউ তার পরিচিত লোকের অনুপস্থিতিতে তার চেহারা স্মরণ রাখে। অতঃপর তাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলে।

- (সুনান আবূ দাউদ ৪২৪০; বুখারী; মুসলিম)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেছেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহর রসূল ﷺ এমন একটা ফিতনাও বর্ণনা করতে বাদ রাখেননি যেগুলো পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হবে এবং তার নেতৃত্বদানকারীর সংখ্যা তিনশো বা আরো বেশী হবে। নাবীজি ﷺ প্রতি ফিতনার আলোচনাকালে তার নেতার নাম, নেতার পিতার নাম, গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

- (সুনানে আবূ দাউদ; ৩য় বিশ্বযুদ্ধ, মাহদী ও দাজ্জাল -আসেম ওমর পৃঃ ৩৯৬)

হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি জানিনা আমার এই বন্ধুরা ভুলে গেছে নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছে। আল্লাহর কসম আল্লাহর রসূল ﷺ কেয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে এমন একজন নৈরাজ সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেন নি। তিনি ﷺ প্রতিজন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করার সময় আমাদেরকে তার নিজের নাম, তার পিতার নাম ও তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন।

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ ৪২৪১; মিশকাত ৫৩৯৩; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৩)

হযরত হুজাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম শহরের রাস্তাগুলো থেকে এমন কোনো রাস্তা কিংবা গ্রামের গলিসমূহ থেকে এমন কোনো গলি নেই যার সম্বন্ধে আমি জানিনা যে, হযরত ওসমান (রা:) কে শহীদ করার পর যাবতীয় ফিতনা ফাসাদ প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ, সবকিছু আমার কাছে পূর্ব থেকে জানা আছে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ২৭; কিতাবুল ফিতান মিন কিসমিল আফআল ৩১৩১০)

আলী রা: বলেছেন: ইসলাম কমে যেতে থাকবে। এমন কি "আল্লাহ, আল্লাহ" বলার মত মানুষ থাকবে না। এ অবস্থা হলে দ্বীনের এক শীর্ষ নেতা দাঁড়িয়ে যাবে তার পাপ নিয়ে। এর পর মানুষ বেরিয়ে তার চারিদিকে জড়ো হত থাকবে যেভাবে শরৎ কালে মেঘ জমা হয়। ওয়াল্লাহ! আমি তাদের আমীরের নাম জানি এবং তাদের ঘোড়ার জাতও জানি।

- (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৩৬৪৫৪)

এরকম ভাবে আমাদের নাবী ﷺ তিনি সব কিছুই বলে গিয়েছেন, যা সাহাবীরা জানতেন। এই সকল হাদিস যুগের পরিবর্তনে হারিয়ে গেছে সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করার কারণে। এরকম হাজারো কিতাবে হাজারো হাদিস উল্লেখ রয়েছে যাতে শুধু এই বিষয়টিই উল্লেখ আছে যে সাহাবীরা ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন। যারা এই সম্পর্কে জেনেছেন তারাও এগুলো বর্ণনা করতে ভয় করতো। তারা এগুলো বর্ণনা তেমন করেন নি, কিছু রেওয়ায়েতে এরকম এসেছে যে সেগুলো বর্ণনা করার দরুন মৃত্যুও হতে পারে। যেমন হাদিসেই এসেছে এ ব্যাপারে-

হুজাইফা (রা:) বলেছেন, আমার ইচ্ছে হয় আমার সাথে ১০০ জন লোক থাকবে যাদের অন্তর হবে স্বর্ণের। এর পর আমি একটা পাথরের উপর উঠে তাদেরকে হাদিস বর্ণনা করবো যে এরপর তারা আর কখনো ফিতনায় পড়বে না। এরপর অল্প অল্প করে আমি চলে যাবো। আমি আর তাদের দেখবো না, তারাও আমাকে দেখবে না।

- (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৩৬৪৫৭; আল-ফিতান)

হুজাইফা (রা:) বলেছেন, আমি যদি তোমাদের বলি যা আমি জানি, তবে তোমরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক ভাগ আমাকে কতল করবে। এক ভাগ আমাকে কোনো সাহায্য করবে না। আর এক ভাগ আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

- (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৩৬৪৭০)

মুফতি কাজী ইবরাহীম, যিনি শেষ জামানা সম্পর্কে বাংলাদেশে একজন গবেষক হিসেবে পরিচিত তার বক্তব্যে বলেন (হুবহু নকল)- ‘‘কেয়ামত বিষয়ক হাদিস দুর্বল হবে এটাই নিয়ম। এগুলি সবল হবে না, সহীহ হবে না এটাই নিয়ম। হুকুম-আহকাম বিষয়ক, নামাজ-রোজা, হজ-যাকাত বিষয়ক হাদিস সহীহ হইতে হবে এটা নিয়ম। আর কেয়ামতের সংবাদ, কোন রাজা কেমন, তার সৈন্যবাহিনী কেমন, সে কি করবে এই সংক্রান্ত হাদিসগুলি দুর্বল হওয়াই নিয়ম। দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে সহীহ খোঁজা বোকামি। যারা সহীহ খুঁজে তারা হাদিসের প্রাথমিক ছাত্র। হাদিসের চূড়ান্ত ক্লাসের ছাত্র তারা হতে পারে নাই। কারণ কি, এই হাদিসগুলি যারা বর্ণনা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম তাদের মধ্যে শীর্ষ একজন সাহাবী আবু হুরাইরা রাঃ। উনি বলেছেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে দু’পাত্র ‘ইলম আয়ত্ত করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি এমন যে, প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে’। নামাজের বিধানগুলি, যাকাত, সিয়াম, হজ-ওমরা, ইবাদত-বন্দেগী, আখলাক, মু’আমালাত, আকাইদ এই বিষয়ের হাদিসগুলি তোমাদের সব দিয়ে দিয়েছি, একটি

হাদিসও আমি না বলে যাইনি। আমার কাছে আরেক ব্যাগ হাদিস আছে, আমি যদি এগুলি ছড়িয়ে দেই, সবার কাছে বলতে যাই, আমার এই গলা কেটে দেওয়া হবে। এজন্য এই হাদিস সবার সম্মুখে আবু হুরাইরা (রা:) কখনো বলেন নাই। দু এক জনের কাছে বলে গেছেন যারা খুব বিশ্বস্ত আর মৃত্যুর আগে দু তিন জনকে বলে গেছেন, এই। এজন্য হাজার হাজার, লাখ লাখ ছাত্ররা শুনলে না এক হাজার ছাত্রের মধ্যে একশ পাবো আমি সহীহ হাদিসের রাবী। ঠিক না? উনি বায়ানই করেছেন তিন-চার জনের কাছে, আমি সহীহ পাব কই। এখানে সহীহ পাওয়া, সহীহ খোঁজা বোকামি, জাহালত, এইসব হাদিস সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই হাদিসের যিনি বিশেষজ্ঞের বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) যার ব্যাপারে বলা হয় দশ লক্ষাধিক হাদিস তার মুখস্ত ছিল, সেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলতেন, 'তিনটা ইলম আছে এগুলোর কোন সনদ পাইবা না। ঐ তিন এলেমের হাদিসগুলির সনদ, সূত্র পাইবা না। কিন্তু ওইগুলি শুদ্ধ মানতে হবে। তাফসীর, আল আশরাত, আল মালাহিম। কুরআনের তাফসিরের রেওয়ায়েত সব সহীহ পাওয়া যায় না। কারণ কুরআন নিজেই তো আছে। এখানে রেওয়ায়েত না পাইলেও তেমন সমস্যা নেই। কুরআন একাই একশ। দ্বিতীয় হলো কেয়ামতের আলামত আর তৃতীয় হলো শেষ জামানার যে মহাযুদ্ধগুলি হবে এগুলির সহীহ সনদ পাওয়া যায় না। ভয়ে এগুলি কেউ বলে নাই। যে বলছে, তারে বন্দী করছে, ফাঁসি দিসে, তারে দেশান্তরিত করছে। আমি যদি এখন বাংলাদেশে বসে কিছু হাদিস বলি যে, আমাদের অমুক নেতাদের নাম এই হাদিসে আছে, আমারে রাখবো আস্ত? যার ফলে আমি ডরে-ভয়ে কোনদিনও কারো নাম থাকলেও বলতাম না। খামাখা আমার মরার দরকার আছে!''

হাদিস থেকে সহজেই এই বিষয়টি প্রমাণ হয় যে, কিছু হাদিস বা রসূল ﷺ থেকে পাওয়া এক ধরনের জ্ঞান সাহাবীরাও তেমন বর্ণনা করতেন না, তবে সেগুলো যে হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত নয় তা তাদের হাদিসগুলো থেকেই বুঝা যায়। আর কেন বর্ণনা করতেন না তার কারণগুলোও হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এই সকল ফিতনা, মালহামার হাদিসগুলো সরাসরি রসূল ﷺ থেকে বর্ণিত না হয়ে বেশির ভাগ সময়েই সাহাবী বা তাবীঈদের কাছ থেকে তাদের নিজের ভাষায়ই বর্ণিত হতে দেখা যায়, তাতে বর্ণনার তারতম্যও ঘটে। তাই বর্ণনার দিক দিয়েও এগুলি দুর্বল থেকে যায়। তেমনি সনদেও দুর্বল থেকে যায়। আর বর্ণনার বিভিন্ন তারতম্য এগুলোকে আরো দুর্বলভাবে উপস্থাপন করতে বাধ্য করে। তবে একই রকম বর্ণনা বেশি পাওয়া গেলে সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয় আর তা হাসান পর্যায়েরও কাছাকাছি চলে যায় যখন তার পক্ষে সহীহ রেওয়ায়েতও থাকে। কিন্তু এরপরও অনেকে ফিতনার হাদিসগুলো জঈফ বা দুর্বল বলে এড়িয়ে যায়, আর দেখা যাচ্ছে সেই বাণীগুলোই আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে, এতেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে সেগুলো সত্য আর যেগুলো হয় না তা ভুল বর্ণনা। যেমন একটি উদাহরণ- সুনান আন-নাসাঈর হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে তিনটি হাদিসের দুটিই দুর্বল সনদের কিন্তু একটি হাদিস সহীহ সনদে বর্ণিত হওয়ায় সকল আলেমগণ সেই দুইটি দুর্বল হাদিসকেও গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তা দলিল হিসেবেও সহীহ এর পাশে স্থান দিচ্ছেন। যেমন স্থান দিয়েছেন মাওলানা আসেম ওমর তার মাহদী ও দাজ্জাল বইতে, আবু

উমার আল মুহাজির তার নেদায়ে তাওহীদ বইতে ইত্যাদি। আমরা এই বইয়ে কোন হাদিসগুলো নিয়েছি, কোন মূলনীতি অনুসরণ করেছি তা নিয়ে একটি পরিচ্ছেদ দেওয়া থাকবে একদম শেষে ইনশাআল্লাহ।

৩.৪ বাস্তবের সাথে মিল থাকলে কেন তা গ্রহণযোগ্য নয়?

গায়েবের বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ই আমাদের শেষ নবী ও রসূল ﷺ তার সাহাবীদেরকে উল্লেখ করে গিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন কিছুই বাদ রাখেননি যা আগামীতে হবে কিন্তু বর্ণনা করেননি। অনেক দুর্বল পর্যায়ের হাদিস আজকের বাস্তবতার সাথে মিলে যাচ্ছে। এ থেকে সহজেই ধারনা করতে পারি যে, অন্যান্য হাদিসের কথারও বাস্তবায়ন আমরা শীঘ্রই দেখতে পারবো। কিন্তু আজকে অনেক আলেমগণ এই বিষয়কে তেমন গুরুত্বই দেন না। কারণ এইসকল বিষয় জনসম্মুখে বলাকে তারা ভয় করে। তারা উম্মাহকে এইসকল বিষয় জানিয়ে অবগত করে না বরং উল্টা অপব্যাখ্যা করে ফিতনা তৈরি করছে। তারা স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে চলে যেমনটি হাদিসে বলেছে আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জন করবে। সাধারন বিষয় থেকেই বুঝা যায় আগামীতে কি হতে পারে। যেমন মহামারী, এরপর খাদ্যাভাব দেখা দিবে। এর ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। দুর্ভিক্ষের ফলে তখন বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়। আর হাদিসে এই সকল বিষয় উল্লেখ রয়েছে যা বর্তমান জামানায় আমরা দেখতে পারছি। তাই যখন আমরা হাদিসের ভাষায় বুঝতে পারি বাস্তবতা সেই দিকেই যাচ্ছে তাহলে আমাদের সেই অনুযায়ী করনীয় কি তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। কারণ ফিতনার জামানায় করনীয় সম্পর্কেও হাদিসে বলা হয়েছে, যা এই বইতে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আমাদের সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে।

৩.৫ ইমাম মাহদীর আগমন নিয়ে দুইটি হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা ও ভ্রান্তি নিরসন

ইমাম মাহদী এর আগমনের ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার ব্যাপারে অনেক ইমাম ও বিজ্ঞ আলেমগণদেরও মতামত রয়েছে যে তিনি আসবেন সত্য। তবে এই বিষয় নিয়ে কিছু ভুল ব্যাখ্যা দেখা যায় যা সম্পর্কে বর্তমানের শতকরা ৯০ ভাগ আলেমরাও বেখবর। তারা অল্প কিছু হাদিসকে পর্যালোচনা করে এই ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করার ফলে এরকম ভুলগুলো তৈরি হয় আর সেগুলোই এই জামানাতে আরেকটি ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি হাদিসের ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা হলো এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য।

ঈসা (আঃ) এর মাহদীর পিছনে নামায পড়ার হাদিস

আলেমদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় ইমাম মাহদী বা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ অর্থাৎ মুসলিমদের খলীফা বা আমীর, ঈসা (আঃ) কে নিয়ে নামাজে ইমামতি করবেন। এগুলোর সারসংক্ষেপ এটি বুঝায় যে, ইমাম মাহদী, দাজ্জাল, ঈসা (আঃ) একই সময়ে আসবেন যা অসংখ্য হাদিসকে পুরোপুরি অস্বীকার করার কারণ হয়। আর এই ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে ভুল একটি ব্যাখ্যা। কারণ যদি ইমাম মাহদী এর পিছনে ঈসা (আঃ) নামায পড়ান তাহলে ইমাম মাহদী এর সময়েই দাজ্জালের আবির্ভাব হয়ে যাচ্ছে। আর হাদিসে এসেছে দাজ্জালের আগমনের আগে তিন বছর ফসল ফলাদি ফলবে না (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নাম্বার: ৪০৭৭)। আর রোম, কুসতুনতুনিয়া বিজয় ছাড়া দাজ্জাল বের হবে না। অর্থাৎ মাহদী এর সময় তাহলে যুদ্ধ বিগ্রহও দেখা দিবে। কিন্তু রোম, কুসতুনতুনিয়া বিজয় কার মাধ্যমে হবে তা হাদিসে সরাসরি উল্লেখ আছে। আবার যে বিজয় করবে তার আগে একজন খলীফা থাকবে যিনি অস্ত্রের দ্বারা হত্যা হবেন ও দীর্ঘ বছর ধরে খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করে যাবেন। দেখা যাচ্ছে হাদিসের কথার সাথে মিল নেই। এটির ব্যাখ্যা সামনেই দিবো। তাও ধরে নেওয়া হলো মাহদীর জামানায়। এরপর দাজ্জাল বের হবে ও দাজ্জাল আরো ৪০ দিন সময় পাবে দুনিয়াতে ফিতনা ছড়ানোর জন্য। তবে এই ৪০ দিন সাধারন দিনের মত হবে না। এই ৪০ দিনের প্রথম দিন হবে ১ বছরের সমান, পরের দিন হবে ১ মাসের সমান, তার পরের ১ দিন হবে ১ সপ্তাহ এর সমান এরকম হাদিসে উল্লেখ রয়েছে (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)। এই ৪০ দিন শেষ হওয়ার পর ঈসা (আঃ) এর দুনিয়াতে আবির্ভাব হবে আর তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তাহলে ইমাম মাহদী এর জামানায় এই সকল ফিতনাই হতে থাকবে, কিন্তু হাদিসের ভাষ্য মতে ইমাম মাহদী এর জামানায় প্রচুর প্রাচুর্য দেখা দিবে ও সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে, কোন ধরণের ফিতনা বা যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে না। তার মৃত্যুর পরে আবার ফিতনা দেখা দিবে এর আগে নয়। তাহলে এখানে হাদিসের বিপরীত কথা পাওয়া যাচ্ছে যে, ইমাম মাহদী ইমামতি করবেন আর তার পিছনে ঈসা (আঃ) ছলাত আদায় করবেন। একটি হাদিস মিথ্যা আরেকটি কি সত্য? আবার বলা আছে ঈসা (আঃ) এর জামানাতে ন্যায় ইনসাফ, সুখ-শান্তি বিরাজ করবে। তাহলে ইমাম মাহদী এর পরে তো ফিতনা দেখা দিবে যা হাদিসে বলা হয়েছে তা কখন হবে। তারপরও এই বিপরীত ব্যাপারটি প্রচলিতই হয়ে আসছে যা কিছু মত থেকে জানা যায়-

১। জাবের (রা:) বলেনঃ রসূল ﷺ বলেছেনঃ ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন তখন মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেনঃ আসুন! আমাদের নামাযের ইমামতি করুন। ঈসা (আঃ) বলবেনঃ বরং তোমাদের আমীর তোমাদের মধ্য হতেই। এই উম্মতের সম্মানের কারণেই তিনি এ কথা বলবেন"। (আল-মানারুল মুনীফ, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮) ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেনঃ হাদীছের সনদ ভাল)

উপরোক্ত হাদিসে মুসলমানদের আমীরের কথা বলা হয়েছে। হাদিসটির সনদ খুব ভালো বলেছেন ইবনুল কায়্যিম (রহ:)। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই মুসলমানদেন আমীর কি ইমাম মাহদী

অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নাকি অন্য কেউ? কে হবেন সেটা এখানে অস্পষ্ট, কিন্তু ব্যাখ্যাতে ইমাম মাহদী বলে প্রচার হচ্ছে, যা একটি ভুল ব্যাখ্যা। এটি বলার কারণ হচ্ছে ইবনুল কায়্যিমও সেখানে মাহদী নামটি ব্যাখ্যাতে উল্লেখ করেছেন (আল-মানারুল মুনীফ)। তাহলে এরকম একজন জ্ঞানী আলেম কি অসংখ্য হাদিসের বিপরীতে যায় এরকম একটি বিষয় ভুল করেছেন, মাহদী নামে আরো কেউ আছে কি? এখন ইমাম জাহজাহ কেও যে মাহদী বলা হয়েছে সেই হাদিস দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **মাহদীর** (ইমাম মুহাম্মাদ বা আল মাহদী) ইন্তেকালের পর এমন একলোক (মাহমুদ) শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর **মাহদী** নামক আরেকজন (জাহজাহ) শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৮৬ [পথিক প্রকা: ১১৮৩, তাহকীক: যঈফ]; আরবীতে দুইবারই মাহদী শব্দ ব্যবহার হয়েছে এবং এরকম আরো হাদিস রয়েছে।)
- * মাহদীর মৃত্যুর পর আবার দুজন শাসকের পর মাহদী নামে আরেকজন শাসক হবে? তারা কি কোনভাবে একই হতে পারে? তা তো হয় না। এরকম আরো হাদিস রয়েছে যাতে মাহদীর মৃত্যুর পর একজন শাসকের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তার নামও মাহদী হবে। সেগুলো দেওয়া হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) যার পিছনে নামাজ পড়বেন, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন (অন্য বর্ণনায়- তিনি হবেন আমাদের/তোমাদের মধ্যে হতে)"। (সহীহ, কিতাব আল মাহদী/আখবারুল মাহদী লেখকঃ হাফিজ আবু নাঈম ইস্ফাহানী; ফাইয়াদ আল কাদির -আল মানাওয়ী; সহীহুল জামে আস্-সাগীর ৫৭৯৬)
উপরোক্ত হাদিসে রসূল ﷺ বলেননি যে সে খলীফা ইমাম মাহদী অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হবেন। বলেছেন তোমাদের মধ্য হতে কিন্তু মানুষ তাকেই ইমাম মাহদী ধরে নিয়েছেন। যদি মাহদীর কথা বলতো তাহলে এরকম বলতো যে আহলে বাইত থেকে বা রসূল ﷺ এর বংশ থেকে একজন। আসল কথা, মাহদী ছাড়াও যে আরো ইমাম আসবে সে বিষয়ে জ্ঞান নেই।

৩। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারীতে (৬/৫৬৯) লিখেছেন, ''আবুল হাসান 'মানাকিব আশ-শাফেয়ী'-তে লিখেছেন, ইমাম মাহদী নবী করীম ﷺ এর উম্মত হবেন এবং ঈসা (আ) তার পিছনে নামায পড়বেন। তার আগমন সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির।''
উপরোক্ত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মাহদী এর পিছনে ঈসা (আ) ছলাত পড়বেন। এখানে যত বর্ণনা পাওয়া যায় তা হাদিস নয়, অন্যান্যদের সাধারণ মত, যা ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এটাও সেরকম একটি ভুল। এরপরও যদি ধরে নেই, তাহলে এই মাহদী বলতে কাকে বুঝিয়েছেন তার অন্য কোন ব্যাখ্যা রয়েছে কিনা তাও দেখতে হবে।

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেদিন কেমন হবে, যখন মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করে তোমাদেরই একজনের পিছনে ফজরের নামাজ আদায় করবেন"? (বুখারী; মুসলিম)
উপরোক্ত হাদিসে কোথাও ইমাম মাহদীর কথা বলা হয় নি। কিন্তু কার পিছনে পড়বেন তা অবশ্যই উল্লেখ করেছেন অন্য হাদিসে। আর এখানে ফজরের সময়ের কথা উল্লেখ এসেছে কিন্তু অন্য হাদিসে আছরের সময়ের কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়।

৫। হযরত জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের একদল মুজাহিদ কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে। একপর্যায়ে আকাশ থেকে ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) অবতরণ করলে মুসলমানদের সেনাপতি বলবে- আসুন, নামাজের ইমামতি করুন! তখন ঈসা (আঃ) বলবেন - না, বরং তোমাদের একজন অপরজনের নেতা (অর্থাৎ তুমি ইমামতি কর)। এটি এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি বিরাট সম্মানের"। (সহীহ মুসলিম; মুসনাদে আহমাদ)

এই হাদিসেও ইমাম মাহদীর কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, "তোমাদের একজন অন্যজনের আমীর"। আর এটাও সাধারণভাবে সকলের বুঝা দরকার যে সেনাপতি আর খলীফা কখনই এক নয়।

৬। হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা:) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, ‘‘হযরত ঈসা (আ.) ফজরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। তখন 'মুসলমানদের আমীর' তাঁর নিকট আবেদন জানাবেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি নামাজের ইমামতি করুন। তিনি বলবেন, এ উম্মত একে অন্যের উপর আমীর (অর্থাৎ তোমাদের জন্যই নামাজের ইকামত দেওয়া হয়েছে, তাই তোমরাই নামাজ পড়াও) তখন আমীর অগ্রসর হয়ে নামায পড়াবেন।’’ (মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা; দুররে মানসুর, ২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা; মুসতাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

দেখা যায় ‘ঈসা (আঃ) যার পিছনে নামাজ পড়বেন’ এই বিষয়ক সকল সহীহ হাদিস একসাথে করেও সেই হাদিসগুলির ইবারতে মাহদী নাম বা শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, শুধু মাত্র নুয়াইম বিন হাম্মাদ এর একটি মাত্র হাদিস থেকে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায় যে ইমাম মাহদীর পিছনে ঈসা (আঃ) নামাজ পড়বেন তাও দুর্বল সনদে। এই মতবিরোধগুলো দেখা দেওয়ার একটাই কারণ তা হচ্ছে সাধারণ মুসলিমরা সহ অনেক আলেমরাই জানেন না যে ইমাম মাহদী ছাড়াও আরো ইমাম বা নেতার আগমন শেষ জামানায় হবে। ইমাম মাহদী এর পরেও আরো অনেক খলীফা বা নেতারা বিশ্ব শাসন করবেন এটা হাদিস থেকে প্রমাণিত। তাই খলীফা ইমাম মাহদী বা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ এর পরে তাদেরকেও আমীর বলা হবে যারা শাসন ক্ষমতায় যাবেন। এরপরও যারা বলবেন যে দুয়েকটি বর্ণনাতে মাহদী এর কথা সরাসরি বলা আছে কিছু হাদিসে বা কোন আলেমের মতামতে, সেগুলো কি ব্যাখ্যা?

প্রথমে দেখতে হবে এই মাহদী কি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নাকি ইমাম জাহজাহ, কারণ তাকেও অনেক হাদিসে শুধু মাহদী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এখানেও মাহদী হিসেবে উল্লেখ করা স্বাভাবিক কিন্তু তাই বলে এই মাহদীকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ধারনা করা ভুল। আর এটাকেই ব্যাখ্যা করা হয় ইমাম মাহদী বা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হিসেবে কারণ সাধারণ মুসলিমরা এই বিষয়ে অল্প জ্ঞান রাখেন। তাহলে এই মুসলিমদের আমীর বা এই মাহদী কি সেই ইমাম মাহদী বা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ যার কথা হাদিসে আমীর হিসেবে এসেছে? আর কোনো আমীর কি আসবে মাহদী এর আগে বা পরে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে হাদিস থেকেই। নিচের হাদিসগুলি থেকে বিষয়টি পরিস্কার হওয়া যায়। হাদিসে এসেছে-

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাহদীর মৃত্যুবরণ করার পর কাহতান গোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক (মানসূর) শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদীর মত। তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হবে। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের (জাহজাহ) আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর (ইউরোপ) বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর উম্মাতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা বাদশাহ। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৪ [পথিক প্রকা: ১২৩০, তাহকীক: সহীহ])

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিভাবে আমার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে? যখন এই উম্মতের শুরুতে আমি মুহাম্মদ ﷺ আছি, মধ্যখানে মাহদী রয়েছে, আর এই উম্মতের শেষে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) রয়েছেন?

- (মিশকাত; হাকেম; কানজুল উম্মাল; ইলমে রাজেন; তারিখে দিমাশক; তারিখ উল খিলাফাহ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে না, কারণ (এই উম্মতকে পরিচালনা করার জন্য) শুরুতে আমি হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও শেষে রয়েছেন মারিয়ামের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ)। আর আমাদের দুইজনের মধ্যখানে রয়েছেন ইমাম মাহদী। *

- (এই হাদিসটি হাফেজ আবু নাঈম ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ:) এর "মুসনাদে আহমাদ" গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন, এছাড়াও নুয়াইম বিন হাম্মাদের "আল ফিতান" এবং জালাল উদ্দিন সুয়ুতীর "আল আরিফুল আরদি ফি আখবার আল মাহদী" বইতেও রয়েছে)
- * এই হাদিসটি যদি আমরা দেখি তাহলে পাওয়া যায় যে ঈসা (আঃ) এর পরে কেউ আমীর বা শাসক হবেন না কারণ তিনিই শেষ আমীর বা শাসক। আর ইমাম মাহদীর আগেও কেউ খলীফা হচ্ছেন না অথচ সহীহ হাদিস থেকেই পাওয়া যায় মানসূর

কাহতানি, মাহমুদ, জাহজাহ এরা শাসক হবেন। তাদের আবির্ভাব এখনও হয়নি। তাহলে তারা কোন সময়ে কার আগে বা পরে শাসন ক্ষমতায় যাবেন? হাদিসে তো স্পষ্টই বলা যে তারা ইমাম মাহদীর পরে শাসক হবেন এবং ঈসা (আঃ) এর আগে।

হযরত জাবের বিন সামুরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি যে, এই দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তোমাদের মাঝে ১২ জন খলিফাহ না আসে। তারা সবাই তাদের প্রত্যেক উম্মতকে নিজের নিকট একত্রিত করবে। সাহাবী বলেন, তারপর রসূল ﷺ একটি কথা বললেন, তা আমি বুঝতে পারিনাই। আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম রসূল ﷺ কি বলেছেন? পিতা বললেন, তিনি বলেছেন, খলিফাহ সকলেই কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে। *

- (সহীহুল মুসলিম; সুনান আবু দাউদ ৪৯৭৯)
- এই হাদিস থেকে জানা যায় যে, ১২ জন আমীর বা ইমাম আসবেন এবং তারা কুরাইশী হবেন। এই ১২ জন ইমাম এর মধ্যে ইমাম মাহদী হচ্ছেন ১২ তম। এই থেকে অনেকে ধারণা করতে পারেন যে, তাহলে তার পরে আর খলীফা হবে কিভাবে। কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে ইমাম মাহদীর আগে আগমন করে তার পরেও আমীর বা শাসক হতে পারে। যে বিষয়গুলো হাদিসে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, ইমাম মাহদীর আগমনের আগে ইমাম মাহমুদ, ইমাম মানসূর এর আত্মপ্রকাশ হবে। কিন্তু তারা তার পরে ক্ষমতায় যাবেন।

এইসকল উল্লিখিত হাদিস থেকে সরাসরি বুঝা যায় যে ইমাম মাহদী এর পিছনে ঈসা (আঃ) নামায পড়বেন না। তার মৃত্যুর পর কে খলীফা হবেন এবং কার পিছনে নামাজ পড়বেন তা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ এসেছে। ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের সময় মুসলিম জাহানের আমীর থাকবেন অন্য কেউ। তারপরও অনেক জায়গায় মাহদী এর পিছনে লেখার কারণে অনেকে ধরে নেন যে এখানে আল্লাহর খলীফা ইমাম মাহদী বা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ এর কথাই বলা হয়েছে। এটি স্পষ্ট করতে আরেকটি হাদিস নিচে দেওয়া হলো-

نعيم بن حماد – ١٢١٤

حدثنا الحكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال بلغني أن <u>**المهدي**</u> يعيش أربعين عاما ثم يموت على فراشه ثم يخرج رجل من قحطان مثقوب الأذنين على سيرة <u>**المهدي**</u> بقاؤه عشرين سنة ثم يموت قتلا بالسلاح ثم يخرج رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم <u>**مهدي**</u> حسن السيرة يفتح مدينة قيصر وهو آخر أمير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يخرج في زمانه الدجال وينزل في زمانه عيسى بن مريم عليه السلام

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, <u>মাহদী</u> দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর জীবিত/ক্ষমতায় থাকবেন, এরপর নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর

কাহতান গোত্রের আরেকজন লোক যার উভয় কান ছিদ্র বিশিষ্ট হবে খলীফা নিযুক্ত হবেন এবং খলীফা মাহ্দীকে অনুসরণ করবেন। তিনি বিশ বৎসর পর মারা যাবে। মূলতঃ তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর থেকে একজন লোক খলীফা হবেন, যার নাম মাহ্দী হবে, তিনি হবেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তার হাতে কায়সারের শহর জয় হবে। তিনি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সর্বশেষ আমীর। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) পৃথিবীর বুকে পূনরায় আগমন করবেন। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২১৪ [পথিক প্রকা: ১২১১, তাহকীক: যঈফ])
- * হাদিসটি সহীহ/যঈফ মিশ্রিত। ১। এই হাদিসটিতে মাহ্দীর যে শাসনকাল বা জীবিত থাকার হিসাব দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যটি সহীহ হাদিসের বিপরীত। হয়তো এটি ভুল করেছে আর নাহলে ঈসা (আঃ) এর সময়কালকে গুলিয়ে ফেলেছেন। এই লাইনটি বাদ দিয়ে পরের বর্ণনাগুলো সঠিক। ২। এরপর বলা হয়েছে কাহতান গোত্রের একজন ক্ষমতায় থাকবেন। তার ব্যাপারে সহীহ হাদিসে এসেছে তার নাম হবে মানসূর। আর তার পরে যার কথা বলা হয়েছে যিনি ২০ বছর বিশ্ব শাসন করবেন ও মাহ্দী এর অনুসরণ করবেন তার নাম ইমাম মানসুর। যার কথাও হাদিসে বলা আছে- আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহ্তান গোত্র হতে এমন এক ব্যক্তির আগমন না হবে যে মানুষ জাতিকে তার লাঠির সাহায্যে (শক্তি দ্বারা সুশৃংখলভাবে) পরিচালিত করবে। [একই ৩২৬৯; ইসঃ ফাঃ ৩২৬৯] (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৫১৭ [আঃ প্রঃ ৩২৫৫; ইসঃ ফাঃ ৩২৬৬]; সহীহুল মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯১০)
- ৩। এরপর যিনি ক্ষমতায় আসবেন তার নামই বলা হয়েছে মাহ্দী। ইমাম আল মাহ্দী এর আসল নাম হবে মুহাম্মাদ কিন্তু এখানে সেই শাসক এর নাম মাহ্দী বলা হয়েছে। একটি বিষয় খেয়াল করলে দেখা যায় মাহ্দীর মৃত্যুর পরে এই শাসক হবেন যার নামও মাহ্দী উল্লেখ এসেছে। আর মাহ্দীর পর যে একজন কাহ্তানী শাসক হবে এর দলিলও অকাট্য হয়ে গেছে। এর পরের হাদিসেই সেই সর্বশেষ খলীফার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা'ব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের জনৈক বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করে ভারত জয় করবেন এবং সেখানে অবস্থিত যাবতীয় সম্পদসমূহ হস্তগত করার পর সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসের অলংকার হিসেবে রেখে দিবেন। এরপর ভারত জয় করার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত তারা ভারতেই অবস্থান করতে থাকবে। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২১৫ [পথিক প্রকা: ১২১২, তাহকীক: যঈফ])
- * হাদিসে এখানে যার কথা বলা হয়েছে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ হবেন অথচ ইমাম মাহ্দী হবেন আল্লাহর খলীফা এবং তার খিলাফত চলবে আরব থেকে।

এখানে যার কথা বলা হয়েছে তিনি আরেকজন আর তিনি হচ্ছেন জাহজাহ। তার সময়কালেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে যেটা হাদিসগুলো থেকে পাওয়া যায়।

হযরত আরতাত (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর কাহতান গোত্রের মানসূর নামক লাঠি ওয়ালা ব্যক্তি বিশ বছর শাসন না করা ব্যতীত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৪)

হযরত কা'ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যাপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সূরা ইব্রাহিম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! **তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে।** আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আলমাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

আবূ হুরায়রাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহজাহ নামক এক লোক মানুষের শাসক না হওয়া পর্যন্ত রাত্র-দিনের আবর্তন শেষ হবে না (কিয়ামত হবে না)। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে যাবৎ গোলাম বংশ হতে 'জাহজাহ' নামক এক ব্যক্তি শাসক না হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ৬১-(২৯১১); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪১৬-[৭]; সহীহুল জামি ৭২৭৪)

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার আল আবদী (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। রসূল ﷺ বলেন, রাত দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহজাহ নামে কোন লোক শাসনকর্তা হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২০১ [ইসঃ ফাঃ ৭০৪৫, ইসঃ সেঃ ৭১০১]; সূনান তিরমিজী ইসঃ ফাঃ ২২৩১; সহিহাহ ২৪৪১)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, জাহজাহ নামের একজন আজাদ ক্রীতদাস ক্ষমতায় না যাওয়া ব্যতীত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৭২)

হযরত কা'বে আহবার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন মানুষের মাঝে হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে তখন লোকজন বলবে এ যুদ্ধ মূলতঃ কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরাইশদেরকে হত্যা করলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। একথা শুনার পর সকলে মিলে কুরাইশদেরকে এমন ভাবে হত্যা করবে, তাদের একজনও বাকি থাকবেনা। কিন্তু এরপর মানুষ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যেমন জাহেলী যুগে লিপ্ত ছিল এবং গোলামদের (ক্রীতদাস থেকে) একজন মানুষের শাসন ক্ষমতা (খিলাফত) গ্রহণ করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৫২ [পথিক প্রকা: ১১৪৯, তাহকীক: যঈফ])

আর এটাও বলা আছে তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়া এর সর্বশেষ আমীর হবেন ও তার সময়ে দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ) পৃথিবীর বুকে পূনরায় আগমন করবেন। আর এই আমীর যার নাম ইমাম জাহজাহ তিনিই ঈসা (আঃ) এর ছলাতের ইমামতি করবেন। ঈসা (আঃ) যার পিছনে ছলাত পড়বেন তিনি ইমাম মাহদী তথা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নন। এরকম ভাবার মূল কারণ হচ্ছে মাহদী নামকেই ইমাম মাহদী ধরে নেওয়া এবং তার পরে যারা খলীফা হবেন তার ব্যাপারে না জানা। এরকম অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে ইমাম জাহজাহ এর সময় ঈসা (আঃ) দুনিয়ার বুকে আবির্ভাব হবে ও তার পিছনে নামায আদায় করবে। তাহলে যারা বলে ইমাম মাহদী বা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ এর পিছনে ঈসা (আঃ) নামায পড়বেন ও ঈসা (আঃ) এর দুনিয়ায় আগমনের হাদিসকে মাহদী সম্পর্কিত হাদিসের সাথে মিলিয়ে ফেলেন তারা এর মাধ্যমে একটি ভ্রান্তি তৈরি করেন যার মাধ্যমে অনেক হাদিসের বিপরীত ব্যাখ্যা দাড় হয়ে যায় ও এই নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়। আরো অনেক হাদিস রয়েছে যাতে জাহজাহকেও মাহদী নির্দেশ করেছে-

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, তার কাছে সর্বমোট বারোজন খলীফার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব খলীফার পর শাসক ও বাদশাহরা দেশ পরিচালনা করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর খেলাফতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন, সিফাহ, মানসুর এবং (জাহজাহ) মাহদী। উক্ত মাহদীই (জাহজাহ) খেলাফতের দায়িত্ব হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) এর হাতে দিয়ে যাবেন। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০৩ [পথিক প্রকা: ১২০০; তাহকীক: সহীহ])
- * বারোজন খলীফার সর্বশেষই হচ্ছেন ইমাম মাহদী। তারপরে আরো কিছু শাসক বা বাদশাহ হবেন যার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে। আর সর্বশেষ শাসক জাহজাহকেও অনেক হাদিসে মাহদী নামে উল্লেখ করেছে। তবে ইনি ইমাম আল মাহদী তথা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **মাহদীর** (ইমাম মুহাম্মাদ বা আল মাহদী) ইন্তেকালের পর এমন একলোক (ইমাম মাহমুদ) শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা

(ইমাম) মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর **মাহদী** নামক আরেকজন (ইমাম জাহজাহ) শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৮৬ [পথিক প্রকা: ১১৮৩; তাহকীক: যঈফ])

উপরোক্ত হাদিসেও মাহদী বলতে ইমাম জাহজাহকেই বুঝানো হয়েছে, যেমন এর আগে আমরা আল-ফিতান এর ১২১৪ নং হাদিসে দেখেছি। কারণ প্রথমেই বলা হয়েছে ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর। তাহলে দেখা যাচ্ছে তার মৃত্যুর পরে আরেকজন মাহদী নামে শাসক হবেন। এখন যদি কেউ বলে এটা আমাদের নিজস্ব মত তাহলে প্রশ্ন থাকবে এই হাদিসে মাহদী এর আগে যারা খেলাফতের দায়িত্ব পাবেন তারা কারা এবং তারা কবে পাবেন? অথচ সকল হাদিস দিয়ে প্রমাণিত যে, ইমাম মাহদী এসেই খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন ও খলীফা হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন, খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর তার আগে কেউ খলীফা হবেন না। আর হাদিসে এসেছে তার পরে যথাক্রমে ইমাম মাহমুদ, ইমাম মানসূর ও ইমাম জাহজাহ খলীফা হবেন। এরপর অনেকে হয়তো বলবেন যে, সরাসরি জাহজাহ না বলে মাহদী নামে হাদিসে ডাকা হলো কেন তাকে?

এর উত্তর হচ্ছে, আহলে বাইত থেকে যিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন তার নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। তাকে ইমাম আল মাহদী বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে আল-কায়েম, আল্লাহর খলীফা, আল্লাহর খলীফা আল মাহদী ইত্যাদি। ইমাম মাহমুদকে অনেক জায়গায় উপনাম হিসেবে হাবীবুল্লাহ বা কাহতানী বলা হয়েছে। ইমাম মানসূরকে বেশির ভাগ জায়গায় নাম সম্বোধন না করে বলা হয়েছে কাহতানী বা কাহতান গোত্রের বা ইয়েমেনী। আবার ইমাম মানসূরের পরবর্তী খলীফা, যার পিছনে ঈসা (আঃ) নামাজ পড়বেন ও উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার শেষ আমীর ও খলীফা ইমাম জাহজাহ, তাকে বলা হয়েছে হাদিসে মাহদী, ইয়েমেনী, এক আজাদকৃত ক্রীতদাস, জেরুজালেমের বাদশাহ ইত্যাদি নামে। আর কিছু হাদিসে দেখা গিয়েছে তার বর্ণনা সাধারণভাবে নিলে ইমাম মাহমুদকেও মাহদী বলেছে, ইমাম মানসূর কেও মাহদী বলেছে বা মাহদীর হুবহু চরিত্র বলা হয়েছে। অর্থাৎ চারজনকেই মাহদী বলা হয়েছে। আবার দেখা গিয়েছে ঈসা (আঃ) কেও একটি হাদিসে মাহদী বলা হয়েছে ("ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-ই মাহ্দী" -সূনান ইবনে মাজাহ ৪০৩৯)। এরকম মাহদী নিয়ে বিভ্রান্তি হতেই পারে যদি আমরা সঠিকটি না জানি। হাদিস পর্যালোচনা করে যেই সমাধানে আসতে পারি-

১। বেশির ভাগ হাদিসে তোমাদের নেতা বা আমীর বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্য হতে হবে বলা হয়েছে, আর এই নেতা বা আমীর ইমাম মাহদী বা ইমাম জাহজাহ কিনা তা সরাসরি বলেনি, তাই তাকে জোর করে ইমাম মাহদী বানানোটি মারাত্মক ভুল কারণ তার কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু সেই আমীর ইমাম জাহজাহ হবেন তার দলিল রয়েছে। অন্য হাদিসগুলোতে পাই ইমাম জাহজাহ এর সময়কালেই দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাব হবে এবং তার পিছনেই ঈসা (আঃ) নামাজ পড়বেন। যা সরাসরি স্পষ্ট বর্ণনা। রসূল ﷺ বলেছেন যে তোমাদের মধ্য থেকে তথা তোমাদের একজন, যদি ইমাম মাহদীকেই উদ্দেশ্য করে বলতেন তাহলে বলতেন আমার বংশ থেকে একজন বা আমার বংশেরই একজন। তিনি সেটাও বলেন নি কিন্তু খলীফা

মাহ্দীর ব্যাপারে বলেছেন আমার বংশ থেকে তিনি আসবেন বা আমার বংশের এক লোক বা নেতা। হাদিস থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায় ইমাম মাহ্দীর পরে আরো তিন জন খলীফা বা আমীর হবেন আর সর্বশেষ আমীরের জামানাতেই ঈসা (আঃ) এর আগমন হবে যার নাম ইমাম জাহাজাহ আর হাদিসে এসেছে মাহদী নামে।

২। কিছু হাদিসে বা কিছু ইমামদের লেখা কিতাবে ঈসা (আঃ) যার পিছনে নামাজ পড়বেন তাকে মাহদী বলা হয়েছে বা ইমাম মাহদী বলা হয়েছে। এখানে দুইটি বিষয় হতে পারে তা হচ্ছে, আরো যারা খলীফা বা আমীর হবেন তাদের ব্যাপারে জানতেন না, আরেকটি হচ্ছে যে এই মাহদী দিয়ে ইমাম জাহজাহকেই বুঝিয়েছে। কারণ উপরের আরবি ইবারতসহ দেওয়া হাদিসেই এটি বলা হয়েছে যে ইমাম জাহজাহ এর নামও মাহদী। এছাড়াও আরো হাদিসেও বলা হয়েছে খলীফা মাহ্দীর পরে যারা খলীফা হবেন তাদের সর্বশেষ আমীরের নামও মাহ্দী। হাদিসে এসেছে-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **মাহ্দীর** (ইমাম মুহাম্মাদ বা আল মাহদী) ইন্তেকালের পর এমন একলোক (ইমাম মাহমুদ) শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা (ইমাম) মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর **মাহদী** নামক আরেকজন (ইমাম জাহজাহ) শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৮৬ [পথিক প্রকা: ১১৮৩; তাহকীক: যঈফ])

সর্বশেষ শাসকের নাম অনেক জায়গায় বিভিন্নভাবে এসেছে যেমন- (হযরত আবু কুবাইল (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেমের জনৈক লোক যার নাম হবে আসবাগ ইবনে ইয়াযিদ। তার হাতেই রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে।- আল ফিতান ১২২০) তবে তার নাম জাহজাহই হবে সেটাই বেশি দালিলিক।

৩। আর সর্বশেষ বিষয় হচ্ছে শেষ জামানায় আবির্ভাব হবে এরকম সকল আমীর ইমাম বা খলীফা যারা আল্লাহর মনোনীত হবেন তারা সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ সকলেই মাহদী হবেন আম অর্থে। আর ঈসা (আঃ) ও ন্যায় বিচারক একজন শাসক হবেন সেই দিক দিয়ে সেও আম অর্থে মাহদী। খাস অর্থে শুধু একজনকেই বুঝায়, তিনি হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বা ইমাম আল-মাহদী।

উপরোক্ত হাদিস থেকে সরাসরি বুঝা যায় যে, খলীফা ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পরে আরো তিনজন খলীফা হবেন আর হাদিসে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রোমানদের শহর বিজয় না হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের আবির্ভাবও হবে না। আর কেউ যদি বলে যে এরা ইমাম মাহদীর আগে বা ঈসা (আঃ) এর পরে খলীফা বা বিশ্ব শাসক হবে তাহলে সেটিও হাদিস বিরোধী কথা হবে। হাদিসে বলা হয়েছে-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে না, কারণ (এই উম্মতকে পরিচালনা করার জন্য) শুরুতে আমি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও শেষে রয়েছেন মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ)। আর আমাদের দুইজনের মধ্যখানে রয়েছেন ইমাম মাহদী।

- (এই হাদিসটি হাফেজ আবু নাঈম ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ:) এর "মুসনাদে আহমাদ" গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন, এছাড়াও নুয়াইম বিন হাম্মাদের "আল ফিতান" এবং জালাল উদ্দিন সুয়ুতীর "আল আরিফুল আরদি ফি আখবার আল মাহদী" বইতেও রয়েছে)

হাদিস অনুযায়ী ঈসা আঃ এর পরে আর কেউ খলীফা হবেন না। তার মৃত্যুর পর কেয়ামত একদম নিকটে থাকবে বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায়। আর ইমাম মাহদীর আগেও কেউ আর খলীফা হবেন না। যদি আরো আগে তারা খলীফা হয়েছে এরকম কেউ বলে তাহলে বলবো তারা কবে কোথায় বিশ্ব শাসক বা খলীফা হয়েছিলেন আর তারা যুদ্ধ করেছিলেন বা বিজয় এনেছিলেন? ইতিহাস খুঁজলে সেটি কোথাও পাওয়া যায় না। হাদিসে এসেছে-

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইস ইবনে জাবের সাদাফী (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, কাহতানী এবং পরবর্তীতে আরো যারা খলীফা ও আমীর নিযুক্ত হবেন, তারা প্রত্যেকে (ইমাম) মাহদীর পর আসবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০৯ [পথিক প্রকা: ১২০৬; তাহকীক: যঈফ])

ইমাম মাহদী আর ঈসা (আঃ) যে একই যুগে আসবেন না এবং তারা যে একে অপরের সাক্ষাৎ পাবেন না এর স্বপক্ষে অনেক দলিল উপস্থাপন করা সম্ভব। আল-ফিতান গ্রন্থের লেখক নুয়াইম বিন হাম্মাদ তার বইতে সিরিয়ালভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজানোর পর ‘‘মাহদির পর যা হবে’’ এবং ‘‘মাহদির পর হিমস নগরীতে কাহতানীর রাজত্বকালীন ঘটনা প্রসঙ্গে’’ দুটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদই এনেছেন। এরপরেও আর কি দলিল দরকার হয় যে যেই আমীরের পিছনে ঈসা (আঃ) নামাজ পড়বেন তিনি ইমাম আল-মাহদী নয় বরং তার মৃত্যুর পরে আরো অনেকে খলীফা হবেন এবং সর্বশেষ যিনি খলীফা হবেন ইমাম জাহজাহ তার সময়কালে ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাব হবে। এরকম করলে এই বইটি অনেক বড় হয়ে যাবে। তারপরও আরো কিছু হাদিস এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি ও শুধু কিছু রেফারেন্স দিয়ে আলোচনাটি বন্ধ করছি।

হযরত দীনার ইবনে দীনার (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে মাহদী মৃত্যুবরণ করলে মানুষের মাঝে ব্যাপক গনহত্যা দেখা দিবে এবং একে অন্যকে হত্যা করবে। অনারবদের জয়জয়কার হবে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকাশ পাবে। মানুষের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা এবং একতাবদ্ধতা থাকবেনা, এক পর্যায়ে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৩৪ [পথিক প্রকা: ১১৩১; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কাতাদাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে, তখন তিনি দুই হাতে মানুষের মাঝে শান্তি বন্টন করবে। তারপর (তার মৃত্যুর পর) আবার ফিতনা দেখা দিবে, তখন আসবে মরিয়ম এর পুত্র ঈসা (আঃ)।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১২)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কায়স ইবনে জাবের আস সাদাফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতিসত্ত্বর আহলে বায়তের একজন লোক (মাহদী) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তিনি গোটা পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যা ইতিপূর্বে জুলুম-নির্যাতনে পরিপূর্ণ ছিল। এরপর জনৈক কাহতানী (মানসুর) আমীর নিযুক্ত হবে!, কসম সে সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব সহকারে পাঠিয়েছেন, উক্ত কাহতানীর পূর্বের শাসক (মাহমুদ) নিন্মমানের (দুর্বল চিত্ত) থাকবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৪৬ [পথিক প্রকা: ১১৪৩; তাহকীক: সহীহ])

একই রকমের বর্ণিত রেওয়ায়েত রয়েছে,

- আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ- ১১৩৬, ১১৩৭, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৪৪, ১২৩৪, ১২৩৮, ১২১৯, ১২৮০, ১৩৩৭, ১২২০, ১২৮২, ১২৯৯, ১২২১
- সহীহ বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী হাদিস নং- ৩৫১৭, ৭১১৭; মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯১০, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩২৫৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩২৬৬
- সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ ৭০৪৪
- আল-লুলু ওয়াল মারজান হাদিস নম্বরঃ ১৮৪৪
- সহীহ বুখারী (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ ৩২৫১

শতবর্ষী মুজাদ্দিদ নিয়ে হাদিস

সহীহ হাদিসে বর্ণিত, আল্লাহ প্রতি শতাব্দীতে তার দ্বীনকে সংস্কার করার জন্য মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন। তিনি আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত থেকে পরিশুদ্ধ ও বিদাআত মুক্ত করে আগের সেই দ্বীন ইসলামে ফিরিয়ে আনেন। এ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার জানামতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দ্বীনের ‘তাজ্দীদ’ বা সংস্কার সাধন করবেন।

- (সহীহ, সূনান আবূ দাউদ (ইঃ ফাঃ) ৪২৪১ [আলবানী একাঃ ৪২৯১]; হাকেম ৮৫৯২; মিশকাতুল মাসাবিহ ২৪৭; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭০, ইবনে দাইলামী)

বেশির ভাগ মানুষ এই জামানার শতবর্ষী মুজাদ্দিদ বলতে ইমাম মাহদীকে বুঝে থাকেন যা আরেকটি ভুল ধারণা, যদিও তার আগমনের অনেক আলামত স্পষ্ট হচ্ছে দিন দিন। হাদিসের ভাষ্যমতে প্রতি শত বছরে একজন মুজাদ্দিদ আগমন করেন। ইসলাম ধ্বংসের বা বড় কোন ক্ষতি হওয়ার ঠিক একশত বছরের মাথায় আবারো মুজাদ্দিদ এর আগমন হয়ে থাকে। সর্বশেষ

ইসলামের বড় ক্ষতি হয় ১৯২৪ সালে যার মাধ্যমে উসমানীয় খিলাফতের পতন ঘটে। এর একশত বছরের মাথায় বলতে ২০২৪ সালের মধ্যে এই দ্বীন সংস্কার করার জন্য একজন মুজাদ্দিদ এর প্রকাশ ঘটবেন। আর এটি অনারবী হিসাবে। যদি আরবী হিজরি হিসেবে গননা করা হয় তাহলে ৩ বছর কম হয়। তাহলে ৯৭ বছর পর হলে তা ২০২১ সাল হয়। এই হিসাব মতে প্রচার চলে যে ইমাম মাহদী এর আত্মপ্রকাশ এই দুইটি সালের একটিতে হবে। তাদের এই ধারণা দুইটিই ভুল। তবে এই সালের মধ্যেই একজন মুজাদ্দিদ এর আগমন হবে কারণ এটি সহীহ ভাবে বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে ও আগেও এরকম মুজাদ্দিদ এর আগমন হয়ে এসেছে। কিন্তু সবাই ইমাম মাহদীকেই এই শতবর্ষী মুজাদ্দিদ হিসেবে ধারণা করেন। কিন্তু তিনি ২০২৪ সালে আগমন করবেন না। তার আগমনের সাল হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যদিও ইমাম মাহদী বা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তিনিও একজন আম অর্থে মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারক ও পুরো পৃথিবীতে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন তবে তার আবির্ভাব হবে আল্লাহর খলীফা ও খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে। ইমাম মাহদী এর আগমনের সময় বলা আছে যে সকল হাদিসে-

হযরত আবু কুবাইল (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, খিলাফত ধ্বংসের ১০৪ বছর পর মাহদীর উপর মানুষ ভিড় করবে। ইবনে লাহইয়া বলেন, উক্ত (খিলাফতের) হিসাবটা আজমী তথা অনারবী হিসাব মতে। আরবী হিসাব মতে নয়।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৬২ [পথিক প্রকা: ৯৬২; তাহকীক: যঈফ]; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১১)

এই হাদিস থেকে জানা যায়, উসমানীয় খিলাফত ধ্বংসের ১০৪ বছরের মাথায় ইমাম মাহদী এর আত্মপ্রকাশ হবে। অর্থাৎ ১৯২৪+১০৪= ২০২৮ ঈসায়ী সালে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, ১৪০০ হিজরীর পর দুই দশক ও তিন দশক পর ইমাম মাহদীর আগমন হবে।

- (আসমাউল মাসালিক লিইয়াম মাহদিয়াহ মাসালিক লি কুল্লিদ দুনিইয়া বি আমরিল্লাহীল মালিকঃ লেখক- কালদা বিন জায়েদ, পৃষ্ঠা- ২১৬; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৭০)

সুতরাং ১৪০০+২০+৩০ =১৪৫০ হিজরী বা, ২০২৮ সাল। এই হাদিস থেকেও মাহদী এর আগমনের সময় জানা যায়। যদি ২০২৮ সালে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হয় তাহলে ২০২৪ সালে কোন মুজাদ্দিদ এর আগমন ঘটবে তা খুঁজে বের করা উচিত। কারণ ২০২৪ সালের মধ্যে একজন মুজাদ্দিদ এর আগমন ঘটার কথা।

৩.৬ হাদিস অনুযায়ী শতবর্ষী মুজাদ্দিদ কবে আসবেন তাহলে?

মুজাদ্দিদ (আরবি:مجدد) শব্দের অর্থ সংস্কারক। প্রতি শতাব্দীতে মুসলিম সমাজ সংস্কার, মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত অনৈসলামিক রীতির মূলোৎপাটন এবং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আবির্ভূত হন এমন ব্যক্তিকে বুঝায়। তারা শুধু একটি সেক্টরের সংস্কারের জন্যও আগমন করতে পারেন বা সম্পূর্ণ সংস্কারের জন্যও আগমন করতে পারেন। শেষ জামানায় যিনি আসবেন তিনি সর্ব বিষয়েই সংস্কার করবেন, এমনটাই আশা করা যায়। হাদীসে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দ্বীনকে সংস্কার করবেন।"

- (সহীহ, সূনান আবূ দাউদ (ইঃ ফাঃ) ৪২৪১ [আলবানী একাঃ ৪২৯১]; হাকেম ৮৫৯২; মিশকাতুল মাসাবিহ ২৪৭; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭০, ইবনে দাইলামী)

দ্বীন তথা শরীয়তের আক্বীদা ও আমলের তাজদীদ বা সংস্কার যিনি করেন তাঁকে মুজাদ্দিদ বা জামানার ইমাম বলে। প্রতি জামানায় যখন ইসলামের বড় কোনো ক্ষতি হয় তখন আল্লাহ মুজাদ্দিদ বা ইমাম প্রেরণ করেন আর তিনি আবার দ্বীনকে সংস্কার করে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যায়। হাদীছের সূত্র ও আলেমদের মতেঃ

(১) যখনি ইসলামের বড় কোন ক্ষতি হবে, তার ১০০ বছরের মাথায় আল্লাহ প্রদত্ত বা মনোনীত একজন ব্যক্তির আগমন ঘটবে।
(২) সেই ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ বা ধর্ম সংস্কারক বলা চলে।
(৩) তিনি দ্বীনের সংস্কার-সংশোধন করবেন, ত্রুটিমুক্ত করবেন। (বিদআত ও চরমপন্থা থেকে মধ্যম পন্থায় আবার নিয়ে আসবেন)

(যেমনঃ যখন বাইতুল মুকাদ্দাস ক্রুসেডারদের দখলে চলে গিয়েছিলো, তার প্রায় ৯০-১০০ বছরের মাথায়, গাজি সালাহউদ্দিন (র) বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্ধার করেছিলেন।)

আমাদের নিকটবর্তী সময়ে সর্বশেষ বড় ক্ষতি হিসেবে ১৯২৪ সালে উসমানী খিলাফত ধ্বংস হয়েছে। প্রায় এ বিষয়ে সকলেই একমত যে এটাই ইসলামের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় এবং এই বিপর্যয় এর সময় থেকেই হিসেব করেই হাদিসের সূত্রানুসারে ১০০ বছরের মাথায় অর্থাৎ, ২০২৪ সালে কেউ একজন আল্লাহ প্রদত্ত ব্যক্তির আগমন ঘটবে। যদি ১০০ বছর হিসাবটি চন্দ্র হিসাবে তথা হিজরি সাল ধরি তাহলে হয় ২০২১ সাল। অর্থাৎ এই দুই সময়ের মধ্যেই একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়ার কথা। শেষ জামানায় যেই মুজাদ্দিদ এর আগমন হবে তার ব্যাপারে হাদিসে বলা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। আর তাঁরা দ্বীনকে মৃত্যুর অবস্থায় নিয়ে যাবে। ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রা:) এর বংশ থেকে একজন বালককে পাঠাবেন। যার মাধ্যমে দ্বীন জীবিত (সংস্কারসাধন) হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৬)

শেষ জামানা বলতে এই জামানাকেই বুঝানো হয়েছে। আর দেখতে পাচ্ছি এই জামানাতেই পথভ্রষ্ট আলেমদের সংখ্যা সর্বোচ্চ। আর এই সময়েই উমর (রা:) এর বংশ থেকে এক বালকের তথা যুবকের আবির্ভাব হবে যার মাধ্যমে দ্বীন জীবিত হবে। এই হাদিস থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় এখানে সেই দ্বীন সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ এর কথাই বলা হয়েছে যিনি আমাদের জামানায় আবির্ভাব করবেন আর তা ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে। তিনি ইমাম মাহদী নন কারণ ইমাম মাহদী আসবেন ফাতিমা (রা:) এর বংশ হতে অর্থাৎ আহলে বাইত থেকে। আর তিনি যখন আবির্ভূত হবেন তখন তার বয়স হবে চল্লিশ তাই তিনি বালকও হবেন না। তাই উমর (রা:) এর বংশের এই বালক বা যুবক অন্য কেউ এবং তার পরিচয়ও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতইনা উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর (রা:) এর বংশের এক দুর্বল বালক।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৮৭)

মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ নিয়ে তার ব্যাপারে এসেছে-
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তাঁর বন্ধু সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা হবে মাহদীর আগমনের পূর্বে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা)

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের (৩য় বিশ্বযুদ্ধে) বজ্রাঘাতে (আনবিক অস্ত্রে) বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে (অর্থাৎ আধুনিকতা ধ্বংস হয়ে প্রাচীন যুগে ফিরবে)। সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান শামীম বারাহকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।

- (আসরে যুহরি ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক; ইলমে তাছাউফ; ইলমে রাজেন; বিহারুল আনোয়ার)

- উক্ত হাদিসটি এই পাঁচটি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিছগণ ব্যক্ত করেছেন উক্ত হাদিসটি সহীহ, কেউ কেউ বলেছেন হাসান।

উল্লিখিত হাদিস অনুযায়ী ইমাম মাহদীর পূর্বে আরেক ইমামের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তার নাম বলা হয়েছে ইমাম মাহমুদ। তাহলে এটিও জানা গেল যে এই ইমাম মাহমুদ, তিনিই সেই শতবর্ষী মুজাদ্দিদ হবেন এবং ২০২৪ সালের মধ্যেই তার পূর্ণ আত্মপ্রকাশ হবে ইংশাআল্লাহ।

উল্লিখিত এইসকল হাদিস পর্যালোচনা করে বুঝা যায় যে, শতবর্ষী মুজাদ্দিদের আগমন ও ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশও একই সময়ে হবে না। এবং তারা দুজন আলাদা ব্যক্তি হবে। শতবর্ষী মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ২০২৪ এর সময় ও ইমাম মাহদী এর আবির্ভাব ২০২৮ সালে হবে ইংশাআল্লাহ। এটাকে প্রায়ই এক করে দেখা হয় কারণ এই জামানায় আবির্ভূত হওয়া মুজাদ্দিদ সম্পর্কে হাদিসগুলো না জানার কারণে। উল্লিখিত হাদিস থেকে এটিও জানা যায় যে এই মুজাদ্দিদের নেতৃত্বে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি যুদ্ধ হবে এবং এটি বিশ্লেষণ করলে জানা যায় এটি সেই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ বা গাজওয়াতুল হিন্দ। তাহলে এটিও পরিস্কার হয় যে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন এই শতবর্ষী মুজাদ্দিদ ইমাম মাহমুদ, ইমাম মাহদী নন। আর এই যুদ্ধ ইমাম মাহদীর আগমনের আগেই সংঘটিত হতে যাচ্ছে। এটিও আগেই পরিস্কার যে তিনি এই শতবর্ষী মুজাদ্দিদ নন। কারণ তিনি আসবেন ১০৪ বছরের মাথায় যা নির্দিষ্ট করে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। ইমাম মাহদীর পূর্বে এই ইমাম মাহমুদের প্রকাশ ঘটলে, তখন অবশ্যই আমাদের এই ইমামের জামাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে যদি আমরা সঠিক ইসলামটি পেতে চাই এবং হিন্দুস্তানের যুদ্ধে শরীক হতে চাই।

৩.৭ হাদিস দ্বারা প্রমাণ ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই যুগে আসবেন না

আমাদের বর্তমান সমাজে প্রায় ৯৫% মুসলিমরা (এখানে বড় বড় আলেমরাও এবং সাধারণরাও) বিশ্বাস করেন বা মনে করেন যে, "ইমাম মাহাদীর জামানাতেই হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে অবতরন করবেন"। আসলে তাদের এই ধারণাটি যে সম্পূর্ণই ভুল তা হাদিসগুলো সঠিকভাবে যাচাই করলেই বুঝা যায়।

বিভিন্ন আলেম ও সাধারণ মুসলিমরা যাদের শেষ জামানা নিয়ে কিছু জ্ঞান আছে তারা সকলেই বিশ্বাস করেন ইমাম মাহদী এর আগমন হবে, ঈসা (আঃ) এর আগমন হবে। শেষ জামানার ফিতনা প্রসঙ্গে বহু হাদিস রয়েছে। এবং এ বিষয়ে ইমামদেরও মত রয়েছে। কিন্তু সমাজে প্রচলিত যে ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই যুগে আসবেন বা ইমাম মাহদী এর পিছনে ঈসা (আঃ) নামায পড়বেন। আলেমরাও এর পক্ষে হাদিসগুলি পেশ করে থাকেন, কিন্তু কোন হাদিসেই এটি বলে না যে, ইমাম মাহদী এর পিছনে ঈসা (আঃ) নামায পড়বেন বা তারা দুজনে একই যুগে আসবেন। এটি প্রচলিত হয়ে যাওয়ার দরুন ঢালাও ভাবে সকল মুসলিমরাই

এখন এই বিষয়টিই সঠিক মনে করে। তবে হাদিসে সরাসরি বলা রয়েছে যে ঈসা (আঃ) কার পিছনে নামায পড়বেন ও ইমাম মাহদীর পর আরো যারা খলীফা হবেন তাদের পরিচয়। কিন্তু তারপরও তারা না জানার ফলে যে হাদিসগুলি পেশ করে থাকে তাতে আমীর এর পিছনে নামায পড়বেন বলে উল্লেখ থাকে আর সেই আমীরকে ইমাম মাহদী মনে করে থাকেন। ৩.৫ নং পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। সেটিই হয়তো এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট কিন্তু এরপরও যদি কোন বিভ্রান্তি থাকে তাহলে এখানে তার আরো কিছু বিশ্লেষণ যোগ করা হলো-

কেন তারা এরকম ধারণা করছেন?

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেদিন কেমন হবে, যখন মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং তোমাদেরই একজন তোমাদের ইমাম হবেন"? (সহীহ, সহীহ মুসলিম ইসঃ ফাঃ ২৮৯ [হাঃ একাঃ ২৮৩; ইসঃ সেঃ ৩০০])
উল্লিখিত এই হাদিসে কোথাও ইমাম মাহদীর কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং এখানে স্পষ্ট করে ‘‘তোমাদের ইমামের’’ কথা বলা হয়েছে।

হযরত জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের একদল মুজাহিদ কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে। একপর্যায়ে আকাশ থেকে ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) অবতরণ করলে মুসলমানদের আমীর/সেনাপতি বলবে- আসুন, নামাজের ইমামতি করুন! তখন ঈসা (আঃ) বলবেন- না, বরং তোমাদের একজন অপরজনের নেতা (তুমি ইমামতি কর)। এটি এই উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরাট সম্মান"।

- (সহীহ মুসলিম ইসঃ ফাঃ ২৯২ [হাঃ একাঃ ২৮৬; ইসঃ সেঃ ৩০৩]; মুসনাদে আহমাদ)

এই হাদিসেও ইমাম মাহদীর কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, "তোমাদের একজন অন্যজনের আমীর"। তার আগে বলা হয়েছে মুসলমানদের সেনাপতি আর এটা সাধারণ বিষয় যে ইমাম মাহদী খলীফা হবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) যার পিছনে নামাজ পড়বেন, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন"।

- (সহীহ, কিতাব আল মাহদী, লেখকঃ হাফিজ আবু নাঈম (রহ:); ফাইয়াদ আল কাদির, লেখকঃ আল মানাওয়ী)

এই হাদিসেও কোথাও ইমাম মাহদীর কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং এখানেও ‘‘তোমাদের একজনের’’ কথা বলা হয়েছে।

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা:) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, ‘‘হযরত ঈসা (আ.) আছরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। তখন মুসলমানদের আমীর তাঁর নিকট আবেদন জানাবেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি নামাজের ইমামতি করুন। তিনি বলবেন, এ

উম্মত একে অন্যের উপর আমীর (অর্থাৎ তোমাদের জন্যই নামাজের ইকামত দেওয়া হয়েছে, তাই তোমরাই নামাজ পড়াও) তখন আমীর অগ্রসর হয়ে নামায পড়াবেন।”

- (মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা; দুররে মানসুর, ২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা; মুসতাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

এই হাদিসেও ইমাম মাহদীর কথা কোথাও বলা নেই, বরং বলা হয়েছে "মুসলমানদের আমীরের" কথা। মূলত এই কতক হাদিস ছাড়া আর কোন দলিলই নেই যা দিয়ে প্রমাণ করতে পারে যে ইমাম মাহদীর জামানায় ঈসা (আঃ) এর আগমন হবে। আর এই দলিলগুলো দিয়েও সরাসরি প্রমাণ হয় না যে, ইমাম মাহদীর পিছনে ঈসা (আঃ) নামাজ পড়বেন। তাহলে কার পিছনে পড়বেন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ৩.৫ নং পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

তাই বেশিরভাগ আবেগী মুসলমান মনে করেছেন, এসকল হাদিসগুলোতে মুসলমানদের ইমাম বা আমীর বলতে ইমাম মাহদীর কথা বলা হয়েছে। যদিও এই ধারণাটি একদমই ঠিক নয়। ইমাম মাহদী ছাড়াও আরো অনেক আমীর বা খলীফা হবেন তা হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট। রসূলুল্লাহ ﷺ এর এমন কোন সহীহ, হাসান হাদিসেও সরাসরি বলা হয়নি যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল মাহদী একই সময়ে আত্নপ্রকাশ করবেন। বরং অসংখ্য হাদিস রয়েছে এই মতের বিপরীত, যে হাদিসগুলো নিয়ে গবেষণা করলে বুঝা যায়, হযরত ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের মধ্যে রয়েছে বিশাল একটা সময়ের ব্যবধান।

ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা আঃ একই সময়ে আবির্ভাব হবেনা, তার প্রমাণ সমূহ

সহীহ হাদিসে এসেছে ইমাম মাহদী সাত থেকে নয় বছর জীবিত থাকবেন আর তার খিলাফতের সময়ও এটাই, তার জামানায় পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা বিরাজ করবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, আখেরী যামানায় আমার উম্মাতের ভিতরে মাহদীর আগমণ ঘটবে। তাঁর শাসনকালে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যমিন প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে, তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান বৃদ্ধি (হারানো গৌরব ফিরে) পাবে। তিনি সাত বছর কিংবা আট বছর জীবিত থাকবেন।

- (মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৬০১; সিলসিলায়ে সহীহা ৭১১; আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন)

উপরের হাদিসটি আমরা মনে রাখবো, এখন কিছু সময়ের জন্য ধরা যাক ইমাম মাহদীর জামানাতেই ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। এখন ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে আগমনের কারণ হবে দাজ্জালের প্রকাশ হওয়ার পরে। কারণ এর আগে তো ঈসা (আঃ) এর আগমন হবে না যা অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। দাজ্জাল প্রকাশ পাওয়ার পর চল্লিশ দিন পৃথিবীতে ফিতনা করবে। এই চল্লিশ দিনের ব্যাখ্যায় এসেছে প্রথম দিন ১ বছরের সমান, পরের দিন ১ মাস, তার পরের দিন ১ সপ্তাহ, আর বাকি দিন সাধারণ দিনের মত। এখন এই সময়টি যদি যোগ করা হয় তা ১ বছর ও ২ মাসের কম-বেশি সময়। এই সময়ের আগে ঈসা (আঃ) আসবেন

না। এখন এই সময়ে দাজ্জাল পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি করতে থাকবে। তাও ইমাম মাহদী খলীফা থাকা অবস্থায়! তাহলে ইমাম মাহদীর যুগ কিভাবে শান্তিময় হলো আর উম্মতে মুহাম্মাদী কিভাবে সুশৃঙ্খল থাকলো? শুধু এই একটি ফিতনা নয়, আরো রয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহও। হাদিসে এসেছে-

হযরত উম্মে শুরাইক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি, দাজ্জালের ভয়ে পলায়ন করে মানুষ পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মে শুরাইক রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রসূল! আরব সম্প্রদায় তখন কোথায় থাকবে? উত্তরে রসূল ﷺ বললেন, আরব সম্প্রদায় তখন সংখ্যায় অল্প থাকবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৩-(১২৫/২৯৪৫) [ইঃ ফাঃ ৭১২৬, ইঃ সেঃ ৭১৭৯]; সুনান তিরমিযী ৩৯৩০; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৬/১৮২২ [আন্তঃ ১৮১৩]; মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৬২, হাঃ ২৭০৭৩)

দেখা যাচ্ছে তাহলে ইমাম মাহদী জীবিত থাকা অবস্থাতেই ফিতনা দেখা দিয়েছে। যা প্রথম সেই সহীহ হাদিসটির বিপরীত। এখানেই শেষ নয়। হাদিসে এসেছে দাজ্জাল রেগে বের হয়ে আসবে আর এর কারণ হচ্ছে মুসলিমরা বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ী হতে থাকবে। এখন দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার আগের অন্যতম কারণ হবে মুসলিমদের কুসতুনতুনিয়া বিজয়। হাদিসে এসেছে- মাকহুল বলেছেন- মালহামা বা মহাযুদ্ধ, কুসতুনতুনিয়া বিজয় আর দাজ্জালের বের হওয়ার মাঝে সাত মাস সময়। চুক্তি হওয়া আর ভঙ্গ হওয়া (রোমদের সাথে) মাঝেও একই সময়। একটা আরেকটার পর পর হবে।

- (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৩৬৫০৭)

হযরত যুবায়ের ইবনে নুফাইর (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মুসলমানগণ, আল্লাহু আকবর তাকবীর দ্বারা কাফেরদের একটি শহর দখল করবে, উক্ত শহরের তিনটি দেয়াল আল্লাহ তাআলা তিন দিনে ধ্বংস করে দিবেন। এভাবে যুদ্ধ চলাকালীন তাদের কাছে দাজ্জালের অবির্ভাব হওয়ার খবর এসে পৌঁছবে। উক্ত খবর যেন তোমাদের মাঝে কোনো আতঙ্ক বিরাজ না করে, কেননা সংবাদটি মিথ্যা হবে। সুতরাং উল্লিখিত খবর শুনে দৌড় না দিয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে থাকবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩৯৩ [পথিক প্রকা: ১৩৯২; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ বলেন তাদের নিকট এ খবর পৌছেছে যে, তাদের কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জালের অবির্ভাব ঘটবে। অতঃপর তাঁরা ফিরে যাবে এবং কিছু পাবে না। অতঃপর কিছুদিন অবস্থান করবে এরই মধ্যে দাজ্জাল বের হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৬৯ [পথিক প্রকা: ১৪৬৭; তাহকীক: যঈফ])

হযরত সাফ্ওয়ান ইবনে আমর জনৈক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের একদল ভারতের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে শিকল

পরা অবস্থায় ভারতের রাজার সাথে মুসলমানদের স্বাক্ষাৎ হবে। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের প্রত্যেক যাবতীয় অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর তারা শাম নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেখানেই তারা সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০২ [পথিক প্রকা: ১১৯৯; তাহকীক: যঈফ])

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা'ব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের জনৈক বাদশাহ (জাহজাহ) ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করে ভারত জয় করবেন এবং সেখানে অবস্থিত যাবতীয় সম্পদসমূহ হস্তগত করার পর সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসের অলংকার হিসেবে রেখে দিবেন। এরপর ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র জয় করার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত তারা ভারতেই অবস্থান করতে থাকবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২১৫ [পথিক প্রকা: ১২১২, যঈফ জিদ্দান])

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে এটি বুঝা যাচ্ছে যে দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার আগে মুসলিমরা যুদ্ধরত অবস্থায় থাকবে। তারা একাধারে কুসতুনতুনিয়া বিজয় করবে, এরপর আরেকটি শহর শুধু তাকবীর দিয়ে ধ্বংস করবে এবং রোমদের সাথে মহাযুদ্ধ করবে। এই সকল যুদ্ধের কারণ হবে নতুন করে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণে আর এতে রোমরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং বিশৃঙ্খলা করবে, আর ইহুদিরাও চুক্তি ভঙ্গ করবে, বিশৃঙ্খলা করবে ও হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় মর্যাদাপূর্ণ যুদ্ধটিও হবে। মানে এত এত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া ও বিজয় হওয়া এরপরই দাজ্জালের আগমনের ফিতনা যা উল্লিখিত হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তাহলে এই সকল কিছু কি ইমাম মাহদীর খিলাফতকালে সংঘটিত হবে যেখানে বলা হয়েছে তার জামানাতে কোন ফিতনা-বিশৃঙ্খলা হবে না? এখানেও হাদিসের বিপরীত বিষয় পরিলক্ষিত হয়। আবার দাজ্জালের আগমনের আগে এই সকল যুদ্ধ হবে যেরকম বলা রয়েছে তেমনি বলা রয়েছে এই যুদ্ধগুলো কার মাধ্যমে হবে আর তখন কে খলীফা থাকবেন। শুধু তাই নয় দাজ্জালের আগমনের আগে আবার পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

আসমা বিনতে ইয়াযিদ আনসারিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি দাজ্জাল বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি বৎসর এমন হবে যে, প্রথম বৎসর আকাশ তার এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। ভূমি তার এক তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন বন্ধ করে দিবে। দ্বিতীয় বৎসর আকাশ তার দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। ভূমি তার দুই তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন বন্ধ করে দিবে। তৃতীয় বৎসর আকাশ তার পরিপূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। পাশাপাশি ভূমিও তার ফসল উৎপাদন পরিপূর্ণরূপে বন্ধ করে দিবে। ফলে সুস্থ ও অসুস্থ সকল গরু ছাগল ও প্রাণীর প্রাণহানি ঘটবে।

- (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭; মুসনাদে আহমদ ২৭৫৬৮; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৮১; একই রকম বর্ণনা সূত্রে)

তাহলে দাজ্জাল যদি ইমাম মাহদীর জামানাতেই আবির্ভাব হয় তাহলে দাজ্জাল হত্যা হওয়ার আগে ১ বছর ২ মাস পৃথিবীতে ঘুরবে। আর দাজ্জাল বের হওয়ার আগে ৩ বছর বৃষ্টি কমে যাবে, ফসল হবে না ঠিক মত। আর এর আগে সংঘটিত হবে রোমদের সাথে মহাযুদ্ধ, কুসতুনতুনিয়ার যুদ্ধ, হিন্দুস্তানের যুদ্ধ। তাহলে এতকিছু যদি ইমাম মাহদীর খিলাফত কালেই সংঘটিত হয়, তাহলে তার খিলাফত কালে শান্তি বা শৃঙ্খলা থাকলো কোথায়? তার জামানাতে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফিতনা-বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাহলে পৃথিবী শান্তিময় কবে কখন হবে? সহীহ হাদিসে রয়েছে যে, তার জামানাতে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করবে ও সব কিছুতে বরকত থাকেবে। এখন তাহলে এই সকল ফিতনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মালহামা কখন হবে? নাকি হবে না? তাহলে এইগুলো তার জামানায় বা তার খিলাফতকালে না হলে কখন হবে? হাদিসে এসেছে-

হযরত দীনার ইবনে দীনার (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে মাহদি মৃত্যুবরণ করলে মানুষের মাঝে ব্যাপক গণহত্যা দেখা দিবে এবং একে অন্যকে হত্যা করবে। অনারবদের জয়জয়কার হবে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকাশ পাবে। মানুষের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা এবং একতাবদ্ধতা থাকবেনা, এক পর্যায়ে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৩৪ [পথিক প্রকা: ১১৩১; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কাতাদাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে, তখন তিনি দুই হাতে মানুষের মাঝে শান্তি বন্টন করবে। তারপর (মাহদীর মৃত্যুর পরে) আবার ফিতনা দেখা দিবে, তখন আসবে মরিয়ম এর পুত্র ঈসা (আঃ)।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১২)

এগুলোই যথেষ্ট এটা প্রমাণ করতে যে, ইমাম মাহদীর পিছনে ঈসা (আঃ) ছলাত আদায় করবেন না আর না ইমাম মাহদীর জামানায় ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। হাদিসে এখানে স্পষ্টভাবে এসেছে যে ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পরই সকল ফিতনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিবে আর তার শেষ পর্যায়ে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। হাদিস থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পরই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। হয়তো অনেকে এটাও বলতে পারেন যে এই সকল যুদ্ধ অন্য কোন সময় হবে বা মাহদীর আগে হবে বা দাজ্জালকে হত্যার পরে হবে। তারা হয়তো আরেকটি হাদিসকে আবারো মিথ্যারোপ করছে-

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হকের পক্ষে যুদ্ধ করবে, তারা দুশমনদের উপর বিজয় থাকবে, তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

- (সহীহুল মুসলিম ২৯২, ৪৭১৭; সুনান আবু দাউদ ২৪৮৪; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫১, ১১৬৭; মুসনাদে আহমদ ১৯৮৯৫; মুসতাদরাকে হাকিম ৩/৪৫০)

অর্থাৎ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ হওয়ার পর আর কোন যুদ্ধ নেই যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত একটি বিষয়। আর দাজ্জালের সাথে যুদ্ধই মুসলিম উম্মাতের শেষ যুদ্ধ, এর পরে আর কোন জিহাদ-কিতাল নেই। এরকম আরো অসংখ্য হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, ইমাম মাহদীর পিছনে ঈসা (আঃ) এর ছলাত আদায় তো দূরে থাক তাদের কোন দেখা-সাক্ষাৎই হবে না, তারা একই যুগেই আসবেন না। তাদের দুজনের মধ্যে অনেক বছরের ব্যবধান রয়েছে। কারণ ইমাম মাহদী খিলাফতের দায়িত্ব সাত থেকে নয় বছর পালন করার পরে মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারপরেও আরো অনেকে খলীফা হবেন। হাদিসে এসেছে-

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইস ইবনে জাবের সাদাফী (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, কাহতানী এবং পরবর্তীতে আরো যারা খলীফা ও আমীর নিযুক্ত হবেন, তারা প্রত্যেকে মাহদীর পর আসবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০৯ [পথিক প্রকা: ১২০৬; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কা'ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সুরা ইব্রাহিম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লহর রসূল ﷺ! তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

এই সকল হাদিস জানার পর এই বিষয়ে আর কোন মতবিরোধ থাকার কথা নয়। যারা বলছেন যে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে আর ইমাম মাহদীর ইমামতিতে ঈসা (আঃ) ছলাত আদায় করবেন তাদের কাছে এর কোন সঠিক দলিল নেই। এটি একটি বানোয়াট উক্তি যা শুধু ধারণা ভিত্তিক হয়েছে যা অসংখ্য হাদিসের বিপরীত বৈ কিছুই নয়।

৩.৮ ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে কি কি সংঘটিত হবে

ব্যাপক অন্যায়-জুলুম দিয়ে পৃথিবী পরিপূর্ণ থাকবে

“দুনিয়া ধ্বংস হতে মাত্র একদিনও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে মহান আল্লাহ (ঐ একদিনের মধ্যেই) আমাদের (আহলে বাইতের) মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রেরণ করবেন যে, এ পৃথিবী যেভাবে অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে তা পূর্ণ করে দেবে।”

- (মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড, পৃ.৯৯; দারুল ফিকর, বৈরুত কর্তৃক প্রকাশিত)

ফিতনা, ভয়ভীতি, ভূমিকম্প ও মৃত্যু কামনা

হযরত মুহাম্মদ বাকির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, "ভয়-ভীতি, ভূমিকম্প, ফিতনা এবং যেসকল বিপদ আপদে (সমগ্র) মানবজাতি জড়িয়ে যাবে, তার পরপরই কেবল ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। এর আগে তারা (মানবজাতি) প্লেগ বা (দুর্ভিক্ষের কারণে), মহামারীতে আক্রান্ত হবে। এর পরে আরবদের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত হবে। এমনকি বিশ্ববাসীর মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দিবে। ধর্মে দ্বিধা বিভক্তি দেখা দিবে এবং অবস্থা এতটাই শোচনীয় হবে যে, একে অপরকে হত্যা করতে দেখে, সবাই সকাল সন্ধ্যা নিজের মৃত্যু কামনা করবে"।

- (কামালুদ্দিন, শেখ সাদুক প্রণীত, পৃষ্ঠা ৪৩৪; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৮)

মহামারী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ

হযরত আবু বাসির (রহি.) বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞেস করলাম, কখন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন, রসূলে পাক ﷺ এর বংশধর এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে। এক- শ্বেত মৃত্যু। দুই- লাল মৃত্যু। শ্বেত মৃত্যু অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল যুদ্ধের কারণে মৃত্যু।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫২)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময়ে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা দিবে। লাল মৃত্যু ও শ্বেত মৃত্যু। হঠাৎ হঠাৎ লাল ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) দ্বারা মৃত্যু ও শ্বেত মৃত্যু হল প্লেগ, মহামারী দ্বারা মৃত্যু।

- (কিতাবুল ইরশাদ, শেখ মুফীদ প্রণীত, পৃ. ৪০৫; গাইবাত, শেখ তূসী প্রণীত, পৃ. ২৭৭; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৮)

জুলফি তারকার উদয়ন

হযরত আবু বাসির (রহি.) বলেন, জাফর সাদিক বলেছেন- মাহদীর আগমনের কিছু পূর্বে, অবশ্যই মানুষ আসমানের তারকা জমিনে দেখতে পাবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৫)

হযরত ওলীদ (রহঃ) কা'ব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মাহদী এর আগমনের পূর্বে পূর্বাকাশে জুলফি বিশিষ্ট একটি তাঁরকা উদিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৪২)

ব্যাপক দুর্ভিক্ষ

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে অবশ্যই এমন একটি বছর অতিবাহিত হবে, তখন মানবজাতি তীব্র ভাবে খাদ্যের অভাবে কষ্ট পেতে থাকবে, তাদেরকে হত্যা করার দরুন আতংক তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে"।

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২২৯; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৯)

হযরত কা'ব (রা:) থেকে বর্ণিত যে, এমন একটি তারকা উদিত হবে, যার আলো হবে চন্দ্রের আলোর ন্যায়। এরপর উক্ত তারকা সাপের ন্যায় কুন্ডলি পাকাতে থাকবে। যার কারণে তার উভয় মাথা একটা আরেকটার সাথে মিলিত হওয়ার উপক্রম হবে। দীর্ঘাকার রাত্রে দুইবার ভূমিকম্প হওয়া এবং আসমান থেকে জমিনের দিকে যে তারকাটি নিক্ষিপ্ত হবে, তার সাথে থাকবে বিকট আওয়াজ। এক পর্যায়ে সেটা পূর্বাকাশে গিয়ে পতিত হবে। যা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের সম্মুখিন হবে। (হাদিস বড় হওয়ায় কেবল শেষ অংশ উল্লেখ করা হল)

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৪৩)

ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় উন্মোচন ও তা নিয়ে যুদ্ধ

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই ফুরাত নদী স্বর্ণের খনি উন্মোচন করবে। অতএব যারা তখন সেখানে থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

- (সহীহ, সুনান আবু দাউদ ১৩/৪৩১৩)

হযরত ইবেন সিরীন হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী বের হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হয়।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫৮)

মুজাদ্দিদ এর আত্মপ্রকাশ

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেছেন, রসূল ﷺ বলেছেন, প্রতি শতকের অবসান কালে, আল্লাহ তাআলা একজন করে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে পুনঃসংস্কার করবেন।

- (সহীহ, সূনান আবূ দাউদ (ইঃ ফাঃ) ৪২৪১; মুসতাদরাকে হাকেম ৮৫৯২; মিশকাতুল মাসাবিহ ২৪৭; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, আব্দুল্লাহ ইবনে দাইলামী ১১৭০)

১৯২৪ সালের পর ২০২১ (চন্দ্রসাল) বা ২০২৪ সাল একশত বছর পূর্ণ হয় এবং মুজাদ্দিদের আগমনের সময়। আর কিতাবুল ফিতানের হাদিসসহ আরো কিছু হাদিস অনুযায়ী মাহদী আসবেন খিলাফত ধ্বংসের ১০৪ বছর পর যা সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। তাই ১৯২৪ এরপর ২০২৮ সালে তা পূর্ণ হবে আর সেটাই সঠিক সময় খলীফা মাহদী এর আগমনের। আর তার আগমনের আগেই একজন মুজাদ্দিদ এর আত্মপ্রকাশ হবে যা খুবই নিকটে।

গাজওয়াতুল হিন্দ সংঘটিত হবে

সাহল ইবনু সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিতনার (দ্বিতীয় কারবালা) সৃষ্টি হবে। আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা। তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাহেবে কিরান! আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম হবে মাহমুদ। অবশ্যই তারা মাহদীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবে।

- (তারিখুল বাগদাদ ১২২৯)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তাঁর বন্ধু সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা হবে মাহদীর আগমনের পূর্বে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা)

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা পারমাণবিক যুদ্ধ ও আধুনিকতার ধ্বংস

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের (৩য় বিশ্বযুদ্ধে) বজ্রাঘাতে (পারমাণবিক অস্ত্রে) বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে (অর্থাৎ আধুনিকতা ধ্বংস হয়ে প্রাচীন যুগে ফিরবে)। সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান শামীম বারাহকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।

- (আসরে যুহরি ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক ২৩৩ পৃঃ; ইলমে তাছাউফ ১৩০ পৃঃ; ইলমে রাজেন ৩১৩ পৃঃ; বিহারুল আনোয়ার ১১৭ পৃঃ)
- উক্ত হাদিসটি এই পাঁচটি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিছগণ ব্যক্ত করেছেন উক্ত হাদিসটি সহীহ, কেউ কেউ বলেছেন হাসান।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, সাবধান! মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনয়ন করবে। আর তখন পৃথিবীতে অগ্নি প্রকাশ (পারমাণবিক যুদ্ধ) পাবে, যা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবে। তাঁর পরেই আল্লাহ

তায়ালা একটি শান্তিময় পৃথিবী দেখাবেন, যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না। এ কথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৮)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিশরও অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। তুরস্কের অধঃপতন হবে দায়লামীর পক্ষ থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে। দায়লামীর অধঃপতন হবে, আর্মেনিয়ার পক্ষ থেকে। আর্মেনিয়ার অধঃপতন হবে, খাজার পক্ষ থেকে, খাজার অধঃপতন হবে, তুরস্কের পক্ষ থেকে। সিন্দ এর অধঃপতন হবে, হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে। হিন্দুস্তানের অধঃপতন হবে, তিব্বতের পক্ষ থেকে। তিব্বতের অধঃপতন হবে নাসারার পক্ষ থেকে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬৮; তাজকিরাহ, ইমাম কুরতুবী; আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে কাসীর; আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, আবু আমর আদ-দানী)

বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যাবে

হযরত জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে না। তখন আমি আবু বাসির জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কোন ব্যক্তি অক্ষত থাকবে? এ উত্তরে জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, তোমরা কি এক তৃতীয়াংশ এর মধ্যে অবশিষ্ট থাকতে চাও না?

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬০)

ধোঁয়ার আজাব

হযরত কাতাদাহ (রা:) বলেন, কিয়ামত কিভাবে হবে? যতক্ষণ না, আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঘিরে যাবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৭)

মাহদী বের হবে না যতক্ষন না অন্ধকার দেখতে পাও।

- (আল কাউলু মুখতাসার ফি আলামাত আল মাহদি আল মুনতাদার ৩-২৭)

খলীফা মাহদীর সাহায্যকারী ইমাম ও তাদের সহচরদের আত্মপ্রকাশ

ইমাম মাহমুদ ও সহচর শামীম বারাহ এবং ইমাম মানসূর ও তার সহচর হারিস ইবনু হাররাস এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ, যাদের আলাদা আলাদা দল থাকবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, মাহদীর পূর্বে একজন ইমামের আর্বিভাব হবে আর তার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম হবে আব্দুল (নামে থাকবে)। সে দেখতে হবে দুর্বল, আর তার চেহারায় আল্লাহ মায়া দান করবেন। আর তাকে সে সময়ের খুব কম

লোকই চিনবে। অবশ্যই আল্লাহ সেই ইমাম ও তার বন্ধু যার উপাধি হবে সাহেবে কিরাণ তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটি বিজয় আনবেন।

- (ইলমে রাজেন ৩৪৭; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৪; ইলমে তাসাউফ ১২৫৩)

হযরত আবু যার (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি ইহুদী খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের দুটি বড় যুদ্ধ হবে। প্রথম যুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে দুটি বালক নেতৃত্ব দিবে, যাদের নাম হবে শুয়াইব আর শামীম বারাহ। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৪১)

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "সুফিয়ানী এবং (মানসূর) ইয়ামানীর উত্থান হবে প্রতিযোগিতার দুটি ঘোড়ার মত"।

- (কিতাবুল গাইবাহ, ১৮ নং অধ্যায়, পৃষ্ঠা নং ৪৪৫, মুজ'য়াম আল হাদীস ইমাম আল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৮, বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৭৫, ২৫৩)

শাম থেকে তিনটি পতাকাবাহী দলের আত্মপ্রকাশ

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিবে তখন শাম দেশে তিন ধরনের ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। তা হচ্ছে আবকা জাতির ঝান্ডা, আসহাব ও সুফিয়ানীর ঝাণ্ডা।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৩৫)

তিনটি ঝাণ্ডার নাম হচ্ছে- আবকা, আসহাব ও সুফিয়ানী। (সহীহ, আল ফিতান ৮৩৩)

সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ ও সকল দলের উপর বিজয় লাভ

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "সুফিয়ানীর উত্থান অবশ্যই হবে, তিনি রজব মাসে আত্নপ্রকাশ করবেন"।

- (কিতাবুল গাইবাহ, অধ্যায় নং ১৮, পৃষ্ঠা ৪৪০; বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৫; মুজ'আম আল হাদিস ইমাম আল মাহদী, খণ্ড ৩, ৪৬৩)

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানীর যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এত ব্যাপক আকার ধারন করবে, যা দ্বারা প্রত্যেক জাতি মনে করবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৩২)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কালো ঝান্ডা বাহীরা পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত হবে, তখন আরম জনপদের একাংশ ধ্বসে পড়বে এবং তার পশ্চিম পার্শ্বের মসজিদের এক পাশ ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর শাম দেশ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডা আত্নপ্রকাশ করবে।

আসহাব, আবকা এবং সুফিয়ানীর ঝান্ডা। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে, এক পর্যায়ে সুফিয়ানী সব দলের উপর জয়লাভ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৪১)

সুফিয়ানী কর্তৃক ব্যাপক হত্যাকান্ড

ইবনুল হানাফিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী আবকাদের উপর জয়লাভ করে মিশরে প্রবেশ করলে মিশর বিরান ভূমিতে পরিনত হয়ে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৫২)

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সুফিয়ানী মিশরে প্রবেশ করে সেখানে দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত অবস্থান করে লোকজনকে হত্যা করবে এবং সেখানের বাসিন্দাদেরকে বন্দী করবে, সেদিন অনেক ক্রন্দন্দনকারী মহিলারা তাদের সম্ভ্রমহানী হওয়ার কারণে কান্নাকাটি করবে, অনেকে তাদের সন্তান হারানোর বেদনায় রোনাজারী করতে থাকবে, অনেকে সম্মানিত হওয়ার পর সম্মানহানী হওয়ার কারণে ক্রন্দন করবে। আবার কেউ কেউ বিলাপ করতে থাকবে কবরে চলে যাওয়ার আগ্রহ নিয়ে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৪৭)

ব্যাপক মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব

হযরত বাকির (রহ:) বলেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসী পরস্পর মতভেদ করবে। কিবলাপন্থীরা (মুসলমানরা) এবং বিশ্ববাসীও অসহনীয় ভয়-ভীতি ও আতংকের সম্মুখীন হবে। আর আকাশ থেকে আহবানকারীর আহবান করা পর্যন্ত তারা এ অবস্থার মধ্যেই থাকবে। যখন আকাশ থেকে গায়েবী আহবান ধ্বনি শোনা যাবে তখন তোমরা হিজরত করবে।

- (আসরে জুহুরি)

কালো পতাকাবাহী সাহায্যকারী দল ও সুফিয়ানীর পরাজয়

আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: খুরাসানের দিক হতে কালো পতাকাবাহীগণ আবির্ভূত হবে (মাহ্দীর সর্মথনে)। অবশেষে সেগুলো ইলিয়া (বায়তুল মাকদিস)-এ স্থাপিত হবে এবং কোন কিছুই তা ফিরাতে পারবে না।

- (যঈফ, সুনানে তিরমিজি ২২৬৯; মুসনাদে আহমাদ ৮৭৬০)

(কিছু অংশ বাদে)...তাদের সাক্ষাত ঘটবে বাবে ইস্তাখাররাতে (ইরানের ফার্স প্রদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থানে)। তখন তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে, সে যুদ্ধে কালো ঝান্ডাবাহী দল জয়ী হবে। এবং সুফিয়ানীর সৈন্য পলায়ন করবে। আর সে সময়ই মানুষ মাহদীর আকাঙ্ক্ষা করবে এবং তাকে খুঁজতে থাকবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯১৪)

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আমার বংশের মাহদীর আগমনের পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর সে নিরাপদে জেরুজালেম ভ্রমণ করবে। আর ততক্ষন মাহদী বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমন করবে না, যতক্ষন না অভিশপ্ত জাতি থেকে তা শামীম বারাহর দখলে না আসে। আর অবশ্যই তা দিনের আলোর মত সত্য।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯৬)

হযরত কাতাদাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, মাহদীর আগমনের পূর্বে অভিশপ্ত জাতির সাথে শামীম বারাহর নেতৃত্বে মুমিনদের যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে জেরুজালেম মুমিনদের দখলে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯৭)

বায়দাহ প্রান্তরে ধ্বস

আমর আন্ নাকিদ ও ইবনু আবূ উমার (রহঃ) ..... হাফসাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, একটি বাহিনী এ কা'বা গৃহের বিপক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করবে। তারপর তারা যখন "বাইদা" নামক এক ময়দানে পদার্পণ করবে তখন তাদের মাঝের অংশটি ভূমিতে ধ্বসে যাবে। এ সময় অগ্রভাগের সৈন্যরা পশ্চাতের সৈন্যদেরকে উচ্চঃস্বরে ডাকতে থাকবে। অতঃপর প্রত্যেকেই ভূমিতে ধ্বসে যাবে। বেঁচে যাওয়া একটি ব্যক্তি ছাড়া তাদের কেউ আর বাকী থাকবে না। সে-ই তাদের সম্বন্ধে অন্যদেরকে খবর দিবে। এ কথা শুনে এক লোক বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি হাফসাহ (রা:) এর উপর মিথ্যারোপ করনি এবং হাফসাহ (রা:) এর সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিও নবী ﷺ এর উপর মিথ্যারোপ করেননি।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৩৪-(৬/২৮৮৩) [ইঃ ফাঃ ৬৯৭৮, ইঃ সেঃ ৭০৩৫]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ১/৪০৬৩; সুনান নাসায়ী ২৮৭৯, ২৮৮০; আহমাদ ২৫৯০৫; সহীহাহ ২৪৩২)
- বায়দা প্রান্তরে সুফিয়ানীর বাহিনী ধ্বসে যাওয়া মাহদী প্রকাশের সংবাদ পাওয়ার কিছু পরই হবে।

বিঃ দ্রঃ এখানে সকল হাদিস আনা হয়নি। এইসকল ঘটনাগুলি ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে (আগামীর ফিতনাগুলো) বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

৩.৯ গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা

আমাদের পরিচিত হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে হাদিসগুলো ব্যাখ্যা করলে পাওয়া যায় যে এই যুদ্ধ আরো অনেক পরে হবে ইমাম মাহদী এর প্রকাশের অনেক পরে ও ঈসা (আঃ) এর আগমনের কিছু সময় আগে। আবার ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে মুশরিকদের সাথে আমাদের একটি যুদ্ধ খুব কম সময়ের মধ্যেই ঘটতে যাচ্ছে। আসলে সঠিক কোনটি? এই সমস্যার ব্যাখ্যা কী?

সূনানে তিরমিজি এর হাদিসে বলেছে খুরাসানের দিক হতে কালো পতাকাবাহী দল বের হবে এবং তাদের মুকাবিলা কেউ করতে পারবে না, আর সেই পতাকা ইলিয়ায় তথা বাইতুল মুকাদ্দাসে উড়ানো হবে। অর্থাৎ খুরাসান থেকে দল বের হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে যাবে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করবে। আবার কিতাবুল ফিতানের আবু হুরায়রার (রা:) খুবই পরিচিত হাদিসে বলা আছে যে উম্মতের একদল লোক হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ও বিজয়ী হবে এবং সেখানে রাজা বাদশাহদের শিকল পড়িয়ে ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে এবং শামে ফেরত যাবে ও সেখানে ঈসা (আঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করবে। তাহলে আগে পূর্বদিক তথা খুরাসান, হিন্দুস্তান বিজয় হবে যার সৈন্যদল পাঠাবে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকেই? নাকি হিন্দুস্তান, খুরাসান বিজয় হয়ে সৈন্যদল বাইতুল মুকাদ্দাস যাবে সেই বিজয় করতে? হাদীছগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা কী? সেটাই বুঝানোর চেষ্টা করা হবে।

আমরা যখনই এই ভবিষ্যৎবাণী করা মর্যাদাপূর্ণ যুদ্ধের বিষয়ে ভাবি তখনই আমরা আবু হুরায়রাহ রাঃ এর হাদিস মনে করি। তার এই যুদ্ধে অংশগ্রহনের কথা চিন্তা করি ও তাতে তার জান-মাল দেওয়ার কথার প্রশংসা করি। সুনানে নাসাঈতে হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে ৩টি হাদিস আমাদের খুবই পরিচিত আর নুয়াইম বিন হাম্মাদ এর আল ফিতান গ্রন্থের হিন্দুস্তানের যুদ্ধ অধ্যায় এর কতেক হাদিস আমাদের পরিচিত। কিন্তু বইয়ের এই পরিচ্ছেদে এই হাদিসগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার কি এমন বিষয় আছে যা জানা আমাদের জন্য জরুরী? সেটাই এখানে যত সংক্ষেপে ও সহজ করে বুঝানো যায় তার চেষ্টা করবো।

মানুষের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা যায় তা সাধারনত তিন ধরনের হয়ে থাকে। এটা সাধারণ মুসলিমদের মাঝেও হয়ে থাকে। যথাঃ

১। ছাড়াছাড়ি ২। মধ্যমপন্থা ও ৩। বাড়াবাড়ি

হিন্দের যুদ্ধ নিয়েও সাধারণ মুসলিমদের ভিতরে এরকম তিন ধরনের মতই পাওয়া যায়।

এক প্রকার হচ্ছে যারা মনে করে এই যুদ্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আর কোন যুদ্ধ হবে না বা হিন্দের যুদ্ধ হবে না। তারা এটি মনে করে তার কারণ তাদের হাদিসের অপব্যাখ্যা বা স্বার্থকেন্দ্রিক কোন বিষয়। কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুসারে ভবিষ্যতে এই উপমহাদেশে এরকম একটি জিহাদ হবে এটি বলা মানে সে উগ্র মতবাদে বিশ্বাসী বা উগ্রবাদী। আবার হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে হাদিস দেখলেও তাকে জঈফ-জাল বলে উপেক্ষা করে। আর অনেকে হিন্দের যুদ্ধের বিষয়ে নীরব থাকে বা বললেও উল্টা ব্যাখ্যা করে থাকে নিজেদের স্বার্থে।

অনেকে হাদিসের যুক্তিও দেয় যে, এই যুদ্ধ আরো আগেই হয়ে গেছে। তাদের জন্য আফসোস করা ছাড়া উপায় নেই।

আরেক মুসলিম দল মনে করে এটি হয়নি তবে ভবিষ্যতে হবে কিন্তু তা আরো অনেক পরে। এর পক্ষে তারা আমাদের পরিচিত সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ও আল ফিতান গ্রন্থের হিন্দের যুদ্ধ নিয়ে আবু হুরায়রা (রা:) এর হাদিস পেশ করে বলে যে, এই যুদ্ধটি যখন হবে তখন মুজাহিদরা ঈসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাতের অনেক কাছে থাকবে। আর স্বাভাবিক ভাবেই সবারই একই মত, ইমাম মাহদী এর আগমনের আগে তো আর ঈসা (আঃ) আসবেন না। তাহলে এই যুদ্ধ ইমাম মাহদী এর আগমনের পরেই হবে। আর হাদিস অনুযায়ী ঈসা (আঃ) এর আগমনের কিছু আগে হবে। আর তখন যে কেউই বলবে যে হ্যা, এই যুদ্ধ হতে আরো অনেক দেরি আছে এবং ইমাম মাহদী এর আগমনের পরে বা আরো অনেক পরে হবে। কিছু মুসলিমরা মনে করে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বেই এই হিন্দের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। কিন্তু হিন্দের যুদ্ধ নিয়ে যে আরো অনেক হাদিস রয়েছে তা ৯০% মুসলমানদেরসহ বেশির ভাগ আলেমদেরই অজানা। সেগুলো দেখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো যে, হিন্দুস্তানের যুদ্ধ আসলেই কোন সময়ে সংঘটিত হবে, কার নেতৃত্বে হবে আর তখনকার প্রেক্ষাপট কেমন হবে। আমাদের বহুল পরিচিত বর্ণিত হাদিসগুলি আসলেই কোন সময়ের তা নিচে ব্যাখ্যাতে তুলে ধরা হবে।

আর সর্বশেষ আরেক প্রকার মুসলিম জামায়াত মনে করে যে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এটি আমাদের একদমই সামনে। আর কিছু বছরের মধ্যেই এই হিন্দুস্তানে মুসলিমদের সাথে মুশরিকদের একটি যুদ্ধ হবে বা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি, যখন দেখতে পায় হিন্দের মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে তখন তো আরো নিশ্চিত হয়ে যায়। তারা হাদিস থেকে বলতে চাইলেও সেই অতি পরিচিত হাদিসকেই ইঙ্গিত করে কিন্তু সেই হাদিস ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, হাদিসে যেই যুদ্ধের কথা বলেছে সেই যুদ্ধ আরো পরে বা ইমাম মাহদী এর আগমনের অনেক পরে হবে এবং ঈসা (আঃ) এর আগমনের কিছু আগে হবে। তারা জানে যে সামনে একটি যুদ্ধ রয়েছে এই হিন্দুস্তানের, কিন্তু হাদিস থেকে মিলাতে পারে না যে এটি কোন সময়, কিভাবে হবে। এছাড়া হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে অন্য হাদিসগুলো না জানার কারণে তারাও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। এক কথায় বলতে আবু হুরায়রাহ (রা:) এর হাদিসের বলা সময়ের হিন্দের যুদ্ধ আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট যেন একদমই মিলছে না।

আসলে এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর মতবিরোধের সমাধান কি? সঠিক ব্যাখ্যা কোনটি? কোন সময়ে এই হিন্দের যুদ্ধ সংঘটিত হবে? কার মাধ্যমে হবে? কিভাবে হবে? প্রথমেই এর উত্তর দেওয়ার আগে সেই অতি পরিচিত হাদিসগুলো দেখে নেওয়া যাক সেগুলো কোন সময়ের।

১। আহমদ ইবন উছমান ইবন হাকিম (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রা:) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন। যদি আমি ঐ যুদ্ধের সুযোগ পাই, তা হলে আমি তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করব। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তাহলে আমি

শহীদের মধ্যে উত্তম সাব্যস্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে আমি আবু হুরায়রা হবো আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত।

- (যঈফ, সূনান নাসাঈ ৩১৭৩ [ইঃ ফাঃ ৩১৭৬]; মুসনাদে আহমদ ২/২২৯; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ইবনে কাসির ১০/১৯)
- একই রকম বর্ণনাঃ সুনানে নাসাঈ ৩১৭৪ [ইঃ ফাঃ ৩১৭৭] নং হাদিসেও।
- নুয়াইম বিন হাম্মাদের আল ফিতান গ্রন্থের ১২৩৭ নং হাদিসেও একইভাবে এসেছে।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ একদা হিন্দের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'তোমাদের পক্ষ থেকে একদল সৈন্য হিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে আল্লাহ তা'আলা হিন্দের বিপক্ষে তোমাদেরকে জয়লাভ করাবেন। তাদের নেতা-রাজাদের শিকল দ্বারা বেঁধে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের) যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর যখন সেই বিজয়ী মুসলিমরা (শামে) ফিরে আসবে তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে (শামে) সিরিয়াতে পাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার পর বলেন, আমি যদি হিন্দের সেই যুদ্ধ পাই তাহলে আমি আমার নতুন ও পুরাতন সকল সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং তাতে অংশগ্রহণ করবো। যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করবেন এবং আমি ফিরে আসবো, তখন আমি এক (জাহান্নাম হতে) মুক্ত আবু হুরায়রা হয়ে ফিরে আসবো। যে সিরিয়াতে এমন মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসবে, সে সেখানে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে পাবে। হে আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আমার একান্ত ইচ্ছে হলো, যে আমি তাঁর নিকট পৌঁছে তাঁকে বলবো, যে আমি আপনার সাহাবী। (বর্ণনাকারী বলেন) নবীজী ﷺ আবু হুরাইরা (রা:) এর একথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং হাসি দিয়ে বললেন, অনেক কঠিন (অনেক দূর) বা ভালো ভালো।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৬ [পথিক প্রকা: ১২৩২; তাহকীক: যঈফ])

৩। হজরত সাফওয়ান ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত এবং হুকুমের দিক থেকে মারফু দরজার অন্তর্ভূক্ত। তিনি বলেন, তাকে কিছু লোকে বলেছেন, নবীজী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের একদল লোক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে তারা ভারতের রাজা-নেতাদের শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তারা শামের দিকে ফিরে যাবে। অতঃপর শাম দেশে হযরত ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৯ [পথিক প্রকা: ১২৩৫; তাহকীক: যঈফ])

৪। হজরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''বাইতুল মুকাদ্দাসের এক বাদশাহ হিন্দের দিকে একটি বাহিনী পাঠাবে। মুজাহিদগণ হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করে তাদের যাবতীয় সম্পদের উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। অতঃপর ঐ বাদশাহ সেই ধনভান্ডারকে বাইতুল মুকাদ্দাসের সংস্কার ও সৌন্দর্যের কাজে ব্যয় করবে। সেই বাহিনী হিন্দুস্তানের নেতাদেরকে ডান্ডাবেড়ি পড়িয়ে ঐ বাদশাহর সামনে উপস্থিত করবে। তখন প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে

থাকবে (অর্থাৎ তিনিই মুসলিমদের আমীর থাকবেন)। ভারতে তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত থাকবে।

- এই বর্ণনাটি ইমাম বুখারী রহ.- এর উস্তাদ নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ রহ. তার কিতাবুল ফিতানে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে হজরত কা'ব (রা:) থেকে বর্ণনা করার বর্ণনাকারীর নাম নাই। এজন্য এই হাদিসটি বিচ্ছিন্ন হাদিসের অন্তর্ভূক্ত। [আল-ফিতান; গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, ১/৯০৪, হাদিস নং ৩৫২১]
- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৫ [পথিক প্রকা: ১২৩১; তাহকীক: যঈফ])

৫। হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী খলীফার নেতৃত্বে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) এবং রোমানদের (কায়সার সম্রাটের শহর ইউরোপ) এলাকা বিজয় হবে। তার যুগে দাজ্জালে আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। তার আমলে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যে যুদ্ধের কথা হযরত আবু হুরায়রা বলে থাকেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৮ [পথিক প্রকা: ১২৩৪; তাহকীক: সহীহ])

উপরের উল্লিখিত হাদিসগুলো আমাদের সকলেরই খুব পরিচিত। হিন্দুস্তানের যুদ্ধের কথা বললেই এই হাদিসগুলো উল্লেখ করে থাকি। এখন এই হাদিস থেকে ব্যাখ্যা করে আমাদের কিছু তথ্য জানা দরকার যে, এই হাদিসগুলি কোন সময়ে ঘটবে। এই হাদিসগুলি বাস্তবায়নের আগে ও পরে কি ঘটবে এবং আগে-পরের অবস্থা কেমন থাকবে।

উল্লিখিত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যাঃ

১। আবু হুরায়রার (রা:) প্রথম হাদিস থেকে বুঝা যায় হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের নবী ﷺ এর ভবিষ্যৎবাণী এবং সাহাবী আবু হুরায়রার (রা:) এর সেই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ও সেই যুদ্ধের রসূল কর্তৃক বর্ণিত মর্যাদা পাওয়ার ইচ্ছা। এতে আর কোন সময় বা ঘটনাকে ইঙ্গিত করে নি।

২। আবু হুরায়রার (রা:) এর দ্বিতীয় বর্ণিত লম্বা হাদিস থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়-

- তোমাদের একদল ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে। অর্থাৎ তারা অন্য কোথাও থেকে আসবে এবং সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করবে।
- সেই যুদ্ধে বিজয় হবে এবং সেখানকার রাজাদের, নেতাদের শিকল বা বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাসে ফেরত নিয়ে যাবে। অর্থাৎ, এই সৈন্য দল সেখান থেকেই আসবে তারা যুদ্ধ করে আবার আগের স্থানে ফেরত যাবে।
- এরপর তারা ফিরে গিয়ে ঈসা (আঃ) কে পাবে। আবু হুরাইরাহ (রা:) শাম নগরীতে ফেরত আসার পর এই সাক্ষাৎটি পাওয়ার আশা করেছেন।

৩। আবু হুরায়রার (রা:) এর তৃতীয় বর্ণিত হাদিস থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়-

- একদল লোক হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে ও বিজয়ী হবে।

- তারা ভারতের রাজা-নেতাদের শিকল বা ডান্ডাবেড়ি পড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং শামে ফিরে যাবে। অর্থাৎ সেখান থেকেই তারা এসেছিল।
- শামে গিয়ে তারা ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে।

৪। কা'ব (রা:) এর বর্ণিত হাদিস থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়-

- বাইতুল মুকাদ্দাসের এক বাদশাহ হিন্দের দিকে একটি বাহিনী পাঠাবেন। অর্থাৎ সেখান থেকেই এই দলের আগমন হবে।
- মুজাহিদরা যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে তাদের সম্পদ দখল করবে এবং ঐ সম্পদ বাইতুল মুকাদ্দাসের জন্য সেই বাদশাহ ব্যয় করবেন।
- আটক করা হিন্দের নেতা-রাজাদের বাইতুল মুকাদ্দাসে সেই বাদশাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। তিনি তখন পৃথিবীতে মুসলিমদের আমীর থাকবেন।
- ভারতে তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত থাকবে।

৫। হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত হাদিসেও একই বিষয়ই এসেছে।

উপরোক্ত ৫টি হাদিস দেখে আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি যে, ভারতে মুসলিম জামাতের একটি দলকে প্রেরণ করা হবে শাম থেকে আর তা পাঠাবেন বাইতুল মুকাদ্দাসের এক বাদশাহ বা আমীর। তারা সেখানে যুদ্ধ করে তাতে বিজয়ী হবে ও সেখানের নেতাদের বা রাজাদের শিকল পড়িয়ে আবার শামে ফেরত যাবে বা বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাবে। আর সেখানে ঈসা (আঃ) এর সাথে দেখা হবে। কারণ হাদিসে এসেছে তাদের অবস্থান হবে দাজ্জাল বের হওয়ার আগ পর্যন্ত। যখন সবাই শুনবে যে, দাজ্জাল বের হয়েছে আর প্রথম সংবাদটি হবে গুজব কিন্তু পরক্ষনেই সত্যি সত্যি দাজ্জাল বের হবে এবং তারা শামে গিয়ে ঈসা (আঃ) কেই পেয়ে যাবে।

তাহলে বুঝা যায় যে, এই হাদিসগুলো অনুসারে হিন্দের যুদ্ধটি ঈসা (আঃ) এর আগমনের কিছু আগেই সংঘটিত হবে। আর ইমাম মাহদীর আগমনের অনেক পরে হবে। এটাই এই হাদিসগুলির সঠিক ব্যাখ্যা। আর এটি হবে আরো অনেক পরেই। হয়তো এটা জেনে যারা জিহাদ বিরোধী বা যুদ্ধ চায় না তারা বলবে এটা অনেক পরেই হবে এখন কোন যুদ্ধ বা জিহাদ নেই। আর হিন্দুস্তানের জিহাদ তো আরো দূরে। আর সাধারণ মুসলিমরা এটা জেনে ভাববে, আমরা আজ অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছি, তাহলে আমরা কবে মুক্তি পাবো, কিভাবে মুক্তি পাবো এই জালিমের জুলুম থেকে যা এই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা আমাদের উপর করে যাচ্ছে আর দিন দিন তার মাত্রা বেড়েই চলছে?

হাদিসের বাস্তবায়ন হতে যেগুলো দরকার তার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাইতুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ হিন্দের দিকে মুজাহিদ পাঠাবেন, অথচ দেখতে পাচ্ছি তা এখন ইহুদীদের দখলে, মুশরিকদের দখলে। সেরকম কোন শক্তিশালী নেতারও খোজ নেই যিনি সেখান থেকে হিন্দের

জন্য মুজাহিদ বাহিনী পাঠাবেন আর যিনি বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিশালী কাফির-মুশরিক দেশের বাঁধা না মেনে এটি করতে পারবেন। আবার হাদিসে বলা হয়েছে যে-

আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: খুরাসানের দিক হতে কালো পতাকাবাহীগণ আবির্ভূত হবে (মাহ্দীর সর্মথনে)। অবশেষে সেগুলো ইলিয়া (বায়তুল মাকদিস)-এ স্থাপিত হবে এবং কোন কিছুই তা ফিরাতে পারবে না।

- (জামে' আত-তিরমিজি ২২৬৯; মুসনাদে আহমাদ ৮৭৬০)

তাহলে কোনটি আগে হবে? পূর্বদিক থেকে মুজাহিদ বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসে যেয়ে সেটি আগে বিজয় করবে নাকি সেখান (শাম) থেকে মুজাহিদ বাহিনী এসে হিন্দ বিজয় করবে?

এছাড়াও, উপরে আমরা যে হাদিসগুলো দেখলাম ও ব্যাখ্যা করলাম, তাতে আমরা অনেকগুলো বিষয় পাইনি যেমন- এই যুদ্ধটি কার মাধ্যমে হবে। শাম থেকে এই দলকে কে পাঠাবে। আর এই মুশরিক রাজা-নেতারাই বা আসলে কারা। সেই মর্যাদাপূর্ণ যুদ্ধ যখন হবে তখন আমরা কিভাবে, কার মাধ্যমে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো তাও বলা নেই। সেগুলো তো আমাদের জানা উচিত। আর আমাদের শেষ নবী ﷺ অবশ্যই এই বিষয়ে আরো কিছু তো অবশ্যই বলে যাওয়ার কথা, তাই নয় কি? হাদিসে এসেছে-

হযরত কা'ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যাপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ (মূর্তি পূজারীদের) মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সূরা ইব্রাহিম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আলমাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খুব শীঘ্রই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের পতন হবে। আর তা হবে এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে। আর তার নাম হবে মাহমুদ। আল্লাহ তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। অতঃপর তার মৃত্যুর পর তার এক প্রতিনিধির ইহুদীদের সাথে শান্তি চুক্তি হবে এবং ইহুদীরা হিন্দুস্তানের একটি অঞ্চল দখলে নেবে। সাহাবীগণ বলল, হে আল্লহর রসূল ﷺ তারা কী শান্তি চুক্তি রক্ষা করে সেখানে বসবাস করবে? তিনি (রসূল ﷺ) বললেন, না। বরং তারা চুক্তি ভঙ্গ

করে প্রতারণা করে হিন্দুস্তান দখলে আনবে এবং সেখানে বসবাস করবে। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানগণ কি তাদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, করবে। সে সময় মাহমুদের প্রতিনিধি বিশ্ব শাসকের নিকট সে ব্যাপারে অনুমতি চেয়ে একটি পত্র পাঠাবে। তখন শাসক বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সেখানে (হিন্দে) একদল সেনা পাঠাবে এবং আবার ইহুদীদের পরাজিত করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫৩৮, ১৭০৩; কিতাবুল আক্বিব ১৩৭)

হযরত বিলাল ইবনে বারাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুসলমানরা শাসন করবে। আবার তা মুশরিকরা দখল করবে এবং তারাই সেখানে তাদের সকল হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে। আবার তা মুসলমানরা বিজয় করবে যাদের নেতা হবে মাহমুদ এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু লা'নত ইহুদিদের প্রতি। একথা বলে তিনি (রসূল ﷺ) রাগন্বিত হয়ে গেলেন। তার চেহারায় রক্তিম চিহ্ন প্রকাশ পেল। সাহাবীগণ তাদের কন্ঠ নিচু করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেখানে ইহুদিদের কর্ম কী? তিনি বললেন, অভিশপ্ত জাতিরা মাহমুদের এক জন প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং সেখানকার একটি অঞ্চল তাদের দখলে নেবে। সাহাবীগণ বললেন, তখন কী তারা (মুসলমানরা) অভিশপ্ত জাতিদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ করবে। আর তাদের সাহায্য করবে বায়তুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) একজন বাদশা।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৮; কিতাবুল আক্বিব ১৩৮)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুশরিকদের থেকে মুমিনরা বিজয় করবে। আর তাদের নেতা হবে মাহমুদ। হিন্দুস্তানে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। আর তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। তখন শামীম বারাহ আল্লাহর হুকুমত অটল রাখবে এবং তার মৃত্যুর পর সুশৃঙ্খল ভাবে চলতে থাকবে। এমন সময় এক প্রতিনিধির সাথে ইহুদীদের চুক্তি হবে এবং একটি অঞ্চলে তারা বসবাস করবে। অতঃপর, ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে হিন্দুস্তান দখলে নেবে। তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) বাদশা ইহুদীদের পরাজিত করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৯; কিতাবুল আক্বিব ১৪০)

উপরের হাদিসগুলো থেকে সহজেই বুঝতে পারি যে, ইমাম মাহদীর আগমনের আগে ইমাম মাহমুদ এর নেতৃত্বে হিন্দুস্তান বিজয় হওয়ার পর ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পরে অন্য খলীফা বা শাসকের খিলাফতকালে আবারো একবার হিন্দুস্তানের কিছু ভূখণ্ড ইহুদীদের কব্জায় যাবে। তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) বাদশা সৈন্যদল পাঠাবে ও হিন্দুস্তান আবারো দখল করা হবে এবং সেই সময়টি ঈসা (আঃ) এর আগমনের খুব কাছে থাকবে। কিতাবুল ফিতানের আবু হুরায়রা (রা:) এর হাদিসগুলো এই যুদ্ধকেই ইঙ্গিত করে থাকে।

এই হিন্দ নামক স্থানে আগেও অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তবে হাদিস থেকে পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে আরো দুইবার এই হিন্দুস্তানে যুদ্ধ হবে। প্রথমটি হবে মুশরিক মূর্তিপূজারীদের বিরুদ্ধে ও তাদের চূড়ান্ত পতনও এই যুদ্ধের কারণেই হবে। যা হিন্দুস্তান থেকে মুশরিক মূর্তিপূজারীদের

চিরতরে উৎখাত করে দিবে, ঠিক হুবহু সেরকম, যেমনভাবে বলা আছে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ এর কাসিদাতে ও আশ-শাহ্রান এর আগামী কথন নামক ইলহামী কবিতাতে। আর তা খুবই কাছে এবং বর্তমান যারা শাসক আছে তাদের সময়তেই হবে। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) বলেন, একদা এক মজলিসে আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট সাহাবাদের একজন জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আপনার বংশের মাহদীর আগমন কখন হবে? তিনি বললেন, ততদিন মাহদীর আগমন ঘটবে না, যতদিন না পাঁচ শাসকের ধ্বংস হবে। আর তারা একই সময়ের শাসক হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কোন দেশের শাসক হবে? তিনি বললেন তাদের একজন আরব ভূমি শাসন করবে। আর একজন নাসারা বিশ্ব শাসন করবে। আর তিনজন হিন্দুস্তান ভূখন্ডের হবে। তাদের একজন হবে নারী। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, হিন্দুস্তানের শাসকরা কী মুসলমান হবে? তিনি বললেন, না বরং একজন মুসলিম নারী শাসক হবে। কিন্তু তার সকল কর্ম হবে মুশরিকদের নিয়ে।

- (কিতাবুল আক্বিব ২৯৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আদেশ দিয়েছেন মুশরিকদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না অথচ এমন একটি সময় আসবে যখন মুসলমান অঞ্চলের দুইটি শাসক মুশরিকদের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের চেনার উপায় কী? তিনি বললেন, তাদের একজন তোমাদের ভূমির হবে, আর তার নাম হবে আমার নামের নেয়

(মুহাম্মাদ) আর একজন হলো নারী, হিন্দুস্তানের ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসক হবে। আর তারা দুজন একই সময়কালের শাসক হবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৯৬)

এই সকল হাদিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হিন্দের যুদ্ধ কোন সময়ে, কিভাবে ও কার নেতৃত্বে হবে। আমাদের সামনে যে হিন্দের যুদ্ধ অপেক্ষমান তার নেতার ব্যাপারে বলা হয়েছে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদা ও আশ-শাহ্রান এর আগামী কথনে যে, সেই নেতা হবেন হাবীবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান। আর ইমাম মাহমুদ এর উপাধিই হচ্ছে হাবীবুল্লাহ। হাদিসে এসেছে-

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল বালক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে। আমি (আবু হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ, সে কাবার দিকে ধাবিত হবে কেন? সেই সময় কি বাইতুল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলে থাকবে?" তিনি বলেন, না। বরং সে আল্লাহর খলীফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ ২৩১; কিতাবুল আক্বিব ১২৫৬; ক্বাশ্ফুল কুফা ৭৩২; আল আরিফুল ফিল ফিতান ১৭০৩)

অতএব হিন্দের এই যুদ্ধটি ইমাম মাহদীর আগমনের আগেই সংঘটিত হবে। আর হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি ইমাম মাহদী এর আগমনের সর্বোচ্চ সম্ভাবনাময় সাল ১৪৫০ হিজরি বা ২০২৮ সাল। এই যুদ্ধটি হবে ইমাম মাহমুদ এর নেতৃত্বে যিনি হচ্ছেন কালো পতাকাবাহী দলের নেতা। যার মাধ্যমে এই হিন্দুস্তান বিজয় হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত খোরাসানী উপাধি লাভ করবে না যতক্ষণ না এই হিন্দুস্তান ইরান পর্যন্ত বিজয় না করবে। আর তখনই কালো পতাকা নিয়ে এই খোরাসানীরা বের হয়ে আরবে যাবে ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায়। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পূর্বদিক থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসবে, যারা ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা সহজ করে দিবে।

অন্য অনুবাদে এসেছে- প্রাচ্য দেশ থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা মাহ্দীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

- (যঈফ, সহীহুল মুসলিম, খণ্ড ৩, হাদিস নং ২৮৯৬; সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড ৩, তাঃ পাঃ ৪০৮৮; যইফাহ ৪৮২৬, যইফ আল-জামি' ৬৪২১)
- এ বিষয়ে সহীহ হাদিসও থাকায় এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

যুদ্ধটি কবে কখন হতে পারে তার পরিস্থিতি এখন আমরা স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছি। যা আমাদের খুবই নিকটে! আর ভবিষ্যতে আরেকবার ইমাম মাহদী, ইমাম মাহমুদ ও ইমাম মানসূর এর মৃত্যুর পর বাইতুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ ইমাম জাহজাহ এর খিলাফত কালে কিছু বেঁচে যাওয়া ইহুদীরা, যারা ইমাম মাহমুদ এর এক প্রতিনিধির সাথে চুক্তির মাধ্যমে হিন্দুস্তানে বসবাস করতেছিল তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে, মুসলিমদের উপর অত্যাচার শুরু করবে ও হিন্দ এর কিছু এলাকা দখল করবে। মূলত যখন কালো পতাকাবাহী সৈন্যরা বাইতুল মুকাদ্দাসে বিজয় অর্জন করবে তখন সেখানকার ইহুদীরা পরাজিত হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে, সেখানে কোন ইহুদী আর থাকবে না। কিছু বেঁচে যাওয়া ইহুদীরা হিন্দুস্তানের একটি এলাকায় চুক্তির মাধ্যমে থাকবে এবং পরে সেই চুক্তিও ভঙ্গ করবে। তখন তাদের সাথে মুসলিমদের আরেকটি যুদ্ধ হবে। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ ইমাম জাহজাহ সেখান থেকে কালো পতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং তারা ইহুদীদের পরাজিত করে হিন্দুস্তান আবারো দখল করবে। সেই যুদ্ধটিও হিন্দের এলাকাতেই হবে। আর তখন এইসকল ইহুদীদের ও তাদের নেতাদের শিকল পড়িয়ে সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। সেই সময়টি ঈসা (আঃ) এর আগমনের নিকটবর্তী সময়ে হবে। সেই সময়ের যুদ্ধের কথাই আবু হুরাইরাহ (রা:) এর হাদিসে উল্লেখ এসেছে। যেটি হতে আরো দেরি আছে, কারণ ভবিষ্যৎবাণী করা হিন্দুস্তানের প্রথম যুদ্ধই এখন পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। ভবিষ্যতের এই দুইটি হিন্দুস্তানের যুদ্ধই একই মর্যাদা রাখে যার কথা হাদিসে এসেছে। যারা এই হিন্দের যুদ্ধে থাকবে তাদের শহীদরা হবে উত্তম শহীদ ও গাজীরা হবে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। কিন্তু একটি শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে, হিন্দের মর্যাদাপূর্ণ এই যুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি, হাদিসের সময়-কাল যে সময়কে ইঙ্গিত করে আমরা সেই সময়তেই রয়েছি। একটি নয়, এই হিন্দুস্তানের দুইটি যুদ্ধই এখনো আমাদের সামনে রয়েছে। হাদিসে সেই বিষয়ে উল্লেখ এসেছে। হিন্দের যুদ্ধ হয়ে গেছে বলে তারা মুহাম্মাদ বিন কাসেম এর সময় যে যুদ্ধটি হয়েছে, সেটিকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে ইঙ্গিত করে। কিন্তু তার আগেও তো হিন্দের এলাকায় মুসলিমরা যুদ্ধ করেছে, এই হিন্দুস্তান উপমহাদেশ শাসন করেছে। তবে যেই হিন্দের যুদ্ধের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে সেগুলো এখনো হয়নি। আরেকটি বিষয় এই যে, সেগুলো সব হিন্দের যুদ্ধ নামেই ধরা হবে কারণ সেই সকল যুদ্ধ হিন্দ নামক এলাকাতে হয়েছে বলে। কারণ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, জায়গার নামানুসারেই বেশির ভাগ যুদ্ধের নামকরণগুলো করা হয়। আর ইতিহাস বলে মুহাম্মাদ বিন কাসেম এর নেতৃত্বে যে যুদ্ধ হয়েছে, সেটি সিন্ধের যুদ্ধ বা গাজওয়াতুল সিন্দ (غزوة السند)। তাকে সিন্ধু বিজয়ী উপনাম একারণেই দেওয়া হয়েছে। আর সিন্ধ বিজয়ের ব্যাপারেও একটি হাদিস পাওয়া যায় যেটি পূর্বেই হয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দের মর্যাদাপূর্ণ যুদ্ধ এখনো বাকি।

তাহলে এটি সহজেই বুঝা যাচ্ছে সুনানে নাসাঈ এর হাদিস, কিতাবুল ফিতানের হিন্দুস্তানের যুদ্ধ অধ্যায় এর পরিচিত হাদিসগুলি ভবিষ্যতের দ্বিতীয় বারের হিন্দুস্তানের যুদ্ধের সময়কে বুঝাচ্ছে। আর মুশরিকদের সাথে ইমাম মাহমুদ এর নেতৃত্বে কাঙ্ক্ষিত যুদ্ধটি আমাদের সামনেই। সেই সময়কাল নিয়েও বর্ণিত হাদিসগুলো আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এটি জানার পর

হয়তো হিন্দের যুদ্ধ নিয়ে আমাদের মধ্যে আর কোন মতবিরোধ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না ইংশাআল্লাহ। আর যেহেতু হিন্দুস্তানের যুদ্ধটি একদম সামনেই তাই আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

৩.১০ গাজওয়াতুল হিন্দের সাথে ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) এর সম্পর্ক

গাজওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দের যুদ্ধ ভবিষ্যতে দুই বার হবে। অর্থাৎ এই হিন্দ নামক স্থানে আরো দুইবার মর্যাদাপূর্ণ এই যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এই দুই যুদ্ধের মর্যাদা একই সমান। কিন্তু এই দুই যুদ্ধের সাথে ইমাম মাহদী বা ঈসা (আঃ) এর কোন সংযোগ বা তাদের কোন ভূমিকা আছে কিনা তা জানা অতীব জরুরী একটি বিষয়। তাদের আবির্ভাবের আগে বা পরে কখন এই যুদ্ধ হবে বা তাদের জামানায় আর কি যুদ্ধ আছে তা হাদিস দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

ইমাম মাহদীর সাথে গাজওয়াতুল হিন্দ ও অন্যান্য যুদ্ধের সম্পর্কঃ

অনেকের ধারণাতীত বর্ণনার মধ্যে একটি হচ্ছে ইমাম মাহদী এসে যুদ্ধ করবেন। হিন্দের যুদ্ধও তার সময়ে বা তিনিই করতে পারেন। কারণ সাধারণভাবেই ভাবতে পারে যে, এরকম একটি মর্যাদাপূর্ণ যুদ্ধে ইনি ছাড়া আর কে আমীর হতে পারে! তবে অসংখ্য হাদিসের কিতাব খুঁজেও এটি পাওয়া যায় না যে, ইমাম মাহদী এসে কোন যুদ্ধ করবেন বা কোন যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন। কারণ তাঁর আগমনের আগেই ইসলামী শাসন কায়েম এর মত বৈশ্বিক অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে তাঁর আগে আগমনকারী ইমামদের-নেতাদের মাধ্যমে, তার খিলাফত প্রতিষ্ঠার সাহায্যকারী দলের মাধ্যমে। হাদিসেই এসেছে যে, যখন ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ করবে তখন এই খবর জেনে সুফিয়ানীর দল তাকে হত্যা করতে রওনা দিবে এবং সেই দলটি বায়দাহ নামক প্রান্তরে যা হচ্ছে মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি এক স্থান, সেখানে ধ্বসে যাবে। এটা হচ্ছে মাহদী এর প্রকাশ পাওয়ার পরের তাকে আক্রমন করতে যাওয়া তখনকার সবচেয়ে শক্তিশালী দলের অলৌকিক পরাজয়। তাহলে তার প্রকাশের পর আর কে তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে আসবে? আর কার সাহস হবে তাকে রুখতে যাবার? অর্থাৎ, তার সময়কালে সকলেই তার বশ্যতা স্বীকার করে নিবে এবং হিন্দ, ইরান, আফগান, বাইতুল মুকাদ্দাস, আরব এগুলোতে আগে থেকেই মুসলিমরা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রাখবে। হাদিসে এসেছে-

হযরত ইবনে ওহাব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আবু ফারেস থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ কে বলতে শুনেছি যে, মাহদীর অবির্ভাবের আলামত বা নিদর্শন হলো খোলা প্রান্তর সৈন্য সহকারে ধ্বসে যাওয়া। আর সেটাই মাহদীর অবির্ভাবের আলামত।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৩)

হযরত তুবাই (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন- আশ্রয়প্রার্থী (ভণ্ড মাহদী দাবিদার) আচিরেই মক্কার নিকট আশ্রয় চাইবে। কিন্তু তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। অতঃপর মানুষ এক বুরহা সময় বসবাস করবে। অতঃপর আরেকজন আশ্রয় চাইবে। যদি তুমি তাকে পাও তাহলে তোমরা তাকে আক্রমন করিও না। কেননা সে ধ্বসনেওয়ালা সৈন্যদলের একজন সৈন্য। (অর্থাৎ যারাই তাকে আক্রমণ করতে যাবে, তারাই মাটির নিচে ধ্বসে যাবে)

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৫)

আর হাদিসে এসেছে, ঠিক এই বায়দাহ প্রান্তর ধ্বসে যাওয়ার পরই সুফিয়ানী পরাজয় স্বীকার করবে এবং এরপর ইমাম মাহদী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সেই সময়ে এমন আর কোন শক্তিই থাকবে না, যারা ইমাম মাহদী এর দলের সাথে লড়ার ক্ষমতা রাখবে। তার কাছে (আহলে বদর সংখ্যক) ৩১৩ জন ও কিছু বর্ণনায় ৩০০ জন বীরযোদ্ধা সেনাপতি বায়াত গ্রহণ করবে।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে (৭৫০-১২৫৮ সাল পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল)। অতঃপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো। তাদের পোশাক হবে সাদা রং এর। তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ অথবা সালেহ ইবনে শুয়াইব ডাকা হবে। সে হবে তামিম গোত্রের। তারা সুফিয়ানীর সৈন্যদের কাছে পরাজিত হবে। এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে। আর সিরিয়া হতে তিনশত লোক তার সাথে মিলিত হবে। তার বের হওয়া ও মাহদীর নিকট বিষয়সমূহ (ক্ষমতা) সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর মাসের ব্যবধান হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৪)

খোরাসান থেকে বের হওয়া কালো পতাকাবাহী বাহিনী ইমাম মাহাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণের পূর্বে ইরাকের কুফা নগরীতে ইমাম মাহদীর প্রধান শত্রু তৎসময়ের শক্তিশালী সুফিয়ানীর দলের মোকাবিলা করবে। হাদিসে এসেছে-

হযরত আরতাত (রা:) বলেন, সুফিয়ানী কুফায় প্রবেশ করবে। তিনদিন পর্যন্ত সে দুশমনদের বন্দীদেরকে সেখানে আটকে রাখবে এবং সত্তর হাজার কুফাবাসীকে হত্যা করে ফেলবে। তারপর সে আঠার দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তাদের সম্পদগুলো বণ্টন করবে। তাদের মধ্যে একদল খোরাসানে ফেরত যাবে। সুফিয়ানীর সৈন্যবাহিনী আসবে এবং কুফার বিল্ডিংগুলো ধ্বংস করে সে খোরাসানবাসীদেরকে তালাশ করবে। খোরাসানে একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ইমাম মাহদীর দিকে আহ্বান করবে। অতঃপর মাহদী ও মানসূর উভয়ে উভয়ে কুফা থেকে পলায়ন করবে। সুফিয়ানী উভয়ের তালাশে সৈন্য প্রেরণ করবে। অতঃপর যখন মাহদী ও মানসূর মক্কায় পৌঁছে যাবে, তখন সুফিয়ানীর বাহিনীকে 'বায়দা' নামক স্থানে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। এরপর মাহদী মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় যাবেন এবং ওখানে বনু হাশেমকে মুক্ত করবেন। এমন সময় কালো পতাকাবাহী লোকেরা এসে পানির উপর অবস্থান

করবে। কুফায় অবস্থিত সুফিয়ানীর লোকেরা কালো পতাকাবাহী দলের আগমনের কথা শুনে পলায়ন করবে। কুফার সম্মানিত লোকেরা বের হবে যাদেরকে 'আসহাব' বলা হয়ে থাকে, তাদের কাছে কিছু অস্ত্র শস্ত্রও থাকবে এবং তাদের মধ্যে বসরা'বাসীদের থেকে একজন লোক থাকবে। অতঃপর কুফাবাসী সুফিয়ানীর লোকদেরকে ধরে ফেলবে এবং কুফার যে সব লোক তাদের হাতে থাকবে, তাদেরকে মুক্ত করবে। পরিশেষে কালো পতাকাবাহী দল এসে মাহদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে।

- (আল ফিতান ৮৫০, মুহাক্কিক আহমদ ইবনে সুয়াইব এই হাদিসটির সনদকে 'লাবাসা বিহা' বা 'বর্ণনাটি গ্রহণ করা যেতে পারে' বলেছেন)

দেখা গেল যে, সুফিয়ানীর সাথে যুদ্ধটিও মাহদী এর হাতে বায়াত নেওয়ার আগেই সংঘটিত হচ্ছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইমাম মাহদী এর আবির্ভাব ও বায়াত নেওয়ার আগেই ইসলামী খিলাফত তৈরির মত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে যাবে। এরপর আর কোন যুদ্ধই হবে না ইমাম মাহদীর যুগে। তবে কয়েকটি বাদে। সেটি হচ্ছে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর তখনও যারা খিলাফত মেনে নিবে না তাদের কাছে সৈন্যদল প্রেরণ করে বাধ্য করা ও জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা যা খুব ছোটখাটো যুদ্ধ। ইমাম মাহদী এর আবির্ভাবের পর তুর্কিদের সাথে একটি যুদ্ধ হবে যা হবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময়কার শেষ পর্যায়ের যুদ্ধ। তবে সেই যুদ্ধেও তিনি সেনাপতি বা আমীর থাকবেন না। হাদিসে এসেছে-

হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন প্রথম যে পতাকা যা মাহদী গ্রহণ করবে তা সে তুর্কের দিকে পাঠাবে। অতঃপর তাদের পরাজিত করবে। এবং তাদের সাথে বন্দি ও মাল সম্পদ থেকে যা থাকবে তা গ্রহণ করবে। অতঃপর সিরিয়ার দিকে সফর করবে। অতঃপর তা বিজয় করবে। অতঃপর তার সাথে থাকা প্রত্যেক মালিকানাধীনকে মুক্ত করে দিবে। আর তার সাথীদের তাদের মূল্য দিয়ে দিবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৬০ [পথিক প্রকা: ১০৫৭; তাহকীক: সহীহ])

সিরিয়া বা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাবেন এ জন্য না যে সেখানে যুদ্ধ করবেন। এর মানে হচ্ছে সেখানেও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। কারণ সে যখন সেখানে যাবে তার আগেই জেরুজালেম মুসলিমদের দখলে থাকবে। হাদিসে এসেছে-

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, দুটি বালকের একসঙ্গের আক্রমনে ইহুদী সম্প্রদায় জেরুজালেম বা বাইতুল মুকাদ্দাস হারিয়ে ফেলবে। তাদের একটির নাম শুয়াইব ইবনে ছলেহ, অপরটির নাম হবে শামীম বারাহ।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯১)

হযরত কাতাদাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, মাহদীর আগমনের পূর্বে অভিশপ্ত জাতির সাথে শামীম বারাহর নেতৃত্ব মুমিনদের যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে জেরুজালেম তথা বাইতুল মুকাদ্দাস মুমিনদের দখলে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯৭)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আমার বংশের মাহদীর আগমনের পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর সে নিরাপদে জেরুজালেম তথা বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করবে। আর ততক্ষন মাহদী জেরুজালেম ভ্রমন করবে না, যতক্ষন না অভিশপ্ত জাতি থেকে তা শামীম বারাহর দখলে না আসে। আর অবশ্যই তা দিনের আলোর মত সত্য।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯৬)

তাহলে হাদিসগুলো থেকে জানা গেল যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের আগের-পরের যুদ্ধ ও তার জামানায় আর যুদ্ধ হবে কিনা তার ব্যাখ্যা। এ থেকে পাওয়া যায় তার আবির্ভাবের সময় ও তার শাসনকালে হিন্দের যুদ্ধ হচ্ছে না বা তাতে তার কোন ভূমিকা থাকবে না। তার আগমনের আগেই হিন্দুস্তান ইমাম মাহমুদ এর নেতৃত্বে বিজয় হবে। আর এরপর কালো পতাকাবাহী দল ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বের হবে। তারা এবং পশ্চিমে প্রকাশ পাওয়া ইমাম মানসূর ও শুয়াইব ইবনে সালেহ একযোগ হয়ে মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবে এবং পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গায়ই তখন তাদের শাসনের অধীনে থাকবে। আর অন্যান্য যুদ্ধের সাথেও তার কোন সরাসরি সংযোগ নেই। আর বহু হাদিসে উল্লেখ রয়েছে তাঁর জামানায়/ শাসনকালে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে। তাঁর খিলাফতের সময়কালে আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হবে না যা উপরে হাদিস দ্বারাই প্রমানিত। কারণ তার আগমনের পূর্বেই বিশ্বের বেশির ভাগ এলাকাই মুসলিমরা বিজয় করে নিবে। আর এমন কোন হাদিস কোথাও পাওয়াও যায় না, যাতে বলা আছে ইমাম মাহদী কোন যুদ্ধ করবেন বা কোন যুদ্ধে আমীর বা সেনাপতি থাকবেন।

ঈসা (আঃ) এর সাথে গাজওয়াতুল হিন্দ ও অন্যান্য যুদ্ধের সম্পর্কঃ

সর্বসম্মতিক্রমে সরাসরি হাদিসের প্রমাণ ও সকল মুহাদ্দিসগণের একই মত যে, দাজ্জাল এর আবির্ভাবের পরেই ঈসা (আঃ) আকাশ হতে অবতরণ করবেন বা তার পুনরায় আবির্ভাব হবে। তিনি এসে আবার সকল ফিতনার অবসান করবেন এবং পৃথিবীকে আবার শান্তিময় করবেন এবং আবারো রাজত্ব করবেন। তাহলে তার জামানাতে কি কি যুদ্ধ কখন হবে তা হাদিস দিয়ে দেখা যাক-

ইমাম মানসূর এর শাসন কালে আবারো ফিতনা দেখা দিবে। রোমানরা যুদ্ধ করবে। এরপর চুক্তি করবে তারপর আবার চুক্তি ভঙ্গ করবে। তার মোট শাসনকাল বিশ বছর যা অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এরপর সে অস্ত্র দ্বারা হত্যা হয়ে যাবে এবং আরেকজন শাসনভার গ্রহণ করবেন যার সময়ে আবার যুদ্ধ হবে ও তাতে বিজয় লাভ করবেন। হাদিসে এসেছে-

...এরপর বনু হাশেমের জনৈক লোক তার স্থলাভিষিক্ত হবে। তার হাতেই রোমানরা পরাজিত হবে এবং ইস্তাম্বুল নগরীর বিজয় হবে। অতঃপর সে রোমিয়া নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেটা জয় করতে। সেখানে গচ্ছিত রাখা সম্পদগুলো বের করে আনবে এবং সেখানে থাকা হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ) এর দস্তরখানাও বের করবে। অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে অবস্থান করবে। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং হযরত ঈসা

(আঃ) ও আসমান থেকে অবতরন করবে। ঐ শাসকের পিছনেই হযরত ঈসা (আঃ) নামায আদায় করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০০ [পথিক প্রকা: ১১৯৭; তাহকীক: সহীহ])

হযরত আরতাত (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত খলীফার নেতৃত্বে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, সে হবে ইয়ামানের (ইয়ামানী হবেন)। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা:) ও এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০১ [পথিক প্রকা: ১১৯৮; তাহকীক: সহীহ])

হযরত সাফ্ওয়ান ইবনে আমর জনৈক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের একদল ভারতের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে শিকল পরা অবস্থায় ভারতের (ইহুদী নেতারা) রাজার সাথে মুসলমানদের স্বাক্ষাৎ হবে। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকের যাবতীয় অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর তারা শাম নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেখানেই তারা সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০২ [পথিক প্রকা: ১১৯৯; তাহকীক: যঈফ])
- * ভারতে তখন একটি অংশে চুক্তিতে ইহুদীরা বসবাস করবে এবং পরে চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং পরাজয় বরণ করবে।

এই সকল হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের কিছু আগেই দ্বিতীয় হিন্দের যুদ্ধটিও সংঘটিত হয়ে যাবে। আর এরপরে দাজ্জালের প্রকাশ হবে এবং তারপর ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাব হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর গোলাম ছাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্তানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর সঙ্গে থাকবে।

- (সহীহ, সূনান নাসাঈ ৩১৭৫ (ইঃ ফাঃ ৩১৭৮); সহীহাহ ১৯৩৪; সহীহ জামে’ আস-সগীর ৪০১২; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৬৫)

এই হাদিস থেকেও সরাসরি বুঝা যায় যে, হিন্দুস্তানের যুদ্ধের মুজাহিদ আর তার সাথে যারা থাকবেন তারা দুই দল। তবে যেহেতু হিন্দুস্তানে দুইবার যুদ্ধ সংঘটিত হবে। সেই দ্বিতীয় হিন্দের যুদ্ধটি ঈসা (আঃ) এর আগমনের কিছুকাল আগেই সংঘটিত হবে।

হযরত কা’ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যাপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সুরা ইব্রাহিম এর

৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লহর রসূল ﷺ! তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালো পতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ইসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আলমাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

আর এটাও হাদিস থেকে প্রমানিত যে, ঈসা (আঃ) এর শাসনকালে বা তার পরেও আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হকের পক্ষে যুদ্ধ করবে, তারা দুশমনদের উপর বিজয় থাকবে, তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

- (সহীহুল মুসলিম ২৯২, ৪৭১৭; সুনান আবু দাউদ ২৪৮৪; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫১, ১১৬৭; মুসনাদে আহমদ ১৯৮৯৫; মুসতাদরাকে হাকিম ৩/৪৫০)

আর ঈসা (আঃ) ই সকল মুসলিমদের নিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যা হবে মুসলিম উম্মাতের সর্বশেষ যুদ্ধ। তার জামানাতে দুটি সময় শুধু ফিতনা দেখা দিবে আর তা হচ্ছে দাব্বতুল আরদ এর উত্থান ও ইয়াজুজ-মা'জুজ এর আবির্ভাব। কিন্তু তাদের কারো সাথেই কোন যুদ্ধ ঈসা (আঃ) করবেন না। হাদিসে এসেছে-

......এমতাবস্থায় এদিকে ঈসা (আঃ) দুই ফিরিশতার পাখনায় তাঁর হাত রেখে গেরুয়া রঙ্গের বসনে স্বেত-শুভ্র মিনারার কাছে পূর্ব দামিশকে অবতরণ করবেন। তাঁর মাথা নীচু করলে পানি ঝরতে থাকবে আর তা উঠালে মোতির মত ফোটায় ফোটায় পানি পড়বে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যাকেই তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস স্পর্শ করবে সেই মারা যাবে। চক্ষু দৃষ্টি যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেখানে পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস পৌছবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করবেন এবং লুদ (বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী একটি শহর)-এর নগর দরওয়াজার কাছে তাকে পাবেন। তারপর একে তিনি হত্যা করবেন।

আল্লাহ যতদিন চান তিনি এভাবে বসবাস করবেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাকে ইলহাম পাঠাবেন- 'আমার বান্দাদেরকে তুর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। আমি আমার এমন একদল বান্দা নামাচ্ছি যাদের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কারো নেই'। এরপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের দল পাঠাবেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বিবরণ মত প্রতি 'উচ্চ ভূমি থেকে তারা ছুটে আসবে'। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া উপসাগর (শামে অবস্থিত একটি ছোট সাগর) অতিক্রম করা কালে এর মাঝে যা পানি আছে সব পান করে ফেলবে। এমন অবস্থা হবে যে, পরে তাদের শেষ দলটি যখন এই উপসাগর অতিক্রম করবে তখন তারা বলবে

'এখানে এক কালে হয়ত পানি ছিল'। আবার তারা চলবে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে পর্বতে যেয়ে তাদের এই যাত্রার শেষ হবে। তারা পরস্পর বলবেঃ পৃথিবীতে যারা ছিল তাদেরকে তো বধ করেছি এসো এবার আসমানে যারা আছে তাদের শেষ করে দেই। তারপর তারা আসমানের দিকে তাদের তীর ছুঁড়বে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরগুলোকে রক্ত রঞ্জিত করে ফিরিয়ে দিবেন। ঈসা ইবনে মারয়াম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকবেন। তাদের অবস্থা এমন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যে, আজকে তোমাদের কাছে একশত স্বর্ণ মুদ্রার যে দাম, তাদের কাছে তখন একটি ষাড়ের মাথাও তদপেক্ষা অনেক উত্তম বলে মনে হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তারপর ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে মিনতি জানাবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের গর্দানে 'নাগাফ' জাতীয় এক জীবানু মহামারীরূপে প্রেরণ করবেন। তারা সব ধ্বংস হয়ে মরে যাবে যেন একটি মাত্র প্রাণের মৃত্যু হল। এরপর ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীগণ পাহাড় থেকে নেমে আসবেন, কিন্তু তারা এক বিঘৎ জায়গাও এমন পাবেন না যেখানে ইয়াজুজ-মা'জুজের গলিত চর্বি, রক্ত ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে না আছে। তারপ ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে আবার মিনতি জানাবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উটের মত লম্বা গলা বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন। পাখিগুলি ইয়াজুজ-মা'জুজদের লাশ উঠিয়ে নীচু গর্তে নিয়ে ফেলে দিবে। মুসলিমগণ তাদের ফেলে যাওয়া ধনুকে জ্যা, তীর এবং তূণীর সাত বছর পর্যন্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে। আল্লাহ তাআলা প্রবল বৃষ্টি করবেন শহর বা গ্রামের কোন বাড়িঘরই তা থেকে রক্ষা পাবে না। সমস্ত যমীন ধৌত হয়ে যাবে এবং তা আয়নার মত ঝক ঝকে হয়ে উঠবে।

পরে যমীনকে বলা হবে, তোমার সব ফল ও ফসল বের করে দাও, সব বরকত ফিরিয়ে দাও। এমন হবে যে, সেদিন একটি আনার একদল লোক খেতে পারবে এবং একদল লোক এর খোসার নীচে ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। দূধের মধ্যেও এমন বরকত হবে যে, একটি দুগ্ধবতী উট বহুসংখ্যক লোক বিশিষ্ট দলের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী ছাগল একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

এমন অবস্থায় তারা দিন গুযরান করতে থাকবে। হঠাৎ আল্লাহ তাআলা এক হাওয়া চালাবেন। এই হাওয়া প্রত্যেক মুমিনের রূহ কবয করে নিয়ে যাবে। বাকী কেবল দুষ্টু লোকেরা থেকে যাবে। এরা গাধার মত নির্লজ্জভাবে নারী সঙ্গমে লিপ্ত হবে। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৩-(১১০/২৯৩৭) [ইঃ ফাঃ ৭১০৬, ইঃ সেঃ ৭১৬০]; সুনান তিরমিজী ইঃ ফাঃ ২২৪৩ [আল মাদানী প্রকাঃ ২২৪০]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭৫; আবূ দাউদ ৪৩২১; ইবনু মাজাহ ৪০৭৫; মুসনাদে আবদ ইবনু হুমায়দ ৩৬৫; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০৭৮৩; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৮৮৪; সহিহাহ ৪৮১; তাখরিজ ফাযায়েলুশশাম ২৫;)

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের পর আর কোন যুদ্ধই তিনি করবেন না বা ইয়াজুজ-মা'জুজ এর সাথে মুকাবিলা না করে তিনি তুর পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরপর

পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে ও তখন পৃথিবীর সবাই মুসলিমই থাকবে। এছাড়াও অসংখ্য হাদিসে আছে যে, তাঁর জামানাতে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। তাঁর মৃত্যুর পর আবারো ফিতনা দেখা দিবে। তাঁর মৃত্যুর পর আর কোন প্রতিনিধি, ইমাম বা মুজাদ্দিদ এর আগমন হবে না। তখনকার ফিতনাই সেই ফিতনা যেই ফিতনার সময় অস্ত্র বের করতে নিষেধ করা হয়েছে। তরবারি, ধনুক ভেঙ্গে ফেলতে বলেছে এবং ঘরের মধ্যে মৃত্যু আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছে। অথবা ঘর-জনপদ ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে থাকার কথা বলেছে।

৩.১১ গাজওয়াতুল হিন্দ খুবই নিকটে!

পৃথিবীর আজ কোথাও বাকি নেই যেখানে ইসলাম ও মুসলিমরা শোষিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে না। যেদিকেই তাকানো হোক না কেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানিয়েছে তাদের বর্তমান শাসকরা। ইসলামের লেশটুকু সেখানে নেই। সিরিয়ার দিকে তাকালে দেখতে পাই শুধু যুদ্ধ আর তার ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা আর দুর্ভিক্ষ। ইয়েমেনের দিকে তাকালে দেখতে পারি স্বার্থকেন্দ্রিক এক অবরোধ যা পুরো দেশকেই ধ্বংস করে দিয়েছে, দুর্ভিক্ষে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে শতশত শিশু। ফিলিস্তিন-জেরুজালেমের দিকে তাকালে দেখতে পারি সেখানে অভিশপ্ত ইহুদী জাতিরা ঘাটি গেড়ে বসেছে আর চলছে দিন-রাত মুসলিমদের জীবন নিয়ে খেলা ও নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে তামাশা। পবিত্র আল-আকসা মসজিদও সেই অভিশপ্ত ইহুদী জাতি ইসরাইলের হাতে। তুর্কি মুসলিমরা আজ হয়েছে মোডারেট, তাল মিলাচ্ছে প্রতিযোগিতায় আমেরিকার সাথে। তাদের দেখে বোকা মুসলিমরা ইসলাম শিখতে আগ্রহী হচ্ছে। চীনে মুসলিমদের উপর চলছে অমানবিক নির্যাতন, উইঘুরের কান্না দেওয়াল টপকে আসতে পারছে না আমাদের কান পর্যন্ত। সর্বশেষ লেবানন-মিশরও সেই একই জঞ্জালে পরিপূর্ণ হচ্ছে। সব স্থানেই আজ ইসলাম ও মুসলিমরা কোণঠাসা। ইরাক-ইরানের কথা আর নাই বললাম। কাশ্মীরের মত স্বাধীন ভূমি হচ্ছে পরাধীন। মিয়ানমার আজ মুসলিম শূন্য। দেশান্তর হয়ে জীবন কাটাচ্ছে রোহিঙ্গা নামের এক যাযাবর জাতি হয়ে। আর অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো? কেউ এই ইহুদী-খ্রিষ্টান পরিচালিত বিশ্ব ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে বা চলার চেষ্টা করছে যেমন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া। আর যারা বিরোধিতা করছে বা ইসলামকে আঁকড়ে ধরে আছে তারা রয়েছে এক সংকটপূর্ণ অবস্থায়, যেমন আফগানিস্তান। আর মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ, দাঙ্গা যেন এই অবস্থাকে আরো অনুকূলে এনে দিচ্ছে। যেখানে তাদের জান-মালের কোন নিশ্চয়তাই নেই। সবাই তাকিয়ে আছে কবে আল্লাহর সাহায্য আসবে, কবে আল্লাহ একজন রাহাবার পাঠাবে ও তাদের মুক্ত করবে এই অবস্থা থেকে। এ যেন কুরআনের সেই আয়াতকেই বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছে, যাতে তাদের দোয়া বলে দেওয়া হয়েছে। “তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের (রক্ষার) জন্য লড়াই করবে না, যারা দু‘আ করছে- ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ জালিম অধ্যুষিত জনপথ হতে মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ হতে কাউকে আমাদের

বন্ধু/অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করে দাও"। (সূরা আন-নিসা, আয়াতঃ ৭৫)

আজ যেন এই দোয়া পৃথিবীর চারিদিকে শোনা যাচ্ছে। কে হবে তাদের সাহায্যকারী? কে আছে যে আল্লাহর পক্ষ হতে সেই সাহায্যকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়? তারা ধৈর্যধারণ করছে আর না হয় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে যতক্ষণ না কোন রাহবার বা সাহায্যকারী আসে তাদের সাহায্য করতে! আসুন বাস্তবতায় ফিরে যাই।

হিন্দ ভূমির দেশ ভারতে নতুন করে ইসলাম ও মুসলিমকে সরানোর জন্য, ধ্বংস করার জন্য চলছে নতুন নতুন আইন পাশ। চলছে গরু খাওয়ার অপরাধে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ও শেষে নৃশংসভাবে ভাবে হত্যা। বাড়ি-ঘর, জান-মাল, নারীসম্ভ্রম আজ সেখানেও অনিরাপদ যেমনটি আর সারা বিশ্বে দেখা যাচ্ছে। এভাবেই কি চলতে থাকবে? আর এরপর এখন সেটি হিন্দ ভূমির দেশ বাংলাদেশেই দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যে, পৃথিবীর সব জায়গাতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে, সিরিয়াল দিয়ে তার শেষ আঘাত, শেষ তীর, শেষ ছোবল যেন বাংলাদেশেই পরছে। কিন্তু এটা কি জানেন? হিন্দ ভূমির এই দেশ থেকেই আবার আস্তে আস্তে ইসলাম বিজয় হওয়া শুরু হবে? যেই বিজয় খোরাসান হয়ে ছড়িয়ে যাবে সারাবিশ্বে, কালো পতাকা বের হবে যা বাইতুল মুকাদ্দাসে উড়ানো হবে! এটা মোটেও কল্পনা নয়! এটিই সেই নববী ভবিষ্যৎবাণী যার নাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধ! এই হিন্দ নামক এলাকাই সারাবিশ্বে সর্বপ্রথম ইসলামের বড় বিজিত এলাকা হবে, আর তা হবে এই হিন্দের যুদ্ধ দিয়েই যার নামই হাদিসে এসেছে গাজওয়াতুল হিন্দ। সারা পৃথিবীতে এখন শুধু মাত্র আফগানিস্তানের খোরাসানী দলটি ছাড়া ও খোরাসানীদের সাহায্যকারী দল ছাড়া আর কেউ ইসলামের উপর বাতিলের বিপক্ষে সোচ্চার নেই। তারাও হক জামায়াতের একটি বড় অংশ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই! হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদী-নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন কেবল খোরাসানীরাই তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে। এরূপ হিন্দুস্তানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দেবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখন্ডের দূর্গম নামক একটি অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালক বা যুবকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম আব্দীল (নামে আব্দিল বা আব্দুল থাকবে)। সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুস্তান বিজয় করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩২)

আমাদের দেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশ যে গতিতে এগোচ্ছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তার অবসান হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমেই। হাদিসে এসেছে এ ব্যাপারে-

হযরত কাতাদাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতইনা উত্তম।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর (রা:) এর বংশের এক দুর্বল বালক।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৮৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

উপরের বর্ণিত হাদিস থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সেই যুদ্ধটি কোন সময়ে হবে। হাদিসে বর্ণিত পাঁচ শাসকই এখন বর্তমান। তারা ইসলামকে কোণঠাসা করে, ষড়যন্ত্র করে শেষ করতে চাইছে। আজ দেশে যে রাজনৈতিক দলেরা তাদের পূর্বপুরুষ তথা নেতাদেরকে যেমনভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করছে ও তাদের অনুরূপ আদর্শ লালন করছে যা বা'আল দেবতার পূজার মত। বা'আল দেবতার পূজা মানে পূর্বপুরুষদের পূজা করা। আজ আমরা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি মূর্তি দিয়ে সারা দেশ ভরে গেছে, তাদের গত হওয়া নেতাদের আদর্শ চর্চার জন্য জাতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিনিয়ত চলছে শ্রদ্ধা করার নামে শিরকি পূজা। এ যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। ইতিহাসে এই একই ভাবে ইলিয়াস (আঃ) নবীর জামানায় মানুষ এরকম পূর্বপুরুষদের পূজায় লিপ্ত হতো। সেই দেবতার নামই ছিল বা'আল দেবতা। আজ যারা এই বা'আল দেবতার পূজার বিরোধিতা করছে, শিরক থেকে বেঁচে থাকছে, ঈমানে অটল থেকে সর্বক্ষণ মুসলিম উম্মাহ এর জন্য চিন্তায় ব্যস্ত, তাগুতকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে মূল ইসলামের ছায়ায় প্রবেশ করতে চাচ্ছে, ঠিক তখনই তাদের উপর নেমে আসছে কঠিন নিপীড়ন-অত্যাচার। হাদিসে এ ব্যাপারে এসেছে-

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলমিদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। পিতার নাম আব্দুল ক্বদীর। সে দেখতে খুবই দুর্বল হবে। তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩০; ক্বাশ্ফুল কুফা ২৬১)

কিন্তু সবার জানা উচিত রাত যত গভীর হয়, ভোর তত নিকটে আসে। যেই যুদ্ধে আমাদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যোগদান করার ব্যাপারে, যেই যুদ্ধে আমাদের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যেই যুদ্ধের শহীদদের উত্তম মর্যাদাপূর্ণ শহীদ বলা হয়েছে, যেই যুদ্ধের গাজীদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে, যেই যুদ্ধের ইমাম, নেতা বা আমীর হবেন আল্লাহর মনোনীত একজন ব্যক্তি, যিনি হবেন ইমাম মাহদী এর খিলাফত প্রতিষ্ঠার সহযোগী, সেই যুদ্ধে আমরা অবশ্যই অবশ্যই যোগদান করবো ইংশাআল্লাহ! আর এটি আমাদের খুবই নিকটে! সেই যুদ্ধের নেতা হবে ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ! যার কথা বলা রয়েছে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাতে, আশ-শাহ্রান এর আগামী কথনে, যার কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন হাদিসে, যার কথা স্বয়ং আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নিজ মুখে বলে গেছেন! হাদিসে এসেছে-

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুশরিকদের থেকে মুমিনরা বিজয় করবে। আর তাদের নেতা হবে মাহমুদ। হিন্দুস্তানে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। আর তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৯; কিতাবুল আক্বিব ১৪০)

আমরা পরিস্থিতি দেখে ও হাদিসের বলা সময়-কাল দেখে এটা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে সেই কাঙ্ক্ষিত হিন্দের যুদ্ধ আমাদের সামনেই অপেক্ষা করছে। আমাদেরকে দ্রুতই এই হিন্দের যুদ্ধের কাফেলায় জামায়াত বদ্ধ হতে হবে ও প্রস্তুতি নিতে হবে, যেই জামায়াতের নেতার নাম হবে মাহমুদ, তার পিতার নাম হবে আব্দুল কাদির যিনি হচ্ছেন ইমাম মাহদী এর খিলাফত প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহযোগী ইমাম, এই জামানার মুজাদ্দিদ ও আমীরুল মুজাহিদীন। তার সহচরের নাম হবে শামীম বারাহ যিনি হচ্ছেন সাহেবে কিরান বা প্রজন্মের সৌভাগ্যবান ও হিন্দের যুদ্ধের মূল সেনাপতি। আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই দলটি খুব দ্রুতই খুঁজতে হবে ও জামায়াত বদ্ধ হতে হবে। সর্বশেষ আগামী কথনের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যারা উল্লেখ করতে চাই-

প্যারাঃ (৫)

প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
"শীন"-"মীম" এর নীড়ে।
দিয়ে জয় গান আল্লাহ মহান,
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।

আর হিন্দুস্তানের ২য় যুদ্ধটি নিয়ে আলোচনা অন্য পরিচ্ছেদে থাকবে।

৩.১২ ইমাম মাহদী এর আগে আগমনকারী কারা

আল্লাহর খলীফা ইমাম মাহদী যার নাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ যিনি দুনিয়াতে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। পুরো দুনিয়াতে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর থাকবে বীরযোদ্ধা সৈন্যদল এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তাঁর সেই সাহায্যকারী দলের ব্যাপারে আমরা কতটুকু জানি? তাঁর আত্মপ্রকাশের আগে আর কারা আগমন করবে হাদিস অনুযায়ী? এগুলো আমাদের অবশ্যই জেনে রাখা দরকার। কারণ তাহলেই আমরা ইমাম মাহদী এর সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো। ইমাম মাহদী এর সাহায্যার্থে মোট তিনটি দলের আত্মপ্রকাশ হবে। হিন্দুস্তান থেকে ইমাম মাহমুদ, তার সহচর শামীম বারাহ ও তাদের দলের আত্মপ্রকাশ হবে সবার প্রথমে। এরপর সুফিয়ানির উত্থানের সাথে একই সময়ে ইমাম মানসূর, তার সহচর হারিস ইবনু হাররাস ও তাদের দলের আত্মপ্রকাশ হবে। আর শুয়াইব ইবনে সালেহ এর আত্মপ্রকাশ এবং তিনি একক ভাবে একটি দল পরিচালনা করবেন। আর ইনি ইমাম মাহদী এর সহচর। ইমাম মাহদী নিজে কোন সৈন্যদল পরিচালনা করবেন না।

হিন্দুস্তান থেকে আত্মপ্রকাশকারী/সাহায্যকারী দল

হিন্দুস্তান থেকে ইমাম মাহমুদ এবং তাঁর সহচর শামীম বারাহ এর আত্মপ্রকাশ হবে যারা ইমাম মাহদী এর আগে আগমনকারী, হিন্দুস্তানের যুদ্ধ তাদের নেতৃত্বে হবে এবং হিন্দুস্তান মুসলিমদের দখলে এনে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হিন্দুস্তান থেকে ইরান পর্যন্ত তারা জয় করবেন। এরপর তাঁরা খোরাসানী উপাধি পাবে এবং সেই দলটি দুটি ভাগ হয়ে দুটি দল হবে। তারা কালো পতাকা নিয়ে বের হবে। একদল তারা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করতে ছুটে যাবেন আর অন্য দল ইমাম মাহদী এর সাহায্যার্থে আরবের দিকে গমন করবেন। হাদিসে এসেছে-

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তাঁর জামানায় মহাযুদ্ধের (৩য় বিশ্বযুদ্ধে) বজ্রাঘাতে (আনবিক অস্ত্রে) বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে (অর্থাৎ আধুনিকতা ধ্বংস হয়ে প্রাচীন যুগে ফিরবে)। সে তাঁর সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান শামীম বারাহকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।

- (আসরে যুহরি ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক ২৩৩ পৃঃ; ইলমে তাছাউফ ১৩০ পৃঃ; ইলমে রাজেন ৩১৩ পৃঃ; বিহারুল আনোয়ার ১১৭ পৃঃ)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তাঁর বন্ধু সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা হবে মাহদীর আগমনের পূর্বে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা)

আবু বসির (রঃ) বলেন, জাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন, মাহ্দীর আগমনের পূর্বে এমন একজন খলীফার আবির্ভাব ঘটবে যিনি হবেন মাতার দিক থেকে কাহতানী এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহ্দীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহ্দীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে। *

- (ইলমে তাছাউফ ১২৮ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক ২৩২ পৃঃ)
- * ইমাম মাহ্দীর আসল নাম হবে মুহাম্মাদ। আর মুহাম্মাদ এর সাথে মাহমুদ নামটি সাদৃশ্যপূর্ণ। তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ এর সাথে আব্দুল কাদীর নামটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

হযরত আনাস (রা:) বলেন, একদা রসূল ﷺ এর এক মজলিসে আমি আর বিলাল (রা:) বসা ছিলাম। সে সময়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বিলাল (রা:) এর কাঁধে তার ডান হাত রেখে বললেন, "হে বিলাল! তুমি কি জানো? তোমার বংশে আল্লাহ এক উজ্জল তারকার জন্ম দিবেন, যে হবে সে সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। অবশ্যই সে একজন ইমামের সহচর হবে।" রাবি বলেন, সম্ভবত রসূল ﷺ বলেছেন, সেই ইমামের আগমন ইমাম মাহ্দীর পূর্বেই ঘটবে।

- (আসারুস সুনান ৩২৪৮; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা, পৃষ্ঠাঃ ৩০ যাতে ‘‘রাবি বলেন...’’ এই উক্তিটি নেই)

সাহল ইবনু সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিতনার সৃষ্টি হবে (দ্বিতীয় কারবালা)। আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা। তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাহেবে কিরান! আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম হবে মাহমুদ। অবশ্যই তারা মাহদীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবে।

- (তারিখুল বাগদাদ ১২২৯)

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল বালক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে। আমি (আবু হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ, সে কাবার দিকে ধাবিত হবে কেন? সেই সময় কি বাইতুল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলে থাকবে?" তিনি বলেন, না। বরং সে আল্লাহর খলীফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩১; কিতাবুল আক্বিব ১২৫৬; ক্বাশ্ফুল কুফা ৭৩২; আল আরিফুল ফিল ফিতান ১৭০৩)

হযরত হাম্মাম (রহিঃ) বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা:) কে বলতে শুনেছি কেয়ামত সংঘটিত হবেই। অবশ্যই অবশ্যই তার পূর্বে খলীফা মাহাদীর প্রকাশ ঘটবে। তবে তারও পূর্বে এক

সৌভাগ্যবান ব্যক্তির প্রকাশ হবে। যার নাম হবে শামীম ইবন্ মূখলিস। সে হবে পিতার দিক থেকে বিলাল ইবনে বারাহ (হাবশী) এর বংশধর। আর মায়ের দিক হতে খলীফা আবু বকরের (কুরাঈশী) বংশধর। অবশ্যই সে একজন ইমামের (মাহমুদ) সহচর হবে।

- (ইলা উম্মাতি মুহাম্মাদিন জামানুন ফিতানা ১০৩; জামানুন আখীরা আল খুলাফা, ইমাম হাজিম রহি, ৭৮; এবং কিতাবুল আকিবেও এই হাদিসটি রয়েছে)

দরিদ্র পীড়িত তালোকান অঞ্চল (আফগানিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চল) সেখানে স্বর্ন, রৌপ্যের খনি নেই কিন্তু আল্লাহ্র রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ। তারাই আল্লাহর রহমত দ্বারা স্বীকৃত, শেষ জামানায় তারাই হবে ইমাম মাহদীর সহযোগী।

- (লেখকঃ আল মুত্তাকী আল হিন্দিঃ আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী ফি আখীরুজ্জামান)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পূর্বদিক থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসবে, যারা ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা সহজ করে দিবে।
অন্য অনুবাদে এসেছে- প্রাচ্য দেশ থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা মাহ্দীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

- (যঈফ, সহীহুল মুসলিম, খণ্ড ৩, হাদিস নং ২৮৯৬; সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড ৩, তাঃ পাঃ ৪০৮৮; যইফাহ ৪৮২৬, যইফ আল-জামি' ৬৪২১)
- এ বিষয়ে সহীহ হাদিসও থাকায় এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইয়েমেন থেকে আত্মপ্রকাশকারী/সাহায্যকারী দল

ইমাম মানসূর (মানসূর ইয়েমেনী) ও তার সহচর হারিস ইবনু হাররাস সেখান থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তারা ইয়েমেন বিজয় করবেন। এরপর তারা ও শুয়াইব ইবনে সালেহ এর দল একত্রে সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিন্তু সুফিয়ানীর সাথে বড় এক যুদ্ধে তার দল পরাজিত হবে এবং ইমাম মানসূর সেখান থেকে পালিয়ে আরবে ইমাম মাহদীর সাহায্যার্থে গমন করবেন ও শুয়াইব ইবনে সালেহ তার দল নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে রওনা হবেন। তাদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে-

আবূ ইসহাক (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা:) বলেছেন, আর তিনি তার ছেলে হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার এই ছেলেকে নবী ﷺ যেরূপ নেতা আখ্যায়িত করেছেন, অচিরেই তার বংশ থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তোমাদের নবী ﷺ-এর নামে তার নাম হবে, স্বভাব-চরিত্রে তাঁর মতো; কিন্তু গঠন আকৃতি অনুরূপ হবে না। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সে পৃথিবীকে ন্যায় বিচারে ভরে দিবে।
হারূন (রহঃ) বলেন, আমর ইবনু আবূ কায়িস পর্যায়ক্রমে মুতাররিফ ইবনু তারিফ, হাসান ও হিলাল ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আলী রাঃ-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ

বলেছেনঃ নদীর পিছন দিক থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তাকে হারিস ইবনু হাররাস বলে ডাকা হবে। তার আগে জনৈক ব্যক্তি আসবেন, যার নাম হবে মানসূর। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিজনকে (ইমাম মাহদীকে) আশ্রয় দিবেন, যেরূপ কুরাইশরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্থান দিয়েছিল। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা, তার ডাকে সাড়া দেয়া।

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯০ [ইঃ ফাঃ ৪২৪০])

'আলী (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: (শেষ যামানায়) নহরের ঐ প্রান্ত (তথা বুখারা ও সমরকন্দ প্রভৃতি স্থান) থেকে এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যিনি 'হারিসে হাররাস' নামে পরিচিত হবেন। তার সম্মুখভাগে 'মানসূর' নামে এক ব্যক্তি থাকবেন (মানসূর তার নেতা হবেন)। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবার-পরিজনকে (ইমাম মাহদীকে) এমনভাবে (খেলাফত বিষয়ে) আশ্রয় দান করবেন যেমনভাবে কুরায়শগণ আশ্রয় দিয়েছিল রসূলুল্লাহ ﷺ -কে। তখন সমস্ত ঈমানদারের ওপর তাকে (মানসূরকে) সাহায্য করা কিংবা তিনি ﷺ বলেছেন, তার ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। *

- (যঈফ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৫৮; য'ঈফুল জামি ৬৪১৮; যঈফ কারণ আবু ইসহাক মাজহুল)
- * ইমাম মানসূর ও হারিস ইবনু হাররাস এর ব্যাপারে অন্যান্য কিতাবে অনেক সহীহ ও যঈফ হাদিস এসেছে। তিনি মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অন্যতম সাহায্যকারী এবং এ কারণে তাকে সাহায্য করা এবং তার আহবানে সারা দেওয়াই হবে উচিৎ কাজ। যঈফ হওয়া সত্যেও এর বর্ণনা সহীহ এর সাথে মিলে যাওয়ায় এটি গ্রহণযোগ্য।

আবু হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র হতে এমন এক ব্যক্তির আগমন না হবে, যে মানুষ জাতিকে তার লাঠির সাহায্যে পরিচালিত করবে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৫১৭; সহীহুল মুসলিম, পর্ব ৫২, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১০ [হাঃ একাঃ ৭২০০-(৬০/২৯১০); ইঃ ফাঃ ৭০৪৪; ইঃ সেঃ ৭১০০]; আল-লুলু ওয়াল মারজান ১৮৪৪; মুসনাদে আহমাদ ৯৩৯৫; মুসনাদে বাযযার ৮১৬১; সহীহুল জামি' ৭৪২৫)

শুয়াইব ইবনে সালেহ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে (৭৫০-১২৫৮ সাল পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল)। অতঃপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো। তাদের পোষাক হবে সাদা রং এর। তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ অথবা সালেহ ইবনে শুয়াইব ডাকা হবে। সে হবে তামিম গোত্রের। তারা সুফিয়ানীর সৈন্যদের পরাজিত করবে।

এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে। আর সিরিয়া হতে তিনশত লোক তার সাথে মিলিত হবে। তার বের হওয়া ও মাহদীর নিকট বিষয় (নেতৃত্ব) সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর মাসের ব্যবধান হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৪)

হযরত সুফিয়ান কালবী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর পতাকা তলে এক যুবক বের হবে। অল্প বয়সের। পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট। হলুদ বর্ণের। আর হযরত ওয়ালীদ তার হাদীসের মধ্যে আসফার (হলুদ বর্ণের হওয়া) উল্লেখ করেন নাই। যদি সে পাহাড়ের সম্মুখিন হয়ে তাহলে পাহাড়কেও কাঁপিয়েদিবে। আর হযরত ওয়ালিদ বলেন তা ভেঙ্গে ফেলবে। এমনকি সে ঈলাতে (বাইতুল মুকাদ্দাসে) অবতরণ করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৭১ [পথিক প্রকা: ১০৬৮; তাহকীক: যঈফ])

৩.১৩ কালো পতাকাবাহী দল

কালো পতাকা নিয়ে আমাদের রয়েছে এক নতুন আশা। কারণ এই পতাকাটিই হবে ইমাম মাহদীর সাহায্যকারী দলের চিহ্ন এবং তারাই ইমাম মাহদীর কাছে বাইয়াত নিতে যাবে। এই দলের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য হাদিসে খুব কঠিনভাবেই বলেছে। যেমন হাদিসে এসেছে-

আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: খুরাসানের দিক হতে কালো পতাকাবাহীগণ আবির্ভূত হবে (মাহ্‌দীর সর্মথনে)। অবশেষে সেগুলো ইলিয়া (বায়তুল মাকদিস)-এ স্থাপিত হবে এবং কোন কিছুই তা ফিরাতে পারবে না।

- (সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬৯ [ইঃ ফাঃ ২২৭২]; মুসনাদে আহমাদ ৮৭৬০)

প্রাচ্যদেশ (পূর্ব) থেকে কালো পতাকাধারী কতক লোক তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। তারা কল্যাণ (খিলাফত) প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা তাদের দেয়া হবে না। তারা লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে। শেষে তাদেরকে তা (খিলাফত) দেয়া হবে, যা তারা চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করবে না। অবশেষে আমার আহলে বাইত-এর একজন লোকের (ইমাম মাহাদীর) নিকট তা (খিলাফত) সোপর্দ করা হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে, যেমনিভাবে লোকেরা একে যুলুমে পূর্ণ করেছিলো। তোমাদের মধ্যে যারা সে যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট চলে যায়।

- (যঈফ, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৮২; রাওদুন নাদীর ৬৪৭; তারিখে তাবারী; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকাহ্‌, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫০-২৫১)
- উক্ত হাদিসের রাবী ১. মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউ হাদিস শ্রবন করেনি তবে যারা হাদিস শ্রবন করেছে তারা তা বর্জন করেছে। আবু বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবু হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবু হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি

সত্যবাদী তবে হাদিস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদিস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/১২৮ নং পৃষ্ঠা); আরেক রাবি- (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পূর্বদিক থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসবে, যারা ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা সহজ করে দিবে।

- (সহীহ মুসলিম খণ্ড ৩, হাঃ ২৮৯৬; সুনানে ইবনে মাজাহ খণ্ড ৩, হাঃ ৪০৮৮)

সাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের একটি খনিজ সম্পদের নিকট পরপর তিনজন খলীফার পুত্র নিহত হবে। তাদের কেউ সেই খনিজ সম্পদ দখল করতে পারবে না। অতঃপর প্রাচ্যদেশ থেকে কালো পতাকা উড্ডীন করা হবে। তারা তোমাদেরকে এত ব্যাপকভাবে হত্যা করবে যে, ইতোপূর্বে কোন জাতি তদ্রূপ করেনি। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ আরও কিছু বলেছেনঃ যা আমার মনে নাই। তিনি আরো বলেনঃ তাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার সাথে যোগদান করো। কারণ সে আল্লাহর খলীফা মাহ্‌দী।

- (যঈফ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৮৪; যইফাহ ৮৫; ইমাম আলবানী বলেনঃ ‘আল্লাহর খলীফা’ কথাটি ব্যতীত হাদীছের বাকী অংশ সহীহ)

সাওবান (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ও বলেছেন: যখন তুমি খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহী সৈন্য আসতে দেখবে, তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। কেননা তার মাঝে আল্লাহর খলীফাহ্ মাহদী থাকবেন। (আহমাদ ও বায়হাকী’র ‘‘দালায়িলুন্ নুবুওয়াহ্’’) *

- (মুনকার যঈফ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৬১; মুসনাদে আহমাদ ২২৪১; দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ্ ৬/৫১৬; ‘আলী ইবনু যায়দ য’ঈফ; য’ঈফাহ্ ৮৫; য’ঈফুল জামি’ ৫০৬)
- * অন্যান্য সহীহ হাদিসে বলা হয়েছে কালো পতাকাধারীরা আরবে গিয়ে ইমাম মাহদী এর কাছে বায়াত নিবে আর এখানে বলা হয়েছে সেই কালো পতাকাবাহী দলেই থাকবে। এটা সহীহ হাদিস এর বিপরীত, তাই এটির মান মুনকার। যদি শাব্দিক অর্থ করা হয় خَلِيفَةَ اللهِ الْمَهْدِيَّ এর তাহলে হয় হেদায়েতপ্রাপ্ত বা সৎপথপ্রাপ্ত আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। শেষ জামানায় যে সকল কুরাইশি খলীফাগণ আসবে তারা সকলে হেদায়েতপ্রাপ্তই হবেন এবং এই কালো পতাকাবাহী দলের নেতাও একজন হেদায়েতপ্রাপ্ত নেতা বা ইমাম। এভাবেই এটির সামঞ্জস্য তৈরি করা যায়। কারণ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ এর অর্থ করা হয় ‘‘সঠিকভাবে পরিচালিত/হেদায়েতপ্রাপ্ত খলিফাগণ’’। অর্থাৎ এটি দ্বারা খুলাফায়ে রাশিদাকে বুঝানো হয়ে থাকে। (আবু দাউদ; তিরমিজী, হাদীছ নং- ২৮৯১) এছাড়া বাকি অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে যেহেতু হাদিসে কালো পতাকাবাহী দলের আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং তারা সঠিক পথের পথিক হবে।

হযরত আরতাত (রা:) বলেন, সুফিয়ানি কুফায় প্রবেশ করবে। তিনদিন পর্যন্ত সে দুশমনদের বন্দীদেরকে সেখানে আটকে রাখবে এবং সত্তর হাজার কুফাবাসীকে হত্যা করে ফেলবে। তারপর সে আঠার দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তাদের সম্পদগুলো বণ্টন করবে। তাদের মধ্যে একদল খোরাসানে ফেরত যাবে। সুফিয়ানির সৈন্যবাহিনী আসবে এবং কুফার বিল্ডিংগুলো ধ্বংস করে সে খোরাসানবাসীদেরকে তালাশ করবে। খোরাসানে একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ইমাম মাহদির দিকে আহ্বান করবে। অতঃপর মাহদি ও মানসূর উভয়ে কুফা থেকে পলায়ন করবে। সুফিয়ানী উভয়ের তালাশে সৈন্য প্রেরণ করবে। অতঃপর যখন মাহদি ও মানসুর মক্কায় পৌঁছে যাবে, তখন সুফিয়ানির বাহিনীকে 'বায়দা' নামক স্থানে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। এরপর মাহদি মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় যাবেন এবং ওখানে বনু হাশেমকে মুক্ত করবেন। এমন সময় কালো পতাকাবাহী লোকেরা এসে পানির উপর অবস্থান করবে। কুফায় অবস্থিত সুফিয়ানির লোকেরা কালো পতাকাবাহী দলের আগমনের কথা শুনে পলায়ন করবে। কুফার সম্মানিত লোকেরা বের হবে যাদেরকে 'আসহাব' বলা হয়ে থাকে, তাদের কাছে কিছু অস্ত্র শস্ত্রও থাকবে এবং তাদের মধ্যে বসরা'বাসীদের থেকে একজন লোক থাকবে। অতঃপর কুফাবাসী সুফিয়ানির লোকদেরকে ধরে ফেলবে এবং কুফার যে সব লোক তাদের হাতে থাকবে, তাদেরকে মুক্ত করবে। পরিশেষে কালো পতাকাবাহী দল এসে মাহদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে।

- (আল ফিতান ৮৫০, মুহাক্কিক আহমদ ইবনে সুয়াইব এই হাদিসটির সনদকে 'লাবাসা বিহা' বা 'বর্ণনাটি গ্রহণ করা যেতে পারে' বলেছেন)

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা:) কে বললাম, হে আবুল হাসান! আমাদের রাজত্বকাল কখন থেকে শুরু হবে, জবাবে তিনি বললেন, যখন তুমি দেখবে আহলে খোরাসানের কতক যুবক প্রকাশ পেয়েছে তখন তোমরা তাদের গুনাহ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে আর আমরা সন্তুষ্ট থাকব তাদের সওয়াব নিয়ে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৫৪৭)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে (৭৫০-১২৫৮ সাল পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল)। অতঃপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো। তাদের পোষাক হবে সাদা রং এর। তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ অথবা সালেহ ইবনে শুয়াইব ডাকা হবে। সে হবে তামিম গোত্রের। তারা সুফিয়ানীর সৈন্যদের কাছে পরাজিত হবে। এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে। আর সিরিয়া হতে তিনশত লোক তার সাথে মিলিত হবে। তার বের হওয়া ও মাহদীর নিকট বিষয় (নেতৃত্ব) সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর মাসের ব্যবধান হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৪)

এই হাদিসগুলো আমাদের চিরচেনা হলেও এই নিয়ে রয়েছে আরো অনেক রহস্য। অনেকে মনে করেন যে, খোরাসান থেকে যেহেতু কালো পতাকাবাহী দল বের হবে মাহাদীর সাহায্যার্থে তাহলে তারা খোরাসানের বাসিন্দাই হবে। আর দেখা যায় এরকম একটি জিহাদরত দলও রয়েছে সেই এলাকারই যারা তালিবান নামে সুপরিচিত। আবার তাদের পতাকার রং সাদা। কালোপতাকা এখন খুঁজতে গেলে দেখা মিলে আল কায়েদা এবং আইএস বা ইসলামিক ষ্টেট এর, যারা কালোপতাকা ব্যবহার করতেছে। তারা আবার খোরাসানীও না। আর আইএস এর ব্যাপারেও হাদিস রয়েছে, যেগুলোতে তাদেরকে ভ্রষ্ট দল-জামায়াত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিস ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হাদিসে বলা আছে খোরাসান সেটায় সরাসরি আরবিতে খোরাসান শব্দটিই লেখা রয়েছে, আবার যেটায় আমরা দেখি পূর্বদিক লেখা, সেটায় আরবিতে মাশরিক লেখা যার অর্থ পূর্বদিক। তাহলে একটিতে বলা পূর্ব দিক আর অন্য হাদিসে রয়েছে খোরাসান। এরপর আসে মুসলিমদের মধ্যে এই কালোপতাকা নিয়ে কিছু মতবিরোধ নিয়ে। কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, শুধু এই কালোপতাকাবাহী দলই হক দল হবে। আর কোন দল হক না। আবার কেউ মনে করে থাকেন যে কালো পতাকাবাহী দলেই ইমাম মাহদী থাকবেন বা সে ই পরিচালনা করবেন, কারণ এরকম একটি যঈফ হাদিসও রয়েছে। এত মতবিরোধ এর একটা সমাধান দরকার যাতে আমরা সঠিক কালোপতাকাবাহী দলকে চিনতে পারি ও তাতে যোগদান করতে পারি এবং এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে পারলে আমাদের এই দল চেনা আরো সহজ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

বর্তমানে কি কালো পতাকাবাহী দলের আবির্ভাব হয়েছে? এখনো না হলে কখন হবে?

না। কালো পতাকাবাহী দলের আবির্ভাব এখনো হয়নি। তা আরো পরে বের হবে। তবে কালো পতাকাবাহী দলের মূল নেতা ও তাদের দলের আবির্ভাব খুবই নিকটে। আফগানী খুরাসানীরাও এই দলে থাকবে ইনশাআল্লাহ। দলের আবির্ভাব আগে হলেও কালো পতাকা নিয়ে আরবের দিকে যাওয়ার ঘটনাটি আরো পরের। হিন্দুস্তানের যুদ্ধের নেতা এবং তাঁর দলই হবে কালো পতাকাবাহী দল। কখন কালো পতাকা নিয়ে বের হবে তা বিভিন্ন হাদিস বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় যে, সুফিয়ানীর উত্থানের নিকটবর্তী সময়ে তারা বের হবে। যখন এই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সংঘটিত হবে আর তাতে মুমিনদের বিজয় হবে, তখন হিন্দুস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম হবে। এবং তা ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এইখানে যে রহস্যটি রয়েছে তা হচ্ছে এরকম যে, এই কালো পতাকাবাহী দলটি নামকরণ করা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এরা কালো পতাকা বহন করবে। কিন্তু এই দলটি এই কালো পতাকা তখনই ব্যবহার করবে যখন তারা এই হিন্দুস্তান ইরান পর্যন্ত বিজয় করবে এবং পূর্বের এলাকাগুলো বিজয় করে আরব ও জেরুজালেমের দিকে গমন করবে। যখন তারা তা বিজয় করতে রওনা দিবে ঠিক তখনই তারা কালো পতাকা উত্তোলন করবে ও এটি হবে তাদের নিশান। আর হাদিসে এসেছে, এরা সুফিয়ানীর সাথে ইরাকে যুদ্ধ করবে ও বিজয়ী হবে। স্বাভাবিকভাবেই একটি যুক্তি এই যে,

তারা পূর্বের তথা খোরাসানের অঞ্চল, হিন্দের অঞ্চল বিজয় না করে আরেক অঞ্চল বিজয় করার জন্য ছুটবে না। আরো সহজভাবে বললে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সুফিয়ানীর প্রকাশের আগে কালো পতাকা বের হবে না, যদিও তার আগে থেকেই কালো পতাকাবাহী দল থাকুক ও সেই জামায়াত থাকুক। আমরা জানি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে আধুনিকতার ধ্বংস হয়ে যাবে। আর হাদিসেও এসেছে যে, কালো পতাকাবাহী দলের যোদ্ধারা ঘোড়া ব্যবহার করবে। যদি আরো আগেই বের হয়ে থাকতো বা বর্তমানে উপস্থিত থাকতো তাহলে তাদের ঘোড়া ব্যবহার করতে হবে আর এমন কোন দলই এই আধুনিক যুগে ঘোড়া ব্যবহার করবে না আর করেও না। হাদিসে এসেছে-

হযরত উমর বিন মুররাহ আল জামালী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চই খোরাসান থেকে একদল কালো পতাকাবাহী লোকের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাঁদের একদল তাঁদের ঘোড়াগুলো দড়ির সাহায্যে বাইতাল লাহ্যিয়া (ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা) এবং হারাস্তার (সিরিয়া রাজধানী দামেস্কের নিকটবর্তী এলাকা) মধ্যবর্তী স্থানে জাইতুন (জলপাই) গাছের সাথে বাধবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেখানে কি কোন জাইতুন গাছ আছে'? তিনি বলেন, যদি সেখানে জাইতুন গাছ নাও থাকে তাহলে শীঘ্রই সেখানে জাইতুন গাছ জন্মাবে এবং খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী দল বের হয়ে আসবে এবং তারা তাঁদের ঘোড়াগুলো এইসব জাইতুন গাছের সঙ্গে বাঁধবে। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৬১, পৃষ্ঠা ২১৫, দুর্বল হাদিস)
- * হাদিসে মূলত কালো পতাকাধারীরা কখন বের হবে সেটার বর্ণনা দিয়েছে।

কালো পতাকাবাহী কারা হবে?

যারা হিন্দুস্তান দখল করবে তারাই মূলত কালো পতাকারবাহী দল। তবে তারা এই কালো পতাকা আরো অনেক পরে প্রকাশ করবে। পূর্বদিক (ভারত উপমহাদেশ) হতে ইরান এলাকা পর্যন্ত বিজয়ী হওয়ার পরই এই দল কালো পতাকা ব্যবহার করে আরব ও জেরুজালেমের দিকে ছুটবে। এই ব্যাপারে হাদিস সরাসরি না থাকলেও শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ এর কাসিদাতে বলা রয়েছে হিন্দুস্তান বিজয় হবে অনেকগুলো দল সম্মিলিত হয়ে। যেমন বলা ছিল ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর দলের সাথে ইরানী, আফগান বাহিনী যুক্ত হবে। আর হাদিসেও এটি রয়েছে যে খোরাসানের দলটি হক জামাতেরই একটি অংশ। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদী-নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন কেবল খোরাসানীরাই (আফগানীরাই) তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে। এরূপ হিন্দুস্তানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দেবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখন্ডের দূর্গম নামক একটি অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম আব্দীল/আব্দুন (নামে এটি থাকবে)। সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুস্তান বিজয় করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩২)

ইরানী, আফগান ও হিন্দুস্তানের বাহিনীর সম্মিলিত দলটিই হবে ভবিষ্যতে কালো পতাকাবাহী দল। অনেকে উল্লেখ করতে পারে যে, ইরান শিয়াদের দেশ, আফগান সাদা পতাকা বহন করে আর হিন্দুস্তানে কোন এরকম দলই নেই। হ্যাঁ, বর্তমানে এই অবস্থা থাকলেও খুব দ্রুতই হিন্দুস্তান থেকে ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর প্রকাশ হবে আর তখন সবাই একতাবদ্ধ হয়ে একই পতাকার ছায়াতলে দাঁড়াবে। আর হিন্দুস্তান, খোরাসান, ইরান এই সকল এলাকা দখলে আসার পরই কালো পতাকা নিয়ে আরবের দিকে রওনা হবে এই সম্মিলিত দল। এই দল আগে থেকেই কালো পতাকা ব্যবহার না করলেও এরা হক দলই হবে। কারণ শুধু ইমাম মাহদীর সাহায্যার্থে যখন বেরিয়ে পড়বে তখনই কালো পতাকাবাহী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এর আগে দলটির অস্তিত্ব থাকবে কিন্তু কালো পতাকাবাহী হিসেবে নয়। যখন তারা কালো পতাকা বহন করা শুরু করবে তখনই তারা কালো পতাকাবাহী হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে পুরো পৃথিবীতে। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে যে, কালো পতাকাবাহী দলের মূল হচ্ছে ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর দল ও সাথে সাহায্যকারী আফগান ও ইরান জাতির সম্মিলিত রূপ। এছাড়াও মাহদীর অন্যান্য সাহায্যকারী দলগুলোও তাদের চিহ্ন হিসেবে কালো পতাকা ব্যবহার করবে। হাদিসে এসেছে-

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামায়াতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল বালক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে। আমি (আবু হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ, সে কাবার দিকে ধাবিত হবে কেন? সেই সময় কি বাইতুল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলে থাকবে?" তিনি বলেন, না। বরং সে আল্লাহর খলীফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে। *

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩১; কিতাবুল আক্বিব ১২৫৬; ক্বাশ্ফুল কুফা ৭৩২; আল আরিফুল ফিল ফিতান ১৭০৩)
- * যখন কাবার দিকে রওনা দিবে তখন তারা কালো পতাকা ব্যবহার করবে।

যারা মনে করেন কালো পতাকাবাহী দল ছাড়া আর কোন দল হক নয়, আর এখন কোন দল কালো পতাকা বহন করলে তারা হক হবে

উপরের ব্যাখ্যাতে কালো পতাকাবাহী দলের আত্মপ্রকাশের সময় সম্পর্কে জানার পরও এরকম প্রশ্ন অনেকে করে থাকবে। এর কারণ সাদা পতাকা ব্যবহার করেও তালিবান হক দল হয় হাদিস মতে কিন্তু এরপরও আইএস বা ইসলামিক ষ্টেট কালো পতাকা ব্যবহার করেও হক দল নয়? আইএস কেন হক দল নয় সেটি নিয়ে অন্য পরিচ্ছেদে লেখা দেওয়া থাকবে তবে একটি বিষয় এই যে, কালো পতাকা যে কেউ ব্যবহার করলেই তা হক দল হয়ে যায় না আর ইমাম

মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠার সহযোগী সেই কালো পতাকাবাহী দলও হয়ে যাবে না। একটি হাদিসে পরপর দুইটি কালো ঝান্ডা বা পতাকাবাহী দলের বের হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। হাদিসে এসেছে-

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে (৭৫০-১২৫৮ সাল পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল)। অতঃপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো। তাদের পোষাক হবে সাদা রং এর। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৪)

এই হাদিসেও দুইটি কালো পতাকা বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোনটি আসল কালো পতাকাবাহী হবে তাহলে তা তো সহজেই বুঝতে পারছেন। তাই কালো পতাকা যখন খোরাসান থেকে বের হবে তখনই সেটি আসল কালো পতাকাবাহী দল হবে। এর আগেই কেউ কালো পতাকা বের করে হক দাবি করলেও হক দল হতে পারবে না।

আবার যারা শুধু মনে করেন যে, কালো পতাকাবাহী দল বের হবে সেটাই হক দল। আর বর্তমানে কোন দলই হক হতে পারে না কালো পতাকবাহী দল না তৈরি হওয়া পর্যন্ত। তাদের জানা উচিৎ, ইতিহাসে যারা হকের উপর বাতিলদের সাথে যুদ্ধ করেছে, সেই সকল দলের পতাকা কি ছিল। সর্বশেষ যেই উসমানী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেটিও হকের উপর থেকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে এবং অনেক ত্যাগের পর একটি রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তখন যদি এই বলে থেমে যেত যে কালো পতাকাবাহী দল বের হবে তারাই ইসলাম কায়েম করবে, তাহলে আর উসমানী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হতো না। আর হাদিসেই বলা রয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের উপর থাকবেই। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যখনই আল্লাহর এই দ্বীন নিভে যাওয়ার অবস্থায় আসবে, তখনই আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে বিজয়ী রাখার জন্য, আল্লাহ তা'আলা একটি করে দল তৈরি করে দেন। যারা আল্লাহর দ্বীনকে মজবুত ভাবে ধরেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৬)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হকের পক্ষে যুদ্ধ করবে, তারা দুশমনদের উপর বিজয় থাকবে, তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

- (সহীহুল মুসলিম ২৯২, ৪৭১৭; সুনান আবু দাউদ ২৪৮৪; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫১, ১১৬৭; মুসনাদে আহমদ ১৯৮৯৫; মুসতাদরাকে হাকিম ৩/৪৫০)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আল্লাহর একদল বান্দাগণ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর আল্লাহর নিভে যাওয়া আলোকে আবার পূর্ণ বিকশিত করবেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৮)

তাই যদি আমরা সেই কালো পতাকাবাহী দলে যোগ দিতে চাই তাহলে আমাদের সেই খুরাসানীদেরই (আফগান জাতি বা তালিবানদেরই) অনুসরণ করতে হবে যতক্ষণ না ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর আত্মপ্রকাশ না হয়। তার আত্মপ্রকাশ হলেই তখন তার দলে আমাদের জামায়াত বদ্ধ হতে হবে। হাদিস থেকে জানা যায় তার আত্মপ্রকাশ আমাদের এই হিন্দুস্তান থেকেই হবে। তিনিই হবেন আল্লাহ মনোনীত মুজাদ্দিদ ও আমীরুল মুজাহিদীন। আর তখন সকলকেই তাকে অনুসরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে,

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদী-নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। **তখন কেবল খোরাসানীরাই** (আফগানীরাই) **তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে।** এরূপ হিন্দুস্তানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দেবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখন্ডের দূর্গম নামক একটি অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালক বা যুবকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম আব্দীল (নামে আব্দিল বা আব্দুল থাকবে)। সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুস্তান বিজয় করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩২)

৩.১৪ ইমাম মাহদী এর পরে যারা খলীফা হবেন

আমরা জানি ইমাম মাহদী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে সাত থেকে নয় বছর খলীফা থাকবেন এবং পুরো বিশ্ব শাসন করবেন। হাদিস থেকে পাওয়া যায়, তার পরে ঈসা (আঃ) এর আগমন পর্যন্ত আরো ৩ জন খলীফা পর্যায়ক্রমে দায়িত্বে থাকবেন। তাদের নাম যথাক্রমে ইমাম মাহমুদ, ইমাম মানসূর এবং ইমাম জাহজাহ। ইমাম মাহদী এর মৃত্যুর পর ইমাম মাহমুদ দুই (০২) বছরের জন্য খলীফা থাকবেন। তারও স্বাভাবিক মৃত্যুর হবে আর তার মৃত্যুর পরই আবারো বিভিন্ন রকম ফিতনা দেখা দিবে। এবং তারপর ইমাম মানসূর খলীফা হবেন এবং বিশ (২০) বছর শাসন করবেন। তার জামানায় ফিতনা-যুদ্ধ বিগ্রহ বিকট আকার ধারণ করবে। তিনি অস্ত্রের দ্বারা নিহত হবেন অর্থাৎ শহীদ হবেন। তার মৃত্যুর পর ইমাম জাহজাহ খলীফা বা শাসক হবেন এবং ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাব ও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাবেন। তার জামানায় আবার বিজয় শুরু হবে এবং আবারো হিন্দুস্তানের যুদ্ধ হবে ও বিজয় হবে এবং তার পিছনেই ঈসা (আঃ) ছলাত আদায় করবেন। আর সেই খলীফা ঈসা (আঃ) কে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করবেন। ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর মাধ্যমে খিলাফতের তথা মুসলিমদের শাসনের এই ধারা শেষ হবে। হাদিসে এসেছে-

ইমাম মাহমুদ এর খিলাফতঃ

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উছমান (রহঃ) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তিনি ফিত্না সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন; এমন কি তিনি 'ইহ্লাসের' ফিত্নার কথাও উল্লেখ করেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'ইহ্লাসের' ফিত্নাটা কিরূপ? তিনি বলেনঃ তা হলো-পলায়ন ও ধ্বংস। এরপর তিনি 'সাররা' ফিত্নার কথা উল্লেখ করে বলেনঃ তা এমন এক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হবে, যাকে লোকেরা আমার বংশের লোক বলে মনে করবে, কিন্তু আসলে সে আমার বংশের লোক হবে না। কেননা, আমার বন্ধু-বান্ধব তো মুত্তাকী লোকেরাই। এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে। (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না) ...(প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৩ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৫]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫২৯৩; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৯৭২; মুসনাদে আহমাদ ৬১৬৮)

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম মাহদীর শাসনের পর দুই বছর মাহমুদ শাসন করবে। যে হবে খুব কঠোর, আর দুর্বলদের জন্য কোমল অন্তরের।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, অধ্যায়ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ, হাঃ ৭৭১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার জামানায় আমি মুনাফিকদের ঘৃণা করি কিন্তু হত্যা করি না। আর আমার জামানায় শেষের দিকে আমার বংশের ইমাম মাহদীর পর একজন ইমাম দু'বছরের খেলাফত পাবে, যার খেলাফতের সময় মুনাফিকদের প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১২১০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদীর (ইমাম মুহাম্মাদ বা আল মাহদী) ইন্তেকালের পর এমন একলোক (ইমাম মাহমুদ) শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর মাহদী নামক আরেকজন (ইমাম জাহজাহ) শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৮৬ (আন্তঃ ১১৬৬); [পথিক প্রকা: ১১৮৩; তাহকীক: যঈফ])

ইমাম মানসূর এর খিলাফতঃ

হযরত আরতাত (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর কাহতান গোত্রের মানসূর নামক লাঠি ওয়ালা ব্যক্তি বিশ বছর শাসন না করা ব্যতীত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৪)

আবু হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র হতে এমন এক ব্যক্তির আগমন না হবে যে মানুষ জাতিকে তার লাঠির সাহায্যে পরিচালিত করবে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৫১৭; সহীহুল মুসলিম, পর্ব ৫২, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১০ [হাঃ একাঃ ৭২০০-(৬০/২৯১০); ইঃ ফাঃ ৭০৪৪; ইঃ সেঃ ৭১০০]; আল-লুলু ওয়াল মারজান ১৮৪৪; মুসনাদে আহমাদ ৯৩৯৫; মুসনাদে বাযযার ৮১৬১; সহীহুল জামি’ ৭৪২৫)

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাহদীর মৃত্যুবরণ করার পর কাহতান গোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক (মানসূর) শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদীর মত। তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হবে। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের (জাহজাহ) আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর (ইউরোপ) বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা বাদশাহ। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৪ [পথিক প্রকা: ১২৩০, তাহকীক: সহীহ])

ইমাম জাহজাহ এর খিলাফতঃ

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার আল আবদী (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত দিন শেষ হবে না (কেয়ামত হবে না), যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহজাহ নামে জনৈক আযাদকৃত দাস শাসনকর্তা হবে।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) ৭২০১ [ইসঃ ফাঃ ৭০৪৫; ইসঃ সেঃ ৭১০১])
- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৮ [ইঃ ফাঃ ২২৩১]; সহিহাহ ২৪৪১; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৭২)

হযরত কা’ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, **যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে** তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান

দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আলমাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদীর (ইমাম মুহাম্মাদ বা আল মাহদী) ইন্তেকালের পর এমন একলোক (ইমাম মাহমুদ) শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর **মাহদী নামক আরেকজন** (ইমাম জাহজাহ) শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৮৬ [পথিক প্রকা: ১১৮৩; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রা:) থেকে বর্ণিত, একদা তার নিকট বারোজন খলীফা এবং আমীরের আলোচনা করা হলে তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! উক্ত রক্তপাতের পর (দুই কান ছিদ্রবিশিষ্ট কাহতানী ইমাম মানসূরকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা) মাহদী (ইমাম জাহজাহ) সিংহাসনে বসবে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) এর সাথে মিলিত হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৮২ [পথিক প্রকা: ১২৮০; তাহকীক: সহীহ])

ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাব ও তার খিলাফতঃ

......আর সেখান থেকে (শাসক বা খলীফা) জাহজাহ কালো পতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ইসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আলমাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

হযরত আবু মুসা আসআরী (রা:) আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি পৃথিবী ধ্বংসের আলামত গুলো বলছিলেন। তিনি বললেন, মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৯১)

বিঃ দ্রঃ ইমাম জাহজাহকে বিভিন্ন হাদিসে মাহদী নামে পরিচিত করা হয়েছে। তাই শুধু নাম মাহদী আর খলীফা ইমাম মাহদী একই ব্যক্তি নন। এ ব্যাপারে আগেই আলোচনা শেষ হয়েছে।

৩.১৫ বার জন আমীর বা ইমাম নিয়ে হাদিস ও শিয়া আকিদার সাথে মিল নিয়ে ভ্রান্তি নিরসন

বর্তমানে দেখা যায় যে, আল্লাহ প্রদত্ত নেতা, ইমামগণ আসবে বা ইমাম মাহদী ছাড়া আরো নেতাদের আবির্ভাব হবে হাদিস থেকে পাওয়া যায়। তার বিষয়ে কথা বললেই বলা হয় এগুলো শিয়াদের আকিদা-বিশ্বাস। যারা এটি বলে থাকে তাদের এ বিষয়ে অর্ধেক জ্ঞান রয়েছে। আকিদার বিষয়ে বলার আগে আসুন ১২ জন ইমাম বা আমীরগণ এর আগমন এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাদিসগুলো দেখি যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ সমুহে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ কুরায়ব (রহঃ) ..... জাবির ইবন সামুরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার পর বার জন আমীর হবেন। জাবির (রা:) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বললেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি, তাই আমার কাছে যে ব্যক্তি ছিলেন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন, তারা প্রত্যেকেই কুরায়শ গোত্রভুক্ত হবেন।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৩ [ইঃ ফাঃ ২২২৬]; সহিহাহ ১০৭৫; বুখারী)

হযরত জাবের বিন সামুরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি যে, এই দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তোমাদের মাঝে ১২ জন খলীফাহ না আসে। তারা সবাই তাদের প্রত্যেক উম্মতকে নিজের নিকট একত্রিত করবে। সাহাবী বলেন, তারপর রসূল ﷺ একটি কথা বললেন, তা আমি বুঝতে পারিনাই। আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম রসূল ﷺ কি বলেছেন? পিতা বললেন, তিনি বলেছেন, খলিফাহ সকলেই কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম ইঃ ফাঃ ৪৫৫৪, ৪৫৫৭, ৪৫৫৮, ৪৫৫৯; আবু দাউদ ৪৯৭৯ [ইঃ ফাঃ ৪২৩০])

বুনদার (রহঃ) ...... যিয়াদ ইবন কুসায়ব আদওয়ী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে, আমি ইবন আমীরের মিম্বরের নীচে আবূ বকরা রাঃ-এর সঙ্গে বসেছিলাম। তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। তার পরনে ছিল হালকা পাতলা ধরণের পোশাক। তখন আবূ বিলাল (রহঃ) আমাকে বললেনঃ আমাদের আমীরের দিকে চেয়ে দেখ, ফাসিকদের অনুরূপ পোষাক পরেছেন। আবূ বকর (রা:) বললেনঃ চুপ কর, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি যমীনে আল্লাহর নিযুক্ত সুলতানকে অপমান করবে আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (আবু ঈসা বলেন) এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

- (হাসান, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৪ [ইঃ ফাঃ ২২২৭]; সহিহাহ ২২৯৬)

কুতায়বা ইবনু সাঈদ ও আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... আমর ইবনু সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু সামুরা (রা:) এর নিকট আমার

গোলাম নাফি' মারফত পত্র পাঠালাম যে, আপনি আমাকে এমন কিছু সম্পর্কে অবহিত করুন যা আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট শুনেছেন। রাবী বলেন, তিনি আমাকে লিখলেনঃ জুমার দিন সন্ধ্যায় যে দিন (মা'ইজ) আসলামীকে রজম করা হয়, **সেদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, এ** দ্বীন **অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষন কিয়ামত কায়েম হয় অথবা তোমরা বারজন খলীফা কর্তৃক শাসিত হও, এদের সকলেই হবে কুরায়শ থেকে।**
আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, মুসলমানদের একটি ছোট দল জয় করবে শ্বেতভবন যা কিসরা (কিংবা কিসরা বংশের) মহল। আমি আরও বলতে শুনেছি, কিয়ামতের প্রাক্কালে অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি তোমাদের কাউকে যখন আল্লাহ কল্যাণ (সম্পদ) দান করেন তখন সে নিজের এবং তার পরিবারস্থ লোকজনকে দিয়ে (ব্যয়) শুরু করবে। আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, হাওযে (কাওসারে) আমি তোমাদের অগ্রগামী হবো।

- (সহীহ মুসলিম ইসঃ ফাঃ ৪৫৬০)

হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ বাসরী (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবন আবূ হুসায়ন (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাবীআ গোত্রের কিছু লোক 'আমর ইবন 'আস (রা:) এর নিকট উপস্থিত ছিল। বাকর ইবন ওয়াইলের এক ব্যক্তি তখন বললঃ কুরায়শদের অবশ্যই অন্যায় কর্ম থেকে বিরত হওয়া উচিত নইলে আল্লাহ তাআলা খিলাফতের দায়িত্ব (তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে) সাধারণ আরব অনারদের দিয়ে দিবেন। 'আমর ইবন 'আস (রা:) বললেনঃ তুমি ভুল বলছ, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ ভাল-মন্দ সব অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত কুরায়শরা লোকদের নেতৃত্ব দিবে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৭ [ইঃ ফাঃ ২২৩০]; সহিহাহ ১১৫৫)

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জাহান্নামের দিকে আহবানকারী লোকদের আবির্ভাব হবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের নিকট তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। তিনি বলেনঃ তারা আমাদের মধ্য থেকে হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, তারা যদি আমাকে পায় তবে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ **তুমি অপরিহার্যরূপে মুসলিমদের সংঘভুক্ত থাকবে এবং তাদের ইমামের** (আমীর বা খলীফার) **আনুগত্য করবে।** যদি মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ না থাকে এবং তাদের ইমামও না থাকে তাহলে তুমি তাদের সকল বিচ্ছিন্ন দল থেকে দূরে থাকো এবং কোন গাছের কান্ড আঁকড়ে ধরো এবং সেই অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু হয়।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৩/৩৯৭৯; সহীহুল বুখারী ৩৬০৬; সহীহুল মুসলিম ১৮৪৭; আবূ দাউদ ৪২৪৪; মুসনাদে আহমাদ ২২৯৩৯; সহীহাহ ২৭৩৯)

হুযায়ফা (রা:) বলেনঃ লোকেরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট কল্যাণ ও মঙ্গলের বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো এবং আমি তাঁর নিকট অকল্যাণের বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। এ কথা শুনে লোকেরা তাঁর প্রতি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলে, তিনি বলেনঃ আমার কথা যারা খারাপ মনে করে, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি বলেন, একদা আমি বলিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মহান আল্লাহ্ আমাদের যে কল্যাণ ও মঙ্গল দান করেছেন, এরপর কি আবার খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হবে, যেমন আগে ছিল? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। আমি বলিঃ এর থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কি? তিনি বলেনঃ তরবারি। আমি জিজ্ঞাসা করিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরপর কি হবে? **তিনি বলেনঃ এ সময় পৃথিবীতে যদি আল্লাহ্র কোন প্রতিনিধি** (খলীফা) **থাকে এবং সে জুলুম করে তোমার পিঠ ভেঙ্গে দেয়, তোমার ধন-সম্পদ লুট করে নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য করবে।** আর যদি এরূপ কেউ না থাকে, তবে তুমি জঙ্গলে চলে যাবে এবং গাছের লতা-পাতা খেতে খেতে মরে যাবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৪ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৬]; আহমাদ)

হযরত হুযায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। একদিন আমি রসূল ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যেই কল্যাণ দান করেছেন সেই কল্যাণে পর কি পুনরায় অকল্যাণ দান করেছেন। সেই কল্যাণের পর কি পুনরায় অকল্যাণ আসবে? যা পূর্বেও ছিল। তিনি বললেন হ্যাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম তারপর কি হবে? রসূল ﷺ বললেন, ধোকার উপর সন্ধি চুক্তি হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধিচুক্তির পর কি হবে? তিনি বললেন, কতিপয় আহ্বানকারী গোমরাহীর দিকে আহ্বান করবে। **যদি তুমি তখন আল্লাহর কোন খলীফা (আল্লাহর মনোনীত আমীর বা ইমাম) এর সাক্ষাৎ পাও তাহলে অবশ্যই তার আনুগত্য করবে।**

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৩৪; নুযুলে ঈসা ৩৯; এ বিষয়ে সহীহ সনদের হাদিস রয়েছে)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, মুসা (আঃ) এর উপদেষ্টাদের মত আমার পরেও কতক খলীফা আত্মপ্রকাশ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ২২৪; ইতহাফুল খিয়ারাতুল মাহারা ৬০১৩)

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, খেলাফতের জিম্মাদারী কুরাইশের বারোজন খলীফার দায়িত্বে থাকা পর্যন্ত সেটা খুবই সম্মানিত ও সুচারু রূপে পরিচালিত হবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ২২৫; সহীহুল মুসলিম ৩৪০৪)

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (রহঃ) ... আবূ হাযিম (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা:) এর সাথে পাঁচ বছর অবস্থান করেছি। আমি তার কাছে শুনেছি, নাবী ﷺ বলেছেনঃ বনি ইসরাঈলদের পরিচালনা (রাজত্ব) করতেন নাবীগণ। তাদের মধ্যকার একজন নাবী মৃত্যুবরণ করলে অপর একজন নাবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আমার পরে আর কোন নাবী নেই বরং খলীফাগণ হবেন এবং তারা সংখ্যায় প্রচুর হবেন। তখন সাহাবীগণ বললেনঃ তাহলে আপনি (এ ব্যাপারে) আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেনঃ যার হাতে প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করবে, তারই আনুগত্য করবে এবং তাদেরকে তাঁদের হক (অধিকার) প্রদান করবে, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্তৃত্তাধীনে প্রদত্ত ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৩৪/ রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন (كتاب الإمارة) | হাদিস নাম্বার: ৪৬২১)

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) কে আমি বলতে শুনেছি। সত্য কে দৃঢ় রাখার জন্য বার জন আমীর আসবে অতঃপর হযরত নবী (ﷺ) আরও একটি কথা বলেছেন, যা আমি শুনতে পাইনি। (পরে) আমার পিতা বলেছেন, তাদের সকলেই কুরাইশ বংশের হবেন।

- (সহীহ, আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬৩)

হযরত আবু তোফাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আমার হাত ধরে বললেন, হে আমের ইবনে ওয়সিলা! কাব ইবনে লুআই এর বংশধর থেকে মোট বারোজন খলীফা হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো ইমামের উপর লোকজন ঐক্যমত পোষন করবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ২২৬)

হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ (রহ:) বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) কে বলতে শুনেছি, তখন আমরা সেখানে কয়েক জন কুরাইশ উপস্থিত ছিলাম, আমাদের প্রত্যেকে কাব ইবনে লুআই এর বংশধর থেকে ছিলাম। তিনি বলেন, হে বনু কাব! তোমাদের থেকে মোট বারোজন খলীফা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ২২৭)

হযরত কাব (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ উম্মতের জন্য এমন কতক খলীফা নিযুক্ত থাকবে, যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত খেলাফতের জিম্মাদারী পালন করবে। তারা লোকজনকে যাবতীয় রসদ পত্র সরবরাহ করবে এবং কর ও জিযিয়া গ্রহণ করবে। এই অবস্থা হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন পর্যন্ত চলবে। তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। অতঃপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাবে (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে নিবেন)।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ২৩৮)

হযরত হুযাইফা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ‘লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো, আর আমি জিজ্ঞেস করতাম মন্দ সম্পর্কে -এই ভয়ে ভীত হয়ে যে পাছে তা আমাকে পেয়ে বসে কিনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা জাহেলিয়াত ও মন্দের ভিতরে ছিলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে (আপনার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের মতো) এই কল্যাণ এনে দিলেন। এই কল্যানের পর কি কোনো মন্দ কিছু আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি বললাম: সেই মন্দের পর কি কোনো কল্যানের কিছু আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আর তাতে থাকবে দুখান (ধোঁয়া)। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ওই দুখান কি? তিনি বললেন: (সে জামানায়) এমন গোষ্ঠি (-র আবির্ভাব হবে) যারা (মানব সমাজে আমার আনীত) আদর্শ বহির্ভূত আদেশ জারি করবে এবং (আমার দেখানো) পথনির্দেশিকা বহির্ভূত (পথের দিকে মানুষজনকে) পথ দেখাবে (তাদেরকে পরিচালিত করবে)। তাদের মধ্যে মা'রুফ (ভালো) বিষয়ও (দেখতে) পাবে এবং মুনকার (খারাপ) বিষয়ও পাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এই কল্যানের পর কি কোনো মন্দ রয়েছে? তিনি বললেন: (এদের পর এমন গোষ্ঠির আবির্ভাব হবে যারা মানব জাতিকে এমন মত ও পথের দিকে ডাক দিবে, যা হবে মূলতঃ) জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা থেকে (দেয়া) ডাক। যে ব্যাক্তি তাদের ডাকে সেদিকে সারা দিবে, তারা তাকে ওর মধ্যে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের বৈশিষ্ট (কী হবে তা) বলে দিন। তিনি বললেন: (এই জাহান্নামী পথভ্রষ্ঠ) গোষ্ঠিটির চামড়া আমাদের মতোই হবে, তারা কথাও বলবে আমাদের (মুসলমানদের) ভাষা (ভঙ্গী)তে। আমি বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি যদি তাদেরকে পাই, তাহলে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন: **মুসলমানদের জামাআত ও তাদের ইমামকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে।** আমি জিজ্ঞেস করলাম: যদি (তখন) কোনো জামাআতও না থাকে, কোনো ইমামও না থাকে? তিনি বললেন: তাহলে ওই প্রতিটি ফেরকা থেকে নিজকে বিছিন্ন করে রাখবে- যদিও-বা তোমাকে গাছের শিকড় খেয়ে থাকতে হয় এমনকি এ অবস্থার উপরই তোমার মৃত্য চলে আসে।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৪ হাঃ ১৮৪৭; সহীহ বুখারী তাঃ পাঃ ৩৬০৬; মুসনাদে আবু আউয়ানাহ– ৪/৪১ হাঃ ৫৭৫৭, ৫৭৫৮]

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ একদিন এক মজলিসে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, হে মানব সকল! তোমরা কি আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে চাও না? সকলেই বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমি চাই, আমি চাই। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট জবাবদিহি থেকে মুক্তি চাও না? উপস্থিত সকলে বলল, আমি চাই, আমি চাই। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তাহলে আল্লাহর দ্বীনের হক আদায় করো।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১২৮)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের হক আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলার জান্নাত তাঁর জন্য আবশ্যক যদি সে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! দ্বীনের হক কি? তিনি বলেন, যে

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আর আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের সন্নিকটে (আনুগত্য করবে) থাকবে। এ কথা বলে আল্লাহর রসূল ﷺ সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াত পাঠ করে শোনালেন। *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১২৫)
- * সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতটি হচ্ছে- হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (মনোনীত আমীর বা নেতা) দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের (কুরআন ও সুন্নাহ) দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

এসকল হাদিসগুলোতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বারো জন খলীফা বা আমীর বা ইমাম এর আগমন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এরকম আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর গৃহীত অসংখ্য কিতাব থেকে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। কিন্তু এরপরও বলছে এ সকল ইমাম বা আমীরের আবির্ভাব এগুলো শিয়াদের বিশ্বাস। আসলে শিয়াদের এ বিষয়ে আকিদা কি? সেটি কি জানা আছে?

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর আকিদা অনুসারে কুরাইশ থেকে বারো জন খলীফা বা আমীর বা ইমাম এর আবির্ভাব ঘটবে এবং সর্বশেষ ইমাম মাহদী যার নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ।

শিয়াদের আকিদা হচ্ছে শুধু মাত্র আহলে বাইত (অর্থাৎ হাসান (রা:) ও হুসাইন (রা:) এর বংশ) থেকেই বারো জন খলীফা বা আমীর বা ইমাম এর আবির্ভাব ঘটবে। এবং তারা অন্য কাউকে ইমাম মাহদী হিসেবে বিশ্বাস করে যে হচ্ছে একাদশ ইমাম হাসান আল-আসকারীর পুত্র এবং বর্তমানে অন্তর্হিত, হলেন প্রতীক্ষিত মাহদী। অর্থাৎ তাদের দুটি জায়গাতে সমস্যা দেখা যায়, তা হচ্ছে তারা সব ইমামকেই মনে করে যে তারা আহলে বাইত থেকে হবে অথচ হাদিসে রয়েছে তারা কুরাইশী হবে। আহলে বাইত থেকে আর কুরাইশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এটা বাড়াবাড়ি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে তারা যাকে ইমাম মাহদী মনে করে তার ব্যাপারটিও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা মনে করে একাদশ ইমাম হাসান আল-আসকারীর পুত্র এবং বর্তমানে অন্তর্হিত, হলেন প্রতীক্ষিত মাহদী। এই একাদশ ইমাম যাকে তারা বানিয়েছে যে ইমাম হাসান আল আসকারী এটাও শিয়াদের তৈরিকৃত। কারণ একাদশতম ইমাম বা আমীর অন্যকেউ। এবার আবার আসা যাক তারা যাকে ইমাম মাহদী মনে করে থাকে তার ব্যাপারে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় এ ব্যাপারে তাদের আকীদা তথা বিশ্বাস হচ্ছে-

‘‘তিনি (অর্থাৎ ইমাম মাহদী) ২৫৫ হিজরী’র ১৫ই শাবান তথা আব্বাসীয় খলিফা আল-মুহতাদী’র খেলাফত সময় শেষ হওয়ার ১৫ বা ১৬ দিন পর জন্মলাভ করেন। তাঁর মাতা উম্মে ওয়ালাদ ছিলেন রোমীয়, যার নাম ছিল নারজিস এবং অপর এক বর্ণনার ভিত্তিতে মালিকাহ। তাকে রোমের সেজারের (সম্রাটে’র) দৌহিত্রী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ

মহিয়সী'র সাথে ইমাম হাসান আসকারী (আ.) এর বিবাহের বিষয়ে, ইমাম (আ.) এর জন্ম এবং তাঁর হতে যে সকল মোজেযা পরিলক্ষিত হয়েছে সে সকল বিষয়ে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।
জন্মের পর হতে ইমাম (আ.) কে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখা হত। কিন্তু ইমাম পরিবারের কিছু কিছু সদস্য অথবা ইমামের বিশেষ কিছু সাহাবীগণ তাঁকে দর্শনে সক্ষম হয়েছেন এবং এ সময় ইমাম (আ.) তাঁর শীঘ্রই আগত অন্তর্ধান সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করেছিলেন।
তার অবয়বের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি চেহারা ও আচরণের দিক থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাদৃশ্য। তার চেহারা হচ্ছে উজ্জ্বল এবং তার ডান চিবুকে রয়েছে একটি কালো তিল, দাঁতগুলো পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন এবং তার চেহারায় একটি বিশেষ চিহ্ন রয়েছে।"

তাহলে স্পষ্টই দেখা যায় যে কি কি বিষয় শিয়াদের সাথে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর বিপরীত রয়েছে। তারা ইমাম মাহদী সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে এবং মনে করে থাকেন যে ১০০০ বছরের বেশি সময় ধরে সে জীবিত রয়েছে এবং গুপ্ত আছে। এটা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ বিশ্বাস করে না এবং কোন দলিলও সেটা বলে না। কারণ দলিল বলে যে তিনি ৪০ বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ করবেন। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ যেমন বিশ্বাস করে তিনি হাসান (রা:) এর বংশ থেকে আসবেন শেষ জামানায় তার জন্ম হবে আর ৪০ বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ করে ক্ষমতায় যাবেন কিন্তু শিয়ারা বিশ্বাস করে সে ইমাম হাসান আসকারী (আ.) এর পুত্রই ইমাম মাহদী এবং তার জন্ম হয়েছে ২৫৫ হিজরীতে অর্থাৎ প্রায় ১২০০ হিজরি বছর থেকে গুপ্ত আছেন বা জীবিত আছেন। এটি ইমামগণ ও ইমাম মাহদী সম্পর্কে বাড়াবাড়ি। এখন শিয়ারা এরকম বাড়াবাড়ি করে বলে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ কি ইমাম মাহদীর আগমনকে অস্বীকার করে? বারো জন আমীর বা ইমামগণের আগমনকে কি অস্বীকার করে বসে থাকবে? না। যেটা সঠিক ও মধ্যমপন্থা সেটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর আকিদা ও মানহাজ। যেমন একটি উদাহরণ দেই এই বিষয়ে, শিয়ারা হযরত আলী (রা:) কে নিয়ে যেরকম বাড়াবাড়ি করে, তাকে ইমাম মানে ও রসূল ﷺ থেকেও অনেক সময় শ্রেষ্ঠ মানে এজন্য কি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ হযরত আলী (রা:) কে অস্বীকার করে? তার যথাযথ মর্যাদাকে কি অস্বীকার করে? প্রশ্নই উঠে না। তিনি একজন মর্যাদাবান সাহাবী ও রসূল এর আহলে বাইত সদস্য, খুলাফায়ে রশিদীন এর একজন। এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর আকিদা মানহাজ। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ হচ্ছে সব বিষয়ে মধ্যম পন্থা ও সহীহ সুন্নাহ গ্রহণে অগ্রগামী। শিয়াদের মতো যেখানে এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে আপনারা তাহলে কেন এসব বিষয় নিয়ে একদম ছাড়াছাড়ি করছেন বা অস্বীকার করছেন? যেখানে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থিত রয়েছে যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর সকল যুগের সকল ফকীহ, মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর কোন সময় প্রশ্ন তুলে নি। তাই যারা এই বিষয়ে ছাড়াছাড়ি করবেন তারাও আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ এর মধ্যে থাকবেন না যেমন শিয়ারা বাড়াবাড়ি করে এ থেকে বের হয়ে গেছে।

তবে এর সাথে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে, এরকম আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি, খলীফা, আমীর বা ইমামগণের আগমনের ব্যাপারটি যখন দলিলযোগ্য ও সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এখানে একটি ফিতনার দরজা খুলে থাকে যা হচ্ছে বিভিন্ন ভণ্ডের আবির্ভাব। তার মধ্যে ইমাম মাহদীর ব্যাপারে যেহেতু সবচেয়ে বেশি দলিল-প্রমাণ রয়েছে তার আবির্ভাবের; তাই যুগে যুগে দেখা যাচ্ছে যে, অসংখ্য ইমাম মাহদীর মিথ্যা দাবিদারদের আবির্ভাব হয়েছে। হাদিসে এসেছে মাহদীর আগমনের পূর্বে অনেক ভণ্ড মাহদীর আবির্ভাব হবে। অন্যান্য যে সকল ইমামদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে তাদেরও অনেক মিথ্যা দাবিদার বের হয়েছে। যেমন খলীফা মানসূর এর সময় এবং পর পর তিন শাসক ক্ষমতাবলে তাদের নামের সাথে সিফাহ, মানসূর ও মাহদী যোগ করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা সেই ব্যক্তিগণ নয়।

এখন তাই বলে আমরা যদি এ বিষয় এড়িয়ে যাই, এটা কোন সমাধান দিতে পারবে না। উল্টো এই সকল বিষয় না জানার ফলে আল্লাহর সত্য মনোনীত কোন খলীফা বা আমীরকে অস্বীকার করে বসবো, সেটাও মারাত্মক বিষয় হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

(গাজওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দের যুদ্ধ)

৪.১ গাজওয়াতুল হিন্দ কী?

"গাজওয়াতুল হিন্দ" (غزوة هند) এটি আরবি শব্দ। বাংলায় গাজওয়া অর্থ "যুদ্ধ", আর হিন্দ হচ্ছে "হিন্দুস্তান বা একটি নির্দিষ্ট এলাকা"র নাম। উর্দুতে ‘‘গাজওয়াহ এ হিন্দ’’ বলা হয়। হিন্দ বলতে এই ভারত উপমহাদেশকে বুঝিয়েছে যখন এটি অখণ্ড ছিল। সিন্ধ নদী থেকে এই এলাকা শুরু হয়েছে যা ‘‘গাজওয়াহ এ হিন্দ’’ নামক পুরানো একটি উর্দুতে লেখা বই থেকে পাওয়া যায়। আর এতে বাংলাদেশ সহ, ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা সহ পূর্বের অনেকগুলো দেশকেই একত্রে বুঝায়। এক কথায় গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থ "হিন্দুস্তানের যুদ্ধ"। মূলত হিন্দ নামক জায়গায় এটি সংঘঠিত হবে তাই এই নাম দেওয়া হয়েছে। এরকমই জায়গার নামে বেশিরভাগ সংঘঠিত যুদ্ধগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন বদরের যুদ্ধ "গাজওয়াতুল বদর" এর নামকরণও হয় বদর নামক জায়গায় যুদ্ধটি সংঘঠিত হওয়ার কারণে। হিন্দের যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের নবী ﷺ ১৪০০ বছর আগে বলে গিয়েছেন। অর্থাৎ কেয়ামতের আগে সংঘটিত হবে এরকম বিষয়ের একটি হচ্ছে হিন্দের যুদ্ধ যা হবে মুসলিমদের সাথে মুশরিকদের এবং তাতে বিজয়ের সুসংবাদও রয়েছে। এরকম আরো কিছু যুদ্ধের কথা নবী ﷺ বলে গেছেন যা অন্যান্য জায়গাকে, অন্যান্য গোত্রকেও উদ্দেশ্য করে আর তা এখনও সংঘঠিত হয়নি। যেমন- সুফিয়ানীর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ, তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ, রোমদের সাথে যুদ্ধ, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় যুদ্ধ, আ’মাক প্রান্তরের যুদ্ধ, দাজ্জালের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি। আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশকেই হাদিসে হিন্দ নামে উল্লেখ করেছে। যার শুরু হচ্ছে সিন্ধ নদী থেকে পূর্ব দিকের সকল এলাকা (গযওয়াহ-এ-হিন্দ নামক বই এর তথ্যসূত্রে)।

গাজওয়াতুল হিন্দ নামকরণ কেন?

ইসলামের যুদ্ধকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
১) গাজওয়া ২) শিকওয়া বা সারিয়া

যে যুদ্ধ-জিহাদে রসূল ﷺ নিজেই অংশগ্রহণ করেছেন তাকে গাজওয়া বলে এবং যে যুদ্ধ-অভিযানে তিনি ﷺ অংশগ্রহণ করেননি তাকে ক্ষেত্র বিশেষে শিকওয়া বা সারিয়া বলে।
সুতরাং গাজওয়া রসূল ﷺ এর জন্যে খাস ও একটি বিশেষ পরিভাষা, জিহাদের এক বিশেষ মাক্বাম।
রসূল ﷺ ভারত অভিযান ও বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর এই অভিযান-যুদ্ধ যখন হবে তখন তিনি দুনিয়াতে থাকবেন না তিনি জানতেন। সুতরাং এই যুদ্ধ শিকওয়া হওয়ার কথা। অথচ তিনি এই যুদ্ধের নাম দিয়েছেন গাজওয়া- "এমন যুদ্ধ যে যুদ্ধে স্বয়ং নবীজি উপস্থিত থাকেন।"
এটি একটি সম্ভাষণ, গুরুত্বের প্রাধান্য ও মর্যাদার মূল্যায়ন। যুদ্ধটির নাম গাজওয়া হওয়ার সম্ভাব্য আরো কারণ থাকতে পারে। যেমন, এটি মুশরিক/বিধর্মীদের সাথে মুসলিমদের চূড়ান্ত যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা, পরিবেশ, মুসলিম ও মুশরিকদের বৈষম্যমূলক অবস্থান, ঈমানদারদের

স্বল্পতা, কঠিন পরীক্ষা, চূড়ান্ত বিজয়সহ ভারতীয় উপমহাদেশকে সার্বিকভাবে শিরকের মূলোৎপাটনের মাধ্যমে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করার কারণেও হতে পারে।

সিন্দের অস্তিত্ব

হজরত আবু হুরাইরা (রা:) এর হাদিস এ কথার প্রমাণ যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই এমন ভূখণ্ড পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল, যাকে সিন্দ (সম্ভবত বর্তমান পাকিস্তান) নামে জানতো। সিন্দ আরবের আরো কাছে এবং তার উপর আক্রমণ হবে গাজওয়াতুল হিন্দেরও পূর্বে তা আবু হুরাইরা (রা:) এর বর্ণিত হাদিসেই উল্লেখ ছিল।

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু নবীজী ﷺ আমাকে বলেছেন, এই উম্মতের মাঝে সিন্দ এবং হিন্দের দিকে বাহিনী রওয়ানা হবে। আমার যদি এমন কোন বাহিনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ হয় এবং আমি তাতে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়ে যাই তাহলে ঠিক আছে। আর যদি ফেরত আসি তাহলে আমি একজন মুক্ত আবু হুরাইরা হবো। যাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।"

- (মুসনাদে আহমাদ ৮৮২৩)

হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব

হাদিস থেকে এটাও প্রমাণিত হয়, নববী যুগে পৃথিবীর বুকে এমন একটি দেশও বিদ্যমান ছিল, যাকে "হিন্দ" বলা হতো। যদিও ওমরের (রা:) যুগে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হাদিসে সরাসরি হিন্দ শব্দটি এসেছে। আমাদের পূর্বদিক বিষয়ক হাদিসে যে সকল শব্দ ব্যবহার করেছে তার মধ্যে আরো আছে মাশরিক (পূর্ব), খুরাসান, সিন্দ ইত্যাদি।

৪.২ গাজওয়াতুল হিন্দ আগে হয়েছে কী?

হিন্দুস্তানে আজকে যে মুসলিমরা বসবাস করে এবং তার অনুপাত সব ধর্মের উপর দ্বিতীয়তে। এর পিছনে মূল অবদানই হচ্ছে বিগত যুগে হয়ে আসা হিন্দের জিহাদ অর্থাৎ হিন্দের যুদ্ধ। হিন্দ অঞ্চলে মুসলিমরা আগেও জিহাদ করেছে। কিন্তু সামনে আবার হবে। হাদিস থেকে পাওয়া যায়, কেয়ামতের আগে এখনও দুইবার হিন্দ অঞ্চলে মুসলিমদের সাথে মুশরিকদের যুদ্ধ হবে।

উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যায়, বাইতুল মুকাদ্দাস উমর (রা:) এর যুগে বিজয় হয়েছিল। এরপর পরবর্তীতে আবার খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যায়, এরপর আবার মুসলিমরা বিজয় করে, এরপর আবার ইহুদীদের কাছে চলে যায় যা বর্তমান অবস্থায় এখনও বিদ্যমান। হাদিসে এসেছে আবার বিজয় হবে বাইতুল মুকাদ্দাস, সেখানে ইহুদীদেরকে আবার উৎখাত করা হবে ও মাহদী সেখানে নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারবে বলে হাদিসে রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এখন কেউ যদি বলে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় আগেই হয়েছিল আর হবে না, এই কথা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনই হিন্দুস্তানে যুদ্ধ আগেই হয়েছে, আর হবে না বলা একই বিষয়। এই বিষয়ে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে-

হযরত বিলাল ইবনে বারাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুসলমানরা শাসন করবে। আবার তা মুশরিকরা দখল করবে এবং তারাই সেখানে তাদের সকল হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে। আবার তা মুসলমানরা বিজয় করবে যাদের নেতা হবে মাহমুদ এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু লা'নত ইহুদিদের প্রতি। একথা বলে তিনি (রসূল ﷺ) রাগন্বিত হয়ে গেলেন। তার চেহাড়ায় রক্তিম চিহ্ন প্রকাশ পেল। সাহাবীগণ তাদের কন্ঠ নিচু করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সেখানে ইহুদিদের কর্ম কী? তিনি বললেন, অভিশপ্ত জাতিরা মাহমুদের এক জন প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং সেখানকার একটি অঞ্চল তাদের দখলে নেবে। সাহাবীগণ বললেন, তখন কী তারা (মুসলমানরা) অভিশপ্ত জাতিদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, করবে। আর তাদের সাহায্য করবে বায়তুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) একজন বাদশা।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৮; কিতাবুল আক্বিব ১৩৮)

এই একটি হাদিস থেকেই বুঝা যায় যে, হিন্দুস্তানে ভবিষ্যতে আবারো জিহাদ হবে। তাই আগে যে সকল জিহাদ বা যুদ্ধ হয়েছে হিন্দুস্তানে মুসলিমদের মাধ্যমে সেগুলোও হিন্দের যুদ্ধই। কিন্তু তাতে পুরোপুরি সব অঞ্চল বিজয় হয়নি। কিন্তু সামনে পুরো হিন্দ অঞ্চল মুসলিমদের দখলে আসবে। অর্থাৎ হিন্দের চূড়ান্ত যুদ্ধ সামনেই রয়েছে। আর আমাদের জামানাতেই সংঘটিত হতে যাচ্ছে ইংশাআল্লাহ।

৪.৩ গাজওয়াতুল হিন্দের মর্যাদা

হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্যই রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। অসংখ্য হাদিস দেখলে বুঝা যায় যে, যেন এসকল গাজী ও শহীদরা আল্লাহর বাছাই করা ব্যক্তিগণ। তাদের নেতারা হচ্ছে এই জামানার সবচেয়ে বেশি হেয়ায়েতপ্রাপ্তগণ। হিন্দুস্তানে যত যুদ্ধ হয়েছে আর ভবিষ্যতে হবে তাদের সকলেরই মর্যাদা তেমনই হবে ইনশাআল্লাহ যেমন হাদিসে বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতইনা উত্তম। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৮৭)

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্দুর রহীম (রহঃ) ... রসূলুল্লাহ ﷺ এর গোলাম ছাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের দুটি দল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন, একদল যারা হিন্দুস্তানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর সঙ্গে থাকবে।

- (সহীহ, সূনান নাসাঈ ৩১৭৫ (ইঃ ফাঃ ৩১৭৮); সহীহাহ ১৯৩৪; সহীহ জামে' আস-সগীর ৪০১২; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৬৫)

হজরত সাফওয়ান ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত এবং হুকুমের দিক থেকে মারফু দরজার অন্তর্ভূক্ত। তিনি বলেন, তাকে কিছু লোকে বলেছেন, নবীজী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে তারা হিন্দুস্তানের রাজা-নেতাদের শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তারা শামের দিকে ফেরত যাবে। অতঃপর শাম দেশে হযরত ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৯ [পথিক প্রকা: ১২৩৫; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ একদা হিন্দের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'তোমাদের পক্ষ থেকে একদল সৈন্য হিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে আল্লাহ তা'আলা হিন্দের বিপক্ষে তোমাদেরকে জয়লাভ করাবেন। তাদের নেতা-রাজাদের শিকল দ্বারা বেধে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের) যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর যখন সেই বিজয়ী মুসলিমরা (শামে) ফিরে আসবে তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে (শামে) সিরিয়াতে পাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার পর বলেন, আমি যদি হিন্দের সেই যুদ্ধ পাই তাহলে আমি আমার নতুন ও পুরাতন সকল সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং তাতে অংশগ্রহণ করবো। যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করবেন এবং আমি ফিরে আসবো, তখন আমি এক (জাহান্নাম হতে) মুক্ত আবু হুরায়রা হয়ে ফিরে আসবো। যে সিরিয়াতে এমন মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসবে, সে সেখানে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে পাবে। হে আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আমার একান্ত ইচ্ছে হলো, যে আমি তাঁর নিকট পৌঁছে তাঁকে বলবো, যে আমি আপনার সাহাবী। (বর্ণনাকারী বলেন) নবীজী ﷺ আবু হুরাইরা (রা:) এর একথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং হাসি দিয়ে বললেন, অনেক কঠিন (অনেক দূর) বা এমনটা হবার নয়! এমনটা হবার নয়'।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৬ [পথিক প্রকা: ১২৩২; তাহকীক: যঈফ])

অর্থাৎ যারা অংশগ্রহণ করবে তারা-

১। যদি শহীদ হয় তাহলে তাদের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং মর্যাদাপূর্ণ শহীদ হিসেবে কবুল করবেন (উত্তম শহীদদের মধ্যে গণ্য হবে)।
২। যদি গাজী হিসেবে ফিরে আসে তাহলেও তাদের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম হতে মুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। এবং
৩। তারা অনেক মর্যাদাবান হিসেবে দুনিয়া ও আখিরাতে গণ্য হবেন।
৪। এছাড়াও এই যুদ্ধে আবু হুরাইরাহ (রা:) তার সকল সম্পদ বিক্রি করে দিয়ে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা থেকে বুঝা যায় এই যুদ্ধটি কত মর্যাদাপূর্ণ এবং এতে অর্থ-সম্পদ দান করাও হবে অনেক বড় আমলের কাজ।

৪.৪ কবে কবে হিন্দুস্তান আক্রমণ হয়েছিলো তার ইতিহাস

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) এর খেলাফত কালে সর্বপ্রথম ১৫ হিজরীতে হযরত ওসমান বিন আবুল আসের এর নেতৃত্বে একটি সেনা দল প্রেরণ করা হয়। যারা হিন্দুস্তানের থানা, ব্রুচ ও দেবল বন্দরে সফল অভিযান চালান। ব্রুচ বর্তমান গুজরাট, থানা বর্তমান মুম্বাই এবং দেবল বর্তমানে করাচি শহর বলা হয়। তারা এ সময় সরনদিব জয় করেন, যাকে বর্তমানে শ্রীলংকা বলা হয়। [আতহার মুবারক পুরী, আল ইক্কদুছ ছামিন ফি ফুতুহিল হিন্দ (কায়রো দারুল আনছার, ২য় সংস্কার: ১৩৯৯ হিজরী-/১৯৭৯খীঃ) (১/২৬, ৪০, ৪১, ৪২)]

অতঃপর মুয়াবিয়াহ (রা:) এর খেলাফতকালে (৪১-৬০ হি.) হিন্দুস্তানে কিছু জিহাদ হয়। [আল রিয়াদাহ- ৬/২২৩]

এরপর ৯৩ হিজরীতে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের আমলে মুহাম্মাদ বীন কাসিম এর নেতৃত্বে সিন্ধু ও হিন্দুস্তানের কিছু বিজয়ী হয়। [আল রিয়াদাহ- ৯/৭৭, ৯৫]

এরপর গজনীর সুলতান "সুলতান মাহমুদ" এর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সাথে একাধিক বার জিহাদ হয় এবং প্রতিটি বারই সুলতানের সফল অভিযান এবং প্রচুর গণিমতের মাল লাভ করে। উল্লেখিত, তিনি সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। [আল রিয়াদাহ- ৬/২২৩, ১২-৩০]

এরপর সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরী এর নেতৃত্বে একাধিক জিহাদের মাধ্যমে হিন্দুস্তানের বেশ পতন হয় এবং আজমীরে মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

৪.৫ গাজওয়াতুল হিন্দ এর সকল হাদিস

হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য কিতাবে অসংখ্য হাদিস এসেছে। হাদিসের কিতাব ঘাটলে দেখা যায় গাজওয়াতুল হিন্দের নববী ভবিষ্যৎবাণী এবং তার মর্যাদা ও ফজিলত দুটি (০২) সময়ের জন্য বেশি প্রযোজ্য বা এই দুটি চূড়ান্তভাবে মুশরিকদের বড় বড় পতন ঘটাবে (কারণ এর আগের যুদ্ধগুলো ছোট ছোট ছিল)। প্রথম সময়টি হচ্ছে ইমাম মাহদী এর আগমনের আগে হিন্দুস্তানের মুশরিকদের সাথে ইমাম মাহমুদ এর নেতৃত্বে আর পরেরটি ঈসা (আঃ) এর আগমনের কিছু আগে, হিন্দুস্তানে চুক্তির মাধ্যমে বসবাসকারী ইহুদীদের চুক্তি ভঙ্গ করে হিন্দুস্তান জবরদস্তি দখলে নেওয়ায় ইমাম জাহজাহ এর নেতৃত্বে আবারো যুদ্ধ। কিন্তু আমাদের পরিচিত কিতাব থেকে যে হাদিসগুলি পাই হিন্দের যুদ্ধের ব্যাপারে যেটি রয়েছে সুনানে নাসাঈ তে, সেটিকেই আমরা সব সময় বলে থাকি। সেটা হয়েছে কি হয়নি সেটা নিয়ে তর্কে থাকি। কিন্তু তার সময়কালের আগেও হিন্দুস্তানে যুদ্ধ হবে সেই হাদিসও রয়েছে যা আমাদের একদমই অজানা। আমরা এখন বর্তমান পরিস্থিতি দেখতেই পারছি যে, হিন্দু মুশরিকরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যা শেষ পর্যন্ত নববী ভবিষ্যৎবাণী করা যুদ্ধকেই বাস্তবায়িত করবে। সেই হাদিসগুলো কি আমাদের জানা আছে? তাই সকল হাদিসগুলি এখানে এনে ব্যাখ্যা করার আগে দুইটি সময়ের যুদ্ধের বর্ণনা নিয়ে হাদিসগুলো পেশ করছি।

হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খুব শীঘ্রই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের পতন হবে। আর তা হবে এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে। আর তার নাম হবে মাহমুদ। আল্লাহ তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। অতঃপর তার মৃত্যুর পর তার এক প্রতিনিধির সাথে ইহুদীদের শান্তি চুক্তি হবে এবং ইহুদিরা হিন্দুস্তানের একটি অঞ্চল দখলে নেবে। সাহাবীগণ বলল, হে আল্লহর রসূল ﷺ তারা কী শান্তি চুক্তি রক্ষা করে সেখানে বসবাস করবে? তিনি (রসূল ﷺ) বললেন, না। বরং তারা চুক্তি ভঙ্গ করে প্রতারণা করে হিন্দুস্তান দখলে আনবে এবং সেখানে বসবাস করবে। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানগণ কি তাদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, করবে। সে সময় মাহমুদের প্রতিনিধি বিশ্ব শাসকের নিকট সে ব্যপারে অনুমতি চেয়ে একটি পত্র পাঠাবে। তখন শাসক বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সেখানে একদল সেনা পাঠাবে এবং আবার ইহুদীদের পরাজিত করবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫৩৮, ১৭০৩; কিতাবুল আক্বিব ১৩৭)

হযরত বিলাল ইবনে বারাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুসলমানরা শাসন করবে। আবার তা মুশরিকরা দখল করবে এবং তারাই সেখানে তাদের সকল হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে। আবার তা মুসলমানরা বিজয় করবে যাদের নেতা হবে মাহমুদ এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু লা'নত ইহুদিদের প্রতি। একথা বলে তিনি (রসূল ﷺ) রাগন্বিত হয়ে গেলেন। তার চেহারায় রক্তিম চিহ্ন প্রকাশ পেল। সাহাবীগণ তাদের কন্ঠ নিচু করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সেখানে ইহুদিদের কর্ম কী? তিনি বললেন, অভিশাপ্ত জাতিরা মাহমুদের এক জন প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং সেখানকার একটি অঞ্চল তাদের দখলে নেবে। সাহাবীগণ বললেন, তখন কী তারা (মুসলমানরা) অভিশপ্ত জাতিদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ করবে। আর তাদের সাহায্য করবে বায়তুল মুকাদ্দাসের একজন বাদশা (জাহজাহ)।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৮; কিতাবুল আক্বিব ১৩৮)

হযরত কা'ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সুরা ইব্রাহিম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লহর রসূল ﷺ! তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুশরিকদের থেকে মুমিনরা বিজয় করবে। আর তাদের নেতা হবে মাহমুদ। হিন্দুস্তানে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। আর তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। তখন শামীম বারাহ আল্লাহর হুকুমত অটল রাখবে এবং তার মৃত্যুর পর সুশৃঙ্খল ভাবে চলতে থাকবে। এমন সময় এক প্রতিনিধির সাথে ইহুদীদের চুক্তি হবে এবং একটি অঞ্চলে তারা বসবাস করবে। অতঃপর, ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে হিন্দুস্তান দখলে নেবে। তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) বাদশা ইহুদীদের পরাজিত করবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৯; কিতাবুল আক্বিব ১৪০)

প্রথম গাজওয়াতুল হিন্দের সময়ের হাদিসগুলোঃ

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্দুর রহীম (রহঃ) ... রসূলুল্লাহ ﷺ এর গোলাম ছাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের দুটি দল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন, একদল যারা হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর সঙ্গে থাকবে (সঙ্গী হবে)।

- (সহীহ, সূনান আন-নাসাঈ ৩১৭৫ (ইঃ ফাঃ ৩১৭৮); সহীহাহ ১৯৩৪; সহীহ জামে' আস-সগীর ৪০১২; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৬৫)
- ইমাম আহমাদ রহ. তার মুসনাদে। [মুসনাদে আহমাদ : ৫/৮৭২, হাদিসে সাওবান নং ২৬৩১৬]
- ইমাম নাসাঈ রহ. তার আস-সুনানুল মুজতবাতে। শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহ. এই হাদিসকে সহীহ বলেছেন। [আস-সুনানুল মুজতবা লিন-নাসাঈ; ৬/৩৪ কিতাবুল জিহাদ, গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৭১৩; সহীহ সুনানে নাসাঈ; ২/৭৬৬ হাদিস নং ৫৭৫২]
- (আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী : ৩/৭২ গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, হাদিস নং ৪৭৭৩)
- ইমাম ইবনে আবি আসেম রহ. তার কিতাবুল জিহাদে হাসান সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। [আল-জিহাদ: গাজওয়াতুল বাহার অধ্যায় : ২/৫৬৬ হাদিস নং ৭২২]
- ইবনে আদি রহ. আল-কামিলু ফিদ-দু'আফাউররিজালে। [আল-কামিলু ফিদ দু'আফাউররিজাল : ২/১৬১]
- ইমাম তাবরানী রহ. তার আল-মু'জামুল আওসাতে। [আল-মু'জামুল আওসাত : ৭/৩২-৪২, হাদিস নং ১৪৭২]
- ইমাম বাইহাকী রহ. তার আস-সুনানুল কুবরতে। [আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী : ৯/৬৭, কিতাবুস-সিয়ার, হিন্দুস্তানের কিতাল অধ্যায়]
- ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তার আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াতে। [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৬/৩২২]
- ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দায়লামী রহ. তার মুসনাদুল ফিরদাউসে। [মুসনাদুল ফিরদাউস : ৩/৭৪, হাদিস নং ৪২১৪]

- ইমাম সুয়ুতী রহ. তার আল জামিউল কাবীরে এবং ইমাম মানাবী রহ. আল জামিউল কাবীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাইযুল কাদীরে। [আল জামিউল কাবীর মা'আ শরহি ফাইযুল কাদীর : ৪/৭১৩]
- ইমাম বুখারী রহ. তার আত-তারিখুল কুবরাতে। [আত-তারিখুল কুবরা : ৬/২৭]
- ইমাম মযী রহ. তার তাহযিবুল কামালে। [তাহযিবুল কামাল : ৩৩/১৫১]
- ইবনে আসাকির রহ. তার তারিখে দামেশকে। [তারিখে দামেশক : ২৫/৭৪২]

নোটঃ এই হাদিসটি দ্বারা দুটি সময়ের হিন্দের যুদ্ধের দলকেই নির্দেশ করে। কোন কোন আলিমগণ হিন্দে যত যুদ্ধ হয়েছে এবং হবে সকলের জন্যই প্রযোজ্য বলেছেন। এছাড়াও ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের আগে হিন্দুস্তানে ইমাম মাহমুদ এর নেতৃত্বে যে যুদ্ধটি হবে সেটিও এই মর্যাদার অধিকারী হবে এবং ঈসা (আঃ) এর আগমনের আগে ইমাম জাহজাহ এর নেতৃত্বে যে যুদ্ধটি হবে সেটিও এই মর্যাদার অধিকারী হবে এবং আরো আশাবাদী এই যে গত হওয়া মুসলিমদের এই হিন্দুস্তানের সকল অভিযান ও যুদ্ধও এই মর্যাদায় ভূষিত হবে ইংশাআল্লাহ।

রসূল ﷺ একদিন পূর্ব দিকে তাকিয়ে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছিলেন এমন সময় এক সাহাবি রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এমন করছেন কেন? রসূল ﷺ বললেন আমি পূর্ব দিকে বিজয়ের গন্ধ পাচ্ছি। সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসূলুল্লাহ আপনি কিসের বিজয়ের গন্ধ পাচ্ছেন? রসূল ﷺ বললেন পূর্ব দিকে মুসলিম ও মুশরিকদের (যারা মুর্তিপুজা করে) সাথে যুদ্ধ শুরু হবে। যুদ্ধটা হবে অসম। মুসলিম সেনাবাহিনী থাকবে সংখ্যায় সীমিত কিন্তু মুশরিক সেনাবিহিনী থাকবে সংখ্যায় অধিক। ঐ যুদ্ধে মুসলিমরা এত বেশি মারা যাবে যে রক্তে মুসলিমদের পায়ের টাকুনি পর্যন্ত ডুবে যাবে। ঐ যুদ্ধে মুসলিমরা তিন ভাগে বিভক্ত থাকবে। এক ভাগ বিশাল মুশরিক বাহিনি দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবে তারাই হলো জাহান্নামী। আর এক ভাগ সবাই যুদ্ধে শহিদ হবেন। শেষ ভাগ আল্লাহর ওপর ভরসা করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করবেন। নবীজি মুহাম্মদ ﷺ বলেন, এই যুদ্ধ বদর সমতুল্য (সুবহানাল্লাহ) তিনি আরো বলেছেন, ঐ সময় মুসলিমরা যে যেখানেই থাকুক না কেন তারা যেন সেই যুদ্ধে শরিক হন।

- (সুনান ইবনে নাসায়ী খণ্ড ০১, পৃষ্টা ১৫২; তাবরানী)

হযরত কাতাদাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতইনা উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর (রা:) এর বংশের এক দুর্বল বালক।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৮৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে।

আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। পিতার নাম আব্দুল ক্বদির। সে দেখতে খুবই দুর্বল হবে। তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩০; ক্বাশ্ফুল কুফা ২৬১)

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল বালক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে। আমি (আবু হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রসূলﷺ, সে কাবার দিকে ধাবিত হবে কেন? সেই সময় কি বাইতুল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলে থাকবে?" তিনি বলেন, না। বরং সে আল্লাহর খলীফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩১; কিতাবুল আক্বিব ১২৫৬; ক্বাশ্ফুল কুফা ৭৩২; আল আরিফুল ফিল ফিতান ১৭০৩)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদী-নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন কেবল খোরাসানীরাই তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে। এরূপ হিন্দুস্তানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দেবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখন্ডের দূর্গম নামক একটি অঞ্চল

থেকে একজন দুর্বল বালকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম আব্দীল। সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুস্তান বিজয় করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩২)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রসূল ﷺ- বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু (সাহেবে কিরান) শামীম বারাহর প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা যেন মাহদীর আগমনের সময়।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা)

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, মাহদীর পূর্বে এক জন ইমামের আর্বিভাব হবে আর তার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম হবে আব্দুল। সে দেখতে হবে দুর্বল, আর তার চেহারায় আল্লাহ মায়া দান করবেন। আর তাকে সে সময়ের খুব কম লোকই চিনবে। অবশ্যেই আল্লাহ সেই ইমাম ও তার বন্ধু -যার উপাধি হবে সাহেবে কিরাণ, তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটি বিজয় আনবেন।

- (ইলমে রাজেন ৩৪৭; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৪; ইলমে তাসাউফ ১২৫৩; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ)

হজরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রা: থেকে বর্ণিত, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, শেষ জামানায় মাহদির পূর্বে হিন্দের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন আমীর বের হবে এবং সে দুর্গম এলাকার, পাকা নামের জনপদের অধিবাসী হবে। তার নাম মাহমুদ, তার পিতার নাম কদির ও তার মাতার নাম সাহারা হবে এবং তার হাতে হিন্দুস্তানের বিজয় হবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ)

সাহল ইবনু সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিতনার সৃষ্টি হবে (দ্বিতীয় কারবালা)। আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা। তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাহেবে কিরান! আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম হবে মাহমুদ। অবশ্যই তারা মাহদীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবে।

- (তারিখুল বাগদাদ ১২২৯)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, অবশ্যই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের সাথে ঈমানদারদের একটা যুদ্ধ হবে এ যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের সফলতা দান করবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭৫)

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, দুর্বল ব্যক্তিরাই জান্নাতের অধিকারী। আর শেষ জামানায় একজন দুর্বল বালকের প্রকাশ ঘটবে। সে দাম্ভিক ও অত্যাচারী মুশরিকদের মুকাবিলা করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮০)

বুরায়দা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা বালাদি লিল উছরো থেকে একজন দুর্বল বালক তাদের মুকাবিলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে। (গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়)। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।

- (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১৭৯১; আসারুস সুনান ৮০৩; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে! যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা যা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে! আর শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দুর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে! যার মুকাবিলা করার জন্য হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন ভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে (কুরবানীর দিন) পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো! ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে (মুকাবিলা করতে)। তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (রসূল ﷺ) তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, তাদের নেতা হবে দুর্বল! আহ্ প্রথম দলটির জন্য কতইনা উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করতো! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি ﷺ বললেন, কেননা তারা সে সময় নিজেরাই নিজেদের যোগ্য মনে করবে!

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহাদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১১৯)

দ্বিতীয় গাজওয়াতুল হিন্দের সময়ের হাদিসগুলোঃ

দ্বিতীয় হিন্দের যুদ্ধের হাদিসগুলো আমরা একসাথে করতে পেরেছি যেই গবেষকের কাছ থেকে তার উক্তিটি আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

“গাজওয়াতুল হিন্দ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীসমূহের মধ্যে ঐ সকল ভবিষ্যৎবাণীকৃত গাজওয়াসমূহের অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর ফজিলত সম্পর্কে নবীজী ﷺ থেকে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত রয়েছে। আহলে ইলমগণ এ হাদিস সমূহের আলোচনা তাদের বিভিন্ন রচনা ও বয়ান-বক্তৃতায় অবশ্যই করে থাকেন। কিন্তু তা সাধারণত কোন রেফারেন্স বা উদ্ধৃতি

ছাড়াই। তবে আমরা হাদিসের অসংখ্য মূল কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে এ সংক্রান্ত প্রায় সকল হাদিস একত্রিত ও বিন্যস্ত করে হাদিসসমূহের সহীহ ও যঈফের মান নির্ণয় করতে আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। অতঃপর এই নববী বাণীসমূহের অর্থ ও মর্মের উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং এগুলো থেকে অর্জিত ফলাফল ও ইশারা এবং ভবিষ্যৎবাণীসমূহকে কাগজের পৃষ্ঠায় স্থানান্তর করেছি। এখন আমরা আমাদের পরিশ্রমের ফসল সকল মুসলমানের খিদমতে উপস্থাপন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করছি।
আমাদের জানামতে, এমন হাদিসের সংখ্যা পাঁচটি। যেগুলোর বর্ণনাকারী বিখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু হুরাইরা (রা:) [যার থেকে দু'টি হাদিস বর্ণিত], হজরত সাওবান এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু আজমাঈন এবং তাবে-তাবেঈনদের মধ্যে হজরত সাফওয়ান ইবনে আমর রহ. প্রমূখ। নিম্নে আমরা এই হাদিসসমূহ উল্লেখ করব, অতঃপর এগুলো থেকে নির্ণয়কৃত শরয়ী বিধান, ফায়দা এবং শিক্ষা বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।"

- প্রফেসর ড. ইসমাতুল্লাহ, লাহোর ইউনিভার্সিটি, পাকিস্তান

কিতাবুস সিত্তাহ এর সুনানে নাসাঈতে সবচেয়ে সুপরিচিত হাদিসটি পাওয়া যায়। যা দুইজন রাবি থেকে একই বর্ণনায় পাওয়া যায়।

আহমদ ইবন উছমান ইবন হাকিম (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রা:) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন। যদি আমি ঐ যুদ্ধের সুযোগ পাই, তা হলে আমি তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করব। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তা হলে আমি শহীদের মধ্যে উত্তম সাব্যস্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে আমি আবু হুরায়রা হবো আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত।

- (যঈফ, সূনান নাসাঈ ৩১৭৩ [ইঃ ফাঃ ৩১৭৬]; আল ফিতান ১২৩৭; মুসনাদে আহমদ ২/২২৯; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ইবনে কাসির ১০/১৯)

মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (রহঃ) ...আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্তানের জিহাদের আশ্বাস দিয়েছেন। আমি তা পেলে তাতে আমার জান মাল উৎসর্গ করব। আর যদি আমি নিহত হই, তবে মর্যাদাবান শহীদ বলে গণ্য হব, আর যদি ফিরে আসি, তা হলে আমি আবু হুরায়রা হব আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত।

- (যঈফ, সূনান নাসাঈ ৩১৭৪ [ইঃ ফাঃ ৩১৭৭])

সর্বপ্রথম হাদিস আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, "আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু নবীজী ﷺ আমাকে বলেছেন, এই উম্মতের মাঝে সিন্দ এবং হিন্দের দিকে বাহিনী রওয়ানা হবে। আমার যদি এমন কোন বাহিনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ হয় এবং আমি তাতে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়ে যাই তাহলে ঠিক আছে। আর যদি ফেরত আসি তাহলে আমি একজন মুক্ত আবু হুরাইরা হবো। যাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।"

- (মুসনাদে আহমাদ ৮৮২৩)

- এই বাক্যের সাথে এই হাদিসটি শুধুমাত্র ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীর রহ. তাঁর উদ্ধৃতিতেই "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া" তে বর্ণনা করেছেন। [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়: ৬/৩২২]
- কাজী আহমাদ শাকের মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই হাদিসকে হাসান আখ্যা দিয়েছে। [মুসনাদে আহমাদ: ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, কাজী আহমাদ শাকের: ১৭/১৭ হাদিস নং ৯০৮৮]
- নবীজী ﷺ আমাদের সাথে গাজওয়াতুল হিন্দের ওয়াদা করেছেন। হজরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, আমি যদি তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার জীবন ও সম্পদ তাতে খরচ করবো। আর যদি নিহত হয়ে যাই তাহলে আমি সর্বোত্তম শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হবো। আর যদি ফেরত আসি তাহলে এক মুক্ত আবু হুরাইরা হবো। [আস-সুনানুল মুজতবা : ৬/২৪ কিতাবুল জিহাদ, গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ: ৩/২৮ গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়]
- ইমাম বাইহাকী রহ.ও "আস-সুনানুল কুবরা" তে এই বাক্যের সাথেই বর্ণনা করেছেন। তাঁর অন্য একটি বর্ণনায় আরেকটু অতিরিক্ত বাক্যও রয়েছে। মুসাদ্দান ইবনে দাউদের উদ্ধৃতিতে ইমাম আবু ইসহাক ফাজারী ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ রহ. মুহাদ্দিসে শাম এবং মুজাহিদ আলেম, মৃত্যু ১৮৮ হি.- এর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি বলতেন, "আমার ইচ্ছা হলো, হায়! আমি যদি ঐ সকল গাজওয়াসমূহের পরিবর্তে যা আমি রোম দেশে লড়েছি, মারেবদ অর্থাৎ আরব থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত পূর্ব দিকের কোন অঞ্চলে সংঘটিত গাজওয়াসমূহে অংশগ্রহণ করতে পারতাম।" [আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী : ৯/১৭৬]
- ইমাম আবু ইসহাক ফাজারী রহ.- এর এই আগ্রহের কারণ ও তার গুরুত্বের পরিমানের প্রশংসা- হজরত ফুযাইল ইবনে আয়ায রহ.- এর ঐ স্বপ্নের দ্বারা করা যায়, যা ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, "নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিস চলছে এবং নবীজী ﷺ পাশে বসা একটি স্থান খালি। আমি তখন এমন সুযোগকে দুর্লভ ও গনিমত মনে করে সেখানে বসার চেষ্টা করলাম। তখন নবীজী ﷺ এই বলে নিষেধ করলেন, যে এই বসার স্থানটি খালি নয়, বরং আবু ইসহাক ফাজারীর জন্য নির্ধারিত। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৮/৫৭২-৫৭৩]
- ইমাম বাইহাকী রহ. এই বর্ণনা "দালায়েলুন নবুওয়াত"-এর মধ্যেও উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর উদ্ধৃতিতে ইমাম সুয়ুতী রহ. "আল-খাসায়িসুল কুবরা"তে বর্ণনা করেছেন। [আল-খাসায়িসুল কুবরা লিস-সুয়ুতী : ২/১৯০]
- এই হাদিসটি নিম্নের মুহাদ্দিসীনগণও সামান্য বাক্যগত পার্থক্যের সাথে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ রহ. মুসনাদে "যদি আমি তাতে শহীদ হই তাহলে আমি হবো উত্তম শহীদ" বাক্যের সাথে এনেছেন। শাইখ আহমাদ শাকের রহ. এই হাদিসের সনদকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। [মুসনাদে আহমাদ, ব্যাখা ও বিশ্লেষণ : আহমাদ শাকের রহ. : ১২/৯৭ হাদিস নং ৭১২৮]
- ইমাম আহমাদ রহ.- এর সনদে ইবনে কাসীর রহ. তা "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া" তে উল্লেখ করেছেন। [মুসনাদে আহমাদ : ২/২২৯, মুসনাদে আবু হুরাইরা রাঃ, হাদিস নং ১৩৭৬; আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া, গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়: ৬/২২৩]

- আবু নাঈম ইস্পাহানী রহ. হিলইয়াতুল আওলিয়াতে এনেছেন। [হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/৩১৬-৩১৭]
- ইমাম হাকেম রহ. ‘‘আল-মুসতাদরিক আলাস সহিহাইন’’ এ বর্ণনা করে হাদিসের মানের ব্যাপারে চুপ রয়েছেন। যেখানে ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর তালখিসে মুসতাদরিক থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহিহাইন : ৩/৪১৫, হাদিস নং ৭৭১৬]
- সাঈদ ইবনে মানসুর রহ. তার কিতাব ‘‘আস-সুনান’’ এর মধ্যে এনেছেন। [আস-সুনানু লি সাঈদ ইবনে মানসুর : ২/৮৭১; হাদিস নং ৪৭৩২]
- খতীবে বাগদাদী রহ. ‘‘তারীখে বাগদাদ’’ গ্রন্থে ‘‘আমি তাতে নিজেকে নিজে বিলিয়ে দেবো।’’ বাক্যের সাথে এনেছেন। [তারীখে বাগদাদ : ১০/৫৪১]
- ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ রহ. তার ‘‘আল-ফিতান’’ গ্রন্থে এনেছেন। [আল-ফিতান : গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, ১/৯০৪ হাদিস নং ৭৩২১] [আল ফিতান: নুয়াঈম বিন হাম্মাদ ১২৩৭]
- ইবনে আবি আসেম রহ. তার ‘‘আল-জিহাদ’’ গ্রন্থে ‘‘নবীজী ﷺ আমাদের সাথে গাজওয়াতুল হিন্দের ওয়াদা করেছেন। হজরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, আমি যদি তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার জীবন ও সম্পদ তাতে খরচ করবো। আর যদি নিহত হয়ে যাই তাহলে আমি সর্বোত্তম শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হবো।’’ বাক্যের সাথে এনেছেন। তার সনদ হাসান বলেছেন। [আল-জিহাদ : গাজওয়াতুল বাহার অধ্যায় : ২/ ৮৬৬ হাদিস নং ১৯২]
- ইবনে আবি হাতেম রহ. তার ‘‘আল-ইলাল’’ গ্রন্থে ‘‘আমি যদি তাতে নিহত হই তাহলে রিজিকপ্রাপ্ত জীবিত হবো, অর্থাৎ শহীদ হবো। আর ফিরে আসি তাহলে মুক্ত।’’ বাক্যসহ এনেছেন। [আল-ইলাল : ১/৪৩৩]
- এ ছাড়াও হাদিসের সনদ বিশেষজ্ঞগণ থেকে ইমাম বুখারী রহ. ‘‘আত-তারিখুল কুবরা’’ গ্রন্থে এনেছেন। [আত-তারিখুল কুবরা : ২/৩৪২]
- ইমাম মযী ‘‘তাহযিবুল কামাল’’ গ্রন্থে এনেছেন। [তাহযিবুল কামাল : ৪/৪৯৪]
- ইমাম হাজার আসকালানী রহ. ‘‘তাহযিবুত তাহযিব’’ গ্রন্থে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। [তাহযিবুত তাহযব : ২/২৫]

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিস-

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ একদা হিন্দের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘তোমাদের পক্ষ থেকে একদল সৈন্য হিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে আল্লাহ তা’আলা হিন্দের বিপক্ষে তোমাদেরকে জয়লাভ করাবেন। তাদের নেতা-রাজাদের শিকল দ্বারা বেঁধে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের) যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর যখন সেই বিজয়ী মুসলিমরা (শামে) ফিরে আসবে তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে (শামে) সিরিয়াতে পাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার পর বলেন, আমি যদি হিন্দের সেই যুদ্ধ পাই তাহলে আমি আমার নতুন ও পুরাতন সকল সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং তাতে অংশগ্রহণ করবো। যখন আল্লাহ তা’আলা আমাকে বিজয় দান করবেন এবং আমি ফিরে আসবো, তখন আমি এক

(জাহান্নাম হতে) মুক্ত আবু হুরায়রা হয়ে ফিরে আসবো। যে সিরিয়াতে এমন মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসবে, সে সেখানে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে পাবে। হে আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আমার একান্ত ইচ্ছে হলো, যে আমি তাঁর নিকট পৌঁছে তাঁকে বলবো যে, আমি আপনার সাহাবী। (বর্ণনাকারী বলেন) নবীজী ﷺ আবু হুরাইরার (রা:) একথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং হাসি দিয়ে বললেন, অনেক কঠিন (অনেক দূর) বা ভালো ভালো।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৬ [পথিক প্রকা: ১২৩২; তাহকীক: যঈফ])

ইসহাক ইবনে রাহুবিয়া রহ. ও তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনায় কিছুটা সংযোজন রয়েছে। তাই তার বর্ণনাটিও আমরা নিম্নে হুবহু উল্লেখ করে দিচ্ছি-

হজরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, একদিন রসূল ﷺ হিন্দুস্তানের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা ঐ মুজাহিদদেরকে বিজয় দান করবেন। এমনকি ঐ মুজাহিদরা মুশরিকদের শাসকদেরকে ডান্ডাবেড়ি পড়িয়ে বন্দি করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মুজাহিদকে ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর যখন তারা ফিরে আসবে, তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে সিরিয়াতে পাবে। হজরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন আমি যদি সেই গাজওয়া পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার নতুন ও পুরাতন সকল সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং তাতে অংশগ্রহণ করবো। যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করবেন এবং আমি ফিরে আসবো তখন আমি এক মুক্ত আবু হুরাইরা হয়ে ফিরে আসবো। সিরিয়াতে যখন আসবো সেখানে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করবো। হে আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আমার একান্ত ইচ্ছে হলো, আমি তাঁর নিকট পৌঁছে তাঁকে বলবো, আমার আপনার পবিত্র সংস্রবের সৌভাগ্য নসিব হয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন) যে নবীজী ﷺ আবু হুরাইরা (রা:) এর একথা শুনে মুচকি হাসলেন।

- (মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহুবিয়া; ১/২৬৪, হাদিস নং ৭৩৫)

হজরত কা'ব (রা:) এর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বাইতুল মুকাদ্দাসের এক বাদশাহ হিন্দের দিকে একটি বাহিনী পাঠাবে। মুজাহিদগণ হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করে তাদের যাবতীয় সম্পদ উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। অতঃপর ঐ বাদশাহ সেই ধনভান্ডারকে বাইতুল মুকাদ্দাসের সংস্কার ও সৌন্দর্যের কাজে ব্যয় করবে। সেই বাহিনী হিন্দুস্তানের নেতাদেরকে ডান্ডাবেড়ি পড়িয়ে ঐ বাদশাহর সামনে উপস্থিত করবে। তখন প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে থাকবে (অর্থাৎ তিনিই মুসলিমদের আমীর থাকবেন)। ভারতে তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত থাকবে।

- এই বর্ণনাটি ইমাম বুখারী রহ.- এর উস্তাদ নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ রহ. তার কিতাবুল ফিতানে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে হজরত কা'ব (রা:) থেকে বর্ণনা করার বর্ণনাকারীর নাম নাই। এজন্য এই হাদিসটি বিচ্ছিন্ন হাদিসের অন্তর্ভূক্ত। [আল-ফিতান; গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, ১/৯০৪, হাদিস নং ৩৫২১]

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৫ [পথিক প্রকা: ১২৩১; তাহকীক: যঈফ])

হজরত সাফওয়ান ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত এবং হুকুমের দিক থেকে মারফু দরজার অন্তর্ভূক্ত। তিনি বলেন, তাকে কিছু লোকে বলেছেন, নবীজী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে তারা ভারতের রাজা-নেতাদের শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তারা শামের দিকে ফিরে যাবে। অতঃপর শাম দেশে হযরত ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৯ [পথিক প্রকা: ১২৩৫; তাহকীক: যঈফ])

৪.৬ গাজওয়াতুল হিন্দ কবে হবে?

আমরা হিন্দের যুদ্ধ নিয়ে যে সকল হাদিসগুলো পড়েছি তা থেকেই এটি বুঝা যায় যে আমাদের সামনেই সেই হিন্দের যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে **"৩.১১ গাজওয়াতুল হিন্দ খুবই নিকটে"** পয়েন্টে এবং **"৩.৯ গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা"** পয়েন্টে আলোচনা করা হয়েছে তাই এখানে আর বিস্তর আলোচনায় যাওয়া হচ্ছে না। তবে এটি যে ইমাম মাহদীর আগমনের আগেই হবে সে বিষয়ে আশা করি সকলেই পরিষ্কার।

৪.৬.১ হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী সময়

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তাঁর বন্ধু সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা হবে মাহদীর আগমনের পূর্বে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর

মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে! যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা যা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে! আর শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দুর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে! যার মুকাবিলা করার জন্য হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন ভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে (কুরবানীর দিন) পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো! ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে (মুকাবিলা করতে)। তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (রসূল ﷺ) তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, তাদের নেতা হবে দুর্বল! আহ্ প্রথম দলটির জন্য কতইনা উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করতো! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি ﷺ বললেন, কেননা তারা সে সময় নিজেরাই নিজেদের যোগ্য মনে করবে! *

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহাদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১১৯)
- * মুশরিকদের যে দুর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে বিষয়ে জানতে বইয়ে দেখুন বা ইউটিউবে সার্চ করুন- 'পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিশান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া! হিন্দুদের জন্য অশনি সংকেত! ডকুমেন্টারি'। তাতে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে।

হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন খুব শীঘ্রই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের পতন হবে। আর তা হবে এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে। আর তার নাম হবে মাহমুদ। আল্লাহ তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫৩৮, ১৭০৩; কিতাবুল আক্বিব ১৩৭)

অতএব, হাদিস থেকে আমরা যে সময়কাল পাই তা দেখা যাচ্ছে খুবই নিকটে। আর মুশরিকদের দুর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনাটিও বাস্তবায়িত হয়েছে (বিস্তারিত ৮.২)। যাতে বুঝা যাচ্ছে সময় একদম কাছেই। বলা যায় আমাদের বর্তমান সময়েই এটি সংঘটিত হবে।

৪.৬.২ শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ এর কাসিদাহ অনুযায়ী সময়

সর্বশেষ আমরা যদি শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদা ও আগামী কথন পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সেটি আমাদের থেকে অনেক কাছেই। কাসিদাতে বলা হয়েছে-

(৩৭) এরপর যাবে ভেগে নারকীরা পাঞ্জাব কেন্দ্রের
ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের।
(৩৮) অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের
তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের।
(৩৯) হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি।
(৪০) মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে,
মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে।
(৪১) প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীন এর অবস্থান
শেষের অক্ষরে থাকিবে নূনও বিরাজমান
ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের
ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের।
(৪২) মহরম মাসে হাতিয়ার হাতে পাইবে মুমিনগণ
ঝঞ্ঝার বেগে করিবে তাহারা পাল্টা আক্রমণ।
(৪৩) সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া প্রচণ্ড আলোড়ন
''উসমান'' এসে নিবে জিহাদের বজ্র কঠিন পণ!
(৪৪) ''সাহেবে কিরান'' ও ''হাবীবুল্লাহ'' হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের।
(৪৫) কাপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর গাজীদের পদভারে
ভারতের পানে আগাইবে তারা মহারণ হুঙ্কারে।
(৪৬) পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে এসব ''গাজীয়ে দ্বীন''
যুদ্ধে জিতিয়া বিজয় ঝাণ্ডা করিবেন উড্ডিন।
(৪৭) মিলে এক সাথে দক্ষিণী ফৌজ ইরানী ও আফগান
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা আনিবে হিন্দুস্তান।

এ থেকে ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায়, পাঞ্জাব কেন্দ্রের তথা জম্মু-কাশ্মীর এলাকা মুমিনদের দখলে আসার পরই অনুরূপ আরেকটি শহর যার নেতা হবে মুসলিম এবং সেই নেতার নামের অক্ষরও দেওয়া হয়েছে ইঙ্গিতে, সেই অঞ্চল বা দেশটি মুশরিকরা জবরদস্তি করে দখলে আনবে ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাবে। এরপরই এখানে জিহাদের দামামা বেজে উঠবে এবং তখন হাবীবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান নামের দুজন লোক বের হবে, জিহাদের নেতৃত্ব থাকবে তখন তাদের হাতে। আর হাদিসে পাওয়া যায় এই নামের তথা উপাধির নেতারাই হিন্দের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে কাশ্মীরকে দখল করার জন্য ভারত তাদের পূর্ণশক্তি ব্যয় করছে। সেখানে বড় ধরনের যুদ্ধ চলছে। সেই অঞ্চলকে এমন ভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা

হয়েছে যে সেখানকার তেমন সংবাদ বিশ্বের অন্য কোথাও যাচ্ছে না। আর শয়তানী মিডিয়াও সেখানকার সংবাদগুলো প্রচার করতেছে না, যাতে মুসলিম বিশ্ব জানতে পারে। কিন্তু আমরা তো আরো আগে থেকেই এটা জানতে পেরেছি যে, সেই অঞ্চল মুমিনরা বিজয় করে ফেলবে। সেখানে এখন বিভিন্ন জিহাদি দল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই অঞ্চল বিজয়ের পরই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের চূড়ান্ত সংঘাত বেঁধে যাবে আর সব দিকে এখন সেই প্রস্তুতিই চলছে।

৪.৬.৩ আশ-শাহ্‌রান এর আগামী কথন অনুযায়ী সময়

অনুরূপ কথাই আশ-শাহ্‌রান এর আগামী কথন কবিতাতে বলা হয়েছে। তাতে এসেছে-

প্যারাঃ (৬)
অতি সত্তর পাঞ্জাব কেন্দ্রে, গাইবে মুমিনেরা জয়গান।
একটি শহর আসিবে দখলে, ঈমানদারদের খোদার দান।
প্যারাঃ (১২)
একটি শহর পেয়েছে মুমিনেরা, হারাইবে অনুরুপ একটি।
স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দীরও পর, হাত ছাড়া হবে দেশটি।
প্যারাঃ (১৩)
পঞ্চ হরফ "শীন"-এ শুরু, "নুন" -এ খতম নাম।
মিত্র দলের আশ্রয়েতে, নেতা হইবে অপমান।
প্যারাঃ (১৬)
কাশ্মীর হারিয়ে কাফের জাতি, ক্ষিপ্ত থাকিবে যখন।
ছলনা বলে দুসনের মাঝেই, তারা করিবে পার্শভূম দখল।
প্যারাঃ (১৭)
পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী, সে ভূমে, ছাড়াইবে শোয়া কোটি ছয় খুন।
চোখের সামনে ইজ্জত হারাইবে, লক্ষ-কোটি মা বোন।
প্যারাঃ (১৯)
আহাজারী আর কান্নায় ভারী, সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা।
খোদার মদদে "শীন" "মীম" সেক্ষণে, আগাইবে করিতে শত্রুর মুকাবিলা।
প্যারাঃ (২০)
'শীন' সে তো 'সাহেবে কিরান', 'মীম'-এ 'হাবীবুল্লাহ'!
জালিমের ভূমিতে ঘটাইবে মহালয়, সাথে আছে 'মহান আল্লাহ'!

এখান থেকেও আমরা একই ইঙ্গিত পাই যে, এই হিন্দের যুদ্ধ কখন, কিভাবে ও কার মাধ্যমে হবে। যেমনটি কাসিদাতেও বলা হয়েছে।

৪.৬.৪ সমসাময়িক আলিমগণের মতে কাঙ্ক্ষিত সময়

সমসাময়িক আলেমগণ এই যুদ্ধ কখন হবে সে বিষয়ে যে সকল ইঙ্গিত দিয়েছেন তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও সেগুলো দলিল হিসেবে নিচ্ছি না।

১। আবু উমার আল মুহাজির তার ‘‘আধুনিক মাসায়েল’’ তথা ‘‘মাসায়েলে জিহাদ’’ বইতে গাজওয়াতুল হিন্দ নামে একটি শিরোনাম আনেন এবং তাতে লিখেন-

‘‘ধীরে ধীরে ভারত উপমহাদেশ জিহাদের ভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। হাদীসের মাওউদ (ভবিষ্যদ্বানীকৃত) গাযওয়াতুল হিন্দ এর চূড়ান্ত পর্ব মঞ্চস্থ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ইসকন, আর এস এস, বজরং, শিবসেনাসহ অন্যান্য হিন্দু উগ্রবাদী সংগঠনগুলোর কর্যক্রম তো তাই বলছে। কারণে অকারণে হিন্দুস্তানে নিয়মিত মুসলিমদেরকে পিটিয়ে হত্যা করা তো সে দিকেই ইংগিত করছে। হিন্দুদের অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠা, অখণ্ড ভারত নিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা সে দিকেই ইশারা করছে। এ দেশের ৮% হিন্দুর ২৫% সরকারি বড় বড় পদ দখলে নেওয়া। র‍্যাব, পুলিশ, আর্মিতে ভারতীয় হিন্দুদের অনুপ্রবেশ। প্রিয়াসাহার মিথ্যাচার। সিলেটে ইসকনের বিরুদ্ধে বলায় অজানা লোকদের হাতে ইমাম সাহেবের নিহত হওয়া। বি.বাড়িয়ায় মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। চিটাগংয়ে মুসলিমদের স্কুলের ছোট বাচ্চাদেরকে পূঁজার প্রাসাদ খাইয়ে বাচ্চাদের দ্বারা হরে রাম, হরে কৃষ্ণর শ্লোগান আওড়ানো। সম্প্রতি চাকমাদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের সাথে যুক্ত করার দাবি উঠানো। ২০২১ইং এর মধ্যে হিন্দুস্তান থেকে সমস্ত মুসলিমকে তাড়িয়ে দেওয়ার স্পষ্ট হুমকি। ব্যাপকভাবে হিন্দু যুবক-যুবতী, এমনকি শিশু-কিশোরদেরকেও অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া-এসব কি একজন জ্ঞানীকে নাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? এসব কি একজন দূরদর্শী ব্যক্তিকে ভাবানোর জন্য উপযুক্ত নয়?

হে আমার মুসলিম ভাই! প্রলয়ংকারী এক মহাঝড় আপনার দিকে ধেয়ে আসছে। হয়তো আগামী ৫/৬ বছরের মধ্যেই এই ঝড় এদেশে আঘাত হানবে। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এই ঝড়ে হয়তো আপনার পরিবার-পরিজন, বাড়ি-ঘর সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। আপনার স্বপ্নগুলোর জ্যান্ত কবর রচিত হবে। আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই হে আমার ভাই! উঠুন, জাগুন। জিহাদ ও কিতালের জন্য প্রস্তুত হোন। কমপক্ষে নিজের ঈমান, নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য হলেও অগ্রসর হোন। মুজাহিদীনকে তালাশ করে বের করুন। তাদের সাথে লেগে থাকুন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলুন। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকার ও দরবারী মৌলভীদের প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত না হয়ে জঙ্গিবাদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করুন। নিজেকে একজন খালেস জঙ্গীরূপে গড়ে তুলুন। জান-মাল দিয়ে আসন্ন গাযওয়াতুল হিন্দে শরীক হোন। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ কিংবা উঁচু পর্যায়ের শাহাদাতের মর্যাদা হাসিল করে নিন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করেন।

বি.দ্র. অনেক মুসলিম ভাই-বোন মনে করতে পারে, ‘‘আমি তো মৌলবাদী মুসলিম নই, আমার তো দাড়ি-টুপি নেই, পর্দা করি না, রোযা রাখি না, নামায পড়ি না, ধর্মের ধারধারি না, তাই এ দেশে হিন্দুদের আগ্রাসন হলেও তারা আমাকে কিছুই বলবে না।’’ না ভাই। আপনি ভুলের মধ্যে আছেন। মুসলিম নাম এবং আদমশুমারিতে মুসলিমদের দলে থাকাই আপনার ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। আরাকানের মুসলিমদের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাদের মধ্যে অনেকেই মোটেও ধর্মকর্ম করে না। অনেকেরই দাড়ি-টুপি নেই। তা সত্ত্বেও কিন্তু তারা বাঁচতে পারেনি। তাই তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। নিজেকে

এখন থেকেই মৌলবাদী ও আদর্শ মুসলিমরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করেন। আমীন।''

- (আধুনিক মাসায়েল, পৃষ্ঠাঃ ১৯৩-১৯৪)

তার এই বইটি লেখার সময়কাল ২০১৯ সাল এবং তিনি যে আগামী ৫/৬ বছরের মধ্যেই এই দুর্যোগ আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই সময়টি যে তেমনই সেটিও আমরা বিভিন্ন হাদিস ও বর্তমান যুগ পর্যালোচনা করে বুঝতে পারি।

৪.৭ গাজওয়াতুল হিন্দ দুইবার কিভাবে হবে?

এই বিষয়ে **"৩.৯ গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা"** পয়েন্টে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মূল হাদিসগুলো আবারো দেওয়া হলো, যাতে বুঝতে পারি আর কোন কোন সময়ে এই মর্যাদাপূর্ণ হিন্দের যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খুব শীঘ্রই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের পতন হবে। আর তা হবে এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে। আর তার নাম হবে মাহমুদ। আল্লাহ তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। অতঃপর তার মৃত্যুর পর তার এক প্রতিনিধির - ইহুদীদের সাথে শান্তি চুক্তি হবে এবং ইহুদিরা হিন্দুস্তানের একটি অঞ্চল দখলে নেবে। সাহাবীগণ বলল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ তারা কী শান্তি চুক্তি রক্ষা করে সেখানে বসবাস করবে? তিনি (রসূল ﷺ) বললেন, না। বরং তারা চুক্তি ভঙ্গ করে প্রতারণা করে হিন্দুস্তান দখলে আনবে এবং সেখানে বসবাস করবে। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানগণ কি তাদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, করবে। সে সময় মাহমুদের প্রতিনিধি বিশ্ব শাসকের নিকট সে ব্যপারে অনুমতি চেয়ে একটি পত্র পাঠাবে। তখন শাসক বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সেখানে একদল সেনা পাঠাবে এবং আবার ইহুদীদের পরাজিত করবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫৩৮, ১৭০৩; কিতাবুল আক্বিব ১৩৭)

হযরত বিলাল ইবনে বারাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুসলমানরা শাসন করবে। আবার তা মুশরিকরা দখল করবে এবং তারাই সেখানে তাদের সকল হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে। আবার তা মুসলমানরা বিজয় করবে যাদের নেতা হবে মাহমুদ এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু লা'নত ইহুদিদের প্রতি। একথা বলে তিনি (রসূল ﷺ) রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তার চেহারায় রক্তিম চিহ্ন প্রকাশ পেল। সাহাবীগণ তাদের কন্ঠ নিচু করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সেখানে ইহুদিদের কর্ম কী? তিনি বললেন, অভিশপ্ত জাতিরা মাহমুদের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং সেখানকার একটি অঞ্চল তাদের দখলে নেবে। সাহাবীগণ বললেন, তখন কী তারা (মুসলমানরা) অভিশপ্ত জাতিদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ করবে। আর তাদের সাহায্য করবে বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেমের) একজন বাদশা।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৮; কিতাবুল আক্বিব ১৩৮)

হযরত কা'ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সুরা ইব্রাহিম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লহর রসূল ﷺ! তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

৪.৮ দ্বিতীয় কারবালা; ভারতের বাংলাদেশ দখল ও গণহত্যা

হিন্দুস্তানের যুদ্ধের আগে হিন্দুস্তানের (ভারতের) তথা সেখানকার মুশরিকরা যাদেরকে হিন্দু বা সনাতনী ধর্মের অনুসারী বলা হয়, তারা (পূর্ব অঞ্চল) বাংলাদেশকে দখল করবে এবং একটি গণহত্যার মত ঘটনা ঘটাবে। এটা আল্লাহর রসূল ﷺ এর করা ভবিষ্যৎবাণী। আজ ভারতে যত মুসলিম বসবাস করছে তাদের উপরও চলছে মারাত্মক জুলুম নির্যাতন। কিছু জায়গায় কম আর কিছু জায়গায় বেশি, কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে যেখানে উগ্র হিন্দুত্ববাদ, অ্যান্টি-মুসলিম স্লোগান চলছে সেখানে আর কি করার থাকে। এই জুলুম চলছে কাশ্মীরেও। এরপর বাংলাদেশেও আসতে যাচ্ছে এই একই অবস্থা এবং আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে আসছে এটি। এই বিষয়টি একটু শুনতে অবাক লাগলেও আমরা যদি কিছু বিশ্লেষণ করি তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো যে, এই সনাতনী ধর্মের অনুসারীরা যারা সত্যিকারে তাদের নিজেদের ধর্মকেই মানে না, তাদের ধর্মগ্রন্থে কি লেখা তাও জানে না, যারা মন মতো চলে। যাদের হিন্দু গুরুরাও পথভ্রষ্ট, কারণ তারাও নিজেদের ধর্মগ্রন্থ পর্যন্ত মান্য করে চলে না আর চলার চেষ্টাও করে না। যাদের পুরোহিতরা সব সময় ধর্মীয় যুদ্ধের উস্কানি বক্তব্য দিতে থাকে যে, এই হিন্দুস্তানে রাম রাজত্ব কায়েম করতে হবে আর এই মুসলমানদের শেষ করতে হবে নাহলে এরা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য হুমকি হয়ে যাবে, আমাদেরকে শেষ করে ফেলবে ইত্যাদি বিভিন্ন বক্তব্য। এর জন্য তারা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে আগাচ্ছে। আর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলই হচ্ছে ভারতে মুসলিমদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি ও গুম, খুন, ধর্ষণ। মসজিদ-মাদ্রাসায় হামলা। এমনকি সাধারণ গরুর গোস্ত খাওয়ার কারণে, গরু বিক্রি করার কারণে অমানবিক নির্যাতন করে হত্যা করেছে যার অডিও-ভিডিও প্রকাশ হয়েছে আর তা বিশ্বের সবাই দেখেছেও। এমনকি শুধু নাম ইসলামিক বা মুসলিম তাতেই সরাসরি গুলি মেরে দেওয়া হয়েছে ও পরে তাকে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানে চলে যেতে। এগুলো পুরো বিশ্বই দেখেছে।

তাহলে এইগুলো করার কি কারণ? অর্থাৎ তারা সেই ভবিষ্যৎবাণীর দিকেই এগোচ্ছে। তাদের এই জুলুম নির্যাতন ও মুসলিমদেরকে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ নিধন এর পরিকল্পনা করে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে দুনিয়া থেকে চিরতরে হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছে। আর আখিরাতের কথা নাই বা বললাম। হাদিসে এসেছে-

সাহল ইবনু সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিতনার সৃষ্টি হবে (দ্বিতীয় কারবালা)। আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা। তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (তারিখুল বাগদাদ ১২২৯)

বুরায়দা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১৭৯১; আসারুস সুনান ৮০৩; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলমিদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩০; ক্বাশ্ফুল কুফা ২৬১)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদী-নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন কেবল খোরাসানীরাই তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে। এরূপ হিন্দুস্তানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দেবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩২)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে! যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা যা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে! আর শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দুর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে! যার মুকাবিলা করার জন্য হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন ভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে (কুরবানীর দিন) পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো! ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে (মুকাবিলা করতে)। তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (রসূল ﷺ) তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, তাদের নেতা হবে দুর্বল! আহ্ প্রথম

দলটির জন্য কতইনা উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করতো! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি ﷺ বললেন, কেননা তারা সে সময় নিজেরাই নিজেদের যোগ্য মনে করবে!

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহাদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১১৯)

শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ এর ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত কাসিদাতেও হিন্দুস্তানের অবস্থার ভবিষ্যৎবাণীতে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে। তাতে ভারতের পার্শ্বভূমি হিসেবে বাংলাদেশকে নির্দেশ করেছে, যেই অঞ্চলে মুশরিকরা গণহত্যা করবে মুসলিমদের। যদিও হাদিসের প্রমানের পরে আর কিছু দরকার হয় না কিন্তু তারপরও দলিল মজবুত করতে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে। কারণ অনেক আলেমরাই এটিকে তাদের গ্রন্থে জায়গা দিয়ে এর থেকে নোট বা পরামর্শ নিতে বলেছে। আর এই আজাব আসার কারণও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়্যা (রহঃ) .... আবূ বকর (রা:) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রশংসার পর বলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত কর, কিন্তু তোমরা একে অন্যস্থানে প্রয়োগ কর। তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, তোমাদের মাঝে যারা গুমরাহ হবে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে শর্ত হলো-যদি তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর বাণীঃ ‘‘তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না’’ (সূরা আল-মায়িদাহ, আঃ ১০৫)।
রাবী খালিদ (রা:) বলেনঃ আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন লোকেরা জালিমের হাত ধরে তাকে জুলুম করা থেকে বিরত না রাখবে, তখন মহান আল্লাহ্ তাদের উপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল করবেন।
রাবী আমর ইবন হুশাযম (রা:) বলেন- আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে কওম এরূপ হবে যে, তারা যখন গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন তা প্রতিরোধ করার মত কিছু লোক থাকা সত্ত্বেও যদি তারা প্রতিকার না করে, তখন আল্লাহ্ তা’আলা সকলকে আযাবে গ্রেফতার করবেন।
রাবী শু’বা (রহঃ) বলেনঃ যে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক গুনাহে লিপ্ত হবে, আল্লাহ্ তাদের সকলকে আযাবে নিপতিত করবেন।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩৩৮ [ইঃ ফাঃ ৪২৮৭]; তিরমিযী; ইবনু মাজাহ; মুসনাদে আহমাদ)

এরকম সময় সকলে দোয়া করলেও তা কবুল হবে না, কারণ তাদের পাপচারের কারণেই এই আজাব এসেছে এবং তা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যাতে এই বিষয়ে হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে তা আজাব আসার জন্য দলিল হতে পারে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

কুতায়বা (রহঃ) ...... হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের

নিষেধ করতে থাক। নতুবা অচিরেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর তাঁর আযাব নিপতিত করবেন। তখন তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে কিন্তু তিনি তোমাদের দুআ কবুল করবেন না।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৬৯ [ইঃ ফাঃ ২১৭২]; সহিহাহ ২৮৬৮; বুখারি; মুসলিম)

আবূ মূসা আল-আশআরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা জালেমকে অবকাশ দেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদঃ) 'এরূপই তোমার রবের পাকড়াও, তিনি যখন কোন অত্যাচারী জনবসতিকে পাকড়াও করেন' (১১: ১০২)।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ১/৪০১৮; সহীহুল বুখারী ৪৬৮৬; মুসলিম ২৫৮৩; তিরমিযী ৩১১০)

তাহলে এই দেশে এবং সারা ভারত উপমহাদেশে মুশরিকদের কর্তৃক মুসলিমদের উপর কারবালার ন্যায় গণহত্যা, জুলুম-নির্যাতন হওয়াটি আল্লাহর একটি আজাব হিসেবেই আসছে। আজ যদি আমরা ভারতীয় উপমহাদেশীয় মুসলিম দেশগুলো ও মুসলিম অঞ্চল বা মুসলিম বসবাসকারী শহর ও গ্রামগুলো দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে, তাদের এক শোচনীয় অবস্থা। তারা ইসলামী জীবনব্যবস্থা ছেড়ে অন্য কিছু গ্রহণ করে আছে, শুধু এখন তাদের নামটাই মুসলিমদের নাম রয়ে গিয়েছে আর কিছুতেই তাদের মুসলিমদের সাথে মিলিয়ে পারা যায় না। তারা গণতন্ত্র নিয়ে পরে আছে। নামাজ-রোজা, হজ-যাকাত সম্পর্কে তারা গাফিল।

তাদের জীবন কাটছে এক মুশরিক ইহুদী-খ্রিষ্টান এর মতো। দিন দিন এ সকল মুসলিমরা মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে, নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সব জায়গাতেই এখন ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ হচ্ছে, ইসলামবিরোধী আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালা হচ্ছে। এর চেয়েও ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে তারা মুশরিকদেরকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করে আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কাজ হিসেবে সেই সকল পূর্বপুরুষদের আদর্শ বানিয়ে নিয়েছে। তাদের শ্রদ্ধা-সম্মানের নামে পূজা করা হচ্ছে।

হাদিসে এসেছে যে বা'আল দেবতার পূজা অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা শুরু করবে। আর বর্তমানে যা হচ্ছেই। এছাড়াও এত কারণ আছে যাতে এই হুজ্জত বা দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে তাতে আজাব আসবেই। এটা হয়তো সকল মুখে স্বীকার করা মুসলিম নামধারীদের জন্য একটি সতর্কবার্তা হবে যাতে তারা সঠিক ইসলামে দ্রুতই ফিরে আসে। আর না হলে তাদের জন্য আর রেহাই নেই। আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না।

৪.৯ গাজওয়াতুল হিন্দে মুমিনদের বিজয় ও অবিশ্বাসীদের ধ্বংস

রসূলুল্লাহ ﷺ এর গোলাম ছাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্তানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর সঙ্গে থাকবে।

- (সহীহ, সূনান নাসাঈ ৩১৭৫ (ইঃ ফাঃ ৩১৭৮); সহীহাহ ১৯৩৪; সহীহ জামে' আস-সগীর ৪০১২; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৬৫)

হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খুব শীঘ্রই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের পতন হবে। আর তা হবে এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে। আর তার নাম হবে মাহমুদ। আল্লাহ তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫৩৮, ১৭০৩; কিতাবুল আক্বিব ১৩৭)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুশরিকদের থেকে মুমিনরা বিজয় করবে। আর তাদের নেতা হবে মাহমুদ। হিন্দুস্তানে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৯; কিতাবুল আক্বিব ১৪০)

হযরত বিলাল ইবনে বারাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুসলমানরা শাসন করবে। আবার তা মুশরিকরা দখল করবে এবং তারাই সেখানে তাদের সকল হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে। আবার তা মুসলমানরা বিজয় করবে যাদের নেতা হবে মাহমুদ এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৮; কিতাবুল আক্বিব ১৩৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান।

তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

হযরত কা'ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যাপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সুরা ইবরাহীম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আলমাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

৪.১০ গাজওয়াতুল হিন্দে বিজয় এর কারণ

হিন্দের যুদ্ধে আমাদের জন্য আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। হিন্দের যুদ্ধ কখন হবে তা বিশ্লেষণ করে যে সময় পাওয়া যায় দেখা যায় সেই সময়টি হচ্ছে বর্তমান সময় এবং এটি শতাব্দীর মুজাদ্দিদের আগমনের সময়কালও। আর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই মুজাদ্দিদই হিন্দের যুদ্ধের আমীর বা নেতা বা ইমাম হবেন। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং মুশরিকদের সাথে এই যুদ্ধ তাঁর নেতৃত্বে হবে এবং আল্লাহর সাহায্য তার জামায়াতে থাকবে বলেই এই বিজয় হবে। তবে এই যুদ্ধে বিজয়ের কারণের মধ্যে রয়েছে-

১। এই যুদ্ধটির কথা, এর মর্যাদার কথা ও তাতে বিজয়ী হওয়ার কথা আমাদের নবী ﷺ তাঁর জামানাতেই বলে গেছেন। আর তাই এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হবে।
২। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ও পছন্দনীয় বান্দারা এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবে ও তাদের সঙ্গে সত্যান্বেষী মুজাহিদরা যুদ্ধ করবে। যা হবে কুরআনে মুমিনদের বিজয়ী হওয়ার ঘোষণার বাস্তবায়ন।
৩। আল্লাহ মুশরিকদের কখনোই মুসলিমদের ওপর বিজয়ী করবেন না। তাই তাদের পতন ঘটাবেন।
৪। আল্লাহ জামানার পরিবর্তন ঘটান এবং শতবর্ষী মুজাদ্দিদ এর মাধ্যমে দ্বীনকে সংস্কার করবেন। এর মাধ্যমে এই ধরণীতে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হবে যা হিন্দের যুদ্ধ বিজয়ের কারণ হবে।
৫। এই যুদ্ধ থেকেই মুসলিমদের ঘুরে দাঁড়ানো হবে এবং বিজয় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের আগেই তার খিলাফতকে প্রস্তুত করবে।
৬। সর্বোপরি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইসলামকে সকল দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন।

কুরআনে এসেছে-

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই যদিও কাফিররা (তা) অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য- যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে। (সূরা আছ-ছফ, আঃ ৮-৯)

৪.১১ হিন্দের যুদ্ধের আমীর ও সেনাপতি

গাজওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দের যুদ্ধ কখন হবে এটা আমরা জানতে পারলেও সেই যুদ্ধের নেতা বা আমীর বা সেনাপতি কে বা কারা হবেন সেটাই শেষ প্রশ্ন থেকে যায়। আমরা এই বিষয়ে গত সব পরিচ্ছেদে হিন্দের যুদ্ধ নিয়ে যত হাদিস বর্ণনা করেছি, তাতেই এ বিষয়ের উত্তর মোটামুটি পাওয়া যায় কোন সময়ের যুদ্ধে কে বা কারা নেতৃত্ব দিবে। একটি সাধারণ বিষয় ভাবুন। যেই যুদ্ধের ভবিষ্যৎবাণী ১৪০০ বছর আগেই করা হয়েছে, যার মর্যাদার কারণে রসূল ﷺ অনুপস্থিত থেকেও নামকরণে গাজওয়া বলা হয়েছে এবং তাতে আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যেই যুদ্ধের মর্যাদার কারণে রসূল ﷺ এর সাহাবারাও অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল, আর আফসোস করেছিল। যেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আবু হুরাইরাহ (রা:) তার সকল সম্পদ ব্যয় করে করতে হলেও রাজি ছিল। যেই যুদ্ধের শহীদরা হবে উত্তম শহীদ, যেই যুদ্ধের গাজী তথা বিজয়ীরা হবে জাহান্নাম থেকে মুক্ত, সেই যুদ্ধের আমীর বা নেতা কি সাধারণ কেউ হবেন? আর তার পরিচয়ও কি অজ্ঞাত থাকতে পারে? এমনকি সেই যুদ্ধে মুসলিমদের দলে যারা থাকবে তারাও যেখানে সৌভাগ্যবান কারণ তারা এই মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন, সেখানে আমীর বা নেতা কি সাধারণ কেউ হতে পারে? অবশ্যই না। আল্লাহ তা'আলা সেই যুদ্ধের আমীরকে মনোনীত করে, নির্দেশনা দিয়েই এই যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, যার মাধ্যমে এই যুদ্ধে বিজয় আসবে। তাই এটা সাধারণভাবেই বোঝা যায় যে, সেই যুদ্ধের আমীর বা নেতা বা ইমাম আল্লাহ তায়ালা হতে মনোনীত হবেন। হাদিসেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ এসেছে-

হযরত বুরায়দা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা বালাদি লিল উছরো থেকে একজন দুর্বল বালক তাদের মুকাবিলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে। (গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়)। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।

- (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১৭৯১; আসারুস সুনান ৮০৩; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলমিদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। পিতার নাম আব্দুল ক্বদির। সে দেখতে খুবই দুর্বল হবে। তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩০; ক্বাশ্ফুল কুফা ২৬১)

হযরত কাতাদাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতইনা উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর (রা:) এর বংশের এক দুর্বল বালক (মাহমুদ)।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৮৭)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে! যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা যা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে! আর শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দুর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে! যার মুকাবিলা করার জন্য হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন ভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে (কুরবানীর দিন) পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো! ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে (মুকাবিলা করতে)। তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (রসূল ﷺ) তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, তাদের নেতা হবে দুর্বল! আহ্ প্রথম দলটির জন্য কতইনা উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করতো! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি ﷺ বললেন, কেননা তারা সে সময় নিজেরাই নিজেদের যোগ্য মনে করবে!

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহাদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১১৯)

হযরত বিলাল ইবনে বারাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুসলমানরা শাসন করবে। আবার তা মুশরিকরা দখল করবে এবং তারাই সেখানে তাদের সকল হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে। আবার তা মুসলমানরা বিজয় করবে যাদের নেতা হবে মাহমুদ এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৮; কিতাবুল আক্বিব ১৩৮)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুশরিকদের থেকে মুমিনরা বিজয় করবে। আর তাদের নেতা হবে মাহমুদ। হিন্দুস্তানে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৯; কিতাবুল আক্বিব ১৪০)

এই হাদিসগুলো থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, হিন্দুস্তানের কাঙ্ক্ষিত সেই মর্যাদাপূর্ণ যুদ্ধে আমীর বা নেতা থাকবেন, সেনাপতি থাকবেন যারা হবেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। যাদের পরিচয়ও আল্লাহ তায়ালা রসূলের ﷺ এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা তাদের সঠিক সময়ে খুঁজে বের করে তাদের মাধ্যমে হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি। হিন্দুস্তানের যুদ্ধের আমীর ও সেনাপতির বিস্তারিত পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.১২ গাজওয়াতুল হিন্দের জিহাদের ডাক ও তাতে যোগদান

রসূল ﷺ এর যুগ থেকে এখন কেন, কিয়ামতের আগ (দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ) পর্যন্ত একটি দল জিহাদ ও কিতাল চালিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস এসেছে। এখনও একটি দল জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। এটি থেমে থাকার কোন বিষয় না। তবে এর তীব্রতা কম বেশি হয়। আমরা যেহেতু জেনেছি সামনেই আমাদের জন্য হিন্দের যুদ্ধ অপেক্ষা করছে এবং এর মর্যাদা সম্পর্কে জানার পর শুধুমাত্র মুনাফিক শ্রেণী ব্যতীত কোন মু'মিনই তা থেকে অনুপস্থিত থাকতে চাইবে না। আমরা যদি সাধারণ সময়েই (যখন ফরজে কেফায়া থাকে) জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই তার জন্যই বিভিন্ন হাদিসে ভর্ৎসনা করেছে। তাহলে যখন বর্তমানে জিহাদ ফরজে আইন এবং আবার হিন্দের যুদ্ধ রয়েছে যাতে অংশগ্রহণ না করলে কি হবে সেটাও জানা দরকার। আগামীতে যে আজাব আসছে তার কারণই এটি যে, আমরা জিহাদ হতে বিমুখ। বর্তমান সময়েও যদি আমরা জিহাদ থেকে বিমুখ থাকি, হিন্দের যুদ্ধের সেই কাঙ্ক্ষিত জামায়াতকে না খুঁজি, আর তাতে অংশগ্রহণ না করি, তাহলে আমাদের এর জন্য চরম মূল্যই দিতে হবে। আমরা আল্লাহর সেই আজাবে তো পাকড়াও তো হবোই সাথে বেঈমান হিসেবেই হয়তো মৃত্যুবরণ করবো। আর না পাবো কোন শহীদের মর্যাদাও। সামনের যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ এছাড়া ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে সারা বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, এরপর ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও ফিতনা-ফাসাদ রয়েছে। আমরা যদি এখনো সঠিকভাবে ইসলামে প্রবেশ না করি তাহলে দুনিয়াতে আমাদের জন্য বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠবে। এই সকল ফিতনা থেকে শুধু মাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী আসল মু'মিনরাই বেঁচে ফিরবে এবং তারাই এরপর দুনিয়ার মালিক হবে, তারাই মাহদীর জামানা পাবে। আর যারা জিহাদ থেকে পালিয়ে ছিল? অন্তরে মুনাফিকি নিয়ে ছিল? তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই তাদের বরবাদ হবে। কাজেই সময় ফুরাবার আগেই আমাদের জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, সঠিক জামায়াতে যোগদান করতে হবে এবং সেই জামায়াতের সাথে জান ও মাল দিয়ে শরিক হতে হবে। যাদের এখনো জিহাদ নিয়ে সমস্যা আছে কিন্তু ইসলামের আর কোন বিষয়ে সমস্যা নেই, তাদের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য কিছু হাদিস দেওয়া হলো।

হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ! উক্ত ফেৎনা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি হতে পারে? এবং তিনি পথ ভ্রষ্টদের আহবানের কথাও বলেন, জবাবে তিনি বলেন, সেদিন যদি পৃথিবীতে কোনো খলীফা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে তাহলে তাকে আঁকড়িয়ে ধরো। যদিও সে তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার

সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। না হয় ফেতনার স্থান থেকে পলায়ন করে মৃত্যু পর্যন্ত গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরে থাকো।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৩৫৭)

আবূ হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিতঃ নবী ﷺ বলেছেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা জান-মাল ও বাক্য দ্বারা সংগ্রাম চালাও।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ আঃ একাঃ ২৫০৪; সুনান আন নাসাঈ ৩০৯৬, ৩১৯২; মুসনাদে আহমাদ ১১৮৩৭, ১২১৪৫, ১৩২২৬; রিয়াদুস সলেহিন ১৩৫৭; দারেমী ২৪৩১)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই, কিন্তু যুদ্ধ ও নিয়ত আছে। যখনি তোমাদের নেতা তোমাদেরকে যুদ্ধের আহ্বান করবে, তখনি তোমরা বাহির হয়ে আসবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬২)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের ধরো, আঘাত করো, সেই পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহর দ্বীনের বিজয় হয়।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭১)

যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না।

- (সহীহ, সুনান আবু দাউদ আঃ একাঃ ৩৪৬২; সহীহাহ ১১)

আবূ উমামাহ (রা:) থেকে বর্ণিতঃ নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল না, অথবা কোন মুজাহিদকে (যুদ্ধ-সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত করল না কিংবা মুজাহিদদের গৃহবাসীদের ভালভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল না, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বেই কোন বিপদ বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত করবেন।

- (হাসান, সুনান আবূ দাউদ আঃ একাঃ ২৫০৩; সুনান ইবনু মাজাহ ২৭৬২; রিয়াদুস সলেহিন ১৩৫৬; দারেমী ২৪১৮)

আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও (আকাঙ্ক্ষাও) করেনি, সে মুনাফিক্বীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৪৮২৫ (১৫৮/১৯১০); সুনান আন নাসায়ী ৩০৯৭; রিয়াদুস সলেহিন ১৩৪৯; সুনান আবূ দাউদ আঃ একাঃ ২৫০২)

আবূ যার (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ২৫১৮; সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ১৫১-(১৩৬/৮৪); সুনান আন নাসায়ী ৩১২৯; সুনান ইবনু মাজাহ ২৫২৩; মুসনাদে আহমাদ ২৩৮৪৫, ২০৯৩৮, ২০৯৮৯; রিয়াদুস সলেহিন ১২৯৫; দারেমী ২৭৩৮)

ইমরান ইবন মূসা কাযযায বাসরী (রহঃ) ...... উম্মু মালিক বাহযিয়্যা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তা অত্যন্ত নিকটবর্তী বলে বর্ণনা দেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এতদপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে হবেন? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি হল যে তার পশুপালের মাঝে অবস্থান করবে এবং এগুলোর হক আদায় করবে আর তার রবের ইবাদত করবে। আরেক জন হল সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার মাথা ধরে থাকবে এবং শত্রুদের ভয় দেখাবে আর তারাও তাকে ভয় দেখাবে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৭৭ [ইঃ ফাঃ ২১৮০]; সহিহাহ ৬৯৮; তা'লিকুর রাগীব ২/১৫৩)

ইয়াহইয়া ইবন মূসা (রহঃ) ..... ইবন আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামাআতের উপর আল্লাহ্ তা'আলার (রহমতের) হাত প্রসারিত।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৬৬ [ইঃ ফাঃ ২১৬৯]; তাখরিজু ইসলাহিল মাসাজিদ ৬১; যিলালুল জান্নাত ১-৮; মিশকাত ১৭৩; বিদায়াতুস সূল ৭০/১৩৩)

কুতায়বা (রহঃ) ...... ছাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের ব্যপারে আমি পথভ্রষ্টকারী নেতাদেরই আশংকা করি। ছাওবান (রা:) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেনঃ আমার উম্মতের একদল আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সব সময়ই বিজয়ী অবস্থায় সত্যের উপর দৃঢ় থাকবে। যারা তাদের অপদস্ত করতে প্রয়াস পাবে তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৯ [ইঃ ফাঃ ২২৩২]; সহিহাহ ৪/১১০, ১৯৫৭; মুসলিম ২য় অংশ)

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জাহান্নামের দিকে আহবানকারী লোকদের আবির্ভাব হবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের নিকট তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। তিনি বলেনঃ তারা আমাদের মধ্য থেকে হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, তারা যদি আমাকে পায় তবে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ তুমি অপরিহার্যরূপে মুসলিমদের সংঘভুক্ত থাকবে এবং তাদের ইমামের (আমীর বা খলীফার) আনুগত্য করবে। যদি মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ না থাকে এবং তাদের ইমামও না থাকে তাহলে

তুমি তাদের সকল বিচ্ছিন্ন দল থেকে দূরে থাকো এবং কোন গাছের কান্ড আঁকড়ে ধরো এবং সেই অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু হয়।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৩/৩৯৭৯; সহীহুল বুখারী ৩৬০৬; মুসলিম ১৮৪৭; আবূ দাউদ ৪২৪৪; আহমাদ ২২৯৩৯; সহীহাহ ২৭৩৯)

দ্বীনের হক আদায় করো

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের হক আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলার জান্নাত তাঁর জন্য আবশ্যক যদি সে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! দ্বীনের হক কি? তিনি বলেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আর আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের সন্নিকটে (আনুগত্য করবে) থাকবে। এ কথা বলে আল্লাহর রসূল ﷺ সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াত পাঠ করে শোনালেন। *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১২৫)
- * সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতটি হচ্ছে- হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (মনোনীত আমীর বা নেতা) দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের (কুরআন ও সুন্নাহ) দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ একদিন এক মজলিসে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, হে মানব সকল! তোমরা কি আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে চাও না? সকলেই বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমি চাই, আমি চাই। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট জবাবদিহি থেকে মুক্তি চাও না? উপস্থিত সকলে বলল, আমি চাই, আমি চাই। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তাহলে আল্লাহর দ্বীনের হক আদায় করো।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১২৮)

হযরত মুসা আশআরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চাও তাহলে আল্লাহর দ্বীনের হক আদায় করো।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১২৯)

হযরত বারাআ ইবনে আজিব (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করো যতক্ষণ দ্বীনের হক আদায় না হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! দ্বীনের হক কি? তিনি বললেন, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আর এটা জেনে রাখ! মরণপণ যুদ্ধ ব্যতীত কখনোই হক আদায় হয় না।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৯০)

পঞ্চম অধ্যায়

(গাজওয়াতুল হিন্দের আমীর ও সেনাপতির পরিচয়)

৫.১ গাজওয়াতুল হিন্দের আমীর ও সেনাপতি কারা?

আমরা গত পরিচ্ছেদগুলো এবং তাতে বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে জানতে পেরেছি যে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিগণ কারা হবেন। আর তাদের নামও পেয়েছি বিভিন্ন হাদিসে। যেহেতু ভবিষ্যতে হিন্দ অঞ্চলে বড় বড় দুইটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তাই আমাদের সামনেই যে হিন্দের যুদ্ধটি রয়েছে যা এই যুগেই ঘটতে যাচ্ছে, কিছু বছরের মধ্যেই, সেটিই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই সেই হিন্দের যুদ্ধের নেতাদের নিয়েই এই পরিচ্ছেদে আলোচনা থাকবে। যেহেতু আমরা হিন্দের অধিবাসী, তাই এ বিষয়ে আমাদের অতি গুরুত্ব দেওয়াও আবশ্যক। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু (সাহেবে কিরান) শামীম বারাহ্র প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা যেন মাহ্দীর আগমনের (পূর্বে) সময়।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহ্দী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা)

সাহল ইবনু সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিতনার সৃষ্টি হবে (দ্বিতীয় কারবালা)। আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা। তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাহেবে কিরান! আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম হবে মাহমুদ। অবশ্যই তারা মাহ্দীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবে।

- (তারিখুল বাগদাদ ১২২৯)

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল বালক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে। আমি (আবু হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ, সে কাবার দিকে ধাবিত হবে কেন? সেই সময় কি বাইতুল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলে থাকবে?" তিনি বলেন, না। বরং সে আল্লাহর খলীফা মাহ্দীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহ্দী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ ২৩১; কিতাবুল আক্বিব ১২৫৬; ক্বাশ্ফুল কুফা ৭৩২; আল আরিফুল ফিল ফিতান ১৭০৩)

তাদের পরিচয়ই এই পয়েন্টে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী কবিতা শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদা এবং আশ-শাহ্রান এর আগামী কথন এবং হাদিসের কিতাব থেকে তাদের পরিচয় ও চেনার লক্ষণসমূহ এই পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে।

৫.২ ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

৫.২.১ ইলহামী কবিতা কাসিদায় কি বলে

কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) তে হিন্দুস্তানের ফিতনা নিয়ে বলার সময়ে সেই ফিতনার অবসান করবেন যিনি তার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৪৪) ‘‘সাহেবে কিরান’’ ও ‘‘হাবীবুল্লাহ’’ হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের।

এই প্যারাতে বলা দুইজন ব্যক্তি যারা হিন্দুস্তানে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের মধ্যে যাকে হাবীবুল্লাহ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে তিনিই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে ইমাম মাহমুদ বলা হয়। যার মাধ্যমে হিন্দুস্তান বিজয়ী হবে। হাদিসেও সরাসরি বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহমুদ এর উপনাম হবে হাবীবুল্লাহ। এই হাদিসটি ‘৫.২.৩ হাদিস কি বলে’ পয়েন্টে দেওয়া হয়েছে।

৫.২.২ ইলহামী কবিতা আগামী কথন কি বলে

আশ-শাহ্রান এর আগামী কথনেও ইমাম মাহমুদ এর ব্যাপারে বলা হয়েছে। কয়েকটি প্যারাতেই তাকে নির্দেশ করা হয়েছে ইঙ্গিতে। ভবিষ্যতে তার দায়িত্ব কি সেটাও এখানে উল্লেখ হয়েছে।

প্যারাঃ (৫)
প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
"শীন"-"মীম" এর নীড়ে।
দিয়ে জয় গান -"আল্লাহ মহান",
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।

এখানে উল্লিখিত মীম দ্বারা ইমাম মাহমুদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবি হরফ মীম দিয়েই মাহমুদ শব্দটি শুরু হয়। তার আনুগত্য হয়ে একটি জামাত আগে থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবে এটি বলা হয়েছে এখানে।

প্যারাঃ (১৯)
আহাজারী আর কান্নায় ভারী,
সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা।
খোদার মদদে "শীন" "মীম" সেক্ষণে,
আগাইবে করিতে শত্রুর মুকাবিলা।

আগামী কথনের আরেকটি প্যারাতেও এই মীম এর কথা বলা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহর সাহায্যে তারা হিন্দুস্তানে দ্বিতীয় কারবালা বা আবারো বড় গণহত্যা হওয়ার সময় শত্রুদের মুকাবিলা করার জন্য আগাইবে। আর এ থেকে এটিও প্রমাণ হয় যে, তিনি হিন্দের যুদ্ধের আমীর হবেন। এই হাদিসটি ‘৫.২.৩ হাদিস কি বলে’ পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

প্যারাঃ (২০)

"শীন" সে তো "সাহেবে কিরান",
"মীম"-এ "হাবীবুল্লাহ"!
জালিমের ভূমিতে ঘটাইবে মহালয়,
সাথে আছে "মহান আল্লাহ"!

এই প্যারায় লেখক (আশ-শাহরান) সে পূর্বে আলোচিত "শীন" ও "মীম" এর পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "শীন" হলো সাহেবে কিরান এবং "মীম" হলো হাবীবুল্লাহ। অর্থাৎ, শীন হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো সাহেবে কিরান! মীম হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো হাবীবুল্লাহ!

আর এই মীম দিয়ে যার নাম তথা মাহমুদ সেই হচ্ছেন হাবীবুল্লাহ। এখানে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যদিও পুরো নাম দেন নাই। কাসিদায়ে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ তেও এটি বলা হয়েছে।

প্যারাঃ (২১)

"হাবীবুল্লাহ" প্রেরিত আমীর,
সহচর তার "সাহেবে কিরান"।
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্ত্র "উসমান"!

এখানে লেখক (আশ-শাহরান) দুইটি ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করলেন, তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি "মীম" হরফে নামের শুরু তার উপাধিই হলো "হাবীবুল্লাহ"। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নেতা বা আমীর বা ইমাম। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, যিনি হাবীবুল্লাহ উপাধি পাবেন তিনিই আমীর বা ইমাম অর্থাৎ নেতা হবেন। এই বিষয়টি হাদিসেও সরাসরি উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহ প্রদত্ত নেতাদের আনুগত্যের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু বকর (রা:) বলেন, তোমরা যদি জান্নাতে নবী ﷺ এর সঙ্গী হতে চাও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকারী ব্যাক্তিদের মহব্বত করো, আর তাদের সঙ্গী হও।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৫৬)

প্যারাঃ (৩৬)

মহা সমরের পূর্বে দেখিবে,
প্রকাশ পাইবেন "মাহমুদ"।
পাশে থাকিবেন "শীন" ও "জ্যোতি",
সে প্রকৃতই রবের দূত।

৩য় বিশ্বযুদ্ধের আগেই মাহমুদ নামের একজন ব্যক্তি। এখানে ইমাম মাহমুদকেই ইঙ্গিত করেছে আগামী কথনে। তার পাশে যে শীন থাকবে সেটাও আগের মতই বলা হয়েছে।

প্যারাঃ (৩৮)
হাতে লাঠি, পাশে জ্যোতি,
সাথে সহচর "শীন"।
মাহমুদ এসে এই জমিনে,
প্রতিষ্ঠা করিবেন দ্বীন।
প্যারাঃ (৩৯)
"সত্য"-সহ করিবেন আগমন
তবুও করিবে অস্বীকার।
হক্কের উপর করবে বাতিল,
কঠিন অন্যায়-অবিচার।

৩৮ নং প্যারাতে এসেছে মাহমুদ নামের ব্যক্তি হিন্দুস্তানে দ্বীন কায়েম করবেন। আর তার হাতে লাঠি থাকবে। এই লাঠি থাকার কারণ হচ্ছে তার যাতে চলতে সুবিধা হয়। এ থেকে বুঝা যায় তার হাটা-চলাতে কোন অসুবিধা অবশ্যই আছে বা এমনিতেও রাখতে পারে। কিন্তু হাদিসে এসেছে তিনি হবেন দুর্বল। এখানেও এটি মিলে যায়। তার পরের প্যারা ৩৯ এ বলা হয়েছে সে সত্যসহ আগমন করলেও তাকে অস্বীকার করা হবে।

প্যারাঃ (৬৪)
বাদশাহী পেয়ে বিশ্বনেতা,
সাত থেকে নয় বছরের পর।
ভারপ্রাপ্ত করিবে খেলাফত,
মাহদী, মাহমুদ এর উপর।
প্যারাঃ (৬৫)
দু সনের মধ্যেই ইমাম মাহমুদ,
বিশ্ব শাসন ভার।
হস্তান্তর করিবেন খেলাফত,
'মানসুরের' উপর।

প্যারা ৬৪ তে বলেছে যে, ইমাম মাহদী সাত থেকে নয় বছর খলীফা থাকার পরে ইমাম মাহমুদকে ভারপ্রাপ্ত করিবেন। আর হাদিসেও এসেছে তিনি মাহদীর পরে খলীফাও হবেন। আর প্যারা ৬৫ তে বলা হয়েছে, তিনি ২ বছরের মাথায় তার খিলাফত আরেকজনকে হস্তান্তর করবেন। এটিও হাদিসে পাওয়া যায় যে, তিনি ইমাম মাহদী এর পর দুই বছরের খিলাফত পাবেন। হাদিসে এসেছে-

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম মাহদীর শাসনের পর দুই বছর মাহমুদ শাসন করবে। যে হবে খুব কঠোর, আর দুর্বলদের জন্য কোমল অন্তরের।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, অধ্যায়ঃ যুদ্ধ বিগ্রহ, হাঃ ৭৭১)

৫.২.৩ হাদিস কি বলে

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উছমান (রহঃ) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তিনি ফিত্না সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন; এমন কি তিনি 'ইহ্লাসের' ফিত্নার কথাও উল্লেখ করেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'ইহ্লাসের' ফিত্নাটা কিরূপ? তিনি বলেনঃ তা হলো-পলায়ন ও ধ্বংস। এরপর তিনি সাররা ফিত্নার (এর অর্থ প্রাচুর্যতার-সম্পদের ফিতনা) কথা উল্লেখ করে বলেনঃ তা এমন এক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হবে, যাকে লোকেরা আমার বংশের লোক বলে মনে করবে, কিন্তু আসলে সে আমার বংশের লোক হবে না (অর্থাৎ ভণ্ড মাহদীর দাবীদার হবে সেই লোক)। কেননা, আমার বন্ধু-বান্ধব তো মুত্তাকী লোকেরাই। এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে। (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না)

এরপর চরম ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিত্নার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে (অর্থাৎ দিন দিন তা বাড়তেই থাকবে)। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, সকালে যে মু'মিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলিমরা যে দুর্গে অবস্থান করবে, সেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না এবং যেখানে মুনাফিকরা থাকবে, সেখানে কোন মু'মিন লোক থাকবে না। তোমরা যখন এ অবস্থায় পৌঁছবে, তখন দাজ্জাল বের হওয়ার অপেক্ষা করবে-ঐ দিন থেকেই বা পরের দিন (অর্থাৎ এরপর খুব দ্রুতই বের হবে)। *

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৩ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৫]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫২৯৩; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৯৭২; মুসনাদে আহমাদ ৬১৬৮ (২/১৩৩); মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৪৬৭)
- * এই চরম ফিতনাই হচ্ছে মাহদীর আগমনের আগের মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ। এতে ৩য় বিশ্বযুদ্ধও অন্তর্ভুক্ত। এই ফিতনার কারণে পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষই মারা যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত এই অধ্যায়টি দেখলে জানা যাবে।

عن علي بن ابي طالب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يأتى على المسلمين زمان يكثر فيه المشركون من الهند ظلما فيخرج من مشرق الهند إمام يقال له محمود و يقال لابيه قدير و يكون أن يره ضعيفا جدا و يفتح الله به المسلمين فى غزوة الهند.

- آخر الزمان المهدى فى علامات القيامة : باب: غزوة الهند – ٢٣٠

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলমিদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে

একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। পিতার নাম আব্দুল ক্বদির। সে দেখতে খুবই দুর্বল হবে। তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩০; ক্বাশ্ফুল কুফা ২৬১)

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوشك على المسلمين يكثر الظالمين المشركون من الهند فيما يخرج من مشرقها القرية جماعة المسلمين الذين يديرهم شاب ضعيف اسمه محمود و لقبه حبيب الله و يفتح الهند ثم بعد ذلك يسعى الى بيت الله فقلت يا رسول الله لم يسعى الى بيت الله ؟ هل هذا الزمان يقبضه بايد اليهود و النصارى؟ فقال لا بل يأتى أن يبايع على خليفة الله المهدى.

- آخر الزمان المهدى فى علامات القيامة : باب: غزوة الهند – ٢٣١

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল বালক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে। আমি (আবু হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ, সে কাবার দিকে ধাবিত হবে কেন? সেই সময় কি বাইতুল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলে থাকবে?" তিনি বলেন, না। বরং সে আল্লাহর খলীফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩১; কিতাবুল আক্বিব ১২৫৬; ক্বাশ্ফুল কুফা ৭৩২; আল আরিফুল ফিল ফিতান ১৭০৩)

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوشك أن يكثر اليهود و النصارى ظلما كثيرا على المسلمين العلمين لا يلقيهم احد إلا قوى من الخرسان و كذلك المشركون من الهند ظلما كثيرا على المسلمين ويخرج فى ذلك الزمان شاب ضعيف من البلد الذى سمي العسرى من مشرق الهند اسمه محمود و اسم ابيه عبد و يفتح الهند إمام المسلمين.

- آخر الزمان المهدى فى علامات القيامة : باب: غزوة الهند – ٢٣٢

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদী-নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন কেবল খোরাসানীরাই তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে। এরূপ হিন্দুস্তানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দেবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখন্ডের দূর্গম নামক একটি অঞ্চল

থেকে একজন দুর্বল বালকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম আব্দীল (নামে আব্দিল বা আব্দুল থাকবে)। সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুস্তান বিজয় করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩২)

عن ابي بكر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج في آخر الزمان إمام محمود و صاحبه شميم البراح و يأتى بهما للمسلمين الفتح الكبير و كأنهما يقربان قبل أن يخرج المهدى.

- السنن كتاب الفردوس ٨٧٢ ، آخر الزمان المهدى فى علامات القيامة

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু (সাহেবে কিরান) শামীম বারাহর প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা যেন মাহদীর আগমনের সময়।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা)

عن ابي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج إمام قبل المهدى و اسمه محمود واسم ابيه عبد و يكون أن يره ضعيفا و القى الله في وجهه رحمة و إنه عند الناس غريبا يعرفونه و ليأتين الله بهذا الامام و صاحبه الذى يلقبه صاحب القران فتحا للمؤمنين.

- آخر الزمان المهدى فى علامات القيامة

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, মাহদীর পূর্বে এক জন ইমামের আর্বিভাব হবে আর তার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম হবে আব্দিল বা আব্দুল (অর্থাৎ নামে আব্দিল বা আব্দুল থাকবে)। সে দেখতে হবে দুর্বল, আর তার চেহারায় আল্লাহ মায়া দান করবেন। আর তাকে সে সময়ের খুব কম লোকই চিনবে। অবশ্যেই আল্লাহ সেই ইমাম ও তার বন্ধু -যার উপাধি হবে সাহেবে কিরাণ, তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটি বিজয় আনবেন।

- (ইলমে রাজেন ৩৪৭; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৪; ইলমে তাসাউফ ১২৫৩; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ)

عن حذيفة بن اليمانى رضى الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يخرج في آخر الزمان من مشرق الهند أمير قبل المهدى و هو من اسم العسرى البلد من اهل القرية فكى اسمه محمود و اسم ابيه قدير و اسم امه سهرى و يفتح الهند بيده.

- آخر الزمان المهدى فى علامات القيامة

হজরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রা: থেকে বর্ণিত, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, শেষ জামানায় মাহদির পূর্বে, হিন্দের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন আমীর বের হবে এবং সে দুর্গম

এলাকার, পাকা নামের অঞ্চলের অধিবাসী হবে। তার নাম মাহমুদ, তার পিতার নাম কদির ও তার মাতার নাম সাহারা হবে এবং তার হাতে হিন্দুস্তানের বিজয় হবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ)

عن أنس رضى الله عنه قال إني و بلال كنا جلوسا في مجالس رسول الله صلى الله عليه و سلم و حينئذ يضع يده علي منكب البلال فقال ألم تعلم يا بلال؟ يخلق الله في اولادك النجم الثاقب ولدا الذي هو صاحب القران و إنه ليتصحب إماما قال لعله قال هو يخرج قبل المهدى.

- آثار السنن ٣٢٤٨ ، آخر الزمان المهدى فى علامات القيامة

হযরত আনাস (রা:) বলেন, একদা রসূল ﷺ এর এক মজলিসে আমি আর বিলাল (রা:) বসা ছিলাম। সে সময়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বিলাল (রা:) এর কাঁধে তার ডান হাত রেখে বললেন, "হে বিলাল! তুমি কি জানো? তোমার বংশে আল্লাহ এক উজ্জল তারকার জন্ম দিবেন, যে হবে সে সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। অবশ্যেই সে একজন ইমামের সহচর হবে।" রাবি বলেন, সম্ভবত রসূল ﷺ বলেছেন, সেই ইমামের আগমন ইমাম মাহদীর পূর্বেই ঘটবে।

- (আসারুস সুনান ৩২৪৮; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা, পৃষ্ঠাঃ ৩০ যাতে "রাবি বলেন..." এই উক্তিটি নেই।)

আবু বাসির (রঃ) বলেন, জাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন, মাহদীর আগমনের পূর্বে এমন একজন খলীফার আবির্ভাব ঘটবে যিনি হবেন মাতার দিক থেকে কাহতানী এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে। *

- (ইলমে তাছাউফ ১২৮ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক ২৩২ পৃঃ)
- * ইমাম মাহদীর আসল নাম হবে মুহাম্মাদ। আর মুহাম্মাদ এর সাথে মাহমুদ নামটি সাদৃশ্যপূর্ণ। তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ এর সাথে আব্দুল কাদীর নামটি সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ এবং ইমাম মাহমুদ ইবনে আব্দুল কদীর।

বুরায়দা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা বালাদি লিল উছরো থেকে একজন দুর্বল বালক তাদের মুকাবিলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে (গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়)। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।

- (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১৭৯১; আসারুস সুনান ৮০৩; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের (৩য় বিশ্বযুদ্ধে) বজ্রাঘাতে (আনবিক অস্ত্রে) বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে (অর্থাৎ আধুনিকতা ধ্বংস হয়ে প্রাচীন যুগে ফিরবে)। সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান শামীম বারাহকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।

- (আসরে যুহরি ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক ২৩৩ পৃঃ; ইলমে তাছাউফ ১৩০ পৃঃ; ইলমে রাজেন ৩১৩ পৃঃ; বিহারুল আনোয়ার ১১৭ পৃঃ)
- অধিকাংশ মুহাদ্দিছগণ ব্যক্ত করেছেন উক্ত হাদিসটি সহীহ, কেউ কেউ হাসান।

হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন খুব শীঘ্রই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের পতন হবে। আর তা হবে এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে। আর তার নাম হবে মাহমুদ। আল্লাহ তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫৩৮, ১৭০৩; কিতাবুল আক্বিব ১৩৭)

হযরত কাতাদাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতইনা উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর (রা:) এর বংশের এক দুর্বল বালক।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৮৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। আর তাঁরা দ্বীনকে মৃত্যুর অবস্থায় নিয়ে যাবে। ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রা:) এর বংশ থেকে একজন বালক কে পাঠাবেন। যার মাধ্যমে দ্বীন জীবিত হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৬)

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, দুর্বল ব্যক্তিরাই জান্নাতের অধিকারী। আর শেষ জামানায় একজন দুর্বল বালকের প্রকাশ ঘটবে। সে দাম্ভিক ও অত্যাচারী মুশরিকদের মুকাবিলা করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮০)

হযরত বিলাল ইবনে বারাহ রা: বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, হিন্দুস্তান মুসলমানরা শাসন করবে। আবার তা মুশরিকরা দখল করবে এবং তারাই সেখানে তাদের সকল হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে। আবার তা মুসলমানরা বিজয় করবে যাদের নেতা হবে মাহমুদ এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৮; কিতাবুল আক্বিব ১৩৮)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুশরিকদের থেকে মুমিনরা বিজয় করবে। আর তাদের নেতা হবে মাহমুদ। হিন্দুস্তানে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৯; কিতাবুল আক্বিব ১৪০)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

৫.৩ শামীম বারাহ (সাহেবে কিরান) এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

৫.৩.১ ইলহামী কবিতা কাসিদায় কি বলে

কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) তে হিন্দুস্তানের ফিতনা নিয়ে বলার সময়ে সেই ফিতনার অবসান করবেন যারা তাদের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৪৪) ‘‘সাহেবে কিরান’’ ও ‘‘হাবীবুল্লাহ’’ হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের।

এই প্যারাতে বলা দুইজন ব্যক্তি যারা হিন্দুস্তানে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের মধ্যে একজন যাকে সাহেবে কিরাণ নামে উল্লেখ করা হয়েছে তিনিই হচ্ছেন শামীম বারাহ। যিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের জন্য জিহাদের ময়দানে অবতরণ করবেন। কাসিদাতে সাহেবে কিরাণ নাম ছাড়া আর কোনই পরিচয় উল্লেখ আসেনি। তার পরিচয় হাদিসেই বেশি উল্লেখ এসেছে।

৫.৩.২ ইলহামী কবিতা আগামী কথন কি বলে

প্যারাঃ (৫)
প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
"শীন"-"মীম" এর নীড়ে।
দিয়ে জয় গান -"আল্লাহ মহান",
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।
প্যারাঃ (১৯)
আহাজারী আর কান্নায় ভারী,
সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা।
খোদার মদদে "শীন" "মীম" সেক্ষণে,
আগাইবে করিতে শত্রুর মুকাবিলা।
প্যারাঃ (২০)
"শীন" সে তো "সাহেবে কিরান",
"মীম"-এ "হাবীবুল্লাহ"!
জালিমের ভূমিতে ঘটাইবে মহালয়,
সাথে আছে "মহান আল্লাহ"!
প্যারাঃ (২১)
"হাবীবুল্লাহ" প্রেরিত আমীর,
সহচর তার "সাহেবে কিরান"।
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্ত্র "উসমান"!
প্যারাঃ (৩৬)
মহা সমরের পূর্বে দেখিবে,
প্রকাশ পাইবেন "মাহমুদ"।
পাশে থাকিবেন "শীন" ও "জ্যোতি",
সে প্রকৃতই রবের দূত।

আগামী কথন এর এই সকল প্যারায় যাদের ব্যাপারে উল্লেখ এসেছে, তার মধ্যে শীন দিয়ে নাম যাকে সাহেবে কিরান বলা হয়েছে তিনিই হচ্ছেন শামীম বারাহ। আরো বলা হয়েছে এই সাহেবে কিরান সেই আমীরের সহচর হবেন। এখানে সেই আমীরের নাম ও উপাধি উল্লেখ পাওয়া গেলেও সাহেবে কিরান যার উপাধি হবে, আর তার নাম শীন দিয়ে হবে, কিন্তু শীন অক্ষর দিয়ে কি নাম তা আগামী কথনের কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। শুধু মাত্র হাদিস থেকেই তার প্রকৃত নামের বিষয়ে জানা যায়।

৫.৩.৩ হাদিস কি বলে

হযরত আনাস (রা:) বলেন, একদা রসূল ﷺ এর এক মজলিসে আমি আর বিলাল (রা:) বসা ছিলাম। সে সময়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বিলাল (রা:) এর কাঁধে তার ডান হাত রেখে বললেন, "হে বিলাল! তুমি কি জানো? তোমার বংশে আল্লাহ এক উজ্জল তারকার জন্ম দিবেন, যে হবে সে সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি (সাহেবে কিরান)। অবশ্যেই সে একজন ইমামের সহচর হবে।" রাবি বলেন, সম্ভবত রসূল ﷺ বলেছেন, সেই ইমামের আগমন ইমাম মাহদীর পূর্বেই ঘটবে।

- (আসারুস সুনান ৩২৪৮; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা, পৃষ্ঠাঃ ৩০ যাতে "রাবি বলেন..." এই উক্তিটি নেই।)

সাহল ইবনু সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিতনার সৃষ্টি হবে (দ্বিতীয় কারবালা)। আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা। মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাহেবে কিরান! আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম হবে মাহমুদ। অবশ্যেই তারা মাহদীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবে।

- (তারিখুল বাগদাদ ১২২৯)

হযরত জাবির (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অভিশপ্ত জাতির নিকট থেকে হিন্দুস্তান বিজয়ের সৈনিকরা অর্থাৎ গাজওয়াতুল হিন্দের বিজয়ী সৈনিকরা জেরুজালেম তথা বাইতুল মুকাদ্দাস দখলে নেবে। আর তাদের সেনাপতি হবে শামীম বারাহ, যার উপাধী হবে সাহেবে কিরান।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১০০)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আমার বংশের মাহদীর আগমনের পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর সে নিরাপদে জেরুজালেম তথা বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করবে। আর ততক্ষন মাহদী জেরুজালেম ভ্রমন করবে না, যতক্ষন না অভিশপ্ত জাতি থেকে তা শামীম বারাহর দখলে না আসে। আর অবশ্যই তা দিনের আলোর মত সত্য।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯৬)

হযরত হাম্মাম (রহিঃ) বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাঃ, কে বলতে শুনেছি কেয়ামত সংঘটিত হবেই। অবশ্যই অবশ্যই তার পূর্বে খলীফা মাহাদীর প্রকাশ ঘটবে। তবে তারও পূর্বে এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তির প্রকাশ হবে। যার নাম হবে শামীম ইবন্ মূখলিস। সে হবে পিতার দিক থেকে বিলাল ইবনে বারাহ এর বংশধর (হাবশী)। আর মায়ের দিক হতে খলীফা আবু বকরের বংশধর (কুরাঈশী)। অবশ্যই সে একজন ইমামের সহচর হবে।

- (ইলা উম্মাতি মুহাম্মাদিন জামানুন ফিতানা ১০৩; জামানুন আখিরা আল খুলাফা, ইমাম হাজিম রহি, ৭৮ এবং কিতাবুল আকিবেও এই হাদিস টি রয়েছে)

হযরত আবু যার (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের দুটি বড় যুদ্ধ হবে। প্রথম যুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে দুটি বালক নেতৃত্ব দিবে, যাদের নাম হবে শুয়াইব আর শামীম বারাহ। এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.), আর দুটি যুদ্ধেই আল্লাহ তাদের পাথর ও গাছ দিয়ে সাহায্য করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৪১)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুশরিকদের থেকে মুমিনরা বিজয় করবে। আর তাদের নেতা হবে মাহমুদ। হিন্দুস্তানে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। আর তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। তখন শামীম বারাহ আল্লাহর হুকুমত অটল রাখবে এবং তার মৃত্যুর পর সুশৃঙ্খল ভাবে চলতে থাকবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৯; কিতাবুল আক্বিব ১৪০)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, হে ইবনূ খত্তাব! কুফা থেকে এক ব্যাক্তি হাজ্জ পালনে আসবে। যার পিঠে তুমি একটি সাদা গোলাকার (চিহ্ন) দেখবে। সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, কারণ সে তার মায়ের অনুগত। সে হবে ক্বরন গোত্রীয়। তার বংশের এক কন্যার পুত্র হতে এক নেককার বান্দার জন্ম হবে। যে হবে সেই সময়কার সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যাক্তি (সাহেবে ক্বিরণ)। আর তার দ্বারা এক বিশ্বশাসক হত্যা হবে। যেই শাসক হবে অভিশপ্ত জাতির সন্তান।

- (জামানুন আখীরা আল খুলাফা, ইমাম হজিম রঃ, পৃষ্ঠাঃ ৫৫)

মুহাম্মাদ (রহিঃ) বলেন, আমি আলি ইবনু আবু তালিব (রা:) কে বলতে শুনেছি, এই কুফায় আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পদচিহ্ন রয়েছে, যাদের মধ্য একজন "ক্বরন" গোত্রীয়। সে মায়ের অনুগত, আর সাদা গোলাকার চিহ্ন বিশিষ্ট পিঠের অধিকারী।
আর অদূর ভবিষ্যতে তার[১] বংশের এক কন্যার পুত্র হতে এক নেককার ব্যাক্তির জন্ম হবে। যে এক শাসককে হত্যা করবে। আর সেই শাসকটি হবে অভিশপ্ত জাতির সন্তান। *

- (জামানুন আখীরা আল খুলাফা, ইমাম হাজিম (রহ:), পৃষ্ঠাঃ ৫৬)
- * ১। এইখানে যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তাকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীও বলা হয়। তার নাম উয়াইস আল-করনী। তিনি রসূল ﷺ এর যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু তার সাথে দেখা করতে পারেন নি তার মায়ের খেদমতের কারণে। তিনি অনেক নেককার ব্যক্তি ছিলেন। স্বয়ং উমার (রা:) তার কাছে দোয়া চেয়েছিলেন যার ব্যাপারে সহীহ সূত্রে হাদিস এসেছে।

৫.৪ তাদেরকে কিভাবে চিনতে পারবো আমরা?

৫.৪.১ ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ কে যেভাবে চিনবেন

আগের পয়েন্টগুলো থেকে এটা জানতে পেরেছি যে, ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর নেতৃত্বে হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। কিন্তু তাকে আমরা কিভাবে চিনতে পারবো? মূলত তাকে আমরা যাচাই করবো হাদিস দিয়ে। হাদিসে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে তাঁর সাথে সেই ব্যক্তি এর মিল আছে কিনা। কারণ নাহলে যে কেউই মাহমুদ দাবি করতে পারে, ফলে সাধারণ মুসলিমরা বিভ্রান্তিতে পড়বে। এখানে আমরা সংক্ষেপে সেগুলো নিচে উল্লেখ করছি যা আমরা হাদিসের বর্ণনা থেকে জানতে পেরেছি-

- তার নাম হবে মাহমুদ। তার উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ।
- তার পিতার নাম হবে আব্দুল কাদির। যিনি কুরাইশী বংশধর হবেন।
- তার মাতার নাম হবে সাহারা। যিনি কাহতানী বংশ থেকে হবেন।
- তিনি পিতার দিক হতে ওমর (রা:) এর বংশধর হবেন।
- তিনি হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করবেন।
- তিনি হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখণ্ডের ‘দুর্গম’ নামক অঞ্চলের ‘পাকা’ নামক জনপদের অধিবাসী হবেন।
- তিনি দেখতে দুর্বল হবেন। তাকে সে সময়ের খুব কম লোকেরাই চিনবে।
- আল্লাহ তার চেহারায় মায়া দান করবেন।
- তিনি বালক হবেন বা একজন যুবক হবেন। আরবিতে শাব্বুন শব্দ এসেছে।
- তার একজন সহচর বন্ধু থাকবেন যার নাম হবে শামীম ইবনে মুখলিস এবং সেই বন্ধুর উপাধি হবে সাহেবে কিরাণ।
- তিনি হিন্দুস্তানের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবেন এবং যুদ্ধের বায়াত নিবেন।
- তিনি হিন্দুস্তানের অত্যাচারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিবেন।
- তিনি শতবর্ষী মুজাদ্দিদ ও ইমাম হবেন এবং তার আত্মপ্রকাশ ইমাম মাহদীর আগে হবে।
- তিনি আল্লাহ তায়ালা থেকে গোপনবাণী তথা ইলহাম পাবেন।
- তিনি দ্বীনকে সংস্কারের জন্য কাজ করবেন।
- তিনি মাহদীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবেন।
- তিনি খলীফা মাহদীর খিলাফত কায়েমের জন্য কাজ করে যাবেন ও খলীফা মাহদীর কাছে বায়াত নেওয়ার কথা বলবেন।

৫.৪.২ সাহেবে কিরান শামীম বারাহ কে যেভাবে চিনবেন

আগের পয়েন্টগুলো থেকে জানতে পেরেছি যে সাহেবে কিরাণ যার নাম শামীম বারাহ হবে তিনি হিন্দের যুদ্ধের মূল সেনাপতি হবেন এবং ইমাম মাহমুদ এর সহচর বা বন্ধু হবেন। তার যে সকল পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য দেখে তাকে চিনতে পারবো তা হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। যাতে আমরা সঠিক ব্যক্তিকে চিনতে পারি ও বিভ্রান্তিতে না পড়ি। তবে আমরা যদি আসল ইমাম মাহমুদকে খুঁজে বের করতে পারি তাহলে তার বন্ধুকেও পাওয়া যাবে। তারপরও তাকে চেনার লক্ষণগুলো সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করছি-

- তার নাম হবে শামীম তথা শামীম বারাহ। তার উপাধি নাম হবে সাহেবে কিরাণ বা সৌভাগ্যবান।
- তার পিতার নাম হবে মুখলিস।
- তিনি পিতার দিক দিয়ে বেলাল (রা:) এর বংশধর হবেন অর্থাৎ (হাবশী)।
- তিনি মাতার দিক থেকে আবু বকর (রা:) এর বংশধর থেকে হবেন অর্থাৎ (কুরাইশী), বনু তামীম গোত্রের।
- তিনি একজন ইমামের সহচর হবেন এবং তার সত্যায়ন সেই ইমামই করবেন। আর সেই ইমামের নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হাবীবুল্লাহ।
- তিনি হিন্দুস্তানের যুদ্ধের মূল সেনাপতি হবেন।
- তার আত্মপ্রকাশও ইমাম মাহদীর আগমনের আগেই ঘটবে।

সবশেষে বায়াত ও আনুগত্য

তাদের খোজ পেলে জানতে হবে যে, সেই হিন্দের যুদ্ধ একদমই কাছে চলে এসেছে এবং দুনিয়াব্যাপী ফিতনা-ফাসাদ শুরু হতে চলেছে। যেহেতু তারা হবেন এই সময়ের আল্লাহর মনোনীত আমীর ও সেনাপতি, তাই তাদের কাছে আনুগত্যের বায়াত নেয়ার মাধ্যমে সেই হক জামায়াতে শামিল হতে হবে। বায়াত ও আনুগত্য যেকোনো দলের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। আর যেখানে আল্লাহর মনোনীত আমীর ও জামায়াত থাকবে, সেই দলে তা আরো গুরুত্ব বহন করে। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে-

হুযায়ফা (রা:) বলেনঃ লোকেরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট কল্যাণ ও মঙ্গলের বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো এবং আমি তাঁর নিকট অকল্যাণের বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। এ কথা শুনে লোকেরা তাঁর প্রতি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলে, তিনি বলেনঃ আমার কথা যারা খারাপ মনে করে, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি বলেন, একদা আমি বলিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মহান আল্লাহ্ আমাদের যে কল্যাণ ও মঙ্গল দান করেছেন, এরপর কি আবার খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হবে, যেমন আগে ছিল? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। আমি বলিঃ এর থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কি? তিনি বলেনঃ তরবারি। আমি জিজ্ঞাসা করিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরপর কি হবে? তিনি বলেনঃ এ সময় পৃথিবীতে যদি আল্লাহ্র কোন প্রতিনিধি (খলীফা) থাকে এবং সে জুলুম

করে তোমার পিঠ ভেঙ্গে দেয়, তোমার ধন-সম্পদ লুট করে নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য করবে। আর যদি এরূপ কেউ না থাকে, তবে তুমি জঙ্গলে চলে যাবে এবং গাছের লতা-পাতা খেতে খেতে মরে যাবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৪ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৬]; আহমাদ)

হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল বাহিলী (রা:) বলেন, আমি বিদায় হজ্বে রসূলে পাক ﷺ কে বলতে শুনেছি। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো, রমজানের রোজা রাখ, নিজেদের অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করো এবং নিজেদের ইমামের তথা আমীরদের আনুগত্য কর। তবে তোমরা আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৯০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের হক আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলার জান্নাত তাঁর জন্য আবশ্যক যদি সে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! দ্বীনের হক কি? তিনি বলেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আর আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের সন্নিকটে (আনুগত্য করবে) থাকবে। এ কথা বলে আল্লাহর রসূল ﷺ সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াত পাঠ করে শোনালেন। *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১২৫)
- * সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতটি হচ্ছে- হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (মনোনীত আমীর বা নেতা) দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের (কুরআন ও সুন্নাহ) দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর নাফরমানি করলো। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো সে প্রকৃত অর্থে আমার আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানি করলো সে প্রকৃত অর্থে আমার নাফরমানি করলো।
অন্য বর্ণনায় বর্ধিত- "প্রকৃতপক্ষে ইমাম (নেতা) হলেন ঢাল স্বরূপ। তার পিছন থেকে যুদ্ধ করা হয়, তার দ্বারা (শত্রুদের কবল থেকে) নিরাপত্তা পাওয়া যায়। সুতরাং শাসক যদি আল্লাহর প্রতি ভয়প্রদর্শন পূর্বক প্রশাসন চালায় এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে এর বিনিময়ে সে সাওয়াব (প্রতিদান) পাবে। কিন্তু সে যদি এর বিপরীত কর্ম সম্পাদন করে, তাহলে তার গুনাহও তার ওপর কার্যকর হবে"।

- (সহীহ, মুসনাদে আহমদ ৭৪৩৪, ৮১৩৪; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬৫; বুখারী ২৯৫৭; মুসলিম ১৮৩৫; সহীহ আল জামি' ৬০৪৪)

৫.৫ কোথা থেকে প্রকাশ পাবে ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরাণ?

ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরান যেহেতু এক অন্যের সাথে পরিচিত হবে তাই তাদের একজনকে খুঁজে পেলেও আমরা দুজনকেই পেয়ে যাবো। তার মধ্যে যেহেতু ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ-ই মূল আমীর তাই তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টাই আগে করা দরকার। আর তার মাধ্যমেই তার সহচর তথা হিন্দের যুদ্ধের মূল সেনাপতিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে। হাদিসগুলোতেও দেখা যায়, ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ সম্পর্কেই বেশি বিস্তারিত তথ্য দেওয়া রয়েছে। এটাই স্বাভাবিক যে আমীরগণের পরিচয়-বৈশিষ্ট্য বেশি উল্লেখ আসবে তাদের সহচর বা বন্ধুদের চেয়ে।

যেহেতু জানা যায়, এই আমীরই হিন্দের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবে তাই এটাই স্বাভাবিক যে তিনি হিন্দ তথা হিন্দুস্তান থেকেই প্রকাশ পাবেন। কিন্তু কোথা থেকে প্রকাশ পাবেন সেটাই আমরা হাদিস থেকে দেখার চেষ্টা করবো।

হাদিস থেকে জানা যায়

হযরত বুরাইদা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে। আর তাদের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করবে। তখন সেখানকার 'বালাদি লিল 'উছরা' অর্থাৎ দুর্গম নামক অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালক যার নাম হবে মাহমুদ, তাদের মোকাবিলা করবে। আর তাঁর নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তাঁর একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধি হবে সৌভাগ্যবান।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলমিদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। পিতার নাম আব্দুল ক্বদীর। সে দেখতে খুবই দুর্বল হবে। তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩০; ক্বাশ্ফুল কুফা ২৬১)

হজরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রা: থেকে বর্ণিত, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, শেষ জামানায় মাহদির পূর্বে, হিন্দের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন আমীর বের হবে এবং সে দুর্গম এলাকার, পাকা নামের জনপদের অধিবাসী হবে। তার নাম মাহমুদ, তার পিতার নাম কদির ও তার মাতার নাম সাহারা হবে এবং তার হাতে হিন্দুস্তানের বিজয় হবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ)

......সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখন্ডের দূর্গম নামক একটি অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম আব্দীল (নামে আব্দিল বা আব্দুল থাকবে)। সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুস্তান বিজয় করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩২)

......পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

এই হাদিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে-
১। হিন্দুস্তান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।
২। হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখণ্ডে বা পূর্ব দেশ থেকে। যা হবে মুশরিকদের একটি বন্ধু অঞ্চল যাতে মুসলিমরা বাস করবে। সেই ভূখণ্ড বা দেশের শাসক হবে নারী শাসক।
৩। হিন্দুস্তানের পূর্ব দেশ বা ভূখণ্ড এর দুর্গম নামক অঞ্চল থেকে।
৪। হিন্দুস্তানের পূর্ব দেশ বা ভূখণ্ড এর দুর্গম নামক অঞ্চল এর পাকা নামের জনপদের অধিবাসী হবে।
এইসবগুলো মিলে যায় এমন জায়গা থেকেই তার আত্মপ্রকাশ হবে বা এটাই তার জন্মস্থান হবে। আমরা এই সব তথ্যসূত্র দিয়েই তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো ইংশাআল্লাহ।

হিন্দুস্তানের পূর্বদেশ বা পার্শ্বভূমি বলতে আমরা বাংলাদেশকেই জানি। কিন্তু পরের দুর্গম নামক অঞ্চল তথা 'বালাদি লিল 'উছরা' টি কোথায় সেটি খুঁজে বের করা দরকার। অনেকেই এটিকে ভেবেছে যে, দুর্গম অঞ্চল থেকে। কারণ বাংলাদেশেও তো অনেক দুর্গম বা পাহাড়ি অঞ্চল রয়েছে, আর তাও অনেকগুলো। এখন কোথা থেকে প্রকাশ পাবে বা তার জন্মস্থান হবে তা নির্ণয় করতে পারা যায় না। এরপর আবার তার মধ্যে 'পাকা' নামক জনপদ থাকবে যেখান থেকে তিনি বের হবেন। কিন্তু যদি সঠিকভাবে আরবি ইবারতটি দেখা হয় এর তাহলে দেখা যায় বালাদ অর্থ নগর, শহর বা অঞ্চল আর উছরা অর্থ কষ্টদায়ক, মুশকিল, দুর্গম ইত্যাদি। যদি ভালো করে খেয়াল করা হয় তাহলে দেখা যায় এটি 'দুর্গম অঞ্চল' নয়, 'দুর্গম নামক অঞ্চল'। অর্থাৎ দুর্গম কোন অঞ্চল থেকে নয়। যে অঞ্চল থেকে প্রকাশ পাবে সেই অঞ্চলের নামই হবে দুর্গম। এখন বাংলাদেশে কি দুর্গম নামক বা এই নামে কোন অঞ্চল রয়েছে কিনা? অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর এই উত্তরও পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আর তা হচ্ছে দুর্গম নামক একটি অঞ্চল রয়েছে এদেশে! বিভিন্ন ম্যাপ ও অনলাইনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের

ইতিহাস খোঁজ করে পাওয়া যায় যে, দুর্গম নামেই একটি অঞ্চল এই পূর্ব ভূখণ্ডে তথা বাংলাদেশে রয়েছে। আর সেই অঞ্চলটিই বর্তমানে নাটোর হিসেবে পরিচিত। এর নামকরণ বিষয়ে পাওয়া গেছে-

"নাটোর জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নারদ নদী। কথিত আছে, এই নদীর নাম থেকেই 'নাটোর' শব্দটির উৎপত্তি। ভাষা গবেষকদের মতে, 'নাতোর' হচ্ছে মূল শব্দ। উচ্চারণগত কারণে এটি হয়ে গেছে 'নাটোর'। নাটোর অঞ্চল নিম্নমুখী হওয়ায় চলাচল করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এই জনপদের দুর্গমতা বোঝাতে বলা হতো 'নাতোর'। 'নাতোর' অর্থ দুর্গম।"

- (নাটোর জেলা -ট্র্যাভেল নিউজ বাংলাদেশ; কোন জেলার নামকরণ কীভাবে- নাটোরের নাম নিয়ে নানান জনশ্রুতি -বাংলা ট্রিবিউন)

খুঁজে পাওয়ার পর দেখা যায়, এই বিষয়ে অসংখ্য জায়গায় বিভিন্ন আর্টিকেল রয়েছে যাতে বলা হয়েছে নাটোরের নামকরণ ও উৎপত্তি নিয়ে। নাটোর এর মূল শব্দটি ছিল নাতোর। অর্থাৎ এটিই ছিল নাটোর এর প্রাচীন নাম। আর এর অর্থই হচ্ছে দুর্গম। নাতোর তথা দুর্গম নামকরণের কারণও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে সেই জনপদ বা অঞ্চলটি দুর্গমও ছিল যাতে চলাচল করা কঠিন ছিল। এর নামকরণের আরো ইতিহাস থাকলেও এটি সর্বত্র সমাদৃত যে এটি দুর্গম একটি এলাকা ছিল, এ থেকেই এর নামকরণ নাতোর যা বর্তমানে নাটোর। নাটোর পৌরসভার ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়-

"অন্য তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমান জেলা সদরের অবস্থান এত নিচু ছিল যে, এখানে পায়ে চলাচল প্রায় অসম্ভব। তাই স্থানটিকে বলা হতো 'নাতর' (না-অসম্ভব এবং তর-গমন); যা থেকে কালক্রমে নাটোর নামের উৎস হয়েছে। অন্য অভিমত হচ্ছে জেলা সদরের পাশ দিয়ে প্রবহমান নারদ নদীর নাম থেকে কালক্রমে নাটোর জেলার নামকরণ হয়েছে।"

- http://natorepourashava.gov.bd/নাটোর-সম্পর্কে-বিস্তারিত/
- 'নাতর' (না-অসম্ভব এবং তর-গমন) অর্থাৎ এর অর্থ দাড়ায় এক কথায় দুর্গম। যাতে চলাচল করা বা গমন করা কষ্টকর বা প্রায় অসম্ভব।

অর্থাৎ দেখা যায় যে, প্রাচীন নাতোর অঞ্চল যা বর্তমান নাটোর অঞ্চল তথা জেলা, সেটিই দুর্গম অঞ্চল যার কথা হাদিসে বলা হয়েছে। আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার এই যে, এই দুর্গম অঞ্চলের মধ্যেই 'পাকা' নামের জনপদ রয়েছে। نَضِجَ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপক্বতা বা পাকা যেটি হাদিসে এসেছে। সেই পাকা নামে নাটোরে রয়েছে একটি ইউনিয়ন। উইকিপিডিয়া থেকে জানা যায়-

"পাঁকা ইউনিয়ন বাংলাদেশের নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন পরিষদ।"

- https://bn.wikipedia.org/wiki/পাঁকা_ইউনিয়ন,_বাগাতিপাড়া

এই অঞ্চল ছাড়া আর কোন অঞ্চলের সাথে হাদিসের সাথে মিলে না। অর্থাৎ, বুঝা যায় যে এই অঞ্চলটিই সেই অঞ্চল ও জনপদ যার কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সব বিশ্লেষণ দেখে বলা যায়- হিন্দের যুদ্ধের সেই আমীর অর্থাৎ ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখণ্ডের অন্তর্গত দুর্গম নামক অঞ্চলের পাকা নামক জনপদের অধিবাসী হবেন। সেটির বর্তমান ঠিকানা দাঁড়ায় – ভারতের পাশের দেশ তথা পূর্ব দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার অন্তর্গত পাঁকা ইউনিয়ন। সেখানেই তার জন্মস্থান বা সেখান থেকেই তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। উল্লেখ্য যে, এই ইউনিয়নটিতে মোট গ্রামের সংখ্যা ২৩টি ও মৌজার সংখ্যা ২৩টি। এখানে যদি আমরা খোঁজ করি তাহলে সেই হিন্দের নেতা ও সেনাপতিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতে পারে। আর যখন আত্মপ্রকাশ করবেন বা জনসম্মুখে আসবেন তখনও আমরা জানতে পারবো।

শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ:) এর কাসিদা থেকে

(৪৫) কাঁপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর গাজীদের পদভারে
ভারতের পানে আগাইবে তারা মহারণ হুঙ্কারে।

ব্যাখ্যাঃ আক্রমণকারীরা ভারত উপমহাদেশের হিন্দু দখলকৃত এলাকার বাইরে থাকবে এবং হিন্দু দখলকৃত এলাকা দখল করতে হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে যাবে মেদেনীপুর দিয়ে। আর এই মেদেনীপুর সিমান্ত হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে ভারতের। এদিক থেকেই ভারতে ঢুকবে।

উপরে একটি প্যারা ও তার ব্যাখ্যা কাসিদায়ে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ:) থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ:) এর ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত কবিতাতেও উল্লেখ এসেছে যে, যখন ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ ও তার বীর মুজাহিদরা জিহাদের জন্য আগাইবেন তখন মেদিনীপুর সীমান্ত ব্যবহার করবেন। এখন আমরা যদি দেখি এই মেদিনীপুর কোথায় বা এর সাথে কোন কোন দেশের সীমান্ত রয়েছে তাহলেও আমরা বুঝতে পারবো এই হিন্দের যুদ্ধের আমীর কোন এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়, এটি ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটি বর্ডার এরিয়ার কাছেই অবস্থিত একটি অঞ্চল। বিভিন্ন নিউজে এরকম আসে যে "চুয়াডাঙ্গা জীবননগর সীমান্তের মেদিনিপুর এলাকা"। এই মেদিনীপুর কলকাতার পাশে এবং বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কাছেই অবস্থিত। অর্থাৎ ভারতে ঢুকতে হলে এই মেদিনীপুর হয়ে ঢুকতে হয়। হয়তো ভারত ভাগের আগে এটিই ছিল একটি সীমান্ত বা অঞ্চল যা ঢোকা বা বের হওয়ার রাস্তা বা ট্রানজিট। এই সকল তথ্য থেকে বুঝা যায়, এই সকল হিন্দের মুজাহিদরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকবে মেদিনীপুর এলাকা দিয়ে। এভাবেই এক অঞ্চল থেকে অন্য সকল অঞ্চল বিজয় হবে এই হিন্দের যুদ্ধে। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকেই ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান আত্মপ্রকাশ করবেন এবং জিহাদ করতে করতে ভারতে ঢুকবে মেদিনীপুর সীমান্ত ব্যবহার করে। শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ:) এর কাসিদা থেকে আর কোন তথ্য জানা যায় না।

আশ-শাহ্‌রান এর আগামী কথন থেকে

প্যারাঃ (১৯)
আহাজারী আর কান্নায় ভারী,
সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা।
খোদার মদদে "শীন" "মীম" সেক্ষণে,
আগাইবে করিতে শত্রুর মুকাবিলা।

আগামী কথন এর এই প্যারা থেকে বুঝা যায় যে, শীন ও মীম অর্থাৎ ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান শামীম বারাহ শত্রুর মুকাবিলা করতে আগাইবেন। এখানে ‘সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা’, সেই ভূমি থেকেই শত্রুর মুকাবিলা করতে আগাইয়া যাইবেন তারা। আর সেই ভূমিটি কোনটি তা আগের প্যারাতে উল্লেখ এসেছে।

প্যারাঃ (১৮)
সময় থাকতে হয়ে যেও জোট,
সেই সবুজ ভূখণ্ডের যুবকগণ।
অচিরেই দেখবে চোখের সামনে,
হত্যা হবে কত প্রিয়জন।

সবুজ ভূখণ্ড বলে এখানে বাংলাদেশকেই বুঝিয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন দেশকে সবুজের দেশ বলে না। এই দেশের পতাকাতে সবুজ রংও এই কারণেই ব্যবহৃত হয়। কাসিদার মতো এতেও আর বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

৫.৬ গাজওয়াতুল হিন্দের সৈনিকগণ

এখন পর্যন্ত যত বর্ণনা এসেছে হিন্দের যুদ্ধের বিষয়ে সেগুলো সব দেখলে আমরা এই বিষয়ে উপনীত হতে পারি যে, এই হিন্দের যুদ্ধের মাধ্যমেই মুসলিমরা একটি বড় বিজয় পাবে এবং হিন্দ বিজয় করে মুজাহিদরা পশ্চিমে গমন করবে বাইতুল মুকাদ্দাস ও আরব বিজয় করতে। এরাই হবে কালো পতাকাবাহী সৈন্যদল এবং এরাই মাহদীর খিলাফতকে প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাবে এবং সর্বশেষ এরাই মাহদীর সৈন্য হিসেবে গণ্য হবে। এই সকল সৈন্যদের মধ্য থেকেই উত্তম সেনাপতিরা ইমাম মাহদীর কাছে বায়াত নেয়ার সুযোগ পাবে। একারণেই হিন্দের মুজাহিদদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তাই সকলেরই উচিত হবে এই যুদ্ধে একজন মর্দে মুজাহিদ, বীর সেনা হিসেবে যুক্ত হওয়া এবং তাতে যুক্ত হওয়ার জন্য নিয়ত রাখা। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পূর্বদিক থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসবে, যারা ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা সহজ করে দিবে।

অন্য অনুবাদে এসেছে- প্রাচ্য দেশ থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা মাহ্‌দীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

- (যঈফ, সহীহুল মুসলিম, খণ্ড ৩, হাদিস নং ২৮৯৬; সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড ৩, তাঃ পাঃ ৪০৮৮; যইফাহ ৪৮২৬, যইফ আল-জামি' ৬৪২১)
- এ বিষয়ে সহীহ হাদিসও থাকায় এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন: খুরাসানের দিক হতে কালো পতাকাবাহীগণ আবির্ভূত হবে (মাহ্‌দীর সর্মথনে)। অবশেষে সেগুলো ইলিয়া (বায়তুল মাকদিস)-এ স্থাপিত হবে এবং কোন কিছুই তা ফিরাতে পারবে না।

- (সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬৯ [ইঃ ফাঃ ২২৭২]; মুসনাদে আহমাদ ৮৭৬০)

প্রাচ্যদেশ (পূর্ব) থেকে কালো পতাকাধারী কতক লোক তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। তারা কল্যাণ (খিলাফত) প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা তাদের দেয়া হবে না। তারা লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে। শেষে তাদেরকে তা (খিলাফত) দেয়া হবে, যা তারা চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করবে না। অবশেষে আমার আহলে বাইত-এর একজন লোকের (ইমাম মাহাদীর) নিকট তা (খিলাফত) সোপর্দ করা হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে, যেমনিভাবে লোকেরা একে যুলুমে পূর্ণ করেছিলো। তোমাদের মধ্যে যারা সে যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট চলে যায়।

- (যঈফ, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৮২; রাওদুন নাদীর ৬৪৭; তারিখে তাবারী; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকাহ্‌, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫০-২৫১)

হযরত জাবির (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অভিশপ্ত জাতির নিকট থেকে হিন্দুস্তান বিজয়ের সৈনিকরা অর্থাৎ গাজওয়াতুল হিন্দের বিজয়ী সৈনিকরা জেরুজালেম তথা বাইতুল মুকাদ্দাস দখলে নেবে। আর তাদের সেনাপতি হবে শামীম বারাহ, যার উপাধী হবে সাহেবে কিরান।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১০০)

তাহলে দেখা যাচ্ছে হিন্দের যুদ্ধের এই সকল সৈন্যরাই মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠার সাহায্যকারী হবে, এক কথায় তারাই মাহদীর সৈন্য। এই সকল সৈন্যরা কারা হবেন, কোন নেতার অধীনে, কোন জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠার সাহায্যকারী, যিনি তার পূর্বে আত্মপ্রকাশ করবেন, তার নেতৃত্বেই তার জামায়াতেই এই সকল সৈন্যরা থাকবেন। তাই যারাই সেই জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে তারাই হবে হিন্দের যুদ্ধের মুজাহিদ এবং মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠার সাহায্যকারী সৈন্যদলের সৈন্য।

আল্লাহ আমাদেরকে ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠার একজন সাহসী সৈনিক হিসেবে কবুল করুন, আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(আগামীর ফিতনাগুলো)

৬.১ ভয়াবহ ফিতনার সূচনা

রসূল ﷺ থেকে শুরু করে তার পরের সাহাবীগণ, তাদের পরের যুগের তাবীঈগণ, তাদের পরের যুগের তাবে তাবীঈগণ, তাদের পরের সব যুগের ফকীহগণ, মুহাদ্দিসগণ ইসলামের যত বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে ফিতনা। এই ফিতনা শব্দের অসংখ্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তারা। সব যদি একত্র করা হয় তাহলে ফিতনা শব্দের অর্থ দাঁড়ায়- "পরীক্ষা, প্রলোভন, বিচার, শাস্তি, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, সংঘাত, মালহামা বা যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফিরকা ও দলাদলি, মতানৈক্য, বিশ্বাসঘাতকতা, এমন বিষয় যা ঈমানকে ধ্বংস করে কুফুরিতে-শিরকে নিয়ে যায়, দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা, এমন বিষয় যা পথভ্রষ্ট করে দেয়, সর্বশেষ বিষয় হচ্ছে এমন জিনিস যা জাহান্নামে নিয়ে যায়।"
তাহলে ফিতনা বিষয়টি আমাদের জন্য কতটা ভয়াবহ বিষয় তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। রসূল ﷺ এ কারণে কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে সকল ফিতনার ব্যাপারেই বলে গিয়েছেন এবং তা থেকে বাঁচার উপায়ও বলে গিয়েছেন। হাদিসে এসেছে-

আবূ যায়েদ আমর ইবনে আখত্বাব আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, অতঃপর মিম্বরে চড়ে ভাষণ দিলেন। শেষ পর্যন্ত যোহরের সময় হয়ে গেল। সুতরাং তিনি নীচে নামলেন ও নামায পড়লেন। তারপর আবার মিম্বরে চাপলেন [ও ভাষণ দানে প্রবৃত্ত হলেন] শেষ পর্যন্ত আসরের সময় হয়ে গেল। তিনি পুনরায় নীচে অবতরণ করলেন ও নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি আবার মিম্বরে উঠলেন এবং খুতবা পরিবেশনে ব্রতী হলেন, শেষ পর্যন্ত সূর্য অস্ত গেল। সুতরাং অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সমস্ত বিষয়গুলি তিনি আমাদেরকে জানালেন। অতএব আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বড় জ্ঞানী, যিনি এসব কথাগুলি সবার চাইতে বেশি মনে রেখেছেন।'

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ২৮৯২; মুসনাদে আহমাদ ২২৩৮১; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৫৪/১৮৭০ [আন্তঃ ১৮৬১])

আর এই যুগটি হচ্ছে ফিতনার চূড়ান্ত রূপ। হাদিসে এসেছে এটি কালো গরুর ফিতনার ন্যায়। এটি দিয়ে বুঝিয়েছে, যা দেখতে সব একই রকম লাগবে, হক-বাতিল আলাদা করা কষ্টকর হবে। আর এর পরের ফিতনার ব্যাপারেই বলা হয়েছে দাজ্জালের ফিতনা। যেহেতু দাজ্জালের ফিতনা এখনো দূরে তাই এই সময়ের ফিতনার ব্যাপারে কি বলা হয়েছে হাদিসে তা জানা উচিৎ আমাদের।

কুতায়বা (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা আমলের প্রতি অগ্রসর হও। একজন সকালে মু'মিন বিকালে কাফির, কিংবা বিকালে মুমিন সকালে কাফির। একজন দুনিয়ার সামানের বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করবে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৯৫ [ইঃ ফাঃ ২১৯৮]; সহিহাহ ৭৫৮; মুসলিম)

কুতায়বা (রহঃ) ..... আনাস ইবন মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের খন্ডের মত অনেক ফিতনা হবে। তখন সকালে একজন মুমিন বিকালে সে কাফির, আর বিকালে একজন মুমিন সকালে সে কাফির। বহু সম্প্রদায় দুনিয়ার সামানের বিনিময়ে তাদের দ্বীন বিক্রি করবে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৯৭ [ইঃ ফাঃ ২২০০]; সহিহাহ ৭৫৮, ৮১০)

মাশরুক রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এরশাদ করেন, (আগত জামানা গুলোতে) এমন কোনো বছর (অতিক্রান্ত) হবে না, যার পরের (বছর)টি তার (পূর্বের বছরটি) থেকে আরো বেশি মন্দ না হবে। আমি বলছি না – '(পূর্বের) বছর(টি তার পরের) বছর থেকে বেশি বৃষ্টিপাত দিবে, (পূর্বের) বছর(টি তার পরের) বছর থেকে বেশি ফলন দিবে, (পূর্বের) বছর(টিতে বিদ্যমান) শাসক (তার পরেরর বছরে বিদ্যমান) শাসক থেকে বেশি উত্তম হবে। বরং (আমি বলতে চাচ্ছি, সেই জামানা গুলোতে) তোমাদের ওলামা(-ই-কেরাম) এবং তোমাদের ভালো লোকগুলি (একে একে দুনিয়া থেকে) বিদায় নিবেন। এরপর এমন সব গোষ্ঠির আবির্ভাব হবে, যারা (কুরআন ও সুন্নাহ'র শরয়ী বিধিবিধান গুলোকে পিঠের পিছনে ফেলে দিয়ে) তাদের (ব্যাক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিয়) বিষয়গুলোকে নিজেদের (নিছক বিবেকপ্রসূত যুক্তি-নির্ভর) মতামত সমূহের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিবে। ফলে ইসলাম (দুনিয়া থেকে) বিলুপ্ত (প্রায়) ও অথর্ব (প্রায়) হয়ে যাবে।

- (আল-বাদউ, ইমাম ইবনে ওয়ায়হ ১/৭০ হাঃ ৭৮; সুনানে দারেমী ১/৭৬ হাঃ ১৯৪; আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ইমাম আদ-দানী ১/৫১৭ হাঃ ২১০, ২১১; আল-মু'জামুল কাবীর, ইমাম ত্বাবরাণী ৯/১০৯ হাঃ ৮৫৫১; সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকী ৩/৩৬৩; জামেউ বায়ানিল ইলম, ইমাম ইবনু আব্দিল বার ২/১০৪৩ হাঃ ২০০৯)

হান্নাদ (রহঃ) ..... আবূ মূসা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের পরে এমন এক যামানা আসছে যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং ব্যাপক ভাবে 'হারাজ' হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, "হারাজ" কি? তিনি বললেনঃ হত্যাযজ্ঞ (ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ)।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২২০০ [ইঃ ফাঃ ২২০৩]; সহিহুল জামি' ২২২৯)

মাহমূদ ইবন গায়লান (রহঃ) ...... আনাস ইবন মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের এমন একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে শুনেছি এবং আমার পরেও এমন কেউ তোমাদেরকে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করতে পারবে না যে সরাসরি তা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের আলামত হল, ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটবে, যিনা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান করা হবে,

নারীদের আধিক্য ঘটবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার মাত্র একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকবে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২০৫ [ইঃ ফাঃ ২২০৮]; বুখারী; মুসলিম)

সালিহ ইবন আবদুল্লাহ (রহঃ) ...... আলী ইবন আবূ তালিব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মত যখন এ পনেরটি বিষয়ে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর মুসিবত নিপতিত হবে। জিজ্ঞাসা করা হল, সেগুলো কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, যখন গনীমত পরিণত হবে ব্যক্তিগত সম্পদে, আমানত পরিণত হবে লুটের মালরূপে, যাকাত গণ্য হবে জরিমানারূপে, পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের অনুগত হবে আর মা'দের হবে অবাধ্য, বন্ধুদের সাথে তো সদাচারণ করবে অথচ পিতার সঙ্গে করবে দুর্ব্যবহার, মসজিদে শোরগোল করা হবে, নিকৃষ্টতম চরিত্রের লোকটি হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা, কেবল অনিষ্টের ভয়ে কোন ব্যক্তিকে সম্মান করা হবে, মদপান করা হবে, রেশম বস্ত্র পরিধান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের রেওয়াজ চলবে, উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা প্রথম যুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা অপেক্ষা করবে অগ্নিবায়ু বা ভূমিধ্বস বা চেহারা বিকৃতির আযাবের। *

- (যঈফ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২১০ [ইঃ ফাঃ ২২১৩]; মিশকাত ৫৪৫১)
- * বর্তমান বাস্তবতা এবং এ বিষয়ে অন্য সহীহ রেওয়ায়েত থাকায় যঈফ হওয়া সত্যেও গ্রহণযোগ্য। আর এই আজাবও আমাদের থেকে খুবই নিকটে এখন।

আলী ইবন হুজর (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গনীমত সম্পদ যখন ব্যক্তিগত সম্পদ বলে গণ্য করা হবে, যাকাত হবে জরিমানা বলে, দ্বীনী উদ্দেশ্য ছাড়া ইলম অর্জন করা হবে, পুরুষরা স্ত্রীদের আনুগত্য করবে, এবং মা'দের অবাধ্য হবে, বন্ধূদের নিকট করবে আর পিতাকে করবে দূর, মসজিদে শোরগোল করবে, পাপাচারীরা গোত্রের নেতা হয়ে বসবে, নিকৃষ্ট লোকেরা সমাজ নেতা হবে, অনিষ্টের আশংকায় একজনকে সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার ঘটবে, মদ্যপান দেখা দিবে, উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা প্রথম যুগের লোকদেরকে অভিসম্পাত করবে তখন তোমরা অপেক্ষা করবে অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃতি, পাথর বর্ষণের আযাবের এবং আরো আলামতের যা পরপর নিপতিত হতে থাকবে, যেমন একটি পুরানো হারের সূতা ছিড়ে গেলে একটার পর একটা দানা পড়তে থাকে।

- (যঈফ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২১১ [ইঃ ফাঃ ২২১৪]; মিশকাত ৫৪৫০)

'আব্বাদ ইবন ইয়াকূব কূফী (রহঃ) .... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এই উম্মতের জন্য ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের আযাব রয়েছে।

জনৈক মুসলিম ব্যক্তি তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কখন হবে তা? তিনি বললেন, যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার ঘটবে এবং মদ্যপান দেখা দিবে।

- (হাসান, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২১২ [ইঃ ফাঃ ২২১৫]; সহিহাহ ১৬০৪)

ইসমাঈল ইবন মূসা ফাযারী ইবন বিনত কুফী (রহঃ) ..... আনাস ইবন মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন মানুষের এমন এক যামানা আসবে যে যামানায় দ্বীনের উপর সুদৃঢ় ব্যক্তির অবস্থা হবে জ্বলন্ত অংগার মুষ্টিতে ধারণকারী ব্যক্তির মত।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬০ [ইঃ ফাঃ ২২৬৩]; সহিহাহ ৯৫৭)

ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব জুযাজানী (রহঃ) ...... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমরা এমন এক যুগে আছ যে, তোমাদের কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশও ছেড়ে দেয় তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন এক যুগ আসছে যে, কেউ যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক দশমাংশ আমল করে তবুও সে নাজাত পেয়ে যাবে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬৭ [ইঃ ফাঃ ২২৭০]; সহিহাহ ২৫১০)
- এ হাদীসটি গারীব। নু’আঈম ইবন হাম্মাদ-সুফইয়ান ইবন উয়ায়না (রহঃ)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এ বিষয়ে আবূ যার ও আবূ সাঈদ (রা:) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা (পথভ্রষ্ট হয়ে) তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে বাহুতে বাহুতে, হাতে হাতে, বিঘতে বিঘতে। এমনকি তারা যদি দব্বের গর্তেও ঢোকে, তবে তোমরাও অবশ্যই তাতে ঢোকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! (পূর্ববর্তীগণ কি) ইহুদী-খ্রিষ্টান জাতি? তিনি বলেনঃ তবে আর কারা!

- (হাসান, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪/৩৯৯৪; সহীহুল বুখারী ৭৩১৯; মুসনাদে আহমাদ ৮১০৯, ৮১৪০, ৮২২৮, ৮৫৮৭, ২৭২২৭, ১০২৬৩, ১০৪৪৬; আয-যিলাল ৭২, ৭৪, ৭৫; তাখরীজুল ইসলাহিল মাসাজিদ ৩৮)

জারীর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকে এবং তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পাপাচারীদের বাঁধা দেয় না, তখন আল্লাহ তা’আলা তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান।

- (হাসান, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৭/৪০০৯; আবূ দাউদ ৪৩৩৯; আহমাদ ১৮৭৩১, ১৮৭৬৮; আত-তালীকুর রাগীব ৩/১৭০)

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেনঃ হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, শাসকের তরফ থেকে অত্যাচার কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যখন যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো, তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।

- (হাসান, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৪০১৯; সহীহাহ ১০৬)

আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ কিয়ামতের পূর্বে চেহারা বিকৃতি, ভূমিধ্বস ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ১/৪০৫৯, ৪/৪০৬২; রাওদুন নাদীর ১০০৪; সহীহাহ ১৭৮৭; আহমাদ ৬৪৮৫; সহীহাহ ৪/৩৯৪)

সাহল ইবনে সাদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেনঃ আমার উম্মাতের শেষ যামানায় ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও প্রস্তরবৃষ্টি হবে।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৪০৬০; সহীহাহ ৪/৩৯৪)
- উক্ত হাদিসটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন যায়দ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ২৪৪ টি শাহিদ হাদিস রয়েছে, ২ টি জাল, ২৫ টি খুবই দুর্বল, ২৮ টি দুর্বল, ৮৭ টি হাসান, ১০২ টি সহীহ হাদিস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ সুনান তিরমিজী ২১৫২, ২১৫৩, ২১৮৫, ২২১২; মুয়াত্তা মালিক ১৮৬৪; মুসনাদে আহমাদ ৫৮৩৩, ৬১৭৩, ২৭৭৫৯; মু'জামুল আওসাত ১৮৪১, ৩৬৪৭, ৫০৬১, ৬৯০৫, ৭০৫০।

এসকল হাদিসে যে সকল ফিতনার বিষয়ে উল্লেখ এসেছে তা আজ এখন পুরো বিশ্বে বিরাজমান। যদি রসূল ﷺ এর বাণীগুলো সত্য হয় তাহলে অবশ্যই এগুলো সংঘটিত হবে। আজ বিশ্বে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমরাও এই ফিতনায় হাবুডুবু খাচ্ছে। এ কারণে যে মহামারী আসার কথা বলা হয়েছে তা কি আসবে না? আজ সব জায়গায় প্রতারকরা ওজনে কম বেশি করছে, ভেজাল মিশ্রিত করছে, এ কারণে কি দুর্ভিক্ষের আজাব আসবে না? শাসকদের তরফ থেকে কি জুলুম-অত্যাচার আসছে না? মুসলিমরা যাকাত আদায় না করার ফলে যে অনাবৃষ্টির আজাব আসার কথা তাও কি আসছে না? আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য মানুষের

বানানো আইন দিয়ে বিচার ফয়সালা হচ্ছে। এতে সারা বিশ্বেই মতবিরোধ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নামে দলে দলে বিরোধ ও তাদের মধ্যে পরস্পর হানাহানি চলছে, কে কি ধর্মের তা দেখা হচ্ছে না, কোন জাতি আর কোন দল সেটাই তাদের ভ্রাতৃত্বের প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সময়ের চেয়ে আর কোন সময় দুনিয়ায় এত খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। আর তাই এ কারণেই সামনে রয়েছে মানব জাতির জন্য আজাব স্বরূপ আরো বড় বড় ফিতনা। ইতিমধ্যেই তার লক্ষণগুলো প্রকাশিত হওয়া শুরু করেছে। ইসলাম ঠিকই আবার ঘুরে দাঁড়াবে, বিজয়ী হবে কিন্তু তার আগে রয়েছে অনেক কুরবানি এবং যারা দ্বীনকে ছেড়ে দুনিয়ার প্রতি আসক্তিতে রয়েছে তাদের জন্য ধ্বংস। অতএব এই অধ্যায়ে আগামীতে ঘটতে যাওয়া বড় বড় ফিতনাকে সিরিয়ালভাবে সাজানো হয়েছে এবং আগামীতে আমাদের জন্য কি কি আসতে যাচ্ছে তা যতদূর সম্ভব বিস্তারিত আকারে সাজানো হয়েছে। কারণ ফিতনা সম্পর্কে জানা থাকলেই আমরা তা থেকে বাঁচতে পারবো আর নাহয় অচিরেই আমরা ধ্বংস হবো।

আবু ইদ্রিস রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) এরশাদ করেন, নিশ্চই (আখেরী জামানায় ঘন কালো অন্ধকারময়) ফিতনা সমূহ হবে, যা (মুসলমানদের ভালো মন্দ চেনার দৃষ্টিশক্তিকে) অন্ধকারচ্ছন্ন করে ফেলবে -(যেমনটা ঘটে থাকে কোনো ঘন অন্ধকারময় রাতে গরুর পালের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোনো) গরুর মুখ (খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে) -সেরকম (সুকঠিন)। ও(ফিতনা)র মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই ধ্বংস-বরবাদ হয়ে যাবে; কেবল সেই ব্যাক্তি ছাড়া যে -ও(ই ফিতনা)টি ঘটার আগেই সেটাকে চিনে নিয়েছে।

- (আল-মুসান্নাফ, ইমাম ইবনু আবি শায়বাহ ২২/৬৫ হাঃ ৩৮৩৫০; আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ ১/১৯ হাদিস ৫; কানজুল উম্মাল, মুত্তাকী ১১/২১৫ হাঃ ৩১২৭৯)

৬.২ ভণ্ড মাহদী এর আত্মপ্রকাশ ও ধ্বংস

বিভিন্ন হাদিস ও সূত্র থেকে সকলেই একমত যে, আমাদের জামানাতেই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে, তবে তার আগমনের একটি বড় আলামত হচ্ছে ঘন ঘন (ভণ্ড) মাহদীর দাবীদার বের হবে। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে-

...... আমি আরও বলতে শুনেছি, কিয়ামতের প্রাক্কালে অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। (সংক্ষিপ্ত)

- (সহীহ মুসলিম ইসঃ ফাঃ ৪৫৬০)

আবূ হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রায় ত্রিশজন ডাহা মিথ্যাবাদী (ছোট দাজ্জাল) প্রতারকের আবির্ভাবের পূর্বে কিয়ামাত সংঘটিত হবে না। তাদের সকলে দাবি করবে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রসূল।

- (সহীহ, সূনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২১৮, ২২১৯ [ইঃ ফাঃ ২২২১]; সহীহাহ ১৬৮৩; বুখারী; মুসলিম ৪৬০৫-(১০/১৮২২); সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) ৪২৫২)

- আবূ ঈসা বলেন, জাবির ইবনু সামুরা ও ইবনু উমর (রা:) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।
- একই রকম বর্ণনা- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) ৪৩৩৩; সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৩২-(৮৪/১৫৭) [ইঃ ফাঃ ৭০৭৮, ইঃ সেঃ ৭১৩২]; সুনান ইবনু মাজাহ; মুসনাদে আহমাদ)

জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আগে বহু মিথ্যাবাদীর আগমন ঘটবে। অতএব তোমরা তাদের হতে সতর্ক থাক।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৩৮; সহীহুল জামি' ২০৫০; সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৬৮৩; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৫৩৩; মুসনাদে বাযার ২৮৮৮; মুসনাদে আহমাদ ২০৯২২; আবু ইয়া'লা ৭৪৪২; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৫০; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৮৬৫)

আবূ হুরাইরাহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিরিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ উপর মিথ্যা আরোপ করবে (অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূল বলেছেন বা বলে গেছেন এরকম মিথ্যা বলবে)।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) ৪৩৩৪; মুসনাদে আহমাদ)

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও আবু বকর ইবনু আবু শাইবাহ, আবূ কামিল আল জাহদারী (রহঃ) ...... জাবির ইবনু সামুরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে এ উক্তি করতে শুনেছি, কিয়ামতের আগে কতক মিথ্যাবাদী ব্যক্তির আগমন ঘটবে। তবে আবুল আহওয়াস-এর বর্ণনায় এ কথা বর্ধিত বর্ণিত রয়েছে যে, আমি জাবির (রা:) কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৩০-(৮৩/২৯২৩) [ইঃ ফাঃ ৭০৭৬, ইঃ সেঃ ৭১৩০])

সিমাক (রহঃ) বলেন, আমি আমার ভাইকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, জাবির (রা:) বলেছেন, তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭০৭৭, ইসলামিক সেন্টার ৭১৩১)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৩১ [ইঃ ফাঃ ৭০৭৭, ইঃ সেঃ ৭১৩১])

অতএব, এই সকল হাদিস থেকে আমরা সহজেই বুঝি যে, শেষ জামানায় বিভিন্ন ভণ্ড ব্যক্তিরা বের হবে, তারা নিজেদের আল্লাহর রসূল (আল্লাহর প্রেরিত) বলে দাবি করবে, নবী দাবি করবে এবং ইমাম মাহদী দাবি করবে। আর সত্যিকারের ইমাম মাহদীর আগমনের আগে এটি প্রকট আকার ধারণ করবে। যেহেতু সকলেই জানে যে, শেষ জামানায় অর্থাৎ আমাদের যুগেই ইমাম মাহদীর আগমন ঘটতে পারে তাই এখন বিভিন্ন লোক নিজেদের স্বার্থে, ক্ষমতার বা সম্পদের

লোভে বা শয়তানের ফাদে(শয়তান তাকে বুঝাবে যে সেই মাহদী, তা যে মাধ্যমেই হোক) পরে মাহদী দাবি করবে। বর্তমানে একই সময়ে একাধিক মাহদীর দাবীদারদের দেখা যাচ্ছে। যারা কুরআন-হাদিসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করে বুঝাবে যে, এখনই আসার সময় আর সেই ব্যক্তিই সেই। বর্তমান সময়ে এরকম দাবির উপর রয়েছে এমন কিছু লোকের বর্ণনা দেওয়া হলো এখানে।

সমসাময়িক মাহদীর মিথ্যা দাবীদারগণ

মুস্তাক মোহাম্মাদ আরমান খান

এই ব্যক্তিটি বাংলাদেশী। তিনি তার নাম পরবর্তীতে মুহাম্মদ বিন আব্দুল কুদ্দুস হিসেবে পরিচিতি করান সবখানে। ২০১৬-১৭ সাল থেকেই এটি আস্তে আস্তে চলতে থাকে। এরপর সৌদিতে যেয়ে তিনি ইমাম মাহদী ২০২০ সালে আসবেন বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর স্বপক্ষে বিভিন্ন দলিলও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছেন, কুরআন-হাদিস থেকে অপব্যাখ্যা করছেন। মাহদীর সাহায্যকারী দলের একজন নেতা 'ইমাম মানসূর' বানিয়েছেন ভারতের তাবলীগ এর আমীর মাওলানা সা'দকে। আরো অসংখ্য ভুল ব্যাখ্যা। ২০২০ সালের সাথে ইমাম মাহদীর আগমনের ব্যাপারে হাদিস থেকে শুধু মাত্র একটি আলামত মিলে আর তা হচ্ছে মাহদীর আগমনের বছর রমজান মাসের প্রথম ও মধ্য রমজান হবে শুক্রবার। এই আলামতটি আবার ২০২৮ সালের সাথেও মিলে যায়। এর মধ্যে আর কোন বছরের মধ্যেই তা মিলে না। এই একটি ছাড়া আর কোনই আলামত নেই। কিন্তু বিষয় হচ্ছে, আরো যে আলামত আছে তা তো ২০২০ সালের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। এবং বেশির ভাগ দলিলই এই সময়ের বিপরীতে যায়। যখন সকল আলামতগুলো ঘটবে আর মিলে যাবে তখনই আগমনের সময় হবে। যেমন ইমাম মাহদীর আগমনের আগে পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষ মারা যাবে, তার সাহায্যকারী দলগুলোর প্রকাশ ঘটবে ইত্যাদি। প্রথমে তিনি মাহদীর একজন কাছের কেউ বা সৈন্য হিসেবে, অর্থাৎ অন্য কেউ মাহদী বলে প্রচার চালালেও পরবর্তীতে দেখা যায় ২০২০ সালে তিনিই মাহদী দাবি করে বসেন। অনেক লোকই তাকে বিশ্বাস করে ফেলেন তার কথার জাদুতে। পরবর্তীতে জানা যায় তাকে সৌদিতে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আবারো জানা যায় যে বের হয়ে এখনো নাকি এ ব্যাপারে প্রচারণা চালাচ্ছেন। অন্য জায়গায় শোনা যায় তিনি জেলেই আছেন বা বের হয়ে তওবা করেছেন। আল্লাহু আলিম। তিনি শয়তানের ধোঁকায় পরেই এরকম করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

মোহাম্মাদ কাসিম বিন আব্দুল কারীম

লোকটি পাকিস্তানের অধিবাসী। এই লোকও নিজেকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করে আছে। মূলত তার কিছু অন্ধ অনুসারীরাই এটি বেশি প্রচার করে যে, সে মাহদী। ২০১৮-১৯ থেকে তার প্রচারণা সব জায়গায় বেশি ছড়িয়ে পরে, আর এই লোকের দাবি সে ২০ বছরেরও বেশি সময় থেকে স্বপ্ন দেখে তাতে বিভিন্ন বিষয় যা ঘটবে সেগুলো বলে এবং তার দাবি এগুলো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয়। মূলত এই লোকটিও

শয়তান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাকে এই সকল বিষয় শয়তানই জানাচ্ছে, স্বপ্ন দেখাচ্ছে। যারা ফিতনা নিয়ে গবেষণা করেন তারা জানেন যে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছুই হবে তা আল্লাহ তায়ালা তার রসূল ﷺ কে জানিয়েছেন। তার থেকে আমাদের কাছে যত বিষয় পৌঁছেছে তার অনেকাংশই আমাদের অপরিচিত অবস্থায় আছে। বিভিন্ন পুরাতন হাদিসের পুস্তকে সেগুলো পাওয়া যায়। আর শয়তানের কাজই হচ্ছে সত্যের সাথে শতটি মিথ্যা মিশিয়ে প্রচার করা। যার কিছু সত্য হয় আর বেশির ভাগই মিথ্যা হয়। স্বপ্নের ব্যাপারে যে দলিল রয়েছে সেটি ব্যবহার করে যে, শেষ জামানায় মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন সত্য হবে। কিন্তু বিষয় হচ্ছে তার মধ্যে এত বছরেও সুন্নাত এর কোন নিদর্শন নেই। যদি সে এত বছর ধরেই স্বপ্ন দেখে যা তাকে হেদায়েত হিসেবে আসবে তাহলে তার তো সুন্নতের পাবন্দি হওয়ার কথা। যেখানে দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব, সেটিও নেই। ধরলাম সে পথহারা ছিল, আল্লাহ তাকে সত্য স্বপ্ন দেখালেন বা নিদর্শন দিলেন, তাহলে তার তো উচিৎ ছিল তখন থেকেই রসূলের ﷺ সুন্নাহ মেনে চলা। কিন্তু এত বছর ধরে এরকম হচ্ছে তার সাথে এরপরও তার কোন পরিবর্তন নেই, সেই আগের রূপেই জীবন কাটাচ্ছে। আর সত্যিকার মুসলিম-মুমিন তাকেই বলা যায়, যে সুন্নাহ পালন করে চলে। কিন্তু শুধু এটি বিষয় না, সে যদি সুন্নাহ পুরোপুরি পালন করেও এরকম দাবি করতো তাও সে ভণ্ডই হতো। যেহেতু শরীয়তে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাই তার স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে যদি শরীয়তে বলা তথা হাদিসে বলা আলামত, নিদর্শনগুলো না মিলে তাহলে তা বর্জন করতে হবে এটাই নিয়ম। তার স্বপ্নের ব্যাখ্যাগুলোর সাথে হাদিসে বলা কেয়ামতের আলামত, মাহদীর আগমনের আগে পরের আলামত মিলে না। তাই তার স্বপ্ন যদি কুরআন-হাদিসের সাথে মিলত তাহলে এ বিষয়ে বিবেচনা করা যেত। আর যেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে তাতে এরকম বিষয় মূলত হবেই না। মাহদীর সাথে তার কোন মিলও নেই। তবে জানা মতে সে এখনো প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে ও তার অনুসারীরাও।

শফিউল্লাহ হীরা (দাব্বাতুল আরদ)

এই লোকটিও বাংলাদেশের অধিবাসী। সে নিজেকে প্রথমে দাব্বাতুল আরদ দাবি করে আর পরে বলে এই দাব্বাতুল আরদই ইমাম মাহদী। পরবর্তীতে এই লোক তার আরেক সহযোগী নিয়ে (মো. আব্দুল মোমেন) আটক হয়। তাতে উল্লেখ আসে, সে নিজেকে নবীও দাবি করেছেন। এই ব্যক্তি ২০৮৩ সালের ২ মে কেয়ামত হবে বলে প্রচার শুরু করে ও নামাজ ৫ ওয়াক্ত ভুল আর ৩ ওয়াক্ত সঠিক বলে প্রচার শুরু করে। যা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ এর সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবেই তারা প্রচার করতে থাকে এবং বেশি অনুসারী তৈরি করতে পারে নি। 'শেরপুরে আল্লাহর দূত দাবিদার আটক' এই শিরোনামে অনলাইনে সার্চ দিলে আরো তথ্য পাবেন।

হারুন ইয়াহইয়া (আদনান ওকতার)

তার নাম হারুন ইয়াহইয়া, আদনান ওকতার, সামি ওলকুন। তুরস্কের অধিবাসী। এবং পুরো বিশ্বে একজন ধর্মীয় নেতা তথা স্কলার হিসেবে পরিচিত। তার লিখিত অনেক বই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। যার কথা আমি বলছি সেই ভন্ড নিজেকে আগেই ইমাম মাহ্দী পরোক্ষভাবে দাবি করেছে। একজন কথিত স্কলারও বটে এবং সুপরিচিত। এমনকি তার কিছু বই বাংলা ভাষায়ও অনুবাদিত হয়েছে এবং এর বিক্রি সংখ্যাও অনেক। সে কিয়ামতের আলামত ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বই লিখেছে যা বাংলায় পাওয়া যায়।

এনাকেই ইসলামিক স্কলার মানত বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের লোকজন, যে কিনা পাশে অর্ধ-নগ্ন নারীদের মেলা বসিয়ে ধর্ম বুঝাতেন। সেই প্রোগ্রাম আবার নিজের টিভিতে প্রচার করতেন। পাশের যুবতীরা আবার তার ওয়াজ শুনে "এভেত হোজাম" "এভেত হোজাম" মানে "জি হুজুর" "জি হুজুর" করত... তুরস্ক পুলিশ তাকে অনেক প্রচেষ্টার পর গ্রেপ্তার করে। আর সেই মামলায় রায় দিয়েছে। যৌন নিপীড়ন, শিশুদের যৌন নির্যাতন, ব্যক্তিগত তথ্য রেকর্ডিং, সহিংসতা করে নারীদের স্বাধীনতা বঞ্চিত করা, রাজনৈতিক ও সামরিক গুপ্তচরবৃত্তি করার চেষ্টা, জালিয়াতি এবং চোরাচালানীর অপরাধে তাকে মাত্র ১ হাজার ৭৫ বছর ৩ মাস জেল দিয়েছে ইস্তাম্বুলের একটি আদালত। এত বছরের সাজার বিষয়টি কিন্তু খুবই আশ্চর্যজনক। এই লোকটি খুব বিলাসী। তার বিলাসী জীবন দেখে যে কেউ আশ্চর্য হবেনই। তার হাজারেরও বেশি মেয়ে বন্ধু রয়েছে নাকি আর তাদের সকলের সাথেই নাকি মিলিত হয়েছে।

তিনি নিজেকে পরোক্ষ ভাবে অনেক বার অনেক ভাবে মাহদী দাবি করেছে। তার অনুসারীরা এটি প্রতিনিয়তই প্রচার করে যাচ্ছে। একটি ভিডিওতে এই বিষয়ে তাকে ধরা হয়, যদিও সেই ভিডিওটি এখন প্রাইভেট করে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ইউটিউব থেকে। তাতে কথোপকথন এরকম-

১। এখানে Peace TV এর লেকচারার জাকির নায়েক, হারুন ইয়াইয়া, অন্য একজন আলেম ও টিভি উপস্থাপক ছিলেন যাদের কথোপকথন ছিল নিম্নরূপ :

জাকির নায়েক: অনেক লোকের কাছে শুনেছি আপনি নাকি নিজেকে ইমাম মাহাদী হিসেবে দাবি করেন ? আমি বলছি না আপনি সত্যিই দাবি করেছেন, কারণ আমি লোকের কাছে শুনেছি। আর আল্লাহ বলেছেন, যখন তুমি কোন কিছু লোকের মাধ্যমে শোন তুমি তা সত্যতা যাচাই করে দেখ।

হারুন ইয়াইয়া: আমি কখোনো নিজেকে এমন দাবি করিনি। যদি আমি এমন দাবি করি তবে আমার উপর আল্লাহ, ফেরেসতাকূল ও সকল মানুষের লানত।

(অন্য একজন আলেম কথাটিকে ঘুরিয়ে দেন এভাবে যে, যাতে তারা তার ভাবনাকে উল্টো করে দেয় আর সেখানের পরিস্থিতি ঠিক হয়।)

অন্য আলেম: হারুন ইয়াইয়া এই দিক দিয়ে মাহাদী যে, সে মানুষকে হিদায়াহ বা সরল পথ প্রদর্শন করে। কারণ, মাহাদী মানে যে মানুষকে হিদায়াহ দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আমরা সবাইই মাহদী।

২। দ্বিতীয় একটি টিভি শো দেখতে পাবেন যেখানে একজন দর্শক এর প্রশ্ন ছিল- আপনি তো নিজেকে মাহাদী হিসেবে দাবী করেন, তবে তা প্রমাণ করুন?
হারুন ইয়াহইয়া: তখন সে তা অস্বীকার করে এবং মাহাদী সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ভট কথা বলতে থাকে। আর এই টিভি শো তে কিছু অর্ধ উলঙ্গ নারী ছিল যাদের আচরণ ছিল পর্ণ তারকাদের মত।

তাহলে যেহেতু হারুন ইয়াহইয়া এখনো নিজেকে প্রত্যাক্ষ ইমাম মাহাদী হিসেবে পরিপূর্ণরূপে দাবি করেনি তবে কেন আমরা তাকে সন্দেহ করছি? আর তার অনুসারী বেশি হওয়ার ব্যাপারেও কেন কথা বলছি? এটি একটি বড় বিষয়। যদিও সে পরোক্ষভাবে নিজেকে মাহদী দাবি করে আসছে অনেক আগে থেকেই। আমরা এই ভণ্ড মাহদীর দাবীদারকে একটু গুরুত্বের সাথেই দেখছি, কারণ এই লোক ভবিষ্যতে মাহদীর মিথ্যা দাবি করে আরো ফিতনার সূচনা করে কিনা সেটি নিয়ে। তিনি অনেক সম্পদশালী ও প্রাচুর্যের অধিকারী। তাই এটি দিয়ে অনুসারী বাড়ানো ও বড় পদক্ষেপ নেওয়া খুবই সহজ। তবে তার বর্তমান অবস্থা হচ্ছে তাকে ১০৭৫ বছরের জেল দিয়েছে তুরস্ক আদালত এবং জেলখানায় আছে। তাহলে সে আর কিভাবে নিজেকে মাহদী বলে দাবি করবে বা বাহিরে এসে কার্যক্রম চালাবে? এই বিষয়গুলো আসলেই রহস্য দিয়ে ভরা। তবে তাকে সন্দেহ করার কারণ হচ্ছে ভণ্ড মাহদী বের হওয়ার ব্যাপারে আগামী কথনে যে আলামতগুলো বলা হয়েছে তা তার সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়। আগামী কথনে বলা হয়েছে-

প্যারাঃ (২)
বিংশ শতকের বিংশ সনের,
কিছু করে হেরফের।
প্রকাশ ঘটিবে ভণ্ড মাহদী,
ভূখণ্ড তুরস্কের।
প্যারাঃ (৩)
সপ্ত বর্ণে নামের মালা,
'হা' দিয়ে শুরু তার।
খতমে থাকিবে 'ইয়া'- সে,
মাহদী'র মিথ্যা দাবিদার।
প্যারাঃ (৪)
বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনারা,
করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ।
জালিমের ভূখণ্ড হয়েছিল দু ভাগ,
সত্য ভাগে হবে ভণ্ড বরবাদ।

আগামী কথনের এই সকল প্যারা দিয়ে বুঝা যায়, ২০২০ সালের আগে পরে একজন নিজেকে মাহদী দাবি করবে যদিও সে মিথ্যুক হবে, তুরস্ক ভূখণ্ডের হবে। তার নামের অক্ষরও মিলে যায় এবং এতে বলা হয়েছে তার ধ্বংস হওয়ার বর্ণনাও। তবে এগুলো কবে হবে তা নির্দিষ্ট

করে আগামী কথনে কিছু বলা হয়নি যদিও অনেক বিষয়ই আগামী কথনে সাল, সময় ধরে উল্লেখ করে বর্ণনা হয়েছে। এখানে হয়তো কোন রহস্য আছে। যদি এই হারুন ইয়াহইয়া-ই হয় সেই ভণ্ড মাহদী তাহলে সে কিভাবে জেল থেকে বের হবে আর কিভাবে পাকিস্তানের মাধ্যমে ধ্বংস হবে। তা হতে হলে তো জেল থেকে বের হওয়াও আবশ্যক! নাকি অন্যকেউ এই ভণ্ড দাবীদার তা এখনো শিওর বুঝা যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন ইয়াহইয়ার অনুসারীরা তার ব্যাপারে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েই যাচ্ছে। ব্যাখ্যাতে লেখা ছিল- ‘‘এটি ২০১৯-২০২১ এর মধ্যেও হতে পারে, আল্লাহু আলিম’’। আগামী কথনের এই সকল প্যারার ব্যাখ্যা হয়তো আগেই পড়েছেন তাই এখানে সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

ভণ্ড দাবীদারদের উত্থান কেন হয়?

দেখা যাচ্ছে অসংখ্য ভণ্ড মাহদীর দাবীদার এই বর্তমান সময়ে বের হচ্ছে, এখনও একাধিক ব্যক্তি মাহদী দাবীর উপর রয়েছে। এদের এক এক জনের নামেও কি সুন্দর মিল রেখেছে দাবি প্রমাণ করার জন্য যেমন- মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কুদ্দুস, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারিম। কিন্তু মাহদীর মূল নাম হবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। শয়তান সরাসরি এখানে কলকাঠি নাড়ছে। আসলে এর উদ্দেশ্য কি?

১। এরকম ভণ্ড বের হওয়ার মাধ্যমে সত্যিকার মাহদীর আগমনের সময় তাকেও মিথ্যা দাবীদার হিসেবে ফিতনা তৈরি করা। কারণ লোকজন তখন মনে করবে সবগুলোর মতো এও ভণ্ড।

২। মাহদীর আগমনের আগে তার খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী দলের নেতাদের আবির্ভাব ঘটবে যেমন ইমাম মাহমুদ, ইমাম মানসূর ও শুয়াইব ইবনে সালেহ। তারা যখন বের হবে তখন এই সব ভণ্ডদের আবির্ভাবের কারণে ও তাদের অদ্ভুত সব দাবীর কারণে তাদেরকেও লোকজন ভণ্ড মনে করবে। যেমন দেখা গেছে একজন দাবি করেছে দাব্বাতুল আরদ যা কুরআন-হাদিস মতে কোন দাবিই হতে পারে না। আর হাদিস থেকে জানা যায় খুব দ্রুতই হিন্দুস্তান থেকে একজন আমীরের প্রকাশ ঘটবে যিনি হিন্দের যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন। তাকেও ভণ্ড হিসেবে সকলের কাছে চিহ্নিত করার একটি মহা পরিকল্পনা।

৩। হিন্দুস্তান থেকেই যেহেতু এক সত্যিকারের আমীরের উত্থান হবে তাই দেখা যাচ্ছে এই সকল ভণ্ডগুলো, মিথ্যা দাবিদারগুলো এই হিন্দুস্তান থেকেই বেশি প্রকাশ পাচ্ছে (পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত)। যা হিন্দুস্তানের সকল মুসলিম জনগণকে একটি ফিতনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে, এর মাধ্যমে তাদের হক থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

এভাবে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে, সবকিছুকে মিথ্যা সাজিয়ে সত্যকেও মিথ্যা বানিয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত করে হক জামায়াত থেকে মুসলিমদেরকে দূরে রাখার বড় ধরনের কূটকৌশল এটি। ‘জীন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস’ -জালালুদ্দিন সুয়ুতীর লিখিত বইতে শেষ জামানায় শয়তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে উল্লেখ এসেছে যে- ‘‘জীন শয়তানরা শেষ জামানায় মানুষের রূপে প্রকাশ্যে মানুষের কাছে এসে হাদিস বর্ণনা করবে, তারা বড় বড় ফকিহ-আলেম সাজবে।

তারা কুরআন সুন্নাহতে পারদর্শী ও বাকপটুও হবে। তারা মানুষের ভিতরে বিভিন্ন সন্দেহ ঢুকিয়ে দিবে।'' (পৃষ্ঠাঃ ৯৯-১০১ দ্রষ্টব্য, জীন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস)

অন্য এক জায়গায় এসেছে- ''শয়তান জীনরা মানুষের রূপ নিয়ে সমাজে আলেম-ফকিহ ও বক্তা সাজবে, তাদের উত্থানও হটাত করে হবে। তারা হক দল ও হক আমীরের বিরুদ্ধে কথা বলবে ও মানুষকে তা থেকে বাঁধা দিবে। তারা নামাজ-রোজা, হজ-যাকাত নিয়ে কোন সমস্যা সৃষ্টি না করলেও হক জামায়াত নিয়ে মানুষকে গোমরাহ করতে উঠে-পরে লাগবে, এর জন্য বিভিন্ন ফতোয়া দিবে।'' যেমন একটি হাদিসেই এসেছে-

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার সামনে এমন কিছু সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হলো যারা বলে, এখন কোন জিহাদ নেই। অতঃপর তিনি বললেন, এটা এমন কথা যা শয়তান তাদের সামনে উত্থাপন করেছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৩৩৩৮১)

এ থেকে এটি সহজেই অনুমান করা যায় যে, শয়তান হকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য দরকার হলে মানুষ বাছাই করে করে তাদের দিয়ে বিভিন্ন দাবি করাবে আর তা দিয়ে ফিতনা করাবে। আর শয়তান চাইলে যে কাউকেই স্বপ্ন দেখাতে পারে, অন্তরে খারাপ কিছু ঢেলে দিতে পারে যাতে ঐ লোক মনে করে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন বা নির্দেশনা পাচ্ছে। তাই শরীয়তে এ বিষয়ে ভালো জ্ঞান অর্জন না করলে শয়তান এভাবেই যে কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারে।

এরকম ফিতনার কারণে হাদিসে বড় বড় ভণ্ড দাবীদারদের ব্যাপারে উল্লেখ এসেছে এবং তা কোন সময়ে হবে তারও ইঙ্গিত দিয়েছে। অহরহই এরকম মিথ্যা দাবি আসে, তা যদি সব উল্লেখ আসতো তাহলে তা প্রচুর হতো। হাদিসে শুধু সেই সকল লোকদের ব্যাপারে এসেছে যাদের অনুসারী বেশি ও ফিতনার বিস্তর ব্যাপক হবে। সেই বিষয়েই আমাদের এই পয়েন্টে আলোচনা হবে।

ইমাম মাহদীর আগমনের আগে যে সকল মাহদী দাবীদার বের হবে

ভণ্ড মাহদীর আবির্ভাব বিষয়ক হাদিস পর্যালোচনা করলে মাহদীর আগমনের আগের অবস্থা ও তার আগমনের সময়কাল সম্পর্কে একটি বিশদ ধারণা পাওয়া যায়। সেই হাদিসগুলো-

হযরত তাবে' (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আশ্রয়প্রার্থী আচিরেই মক্কার নিকট আশ্রয় চাইবে। কিন্তু তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। অতঃপর মানুষ এক বুরহা সময় বসবাস করবে। অতঃপর আরেকজন আশ্রয় চাইবে। যদি তুমি তাকে পাও তাহলে তোমরা তাকে আক্রমন করিও না। কেননা সে ধসনেওয়ালা সৈন্যদলের একজন সৈন্য। (অর্থাৎ যারাই তাকে আক্রমণ করতে যাবে, তারাই মাটির নিচে ধ্বসে যাবে)। *

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৫)
- * এরকম একটি ঘটনা পূর্বে ঘটতে দেখা যায়, যদিও জানা নেই আগামীতে মাহদীর আগমনের পূর্বে আর হবে কিনা। সংক্ষেপে সেই ঘটনা- 'মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ কাহতানী (১৪০০ হি/১৯৭৯ খৃ)। ১৪০০ হিজরী সালের প্রথম দিনে (১৯/১১/৭৯) এ মাহদীর আবির্ভাব। জুহাইমান উতাইবী নামক একজন সৌদি ধার্মিক যুবক সমাজের অন্যায় অবক্ষয়ের

> বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ আলিমগণ তাকে ভালবাসতেন। ক্রমান্বয়ে জুহাইমানের আন্দোলনে অনেক শিক্ষক ও ধার্মিক যুবক অংশ গ্রহণ করেন। একপর্যায়ে জুহাইমানের একজন আত্মীয় মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ কাহতানীকে তিনি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হিসেবে ঘোষণা করেন। কাহতানী নিজে এবং তার অনেক অনুসারী স্বপ্নে দেখতে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং কাহতানীকে 'ইমাম মাহদী' বলে জানাচ্ছেন। এভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে তারা সুনিশ্চিত হন যে কাহতানীই ইমাম মাহদী। যেহেতু কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কাবা শরীফের পাশে হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে মাহদীর বাইয়াত হবে, এজন্য তারা ১৪০০ হিজরীর প্রথম দিনে এ বাইয়াত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। অনেকগুলো লাশের কফিনের মধ্যে অস্ত্র ভরে ১/১/১৪০০ (১৯/১১/৭৯) ফজরের সময় তারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। সালাতের পর তারা মসজিদ অবরোধ করেন এবং ইমাম ও মুছল্লীদেরকে ইমাম মাহদীর বাইয়াত গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। সৌদি সরকারী বাহিনী দীর্ঘ ১৫ দিন প্রাণান্ত প্রচেষ্টার পর অবরুদ্ধ মাসাজিদুল হারাম মুক্ত করেন। ইমাম মাহদী ও তার অনেক অনুচর নিহত হয়। এছাড়া অনেক হাজী ও মুছল্লিও উভয় পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে নিহত হন।'

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উছমান (রহঃ) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তিনি ফিত্না সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন; এমন কি তিনি **'ইহ্লাসের'** ফিত্নার কথাও উল্লেখ করেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'ইহ্লাসের' ফিত্নাটা কিরূপ? তিনি বলেনঃ তা হলো-পলায়ন ও ধ্বংস। এরপর তিনি সাররা ফিত্নার (এর অর্থ প্রাচুর্যতার-সম্পদের ফিতনা) কথা উল্লেখ করে বলেনঃ তা এমন এক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হবে, যাকে লোকেরা আমার বংশের লোক বলে মনে করবে, কিন্তু আসলে সে আমার বংশের লোক হবে না (অর্থাৎ ভণ্ড মাহদীর দাবীদার হবে সেই লোক)। কেননা, আমার বন্ধু-বান্ধব তো মুত্তাকী লোকেরাই। এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে। (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না)

এরপর চরম ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিত্নার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে (অর্থাৎ দিন দিন তা বাড়তেই থাকবে)। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, সকালে যে মু'মিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলিমরা যে দুর্গে অবস্থান করবে, সেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না এবং যেখানে মুনাফিকরা থাকবে, সেখানে কোন মু'মিন লোক থাকবে না। তোমরা যখন এ অবস্থায় পৌঁছবে, তখন দাজ্জাল বের হওয়ার অপেক্ষা করবে-ঐ দিন থেকেই বা পরের দিন (অর্থাৎ এরপর খুব দ্রুতই বের হবে)। *

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৩ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৫]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫২৯৩; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৯৭২; মুসনাদে আহমাদ ৬১৬৮ (২/১৩৩); মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৪৬৭)

- * এই চরম ফিতনাই হচ্ছে মাহদীর আগমনের আগের মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ। এতে ৩য় বিশ্বযুদ্ধও অন্তর্ভুক্ত। এই ফিতনার কারণে পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষই মারা যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত এই অধ্যায়টি দেখলে জানা যাবে।

উপরের হাদিস থেকে আমরা পাই, এই ইহলাসের ফিতনার পরে সাররা ফিতনা দেখা যাবে। এবং এই সাররা ফিতনাটি সংঘটিত হবে এক ব্যক্তির মাধ্যমে যে নিজেকে আহলে বাইত তথা মাহদী দাবি করবে, কিন্তু আহলে বাইত তথা সে মাহদী হবে না। এরপর মুসলিমরা এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত বা অটল হবে যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে। একই রকম হাদিস এসেছে-

হযরত উমাইর ইবনে হানী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, '**ফিতনায়ে আহলাস**' হলো, তাতে পলায়ন হবে। (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন শত্রুতা দেখা দিবে যে, একে অন্য হতে পলায়ন করতে থাকবে।) এবং ছিনতাই হবে। '**ফিতনাতুস সাররা**' (অর্থাৎ প্রাচুর্যের ফিতনা), উক্ত ফিতনার ধোঁয়া কোন এক ব্যক্তির পায়ের নিচ হতে নির্গত হবে। (অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই উক্ত ফিতনার নায়ক হবে।) সে আমার খানদানের লোক বলে দাবি করবে অথচ সে আমার আপনজনদের মধ্যে হবেনা। প্রকৃতপক্ষে পরহেজগার লোকই হলেন আমার বন্ধু। অতঃপর লোকেরা এক ব্যক্তির উপর ক্ষমতা অর্পনে একমত হবে, তারপর আরম্ভ হবে 'ফিতনায়ে দুহাইমা' তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। যখন বলা হবে ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, আরবের এমন কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবে না। যেখানে তারা প্রবেশ করবেনা, (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে তা প্রবেশ করবেই। আর মানুষ তখন এমন ভাবে লড়াই করতে থাকবে যে, সে একথা জানবেনা যে, সেকি সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে? নাকি বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এভাবে সব সময় তা চলতে থাকবে। অবশেষে সকল মানুষ দু'টি তাবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল হবে ঈমানের, এখানে মুনাফেকী থাকবে না। আর অপর দলটি হবে মুনাফেকীর যার মধ্যে ঈমান থাকবে না। যখন উভয়টি একত্রিত হবে, তখন তুমি দাজ্জালের আগমন প্রত্যক্ষ কর, সে ঐ দিনই অথবা পরের দিন আবির্ভূত হবে (অর্থাৎ খুব দ্রুতই হবে)।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩ [মারফু, মুরসাল]; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৫১৩; একই রকম হাদিস আবু দাউদ ৪২৪৩)

এখানেও এটি বলা হয়েছে যে, ইহলাস বা আহলাস ফিতনা হচ্ছে পলায়ন ও ধ্বংস, ছিনতাই বা পরস্পরের মধ্যে এমন শত্রুতা দেখা দিবে যে, একে অন্য হতে পলায়ন করতে থাকবে। বিষয়টি হচ্ছে এটি তো এই যুগে বিদ্যমান আছেই। কিছু অতিতেও ছিল সামনে আরো বাড়তে পারে। কিন্তু এরপর যে সাররা ফিতনার কথা বলা হয়েছে আর সেটি এক ব্যক্তির মাধ্যমে হবে তা কি সংঘটিত হয়েছে? না, এরকম হয়নি। তাহলে এটি কোন সময় হবে? এ ব্যাপারে জানতে আরো কিছু হাদিস পর্যালোচনা করতে হয়।

হযরত আব্দুলাহ ইবনে যবীর গাফেকী (রা:) বলেন, আমি হযরত আলী (রা:) কে বলতে শুনেছি যে, চার ধরনের ফিতনা হবে। ১. 'ফিতনাতুস সাররা', ২. 'ফিতনাতু দররা' (দরিদ্রতার ফিতনা), ৩. 'এই রূপ ফিতনা' এ কথা বলে তিনি স্বর্ণের খনির (অর্থাৎ ফুরাতের স্বর্ণের ফিতনা) কথা আলোচনা করলেন। অতঃপর নবী করীম (ﷺ) এর বংশধর থেকে এমন এক ব্যক্তি (মাহদী) আবির্ভূত হবেন, যার হাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমত ন্যাস্ত করবেন।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৪)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার পরে বহু ফিতনা সংঘটিত হবে। তন্মধ্যে একটি হলো, 'ফিতনায়ে আহলাস' তাতে পলায়ন হবে, (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন শত্র''তা দেখা দেবে যে, একে অন্য হতে পলায়ন করতে থাকবে।) এবং তাতে ছিনতাই হবে। অতঃপর এর পরে এমন ফিতনা সংঘটিত হবে যা তার চেয়েও আরো ভয়াভহ হবে, তারপর এমন ফিতনা হবে যে, যখন বলা হবে ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, প্রত্যেক ঘরে তা প্রবেশ করবেই। এবং প্রত্যেক মুসলমানকে আঘাত করবেই। এরপর আমার বংশধর থেকে কোন এক ব্যক্তি (মাহদী) আবির্ভূত হবে।

- (যঈফ জিদ্দান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫)

আমরা যদি সকল হাদিসগুলো দেখি তাহলে কোনটির পর কোনটি হবে বুঝতে পারবো। উল্লেখিত হাদিসগুলো থেকে পাওয়া যায় যা পর্যায়ক্রমে ঘটবে-

১। ফিতনায়ে ইহলাস বা আহলাস। (পলায়ন ও ধ্বংস, পরস্পর শত্রুতা)

২। ফিতনায়ে সাররা। এটি হবে এক ব্যক্তির মাধ্যমে যে মাহদীর মিথ্যা দাবীদার হবে(প্রাচুর্য ও ধন-সম্পদের মাধ্যমে)

৩। ফিতনায়ে দররা। (দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি)

৪। ফিতনায়ে ফুরাত।

৫। এক ব্যক্তির প্রকাশ যে হবে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া ও তাকে মুসলিমদের একটি জামাত নেতা হিসেবে মেনে নিবে।

৬। ফিতনায়ে দুহাইমা।

৭। ইমাম মাহদীর আবির্ভাব।

এই সকল ফিতনার মধ্যে কোন ফিতনা কখন হবে তার ব্যাপারে হাদিস এসেছে। তার মধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড়ের ফিতনার কথা হাদিস থেকে পাওয়া যায় এটি ২০২৩ সালে সংঘটিত হবে (সিরিয়া যুদ্ধ ২০১১ সালে শুরু হয়েছে, হাদিসে এসেছে সিরিয়া যুদ্ধের এক যুগ তথা ১২ বছর পর ফুরাতের স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে)। এ বিষয়ে বিস্তারিত ফুরাত এর স্বর্ণের ফিতনা পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ফুরাতের স্বর্ণের পাহাড়ের বা খনির ফিতনা ২০২৩ সালে সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং তার আগে পরে আরো কিছু বিষয় ঘটবে যা এখানে উল্লেখ এসেছে।

১। ফিতনায়ে ইহলাস বা আহলাসঃ বর্তমানে এটি সারা বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে। হাদিসেই উল্লেখ এসেছে এর অর্থ পলায়ন ও ধ্বংস। অন্যত্র এসেছে, তাতে পলায়ন হবে। (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন শত্রুতা দেখা দিবে যে, একে অন্য হতে পলায়ন করতে থাকবে।) এবং ছিনতাই হবে। এত অধিক মাত্রাতে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বে প্রতিটি দেশ বা জাতিই অন্য জাতির সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে। তারা এজন্য যুদ্ধেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

২। ফিতনায়ে সাররাঃ সাররা শব্দের অর্থ হয় প্রাচুর্য বা ধন-সম্পদ তথা সচ্ছলতা। এটি এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক হবে। সে নিজেকে রসূলের ﷺ এর পরিবারের দাবি করবে অর্থাৎ ইমাম মাহদী দাবি করবে। কিন্তু সে হবে মিথ্যাবাদী। আবার অনেকে তাকে তার বংশের মনে করবে, অর্থাৎ তার অনুসারী হবে যারা তাকে ইমাম মাহদী মনে করবে। এটি বড় আকারেই যে হবে তা হাদিসের বর্ণনা থেকেই বুঝা যায়।

৩। ফিতনায়ে দররাঃ এটির অর্থ হচ্ছে দারিদ্রতা, দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। দারিদ্রতার কারণে যে অবস্থা হবে তা হতে পারে যেমন দুর্ভিক্ষের কারণে, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি অন্যান্য কারণে যে ফিতনার আগমন হবে।

৪। ফিতনায়ে ফুরাতঃ ফুরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় উঠবে এটি রসূল ﷺ এর অন্যতম ভবিষ্যৎবাণী। আর এটি হবে মুমিনদের জন্য একটি পরীক্ষা। সিরিয়ায় ঘরোয়া যুদ্ধ ২০১১ সালে শুরু হয়েছে। আর হাদিসে বলা হয়েছে এর একযুগ পরেই ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় বা খনি ভেসে উঠবে। হাদিসটি-
হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চতূর্থ ফিতনা হচ্ছে, অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ন ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবেনা, প্রত্যেক ঘরেই উক্ত ফিতনা প্রবেশ করবে। যদ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। যে ফিতনাটি শাম দেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভুখন্ডের ভিতরে বিচরন করতে থাকবে। উক্ত ফিতনা এ উম্মাতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্নক আকার ধারন করবে যদ্বারা মানুষ ভালো খারাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেনা। ঐ মুহূর্তে কেউ উক্ত ফিতনা থামানোরও সাহস রাখবেনা। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তীব্র আকার ধারন করবে। সকালে কেউ মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। উক্ত ফিতনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে। **সেটা প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্নের একটি ব্রিজ** (খনি বা পাহাড়) **প্রকাশ পাবে।** যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে। (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৭৬)

আর ২০১১+১২=২০২৩ যা আমাদের থেকে অনেক কাছে। তাহলে জানা যায় যে এই ফুরাত নদীতে স্বর্ণের খনি প্রকাশের ফিতনার আগেই ফিতনায়ে ইহলাস, ফিতনায়ে সাররা ও ফিতনায়ে দররা প্রকাশ পাবে ইনশা আল্লাহ।

৫। দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া ব্যক্তির উপর নেতৃত্ব বা ক্ষমতা অর্পণঃ মুসলিমদের একটি জামাত তৈরি হবে যারা এক ব্যক্তির উপর নেতৃত্ব ও ক্ষমতা অর্পণে একমত হবে যিনি হবেন দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া। ফুরাত এর স্বর্ণের পাহাড় বিষয়ক হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, এটি তখন হবে যখন মানুষের কাছে সব বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া শুরু হবে। কারণ এর পরেই রয়েছে ফিতনায়ে দুহাইমা তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে এবং এই উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এই ব্যক্তিটি ইমাম মাহদী নন, ইমাম মাহদী দুর্বল কিংবা লেংড়া হবেন না। এই ব্যক্তি হচ্ছে তার পূর্বে আগমনকারী এক নেতা। আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে একজন দুর্বল ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ হবে এই যুগেই, যিনি মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠার সহযোগী এবং হিন্দের যুদ্ধের আমীর। হাদিসে এসেছে-

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, মাহদীর পূর্বে এক জন ইমামের আর্বিভাব হবে আর তার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম হবে আব্দিল বা আব্দুল (অর্থাৎ নামে আব্দিল বা আব্দুল থাকবে)। **সে দেখতে হবে দুর্বল**, আর তার চেহারায় আল্লাহ মায়া দান করবেন। আর তাকে সে সময়ের খুব কম লোকই চিনবে। অবশ্যেই আল্লাহ সেই ইমাম ও তার বন্ধু -যার উপাধি হবে সাহেবে কিরাণ, তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটি বিজয় আনবেন।

- (ইলমে রাজেন ৩৪৭; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৪; ইলমে তাসাউফ ১২৫৩; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। পিতার নাম আব্দুল ক্বদির। **সে দেখতে খুবই দুর্বল হবে।** তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩০; ক্বাশ্ফুল কুফা ২৬১)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন,

হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন খুব শীঘ্রই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের পতন হবে। আর তা হবে এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে। আর তার নাম হবে মাহমুদ। আল্লাহ তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫৩৮, ১৭০৩; কিতাবুল আক্বিব ১৩৭)

হযরত কাতাদাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতইনা উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর (রা:) এর বংশের **এক দুর্বল বালক।**

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৮৭)

এ সকল হাদিস থেকেই সেই ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যার আবির্ভাব বর্তমান সময়েই হবে তথা ২০২১-২০২৪ এর মধ্যেই হওয়ার কথা। এবং ফুরাত নদীতে স্বর্ণের ফিতনার পরেই তার উপর মুসলিমরা ক্ষমতা অর্পণ তথা নেতৃত্বে একমত হবে। এক কথায় মুসলিমদের একটি দল তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। দেখা যাচ্ছে এই দুইটি সময়ই এক ব্যক্তির উপর মিলে যাচ্ছে। অতএব, এ থেকেই বুঝা যায়, সেই দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া ব্যক্তিটি 'ইমাম মাহমুদ'।

৬। ফিতনায়ে দুহাইমাঃ এর অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অন্ধকার। চারটি ফিতনার মধ্যে এই ফিতনাটি ৩য় ফিতনা। এরপরের ৪র্থ ফিতনাটাই হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা। অনেক জায়গায় মোট ৫টি ফিতনার কথা বলা হয়েছে। সেই হিসেবে এটি ৪র্থ হয় এবং দাজ্জালেরটি ৫ম। তাহলে এই ৩য় ফিতনাটা কীরূপ? হাদিসে যাকে বলা হয়েছে "অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ন ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে"?

আল ফিতানে রয়েছে- "তারপর আরম্ভ হবে ফিতনায়ে দুহাইমা তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। যখন বলা হবে ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, আরবের এমন কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবে না। যেখানে তারা প্রবেশ করবেনা, (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে তা প্রবেশ করবেই। আর মানুষ তখন এমন ভাবে লড়াই করতে থাকবে যে, সে একথা জানবেনা যে, সেকি সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে? নাকি বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এভাবে সব সময় তা চলতে

থাকবে। অবশেষে সকল মানুষ দু'টি তাবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল হবে ঈমানের, এখানে মুনাফেকী থাকবে না।" (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩)
আবু দাউদে আছে- "এরপর চরম ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিত্নার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে (অর্থাৎ দিন দিন তা বাড়তেই থাকবে)। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, সকালে যে মু'মিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলিমরা যে দুর্গে অবস্থান করবে, সেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না এবং যেখানে মুনাফিকরা থাকবে, সেখানে কোন মু'মিন লোক থাকবে না।" (সহীহ্, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৩ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৫])
এই দুটি বর্ণনা থেকেই এর ভয়াবহতা আন্দাজ করা যাচ্ছে। আর এই ফিতনার ঠিক আগ মুহূর্তেই মুসলিমরা ইমাম মাহমুদের উপর নেতৃত্বে একমত হবে। এ বিষয়ে আমরা হাদিস দেখলে বুঝি যে, তার (মাহমুদ) আগমনের পরই হিন্দের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে, এরপর দুর্ভিক্ষ, ৩য় বিশ্বযুদ্ধ রয়েছে। যদি এগুলো পর পর ঘটতে থাকে তাহলে সেটি যে কিরকম ভয়াবহ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটাই ফিতনায়ে দুহাইমা কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু হাদিস ও বিশ্লেষণ দেখা দরকার। হাদিসে এসেছে-

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের (৩য় বিশ্বযুদ্ধে) বজ্রাঘাতে (পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাত) বিশ্বের অধঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে (অর্থাৎ আধুনিকতা ধ্বংস হয়ে প্রাচীন যুগে ফিরবে)। সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান শামীম বারাহকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।

- (আসরে যুহরি; তারিখে দিমাশাক; ইলমে তাছাউফ; ইলমে রাজেন; বিহারুল আনোয়ার; উক্ত হাদিসটি এই পাঁচটি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিছগণ ব্যক্ত করেছেন উক্ত হাদিসটি সহীহ, কেউ কেউ বলেছেন হাসান।)

এই হাদিস থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, মাহদীর আগমনের আগে মাহমুদ এর প্রকাশ কালে বড় যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এখানে বজ্রাঘাত শব্দটি দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রকেই বুঝিয়েছে। উপরের উল্লিখিত হাদিস থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, ফিতনায়ে দুহাইমা তে মানুষ একে অন্যের সাথে লড়াই করতে থাকবে। ফিতনায়ে দুহাইমা কীরূপ হবে এ ব্যাপারে এক গবেষকের তথ্য নিচে উল্লেখ করছি।

ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসেম রহ. (মৃ: ২২৪ হি:) নিজ সনদে হুযাইফা (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, তোমদের (মুসলমানদের) উপর (ফিতনায়ে) দুহাইমা আবির্ভূত হবে। (তখন) নাশফ্ নিক্ষেপ করা হবে। এর পরে আসবে রাদফ্ (অগ্নী শীলা)-এর নিক্ষেপণ।

- (গারিবুল হাদিস, ইমাম আবু উবায়েদ- ২/২৩২)

তিনি ﷺ তিনবার বললেন: তোমদের (মুসলমানদের) উপর (ফিতনায়ে) দুহাইমা আবির্ভূত হবে। (তখন) নাশফ্ নিক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয় বারে রাদফ্ (অগ্নী শীলা) নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয়ত পর্যায়ে ঘন কালো অন্ধকার (রূপে এক ফিতনা আগমন করবে যা) কেয়ামত পর্যন্ত (সময়ের পূর্বে আল্লাহ যতদিন চান থাকবে।) সে সময় জাহেলিয়াতের হত্যার ন্যায় হত্যা (সংঘটিত) হবে'। *

- (তাসহিকাতুল মুহাদ্দিসীন, আসকারী- ১/৩২৭; তারিখে ইবনে মুয়াইয়েন- ১/৩২৭)
- এখানে ফিতনায়ে দুহাইমাতে প্রথমে নাশফ এবং পরেই রাদফ নিক্ষেপ এর কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ ১। تَرْمِي بِالنَّشَفِ – নাশফ নিক্ষেপ করা হবে। النَّشْفُ (নাশফ্)-এর এক অর্থ কালো পাথড় যা দিয়ে হাম্মামে গা পরিষ্কার করা হয়। [তাজুল আরুস– ২৪/৪০৬, আল-ফায়েক- ১/৪২২] এটি দিয়ে এরকম বুঝায় যে তখন মুসলীম উম্মাহ'র উপরে النَّشْفُ (নাশফ্) নিক্ষেপ তথা যুদ্ধাস্ত্রের বুলেট, বোমা বা মিসাইল নিক্ষেপ হবে, যা দেখতেও অনেক সময় কালোই দেখায়। ২। ترمي بالرضف – রাযফ্ (অগ্নী শীলা) নিক্ষেপ করা হবে। الرَّضْفُ (রাযফ্)-এর এক অর্থ আগুনে গরম/দগ্ধ হওয়া পাথর/শীল। [আল-ফায়েক- ১/৪২২, ৪৮০] এটি দিয়ে যে অগ্নি নিক্ষেপ বুঝায় তা সহজেই বুঝা যায়, আর এটি পারমাণবিক বোমাকেই উদ্দেশ্য করে।

তাহলে এ থেকে সহজেই বুঝতে পারছি যে, সেই দুর্বল চিত্ত ব্যক্তির উপর মুসলিমরা জামায়াত বদ্ধ হওয়ার পর বিভিন্ন দিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, ফিতনায়ে দুহাইমা শুরু হবে, মুসলিম-মুনাফিক আলাদা হয়ে যাবে। হিন্দের যুদ্ধের আমীর ইমাম মাহমুদ হিন্দের যুদ্ধ বিজয় করার সময়কালীনই ৩য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এটিই হচ্ছে 'রাযফ্ (অগ্নী শীলা) নিক্ষেপ করা হবে' এর ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে আরো স্পষ্টভাবে হাদিসে এসেছে-

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে মানুষগণ অগ্নি নিক্ষেপ করবে, আর সে অগ্নি দ্বারা তারা নিজেরাই ধ্বংস হবে। অবশ্যই তারা আল্লাহর অবাধ্য জাতি। এই অবাধ্য জাতি ধ্বংসের পর আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে শান্তিময় করবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৯)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, সাবধান! মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনয়ন করবে (৩য় বিশ্বযুদ্ধ ঘটাবে)। আর তখন পৃথিবীতে অগ্নি (পারমাণবিক অস্ত্র) প্রকাশ পাবে, যা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবে। তাঁর পরেই আল্লাহ তায়ালা একটি শান্তিময় পৃথিবী দেখাবেন, যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না। এ কথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন। *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৮)
- * দেখা যাচ্ছে এই হাদিসগুলো খুব দ্রুতই বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। আজ যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে মুসলিমদের চেয়ে আধুনিক অস্ত্রে মুশরিক তথা ইহুদী-খ্রিষ্টানরাই এগিয়ে।

মুশরিক দেশগুলোতেই বেশির ভাগ পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ। সব জায়গাতেই এখন যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মধ্যেই এখন পারস্পারিক শত্রুতা বিরাজ করছে। তারা নিজেরা নিজেরাই যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে আর এটি মুসলিমদের জন্যই আল্লাহর একটি অশেষ নিদর্শন হবে। এরপর এই পৃথিবী শান্তিময় হবে।

৭। ইমাম মাহদীর আবির্ভাবঃ উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটার পর ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। তার আবির্ভাবের আগেই বিশ্বের অনেক অঞ্চল মুসলিমদের ক্ষমতাধীন থাকবে। তিনি এসে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। যেমনটি ইহলাসের ফিতনা নিয়ে বলা হাদিসটিতে এসেছে।
'অতঃপর নবী করীম (ﷺ) এর বংশধর থেকে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন, যার হাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমতা ন্যাস্ত করবেন'। (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৪)
'এরপর আমার বংশধর থেকে কোন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে'। (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫)
একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখলেই আমরা ইমাম মাহদীকে এবং তিনি ব্যতীত অন্য ইমামের বর্ণনাকে আলাদা রাখতে পারবো। আর তা হচ্ছে যখনই নাম উল্লেখ ছাড়া রসূল ﷺ বলেন যে আমার বংশ থেকে আসবে বা আমার আহলে বাইত থেকে; তাহলে বুঝতে হবে ৯০% ইমাম মাহদীকেই বুঝায়। আর যদি এরকম বলে যে এক ব্যক্তির প্রকাশ বা আবির্ভাব, তোমাদের মধ্য থেকে একজন; তাহলে বুঝতে হবে সে ইমাম মাহদী ব্যতীত অন্য কেউ।

৬.৩ ক্ষুদ্র সেনাদের পূর্ব প্রস্তুতি (বিজয়ের শতাব্দী)

এই শতাব্দী বিজয়ের শতাব্দী। এই বাক্যটি আজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এর উপর লেখা হচ্ছে প্রবন্ধ, তৈরি হচ্ছে অডিও-ভিডিও লেকচার। স্লোগান চলছে- রাত যত গভীর হয়, দিন তত নিকটে আসে। আজ চারিদিকে মুসলিমরা মাজলুম আর জুলুম-নির্যাতন যেন সব সময়ের সঙ্গী। এ থেকেই সকলের বিশ্বাস এই জুলুম চরমে পৌঁছলেই জালিমদের পতন ঘটবে। কিন্তু সেই আসবাব বা উপকরণ কি সেটি কি জানা আছে? আজ যেমন চারিদিকে মুসলিম নিধনের জন্য বিশ্বের মুশরিকরা মহা পরিকল্পনা নিয়েছে। তারা মুসলিমদের প্রায় নিশ্চিহ্নই করে ফেলবে। ঠিক যেমন পরিকল্পনা নিয়েছে ভারতের মুশরিকরা। তারা মুসলিমবিহীন অখণ্ড ভারত তৈরির জন্য জান-মাল সবই ব্যয় করছে। কিন্তু তাদের রুখে দেওয়ার জন্য কি মুসলিমরা কোন প্রস্তুতি নিবে না? প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা ছাড়াই কি এমনিতেই ইসলাম বিজয় হবে? এর জন্য মুসলিমদের কি কিছুই ত্যাগ করতে হবে না? মুসলিমরা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে? ঐক্যবদ্ধ জামাতের কর্ম পরিকল্পনা কীরূপ হবে? এগুলো সবই চিন্তা-ভাবনা করার বিষয়। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে আজকের যুবক শ্রেণী জেগে উঠছে। ঠিক যেমন ফেরাউন এর ঘর থেকে মুসা আঃ! ঠিক যেমন আজর এর ঘরে ইবরাহীম আঃ! ফাতুবা লিল গুরাবা! বিজয়ের শতাব্দী যেহেতু হবে, সেই বিজয়ের জন্য আজকে সারা বিশ্বে এক জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। হিন্দেও একই অবস্থা। হিন্দের যুবকরাও জাগছে। আলেমরাও এখন বুঝতে পারছে যে, গণতন্ত্র, পীর-

মুরিদি দিয়ে ইসলামকে টিকিয়ে রাখা যায় না, নিজেরাও টিকে থাকা যায় না। আজকে দ্বীন নিভু নিভু কিন্তু তা জ্বলে উঠার জন্য মুসলিমদের যে জাগরণ দরকার সেটিও তার সাথে চলমান রয়েছে। যুবকরা এই যুগের চাকচিক্য, অশ্লীলতা ছেড়ে তাওবা করে দ্বীনে ফিরছে। ৯ মাস আগে তাওবা করে দ্বীনে ফেরা ১৯-২০ বছরের যুবকও এখন দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নেমেছে, হিজরতে নেমেছে। গুম ঘরে যেয়ে যখন জিজ্ঞেস করে এটা কোথায়, আর যখন উত্তরে শোনে, এটা গুম ঘর। তখন কেউ যদি তার খুশি হওয়া দেখতে পেত! আজ জালিমের ঘর থেকেই এরা বের হচ্ছে দ্বীনের জন্য। তো বিজয় কেন, কিভাবে আসবে তা কি বুঝতে বাকি আছে? এই দ্বীন বিজয়ের আসবাব তৈরি হচ্ছে। চারিদিকেই চলছে প্রস্তুতি। তারা আর কিছু না বুঝুক, দ্বীন কায়েম করতে হবে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, পৃথিবীতে ইসলামী আইন চলবে, চলতে হবে এটি বোঝে। ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতে হবে এটিই তাদের দাবি। আর তারা দরবারী আলেমদের মতো কুরআন-হাদিসের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী না হলেও, কেমন যেন বলা যায় হাবশী মূর্খ গোলাম বেলাল (রা:) এর মতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত। এই হেদায়েতই আজ বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যুবকদের মধ্যে। কারণ? কারণ এই শতাব্দী বিজয়ের শতাব্দী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিটা যুগেই ইসলাম নিভিয়ে যায়। আর আমার পরেও নিভিয়ে যাবে, আর প্রত্যেক যুগেই একটি দল থাকবে। যারা আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে, আর আল্লাহর দ্বীনের আলো পূর্ণ বিকশিত করবেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৪)

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী রাখার জন্য প্রতিটি যুগের একটি দল বের হবেন। যারা আল্লাহর নির্দেশে সংগ্রাম করবে। আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। তারাই আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৫)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যখনই আল্লাহর এই দিন নিভে যাওয়ার অবস্থায় আসবে, তখনই আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে বিজয়ী রাখার জন্য, আল্লাহ তাআলা একটি করে দল তৈরি করে দেন। যারা আল্লাহর দ্বীনকে মজবুত ভাবে ধরেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৬)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হকের পক্ষে যুদ্ধ করবে, তারা দুশমনদের উপর বিজয় থাকবে, তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

- (সহীহুল মুসলিম ২৯২, ৪৭১৭; সুনান আবু দাউদ ২৪৮৪; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫১, ১১৬৭; মুসনাদে আহমদ ১৯৮৯৫; মুসতাদরাকে হাকিম ৩/৪৫০)

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) বলেছেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। ইসলাম ছিল একটি অপরিচিত ধর্ম। তারপর তা থেকে হেদায়েতের আলো ছুটে সকলেই আলোকিত হয়েছে।

আবার তা পূর্বের ন্যায় অপরিচিত হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন এক বান্দার মাধ্যমে আবার আলোকিত করবেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬২)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) বলেছেন, যুগে যুগেই ইসলামের আলো নিভে যায়, আবার তা আল্লাহ তাআলার কোন এক বান্দার মাধ্যমে আলোকিত করেন। এ কথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, ''তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আমার দিনের আলো নিভে যাক'', কিন্তু আমি তা পূর্ণ বিকশিত করি। যদিও তা কাফেরদের কাছে অপছন্দ।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৩)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আল্লাহর একদল বান্দাগণ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর আল্লাহর নিভে যাওয়া আলোকে আবার পূর্ণবিকশিত করবেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৮)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, হে জাবির! তুমি কি জানো? আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেন? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ অধিক জানেন। তিনি বললেন, যখন তা নিভে যায় তখন একটি দল তৈরি করে দেন। যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৯)

মুআবিয়া ইবনু কুররা (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন সিরিয়াবাসীরা খারাপ হয়ে যাবে তখন তোমাদের আর কোন কল্যাণ থাকবে না। তবে আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সকল সময়েই সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) থাকবে। যেসব লোকেরা তাদেরকে অপমানিত করতে চায় তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৯২ [ইঃ ফাঃ ২১৯৫]; সুনান ইবনু মাজাহ ৬)

বিজয়ের সূচনার সেই সময়টি কখন?

অচিরেই ইসলাম বিজয়ী হবে সকল মতাদর্শ, সকল মতবাদের উপর। কিন্তু কখন থেকে সেই বিজয় শুরু হবে? মুসলিমরা আর কত সময় সেই অপেক্ষার প্রহর গুনবে? আর কত সময় ধরে নির্যাতন-জুলুম সহ্য করে যাবে? আর কত রক্ত বইতে বাকি আছে? এই প্রশ্ন আসা অস্বাভাবিক নয়। হাদিস ও বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা সেটির একটা ধারণা বের করবো ইনশাআল্লাহ। হাদিসে এসেছে-

হযরত মাস্তুরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন প্রত্যেক উম্মতেরই নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে। আর আমার উম্মতের সময় হল একশত বছর। সুতরাং যখন আমার উম্মতের উপর একশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদের উপর আল্লাহ যা অঙ্গীকার করেছেন তা আসবে (ঘটতে শুরু করে)।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৯৩৭ [পথিক প্রকা: ১৯৪২; তাহকীক: যঈফ])

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানামতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দ্বীনের 'তাজ্‌দীদ' বা সংস্কার সাধন করবেন।

- (সহীহ, সূনান আবূ দাউদ (ইঃ ফাঃ) ৪২৪১ [আলবানী একাঃ ৪২৯১]; হাকেম ৮৫৯২; মিশকাতুল মাসাবিহ ২৪৭; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭০, ইবনে দাইলামী)

আল্লাহ তার রসূলকে ও সকল মুমিনদেরকে যে অঙ্গীকার দিয়েছেন তা হচ্ছে পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী রাখবেন, এই দ্বীনকে কেয়ামত পর্যন্ত সকল বাতিল দ্বীনের উপর সমুন্নত রাখবেন। আর তার একটি সময় আছে। আবুল হাসান আলী নদভী এর লেখা তারিখে দা'ওয়াত ওয়া আজিমাত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থে সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস বইটি সবার পড়া উচিৎ যে ইসলামের উথান-পতন টি কিভাবে কাজ করে আর কিভাবে এর মাধ্যমে আল্লাহ মুমিন নারী-পুরুষদের পরীক্ষা নেন। যদি শুধু বিজয়ই দিতো তাহলে তো এটাই হক সহজেই স্পষ্ট হয়ে যেত। কঠিন কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে এই দুনিয়ার জিন্দেগী পার করাচ্ছেন। আর সাথে দেখেন কে কতটুকু ধৈর্য ধরতে পারে আর সাথে জালেমদেরও কঠিন পরীক্ষা করে যে, সে কতটুকু তার সীমা লঙ্ঘন করতে পারে। ইসলাম রসূলের ﷺ যুগ থেকে পরবর্তী যুগে যখনই পা রেখেছে তখনই তার মধ্যে বিভিন্ন ফিতনা, বিদআত, অপব্যাখ্যা ও বিভিন্ন ফিরকার তৈরি হয়েছে। সেই সব অবস্থা থেকে সঠিক ইসলামকে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের আগমন হয়েছে এবং তারা সেই ফিতনা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছেন। যখন ইলমের দরকার তখন ইলম দিয়ে, যখন শাসন দিয়ে দরকার তখন শাসক দিয়ে, যখন যুদ্ধের দরকার তখন যুদ্ধ করে, যখন ইলম-জিহাদ দুটোই দরকার তখন ইলম-জিহাদ দুটি দিয়েই ইসলামকে সমুন্নত করা হয়েছে। প্রথমটির উদাহরণ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী, উমার ইবনে আব্দুল আযীয, আবুল হাসান আশআরী, ইমাম

গাজ্জালী, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী, আব্দুল কাদির জিলানী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী। পরেরটির উদাহরণ হচ্ছে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, সুলতান মাহমুদ গাজনাবী, তারেক বিন জিয়াদ। আর তার পরেরটির উদাহরণ হচ্ছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আহমেদ শরহিন্দী ইত্যাদি যারা ইলমের দিক দিয়ে মুকাবিলা করার পাশাপাশি জিহাদের দিক দিয়েও মুকাবিলা করেছেন। ইসলামও অন্যান্য ধর্মের মতো পৃথিবী থেকে মিটে যেত, মিটে না গেলেও অন্যান্য ধর্মের মতো বিকৃতি হয়ে যেত, যদি না আল্লাহ এরকম বিশেষ ব্যক্তিদের না পাঠাতেন ও এরকম হক জামাত তৈরি না করে দিতেন। যাদের নাম এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা অবদান রয়েছে ইসলামের যা ঐ বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামকে সংস্কার করার পর অনেকদিন তা সেই অবস্থায় থাকার পর আবার তাতে বিভিন্ন ক্ষতিসাধন হয়, যেমন বিভিন্ন ফিরকা তৈরি, ফিতনা তৈরি, বিধর্মীদের দ্বারা আঘাত, বিদআত তৈরি, মানুষ গোমরাহ হওয়া শুরু করা ইত্যাদি ভাবে। তখনই আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়িত হয় যে, এই ধর্ম সমুন্নত থাকবে, বিজয়ী থাকবে। যেমন সালাহউদ্দীন আইয়ুবী বাইতুল মুকাদ্দাসকে পুনরুদ্ধার করেন সেটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার প্রায় ৯০-১০০ বছর পর। অর্থাৎ মুসলিমদের একটি বিজয় অর্জিত হয়। আর তা অর্জনে ভুমিকা থাকে বিশেষ ব্যক্তিদের মাধ্যমেই যেমন সালাহউদ্দিন। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিমরা আজ পৃথিবীর কোথাও নিরাপদ নয়, স্বাধীন নয়। সর্বশেষ মুসলিমদের শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয় ১৯২৪ সালে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত আর মুসলিমরা কোন বড় বিজয় পায়নি বা শাসনব্যবস্থা দাঁড় করাতে পারে নি। মুসলিম মনিষীদের মতে যখন ইসলামের বড় কোন ক্ষতি হয় তার একশত বছরের মাথায় একজন মুজাদ্দিদের আগমন ঘটে। তিনি দ্বীন ইসলামকে আবার সংস্কার করবেন। আর আল্লাহ সেরকম ব্যক্তি পাঠানোর ব্যাপারে বলেই দিয়েছেন এবং সেই হাদিসেরও বাস্তবায়নের কথা বলে দিয়েছেন যাতে বলা হয়েছে- ‘‘সুতরাং যখন আমার উম্মতের উপর একশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদের উপর আল্লাহ যা অঙ্গীকার করেছেন তা আসবে’’। অর্থাৎ বিজয় শুরু হবে!

১৯২৪ সালের পর ১০০ বছর তথা (২০২১ চন্দ্র হিসেবে) ২০২৪ সাল পূর্ণ হতে আর বেশি দেরি নেই। এরকম সময়েই এমন একজন ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করবেন যিনি দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এই দুনিয়াতে। এটিই আল্লাহর নিয়ম। এভাবেই তিনি করে এসেছেন যার ইতিহাস আমরা দেখে এসেছি। এভাবেই তিনি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন তথা ইসলামকে বিজয় করবেন। আল্লাহ তার দ্বীনকে মানুষের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করবেন। এজন্য তিনি বিশেষ ব্যক্তি ও দল তৈরি করে দিবেন যারা তার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাবে। আমরা বিশ্বব্যাপী সেই পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। আগামীতে ইসলামই হবে সকল মতের উপর সমুন্নত আর তার সময় খুব কাছেই। সেই হিসেব মতে, ২০২৪ সাল থেকেই মুসলিম বিজয়গাঁথা আবার শুরু হবে। আর এরকম সময়ে কোন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে তা আমরা আগেই জেনে এসেছি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে।

আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে। (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না।)

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৩ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৫]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫২৯৩; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৯৭২; মুসনাদে আহমাদ ৬১৬৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। আর তাঁরা দ্বীনকে মৃত্যুর অবস্থায় নিয়ে যাবে। ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রা:) এর বংশ থেকে একজন বালককে পাঠাবেন। যার মাধ্যমে দ্বীন জীবিত (সংস্কারসাধন) হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৬)

আল আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক সেই অনুবাদিত বইয়ের নিবেদক অধ্যায়ে লিখেছেন কিছুটা এরকম যে- 'বর্তমানে কোথাও ইসলাম কায়েম নেই। কুরআনের বিধান চলমান নেই। এভাবে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। অচিরেই আবার কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে'।

তিনিও ঠিকই বুঝেছিলেন যে, অচিরেই তা প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা। তাই আমাদের সামনে সময় খুবই কম। আমরাও যেন হক জামাতের সাথে থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে অংশীদার করতে পারি সেটারই চেষ্টা করতে হবে।

৬.৪ কাশ্মীর মুমিনদের দখলে যাবে

আফগান জাতি সহ অন্যান্য সকল দেশের মুজাহিদরা টার্গেট নিয়েছে কাশ্মীরকে দখলদার মুক্ত করার, এটি কারো অজানা নয়। এছাড়াও স্থানীয় মুজাহিদরাও ভারতের বিরুদ্ধে সেখানে রুখে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীরে ভারতের আগ্রাসন পৃথিবীতে নিন্দার ঝড় বইয়ে দিলেও তা রুখে দেওয়ার শক্তি কোন দেশের হয়নি। ভারত ও পাকিস্তান সরকার টানাটানিতে ব্যস্ত। পাকিস্তানের কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে বৈঠক ভারত নাকচ করে এর জবাব দিয়ে দিয়েছে। কাশ্মীর ইস্যুটি আমাদের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এর বিজয়ই বা কি গুরুত্ব বহন করে? এর সাথে কি অন্য কোন ঘটনা জড়িত আছে কিনা? এই সকল প্রশ্ন আসতেই পারে যদি কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করা হয়। কাশ্মীর বিষয়ে আমরা কোন হাদিস পাইনি যা দেখাতে পারবো আর সেই অনুযায়ী কিছু বলতে পারবো। কিন্তু যদি ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত কবিতা শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ:) এর কাসিদা ও আশ-শাহ্রান এর আগামী কথন দুইটি দেখি তাহলে তাতে দেখা যায় কাশ্মীর বিজয়ের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এটি ঘটে গেলে বুঝতে হবে এই কবিতা দুটির অন্যান্য ভবিষ্যৎবাণী গুলিও সত্য হিসেবে ঘটতে যাচ্ছে। আর এটি ঘটতে দেখলেই বুঝতে হবে ভারতীয় আগ্রাসন চরম মাত্রায় উঠবে, ভারতের মুশরিকরা তাদের পার্শ্ব ভূমি দখল করবে ও গণহত্যা চালাবে। কাশ্মীর এখনো বিজয় হয়নি। তবে সেখানকার যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে আন্দাজ করা যায় খুব দ্রুতই ঘটবে। কাসিদা ও আগামী কথনে এ বিষয়ে কি বলা রয়েছে তা নিচে দেয়া হলো-

১। শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাতে বলা হয়েছে-

(৩৭) এরপর যাবে ভেগে নারকীরা পাঞ্জাব কেন্দ্রের
ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের।

ব্যাখ্যাঃ এখানে পাঞ্জাব কেন্দ্রের বলতে কাশ্মীর মনে করা হয়। গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থাৎ হিন্দুস্তানের যুদ্ধের পূর্বে মুসলিমরা সর্বপ্রথম ভারতের কাছ থেকে একটি এলাকা দখল করে নেবে। আশা করা যায়, এটা হচ্ছে পাকিস্তান সীমান্তলগ্ন পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীর এলাকা। কারণ কাশ্মীরের স্থানীয় মুজাহিদ, আল কায়েদা, তালেবান সহ আরো অনেক জিহাদি গ্রুপ ব্যাপক আকারে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে জম্মু কাশ্মীরকে ভারতের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য।

(৩৮) অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের
তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের।
(৩৯) হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি।

ব্যাখ্যাঃ ৩৮ ও ৩৯ নং প্যারায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা যখন কাশ্মীর দখল করে নেবে তারপরই মুশরিকরা মুসলিমদের একটি এলাকা দখলে নেবে এবং সেখানে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভারতের হিন্দু মুশরিকরা লুটপাটের মাধ্যমে নিয়ে নেবে, মুসলিমদের ঘরে ঘরে কারবালার ন্যায় রূপধারণ করবে। কিন্তু আপনি কি জানেন মুসলিমদের যে দেশটা ভারতের হিন্দুরা দখলে নিয়ে এ ধরনের হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে সেটা

কোন দেশ? ধারণা করা হয় সেটি আপনার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অর্থাৎ মুসলিমরা কাশ্মীর জয় করার পর মুশরিকরা বাংলাদেশ দখল করবে।

২। আগামী কথনে বলা হয়েছে-

প্যারাঃ (৬)
অতি সত্তর পাঞ্জাব কেন্দ্রে,
গাইবে মুমিনেরা জয়গান।
একটি শহর আসিবে দখলে,
ঈমানদারদের খোদার দান।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহরান এই প্যারাতে বলেছেন যে, পাঞ্জাব কেন্দ্রে অর্থাৎ কাশ্মীরে মুমিনদের সাথে কাফেরদের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যা বর্তমানে চলছে। সেই যুদ্ধে দ্রুতই মুমিনদের বিজয় হবে। কাফেরদের পরাজয় ঘটবে। মুমিনেরা কাশ্মীর শহর দখল করবে এবং তাতে দ্বীন কায়েম করবে। অর্থাৎ, বোঝা গেলো যে, বর্তমানে কাশ্মীর নিয়ে যে যুদ্ধটি চলছে, তাতে অতিসত্ত্বর মুমিনদের বিজয় হবে। ভারতের কাছ থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিবে মুমিনগণ। এই বিজয়ের মাধ্যমে, মহান আল্লাহ মুমিনদের একটি শহর দান করবেন এবং শাহ নিয়ামাতুল্লাহর কাসিদা ও আশ-শাহরান এর আগামী কথন এর ভবিষ্যৎবানীর পূর্ণ বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটাবে।

প্যারাঃ (১২)
একটি শহর পেয়েছে মুমিনেরা,
হারাইবে অনুরুপ একটি।
স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দীরও পর,
হাত ছাড়া হবে দেশটি।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান উল্লেখ করেছেন, একটি শহর মুমিনরা পাবে। (কাশ্মীর) যা ৬ নং প্যারায় বলা হয়েছে যে, মুমিনেরা দখল করবে। আবার একটি শহর তাদের হাতছাড়া হবে। অর্থাৎ, হিন্দুস্তানের মুশরিকরা আবারো একটি দেশ দখল করে নিবে যেখানেও মুসলিমরা বসবাস করে। যে দেশটি দখল করবে, সে দেশটি তার ৫০ বছরেরও কিছুকাল পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করেছিলো। হতে পারে ৫২-৫৩ বছর। যেহেতু অর্ধশতাব্দীর পর বলা নেই। বলা আছে "অর্ধ শতাব্দীরও পর"। তবে আশ-শাহরান উল্লেখ করে না বললেও ইঙ্গিত করেছেন যে সেটা কোন দেশ।

অতএব দেখা যাচ্ছে, এই কাশ্মীর বিষয়ের সাথে আরেকটি ঘটনাও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এটি হতে পারে আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা বা সংকেত। অবস্থা অনুযায়ী যাতে আমরা আগে থেকেই ব্যবস্থা নিতে পারি সেজন্যই এটি জেনে রাখা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের কাশ্মীরের যুদ্ধটিই হচ্ছে হিন্দের যুদ্ধের সূচনা। হিন্দের যুদ্ধ এই কাশ্মীর বিজয়ের মাধ্যমেই আরো চূড়ান্ত রূপ নিবে এবং সর্বশেষ মুসলিমরা হিন্দে বিজয় অর্জন করবে ইংশাআল্লাহ।

৬.৫ জুলফি বিশিষ্ট তারকা উদয়, বিস্ফোরণ ও চূড়ান্ত দুর্ভিক্ষ

"জুলফি বিশিষ্ট তারকা" উদয়ন যা ইমাম মাহদীর আগমনের একটি আলামত। তবে এটি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতও বহন করে যা হাদিস থেকে সরাসরি জানা যায়। এর আরেকটি আলামত যা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া। এর সম্মন্ধে যা জানতে হবে তা নিচে দেওয়া হলো। হাদিসের আলোকে তার সত্যতা, করনীয়-বর্জনীয় দেখে নেই। প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারনাও পরিস্কার করার প্রচেষ্টা করেছি এখানে।

১. জুলফি তারকার ঘটনা কি সত্য?
২. কখন এই তারকা উদিত হবে?
৩. কেন এই তারকা উদিত হবে?
৪. এই তারকার সাথে ১ বছরের খাদ্য মজুদ করার সম্পর্ক কী?
৫. কেন আমাদেরকে ১ বছরের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে?

১. জুলফী তারকার ঘটনার যে বিবরণী পাওয়া যায়, তা কি সত্য?

এটা সত্য। কেননা, হাদিসে এই ঘটনার ভবিৎষ্যতবানী উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও হাদিসগুলো সব সহীহ নয়। তবে হাসান-গরিব ও যঈফ এর পর্যায়ভুক্ত। তবে যেহেতু মাউযু নয় তাই গ্রহনীয়। জুলফি বিশিষ্ট একটি তারকা (অগ্নি শিখা) উদিত হবে এ ব্যাপারে হাদিসগুলো-

হযরত ওলীদ (রহঃ) কা'ব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মাহদী এর আগমনের পূর্বে পূর্বাকাশে জুলফি বিশিষ্ট একটি তাঁরকা উদিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতানঃ নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৪২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, কেয়ামতের পূর্ব অবশ্যই আসমান থেকে উজ্জ্বল তারকা জমিনে দেখা যাবে, যাতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৪)

হযরত আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাফর সাদিক বলেছেন, মাহদীর আগমনের কিছু পূর্বে, অবশ্যই মানুষ আসমানের তারকা জমিনে দেখতে পাবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৫)

হযরত কা'ব (রা:) থেকে বর্ণিত যে, এমন একটি তারকা উদিত হবে, যার আলো হবে চন্দ্রের আলোর ন্যায়। এরপর উক্ত তারকা সাপের ন্যায় কুন্ডুলি পাকাতে থাকবে। যার কারণে তার উভয় মাথা একটা আরেকটার সাথে মিলিত হওয়ার উপক্রম হবে। দীর্ঘকার রাত্রে দুইবার ভূমিকম্প হওয়া এবং আসমান থেকে জমিনের দিকে যে তারকাটি নিক্ষিপ্ত হবে, তার সাথে থাকবে বিকট আওয়াজ। এক পর্যায়ে সেটা পূর্বাকাশে গিয়ে পতিত হবে। যা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের সম্মুখিন হবে। (হাদিস বড় হওয়ায় কেবল শেষ অংশ উল্লেখ করা হল)

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৪৩)

আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, "যখন পূর্বাকাশে ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত আগুনের অগ্নিশিখা দেখতে পাবে, তখন আহলে মুহাম্মদ ﷺ এর (ইমাম মাহদীর) জন্য অপেক্ষা কর। একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা (হযরত জিব্রাইল আঃ এর মাধ্যমে) মাহদীর নাম ঘোষণা করবেন। যা পৃথিবীর সকল মানুষ শুনতে পাবে।

- (আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী, আল মুত্তাকী আল হিন্দি, পৃষ্ঠাঃ ৩২)

হযরক কা’ব (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাসের রাজত্ব পতন হওয়ার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে, আসমানের বুকে এক প্রকার লাল বর্ণের আত্মপ্রকাশ করা এবং সেটা রমাযানের দশ তারিখ থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আরেক ধরনের জীর্ণতা দেখা দিবে যা বিশ রমাযান প্রকাশিত হয়ে চব্বিশ রমাযান পর্যন্ত থাকবে। একটি তারকা উদিত হবে যেটা পূর্নিমার রাত্রির মত উজ্জল হয়ে হঠাৎ বাঁকা হয়ে যাবে। হাদীস বর্ণনাকার ওলীদ বলেন, আমার নিকট হযরত কা’ব থেকে সংবাদ এসেছে, তিনি বলেন, পূর্বদিকের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, পশ্চিমে জীর্ণতা প্রকাশ পাবে, আসমানে লালিমা দৃশ্যায়ন হবে এবং কেবলার দিকে ব্যাপকহারে মানুষ মারা যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬২২)

২. কখন এই তারকা উদিত হবে?

হাদিসে এসেছে রমজান মাসে এই তারকাটি উদিত হবে।

বর্ণনাকারী আব্দুল ওয়াহাব ইব্নে বুখ্ত বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, রমাযান মাসে আসমানে একটি আলামত প্রকাশ পাবে যা হবে উজ্জল একটি পিলারের ন্যায়। শাওয়াল মাসে বিভিন্ন বালা-মসিবত দেখা দিবে, জিলক্বদ মাসে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিলহজ্ব মাসে হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানাকারীদের ছিনতাই করা হবে। আর মুহাররম মাসের কথা তো কিই বা বলব।

- (যঈফ, আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬২৬)

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের কাছে এমন এক যুগ আসবে যখন রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ শুনা যাবে, শাওয়াল মাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আবির্ভাব হবে, জিলকদ্ব মাসে এক গোত্রের লোকজন অন্য গোত্রের উপর হামলে পড়বে। জিলহজ্ব মাসে হাজী সাহেবদের যাবতীয় রসদপত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে। মুহাররম মাস সম্বন্ধে কি বলব; মুহাররম মাস, যেটা সম্বন্ধে কিই বা বলার আছে।

- (যঈফ, আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬২৯)

যদিও হাদিছে তার কোন দিনক্ষণ বা কোন বছর প্রকাশ পাবে তা বলা নেই, তবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিময় বিশ্বের সুবাদে, বিজ্ঞানীগণ এই তারকা নিয়ে তথ্য দিয়েছেনঃ

"যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস প্রদেশের গ্রেন্ড রেপিট মিশিগানের Calvin College এর একদল গবেষক ও খ্যাতিমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রসেসর লরেন্স মুলনার বলেছেন, ২০২২ সালে এই প্রথম মানুষ খালি চোখে দুটি তারকার সংঘর্ষ দেখতে পাবে।

তবে দুটি তারকার সংঘর্ষের পূর্বে পরস্পরের দিকে কয়েক দিন ঘুরতে থাকবে, এবং এদের আলো চাঁদের আলোর মত উজ্জ্বল হবে। এদের পরস্পরের সংঘর্ষের পর লাল রঙের আভা আকাশে ছড়িয়ে পরবে। (হুবহু হাদিসের বর্ণনা) যা American Astronomical Society (AAS) এর ২২৯ তম বৈঠকে এই গবেষণার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়। তাদের দাবি, ২০১৩ সাল থেকে তারা Binary system বা, একই কক্ষপথে চলা এই দুটি তারকার উপর নজরদারি করে আসছিল এবং তারা তারকা দুটিকে KIC9832227 নামে চিহ্নিত করেছেন। তাহলে জানা গেলো, বিজ্ঞানীগনের মতে, ২০২২ সালে এই তারকা উদিত হবে।" (আল্লাহু আ'লাম)

তবে এটি ইমাম মাহদীর আগমনের সময়কাল ঘনিয়ে আসার একটি আলামত। তাই তার আবির্ভাবের পূর্বে অবশ্যই ঘটবে, তবে তার আগমনের আগে কোন বছর উদিত হবে সে বিষয়ে সঠিকভাবে হাদিসে কিছু আসেনি।

৩. কেন এই তারকা উদিত হবে?

যদিও এটা আমাদের জন্য গজব স্বরূপ, তবে তা নিয়ে কথা না বলে বলছি, এই আলামতটি তিনটি প্রধান কারণে প্রকাশ পাবে।

কারণ (১) ইমাম মাহদীর প্রকাশের পুর্বে যে কয়েকটি আলামত প্রকাশ পাবে, তার একটি হলো এই তারকা। অর্থাৎ, এটা হলো ইমাম মাহদীর আগমনের আলামত। যেমন হাদিছে এসেছে- আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, "যখন পূর্বাকাশে ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত আগুনের অগ্নিশিখা দেখতে পাবে, তখন আহলে মুহাম্মদ ﷺ এর (ইমাম মাহদীর) জন্য অপেক্ষা কর। একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা (হযরত জিব্রাইল আঃ এর মাধ্যমে) মাহদীর নাম ঘোষণা করবেন। যা পৃথিবীর সকল মানুষ শুনতে পাবে।

- (আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী -আল মুত্তাকী আল হিন্দি, পৃষ্ঠাঃ ৩২)

[এখন তার মানে আপনারা যদি ধরে নেন, এই তারকার প্রকাশের পরপর দ্রুতই ইমাম মাহদী চলে আসবেন হয়তো তাহলে ভুল করছেন। কারণ, এগুলো হলো আলামত। যেমন মাহদীর আগমনের আরও আলামত হলোঃ সিরিয়ার ফিতনা শুরু হওয়া, ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় প্রকাশিত হওয়া, ইমাম মাহমুদ, ইমাম মানসূর, শুয়াইব ইবনে সালেহ এর আত্মপ্রকাশ হওয়া, পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষের মৃত্যু হওয়া, আবু সুফিয়ানীর আগমন হওয়া, রমজানের ১ম ও ১৫ তারিখ শুক্রবার হওয়া, মধ্য রমজানে আওয়াজ, বায়দাহ ধ্বসে যাওয়া ইত্যাদি। এখন এগুলোর মানে এটা নয় যে, মাহদী তখনি প্রকাশ পাবে, বরং এগুলো তার আগমন নিকটে হবার আলামত মাত্র।]

কারণ (২) এক বছরের খাদ্য মজুদের সতর্কবাণী হিসেবে এই তারকা উদিত হবে। যেমন হাদিছে এসেছে-

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর পূর্বদিক থেকে আগুনের তৈরি পিলারের ন্যায় এক নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেটা জমিনের সকলে দেখবে। তোমাদের কেউ এমন যুগ প্রাপ্ত হলে, সে যেন তার পরিবারের জন্য এক বৎসরের খোরাকী (খাদ্য) প্রস্তুত রাখে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৩৩)

হযরত কাসির ইবনে মুররা আল হাজরনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমানে বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পেতে থাকলে মানুষের মাঝে ব্যাপক এখতেলাফ (মতপার্থক্য) দেখা দিবে। তুমি এমন অবস্থাপ্রাপ্ত হলে (দেখলে) তোমার সাধ্যানুযায়ী খাবারের মজুদ করে রাখ।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৩৪)

কারণ (৩) এরপরেই ধোঁয়ার আযাব সন্নিকটে হবে। ধোঁয়ার আজাব হচ্ছে কেয়ামতের বড় আলামতের অন্যতম। যখন এই তারকা দেখা দিবে তার পরবর্তীতেই এই ধোঁয়ার আজাব সংঘটিত হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আবি মুলাইকা (রা:) বলেন, একদিন প্রত্যুষে আমি ইবনে আব্বাস (রা:) এর কাছে গমন করলাম। তিনি বললেন- গতরাতে আমি একদম ঘুমাতে পারিনি। আমি বললাম- কেন? কি হয়েছে। তিনি বললেন- লেজবিশিষ্ট তারকা উদয় হয়েছিল (লোকেরা বলাবলি করছিল যে এরকম তারকা দেখা গিয়েছে)। ভয় পেয়েছিলাম, ধোঁয়া এসে যায় কিনা! তাই সকাল পর্যন্ত চোখে ঘুম আসেনি।

- (ইবনে জারীর তাবারী; ইবনে আবী হাতিম; তাফসীর ইবনে কাছীর; হায়াতুস সাহাবা, ইউসুফ কান্ধলভী (রহ:))

ইবনে আব্বাস (রা:) যখন (লোকে মুখে) শুনেছেন যে, লেজ বিশিষ্ট তারকা উদিত হয়েছে তখন ধোঁয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। যদিও আদৌ তা উদিত হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়, এই তারকা উদিত হলে তারপর ধোঁয়ার সেই আযাব সন্নিকটে। এছাড়াও এই তারকা উদিত হওয়া মানে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফাসাদ দেখা দেওয়া এবং এই তারকার উদয়ন আমাদের জন্য একটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা হবে। এই ব্যাপারে হাদিসে এসেছে-

হযরত কাসীর ইবনে মুররা (রহ:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফিতনার সূচনা লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাবে মূলতঃ রমযান মাসে, তীব্র আকার ধারন করবে শাওয়াল মাসে। জিলকদ মাসে এক এলাকার লোকজন আরেক এলাকার দিকে ধাবিত হবে এবং জিলহজ্ব মাসে এক শহরের বাসিন্দাগণ অন্য শহরের বাসিন্দাদের প্রতি যুদ্ধের লক্ষে ধেয়ে আসবে। এসব কিছুর চুড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে, আকাশে আলোকিত-উজ্জল কোনো পিলার (জুলফি তারকা) প্রকাশ পাওয়া।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৪৭)

হযরত কাসীর ইবনে মুররা হাজরামী (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সত্তর বৎসর যাবত রমযান মাসে ফিতনা প্রকাশ পাওয়ার রাত্রের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। হযরত আব্দুর রহমান ইবে্ন যুবায়ের (রহ:) বলেন, যখনই আকাশে এ ধরনের কোনো আলামত প্রকাশ পাবে, সাথে সাথে মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৫০)

শাহার ইবনে হাওশব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফিতনা-ফাসাদের সূচনা হবে রমযান মাস থেকে, বিভিন্ন শহরের লোকজন একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে শাওয়াল মাসে, জ্বিলকদ মাসে অন্য এলাকার মধ্যে সামরিক স্থাপনা ফেলবে এবং জিলহজ্ব মাস আসলে একে অপরের উপর হামলা করবে, অর্থাৎ চুড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে যাবে। সে বৎসরই হাজিদের উপর আক্রমণ করা হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৫২)

৪. এই তারকার সাথে ১ বছরের খাদ্য মজুদ করার সম্পর্ক কী?

বর্তমানে কিছু মুফতি, আলেম, গবেষকসহ অধিক মানুষের একটি বহুল প্রচলিত ধারনা হলো, এই জুলফি তারকা বিস্ফোরণের পূর্বেই আমাদের ১ বছরের খাদ্য মজুদ করতে হবে।
এই কথটি একেবারেই ভুল। না, তার আগে খাদ্য মজুদ করতে হবেনা। কেননা, এই তারকা দেখার আগে খাদ্য মজুদ করার কোনই কারণ নেই। কিন্তু ১ বছরের খাদ্য মজুদ করতে হবে তখন, যখন এই তারকা আমরা দেখতে পাবো তারপর খাদ্য মজুদের কাজ করবো। হাদিস থেকে এটি স্পষ্ট বুঝা যায়-

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর পূর্বদিক থেকে আগুনের তৈরি পিলারের ন্যায় (জুলফি বিশিষ্ট তারকা) এক নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেটা জমিনের সকলে দেখবে। তোমাদের কেউ এমন যুগ প্রাপ্ত হলে, সে যেন তার পরিবারের জন্য এক বৎসরের খোরাকী (খাদ্য) প্রস্তুত রাখে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৩৩)

হযরত কাসির ইবনে মুররা আল হাজরনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমানে বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পেতে থাকলে মানুষের মাঝে ব্যাপক এখতেলাফ (মতপার্থক্য) দেখা দিবে। তুমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হলে (দেখলে) তোমার সাধ্যানুযায়ী খাবারের মজুদ করে রাখ।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৩৪)

ইবনে মা'দান (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা আকাশে রমাযান মাসে পূর্বদিক থেকে আগুনের কিছু পিলার (তারকা) প্রকাশ পেতে দেখবে, তখন সাধ্যমত খাবার জোগাড় করে রাখবে। কেননা তার পরবর্তী বৎসর হচ্ছে দুর্ভিক্ষের বৎসর।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৪৯)

অর্থাৎ, যদি তুমি সে অবস্থার সম্মুখীন হও তাহলে সাধ্য অনুযায়ী খাবার জোগাড় করে রাখবে।

হাদিস বলছে জুলফীসহ তারকা যখন মানুষ আকাশে দেখতে পাবে, তখন যেনো ১ বছরের খাবার জমা করার কাজে লেগে যায়। হাদিস কিন্তু এটা বলছে না, জুলফীসহ তারকা আকাশে প্রকাশের আগেই তোমরা ১ বছরের খাদ্য জমা রাখো। এই তারকা দেখার আগে খাবার সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। বরং, তারকা দেখার পর খাবার সংগ্রহ করতে হবে।
কেননা, এই তারকা এমন একটি ঘটনাকে হয়তো ইঙ্গিত করছে, যা ঘটলে তার পরবর্তীতে ১ বছর চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তাই এই জুলফী তারকা মানুষের সতর্কবার্তার মত কাজ করবে। তাই আমরা যখনই আকাশে এই আলামত দেখবো, তখনই আমাদের ভাবতে হবে যে, হয়তো সামনের ২-৩ বছরের মধ্যেই পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটতে পারে যার কারণে ১ বছরের খাদ্য মজুদ করা আবশ্যকীয়। এটি মুমিনদের জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি নিদর্শন এবং এভাবেই আল্লাহ মুমিনদের এই বড় ধরণের দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিবেন।

৫. কেন আমাদেরকে ১ বছরের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে?

এই জুলফি সহ তারকা নিজ চোখে দেখার পরই কেবল খাদ্য মজুদ করবো। কারণ এই তারকাটি এমন একটি সতর্কবার্তা যেটা আমাদের জানান দিবে যে, হয়তো সামনের ২-৩ বছরের মধ্যেই এমন ঘটনা ঘটবে, যাতে করে ১ বছর খাদ্য জন্মাবে না। গবেষণা করে দেখা যায় তা হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যার ফলে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যাবে। (এক ভাগ অনাহারে, মহামারীর প্রাদুর্ভাবে আর এক ভাগ যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে। -আল ফিতান)

কারণটা আপনারাও জানেন যে, বর্তমান যুগে যদি বিশ্বযুদ্ধ হয়, তাহলে পরবর্তী ১ বছর দুর্ভিক্ষ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে মূল কথা এটি অবশ্যই ঘটবে ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে। কারণ এটি ইমাম মাহদীর আগমনের আগের একটি আলামত আর তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর দুর্ভিক্ষ যে অনাবৃষ্টির কারণেই হবে তা নয়, যেমন হাদিসে এসেছে-
কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অনাবৃষ্টির কারণেই কেবল দুর্ভিক্ষ হবে না। বরং অধিক বৃষ্টিপাত হতে থাকবে এবং জমিন কোন কিছু উৎপাদন করবে না (ফলে তা দুর্ভিক্ষের কারণ হয়ে থাকে)।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৮৩-(৪৪/২৯০৪) [ইঃ ফাঃ ৭০২৭; ইঃ সেঃ ৭০৮৫])

বিঃ দ্রঃ এই জুলফি তারকা নিয়ে কিছু লেখা পাওয়া যায় যা অনর্থক, কারণ ঐ তারকার প্রকাশের পর আকাশ লাল হবে এবং তাপমাত্রাও কিছুটা বেড়ে যাবে এটা সত্য তবে তা কিছু দিনের জন্য। কিন্তু যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা ভ্রান্ত। নিচে সেই তথ্য দেওয়া হলোঃ

"রসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবীরা কেন পূর্বাকাশে উজ্জ্বল তারকা দেখলে আমাদেরকে এক বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করে রাখতে বলেছেন, তা একটু বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

১, Red nova star বিস্ফোরণের পর মেঘের মতো যে লাল আভা আকাশে ছড়িয়ে পরবে, সেগুলো মূলত তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। কারণ, KIC9832227 দুটি তারকা তে অগ্নি পরিবাহী উপাদান রয়েছে। আর এগুলো তাপমাত্রা বৃদ্ধির আরো একটি কারণ হল, এসব ছড়িয়ে পরা উপাদান গুলোতে আবার সূর্যের তাপ পরবে। সহজ ভাষায় বললে, মনে করেন এখন স্বাভাবিক তাপমাত্রা হল ৩৫°ডিগ্রি থেকে 45°ডিগ্রি। কিন্তু Red nova বিস্ফোরণের পর তাপমাত্রা হবে ৭০° ডিগ্রি থেকে ৮০°ডিগ্রি।

আর তাপমাত্রা যখন ৭০° ডিগ্রি থেকে ৮০° ডিগ্রি হবে, স্বাভাবিক ভাবেই মাঠের সকল ফসল ফলাদি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নদ নদী, খাল বিল, পুকুরের পানি শুকিয়ে যাবে। এমনকি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ও নিচে নেমে যাবে। গবাদি পশু গরু, ছাগল, ভেড়া, গাদা, হাস, মুরগি সব মরে যাবে। এমনকি পোকা মাকর, অন্যান্য বন্য প্রাণী গুলো ও মরে যাবে।

২, গাছ পালা, শাক সবজি এগুলো মূলত সূর্যের তাপ, আলো, পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহনের মাধ্যমে বে ড়ে উঠে এবং ফুল, ফল-মূল ও অক্সিজেন দেয়। কিন্তু যখন ৪০ দিন সূর্যের আলো পৃথিবীতে পরবে না, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মাঠের ফসল ফলাদি ও শাক সবজি গুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং অত্যধিক তাপমাত্রার কারণে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।''

উপরের তথ্যানুযায়ী এতটা কিছুই হবেনা। সামান্য যা কিছু হবে তা এই তারকা প্রকাশের পর। তারকাটা দেখলে খাদ্য মজুদ করতে হবে কিন্তু তার আগে মজুদ করাটা বোকামির শামিল। তারকাটা বিজ্ঞানীদের মতানুসারে ২০২২ সালেই প্রকাশ পাক বা যে কোন সালে প্রকাশ পাক, যেদিন জমিন থেকে সরাসরি দেখা যাবে, তার পরেই আমরা জেনে রাখবো, যে ৩ টি জিনিস হতে চলেছে-

(১) দুর্ভিক্ষ আসতে চলেছে।
(২) ধুম্র বা ধোঁয়ার আজাব সন্নিকটে। এবং
(৩) ইমাম মাহদী আগমন সন্নিকটে।

এছাড়া এটি প্রকাশের পর বিশ্বব্যাপী ফিতনা-ফাসাদ ও ব্যাপক মতবিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং তখন অন্যতম করনীয়ঃ এক বছরের খাদ্য মজুদ করা।

৬.৬ ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ ও সেটি নিয়ে যুদ্ধ

ফুরাত নদীতে স্বর্ণের খনি বা পাহাড় প্রকাশ পাওয়া কেয়ামতের অন্যতম আলামত এবং ইমাম মাহদীর আগমনের অন্যতম বড় আলামত। হাদিসে এসেছে-

আবূ হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী উন্মুক্ত হয়ে যাবে (শুকিয়ে যাবে) এবং তার তলদেশ হতে স্বর্ণের খনি বের হবে। তখন সেখানে যে কেউ উপস্থিত হয়, সে যেন তা হতে গ্রহণ না করে।

'উক্বাহ (রা:) ..... আবূ হুরাইরাহ (রা:) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি এরূপেই বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ এর স্থলে جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ (স্বর্ণের পর্বত) উল্লেখ আছে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১১৯ [আঃ প্রঃ ৬৬২০; ইসঃ ফাঃ ৬৬৩৪]; সহীহুল মুসলিম ৫২/৮, হাঃ ২৮৯৪ [হাঃ একাঃ ৭১৬৬, ইঃ ফাঃ ৭০১১, ইঃ সেঃ ৭০৬৮]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৪২; সহীহুল জামি' ৮১৮০; মুসনাদে 'আবদ ইবনু হুমায়দ ১৮০; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৯৩; মুসনাদে আহমাদ ২১২৯৭, ২১৩১৯)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এরূপ বলেছেনঃ তবে তিনি তাতে এরূপ ও বলেছেন যে, সেখানে সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩১৪ [ইঃ ফাঃ ৪২৬৩])

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না ফুরাত তার মধ্যস্থিত [তার গর্ভস্থ] স্বর্ণের পাহাড় বের করে দেয়। লোকেরা এ নিয়ে যুদ্ধ করবে এবং একশতের মধ্যে নিরানব্বই জন নিহত হবে। তাদের সকলেই বলবে, আমার মনে হয় আমি জীবন্ত থাকব (বেঁচে যাব, একাই সম্পদ ভোগ করব)।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৬৪-(২৯/২৮৯৪) [ইঃ ফাঃ ৭০০৮, ইঃ সেঃ ৭০৬৫]; সুনান তিরমিযী ২৫৬৯; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ১৫/১৮৩১ [আন্তঃ ১৮২২]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৪৩; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০৮০৪; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৯১; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২৫৫; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৫৩৮; মুসনাদে আহমাদ ৭৫০১, ৮০০১, ৮১৮৮, ৮৩৫৪, ৮৩৭০, ৯১০৩; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭১৮, ১৭২৩)

অনেক লোক এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক এই স্বর্ণের খনি বা পাহাড় উঠবে বিষয়টি অস্বীকার করে এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দাড় করিয়েছে। আর তা হচ্ছে স্বর্ণকে গোল্ড বলে আর বর্তমানে খনিজ তেলকে ব্ল্যাক গোল্ড বলে। তাহলে এই স্বর্ণ হচ্ছে ব্ল্যাক গোল্ড। এটি একটি ভুল ব্যাখ্যা।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসে তৈল সংক্রান্ত কিছু বোঝাতে তিনি "কাফিসু"(قفيز) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। টাকা পয়সার জন্য "দিরহাম" (درهم) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর স্বর্নের জন্য "জাহাবুন" (ذهب) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

- (সহীহ মুসলিম ইঃ ফাঃ ৭০১৩)

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় উন্মোচিত করে দেওয়া হবে। আর তাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক একশ জনে নিরানব্বই জনকে হত্যা করা হবে। একজন অবশিষ্ট থাকবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭১৫)

এই উম্মতের জন্য একটি ফিতনা অর্থাৎ পরীক্ষা

রসূল ﷺ ফুরাত নদীতে স্বর্ণের খনি বা পাহাড় প্রকাশ পাওয়ার বিষয়ে বলেছেন এটি প্রকাশ পেলে কেউ যেন এর কাছে না যায়। এটি একটি ফিতনা তথা ঈমানের পরীক্ষা হবে। কিন্তু হাদিসে বলা হয়েছে এরপরও সেখানে লোকজন যুদ্ধে নিহত হবে এবং অধিকাংশ লোকই নিহত হবে। আর কেউই এটি দখল করতে পারবে না। হাদিসে এসেছে-

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই ফুরাত নদী স্বর্ণের খনি উন্মোচন করবে। অতএব যারা তখন সেখানে থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩১৩ [ইঃ ফাঃ ৪২৬২]; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭১০)

উমাইয়াহ ইবনু বিস্তাম (রহঃ) ..... সুহায়ল (রহঃ) থেকে এ সূত্রে অবিকল বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতে বর্ধিত বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা বলেছেন, যদি তোমরা ঐ পাহাড় দেখো তবে তোমরা এর নিকটেও যেও না।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৬৫ [ইঃ ফাঃ ৭০০৯, ইঃ সেঃ ৭০৬৬])

আবূ মাসউদ সাহল ইবনু উসমান (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শীঘ্রই ফুরাত তার গর্ভস্থত স্বর্ণভাণ্ডার বের করে দিবে। সুতরাং এ সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন এ থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৬৬ [ইঃ ফাঃ ৭০১০, ইঃ সেঃ ৭০৬৭]; সহিহ বুখারি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৬০৫)

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, সময় অতিবাহিত হবে না, এমনকি ফুরাত নদী স্বর্ণের পাহাড় খুলে দিবে। ফলে সেখানে অনেক হত্যাযজ্ঞ হবে। শত শত মানুষকে হত্যা করা হবে। যদি তুমি এমন অবস্থা পাও, তাহলে তুমি কখনো তার নিকটবর্তী হবে না।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৯৭; মুসনাদে আহমাদ ২১১৫৮)

নবীজি ﷺ ধন-সম্পদকে এই উম্মতের জন্য ফিতনা সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক জাতির জন্য একটি করে ফিতনা আছে। আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ।

- (আল-আহাদ ওয়াল মাছানী খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৬২)

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ফোরাত নদীতে সোনার পাহাড় জেগে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং লোকজন সেখানে যুদ্ধ-সংঘাতে লিপ্ত হবে। তাদের প্রতি দশজনে নয়জন নিহত হবে।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৭/৪০৪৬)

অন্যত্র এসেছে- মাহদী বের হবে না, যতক্ষন প্রতি ৯ জনে ৭ জনকে হত্যা না করা হয়।

- (আল কাউলু মুখতাসার ফি আলামাত আল মাহদি আল মুনতাদার ৩-২৮)

হযরত ইবেন সিরীন হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী বের হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হয়। *

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫৮)
- * অর্থাৎ, এটি মাহদীর আগমনের অন্যতম বড় আলামত।

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ বলেন স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড় (বড় খনি) থেকে ফুরাত (নদী) কে খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর সেখানে প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে। যদি তোমরা উক্ত ঘটনা পাও, তাহলে তোমরা উহার নিকটবর্তী হইও না।

- (যঈফ, সনদ বিচ্ছিন্ন, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৬৯)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন চতূর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ বার মাস স্থায়ী হবে। যখন অবসান হবে তখন অবসান হবে। (অবসানের সময়ে অবসান হবে।) আর স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফুরাতকে খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর তার উপর প্রত্যেক নয়জনের সাতজনকে হত্যা করা হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭০)

আবূ কামিল ফুযায়ল ইবনু হুসায়ন ও আবু মা’ন আর রাকাশী (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু নাওফাল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা’ব (রা:) এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতঃ মানুষ জাগতিক সম্পদ উপার্জনের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই। তখন তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, শীঘ্রই ফুরাত তার গর্ভস্থিত স্বর্ণসম পর্বত বের করে দিবে। এ কথা শোনা মাত্রই লোকজন সেদিকে চলতে রওনা হবে। সেখানকার লোকেরা বলবে, আমরা যদি লোকদেরকে ছেড়ে দেই তবে তারা সমস্ত কিছুই নিয়ে চলে যাবে। এ নিয়ে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে একশতের মধ্যে নিরানব্বই জন লোকই নিহত হবে। বর্ণনাকারী আবু কামিল (রহঃ) তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, আমি এবং উবাই ইবনু কা’ব (রা:) হাসসান এর কিল্লার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৬৮-(৩২/২৮৯৫) [ইঃ ফাঃ ৭০১২, ইঃ সেঃ ৭০৬৯])

যারা সত্যনিষ্ঠ মুসলমান আর যারা এই বিষয়ে জ্ঞান রাখে তারা হয়তো এখানে যাবে না। কারণ এটি একটি পরীক্ষা আর এতে নিহতের সংখ্যা হবে জীবিতদের থেকে বেশি, অবশেষে কেউই তা নিতে পারবে না।

৬.৬.১ কখন এই স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাবে?

শেষ জামানায় ইমাম মাহদীর আগমনের আগে অবশ্যই ফুরাতের স্বর্ণের পাহাড় বা খনি প্রকাশিত হবে। হাদিসে এসেছে চতুর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ ১২ বছর স্থায়ী হওয়ার পর স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চতূর্থ ফিতনা হচ্ছে, অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ন ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবেনা, প্রত্যেক ঘরেই উক্ত ফিতনা প্রবেশ করবে। যদ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। যে ফিতনাটি শাম দেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভুখন্ডের ভিতরে বিচরণ করতে থাকবে। উক্ত ফিতনা এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্মক আকার ধারন করবে যদ্বারা মানুষ ভালো খারাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেনা। ঐ মুহূর্তে কেউ উক্ত ফিতনা থামানোরও সাহস রাখবেনা। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তীব্র আকার ধারন করবে। সকালে কেউ মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। উক্ত ফিতনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবেনা, কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে। সেটা প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্নের একটি ব্রিজ (খনি বা পাহাড়) প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৭৬)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন চতূর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ ১২ বছর স্থায়ী হবে। যখন অবসান হওয়ার তখন অবসান হবে। (অর্থাৎ ১২ বছর সময় শেষ হবে তারপর) স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফুরাতকে খুলে দেওয়া হবে (প্রকাশ পাবে)। অতঃপর তার উপর (অর্থাৎ তাতে) প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭০)

কিন্তু এই ফিতনা শুরু হয়েছিল কখন? যাতে আমরা হিসাব করতে পারি যে তার এক যুগ তথা ১২ বছর পর এই ফুরাতের ফিতনা দেখা দিবে? এই চতুর্থ ফিতনা যেটা শুরু হয়েছে সিরিয়াতে চলমান যুদ্ধের মাধ্যমে। হাদিসে এসেছে-

হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়েব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একটা যুদ্ধ হবে যার শুরুতে থাকবে শিশুদের খেলা (ছোটদের খেলা থেকেই যুদ্ধ শুরু হবে)। যুদ্ধটা এমন হবে যে, এক দিক হতে থামলে অন্যদিক হতে তা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। যুদ্ধ থামবে না এমন অবস্থায় আসমান থেকে জিবরাঈল (আঃ) বলবেন, অমুক ব্যক্তি তোমাদের নেতা। আর ইবনে মোসায়েব

(রা:) বলেন, তাঁর দুই হাত গুটাবেন ফলে তাঁর হাত দুটা সংকুচিত হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি এই কথাটি তিনবার বললেন, সেই নেতাই সত্য।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৩; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৭)

হযরত ইবনুল মুসাইয়িব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সিরিয়ায় একটি যুদ্ধ হবে। যার শুরুটা হবে শিশুদের খেলাধূলা (দিয়ে)। অতঃপর তাদের এ যুদ্ধ কোন ভাবেই থামবে না। আর তাদের কোন দলও থাকবে না। এমনকি আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তি। এবং সুসংবাদদাতার হাত উত্থিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৭)

এ বিষয়ে জানা যায়- ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৪ বছর বয়সী ৭ম শ্রেণীর ছাত্র মুয়াইয়া সিয়াসনেহ টেলিভিশনে তিউনেশিয়া ও মিশরের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী খবর দেখে দক্ষিণ সিরিয়ার দারা শহরে নিজের স্কুলের দেয়ালে সরকার বিরোধী স্লোগান লেখে। বিবিসি এর নিউজ মতে এক ছোট ছেলে খেলাধুলার বসে দেয়ালে লিখে ‘বাশার (শাসক) তোমাকে চলে যেতে হবে’। আর সেখানে নিয়ম ছিল প্রেসিডেন্ট এর নামের আগে সম্মানজনক কিছু উল্লেখ করা। তারপর রাতের বেলা পুলিশ এসে তাকে সহ আরো ৩ বন্ধুকে আটক করে মারাত্মক নির্যাতন করে। কিছু খবরে আসে সেই আটককৃতদের থেকে একজন নির্যাতনের কারণে মারাও যায়।
এই ঘটনার পর অভিভাবকরা ও সমাজের লোকেরা রাস্তায় মিছিলে নামে। যার কারণে দারা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পরে, এবং পরবর্তীতে যা পুরো সিরিয়াতে ছড়িয়ে পরে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে বাশার আল আসাদ সেনাবাহিনী মোতায়েন করে এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয় বিক্ষোভকারীদের সরাসরি গুলি করতে। কিন্তু সেনাবাহিনীর কেউ কেউ সাধারণ জনগণকে গুলি করতে অস্বীকার করে। তারপর সেনাবাহিনীর সেই বিদ্রোহী অংশটি নিয়ে গঠিত হয় FSA অর্থাৎ ফ্রি সিরিয়ান আর্মি। তারপর যুক্তরাষ্ট্র ও তার আরব দেশের মিত্ররা বিদ্রোহীদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। ২০১২ সালে আল কায়দা আফগানিস্তান থেকে কিছু প্রশিক্ষিত যোদ্ধা সিরিয়াতে পাঠায় এবং ইরাকের ইসলামিক স্টেট কে সিরিয়াতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সাম্প্রতিক কালে, HTS এর কমান্ডার আবু মুহাম্মদ জুলানী বলেন, মাত্র ৫ টি AK47 রাইফেল দিয়ে তারা সিরিয়া যুদ্ধের যাত্রা শুরু করে। অর্থাৎ এই এখানে অনেকগুলো দল একসাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। যা এখনো চলমান। আর এটাই হচ্ছে সিরিয়া যুদ্ধ তথা চতুর্থ ফিতনা।

দেখা যাচ্ছে হাদিসের সাথে হুবহু এই যুদ্ধের সূত্রপাতের সাথে মিলে যাচ্ছে এবং এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, ২০১১ সালেই সিরিয়া ফিতনা শুরু হয়েছে। তাহলে এই ফিতনা শুরু হওয়ার ১২ বছর পর ফুরাতের ফিতনা ঘটিত হবে। এই হিসেবে-
২০১১+১২=২০২৩ সালে ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় বা খনি উন্মোচিত হবে ও তা নিয়ে যুদ্ধ হবে। এটাই বেশির ভাগ হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল ফিতানের (হাঃ ৯৭২) একটি

হাদিসে আছে যাতে ১৮ বছরের উল্লেখ এসেছে, কিন্তু অন্যান্য সব আলামতের সাথে মিলালে এবং ভালোভাবে গবেষণা করলে দেখা যায় ১২ বছর পর দেখা যাবে বর্ণনাটাই সঠিক। ১২ বছরের দলিল বেশি, আর ১৮ বছরেরটি একক বর্ণনা। তাই শক্তিশালী মতই গ্রহণযোগ্য হবে। আল ফিতান এর বাংলা অনুবাদক মুফতি মাহদী খান ২য় খণ্ডের অনুবাদেও ২০২৩ সালের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, হাদিস মতে ২০২৩ সালে বা তাঁর কিছু পরেই এটি দেখা যাবে ইংশাআল্লাহ। আর ১৮ বছরের বিষয়টি এভাবে নেওয়া যেতে পারে যে ফুরাত নদীতে স্বর্ণের প্রকাশ হওয়ার পরেও সিরিয়ায় এই ফিতনা থামবে না, এক পর্যায়ে ইমাম মাহদীর মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা শেষ হবে।

৬.৬.২ কারা এই যুদ্ধে জড়াবে

হাদিসে বর্ণিত বিষয় থেকেই জানা যায়, লোকজন সেখানে যুদ্ধ-সংঘাতে লিপ্ত হবে এবং বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন ভাবে মারা যাওয়ার হিসাব বর্ণিত হয়েছে। কোন হাদিসে ১০০ জনের ৯৯ জনই, এক জায়গায় ১০ জনের ৯ জনই, অন্যত্র ৯ জনের ৭ জনই নিহত হবে বলে উল্লেখ এসেছে। আর নয় জনের সাত জনই হত্যা হবে এই দলিলটি বেশি পাওয়া যায়। যেখানে রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন যেতে, সেখানে কোন হতভাগারা যাবে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অনেক গবেষক বিভিন্ন হাদিস গবেষণা করে বিভিন্ন দেশকে উল্লেখ করেছেন যারা যুদ্ধে জড়াবে। তবে তাদের মধ্যে সব জায়গায় একটি দেশ কমন আর তা হচ্ছে শাম বা বর্তমান সিরিয়া, কারণ হিসেবে ফুরাত নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সিরিয়া অঞ্চল। অর্থাৎ সিরিয়া ফুরাতের স্বর্ণ দখলের জন্য যুদ্ধ করবে। তবে হাদিস থেকে সরাসরি জানা যায় না যে, কোন কোন দেশ বা জাতি এটি দখলে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তবে আশ-শাহরান এর ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত আগামী কথন কবিতায় এই বিষয়ের একটি উল্লেখ পাওয়া যায়।

আগামী কথনে উল্লেখ করা হয়েছে

প্যারাঃ (৮)
একটি "শীন", দুইটি "আলিফ",
তিন ভূখণ্ডেই হবে ঝড়।
বিদায় জানালো মহাদূত,
তার তের-নব্বই-এক পর।

ব্যাখ্যাঃ এই পর্বে লেখক আশ-শাহরান, একটু অস্পষ্ট ভাবে বাক্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সেই ফুরাত নদীর স্বর্নের পাহাড় দখলে আনার জন্য তিনটি রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পরবে। সেই ৩ টি দেশের নামের প্রথম হরফ এখানে লেখক উল্লেখ করছেন। আর তা হলো, (১) শীন (২) আলিফ এবং (৩) আলিফ। যেহেতু ফুরাত নদী তুরস্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে, আরবের পাশ দিয়ে শাম বা সিরিয়া অঞ্চল দিয়ে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, (১) শীন হলো শাম বা সিরিয়া অঞ্চল এবং (২) আলিফ হলো ইরাক। তাহলে (৩) নং আলিফ কোন দেশ? (পরবর্তী প্যারায় প্রকাশিত)

এখন প্রশ্ন হলো, কবে কত সালে এই সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে? এ প্রসঙ্গে (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, ‘‘বিদায় জানালো মহাদূত, তার তের নব্বই এক পর’’। কে এই মহাদূত? আমরা সবাই জানি যে, মানবতার মুক্তির মহাদূত হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় জানিয়েছেন ৬৩২ খ্রীঃ তে। আর ১৩-৯০-১ মানে লেখক এখানে ১৩৯১ বছর বুঝিয়েছেন। সুতরাং ৬৩২+১৩৯১ = ২০২৩। অর্থাৎ, এখানে লেখক (আশ-শাহরান) ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, আগামী ২০২৩ সালের পর বা সে বছরই যেকোন সময়ই ফুরাত নদী থেকে স্বর্নের পাহাড় ভেসে উঠবে। যেটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত।

প্যারাঃ (৯)
যে ভূমি থেকে দিয়েছিলো নিষেধ,
খোদার প্রিয় নবী।
নিষেধ ভুলিবে করিবে রণ,
তাতে হইবেনা কামিয়াবি।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ যে দেশ থেকে ঐ স্বর্নের খনি দখল করতে যাওয়ার নিষেধ করেছিলেন তার নিষেধ ভুলিয়া ঐ দেশটিও লোভের বশীভুত হয়ে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে লড়াই করবে। অর্থাৎ, সৌদি আরবও যুদ্ধ করবে সোনার লোভে।

এই প্যারা থেকে প্রমানিত যে, (৩) নং আলিফ নামক দেশটি হলো "আরব/সৌদি আরব"! একটি বিষয় এখানে রয়ে যায় তা হচ্ছে আরব তো আইন দিয়ে তাহলে আলিফ দিয়ে কিভাবে হয়। এখানে দুইটি বিষয় হতে পারে। একটি হচ্ছে যে এই আলিফ দ্বারা বাংলার আ অক্ষরকে বুঝিয়েছে যা দিয়ে আরব লেখা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আলিফ দিয়েও আরব লেখা হয়। কিছু জায়গায় এরকম দেখাও গিয়েছে। আল্লাহু আলিম। তাহলে যে ৩টি দেশ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিষেধ অমান্য করে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে যুদ্ধের সুচনা করবে সেই ৩ টি দেশ হলো, (১) শাম বা সিরিয়া, (২) ইরাক ও (৩) আরব। কিন্তু কেউই সেই যুদ্ধে সফলতা পাবে না।

প্যারাঃ (১০)
দুপক্ষ কাল চলিবে লড়াই,
দখল করিতে জলাংশ।
প্রতি নয় জনের সাত জনই হায়,
হইবে সে রনে ধ্বংস।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) ভবিষ্যৎবাণীতে বলেছেন যে, ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করার জন্য শাম বা সিরিয়া, আরব ও ইরাক দুই (২) পক্ষ কাল সময় ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। আমরা জানি যে, ১ পক্ষ কাল সময় = ১৫ দিন। সুতরাং, ২ পক্ষ কাল = ৩০ দিন। অর্থাৎ, সোনার খনি দখল করতে ১ মাস যুদ্ধ চালাবে সিরিয়া, ইরাক ও আরব। ২০২৩ সালের যে কোন মুহূর্তে। আর সেই যুদ্ধে যত জন অংশ গ্রহণ করবে তাদের প্রতি ৯ জনের মধ্যে ৭ জন করেই মারা পরবে।

৬.৭ হিন্দেই প্রথমে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া

আগের পরিচ্ছেদ থেকে জুলফি তারকার ব্যাপারে জেনেছি যে এটি উদয় হওয়ার পরেই চূড়ান্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। অন্যান্য বিভিন্ন হাদিস থেকেও দুর্ভিক্ষের আলামত বুঝা যায়। কিন্তু বিষয় হচ্ছে বিশ্বে যত দেশ আছে তারা সকলে একই রকম ধনী না। হিন্দুস্তান তথা ভারত উপমহাদেশে যে সকল দেশ আছে সেগুলো বেশির ভাগই গরীব। তাই অর্থনৈতিক মন্দা বা যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিলে এই পূর্ব দিকের দেশগুলোতেই আগে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এটাই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদিসও এসেছে।

হযরত কা'ব (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমানের বুকে এক প্রকার লাল বর্ণের আত্মপ্রকাশ করবে। একটি তারকা উদিত হবে যেটা পূর্নিমার রাত্রির মত উজ্জল হয়ে হঠাৎ বাঁকা হয়ে যাবে। হাদীস বর্ণনাকার ওলীদ বলেন, আমার নিকট হযরত কা'ব থেকে সংবাদ এসেছে, তিনি বলেন, পূর্বদিকের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, পশ্চিমে জীর্ণতা প্রকাশ পাবে, আসমানে লালিমা দৃশ্যায়ন হবে এবং কেবলার দিকে ব্যাপকহারে মানুষ মারা যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬২২)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে! যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা যা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে! আর শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দুর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে! যার মুকাবিলা করার জন্য হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন ভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে (কুরবানীর দিন) পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো! ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে (মুকাবিলা করতে)। তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (রসূল ﷺ) তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, তাদের নেতা হবে দুর্বল! আহ্ প্রথম দলটির জন্য কতইনা উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করতো! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি ﷺ বললেন, কেননা তারা সে সময় নিজেরাই নিজেদের যোগ্য মনে করবে! *

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহাদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১১৯)
- * মুশরিকদের যে দুর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে বিষয়ে জানতে বইয়ে এবং অনলাইনে দেখুন- 'পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিশান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া! হিন্দুদের জন্য অশনি সংকেত! ডকুমেন্টারি'। তাতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। 'মুশরিকদের দুর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে' এই ভবিষ্যৎবাণীটি সম্প্রতি সংঘটিত হয়েছে।

এই সকল হাদিস থেকে সহজেই বুঝা যায় যে হঠাৎ করেই দুর্ভিক্ষ শুরু হবে না। আস্তে আস্তে করে শুরু হবে। অর্থনৈতিক মন্দা, খাবারের সঙ্কট তৈরি হওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এগুলো সবই দুর্ভিক্ষের অন্তর্ভুক্ত বা পূর্বাভাস। হিন্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান,

কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, কাশ্মীর ইত্যাদি। গরীব দেশ বা যে দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে উন্নত না, তারাই এই সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। আর পশ্চিমারা-আরব দেশগুলো তাদের নিজেদের ব্যবস্থা করেই রেখেছে, অর্থাৎ অর্থনীতিতে এগিয়ে। তাদের এই সঙ্কট আসবে দেরিতে। তবে আসবে যে এতে কোন সন্দেহ নেই ইনশাআল্লাহ।

৬.৮ ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরানের আত্মপ্রকাশ

'৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়' দুটিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাদের পরিচয় ও আত্মপ্রকাশের স্থান, সময়কাল ইত্যাদি বিস্তারিত সেখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে শুধু ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে হিন্দুস্তানে ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এবং শামীর বারাহ (সাহেবে কিরান) এর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে হিন্দের যুদ্ধের আগে এবং তারা মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে মুশরিকদের সাথে চূড়ান্তভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। মুশরিকরা যখন হিন্দুস্তানের মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বাড়াতে বাড়াতে চরম মাত্রায় পৌঁছুবে এবং তাদের পার্শ্বভূমি বা দেশে জোর-জবরদস্তি করে দখল করার জন্য গণহত্যা চালাবে, তখন তারা এই সকল মুশরিকদের মুকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাবে এবং মুশরিকদের পরাজিত করে বিজয় করবে। তখন ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমরা তাদের নেতৃত্বে জমায়েত হবে।

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলমিদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। পিতার নাম আব্দুল ক্বদির। সে দেখতে খুবই দুর্বল হবে। তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩০; ক্বাশ্ফুল কুফা ২৬১)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু (সাহেবে কিরান) শামীম বারাহর প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা যেন মাহদীর আগমনের (পূর্বে) সময়।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা)

সাহল ইবনু সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিতনার সৃষ্টি হবে (দ্বিতীয় কারবালা)। আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা। তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে

সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাহেবে কিরান! আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম হবে মাহমুদ। অবশ্যই তারা মাহদীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবে।

- (তারিখুল বাগদাদ ১২২৯)

বুরায়দা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা বালাদি লিল উছরো থেকে একজন দুর্বল বালক তাদের মুকাবিলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে (গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়)। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।

- (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১৭৯১; আসারুস সুনান ৮০৩; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে। (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না।)

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৩ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৫]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫২৯৩; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৯৭২; মুসনাদে আহমাদ ৬১৬৮)

হযরত কাতাদাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতইনা উত্তম।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর (রা:) এর বংশের এক দুর্বল বালক।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৮৭)

আবু বাসির (রঃ) বলেন, জাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন, মাহদীর আগমনের পূর্বে এমন একজন খলীফার আবির্ভাব ঘটবে যিনি হবেন মাতার দিক থেকে কাহতানী এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে। *

- (ইলমে তাছাউফ ১২৮ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক ২৩২ পৃঃ)
- * ইমাম মাহদীর আসল নাম হবে মুহাম্মাদ। আর মুহাম্মাদ এর সাথে মাহমুদ নামটি সাদৃশ্যপূর্ণ। তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ এর সাথে আব্দুল কাদীর নামটি সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ এবং ইমাম মাহমুদ ইবনে আব্দুল কাদীর।

৬.৮.১ ইমাম মাহমুদ এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হবেন

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার জানামতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দ্বীনের ‘তাজ্‌দীদ’ বা সংস্কার সাধন করবেন।

- (সহীহ, সূনান আবূ দাউদ (ইঃ ফাঃ) ৪২৪১ [আলবানী একাঃ ৪২৯১]; হাকেম ৮৫৯২; মিশকাতুল মাসাবিহ ২৪৭; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭০, ইবনে দাইলামী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। আর তাঁরা দ্বীনকে মৃত্যুর অবস্থায় নিয়ে যাবে। ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রা:) এর বংশ থেকে একজন বালককে পাঠাবেন। যার মাধ্যমে দ্বীন জীবিত (সংস্কারসাধন) হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৬)

এ বিষয়ে আরো আলোচনা দেখুন- “৩.৬ হাদিস অনুযায়ী শতবর্ষী মুজাদ্দিদ কবে আসবেন তাহলে?”

৬.৯ আল্লাহর আযাব, হিন্দে দ্বিতীয় কারবালা!

এই বিষয়ে "৪.৯ দ্বিতীয় কারবালা; ভারতের বাংলাদেশ দখল ও গণহত্যা" এবং "৩.১১ গাজওয়াতুল হিন্দ খুবই নিকটে" পরিচ্ছেদটি আশা করি পড়েছেন। তার সাথে এখানে আরো কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো।

দেখছে পাচ্ছি, মুশরিক কর্তৃক মুসলিমদের উপর হিন্দুস্তানে যে জুলুম নির্যাতন হচ্ছে তা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে এবং চূড়ান্ত রূপ ধারণ করবে। এমন অবস্থা হবে যা মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করাবে। আজ ভারতের মুশরিকরা বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। তাঁরা প্রকাশ্যেই বলছে মুসলিমবিহীন অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার কথা। আরো বলে, 'পাকিস্তানের সাথে আমাদের যুদ্ধ করা লাগলে লাগতেও পারে, কিন্তু বাংলাদেশের সাথে আমাদের যুদ্ধ করা দরকার হবে না, কারণ সেখানে আমাদের আগে থেকেই লোক সেট করা আছে।' -এটি ছিল এক বিজেপি নেতার বক্তব্য। সব হাদিস ও সেগুলোর বিশ্লেষণ দেখলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশেই সেই গণহত্যার ঘটনাটি ঘটবে। কাশ্মীর যখন ভারতীয় মুশরিকদের হাত ছাড়া হবে, তখন তারা এই দেশের উপর দখলদারি প্রতিষ্ঠার জন্য আগাবে আর তাতেই সেখানে শুরু হবে সেই দ্বিতীয় কারবালা অর্থাৎ গণহত্যা। হিন্দুস্তানে মুশরিকদের কর্ম নিয়ে হাদিসে এসেছে-

বুরায়দা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১৭৯১; আসারুস সুনান ৮০৩; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে! যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা যা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে! আর শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দুর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে! যার মুকাবিলা করার জন্য হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন ভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে (কুরবানীর দিন) পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো! ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে (মুকাবিলা করতে)। তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। * (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহাদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১১৯)
- * যার শুরু হওয়ার কথা ছিল "মুশরিকদের দুর্গ বায়ু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত" হওয়ার ঘটনাটি সম্প্রতি ঘটে গেছে। যা পরের ভবিষ্যৎবাণীগুলোকেও সত্য হিসেবে প্রমাণ করে।

৬.৯.১ কেন এই আযাব আসবে?

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেন-

"এমন কোন জনপদ বা জাতি বা উম্মাত নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।"

- সূরা বানী-ইসরাঈল (الإسرا), আয়াত: ৫৮

হিন্দের মুশরিকদের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের কৃতকর্মের সাজা দিবেন, যেমন সাজা দেওয়ার কথা রসূল ﷺ এর হাদিস থেকে জানতে পারি যে, আমাদের উপর বিজাতীয় শত্রু চাপিয়ে দিবেন, তাদেরকে প্রবল করে দিবেন, জালিম শাসক চাপিয়ে দিবেন, লাঞ্ছিত-অপদস্ত করবেন, আমাদের সাথে তারা যুদ্ধ করে গণহত্যা চালাবে ইত্যাদি। কারণ? আমরা ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে গেছি এবং ইসলামের বদলে অন্যকিছু গ্রহণ করে আছি। বর্তমানে অনেক অবুঝ মুসলমানই এরকম বলে ফেলে যে, দেশ যেই চালাক চললেই হলো। ইসলামী দেশ তৈরির পরিকল্পনা বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলে দেশে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা করার কি দরকার। এখন তো দেশ ভালোই চলছে। অর্থাৎ, হিন্দের বেশির ভাগ মুসলিমই এখন এটা মনে করে যে, যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক, আমরা একটু শান্তিতে থাকতে পারলেই হয়। ইসলামী আইন ছাড়া মানুষের বানানো আইন ও তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে দেশ চলছে, বিচার কাজ চলছে আর দেখা যাচ্ছে নাদান মুসলমানেরা এর উপর সন্তুষ্ট আছে। যেই আইন দিয়ে মাদক, যিনা-ব্যভীচার, সুদ-ঘুষ হালাল বানানো হয়েছে তার উপর সন্তুষ্ট আছে। বিধর্মী মুশরিকদের বন্ধু বানিয়েছে, তাদের রীতি-নীতি অনুসরণ করছে আর এর উপর তারা সন্তুষ্ট আছে। ইসলামের ফরজ বিধানসমূহ তরক করছে আর এর উপর তারা সন্তুষ্ট আছে। যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে, কাজ করেছে তাদের জঙ্গী বলে গ্রেফতার করেছে, নাদান নামে-মুসলমানরা উল্টো তাদের জালিম বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। এরকম দীর্ঘকাল ধরে তারা জীবন-যাপন করে আসছে। চাকচিক্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। অতএব, তারা যে সকল কাজ করেছে এর জন্য তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কি কোনই শাস্তি কাম্য নয়? আমরা না চাইলেও আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই তাদের এহেন কাজের দরুন শাস্তি দিবেন, আর আখিরাতের কথা নাই বা বললাম। কেন এমন হবে তা কিছু পয়েন্টে আলোচনা করা হলো-

১। শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াঃ হিন্দের মুসলিমরা বর্তমানে মুশরিকদেরকে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্লোগান বের করেছে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। তাদের সাথে বিভিন্ন পূজায়ও অংশ নিচ্ছে। দেশের মুসলিম শাসকরা স্লোগান দিচ্ছে 'দুর্গার আগমনে দেশে শান্তি ফিরে আসবে'। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মুসলিমরা মুশরিকদের সাথে মিলে শিরকে, পূজায় লিপ্ত হয়েছে। হাদিসে এসেছে-

কুতায়বা (রহঃ) ...... ছাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে শামিল না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এমনকি এরা মূর্তিপূজা পর্যন্তও করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২১৯ [ইঃ ফাঃ ২২২২]; মিশকাত ৫৪০৬; সহিহাহ ১৬৮৩)

আর এটা সবারই জানা যে, আল্লাহর কাছে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ।

২। ব্যাপক আকারে পাপাচারের সয়লাব হওয়াঃ হিন্দের মুসলিমরা বর্তমানে মারাত্মক আকারে পাপাচারে লিপ্ত। যেন পশ্চিমা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের হুবহু রীতিনীতি শহরে শহরে পালিত হচ্ছে। বেশির ভাগ লোকই বিভিন্ন পাপাচারে-কবীরা গুনাহে লিপ্ত। যিনা-ব্যভিচার, মাদক, গান-বাজনা, নর্তকী দিয়ে সর্বত্র সয়লাব। আর এদের কারণে সকলের উপরই আযাব গ্রাস করবে। হাদিসে এসেছে-

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কোন জাতির উপর মহান আল্লাহ আযাব অবতীর্ণ করেন, তখন তাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত লোককে তা গ্রাস করে ফেলে। তারপর [বিচারের দিনে] তাদেরকে সব কৃতকর্মের ভিত্তিতে পুনরুত্থিত করা হবে।"

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ৭১০৮; সহীহুল মুসলিম ২৮৭৯; মুসনাদে আহমাদ ৪৯৬৫, ৫৮৫৬, ৬১৭২; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ২৩/১৮৩৯ [আন্তঃ ১৮৩০])

ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (রহঃ) .... আবূ বকর (রা:) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রশংসার পর বলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত কর, কিন্তু তোমরা একে অন্যস্থানে প্রয়োগ কর। তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, তোমাদের মাঝে যারা গুমরাহ হবে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে শর্ত হলো-যদি তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর বাণীঃ “তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না” (সূরা আল-মায়িদাহঃ ১০৫)। রাবী খালিদ (রা:) বলেনঃ আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন লোকেরা জালিমের হাত ধরে তাকে জুলুম করা থেকে বিরত না রাখবে, তখন মহান আল্লাহ্ তাদের উপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল করবেন।

রাবী আমর ইবন হুশাযম (রা:) থেকে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যে কাওম এরূপ হবে যে, তারা যখন গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন তা প্রতিরোধ করার মত কিছু লোক থাকা সত্ত্বেও যদি তারা প্রতিকার না করে তখন আল্লাহ্ তা’আলা সকলকে আযাবে গ্রেফতার করবেন। রাবী শু’বা (রহঃ) বলেনঃ যে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক গুনাহে লিপ্ত হবে, আল্লাহ্ তাদের সকলকে আযাবে নিপতিত করবেন।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩৩৮ [ইঃ ফাঃ ৪২৮৭]; তিরমিযী; ইবনু মাজাহ; মুসনাদে আহমাদ)

সুলায়মান ইব্ন হার্ব (রহঃ) .... আবুল বাখ্তারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার কাছে ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন।
রাবী সুলায়মান (রহঃ) বলেনঃ আমার নিকট নবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, মানুষেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না তাদের গুনাহ্ এত অধিক হবে যে, যার জন্য ওযর পেশের কোন সুযোগ থাকবে না।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩৪৭ [ইঃ ফাঃ ৪২৯৬]; মুসনাদে আহমাদ)

যয়নব বিনতে জাহাশ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমাদের মধ্যে সৎকর্মকারীগণ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? উত্তরে রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। যখন মন্দ (পাপকাজ) অধিকমাত্রায় হবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৩৪; সহীহুল বুখারী ৬৬৫০)

উমর ইবনু আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশেষ কারো কর্মের কারণে আল্লাহ তায়ালা সকলকে পাকড়াও করবেন না৷ অতঃপর যখন অপরাধ প্রকাশ পাবে। আর তা নিষেধ করা হবে না। তখন বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ সকলকেই পাকড়াও করবেন।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৩৫)

৩। আল্লাহর নির্ধারিত আইন বাদ দিয়ে বিচারকার্য করাঃ আল্লাহর দেওয়া বিধান-আইন বাদ দিয়ে হিন্দের মুসলিমরা এখন মানব রচিত আইন দিয়ে রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি জীবন ও বিচারকাজ পরিচালনা করছে। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে-
তোমাদের উপর শাসকগণ নিযুক্ত হবে। তোমরা তাদের কাছে গমন করবে আর তারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কিছু দ্বারা ফয়সালা করবে। অতঃপর, তাদের সকলের উপর লানত।

- গণতন্ত্র অধ্যায়, ইসলামী জীবনব্যবস্থা, মুফতি তারেকুজ্জামান; আল ফিরদাউস (বিমা সূরিল খত্তব), ইমাম আবু শুজা’ আদ-দায়লামী)

একই, গণতন্ত্র অধ্যায়ে আরো বলা হয়েছে- ‘তোমাদের উপর কিছু লোক বিচারকার্য পরিচালনা করবে। তোমরা যদি তাদের মানো তাহলে তারা তোমাকে পথভ্রষ্ট করে দিবে, আর যদি না মানো তাহলে তারা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে’। (আর হত্যা হয়ে যাওয়াই উত্তম। সাথে এসেছে, জালিমের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ, আর এর কারণে নিহত হলে সে মর্যাদাবান শহীদ হবে।)

৪। আল্লাহর ফরজ বিধান সম্পর্কে গাফেল হওয়াঃ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে হিন্দের মুসলিমরা ইসলামের মূল বিষয়সমূহ, ফরজ বিধান সম্পর্কেই একদম গাফেল। তারা ইসলাম ছেড়ে পশ্চিমাদের রীতিনীতি ও কালচার গ্রহণ করেছে। আর এর কারণে আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের বিভিন্ন আযাবে পাকড়াও করবেন যার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

৫। জিহাদকে ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও দুনিয়া প্রীতি হওয়াঃ বর্তমান সময়ে যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা হয়, জিহাদের কথা হয় তাকেই মুসলিমরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও জঙ্গী আখ্যা দিয়ে গুম, খুন, গ্রেফতার করছে। আর এটি করছে খোদ মুসলিমরাই। আজকে যত প্রশাসনিক বাহিনী রয়েছে যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে, তারা পশ্চিমা খ্রিষ্টান দেশগুলো থেকে ট্রেনিং নিয়ে দেশে এসে তাদেরই মুসলিম ভাইদেরকে আটক, গুম, খুন করছে। আর শুধু এই কারণে করেছে যে, তারা ইসলামী আইন চায়, ইসলামী শাসন চায়। অ্যামেরিকা-ইংল্যান্ড এর মতো পশ্চিমা দেশের খ্রিষ্টানরাও তাদের এমন লোভ দিয়ে রেখেছে যে, তারা যদি বলে নিজেদের মুসলিম ভাইদেরকেই মারো তাহলে তারা তাই করে যাচ্ছে। আর এর জন্য খ্রিষ্টানদের থেকে টাকা পাচ্ছে আর প্রশাসনের লোকেরা আয়েশি জীবন পার করছে আর গণতান্ত্রিক সরকারও সুবিধা ভোগ করছে। প্রশাসনের এই সকল নামধারী মুসলিমরা তারা নিজেরা যে জিহাদকে ছেড়ে দিয়ে, ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ না করে উল্টো সেই লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে যারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ইসলামী শাসন-আইন চায়। তাদের উপর অগাধ পরিমাণে, নির্বিচারভাবে জুলুম-নির্যাতন করেছে, গুম-খুন-গ্রেফতার করেছে। সেই সকল লোকদের পরিবারকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে, পরিবারকে হয়রানী করেছে, তাদের আর্থিক-সামাজিক ক্ষতি করেছে। এগুলোর জন্য কি তাদের কিঞ্চিৎ শাস্তিও প্রাপ্য না? অবশ্যই তাদের জন্য সেই নির্ধারিত শাস্তি আসবে। আল্লাহ কখনো হকের পথে থাকা মুসলিমদের নিরাশ করবেন না।
অতএব যারা জিহাদ ছেড়ে দিয়ে, তাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে নিজেরা দুনিয়া নিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য-কৃষিকাজ নিয়ে পড়ে রয়েছেন তাদের জন্য একটি কথাই যথেষ্ট, আর অল্পদিনই বাকি আছে যা আরাম-আয়েশ করার করে যান।

৬.৯.২ হিন্দের মুসলিমরা বা'আল দেবতার পূজা করবে

একটি হাদিসে এসেছে মুসলিমরা বা'আল দেবতার পূজা শুরু করবে। এই বা'আল দেবতা কি এবং এর পূজাই বা কিভাবে করছে সেটি নিয়েই আলোচনা করা হবে।

হজরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না ইলিয়াস (আঃ) নবীর সময়ের মতো মানুষ বা'আল দেবতার পূজা করে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস: ইবনে দায়লামী ৮০৮)

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ), তাদের চিনার উপায় কী? তিনি (ﷺ) বললেন, তাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতেই জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। সে ক্ষমতায় থেকে ইসলামকে গলা চেপে হত্যা করবে। আর তাদের একজন হবে অভিশপ্ত জাতির সন্তান। সে বিশ্ব শাসন করবে। আর তাদের তিনজন হবে হিন্দুস্তানের নেতা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তারা তিনজন কি মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, না, বরং তাদের একজন হবে নামে মুসলিম নারী শাসক। সে ক্ষমতায় এসে বা'আল মূর্তির পূজা বৃদ্ধি করবে। আর তাদের একজন ক্ষমতায় থেকে ইসলাম ধ্বংসের সূচনা করবে। আর একজন ইসলাম ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ; কিতাবুল আকিব)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচ নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ), তাদের চেনার উপায় কী? তিনি বললেন, তাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতে জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। সে ক্ষমতায় থেকে ইসলামকে গলা চেপে হত্যা করবে তথা ইসলাম ধ্বংসের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করবে। আর একজন অভিশপ্ত জাতির সন্তান। সে বিশ্ব শাসন করবে। আর তিনজন হবে হিন্দুস্তানের নেতা। যাদের একজন ক্ষমতায় থেকে ইসলাম ধ্বংসের সূচনা করবে। আর একজন ইসলাম ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসবে। আমি বললাম, হে

আল্লাহর রসূল (ﷺ) তারা তিনজন কী মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, বরং তাদের একজন হবে নামে মুসলিম নারী শাসক। সে ক্ষমতায় এসে তার পূর্ব পুরুষের মূর্তি পূজা বৃদ্ধি করবে। অবশ্যই সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালকের প্রকাশ হবে। যার নেতৃত্বে হিন্দুস্তানের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ; কিতাবুল আকিব)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (ﷺ) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি শাসকের আত্মপ্রকাশ হয়। যারা সর্বক্ষণে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। আমি বললাম, তারা কি মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, না, তাদের দুইজন মুসলিম যাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতেই জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। আর একজন নারী শাসক হবে। হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চলে সে ক্ষমতায় এসে পূর্ব পুরুষের মূর্তি পূজা বৃদ্ধি করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ; কিতাবুল আকিব)

বা'আল দেবতা কি?

কুরআনে এসেছে-

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

তোমরা কি বা'আল দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে। যিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা?

- (সূরা ছফফাত, আঃ ৩৭:১২৫-১২৬)

কুরআনের এই আয়াতটি দেখেই বুঝা যাচ্ছে যে, এই বা'আল দেবতাটা কি। উল্লিখিত আয়াতের শেষের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা। শুধু তোমাদের পালনকর্তা না বলে তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও পালনকর্তা উল্লেখ করেছে। আর আল্লাহ নিরর্থক এটি উল্লেখ করেন নি। এই বা'আল দেবতাই ছিল একজনের পূর্বপুরুষ এবং তাকে সম্মান জানাতে জানাতে এক সময় তাকে শিরক এর পর্যায়ে নিয়ে যায়। এজন্যই তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা উল্লেখ করে বলেছেন, তোমরা যার ইবাদত করো তাদের পালনকর্তাও আমিই।

বা'আল দেবতার ইতিহাস

কুরআনে এর ঘটনা এসেছেঃ "আর নিশ্চয় ইলইয়াস ছিলেন রসূলদের একজন। স্মরণ কর, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কি ভয় করবে না? তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের? কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই ওদেরকে (শাস্তির জন্য) অবশ্যই উপস্থিত করা হবে। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি এ পরবর্তীদের জন্য

স্মরণীয় করে রাখলাম। ইল্‌য়্যাসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি তো ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্যতম।’’

- (সূরা আছ-ছফফাত, আঃ ১২৩-২৩২)

ইলিয়াস (আঃ) হারূন (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত বনী ইস্রাঈলের প্রতি প্রেরিত একজন নবী ছিলেন। অনেকে সে জায়গার নাম সামেরা বলেছেন, যা ফিলিস্তীনের মধ্য পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানের মানুষ বা’আল নামক এক মূর্তির উপাসনা করত।
তারা বা’ল নামীয় এক মূর্তির পূজা করত। তিনি তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা তা থেকে বিরত হয় না। [ইবনে কাসীর]

তখনকার ‘ইস্রাঈল’-এর শাসনকর্তার নাম ছিল ‘আখিয়াব’ বা ‘আখীব’। তার স্ত্রী ছিল ‘ইযবীল’। যে বা’আল (بعل) দেবতা তথা তার প্রিয় পিতা বা ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের পূজা করত। আরবী ভাষায় এর অর্থ স্বামী বা মালিক। সে বা’আল মূর্তির নামে এক বিশাল উপাসনালয় তৈরী করে এবং সেখানে সকল বনু ইস্রাঈলকে মূর্তিপূজায় আহবান করে। দলে দলে লোক সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। মূসা-হারূণ, দাঊদ ও সুলায়মান নবীর উম্মতেরা বিনা দ্বিধায় শিরকের মহাপাতকে আত্মহুতি দিচ্ছিল। এমন এক মর্মান্তিক অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের নিকটে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্য ইলিয়াস (আ:)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন।
তাওহীদের দাওয়াতের কারণে আখিয়াবের স্ত্রী ইযবীল হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত শুরু করে। ফলে তিনি রাজধানী সামেরাহ (নাবলুস) ছেড়ে চলে গেলেন এবং কিছুদিন পর বনু ইস্রাঈলের অপর রাজ্য পার্শ্ববর্তী ইয়াহূদিয়াহতে উপস্থিত হলেন। ঐসময় বা’আল পূজার ঢেউ এখানেও লেগেছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) সেখানে পৌঁছে তাওহীদের দাওয়াত শুরু করলেন। সেখানকার সম্রাট ‘ইহুরাম’-এর কাছেও তিনি দাওয়াত দিলেন। কিন্তু নিরাশ হলেন। অবশেষে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।
কয়েক বছর পর ইলিয়াস (আঃ) পুনরায় ‘ইস্রাঈলে’ ফিরে এলেন এবং ‘আখিয়াব’ ও তার পুত্র ‘আখযিয়া’-কে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তাদের শিরকী ধ্যান-ধারণায় অটল রইল। অবশেষে তাদের উপরে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক রোগ-ব্যাধির গযব নাযিল হল।
শিরকের প্রবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন ইস্রাঈলের রাণী ইযবীলের মাধ্যমে বা’আল (بعل) নামক মূর্তির পূজা শুরু হয়েছিল। পরে সারা দেশে তা চালু হয়ে যায়।

অন্য এক বর্ণনা মতে (ঈসা আঃ এর সিরাহ সিরিজে বর্ণিত)- ‘‘বালবাগ শহরে একজন বাদশা ছিলেন, যিনি তার পিতাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। তার পিতার নাম ছিল বাআল। যখন তার পিতা মারা গেলেন তার পুত্র আদেশ দিল তার পিতার একটি মূর্তি তৈরি করার জন্য এবং সেই মূর্তি যেন শহরের ময়দানে প্রতিস্থাপন করা হয়। আদেশ দিলেন শহরের সবাই যেন সেই

মূর্তিকে পূজা করেন। বলা হলো যখনই ঐ মূর্তির নিকট যাবে অন্তত পাঁচ হাত দূরে থাকবে। এবং সতর্ক করা হলো কেউ যেন ঐ মূর্তির কোন ক্ষতিসাধন না করে। কেউ কেউ এই সুযোগে বাআলের মূর্তিকে ফুল দিয়ে সাজালো। ধীরে ধীরে একে খাবার ও অর্থ উৎসর্গ করল। তাকে খোদা হিসেবে সম্বোধন করল। আর এই প্রথা ধীরে ধীরে শরীয়তে প্রবেশ করল। বাআলের মূর্তি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরল। কেউ কেউ তাকে নবী হিসেবে সম্বোধন করল। নিষেধ সত্ত্বেও এরা খোদার নবীর (ইলিয়াস আঃ) কথা অমান্য করল।”

অনেক আলেমরা বলে থাকেন মক্কার হোবাল মূর্তির নামও এই বাআল নাম থেকে এসেছে।

বর্তমানে কিভাবে এর পূজা হচ্ছে?

হয়তো এই ইতিহাস দেখে এবং হাদিসে উল্লিখিত বর্ণনা দেখে বর্তমানে হিন্দে এই বা’আল দেবতার পূজা কিভাবে হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করার দরকার পরে না।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, যারা বিগত হয়ে গেছে এমন লোকদের বা রাজনৈতিক লোকদের বা বীরদের এমন ভাবে সম্মান দেখানো হচ্ছে, এমন আইন-কানুন তৈরি করেছে সেই সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য এটি বনি ইসরাইলের সেই বা’আল দেবতার অর্থাৎ পূর্বপুরুষের পূজার মতোই। বর্তমানে প্রত্যেকটি শহরে শহরে বড় বড় মূর্তি বানানো হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানোর জন্যই কি এতকিছু নাকি এগুলো বা’আল পূজা? এত সম্মান তো কোন নবী-রসূল, সাহাবা বা কোন নেক ব্যক্তিকেও দেওয়া হচ্ছে না। হিন্দু-মুসলিম মিলে একসাথে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। এটা কেমন করে সম্ভব? জুতা খুলে যাওয়া, ফুল দেওয়া, নীরবতা পালন করা এগুলো কি পূজা ছাড়া অন্যকিছু? কই রসূল ﷺ এর জন্য তো এরকম কিছু করতে দেখা যায় না তাদের? তাদের কথায় কথায়, পোশাক পরিচ্ছদে, আচার-আচারনে সেই পূর্বপুরুষের আদর্শ বহন করে ও সারাদিন তাদের আদর্শ ও চেতনা নিয়ে কার্যকলাপ করে যায়। আর গর্ব করে বলতে থাকে- সেই নেতার আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চাই ও মরতে চাই। এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। সেই সময়ে এই কারণে একজন নবীকেই পাঠানো হয়েছিল আর তার কথা না মানায় তাদের উপর আযাব এসেছিল। তাহলে এই উম্মতের জন্য কি এ কারণে আযাব আসবে না? এখন তো আর নবী এসে সতর্ক করবে না। আসলে আসতে পারেন কোন মুজাদ্দিদ বা ইমাম-নেতা বা আল্লাহর মনোনীত কোন খলীফা। তিনি এসে হয়তো সতর্ক করতে পারেন যেমন হাদিসে এসেছে- এক দুর্বল বালকের বা যুবকের আবির্ভাব হবে যিনি এগুলো মিটিয়ে ফেলবেন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবেন।

৬.৯.৩ এই আযাব থেকে বাঁচতে হলে করণীয়?

“বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম-অবিচার করেছ; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা যুমার, আঃ ৩৯:৫৩)

অতএব, সব অপরাধ থেকে তাওবা করতে হবে এবং মুসলিমদের হক জামায়াতের সাথে জামায়াতবদ্ধ হতে হবে এবং সেই জামাতের আমীরের আনুগত্য করতে হবে। যেহেতু আমরা আগামীতে সংঘটিতব্য ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করছি, তাই বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী আমাদের করণীয় কি হবে সেটা নিয়েই এই বইতে পুরো আলোচনা সাজানো হয়েছে। তাই এই আযাব থেকে বাঁচতে কি করণীয় তা এই বইটি পুরো পড়লেই বুঝতে পারবেন। আর সেটি এক কথায়- অবশ্যই আমাদেরকে মুসলিমদের হক জামাত ও তার আমীরকে আঁকড়ে ধরতে হবে। একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, আমাদের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মাতসমূহের ধ্বংস হবার সমস্ত কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে আল্লাহ সমূলে ধ্বংস করবেন না, এটাই আমাদের নবীর ﷺ রহমত। সে বিষয়ে হাদিসে এসেছে-

আবু রাবী’ আল আতাকী ও কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... সাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তা’আলা গোটা পৃথিবীকে সংকুচিত করে আমার সম্মুখে রেখে দিলেন। অতঃপর আমি এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছি। পৃথিবীর যে অংশটুকু গুটিয়ে আমার সম্মুখে রাখা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের কর্তৃত্ব পৌছবে। আমাকে লাল (স্বর্ণ) ও সাদা (রৌপ্য) দু’ প্রকারের গুপ্তধন দেয়া হয়েছে। আমি আমার উম্মাতের জন্য আমার রবের কাছে এ দুআ করেছি, যেন তিনি তাদেরকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন এবং যেন তিনি তাদের উপর নিজেদের ছাড়া এমন কোন শত্রুকে চাপিয়ে না দেন যারা তাদের দলকে ভেঙ্গে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এ কথা শুনে আমার পালনকর্তা বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যা সিদ্ধান্ত করি তা কখনো পরিবর্তন হয় না, আমি তোমার দুআ কবুল করেছি। আমি তোমার উম্মাতকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের উপর তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য এমন কোন শত্রুকে চাপিয়ে দেব না, যারা তাদের সমষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে লোক একত্রিত হয়ে প্রচেষ্টা করে না কেন। তবে মুসলিমগণ নিজেদের মধ্যে পরস্পর একে অপরকে হত্যা করবে এবং একে অপরকে বন্দী করবে। *

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৫০-(১৯/২৮৮৯) [ইঃ ফাঃ ৬৯৯৪, ইঃ সেঃ ৭০৫১])
- * উম্মাতে মুহাম্মাদের মধ্যে পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মাতসমূহের ধ্বংস হবার সমস্ত কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ উম্মাতকে পুরোপুরি ধ্বংস বা আকাশ থেকে গজব বা আজাব না দেওয়ার কারণ নাবী ﷺ এর উক্ত দুআ এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সেই দুআ কবুলের ঘোষণা।

আবু বুরদা এর পিতা রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, এই উম্মত হলো অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মত। তাদের শাস্তি তাদের হাতেই। তাদের জাতিগোষ্ঠি হতে লোক ধরা হবে। অতঃপর তাদের থেকেই একজন লোক দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটা তোমার জাহান্নাম হতে বাঁচার ফিদইয়া।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭২২; সুনান আবু দাউদ ৪৬৭৮; মুসনাদে আহমাদ ১৯১৭৯; মুসনাদে বাযযার ৩০৯০; মুসতাররাকে হাকিম ৭৭২৫)

৬.১০ গাজওয়াতুল হিন্দের সূচনা

হিন্দের যুদ্ধের মূল সূচনাটা হবে ঠিক তখন থেকে যখন ভারতীয় মুশরিকরা কাশ্মীরকে হারিয়ে ফেলবে বা বেদখল হয়ে যাবে। বলতে গেলে একরকম, এই কাশ্মীরের যুদ্ধ থেকেই হিন্দের যুদ্ধের সূচনা। এরপর তা চরম মাত্রায় পৌঁছাবে। মুশরিকরা যেমন প্রস্তুতি নিয়েছে, নিচ্ছে ঠিক তেমনই মুসলিমদের মধ্যে একটি জামায়াতও তাদের রুখতে, তাদের মুকাবিলা করতে পরিকল্পনা, প্রস্তুতি নিয়ে রয়েছে। মুশরিকদের পরিকল্পনা শুধু কাশ্মীর নেওয়া নয়। ভারত আগে যেরকম ছিল অর্থাৎ অখণ্ড ভারত তৈরির পরিকল্পনা। তার সাথে আবার আরেকটা শর্তও আছে। আর তা হচ্ছে ‘মুসলিমবিহীন’ অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা। কারণ মুসলিমরা থাকলে নাকি তাদের জন্য হুমকি। এ কারণেই তারা এই পৃথিবীতে মুসলিমদের রাখতেই চায় না। বিশ্বের সব বাতিলরাই এইদিক দিয়ে এক যে, মুসলিমদের রাখা যাবে না, এটা নাকি তাদের জন্য হুমকি। কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেই দিয়েছেন- এই দ্বীন সব দ্বীনের উপর বিজয় হবে।

হিন্দুস্তানের মুশরিকরা যখন মুসলমানদের উপর গণহত্যা শুরু করবে ঠিক তখন মুসলিমদের একটি হক জামাত ঘুরে দাঁড়াবে তাদের মুকাবিলায়। মুশরিকদের গভীর ষড়যন্ত্রকে রুখতেই হিন্দের পূর্ব ভূখণ্ডে হাবীবুল্লাহ মাহমুদ ও তার সহচর শামীম বারাহ (সাহেবে কিরানের) আত্মপ্রকাশ হবে। মুসলিমদের উপর গণহত্যা করার মুশরিকদের গোপন ষড়যন্ত্রকে ধূলিসাৎ করতে তারা আগে থেকেই এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে। আর তাই তারা সঠিক ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবে। তাদের সাথে থাকবে একদল নিষ্ঠাবান মুসলিমদের জামাআত। তাদেরকে সাথে নিয়েই তারা পরিকল্পনা মতো ও আল্লাহর সাহায্যে খুব দ্রুতই বিজয়ের জন্য ছুটে যাবে। যদিও আল্লাহর মনোনীত আমীরকে না মেনে, তার কথা না মেনে একদল মুসলিম, মুশরিকদের রুখতে ও তাদের মুকাবেলা করার জন্য যাবে কিন্তু তারা পরাজয় বরণ করবে এবং গণহারে হত্যা হবে। কারণ তাদের কোন পূর্বপ্রস্তুতি-পরিকল্পনা নেই এবং আল্লাহর মনোনীত আমীরের অবাধ্য হওয়ায় তাদের উপর আল্লাহর কোনই সাহায্য থাকবে না। সেটার ব্যাপারেই হাদিসে এসেছে-

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে! যার একটি শুরু হবে

বায়ু দ্বারা যা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে! আর শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দুর্ভিক্ষ শেষ হতে না হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে! যার মুকাবিলা করার জন্য হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন ভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে (কুরবানীর দিন) পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো! ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে (মুকাবিলা করতে)। তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (রসূল ﷺ) তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, তাদের নেতা হবে দুর্বল! আহ্ প্রথম দলটির জন্য কতইনা উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করতো! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি ﷺ বললেন, কেননা তারা সে সময় নিজেরাই নিজেদের যোগ্য মনে করবে!

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহাদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১১৯)

হাদিস থেকে আরো জানা যায়, তখন হিন্দের অবস্থা হবে যে, দুর্ভিক্ষ হওয়ার আভাস থাকবে বা দুর্ভিক্ষ চলবে। এই দুর্ভিক্ষ ছোট পরিসরেও হতে পারে বা বড় পরিসরেও। আর তার মধ্যেই বা তার সমসাময়িক সময়েই ভারতের মুশরিকরা বাংলাদেশে ফিতনার সৃষ্টি করবে, অর্থাৎ দেশ দখলে জোর-জবরদস্তি করবে ও মুসলিমদের গণহারে নির্বিচারে হত্যা করা শুরু করবে। তখন হিন্দের পূর্ব অঞ্চল থেকে হাবীবুল্লাহ মাহমুদ অর্থাৎ ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ তার দলবল নিয়ে চূড়ান্তভাবে মুশরিকদেরকে আঘাত হানবে এবং মুশরিকদের পরাজিত করে সামনে এগিয়ে যাবে এবং ভারতে ঢুকবে। হাদিসে এসেছে-

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, দুর্বল ব্যক্তিরাই জান্নাতের অধিকারী। আর শেষ জামানায় একজন দুর্বল বালকের প্রকাশ ঘটবে। সে দাম্ভিক ও অত্যাচারী মুশরিকদের মুকাবিলা করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮০)

বুরায়দা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা বালাদি লিল ‘উছরো থেকে একজন দুর্বল বালক তাদের মুকাবিলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে। (গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়)। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।

- (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১৭৯১; আসারুস সুনান ৮০৩; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

...... তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে

শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল বালক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে।...... (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩১; কিতাবুল আক্বিব ১২৫৬; ক্বাশ্ফুল কুফা ৭৩২; আল আরিফুল ফিল ফিতান ১৭০৩)

৬.১০.১ গাজওয়াতুল হিন্দে দুটি দলের যোগদান

আমরা জেনেছি ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর নেতৃত্বে হিন্দের যুদ্ধ সংঘটিত হবে অর্থাৎ তার নেতৃত্বে মুশরিকদের উপর মুসলিমরা বিজয় অর্জন করবে। তার সাথে তার সহচর থাকবেন যিনি হবেন হিন্দের যুদ্ধের মূল সেনাপতি, যার নাম শামীম বারাহ, যার উপাধি সাহেবে কিরান এবং মুসলিমদের একটি জামাতও তাদের সাথে থাকবেন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন আসে- হিন্দের যুদ্ধে অন্য কোন দেশ বা জাতি যুক্ত হবে কিনা। এ ব্যাপারে হাদিস থেকে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। তবে হাদিস বিশ্লেষণে শুধু বলা যায় পুরো হিন্দের মুসলমানদের থেকেই এই মুসলিম জামায়াত তৈরি হবে। আর একটি হাদিসে বলা ছিল যে, খুরাসানীরা তখন অটল থাকবে অর্থাৎ বিজয়ী থাকবে কাফির-মুশরিকদের উপর। হাদিসটি-

হযরত আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদী-নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। **তখন কেবল খোরাসানীরাই** (আফগানীরাই) **তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে।** এরূপ হিন্দুস্তানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দেবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখণ্ডের দূর্গম নামক একটি অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালক বা যুবকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যার নাম হবে মাহমুদ। (সংক্ষিপ্ত)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩২)

তবে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ:) এর কাসিদা এবং আশ-শাহরান এর আগামী কথনে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আফগান জাতি ও ইরানী জাতি হিন্দের যুদ্ধে ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ ও তার দলকে সাহায্য করবে।

শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ:) এর কাসিদাতে এসেছে

(৪৭) মিলে এক সাথে দক্ষিণী ফৌজ ইরানী ও আফগান
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা আনিবে হিন্দুস্তান।

ব্যাখ্যাঃ “হিন্দুস্তান সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের দখলে আসবে। আর সেই হাবীবুল্লাহর দলের সাথে ইরানী ও আফগান বাহিনী পরে মিলিত হবে এবং তাদের সম্মিলিত আক্রমনে বিজয় আসবে।”

কাসিদার এই প্যারায় ও তার ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় হিন্দের যুদ্ধে এই দুই দেশের মুমিনদের অংশগ্রহণ থাকবে।

আশ-শাহরান এর আগামী কথনে এসেছে

প্যারাঃ (২৩)
সে ক্ষণে মিলিবে দক্ষিনী বাতাস, মুমিনদের সাথে দুই আলিফদ্বয়।
মুশরিক জাতি পরাজয় মানবে, মুমিনদের হইবে বিজয়।

ব্যাখ্যাঃ “এই প্যারায় আশ-শাহরান ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য যখন মুমিনগণ ভারতে দিকে অগ্রসর হবে ও যুদ্ধ চালাবে তখন মুমিনদের সাহায্যের তাগিদে মহান আল্লাহ তাআলা দুইটি ইসলামী দল বা দেশকে বা সেখানকার হকপন্থী মুমিনদের এই দলে যোগ করিয়ে দিবেন। সেই দুইটি দল বা দেশের নামের প্রথম হরফ হবে আরবির "আলিফ" হরফ দিয়ে। বীর গাজী মুমিনদের সাথে তারা যোগদান করে হিন্দুস্তানের মুশরিকদের পরাজিত করবে। হিন্দুস্তান পুরোপুরি মুমিন মুসলিমদের দখলে চলে আসবে।

আগামী কথনের এই প্যারায় বলা আছে যে, গাজওয়াতুল হিন্দের সময় সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর দলে যে দুই দেশ যোগ দিবে এবং হিন্দুস্তান বিজয় করে পুরোপুরি মুসলমানদের দখলে আনবে সেই দেশ দুইটি হলো ১। ইরান। ও ২। আফগানিস্তান।

অতএব, জানা গেলো যে, সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর দলে ইরান এবং আফগানিস্তানের মিলিত হবার পর এই তিন (৩) দলের সংঘবদ্ধ শক্তির উছিলায়ই মহান আল্লাহ গাজওয়াতুল হিন্দে মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। যে বিজয়ের ওয়াদার ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে মহান আল্লাহ তার প্রিয় রসূল ﷺ এর মাধ্যমে অনেক পূর্বেই দান করেছিলেন। এবং কাসিদায় সওগাতে শাহ নিয়ামাতুল্লাহ এবং আগামী কথন এ আশ-শাহরান ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।”

এ থেকে জানা গেল হিন্দের যুদ্ধে ‘আফগান’ ও ‘ইরান’ জাতি অংশগ্রহণ করবে। এটি হয়তো হবে ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার দলের সাথে মিলিত হয়ে। এর পরেই তাদের সম্মিলিত আক্রমনে হিন্দুস্তান বিজয় হবে।

আফগানী বাহিনী তথা খুরাসানীরা (তালিবান) হকের পথে থেকে এখনও লড়াই করে যাচ্ছে। আর ভবিষ্যতে তারা আফগানে বিজয় পাবে এবং পরে কাশ্মীর ও পরবর্তীতে এই হিন্দের যুদ্ধে ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহর দলের সাথে একত্রে মিলিত হবে, যা উল্লিখিত বিষয় থেকে বুঝা যায়। কিন্তু ইরানীরা কিভাবে সাহায্য করবে এটা জানা যাচ্ছে না। কারণ সেখানের বেশির ভাগই হচ্ছে শিয়া সম্প্রদায় আর সেটি ইসলামের তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এর অন্তর্ভুক্ত না। তাহলে তাদের মাঝে কি কোন পরিবর্তন আসবে? তারা কি ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহকে সত্য মেনে ইসলামের সঠিক পথে ফিরে আসবে? এ সকল বিষয় জানা নেই। তবে কবিতার কথা হয়তো এরকমও বুঝাতে পারে যে- কিছু ইরানীরা বা একটি জামায়াত হয়তো তার দলে মিলিত হতে পারে। আল্লাহু আ'লামু।

৬.১১ গাজওয়াতুল হিন্দে বিজয়

"৪.১১ গাজওয়াতুল হিন্দে বিজয় এর কারণ" পরিচ্ছেদটি আশা করি পড়েছেন।

মুশরিক বাহিনীদের তুলনায় মুসলিমদের শক্তি, সৈন্য এবং অস্ত্র-রসদপাতি কম হওয়ার পরও ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে বিশাল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম-প্রিয় খাটি মুসলিমরা বিজয় অর্জন করবে। এই যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময়ও অনেক মুসলিম নিহত হবে। এমনকি হাদিসে বলা হয়েছে হিন্দের পূর্ব ভূখণ্ডে মুসলিমদের সাথে সংঘর্ষ-যুদ্ধ হওয়ার আগেই মুশরিকরা গণহত্যা চালাবে। যেহেতু তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মুসলিমদের হবে না, তাই তারা প্রচুর হারে নিহত হবে। এই গণহত্যায় বেশির ভাগ নামে মুসলিমরাই মারা পড়বে। যারা আল্লাহর মনোনীত আমীরকে গ্রহণ করেনি উল্টো বিরোধিতা করেছে এবং উল্টো জুলুম করেছে তাদের উপরও এই গণহত্যা আসবে মুশরিকদের পক্ষ থেকে। কিন্তু যারা আল্লাহর মনোনীত আমীরের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরাপদ জায়গায় থাকবে তারা মুশরিকদের আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে এবং তারা কৌশল মতো যুদ্ধ চালিয়ে যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনবে। আগামীতে ঠিক এরকমই একটি অবস্থা হতে যাচ্ছে এবং এরপরই সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয় মুসলিমদের কাছে ধরা দিবে।

রসূল ﷺ হিন্দুস্তানের যুদ্ধকে গাজওয়া নামকরণ করে যেমন এর মর্যাদা বাড়িয়েছেন তেমনই এটিতে মুসলিমদের বিজয় এর সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা জাহান্নাম থেকে মুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেই ভবিষ্যৎবাণীটিই সত্য হবে সামনে। হাদিসে এসেছে-

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্দুর রহীম (রহঃ) ... রসূলুল্লাহ ﷺ এর গোলাম ছাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মতের দুটি দল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন, একদল যারা হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর সঙ্গে থাকবে (সঙ্গী হবে)।

- (সহীহ, সূনান নাসাঈ ৩১৭৫ (ইঃ ফাঃ ৩১৭৮); সহীহাহ ১৯৩৪; সহীহ জামে' আস-সগীর ৪০১২; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৬৫)

হিন্দের যুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমেই মুসলিমরা ঘুরে দাঁড়াবে। ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ ও শামীম বারাহ (সাহেবে কিরান) এর নেতৃত্বের মাধ্যমে মুসলিম জাতি আবার বিজয় অর্জন শুরু করবে আর তার শুরুই হবে হিন্দের যুদ্ধের বিজয় দিয়ে। আর সেই কথারও বাস্তবায়ন করবে যে- এই শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী এবং আল্লাহ যে মুসলিম জাতিকে ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে লাঞ্ছিত করেন না সেই কথারও।

হযরত মাস্তুরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন প্রত্যেক উম্মতেরই নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে। আর আমার উম্মতের সময় হল একশত বছর। সুতরাং যখন আমার উম্মতের উপর একশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদের উপর আল্লাহ যা অঙ্গীকার করেছেন তা আসবে (ঘটতে শুরু করে)।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৯৩৭ [পথিক প্রকা: ১৯৪২; তাহকীক: যঈফ])

এরপরই দিক বিদিক মুসলিমরা বিজয় করতে ছুটে যাবে এবং মুসলিমদের লাঞ্ছনার-পরাজয়ের জীবন শেষ হবে। হাদিসে এসেছে-

হযরত বুরাইদা (রা:) বলেন, আমি রসূলে পাক ﷺ কে বলতে শুনেছি। খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে। আর তাদের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করবে। তখন সেখানকার ‘‘বালাদিলিল উছরা’’ অর্থাৎ দুর্গম অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালক যার নাম হবে মাহমুদ, তাদের মোকাবিলা করবে। আর তাঁর নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তাঁর একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধি হবে সৌভাগ্যবান।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল বালক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে। আমি (আবু হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ, সে কাবার দিকে ধাবিত হবে কেন? সেই সময় কি বাইতুল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলে থাকবে?" তিনি বলেন, না। বরং সে আল্লাহর খলীফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ ২৩১; কিতাবুল আক্বিব ১২৫৬; ক্বাশ্ফুল কুফা ৭৩২; আল-‘আরিফুল ফিল ফিতান ১৭০৩)

হিন্দের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে মুশরিকদের চিরতরে পতন হবে। এই যুদ্ধ শুরু করেছিল মুশরিকরা আর বিজয়ের মাধ্যমে শেষ করবে মুসলিমরা। মূর্তিপূজারী আর কোন জাতি পৃথিবীতে থাকবে না ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু পর্যন্ত। কারণ হাদিসে এসেছে কেয়ামতের আগে অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর আবার মানুষ গোমরাহ হবে এবং প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা করবে।

৬.১২ হিন্দুস্তানে কোন হিন্দু রেওয়াজ থাকবেনা

এই যুদ্ধে হিন্দু মুশরিক মূর্তি পূজারীরা পরাজয় বরণের পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। অর্থাৎ চিরতরে পরাজিত হবে এবং মূর্তি পূজারীদের কোন নাম নিশানা এই হিন্দুস্তানে অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহর মনোনীত মুজাদ্দিদ সেই কাজটিই প্রথমে করবেন যা প্রত্যেক নবী-রসূল (আঃ) রাও করেছেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক হিসেবে। তা হচ্ছে শিরককে ধ্বংস করা। তার সাথে শিরকি বস্তুও নষ্ট করে ফেলা। তিনিও ঠিক এটিই করবেন। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু হাইআজ আশাদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলী (রা:) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রসূলে পাক ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। তা হলো- যত মূর্তি প্রকৃতি দেখবে সব ভেঙে গুড়িয়ে দেবে, স্বাভাবিক কবরের পরিচিতির জন্য সামান্য উচ্চতা বেশি কোন উঁচু কবর দেখলে তা ভেঙে দেবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৬১)

হযরত আলী (রা:) বলেন, একদিন রসূল ﷺ এক জানাযায় বের হলেন। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কে আছে মদিনার ভেতরে গিয়ে যত মূর্তি পাবে সব ভেঙে ফেলবে, যত উঁচু কবর দেখবে সব সমান করে দিবে এবং যত ছবি পাবে সব নষ্ট করে দিবে। একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রসূল ﷺ! আমি যাব। কিন্তু তিনি মদিনাবাসী কে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন। তখন আলী (রা:) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি যাব। তিনি বললেন, যাও। তখন আমি চলে গেলাম। তখন ফিরে এসে বললাম, আমি সকল মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছি, সকল কবর ভেঙে সমান করে দিয়েছি এবং সকল ছবি নষ্ট করে দিয়েছি। এরপর রসূল ﷺ বললেন, যদি কেউ আবারো এ সকল কাজের কোন একটি করে, তাহলে সে মুহাম্মাদ এর উপর অবতীর্ণ ধর্মের সাথে কুফুরি করল।

- (হাসান, আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৬২; মুসনাদ আহমদ ১/৮৭, ১৩৮; আহমদ শাকির, মুসনাদ আহমদ ২/৬৮-৬৯, ২৭৪-২৭৫)

হাদিস থেকে জানা যায়, এই হিন্দে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হবে এবং কোন শিরকি কার্যকলাপ আর থাকবে না।

হযরত কা'ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

৬.১৩ পশ্চিমেও ঘোরতর যুদ্ধ

হিন্দের যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হবে না এর মধ্যেই পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোতেও যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। তারা যুদ্ধের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এই যুদ্ধগুলো করবে তারা বিশ্বে ক্ষমতা দখল করার জন্য এবং তাদের আর্থিক সঙ্কট ও দুর্ভিক্ষের অবস্থার কারণে পরিস্থিতি সামাল না দিতে পেরে এই অবস্থা ঘটাবে। পশ্চিমাদের অবস্থা সম্পর্কে হাদিসে এসেছে-

হযরক কা'ব (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমানের বুকে এক প্রকার লাল বর্ণের আত্মপ্রকাশ করবে। একটি তারকা উদিত হবে যেটা পূর্নিমার রাত্রির মত উজ্জল হয়ে হঠাৎ বাঁকা হয়ে যাবে। হাদীস বর্ণনাকার ওলীদ বলেন, আমার নিকট হযরত কা'ব থেকে সংবাদ এসেছে, তিনি বলেন, পূর্বদিকের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, পশ্চিমে জীর্ণতা প্রকাশ পাবে, আসমানে লালিমা দৃশ্যায়ন হবে এবং কেবলার দিকে ব্যাপকহারে মানুষ মারা যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬২২)

হযরত কাসীর ইবনে মুররা (রহ:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফিতনার সূচনা লক্ষন সমূহ প্রকাশ পাবে মূলতঃ রমযান মাসে, তীব্র আকার ধারন করবে শাওয়াল মাসে। জিলকদ মাসে এক এলাকার লোকজন আরেক এলাকার দিকে ধাবিত হবে এবং জিলহজ্ব মাসে এক শহরের বাসিন্দাগণ অন্য শহরের বাসিন্দাদের প্রতি যুদ্ধের লক্ষে ধেয়ে আসবে। এসব কিছুর চুড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে, আকাশে আলোকিত-উজ্জল কোনো পিলার (জুলফি তারকা) প্রকাশ পাওয়া।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৪৭)

হযরত উমাইর ইবনে হানী (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তৃতীয় ফিতনা হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। সে ফিতনাতে লোকজন এমন ভাবে যুদ্ধ করবে যে, সে জানবেনা সে কি সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? নাকি বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

- (মুরসাল, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৮)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমাদের নবী ﷺ এর আহলে বাইতের (ইমাম মাহদী) আবির্ভাবের কতগুলো নিদর্শন রয়েছে, যা আখেরি জামানায় প্রকাশ পাবে। ঐ যুগে রোমানরা (আমরিকা-ইউরোপ) ও তুর্কিরা (ও রাশিয়া) একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে, বিদ্রোহ করাবে, তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করবে। আর তুর্কিরা (বা রাশিয়া) রোমানদের (আমরিকা) বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ, সংঘর্ষ ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে।

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২০৮; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ৪১)

আরবেও যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা যাবে

হযরত মুহাম্মদ বাকির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, "ভয়-ভীতি, ভূমিকম্প, ফিতনা এবং যেসকল বিপদ আপদে (সমগ্র) মানবজাতি জড়িয়ে যাবে, তার পরপরই কেবল ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। এর আগে তারা (মানবজাতি) প্লেগ বা (দুর্ভিক্ষের কারণে), মহামারীতে আক্রান্ত হবে। এর পরে

আরবদের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত হবে। এমনকি বিশ্ববাসীর মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দিবে। ধর্মে দ্বিধা বিভক্তি দেখা দিবে এবং অবস্থা এতটাই শোচনীয় হবে যে, একে অপরকে হত্যা করতে দেখে, সবাই সকাল সন্ধ্যা নিজের মৃত্যু কামনা করবে"।

- (কামালুদ্দিন, শেখ সাদুক প্রণীত, পৃষ্ঠা ৪৩৪; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৮)

এই আলামতগুলো ঘটার সময়কাল হচ্ছে ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বের। আজকে বিশ্ব রাজনীতির দিকে খেয়াল করলে বুঝা যাবে যে, বিশ্বের দেশগুলো এক একটি ব্লকে ভাগ হয়ে আছে অর্থাৎ গ্রুপ হয়ে আছে। চীন-রাশিয়া যেমন মৈত্র তেমন আবার ভারত-অ্যামেরিকা-ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো। প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলছে এই গ্রুপে গ্রুপে। বর্ডারে বিভিন্ন সময়ই দেখা যায় ছোট বড় সংঘাত। একটি সময় যখন অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে এবং খাদ্য সঙ্কট দেখা দিবে তখনই শুরু হবে বিশৃঙ্খলা ও মতবিরোধ। এর সূত্রপাত থেকেই শুরু হবে বিভিন্ন দেশের সাথে দেশের যুদ্ধ। বর্তমান সময়েও বিভিন্ন দেশেই চলছে যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ। সিরিয়া, আফ্রিকার দেশগুলোতে এগুলো দেখা যায়। সামনে পশ্চিমা দেশগুলোতেও এরকম যুদ্ধ দেখা যাবে যা বিভিন্ন হাদিস থেকে পাওয়া যায়। এভাবেই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়ে যাবে।

৬.১৪ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

রসূল ﷺ এর করা বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী এর মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্যতম। ইমাম মাহদীর আগমনের আগে এই বিশ্বযুদ্ধটি সংঘটিত হবে। এর আগেও দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলে এবং তাতে প্রায় ৩০ টির মতো দেশ যুদ্ধে জড়ায়। প্রায় ২ কোটি মানুষ নিহত হয় এবং ২ কোটি ১০ লাখ মানুষ আহত হয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চলে এবং প্রায় ৫০ টিরও বেশি দেশ যুদ্ধে অংশ নেয়। তাতে ৪ থেকে ৫ কোটি মানুষ মারা যায়। এরপর বিশ্ব এখন ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। এই যুদ্ধ যে হবে তার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে। মূলত এই যুদ্ধের সূচনা হবে হিন্দের যুদ্ধের মাধ্যমেই। হিন্দে যখন মুসলিমদের সাথে মুশরিকদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন সেটিকে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতিও গরম হবে এবং বিভিন্ন দেশ ভাগ হয়ে দুপক্ষের সাপোর্ট দিবে আর তখনই তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিবে। যেমন হিন্দের যুদ্ধে আফগান ও ইরান জড়িয়ে পড়বে আর তখন তার সাথে অন্যান্য দেশও বাতিলকে সাপোর্ট দিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পরে বিশ্বব্যাপী সেই যুদ্ধ ছড়িয়ে দিবে।

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের (৩য় বিশ্বযুদ্ধের) বজ্রাঘাতে (পারমাণবিক অস্ত্রে) বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে (অর্থাৎ আধুনিকতা ধ্বংস হয়ে প্রাচীন যুগে ফিরবে)। সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান শামীম বারাহকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, যে বেলাল ইবনে

বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।

- (আসরে জুহুরী ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক ২৩৩ পৃঃ; ইলমে তাছাউফ ১৩০ পৃঃ; ইলমে রাজেন ৩১৩ পৃঃ; বিহারুল আনোয়ার ১১৭ পৃঃ)
- উক্ত হাদিসটি এই পাঁচটি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিছগণ ব্যক্ত করেছেন উক্ত হাদিসটি সহীহ, কেউ কেউ বলেছেন হাসান।

“ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ সংঘঠিত হবে, যার দ্বারা পাশ্চাত্য জগৎ (ইউরোপ ও আমেরিকা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে”।
"জ্বালানি কাঠে যে রকম আগুন ধরে, ঠিক তেমনি পাশ্চাত্যে (ইউরোপ ও আমেরিকা) যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হবে। প্রাচ্য (চীন, জাপান, কোরিয়া, হিন্দ) ও পাশ্চাত্যের (ইউরোপ, আমেরিকা) মধ্যে। এমনকি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দিবে। আর সমগ্র মানব জাতি নিরাপত্তা হীনতার ভয়ের কারনে কঠিন দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হবে"।

- (আসরে জুহুরী: আল্লাম আলী কুরানী, পৃষ্ঠা: ৩২)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, সাবধান! মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনয়ন করবে। আর তখন পৃথিবীতে অগ্নি প্রকাশ (পারমাণবিক বোমার আঘাত) পাবে, যা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবে। তাঁর পরেই আল্লাহ তায়ালা একটি শান্তিময় পৃথিবী দেখাবেন, যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না। এ কথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৮)

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে মানুষগণ অগ্নি নিক্ষেপ করবে, আর সে অগ্নি দ্বারা তারা নিজেরাই ধ্বংস হবে। অবশ্যই তারা আল্লাহর অবাধ্য জাতি। এই অবাধ্য জাতি ধ্বংসের পর আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে শান্তিময় করবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৯)

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিশরও অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। তুরস্কের অধঃপতন হবে দায়লামীর পক্ষ থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে। দায়লামীর অধঃপতন হবে, আর্মেনিয়ার পক্ষ থেকে। আর্মেনিয়ার অধঃপতন হবে, খাজার পক্ষ থেকে, খাজার অধঃপতন হবে, তুরস্কের পক্ষ থেকে। সিন্দ এর অধঃপতন হবে, হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে। হিন্দুস্তানের অধঃপতন হবে, তিব্বতের পক্ষ থেকে। তিব্বতের অধঃপতন হবে নাসারার পক্ষ থেকে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬৮; তাজকিরাহ, ইমাম কুরতুবী; আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে কাসীর; আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, আবু আমর আদ-দানী)

হযরত মুস্তাওয়ীদ আল কুরাইশী (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। কিয়ামতের পূর্বে ইহুদী-খৃষ্টান বৃদ্ধি পাবে। আর বজ্রাঘাতের (যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় অর্থাৎ পারমাণবিক সহ আরো অত্যাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার) মৃত্যুতে তাদের সংখ্যা কমে যাবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৭)

৬.১৪.১ কবে হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধ?

আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি এই যুদ্ধ ইমাম মাহদীর আগমনের আগে সংঘটিত হবে। কিন্তু ইমাম মাহদীর আগমনের সময় হাদিস থেকে পাওয়া যায় ১৪৫০ হিজরী অর্থাৎ ২০২৮ সাল। তাহলে তার আবির্ভাবের আগেই এই যুদ্ধ হতে হবে। কবে কোন বছর হবে সরাসরি হাদিসে উল্লেখ পাওয়া যায়নি। শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ:) এর কাসিদাতে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করা থাকলেও ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ ঘটার সময় উল্লেখ করেনি। তবে তা যে হবে সেটি উল্লেখ করেছে এবং আলিফ দিয়ে নাম অ্যামেরিকা নামক দেশটি পুরো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। যেমন-

(৫১) ভারতের মত পশ্চিমাদেরও ঘটিবে বিপর্যয়
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয়।
(৫২) এ রণে হবে "আলিফ" এরূপ পয়মাল মিসমার
মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার।
(৫৩) যত অপরাধ তিল তিল করে জমেছে খাতায় তার
শাস্তি উহার ভুগতেই হবে নাই নাই নিস্তার
কুদরতী হাতে কঠিন দণ্ড দেয়া হবে তাহাদের
ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা দাড়াবে না কভু ফের।
(৫৪) যেই বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিল আপন কামে
নিপাতিত শেষ কালে সে নিজেই জাহান্নামে।

শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ (রহ:) এর কাসিদাতে এই যুদ্ধের বিষয়েই উল্লেখ রয়েছে তবে তা হওয়ার কোন সময় উল্লেখ করেনি। তবে এর আগে ও পরের ঘটনা উল্লেখ করেছে তা হচ্ছে এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হিন্দে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, হাবীবুল্লাহ নামক ব্যক্তি মুসলিমদের জামাতের আমীর হয়ে যুদ্ধ করে যাবে ইত্যাদি। আর এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের পরের অবস্থাতে উল্লেখ করেছেন যে এই সকল ঘটনার পরই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমন ঘটিবে।
তবে আশ-শাহরান এর আগামী কথনে এটি শুরু হওয়ার সময় উল্লেখ রয়েছে! আগামী কথনে বলা হয়েছে-

প্যারাঃ (২৬)
অন্যত্র পশ্চিমা বিশ্ব তখন, সৃষ্টি করিবে বিপর্যয়।
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে, ঘটাইবে বড় মহালয়।

ব্যাখ্যাঃ যখন গাজওয়াতুল হিন্দ চলতে থাকবে ঠিক ঐ সময়ই পশ্চিমা বিশ্বে বিরাটাকার বিপর্যয় নেমে আসবে। এর ফলশ্রুতিতে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে।

প্যারাঃ (২৭)
দ্বিতীয় বিশ্ব সমর শেষে, আষি বর্ষ পর।
শুরু হবে ফের অতি ভয়াবহ, তৃতীয় বিশ্ব সমর।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহরান প্রকাশ করেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার ৮০ বছর পর আরো ভয়াবহ আকারে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে। আমরা সবাই জানি যে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫ সালে। অতএব, ১৯৪৫+৮০=২০২৫ সাল। অর্থাৎ, ২০২৫ সালেই গাজওয়াতুল হিন্দ চলাকালীন সময়ই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হবে।

আগামী কথনের ভাষ্য মতে, ২০২৫ সালে এই যুদ্ধ শুরু হবে! অর্থাৎ ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে। আগামী কথনের কথা মতো ঘটার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি এবং এর বিপরীতে কোন হাদিসও দাঁড় করানো যায় না যে এই সময়ে ঘটবে না। বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি দেখেও এটিই সঠিক মনে হয়। যেহেতু আগামী কথন একটি ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী তাই এটি ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে ছোট করে দেখা উচিৎ হবে না। সামনের পরিস্থিতিই আমাদের তা বলে দিবে। বিবিসিতে ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক যুদ্ধ কবে হতে পারে সেটি বিশ্লেষণ করতে যেয়ে তারাও বলেছে ২০২৫ সাল। এই বিষয়ে অনলাইনে সার্চ দিলেই বিবিসি নিউজটি খুঁজে পাওয়া যাবে।

৬.১৫ বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা!

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় ১ম বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়েছে তখন পৃথিবী এত আধুনিক ছিল না এবং তেমন আধুনিক অস্ত্রও ছিল না। এরপর যখন ২য় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে তখন ১ম বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরো ভয়াবহ হয়েছে। তখন অনেক নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রই ব্যবহার হয়েছিল। সেটি হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। আর এখন চলে ২০20 সাল। এত দিনে প্রযুক্তি যে কত আপডেট হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর পুরো বিশ্ব আধুনিক অস্ত্র তৈরিতে, যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরিতে এত পরিমাণ শ্রম-সময়-অর্থ দিয়েছে যা অন্য কোন খাতে দিয়েছে কিনা জানা নেই। কারণ যত শক্তিশালী অস্ত্র থাকবে তত শক্তিশালী দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত হবে। অত্যাধুনিক অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে আন্তদেশ মিসাইল, আন্তমহাদেশীয় মিসাইল, ব্যালিস্টিক মিসাইল, হাইপারসনিক মিসাইল, হাইড্রোজেন বোমা, রাসায়নিক বোমা, পারমাণবিক বোমা।

অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ব্যাবহার করে তৈরি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। এই সকল অস্ত্রের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র বা বোমাই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক। গবেষকরা বলেন বিশ্বে এখন এত পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র বা বোমা রয়েছে যে, তা দিয়ে পুরো পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা যাবে। এটা কোনো মুখের কথা নয় তার প্রমাণ আমরা দেখেছি

হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে। সেখানে এই বোমা যা বর্তমানের পারমাণবিক অস্ত্র বা বোমার থেকে কম শক্তিশালী ছিল তা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেখানে তখন অনেক মানুষ তো মারা গিয়েছিলই সাথে বর্তমানে সেখানের আশে পাশে যারা বসবাস করতো দেখা গেছে তাদের শিশুরা পঙ্গু হয়ে জন্মাচ্ছে, লোকজন ক্যান্সারে ভুগতেছে ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে। এর কারণ এ থেকে তৈরি হওয়া বিষাক্ত গ্যাস ও তেজস্ক্রিয়তা।
বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা লিখে বুঝানো সম্ভব হবে না। হাদিসে এসেছে- ‘‘মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনয়ন করবে।’’ অর্থাৎ এই যুদ্ধে বিশ্বের অবস্থা এমন হবে যে, মনে হবে কেয়ামত শুরু হয়েছে যদিও এটি সেই মহা কিয়ামত নয়। অন্য এক হাদিসে এসেছে ‘‘এত ব্যাপকভাবে ধ্বংস-বিধ্বস্ত হবে যে, মানুষ মনে করবে হয়তো তার পাশের সকল সম্প্রদায়ই ধ্বংস হয়ে গেছে!’’ এই বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক সহ আরো অত্যাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার হবে এত কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যত ধরনের অস্ত্র আছে সবই এ যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। এই সকল অস্ত্রের বাবহারের ফলে আকাশে এত ধোঁয়া দেখা দিবে যা হবে আরেকটি ভয়াবহ পরিস্থিতি। পরবর্তী চরম দুর্ভিক্ষের কথা নাই বা বললাম। হাদিসে এসেছে-

আবদুল মালিক ইবনু শু’আয়ব ইবনু লায়স (রহঃ) ..... মুসতাওরিদ আল কুরাশী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনুল আস (রা:) এর নিকট বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, রোমীয়দের সংখ্যা যখন সবচেয়ে বেশী হবে তখন কিয়ামত সংঘটিত (মহাযুদ্ধ সংঘটিত) হবে। এ কথা শুনা মাত্র আমর ইবনুল আস (রা:) তাকে বললেন, কি বলছ, চিন্তা-ভাবনা করে বলো। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হতে যা শুনেছি আমি তাই বর্ণনা করছি। তারপর আমর ইবনুল আস (রা:) বললেন, তুমি যদি বলো, তবে সত্যই বলছ। (সংক্ষেপিত) *

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৭১, ৭১৭২-(৩৫/২৮৯৮) [ইঃ ফাঃ ৭০১৫-১৬, ইঃ সেঃ ৭০৭২-৭৩])
- * অন্যান্য সকল হাদিস থেকে জানা যায় যে ঈসা (আঃ) এর আগমনের মাধ্যমে সব আহলে কিতাবরা ঈমান এনে মুসলিম হবে। এবং ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর অবশিষ্টরা আবার পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এমন কি শয়তান তাদের মূর্তিপূজা করতে বলবে এবং তারা তা করবে এবং পশুর মতো যেখানে সেখানে সঙ্গমে লিপ্ত হবে। এই নিকৃষ্ট জাতিকে রোমীয় বলার কোনই কারণ নেই। অর্থাৎ এইখানে কিয়ামত বলতে ৩য় বিশ্বযুদ্ধকে বুঝিয়েছে নয়তোবা একটি আলামত হিসেবে বলা হয়েছে যে কিয়ামতের আগে একটা সময় রোমীয়দের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে। এরপর আবার কমে যাবে। অর্থাৎ জাহজাহ এর শাসনকালে রোমীয়দের সাথে ‘আমাক প্রান্তরের যুদ্ধ।

হযরত মুস্তাওয়ীদ আল কুরাইশী (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে ইহুদী-খৃষ্টান বৃদ্ধি পাবে। আর বজ্রাঘাতের মৃত্যুতে তাদের সংখ্যা কমে যাবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৭)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, সাবধান! মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনয়ন করবে। আর তখন পৃথিবীতে অগ্নি প্রকাশ

(পারমাণবিক যুদ্ধ) পাবে, যা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবে। তারপরেই আল্লাহ তায়ালা একটি শান্তিময় পৃথিবী দেখাবেন, যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না। এ কথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৮)

সালামা ইবনু নুফাইল সাকুবি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই তিনি আমার নিকট ওহি প্রেরণ করেছেন যে, আমি তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী নই। আর আমার পর তোমরা অল্প সময়ই অবস্থানকারী। অতঃপর তোমরা অবস্থান করবে, এমনকি বলবে, কখন? আর অচিরেই ধ্বংস আসবে। তোমরা একে অপরকে ধ্বংস করে দিবে। আর কিয়ামতের পূর্বে দুটি কঠিন মৃত্যু হবে। আর তারপরের বছরগুলো হবে ভূমিকম্পের বছর।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭০৪)

এই বিশ্বযুদ্ধের ফলে অসংখ্য লোক মারা যাবে। শুধু মাত্র আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারবে না। অর্থাৎ এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বিশ্বের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে পৌছবে। এটাকেই ‘‘ফিতনায়ে দুহাইমা’’ ও বলা হয়েছে। হাদিসে এসেছে-

আল ফিতানে রয়েছে- ‘‘তারপর আরম্ভ হবে ফিতনায়ে দুহাইমা তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। যখন বলা হবে ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, আরবের এমন কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবে না। যেখানে তারা প্রবেশ করবেনা, (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে তা প্রবেশ করবেই। আর মানুষ তখন এমন ভাবে লড়াই করতে থাকবে যে, সে একথা জানবেনা যে, সেকি সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে? নাকি বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এভাবে সব সময় তা চলতে থাকবে। অবশেষে সকল মানুষ দু’টি তাবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল হবে ঈমানের, এখানে মুনাফেকী থাকবে না।’’ (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩)

আবু দাউদে আছে- ‘‘এরপর চরম ফিতনা (ফিতনায়ে দুহাইমা তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন) প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিত্‌নার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে (অর্থাৎ দিন দিন তা বাড়তেই থাকবে)। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, সকালে যে মু’মিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলিমরা যে দুর্গে অবস্থান করবে, সেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না এবং যেখানে মুনাফিকরা থাকবে, সেখানে কোন মু’মিন লোক থাকবে না।’’ (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৩ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৫])

ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসেম রহ. (মৃ: ২২৪ হি:) নিজ সনদে হুযাইফা (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, তোমদের (মুসলমানদের) উপর (ফিতনায়ে) দুহাইমা আবির্ভূত হবে। (তখন) নাশফ্‌ নিক্ষেপ করা হবে। এর পরে আসবে রাদফ্‌ (অগ্নী শীলা)-এর নিক্ষেপণ।

- (গারিবুল হাদিস, ইমাম আবু উবায়েদ ২/২৩২)

তিনি ﷺ তিনবার বললেন: তোমদের (মুসলমানদের) উপর (ফিতনায়ে) দুহাইমা আবির্ভূত হবে। (তখন) নাশফ্ নিক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয় বারে রাদফ্ (অগ্নী শীলা) নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয়ত পর্যায়ে ঘন কালো অন্ধকার (রূপে এক ফিতনা আগমন করবে যা) কেয়ামত পর্যন্ত (সময়ের পূর্বে আল্লাহ যতদিন চান থাকবে।) সে সময় জাহেলিয়াতের হত্যার ন্যায় হত্যা (সংঘটিত) হবে'। *

- (তাসহিকাতুল মুহাদ্দিসীন, আসকারী- ১/৩২৭; তারিখে ইবনে মুয়াইয়েন- ১/৩২৭)
- * এখানে ফিতনায়ে দুহাইমাতে প্রথমে নাশফ এবং পরেই রাদফ নিক্ষেপ এর কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ ১। تَرْمِي بِالنَّشَفِ – নাশফ নিক্ষেপ করা হবে। النَّشْفُ (নাশফ্)-এর এক অর্থ কালো পাথড় যা দিয়ে হাম্মামে গা পরিষ্কার করা হয়। [তাজুল আরুস– ২৪/৪০৬, আল-ফায়েক- ১/৪২২] এটি দিয়ে এরকম বুঝায় যে তখন মুসলীম উম্মাহ'র উপরে النَّشْفُ (নাশফ্) নিক্ষেপ তথা যুদ্ধাস্ত্রের বুলেট, বোমা বা মিসাইল নিক্ষেপ হবে, যা দেখতেও অনেক সময় কালোই দেখায়। ২। ترمي بالرضف – রাযফ্ (অগ্নী শীলা) নিক্ষেপ করা হবে। الرَّضْفُ (রাযফ্)-এর এক অর্থ আগুনে গরম/দগ্ধ হওয়া পাথর/শীল। [আল-ফায়েক- ১/৪২২, ৪৮০] এটি দিয়ে যে অগ্নি নিক্ষেপ বুঝায় তা সহজেই বুঝা যায়, আর এটি পারমাণবিক বোমাকেই উদ্দেশ্য করে।

হাদিসে স্পষ্টই বলা রয়েছে, "যা এ উম্মাতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না।" এটিই হবে এই বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে।

৬.১৫.১ বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে কারা বাঁচতে পারবে?

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, যখন পৃথিবীতে অন্যায় অনাচার প্রকাশ পাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াবাসীদের উপর তার বিপদ পাঠাবেন। আমি বললাম, তাদের মধ্যে কি আল্লাহ তায়ালার অনুসরণকারীরা থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তারা (মুমিনরা) আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ পাবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৩৩; কিতাবুস সুন্নাহ ৪৩৬৮)

...<u>এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে।</u> (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না) (সংক্ষিপ্ত) *

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৩ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৫]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫২৯৩; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৯৭২; মুসনাদে আহমাদ ৬১৬৮ (২/১৩৩); মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৪৬৭)
- * এই চরম ফিতনাই হচ্ছে মাহদীর আগমনের আগের মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ। এতে ৩য় বিশ্বযুদ্ধও অন্তর্ভুক্ত। এই ফিতনার কারণে পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষই মারা যাবে।

হাদিসে বলা হয়েছে যে, ‘মুসলিমরা এক দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া ব্যক্তির উপর ক্ষমতা অর্পণে তথা নেতৃত্বে একমত হবে। এরপরই ফিতনায়ে দুহাইমা তথা সারা বিশ্বব্যাপী ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিবে। যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিত্নার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে (অর্থাৎ দিন দিন তা বাড়তেই থাকবে)। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, সকালে যে মু’মিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলিমরা যে দুর্গে অবস্থান করবে, সেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না এবং যেখানে মুনাফিকরা থাকবে, সেখানে কোন মু’মিন লোক থাকবে না।’’

তাহলে হাদিস থেকে জানতে পারলাম সেই দুর্বল চিত্ত ব্যক্তির উপর মুসলিমরা জামায়াত বদ্ধ হওয়ার পর বিভিন্ন দিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, ফিতনায়ে দুহাইমা শুরু হবে, মুসলিম-মুনাফিক আলাদা হয়ে যাবে। বিভিন্ন ফিতনা দেখা দিবে আর অনেকগুলো ফিতনার মধ্যে একটা হচ্ছে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ। তাহলে দেখা যাচ্ছে মুসলিমরা যখন ইমাম মাহমুদ এর নেতৃত্বে জামায়াতবদ্ধ হয়েছে তখন তারা পরিকল্পনা ও আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে নিরাপদ ভূমিতে থাকবে। বলা হয়েছে, লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলিমরা যে দুর্গে অবস্থান করবে, সেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না এবং যেখানে মুনাফিকরা থাকবে, সেখানে কোন মু’মিন লোক থাকবে না।

সামনে হিন্দের যুদ্ধ ও তৎকালীন দুর্ভিক্ষ, এরপর ৩য় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরের চরম দুর্ভিক্ষ ও ধোঁয়ার আযাব এরপর আবার জাহিলিয়াতের মতো হত্যাকাণ্ড শুরু হবে। এতগুলো বিষয় থেকে কোন মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটা কম হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মুমিনদেরকে আল্লাহ এই সকল বিপদাপদ থেকে বাচিয়ে রাখবেন এবং মুনাফিক ও কাফেরদেরকে এগুলোর মাধ্যমে চরম শাস্তি দিবেন।

৬.১৬ কার দ্বারা কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে

ভয়ংকর এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন কোন দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা কারা কাকে (পারমাণবিক) আক্রমণ করবে ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে এ ব্যাপারে খুব বিস্তারিত ভাবেই এসেছে। সেই হাদিসগুলো এখানে দেওয়া হলো-

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিশরও অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। তুরস্কের অধঃপতন হবে দায়লামীর পক্ষ থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে। দায়লামীর অধঃপতন হবে, আর্মেনিয়ার পক্ষ থেকে। আর্মেনিয়ার অধঃপতন হবে, খাজার পক্ষ থেকে, খাজার অধঃপতন হবে, তুরস্কের পক্ষ থেকে। সিন্দের অধঃপতন হবে, হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে। হিন্দুস্তানের অধঃপতন হবে, তিব্বতের পক্ষ থেকে। তিব্বতের অধঃপতন হবে নাসারার পক্ষ থেকে। *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬৮; তাজকিরাহ, ইমাম কুরতুবী; আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে কাসীর; আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, আবু আমর আদ-দানী)
- * বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলকে রসূলের জামানায় এই সকল নামেই অভিহিত করা হতো এবং বর্তমানে এই সকল দেশ বা অঞ্চলগুলো ভেঙ্গে নতুন নতুন দেশ বা রাষ্ট্রতে পরিণত হয়েছে। তাই বর্তমানে অঞ্চল ঠিক করা একটু কঠিন হয়। দায়লামী নামে ইরানের একটি প্রদেশও আছে। তবে এখানে দায়লামী বলতে কুর্দিকে বুঝিয়েছে। খাজার অর্থ রাশিয়া, সিন্দ হচ্ছে পাকিস্তান, হিন্দ হছে ভারত, তিব্বত হচ্ছে চীন।

হযরত হুজায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিশর অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। আর মিশর নিরাপদ থাকতেই বসরার (ইরাক) অধঃপতন হবে। বসরা (ইরাকের) অধঃপতন হবে ডুবে যাওয়ার কারণে। মিশরের অধঃপতন হবে নিলনদ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে। মক্কা ও মদিনার অধঃপতন হবে ক্ষুধার কারণে। ইয়েমেনের অধঃপতন হবে পঙ্গপালের কারণে। উবলা’র অধঃপতন ঘটবে অবরোধের মাধ্যমে। পারস্যের (ইরানের) অধঃপতন হবে রিক্তহস্ত ও চোরডাকাতের মাধ্যমে। তুর্কিদের (তুরস্কের) অধঃপতন হবে দায়লামীর (কুর্দি) পক্ষ থেকে। দায়লামী (কুর্দি) অধঃপতন হবে আর্মেনিয়ার পক্ষ থেকে। আর্মেনিয়ার অধঃপতন হবে "খাযার" (রাশিয়া) পক্ষ থেকে। "খাযার" (রাশিয়া) দের অধঃপতন হবে তুর্কির (তুরস্ক) পক্ষ থেকে। আর তুর্কি (তুরস্ক) অধঃপতন হবে বজ্রাঘাতের (পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ) এর মাধ্যমে। সিন্ধ (পাকিস্তান) এর অধঃপতন হবে হিন্দ (ভারত) এর পক্ষ থেকে। হিন্দের (ভারত) অধঃপতন হবে তিব্বতের (চীন) পক্ষ থেকে। তিব্বতের (চীন) অধঃপতন হবে "রমূল" (প্রাচীন রোমানদের একটি গোত্র বা আমরিকা) এর পক্ষ থেকে। হাবশার (ইথিওপিয়া) অধঃপতন হবে ভূমিকম্পের মাধ্যমে। "জাওরা" (বাগদাদ) এর অধঃপতন হবে সুফিয়ানীর তাণ্ডবের কারণে। "রাওহা" (বাগদাদ শহরের ছোট এলাকা) এর অধঃপতন হবে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে। আর সম্পূর্ণ কুফা (ইরাক) এর অধঃপতন হবে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে।

- (তাজকিরাহ, ইমাম কুরতুবী; আন নিহায়া ফিল ফিতান, ইবনে কাসীর; আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)
- হাদিসটিতে হাবশার পতন থেকে পরবর্তী বিষয়গুলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরো পরে ঘটবে। কারণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই সুফিয়ানীর প্রকাশ হবে।

হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ (রা:) বলেন, আরব উপদ্বীপ (সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান) ততক্ষন পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না মিশর ধ্বংস হয়। বিশ্বযুদ্ধ (আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধ) ততক্ষন পর্যন্ত শুরু হবে না, যতক্ষণ না কুফা(ইরাকের একটি শহর) ধ্বংস না হয়। বিশ্বযুদ্ধ (রোমদের সাথে আমাক প্রান্তরে) শুরু হলে বনু হাশেমের এক ব্যক্তির হাতে কুস্তুন্তুনিয়া (ইস্তাম্বুল) বিজয় হবে। আন্দালুস (স্পেন) ও আরব উপদ্বীপ (সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, বাহরাইন ওমান) এর অধঃপতন ঘটবে ঘোড়ার পা ও সেনাবাহিনীর

পারস্পরিক মতানৈক্যের কারনে। ইরাকের অধঃপতন হবে ক্ষুধা ও তরবারি (অস্ত্র) কারণে। আরমেনিয়ার অধঃপতন ঘটবে ভূমিকম্প ও বজ্রাঘাতের (সম্ভবত পারমাণবিক বোমা বা, মিসাইল নিক্ষেপের) কারনে। কুফা (ইরাকের একটি শহর) ধ্বংস হবে শত্রুদের পক্ষ থেকে। বসরা (ইরাক) ধ্বংস হবে ডুবে যাওয়া/নিমজ্জিত হওয়ার কারণে। "উবলা"র অধঃপতন হবে শত্রুদের পক্ষ থেকে। "রাই" (ইরানের একটি শহর) এর অধঃপতন হবে দাইলামের (তুরস্ক ও ইরানের উত্তর এলাকার একটি তুর্কি গোত্র বা, কুর্দি জাতি) এর পক্ষ থেকে। খোরাসানের (আফগানিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা) অধঃপতন ঘটবে তিব্বত (চীন) এর পক্ষ থেকে। তিব্বত (চীন) এর অধঃপতন ঘটবে সিন্ধ (পাকিস্তান) এর পক্ষ থেকে। সিন্ধ (পাকিস্তান) এর অধঃপতন ঘটবে হিন্দুস্তান (ভারত) এর পক্ষ থেকে। ইয়েমেনের অধঃপতন ঘটবে টিডিড (পঙ্গপাল) ও বাদশাহীর কারনে। মক্কার অধঃপতন ঘটবে হাবশা (ইথিওপিয়া) এর পক্ষ থেকে। আর মদিনার অধঃপতন ঘটবে ক্ষুধার কারনে। *

- (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৮৫)
- * এই হাদিসটিতে ভবিষ্যতে ঘটবে আমাক প্রান্তরের যুদ্ধ ও তখনকার সময়ের অবস্থার সাথে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের যুদ্ধকে মিলিয়ে ফেলেছে। আর কারা কাকে আক্রমণ করবে সেটিও অন্য হাদিস থেকে কিছুটা বিপরীত উল্লেখ হয়েছে। তাই শুধু মার্ক করা টুকুই এখন নেওয়া যায় যা ৩য় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারে।

আগামী কথনে উল্লেখ রয়েছে

আগামী কথনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যা হাদিসের হুবহু বর্ণনাই তুলে ধরেছে। এ ব্যাপারে আগামী কথনে যা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা সহ তুলে ধরা হলো-

প্যারাঃ (২৭)
দ্বিতীয় বিশ্ব সমর শেষে, আশি বর্ষ পর।
শুরু হবে ফের অতি ভয়াবহ, তৃতীয় বিশ্ব সমর।

প্যারাঃ (২৮)
কুর্দিকে এ রণে করিবে ধ্বংস, কঠিন হস্তে আরমেনিয়া।
আরমেনিয়ায় ঝড় তুলিবে, সম্মুখ সমরে রাশিয়া।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন, কুর্দিকে এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস করবে আরমেনিয়া। এবং আরমেনিয়ার সাথে লড়াইয়ে মাতবে রাশিয়া। কুর্দি = যারা ইরাক, সিরিয়া, ও ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় এবং তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় বাসিন্দা। আরমেনিয়া = ইরানের উত্তরে এবং তুরস্কের পূর্বদিকে, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মাঝে অবস্থিত।

প্যারাঃ (২৯)

রাশিয়া পাইবে কঠিন শাস্তি, মাধ্যম হইবে তুরস্ক।
তাহার পরেই এই মাধ্যমকে, কুর্দি করিবে ধ্বংস।

ব্যাখ্যাঃ তারপর রাশিয়ায় আক্রমণ চালাবে তুরস্ক। আর ঠিক তখন তারপরই তুরস্ককে কুর্দি জাতি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিবে।

প্যারাঃ (৩০)

এর মাঝেই চালাবে তাণ্ডব, পার্শ্বদেশকে হিন্দুস্তান।
বজ্রাঘাতে হইবে ধ্বংস, বেইমানের হাতে পাকিস্তান।

ব্যাখ্যাঃ এর মাঝেই ভারত তখন পাকিস্থানের উপর তাণ্ডব চালাবে। তারা বজ্রাঘাতে (পারমাণবিক বোমা হামলার মাধ্যমে) পাকিস্তানকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করবে। তবে এর আগের প্যারাগুলোতে বলা আছে যে, হিন্দুস্তান মুমিনদের দখলে যাবে। এখানে প্যারা দিয়ে একটির পরে আরেকটি বুঝিয়েছে কিন্তু এইসব ঘটনা একসাথে চলতে থাকবে। যখন হিন্দুস্তান মুমিনদের দখলে যাওয়া শুরু হবে ঠিক তখনই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা শেষ মারণাস্ত্র হিসেবে পারমাণবিক বোমা পাকিস্তানে ছুড়বে এবং পাকিস্তান ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তবে পুরোপুরি ধ্বংস হবে না তবে তা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হবে। তবে এই হামলাটি হবে ভারতের মরণ কামড় হিসেবে। কারণ তখন ভারতে যুদ্ধ চলতেই থাকবে, হয়তো তখনও পুরোপুরি দখলে আসবে না এবং শেষ সময়ে পাকিস্তানে এই হামলা করে বসবে।

প্যারাঃ (৩১)

তাহার পরেই হিন্দুস্তানকে, ধ্বংস করিবে তিব্বত।
তিব্বত কে করিবে সে রণে তখন, একটি আলিফ বধ।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন যে, যখন পাকিস্তানকে (পাকিস্তানের কিছু বা বড় অংশকে) ভারত ধ্বংস করে দিবে তখন চীন (তিব্বত) আবার ভারতকে ধ্বংস করে দিবে (বড় বা আংশিক একটি অংশ) অর্থাৎ হামলা চালাবে। এখানে ভারতকেও পারমাণবিক বোমা দ্বারা আঘাত করার কথা এসেছে। এইসব ঘটনাগুলো সমসাময়িক সময়েই হতে থাকবে। আর এখানে ভারতকে ধ্বংস মানে পুরোপুরি ধ্বংস নয় তবে তা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হবে। এবং তার পরপরই চীনকে আবার একটি দেশ ধ্বংস করবে, বধ করবে। সে দেশটির নাম আরবীতে "আলিফ" হরফে শুরু।

প্যারাঃ (৩২)

চতূর্মূখী বজ্রাঘাতে সে, "আলিফ" হইবে নিঃশেষ।
ইতিহাসে শুধুই থাকিবে নাম, মুছে যাবে সেই দেশ।

ব্যাখ্যাঃ আলিফ নামক দেশটিতে তারপর চতুর্মূখী আক্রমন চালানো হবে। যার ফলে ইতিহাসে শুধু ঐ দেশটির নামই কেবল থাকবে, কিন্তু তার বিন্দু পরিমাণ চিহ্নও থাকবেনা। উল্লেখ্য যে

সেই আলিফ নামক দেশটির পূর্ণ নাম হলো "অ্যামেরিকা"। শাহ নিয়ামাতুল্লাহ (র) তার কাসিদায় সওগাত এ বলেছেন যে,

"এ রনে হবে আলিফ এরূপ, পয়মাল মিশমার,
মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার"।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারা ৫২)
যে বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিলো আপন কামে
নিপাতিত সে শেষকালে নিজেই জাহান্নামে।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারা ৫৪)

অতএব বোঝা গেলো, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন দিক (দেশ) থেকে পারমাণবিক বোমার আক্রমণ হবে অ্যামেরিকার উপর, এতে অ্যামেরিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিস্তারিত বিশ্লেষণ

হাদিসগুলো এবং আগামী কথন থেকে পাওয়া তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। আগের কোন একটি পরিচ্ছেদে বলেছিলাম বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে একটি ব্লক সিস্টেম রয়েছে। সহজে বললে বলা যায় একটা গ্রুপিং রয়েছে, পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে জোট ও পক্ষীয়-বিপক্ষীয় দল রয়েছে। আর্মেনিয়া আর আজারবাইজানের মধ্যে প্রায়ই সীমান্তে বড় বড় সংঘাত হয়। এর মধ্যে একটা সংঘাতে প্রায় যুদ্ধই শুরু হয়ে যাচ্ছিল। তখন এই দুই দেশের আবার পক্ষ নিয়েছিল আরো দুই দেশ। তখন আর্মেনিয়ার পক্ষে ছিল তুরস্ক। অর্থাৎ এ থেকে জানা যায় তুরস্ক আর্মেনিয়ার মিত্রদেশ। এখন কুর্দি জাতির বিষয়ে যদি বলি, এই কুর্দি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তুরস্ক এখন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সিরিয়াতে কিছু কুর্দি বাহিনী রয়েছে আর তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সিরিয়াতে তুরস্কের সমর্থক সৈন্য বাহিনী গঠন করে কুর্দিদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে আর্মেনিয়া যদি কুর্দিদের ধ্বংস করে বা হামলা করে তাহলে এটা তুরস্কের জন্যই ভালো আর আর্মেনিয়া তো মিত্রদেশই। কিন্তু রাশিয়া আবার কুর্দিদের মিত্র। তাই যখন কুর্দিকে আর্মেনিয়া আক্রমণ করবে তখন রাশিয়া আর্মেনিয়াকে আক্রমণ করবে। আর আর্মেনিয়া যেহেতু তুরস্কের মিত্রদেশ তাই এর প্রতিশোধ নিতে রাশিয়াতে তুরস্ক হামলা চালাবে। আবার তখন তুরস্ককে পাল্টা হামলা করবে কুর্দি বাহিনী।

এভাবে সারা বিশ্বে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর এই এশিয়া মহাদেশেও শুরু হয়ে যাবে এবং ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে হিন্দের যুদ্ধে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে থেকে ভারত শেষ মরণ কামড় হিসেবে পাকিস্তানে পারমাণবিক হামলা করে বসবে। এরপর ভারতের উপর আবার চীন হামলা করবে। এরপর চীনের উপর আবার হামলা করবে অ্যামেরিকা। তারপর অ্যামেরিকাকে বিভিন্ন দেশ আবার হামলা করবে।

হাদিস ও আগামী কথনে যে সকল দেশের নাম এসেছে এরাই যে শুধু যুদ্ধে জড়াবে বিষয়টি এমন নয়, আরো অসংখ্য দেশই যুদ্ধে জড়াবে। কারণ আমরা আগেই দেখেছি ৩য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পুরো হিন্দে মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের বড় ধরনের যুদ্ধ লেগে যাবে। আর

সেটি চলমান অবস্থাতেই ৩য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে। মূলত এখানে যেসব দেশ অন্য দেশকে হামলা করবে এই হামলাগুলো বেশির ভাগ বা পুরোটিই হবে পারমাণবিক হামলা। অর্থাৎ হাদিসে এক দেশ আরেক দেশের উপর পারমাণবিক হামলার বর্ণনাই উল্লেখ করেছে। এক দেশ আরেক দেশকে ধ্বংস করবে মানে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে হামলা করে ধ্বংস করবে। ১ম বিশ্ব যুদ্ধে ৩০ টির বেশি দেশ যুদ্ধ করেছে। ২য় বিশ্বযুদ্ধে ৫০ টিরও বেশি দেশ যুদ্ধ করেছে। আর ৩য় বিশ্বযুদ্ধে কতগুলো দেশ করবে জানা নেই তবে প্রত্যেক দেশ বা অঞ্চলই মনে করবে আমার পার্শ্ববর্তী দেশ বা অঞ্চল হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে। হাদিসে বলেছে এক ধরনের কেয়ামত হয়ে যাবে পুরো বিশ্বে!

৬.১৬.১ যে দেশটি শুধু ইতিহাসেই থাকবে, বাস্তবে আর থাকবে না

হাদিসে বলা রয়েছে যে চীনকে একটি দেশ বা জাতি হামলা করবে। হাদিসে এসেছে- ‘‘তিব্বতের অধঃপতন হবে নাসারার পক্ষ থেকে।’’ অন্যত্র এসেছে- ‘‘তিব্বতের (চীন) অধঃপতন হবে "রমূল" (প্রাচীন রোমানদের একটি গোত্র বা অ্যামেরিকা) এর পক্ষ থেকে।’’

এই অ্যামেরিকাতেও আবার আক্রমণ হবে। এরপর যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বুঝবে যে এই বিগত সকল যুদ্ধের উস্কানি ও ষড়যন্ত্রকারী হচ্ছে ইউরোপের কান্ট্রিগুলো ও মূল অ্যামেরিকা তখন অ্যামেরিকাতে বিভিন্ন দেশ একযোগে পারমাণবিক হামলা চালাবে আর এর ধ্বংসের পরিমাণ এত হবে যে এই দেশটিরই আর কোন নাম নিশানা থাকবে না। শুধু ইতিহাস হয়ে থাকবে যে অ্যামেরিকা নামে অতীতে একটা দেশ ছিল। আরো হয়তো মনে রাখবে, যে বিশ্ব সুপার পাওয়ার ছিল এবং সব ষড়যন্ত্রের মূল ছিল ও ইসলামের ঘোর বিরোধী, বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলো ধ্বংসের মূল পরিকল্পনাকারী, আক্রমণকারী ছিল আর তাদের হাতে লেগে ছিল অসংখ্য নিরপরাধ মুসলিমদের রক্ত, সেই দেশ আর নেই। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী (এই দ্বীন কায়েম থাকবে, কেউ মিটাতে পারবে না) তারা নিজেদের বানানো গযবেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সেই দেশটি হচ্ছে অ্যামেরিকা। বিভিন্ন দেশের আক্রমণের ফলে এই দেশটি একদমই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এটিই তাদের জন্য একটা গযব হিসেবে চিহ্নিত হবে। সারা বিশ্বে ইসলামোফোবিয়া ছড়ানো সহ জিহাদকে সন্ত্রাসী-জঙ্গী কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে হামলা এবং যেগুলোতে হামলা করেনি সেগুলোতে পরিকল্পনা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মুসলিমদের মধ্যেই এমন প্রশাসন বানানো যে তারাই অন্য মুসলিমদের গুম, গ্রেফতার ও খুন করবে যারা ইসলামী শাসন চাইবে। বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব হচ্ছে এই অবস্থার উদাহরণ। মুসলিম হয়ে মুসলিমদেরই গুম-খুন-গ্রেফতার করতেছে শুধু মাত্র এই কারণে যে তারা ইসলামী শাসন ও ইসলামী আইন চায়। আর মজার বিষয় হচ্ছে এইগুলো করছে কার কথায় জানেন? পশ্চিমা পথভ্রষ্ট খ্রিষ্টানদের কথায়, অ্যামেরিকা-ইউরোপের কথায়। যেখানে আল্লাহ অসংখ্যবার বলেছে তারা পথভ্রষ্ট, অভিশপ্ত, গোমরাহ, তাদেরকে বন্ধু বানিয়ো

না, তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে চায় এটাই মূল পরিকল্পনা তাদের, তারা বন্ধু সাজলেও বন্ধু না। কিন্তু কে শোনে এই উপদেশ। অ্যামেরিকা ধ্বংসের ভবিষ্যৎবাণী যেমন শুনেছে তেমন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরবের মুসলিম প্রশাসনরাও শুনে রাখুক যে তাদের জন্য ভবিষ্যতে দুনিয়াতেই কি অপেক্ষা করছে। ইসলামপ্রিয় মুসলিমদের উপর জুলুম-নির্যাতন আর কিছু সময় করে নিক যাতে এমন দলিল সাব্যস্ত হয়ে যায় যে যা দিয়ে তাদের দোষ প্রমাণ হয়। অসংখ্য লাখো কোটি মুসলিম তাদের বিরুদ্ধে আখিরাতে মামলা দায়েরের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারাও যেন নিজেদের গ্রেফতারের প্রস্তুতি নেয়। এছাড়াও বিভিন্ন দেশকে জিম্মি করে মুসলিমদের উপর জুলুম করতে বাধ্যও করেছে এই অ্যামেরিকা। আফগানের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ইরাক ধ্বংস করেছে। ইরানে এখনো ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এক কথায় পুরো বিশ্বব্যাপী শয়তানের কার্যকলাপ ছড়ানোর, প্রচার করার মূল শিকড় হিসেবে কাজ করেছে এই অ্যামেরিকা। আর শেষ পর্যন্ত কি পাবে তা ভবিষ্যৎই বলে দিবে। আর তাদের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও আফগান যুদ্ধে হারের পর হার ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাদের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার। শয়তান যত কৌশলই করুক না কেন তা ঠুনকো, ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী।

৬.১৭ কালো ধোঁয়ার আজাব সাথে চরম দুর্ভিক্ষ

অতঃপর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। সারা বিশ্বে যুদ্ধের কারণে সব কিছুই ধ্বংস-বিধ্বস্ত হয়েছে। চারিদিকে হাহাকার ও খাবার সঙ্কট। প্রযুক্তি ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে গেছে আর নাই কোন ইন্টারনেটও। এর মধ্যেই আবার শুরু হবে ধোঁয়ার আযাব! কেয়ামতের বড় আলামতের একটি আলামত হচ্ছে এই ধোঁয়া। ধোঁয়া প্রকাশের বিষয়ে কুরআন-হাদিসে এসেছে। কুরআনে এসেছে,

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

"অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সে দিনের, যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ"

- (সূরা দুখান, আঃ ১০)

এর তাফসীরে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা:) বলেছেন, এটি হয়ে গেছে মক্কার দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে (তখন ক্ষুধার কারণে আকাশে ধোঁয়ার মতো দেখত লোকজন)। আবার অন্য বর্ণনায় এসেছে এটি কেয়ামতের আলামত যা শেষ জামানায় দেখা যাবে। ইবনে কাছীরে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা:) নিজেই পরে বলেছেন উভয়টির কথাই এই আয়াতে বলা হয়েছে। একটি হয়েছে আরেকটি অর্থাৎ কেয়ামতের আলামত হিসেবে সারা বিশ্বে স্পষ্ট কালো ধোঁয়া দেখতে পাওয়ার বিষয়টি এখনো হয়নি, শেষ জামানায় কেয়ামতের আগে ঘটবে। হাদিসে এসেছে,

হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর হুজরা থেকে আমাদের পানে উঁকি দিয়ে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেনঃ

দশটি আলামত প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তন্মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব, **ধোঁয়া নির্গত হওয়া** এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৪০৪১; মুসলিম ২৯০১; তিরমিযী ২১৮৩; আবূ দাউদ ৪৩১১; আহমাদ ১৫৭০৮, ১৫৭১০)

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই তোমরা নেক আমলে দ্রুততা অবলম্বন করো, তা হলো- (১) পশ্চিমাকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, (২) **ধোঁয়া উত্থিত হওয়া**, (৩) দাজ্জাল আবির্ভাব হওয়া, (৪) দাব্বাহ, অদ্ভুত জন্তুর আত্মপ্রকাশ, (৫) খাস বিষয় [কারো ব্যক্তিগত মৃত্যু] ও (৬) আম বিষয়- সার্বজনিক বিপদ [জাতিগত কেয়ামত বা চূড়ান্ত]।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৭-(১২৮/২৯৪৭) [ইঃ ফাঃ ৭১৩০, ইঃ সেঃ ৭১৮২])

হযরত কাতাদাহ (রা:) বলেন, কিয়ামত কিভাবে হবে? যতক্ষণ না, আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঘিরে যাবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৭)

অন্যত্র এসেছে- মাহদী বের হবে না যতক্ষন না অন্ধকার দেখতে পাও। *

- (আল কাউলু মুখতাসার ফি আলামাত আল মাহদি আল মুনতাদার ৩-২৭)
- * জুলমাতুন, অন্ধকার যা ধোঁয়ার কারণে হতে পারে। আর এই ধোঁয়া আকাশ ছেয়ে ফেললে তখন অন্ধকারই দেখা যাবে।

উমাইয়াহ্ ইবনু বিস্তাম (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ্ (রা:) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছয়টি (আলামত সংঘটিত হওয়ার আগে) দ্রুত তোমরা নেক আমল করতে শুরু করো। তা হলো দাজ্জাল প্রকাশিত হওয়া, **ব্যাপক ধোঁয়া দেখা দেয়া**, দাব্বাতুল আরয (অদ্ভুত জন্ত) বের হওয়া, পশ্চিমাকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, কিয়ামত এবং মাওত।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৮ [ইঃ ফাঃ ৭১৩১, ইঃ সেঃ ৭১৮৩])

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ছয়টি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সৎকাজে অগ্রবর্তী হও। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, **ধোঁয়া নির্গত হওয়া**, দাববাতুল আরদ-এর আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং বিশেষ বিপদ ও ব্যাপক বিপদ।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৪০৫৬; সহীহাহ ৭৫৯)

আবু হুরায়রাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ভালো ’আমল অর্জনে তৎপর হও। ১. **ধোঁয়া**, ২. দাজ্জাল, ৩. দাব্বাতুল আরদ (মৃত্তিকাগর্ভ হতে বহির্ভূত জন্তু), ৪, পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, ৫. সর্বগ্রাসী ফিতনাহ্ ও ৬. তোমাদের ব্যক্তিবিশেষের ওপর আরোপিত ফিতনাহ্।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৬৫; সিলসিলাতুস সহীহাহ্ ৭৫৯; সহীহুল জামি ৫১২৩; সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৩৫৪; মুসনাদে বাযযার ৬৩৯৪; মুসনাদে আহমাদ ৯২৬৭; আবূ ইয়া'লা ৫৬১৬; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৪৪৯১; আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৪৯৮; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৫৭৪)

হাদিসগুলো দেখলে দেখা যায় বিভিন্ন হাদিসে এই ধোঁয়ার প্রকাশকে বিভিন্ন সিরিয়ালে দিয়েছে। কোনটায় আগে বা কোনটায় অন্য আলামতের পরে। বিষয় হচ্ছে এখানে সিরিয়ালভাবে এই আলামতগুলো বর্ণনা করা হয়নি। তবে দুয়েকটি হাদিসে যেরকম সিরিয়ালভাবে বর্ণনা এসেছে সেটা সঠিক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বললে বলা যায়, পশ্চিম আকাশে সূর্যদ্বয়য় হচ্ছে কেয়ামতের সর্বশেষ আলামত কিন্তু দেখা যায় অনেক হাদিসে তা একদম প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। এটি হওয়ার কারণ হয়তো হবে এই যে আলামতগুলো মনে রেখেছে কিন্তু তা বর্ণনার সময় সিরিয়ালভাবে মনে না থাকায় আগে পিছে বলেছে বা সেভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের পর যে ধ্বংস-বিধ্বস্ত হবে এর কারণে আকাশে প্রচুর ধোঁয়া জমবে। যার কারণে সূর্য দেখা যাবে না। এটি এত মারাত্মক হবে যে, তা পুরো আকাশকেই ছেয়ে থাকবে। এটি দিয়ে আল্লাহ আরেকটি আযাব দিবেন দুনিয়াবাসীকে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন আমরা ঈমান আনয়ন করবো। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট একজন রসূল। অতঃপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বলেছেঃ সে তো শেখানো কথা বলছে, সে তো একজন পাগল। আমি আযাব একটুখানি সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এরপরও তোমরা পূর্বের ন্যায় আচরণ করবে"। (সূরা দুখানঃ ১০-১৫)

আবু মালেক আশআরী (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করছেন। (১) ধোঁয়া, যা মু'মিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে বের হতে থাকবে (অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক হবে)। (২) ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমণ। (৩) দাজ্জালের আগমন।

- (আল-মু'জামুল কাবির, ত্বাবরাণী- ৩/২৯২ হাদিস ৩৪৪০; জামেউল বয়ান, ইমাম তাবারী- ২৫/৬৮; তাফসীরে তাবারী; ইবনে কাছীর)

মাছরূক বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে বসা ছিলাম। এক লোক এসে বলতে লাগল, হে আবু আব্দুর রহমান! এক লোক বলে বেড়াচ্ছে যে, অচিরেই ধোঁয়ায় নিদর্শনটি আবর্তিত হবে। যন্ত্রনায় কাফেরদের দম বন্ধ হয়ে যাবে, মুমিনদের সর্দি জাতীয় অনুভব হবে।

- (সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৭৬৪)

অর্থাৎ, ৩য় বিশ্বযুদ্ধের পরে, এর ইফেক্ট হিসেবে ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যাবে। আর এর কারণেও দুনিয়াবাসীকে কষ্ট পোহাতে হবে যেমনটি হাদিসে এসেছে, মুমিন আর কাফিরদের জন্য আলাদাভাবে এটি প্রভাব ফেলবে। একারণেই বলা হয়েছে এটি প্রকাশ পাওয়ার আগেই নেক কাজ করতে হবে।

ব্যাপক দুর্ভিক্ষ

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে অবশ্যই এমন একটি বছর অতিবাহিত হবে, তখন মানবজাতি তীব্র ভাবে খাদ্যের অভাবে কষ্ট পেতে থাকবে, তাদেরকে হত্যা করার দরুন আতংক তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে"।

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২২৯; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৯)

৬.১৮ তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ মারা যাবে

হিন্দুস্তানের যুদ্ধ, মহামারী-দুর্ভিক্ষ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর চরম দুর্ভিক্ষ, ধোঁয়ার প্রকাশ ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর শোচনীয় এক অবস্থা হবে। পৃথিবীর রূপ পাল্টে যাবে। যেমন একটি হাদিসের শেষে বলা হয়েছে- “এ কথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন।” (আস সুনানুল কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৮)
এই আয়াতে আসলে কি বলা আছে? কুরআনে এসেছে,

“যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশ সমূহকেও এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এবং আল্লাহর সামনে পেশ হবে।”

রসূল ﷺ এর উদাহরণ দেওয়া এই আয়াত থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে অবস্থা কতটা ভয়াবহ হবে। অসংখ্য মানব, দানব, গাছপালা, পশুপাখি মারা যাবে এবং বিশ্বব্যাপী চরম দুর্ভিক্ষ থাকবে আর তাতেও মানুষ নিহত হতে থাকবে। এটাই মাহদীর আগমনের আলামত যে, পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ আগে মারা যাবে এরপর মাহদীর আগমন ঘটবে। ঐ এক ভাগ মানুষ মাহদীর জামানা পাবে। এখন বর্তমানে ৭০০+ কোটি মানুষ থাকলেও মাহদীর আবির্ভাবের আগেই তার সংখ্যা কমে হবে ২৫০ কোটির মতো আনুপাতিক। অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ নিহত হয়ে যে পরিমাণ থাকবে। আর এটার বাস্তব অবস্থা আমরা ইতিমধ্যেই টের পাচ্ছি। হাদিসে এসেছে,

হযরত আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞেস করলাম, কখন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন, রসূলে পাক ﷺ এর বংশধর এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে। এক, শ্বেত মৃত্যু। দুই, লাল মৃত্যু। শ্বেত মৃত্যু অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল যুদ্ধের কারণে মৃত্যু।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫২)

সালামা ইবনু নুফাইল সাকুবি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই তিনি আমার নিকট ওহি প্রেরণ করেছেন যে, আমি তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী নই। আর আমার পর তোমরা অল্প সময়ই অবস্থানকারী। অতঃপর তোমরা অবস্থান করবে, এমনকি বলবে, কখন? আর অচিরেই ধ্বংস আসবে। তোমরা একে অপরকে ধ্বংস করে দিবে। আর কিয়ামতের পূর্বে দুটি কঠিন মৃত্যু হবে। আর তারপরের বছরগুলো হবে ভূমিকম্পের বছর।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭০৪)

হযরত কাইসান রাওয়াসী কাসসার থেকে বর্ণিত আর তিনি গ্রহণযোগ্য রাবী ছিলেন তিনি বলেন, আমার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন যে, আমি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইমাম মাহদী বের হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিন ভাগের এক ভাগকে হত্যা করা হয়। তিন ভাগের এক ভাগ মারা যায়।এবং তিন ভাগের এক ভাগ লোক জীবিত থাকবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫৯)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময়ে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা দিবে। লাল মৃত্যু ও শ্বেত মৃত্যু। হঠাৎ হঠাৎ লাল ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) দ্বারা মৃত্যু ও শ্বেত মৃত্যু হল প্লেগ, মহামারী দ্বারা মৃত্যু।

- (কিতাবুল ইরশাদ, শেখ মুফীদ প্রণীত, পৃ. ৪০৫; গাইবাত, শেখ তূসী প্রণীত, পৃ. ২৭৭; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৮)

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা দিবে। লাল (যুদ্ধের কারণে) মৃত্যু ও শ্বেত (দুর্ভিক্ষ, মহামারীর কারণে) মৃত্যু। (অবস্থা এমন হবে) যে প্রতি ৭ জনের ৫ জন মৃত্যুবরণ করবে।

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২০৭; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৯২)

হযরত জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে না। তখন আমি আবু বাসির জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কোন ব্যক্তি অক্ষত থাকবে? এ উত্তরে জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, তোমরা (মুসলমানেরা) কি অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ এর মধ্যে থাকতে চাও না?

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬০; বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৩; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৯০)

হযরত মুস্তাওয়ীদ আল কুরাইশী (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। কিয়ামতের পূর্বে ইহুদী-খৃষ্টান বৃদ্ধি পাবে। আর বজ্রঘাতের মৃত্যুতে তাদের সংখ্যা কমে যাবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৭)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, সাবধান! মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনয়ন করবে। আর তখন পৃথিবীতে অগ্নি প্রকাশ (পারমাণবিক বোমার আঘাত) পাবে, যা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবে। তাঁর পরেই আল্লাহ তায়ালা একটি শান্তিময় পৃথিবী দেখাবেন, যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না। এ কথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৮)

এই আজাব আসবে সকলের উপরেই যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এতে যে শুধু অমুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয় মুসলিমরাও হবে।

ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (রহঃ) .... আবূ বকর (রা:) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রশংসার পর বলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত কর, কিন্তু তোমরা একে অন্যস্থানে প্রয়োগ কর। তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, তোমাদের মাঝে যারা গুমরাহ হবে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে শর্ত হলো-যদি তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর বাণীঃ "তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা আল-মায়িদাহ, আঃ ১০৫)।

রাবী খালিদ (রা:) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন লোকেরা জালিমের হাত ধরে তাকে জুলুম করা থেকে বিরত না রাখবে, তখন মহান আল্লাহ্‌ তাদের উপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল করবেন।

রাবী আমর ইবন হুশাযম (রা:) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যে কওম এরূপ হবে যে, তারা যখন গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন তা প্রতিরোধ করার মত কিছু লোক থাকা সত্ত্বেও যদি তারা প্রতিকার না করে তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা সকলকে আযাবে গ্রেফতার করবেন। রাবী শু'বা (রহঃ) বলেনঃ যে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক গুনাহে লিপ্ত হবে, আল্লাহ্‌ তাদের সকলকে আযাবে নিপতিত করবেন।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩৩৮ [ইঃ ফাঃ ৪২৮৭]; তিরমিযী; ইবনু মাজাহ; মুসনাদে আহমাদ)

জারীর (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ কোনো ব্যক্তি কোনো জাতির মধ্যে বাস করছে যাদের মাঝে পাপাচার হচ্ছে, তারা এ পাপাচার প্রতিরোধে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিরোধ করছে না, তাহলে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাদের চরম শাস্তি দিবেন।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩৩৯ [ইঃ ফাঃ ৪২৮৮]; ইবনু মাজাহ)

এই তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ ইমাম মাহদীর জামানা পাবেন। তাদের বেশির ভাগই হবে মুসলিমরা। কারণ এই সকল আজাব থেকে আল্লাহ তাদেরকে বাচিয়ে রাখবেন সে সময়। আর তার মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত নেতাকে অনুসরণ করে ও তার জামায়াতে যুক্ত হয়ে।

৬.১৯ চিরতরে আধুনিকতার ধ্বংস

বর্তমান যুগ হচ্ছে আধুনিকতার চূড়ান্ত রূপ। এই আধুনিকতাই ধ্বংস হয়ে যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে এবং পৃথিবী সেই আগের ঘোড়া-তরবারীর যুগে ফিরে যাবে। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস এসেছে। বিভিন্ন আলেমগণও তাদের বইতে এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। মাহদীর যুগ ও তার পরবর্তী সময়ের হাদিসগুলো দেখলেই বুঝা যায় তখন যুদ্ধগুলো ঘোড়া-তরবারী দিয়ে হবে। এমন কি হাদিসে এসেছে জয়তুন গাছের সাথে ঘোড়া বাঁধার ব্যাপারেও। ইমাম মাহদীর পূর্বেই আধুনিক বিশ্বের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। আমরা ভাবি যে, যখন ইমাম মাহদী আসবেন, তখন আমরা তো তাকে ঘরে বসে থেকেই টেলিভিশন-ফোন ইত্যাদি মিডিয়া-মাধ্যমে দেখে নিবো। শুধু তাই নয়, আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতি/আবিষ্কারকে অনেকেই "দাজ্জালের সহিত" তুলনা করি আর বলি যে এগুলো দাজ্জালের কাজ। সেই সূত্র থেকে এটাও ভাবি, ঈসা (আঃ) যখন আসমান থেকে অবতরণ করবেন তখনও আধুনিক বিশ্বের সুবাদে তা আমরা মিডিয়ায় দেখতে পাবো। সর্বপরি, পৃথিবী তার নিজ অগ্রগতিতে দিন দিন অগ্রসর হতে থাকবে। এইগুলো কখনোই শেষ হবে না কেয়ামত পর্যন্ত। কিন্তু এটা একেবারেই ভুল ধারণা। এটাই এখানে দলিল সহ উল্লেখ করা হল যে, 'কেয়ামাত পর্যন্ত নয় বরং ইমাম মাহদীর পূর্বেই আধুনিক বিশ্ব ধ্বংস হবে এবং তিনি আসবেন প্রাচীন যুগের ন্যায় একটি পৃথিবীতে'। হাদিসে এসেছে-

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের (৩য় বিশ্বযুদ্ধে) বজ্রাঘাতে (আনবিক অস্ত্রে) বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে (অর্থাৎ আধুনিকতা ধ্বংস হয়ে প্রাচীন যুগে ফিরবে)। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আসরে যুহরি ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক; ইলমে তাছাউফ; ইলমে রাজে; বিহারুল আনোয়ার)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার বংশের ইমাম মাহদী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বিশ্ব শাসন ক্ষমতায় আসবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৫)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অচিরেই মক্কার আশ্রয়প্রার্থীর দিকে সত্তর হাজার সৈন্য প্রেরণ করা হবে। তাদের সম্মুখে কইসের এক ব্যক্তি থাকবে। এমনকি যখন তারা ছানিয়া পৌঁছাবে তখন তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। আর সেখান থেকে তাদের প্রথম জন বের হবে না। হযরত জিবরাঈল (আঃ) খোলা প্রান্তরকে ডেকে বলবেন- 'হে খোলা প্রান্তর! হে খোলা প্রান্তর! তার আওয়াজ পূর্বে পশ্চিমে সকলেই শুনবে'। তাদেরকে গ্রাস কর। ফলে তাদের কোন মঙ্গল থাকবে না (অর্থাৎ সুফিয়ানীর সৈন্যগণ ধ্বসে যাবে)। পাহাড়ে অবস্থানরত একমাত্র ছাগলের রাখাল ব্যতীত তাদের ধ্বংসের কোন প্রকাশ্য আলামত থাকবে

না। কেননা যখন তারা মাটিতে দেবে যাবে তখন সে তাদেরকে দেখবে। অতঃপর সে তাদের ব্যাপারে সকলকে সংবাদ দিবে। যখন আশ্রয়প্রার্থী (মাহদী) তাদের ব্যাপারে শুনতে পাবে তখন সে বের হয়ে যাবে। *

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৭)
- * উক্ত হাদিস বলছে একজন রাখাল যে কিনা ছাগল চড়াতে পাহাড়ে যাবে, তখন সে দেখতে পাবে যে, জমিন ধ্বসে গেলো। মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তি এলাকায়, আধুনিক বিশ্বে এভাবে ছাগল চড়াতে যাওয়া একটু অন্যরকম দেখায় তাই না?

হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন ঐ সমস্ত লোককে (মাহদী ও তার সাথীদের) অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য অবতরণ করবে (সুফিয়ানীর পক্ষ থেকে) যারা (মদিনা থেকে) মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। তখন তারা (সৈন্যদল) একটি খোলা প্রান্তরে অবতরণ করবে যার নাম বায়দাহ। আর তখনই উক্ত খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে। এবং তাদের শেষ করে দিবে। আর আল্লাহ তা'য়ালার কথা (এই দিকে ইঙ্গিত করে) "যদি তুমি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে। তখন কোন অব্যহতি থাকবে না। আর তাদেরকে নিকটবর্তী স্থান হতে পাকড়াও করা হবে (সূরা সাবা, আঃ ৫১)।"
আর সৈন্যদল থেকে এক ব্যক্তি উটের সন্ধানে বের হবে। অতঃপর ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের একজন কেও পাবে না। তাদের অনুভূতিও পাবে না (তাদের ঘ্রাণও পাবে না)। আর এই ব্যক্তি যে মানুষের নিকট তাদের ব্যাপারে সংবাদ দিবে। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ)
- * উক্ত হাদিস বলছে, যে সৈন্যদল বায়দাহ প্রান্তের ধ্বসে যাবে তাদের একজন তখন সেখান থেকে একটি উট খুঁজতে গিয়ে বাইরে থাকবে। পরে ফিরে এসে দেখবে বায়দাহ প্রান্তর ধ্বসে গেছে। আধুনিক যুগ থাকলে কেন উট ব্যবহার করবে? যদি কেউ ব্যাখ্যা করে যে এটা অন্য বাহন বা মোটরসাইকেল, তাহলে প্রশ্ন আবার, সেই মোটরসাইকেল হারিয়ে যাবে নিজে থেকেই, কিভাবে? আবার লোক খুঁজতে যেয়ে পিছে পড়বে, তাকে খুঁজাও লাগবে?

হযরত যামরা ইবনে হাবীব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সুফিয়ানী তার অশ্বারোহী বাহিনী ও সৈন্যদল প্রেরণ করবে (অর্থাৎ সুফিয়ানির সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বের হবে)। তারা খোরাসানের আম্মাতুশ শিরকে ও পারস্য ভুমিতে পৌছবে। অতঃপর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের সাথে বিদ্রোহ করবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় অনেক যুদ্ধ হবে। যখন তাদের মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হবে তখন বনু হাশেমের এক ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর সে সেদিন পূর্বাঞ্চলের একেবারে শেষে থাকবে। অতঃপর সে খোরাসানবাসীদের নিয়ে বের হবে। উক্ত দলের সম্মুখে থাকবে বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম। সে হবে হলুদ বর্ণের, পাতলা দাড়ি ওয়ালা। পাঁচ হাজারের মধ্যে (বাহিনী নেতৃত্ব দিয়ে) তার দিকে বের হবে। যখন তার নিকট তার বের হওয়ার খবর পৌঁছবে তখন

সে তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তাকে সম্মুখে দিবে। সেদিন যদি তাদের সামনে রাওয়াসীর পাহাড়ও আসে তাহলে সেটিকেও মিটিয়ে দিবে। অতঃপর তার সাথে সুফিয়ানীর সৈন্যদের সাথে দেখা হবে। অতঃপর সে তাদের পরজিত করবে। আর তাদের থেকে বিশাল এক অংশকে সেদিন হত্যা করবে। এমনিভাবে তাদেরকে এক এলাকা হতে আরেক এলাকায় পরাজিত করতে থাকবে। এমনকি তাদের ইরাকের দিকে পরাজিত করে দিবে।

অতঃপর, তাদের মাঝে ও সুফিয়ানীর অশ্বারোহী (ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা) সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ হবে। আর সে যুদ্ধে সুফিয়ানীর বিজয় হবে। আর হাশেমী (মানসূর) পালায়ন করবে। আর শুয়াইব ইবনে সালেহ গোপনে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে বের হয়ে যাবে। সে মাহদীর আবাসস্থল গোছাতে থাকবে, যখন তার নিকট সিরিয়ায় মাহদীর অভির্বাবের খবর আসবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯১৫)

আরতাত (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে, প্রাথমিক অবস্থায় কালো এবং হলুদ ঝান্ডার অধিকারীদের মধ্যে যে যুদ্ধ হবে সেখানে সে মৃত্যুবরণ করবে। পশ্চিম বাইছানের মুনুদিরুন নামক স্থানে লাল উটের উপর আরোহন করা অবস্থায় আত্নপ্রকাশ করবে। তার মাথায় একটি মুকুট থাকবে। বড় বড় দলকে একাধিকবার পরাজিত করবে। অতঃপর নিজেও মারা যাবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮১০)

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর দিকে তার পরিবার হতে পূর্বাঞ্চলে এক ব্যক্তি বের হবে। তার কাঁধে আঠারো মাস "তরবারী" থাকবে। সে যুদ্ধ করবে এবং অনুসরণ করবে অর্থাৎ যুদ্ধ করতে থাকবে। এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। সেখানে পৌছানোর পূর্বেই সে মারা যাবে। সে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌছতে পারবে না। *

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯২০)
- * মাহদীর পূর্বেই তার এক আত্নীয় যুবক ১৮ মাস তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করবে, বিভিন্ন জায়গায়। আধুনিকতায় তরবারী যুদ্ধটা কখনো হতে পারে না।

হযরত আবু উমাইয়া কালবী (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কালো ঝান্ডা বাহীরা যুদ্ধে লিপ্ত হবেন, তাদের ভিতর থেকে সাত জনের একটা কাফেলার আত্নপ্রকাশ হবে। এবং গ্রাম বাসিদের কাছে তার সাহায্যের আবেদন করে লোক প্রেরণ করবে। তারা সরাসরি অস্বীকার করবে। এদিকে বনুল আব্বাছের অভিভাবকত্ব গ্রহণ কারীর কাছে তাবরিয়া নামক স্থানে তার আগমনের সংবাদ পৌছে যায়। তখন তার উদ্দেশ্যে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে। তারা পরস্পরের মুখোমুখি হলে প্রত্যেক সৈন্য তার প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে দুই দলের প্রধানদ্বয়ও একে অপরের উপর আক্রমন করবে। এবং তাকে সবকিছু জানাবে। তখন খারেজী এবং তার সাথের লোকজন টীলার দিকে অবস্থিত বড়ই গাছের দিকে ধাবিত হবে এবং তার ছায়ায় আশ্রয় নিবে। এসময় গ্রাম বাসিরা এসে তার হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তার সাথে ভ্রমন করতে

থাকবে। আফহাওয়ানা নামক স্থানে পৌছলে বুহাইরায়ে তাবরিয়্যাহ কাছাকাছি স্থানে তাদের মধ্যে তীব্র লড়াই হবে। তাদের রক্তে সমুদ্রের পানি পর্যন্ত লাল হয়ে যাবে। অতঃপর তারা পরাজিত হবে। জাবিয়া নামক স্থানে আবারো যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যার কারনে জাবিয়া নামক স্থানের আশেপাশের প্রায় পাঁচ মাইল পর্যন্ত এলাকা ধ্বংসস্তুপে পরিনত হবে। ঐ সময় দূরবর্তী এলাকার লোকজনের জন্য যেন আশীর্বাদ হবে। সেখানেও তারা পরাজিত হবে আবারো তারা দিমাশকে এসে মিলিত হবে। সেখানে উভয় দলের মাঝে ভয়াবহ লড়াই হবে। এক পর্যায়ে ঘোড়ার পায়ের গিট পর্যন্ত রক্তের মধ্যে ডুবে যাবে এবং তারা পরাজিত হবে। *

- (যঈফ জিদ্দান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৭০)
- * দেখা যাচ্ছে সুফিয়ানীর সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বের হবে এবং যুদ্ধ করবে।

এছাড়া, হযরত মাহদী ও দাজ্জাল (৩য় বিশ্বযুদ্ধ, মাহদি ও দাজ্জাল, আসেম ওমর) নামক গ্রন্থের ১৪৯-১৫৪ নং পৃষ্ঠাতে হযরত হুজায়ফা রাঃ- এর একটি বড় হাদিস এসেছে। যেটি মূলগ্রন্থ (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ৫ম খণ্ড, ১১১০ পৃঃ) থেকে এসেছে। সেখানে মাহদির শাসন কালে তরবারী, ঘোড়া, উট-খচ্চর, প্রাচীন নৌকা ব্যবহারের কথা এসেছে।

বিভিন্ন হাদিসে তা উল্লেখ এসেছে যা বর্ণনা করা শুরু করলে বই বড় হয়ে যাবে। তরবারী সাথে রাখা টা আধুনিকতার ধ্বংসের পরের পৃথিবীকে ইঙ্গিত করে। এর মানে হলো সুফিয়ানীর সময়েও আধুনিকতা থাকবে না। আর সুফিয়ানীর প্রকাশের ২-৩ বছর পর ইমাম মাহদীর প্রকাশ হবে।

৬.২০ অশ্লীলতা, মূর্খ আলেম, বেহায়াপনার চিরতরে ধ্বংস

বর্তমান জামানা অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, মূর্খ আলেম দিয়ে পরিপূর্ণ। এরকম অবস্থা পৃথিবীতে আর কখনো হয়নি। ৩য় বিশ্বযুদ্ধে প্রযুক্তি ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে এবং অশ্লীলতার কেন্দ্রবিন্দু ইউরোপ-অ্যামেরিকা ধ্বংসের মাধ্যমে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ধ্বংস হবে। বর্তমানের মূর্খ আলেমরাও এর সাথে ধ্বংস হবে। প্রতি জামানাতেই অসংখ্য আলেম থাকে কিন্তু এরপরও আল্লাহ দ্বীন সংস্কার করার জন্য মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারক প্রেরণ করেন। বিভিন্ন ফিরকা, খানকা, দলাদলি ও মতবিরোধ ঠিক করার জন্য তাদের আগমন। আর হক আলেমদের সংখ্যা খুবই কম থাকে এবং তারা সমাজে-রাষ্ট্রে যথাযথ মর্যাদাও পান না। কারণ মূর্খ আলেমরা, বাকপটু মুনাফিক শ্রেণীর আলেমরা তাদেরকে কোনঠাসা করে রাখে, রাষ্ট্র তাদেরকে দমন করে রাখে। যেহেতু আগামীতেই রয়েছে মাহদীর জামানা। তার আগেই এসব কিছু ঠিক করার জন্য মুজাদ্দিদ ও আমীরদের আগমন ঘটবে। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু হুরায়রা রা: বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। আর তাঁরা দ্বীনকে মৃত্যুর অবস্থায় নিয়ে যাবে। ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রা:) এর বংশ থেকে একজন বালককে পাঠাবেন। যার মাধ্যমে দ্বীন জীবিত (সংস্কারসাধন) হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৬)

আল্লাহ তায়ালা এভাবেই একটি শান্তিময় পৃথিবী তৈরি করবেন যা হবে মাহদীর খিলাফতের জন্য উপযুক্ত। ইমাম মাহদীর আগমনের আগে এই কাজগুলোই করবেন তার খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সহযোগী আমীরগণ এবং তাদের সহচরগণ। পৃথিবীর অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন হবে যাতে সকল অশ্লীল জিনিস মুছে যায় সাথে মূর্খ আলেমরাও। কারণ তখন হক আর বাতিল আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। এরপর আসবে মাহদীর খিলাফতের যুগ তাই তখন এসব কিছু যে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তাও সম্ভব না। কারণ ইসলামী হুকুমাত এটিকে দমন করবে।

৬.২১ তিন প্রকারের পতাকাবাহী দলের আত্মপ্রকাশ

তিনটি দল বের হবে তিন ধরণের পতাকা নিয়ে। আর তার মধ্যে সুফিয়ানী অন্যতম। এই সুফিয়ানীই হচ্ছে ইমাম মাহদীকে মারতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণকারী। সে সব দলের উপর বিজয় অর্জন করে বিশ্বে নতুন সুপার পাওয়ার হবে। শেষ পর্যায়ে কালো পতাকাবাহীদের সাথে সুফিয়ানীর দল পরাজয় বরণ করবে এবং মাহদীর পিছে সুফিয়ানী যে বাহিনী প্রেরণ করবে তা ধ্বসে যাবে। এভাবেই সুফিয়ানীর ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে।

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কালো ঝান্ডা বাহীরা পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত হবে তখন আরম জনপদের একাংশ ধ্বসে পড়বে এবং তার পশ্চিম পার্শ্বের মসজিদের এক পাশ ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর শাম দেশ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডা আত্মপ্রকাশ করবে। আসহাব, আবকা এবং সুফিয়ানীর ঝান্ডা। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে, এক পর্যায়ে সুফিয়ানী সব দলের উপর জয়লাভ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৪১)

তিনি বলেন, তিনজন লোক প্রকাশ পাবে, প্রত্যেকে রাজত্বের দাবি করবে। একজন আবকা দ্বিতীয়জন আসহাব, অন্য আরেকজন হচ্ছে আবু সুফিয়ানের পরিবার থেকে। যে সাথে কুকুর নিয়ে বের হবে এবং দামেশকের লোকজনকে বন্দি করে রাখবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৪৪)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, শাম দেশে তিন ঝান্ডা বিশিষ্ট তিনজন লোক আত্মপ্রকাশ করবে, একজন আসহাব, দ্বিতীয়জন আবকা এবং তৃতীয়জন হবে, সুফিয়ানী। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে, আবকা বের হবে মিশর থেকে। তবে সুফিয়ানী তাদের উপর জয়লাভ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৪৫)

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিবে তখন শাম দেশে তিন ধরনের ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। তার একটি হচ্ছে, আবকা জাতির ঝান্ডা।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৩৫)

হযরত আরতাত (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন তুর্কী, রোম এবং খাসাফ জাতি দিমাশকের এক প্রান্তরে জমায়েত হবে এবং দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে আরেকদল ভুপাতিত হবে তখনই শাম দেশে আবকা, আসহাব এবং সুফিয়ানীদের তিনটি ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। দিমাশক এলাকাকে জনৈক লোক অবরুদ্ধ করে রাখবে। এক পর্যায়ে সেই লোক এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করা হলে বনু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। তখন যেন দ্বিতীয় বিজয় পাওয়া গেল। অতঃপর যখন আরকা গোত্রের লোকজন মিশর থেকে এগিয়ে আসবে তখনই সুফিয়ানী তার সৈন্যদের সাহায্যে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। রোম এবং তুর্কীরা মিলে কারকায়সিয়া নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের গোশত দ্বারা জঙ্গলে বাঘ-ভল্লুকরা তৃপ্ত হবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৩৩)

হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে, যেমন অনেক ক্ষেত্রে পথচারীকে আটকানো হয়। কিছু ফিতনা প্রকাশিত হবে শাম দেশে, অতঃপর পূর্বদিকে এত মারাত্মক ফিতনা দেখা দিবে, যদ্বারা বড় বড় রাজা বাদশাহগণ সর্ষেফুল দেখতে থাকবে। এরপর সাথে সাথে প্রকাশ পাবে পশ্চিমা ফিতনা। অতঃপর হলুদ রংয়ের পতাকা বিশিষ্ট কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে। বর্ণনাকারীর বক্তব্য হচ্ছে, পশ্চিমা ফিতনা হচ্ছে, মূলতঃ অন্ধ ফিতনা। *

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭)
- * এটা ধারণা করা যায় যে, পূর্বদিকেরটি হিন্দে মুশরিকদের ফিতনা আর পশ্চিমে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ। এরপর তিনটি ঝাণ্ডা প্রকাশ পাবে যার মধ্যে একটি ঝাণ্ডাবাহী দলের নিশানই হচ্ছে হলুদ রঙয়ের পতাকা।

৬.২২ সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ

অসংখ্য হাদিসে ইমাম মাহদীর আগমনের আগে সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশের কথা বলা হয়েছে। সুফিয়ানীর জন্ম ও আবির্ভাবে আকাশের আলামতের কথাও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। হ্যালির ধূমকেতু যা দেখা গিয়েছিল ১৯৮৬ সালে তখনই তার জন্ম হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সব সুপার পাওয়ারগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আবার বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নেতাদের আবির্ভাব ঘটবে। যেসকল নেতাদের প্রভাব-বিস্তার বেশি হবে সেই সকল নেতাদের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুফিয়ানী। যে হবে জালিম ও স্বৈরাচারী শাসক। আবার একই সাথে অন্যদিকে আবির্ভাব হবে ইমাম মানসূরের যিনি হবেন সৎ ও নেককার, ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহযোগী। এছাড়া তার সহচর হারিস ইবনু হাররাস এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ। কিন্তু সুফিয়ানী হবে ইসলামের বড় এক শত্রু। মাহদীর সাহায্যকারী দলের সাথে সে যুদ্ধ করবে, এমনকি এক যুদ্ধে ইমাম মানসূর ও শুয়াইব ইবনে সালেহ এর বাহিনীকে হারিয়ে দিবে। তারপরই খুরাসানীদের নেতা ইমাম মাহমুদ এর নেতৃত্বে কালো পতাকা বের হয়ে পশ্চিমের দিকে যাবে সেখানে ইরাকে সুফিয়ানীর সাথে যুদ্ধ

করে বিজয় অর্জন করবে, সুফিয়ানীর বাহিনীকে ধ্বংস করবে এবং এরপর বাহিনী আরবের দিকে মাহদীর কাছে যাবে।

হযরত জয়নুল আবেদিন (রহঃ) থেকে হাজলাম ইবনে বশির (রহঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জয়নুল আবেদিন (রহঃ) কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আমাকে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্ব আলামত সম্পর্কে অবহিত করেন? উত্তরে তিনি বললেন, মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে জাজিরায় (ইরাক ও সিরিয়ার বর্ডার) থেকে আউফ সালামী নামে এক ব্যক্তি বের হবে। তার মাতৃভূমি হবে তিকরিত (Tikrit, Iraq ইরাকের একটি শহর) এবং তার নিহত হওয়ার স্থান হবে দামেস্কের মসজিদ। তারপর সমরখন্দ থেকে শুয়াইব ইবনে সালেহ আবির্ভূত হবে এবং একই সময়ে ওয়াদিউল ইয়াবেস (দক্ষিণ সিরিয়ার দারা শহর) থেকে অভিশপ্ত সুফিয়ানীর উত্থান হবে। আর এই সুফিয়ানী হবে আবু সুফিয়ানের ছেলে উতবার বংশধর। সুফিয়ানীর আবির্ভাবের সময়ে মাহদী লুকায়িত থাকবে এবং কিছুদিন পরেই তার আত্মপ্রকাশ হবে।

- (কিতাবুল গাইবাত, শাইখ তুসী; বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠাঃ ২১৩; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠাঃ ১৬৯)

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "সুফিয়ানীর উত্থান অবশ্যই হবে, তিনি রজব মাসে আত্মপ্রকাশ করবেন"।

- (কিতাবুল গাইবাহ, অধ্যায় নং ১৮, পৃষ্ঠা ৪৪০; বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৫; মুজ'আম আল হাদিস ইমাম আল মাহদী, খণ্ড ৩, ৪৬৩)

হযরত ইবনে আব্বাছ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন মুআবিয়া (রা:) এর কাছে আসলেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত মুআবিয়া (রা:) তাকে খুবই সম্মান করলেন। তিনিও সম্মানের প্রতিদান দিয়ে বললেন, হে আবুল আব্বাছ! তোমাদের জন্য কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকবে। জবাবে তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন আমাকে এ দায়িত্ব থেকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন, আমাকে কি বলা যাবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেটা অবশ্য আখেরী জামানায়। হযরত মুআবিয়া (রা:) বললেন, তোমাদের সাহায্যকারী কারা হবে? ইবনে আব্বাছ (রা:) বললেন, তারা হবে, আহলে খোরাসান। তিনি আরো বলেন, বনু হাশেম এবং বনু উমাইয়া, বনু উমাইয়া এবং বনু হাশেমের মাঝে বিভিন্ন সময় ঝগড়া-ফাসাদ হতে থাকলে সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৫৫০)

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানীর যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এত ব্যাপক আকার ধারন করবে, যা দ্বারা প্রত্যেক জাতি মনে করবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৩২)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কালো ঝান্ডা বাহীরা পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত হবে তখন আরম জনপদের একাংশ ধ্বসে পড়বে এবং তার পশ্চিম পার্শ্বের মসজিদের এক পাশ ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর শাম দেশ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডা আত্মপ্রকাশ করবে। আসহাব, আবকা এবং সুফিয়ানীর ঝান্ডা। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে, এক পর্যায়ে সুফিয়ানী সব দলের উপর জয়লাভ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৪১)

ইবনুল হানাফিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী আবকাদের উপর জয়লাভ করে মিশরে প্রবেশ করলে মিশর বিরান ভূমিতে পরিনত হয়ে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৫২)

হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সুফিয়ানী মিশরে প্রবেশ করে সেখানে দীর্ঘ চার মাস পর্যন্ত অবস্থান করে লোকজনকে হত্যা করবে এবং সেখানের বাসিন্দাদেরকে বন্দী করবে, সেদিন অনেক ক্রন্দন্দনকারী মহিলারা তাদের সম্ভ্রমহানী হওয়ার কারণে কান্নাকাটি করবে, অনেকে তাদের সন্তান হারানোর বেদনায় রোনাজারী করতে থাকবে, অনেকে সম্মানিত হওয়ার পর সম্মানহানী হওয়ার কারণে ক্রন্দন করবে। আবার কেউ কেউ বিলাপ করতে থাকবে, কবরে চলে যাওয়ার আগ্রহ নিয়ে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৪৭)

হযরত আবু সাদেক হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী বের হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সুফিয়ানী তার কাষ্ঠের (লাঠি বা এরকম) উপর না দাঁড়ায়।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫৫)

হযরত আবু জা'ফর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অন্ধকারে ছেয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সুফিয়ানী বের হবে না। *

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫৬)
- * এই অন্ধকার হওয়ার বা অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া সম্ভব একমাত্র সেই ধোঁয়ার আজাবের সময়ই। অর্থাৎ যখন আকাশ কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে তখন বিশ্ব অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। আর এটি ঘটার পরই সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ হবে।

৬.২২.১ সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশের সময়কাল

ইমাম মাহদীর আগমনের ২, ৩ বছর আগে এই সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। মাহদীর আগমনের ব্যাপারে বিভিন্ন দলিল থেকে পাওয়া যায় ২০২৮ সালের কথা। আর ২, ৩ বছর আগে হলে হয় ২০২৫, ২০২৬ সাল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন বিভিন্ন এলাকা সংগঠিত থাকবে না, নেতৃত্বশূন্য বা বিভিন্ন বিদ্রোহ থাকবে তখনই এই সুফিয়ানীর প্রকাশ ঘটবে।

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর রাজত্ব এবং তার আবির্ভাবের মধ্যে এমন কতক আলামত রয়েছে, যা তুমি আকাশে দেখতে পাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৩৫)

হযরত যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর জন্মের সময় আকাশে আলামত বা নিদর্শন দেখা যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫৪)

১৯৮৬ সালের ৮ই মার্চ আকাশে হেলির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। সাধারণত প্রতি ৭৪ থেকে ৭৯ বছর পর পর হেলির ধূমকেতু পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয়। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, যে বছর হেলির ধূমকেতু দৃশ্যমান হয়, সে বছর একটা বিখ্যাত ঘটনা ঘটে।

হযরত হুজায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন খুযায়ী (রা:) রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা এই সুফিয়ানিকে কিভাবে চিনব? উত্তরে রসূল ﷺ বললেন, "তার গাঁয়ে দুটি কাতওয়ানির চাদর থাকবে (দুটি শক্তিশালী দল)। তার চেহারার রং ঝলমলে তারকার মতো হবে। ডান গালে তিলক থাকবে। আর বয়স চল্লিশের কম হবে"।

- (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১০)

সুতরাং ১৯৮৬+৪০=২০২৬ সাল। অর্থাৎ ২০২৬ সালের আগে পিছেই সুফিয়ানীর উত্থান হবে। আমরা সবাই জানি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে সিরিয়াতে সুফিয়ানীর উত্থান হবে। অর্থাৎ তার আগে মাহদীর আগমন হবে না।

বিঃ দ্রঃ অনেক গবেষক সুফিয়ানী বিষয়ে হাদিস থেকে গবেষণা করে বলেছেন সুফিয়ানী দুইজন হবে এবং তাদের কর্মকাণ্ডও উল্লেখ করেছেন, অনেকটা বিস্তারিতভাবে। হ্যাঁ, তাতে অবশ্যই অনেক তথ্য নতুন করে যোগ হবে। তবে তাতে বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনার মিশ্রণ থাকায় অনেক বিষয় আগে পরে, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি ঢুকে গেছে। তবে মাহদীর প্রধান শত্রু যে হবে তাকে দ্বিতীয় সুফিয়ানী বলা হয়েছে অনেক হাদিসে এবং তা বলাও যেতে পারে (আল্লাহু আলিম)। তাই সেই বর্ণনাগুলো এখানে দিয়ে বইকে বড় না করে ভবিষ্যতে সেগুলো উল্লেখপূর্বক সংস্করণ করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে আমাদের যতটুকু না জানলেই নয় তা এখানে থাকছেই ইনশাআল্লাহ।

৬.২৩ সুফিয়ানীর দল

সুফিয়ানীর নিজস্ব বাহিনী থাকবে। বিশ্বে যখন সুপার পাওয়ার বলতে কোন জাতি বা দেশ থাকবে না তখনই তার উত্থান হবে এবং সেই হবে তখন বিশ্বের সুপার পাওয়ার ও মাহদীর প্রধান শত্রু। হাদিসে এসেছে তার (সুফিয়ানী) সাথে যেই দলই লড়বে তারাই পরাজিত হবে। সর্বশেষ পূর্বদিকের খুরাসানী কালো পতাকাধারী বাহিনীদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হবে। এছাড়া সুফিয়ানীর বাহিনীকে গায়েবী ভাবেও ধ্বংস করা হবে যেমনটি হাদিসে পাওয়া যায়। সুফিয়ানীর বাহিনী সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা হল।

সুফিয়ানী যে লোক শেষ যুগে সিরিয়াতে দখল প্রতিষ্ঠা করবে সে বংশগতভাবে খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানের বংশধর হবে। তার সহচরদের মধ্যেও "কালব্যিয়া" বা "কাল্ব'' গোত্রের লোক বেশি হবে। মানুষের রক্ত ঝরানো তাদের বিশেষ অভ্যাসে পরিণত হবে। যে লোকই বিরোধিতা করবে, তাকেই হত্যা করা হবে। এমনকি গর্ভস্থিত সন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করবে। যখন হারাম শরীফে ইমাম মাহদীর আগমনের খবর প্রকাশ পাবে তখন এই শাসক ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে''।

- (মাজাহিরে হক জাদিদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৩)

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হবে, খালেদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের বংশধর। তিনি মাথার উপরিভাগে উচ্চতার অধিকারী হবেন, চেহারায় বষন্তের দাগ থাকবে এবং চোখে সাদা একটা দাগ হবে। দিমাশকের কাছে ওয়াদিউল ইয়াবিছ নামক এলাকা থেকে প্রকাশ পাবে। বের হওয়া কালীন তার সাথে সাতজন লোক থাকবে, তাদের একজনের কাছে চিহ্নিত ঝান্ডা থাকবে। সেটা দেখে লোকজন চিনতে পারবে এবং দীর্ঘ ত্রিশ মাইল পাড়ি দিয়ে তার প্রতি আসতে থাকবে। যে লোকই উক্ত ঝান্ডার অধিকারীদের মোকাবেলা করবে সেই পরাজিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮১২)

আবু উমাইয়া আল-কালবী (রহ:) তার এমন এক শেখ থেকে বর্ণনা করেন যিনি জাহেলী যুগকে পেয়েছিলেন, তিনি এরশাদ করেন, সুফিয়ানী মূলতঃ শামদেশের পশ্চিম দিকের আন্দারা নামক একটি গ্রাম থেকে সাতজন লোক সহকারে প্রকাশ পাবে।

- (যঈফ জিদ্দান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮০২)

হযরত জামরা (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে, একজন ফর্সা রংয়ের অধিকারী, কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট একজন লোক। এ জগতে কেউ তার সম্পদ গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন সেটা গ্রহণকারীর পেটে আগুনে সেক দেয়ার মাধ্যম হবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮১৪)

বিশিষ্ট সাহাবী আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, উক্ত দ্বীন সর্বদা ইনসাফের উপর অটল ও স্থীর থাকবে। এক পর্যায়ে উমাইয়া বংশের একজন লোক তার উপর কঠিন ভাবে আঘাত করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮১৭)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহ:) বলেন আমার কাছে পৌছেছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, আবু সুফিয়ানের বংশের এক লোক ইসলামের উপর এমন ভাবে আঘাত করবে, যার ক্ষতি পূরণ করা কখনো আর সম্ভব হবেনা।

- (যঈফ জিদ্দান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮১৮)

হযরত কা'ব (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানীর নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮২০)

৬.২৪ সুফিয়ানীর বিভিন্ন বিজয় ও ধ্বংসযজ্ঞ

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি মিশর বাসীদেরকে বলেন, যখন মাশরিক বাসীদের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো পয়গাম আসে, যার মধ্যে আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ হতে বক্তব্য থাকবে, তখন তোমরা অন্য আরেকটি পয়গামের অপেক্ষা করতে থাকো। সেটা আসবে মুলতঃ আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রেরিত হয়ে মাগরিব বাসীদের পক্ষ থেকে আসবে। শপথ সেই সত্ত্বার যার হাতে হোজাইফার জীবন রয়েছ, তোমরা এবং তাদের মধ্যে ব্রিজের নিকটে তুমুল যুদ্ধ হবে। তারা তোমাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে মিশর এবং শাম দেশ থেকে বের করে দিবে। এহেন পরিস্থিতিতে পঁচিশটি দেরহাম নিয়ে জনৈকা আরবী নারী দিমাশকের গেইটে তোমাদের অনুসরণ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৭৩৯)

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন মাগরিব বাসিদের প্রাথমিক দল দিমাশকের মসজিদে প্রবেশ করবে। তারা সেখানে প্রবেশ করে মসজিদের সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য গুলো দেখে আশ্চর্য্য প্রকাশ করতে থাকবে। হঠাৎ করে ভূমিকম্প আরম্ভ হবে, যার ফলে দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে গভীর গর্ত হয়ে যাবে এবং হারাস্তা নামক গ্রাম নিচের দিকে ধ্বসে পড়বে। এহেন পরেস্থিতিতে সুফিয়ানীরা প্রকাশ পাবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর তাদেরকে মিশরের দিকে ধাওয়া করবে। কিছুদিন পর আবারো সে আসবে এবং মাশরিক বাসিদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দিবে।

- (যঈফ জিদ্দান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৭৭০)

আবু কাবীল (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেমের একজন লোক রাজত্বের মালিক হওয়ার সাথে সাথে বনু উমাইয়ার এক লোককে হত্যা করবে। এভাবে চলতে চলতে সামান্য

সংখ্যক লোক বাকি থাকবে। যাদেরকে হত্যা করা হবেনা। ঠিক তখনই বনু উমাইয়ার এক লোকের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে প্রতি জনের বিপরীত দুইজন করে হত্যা করবে। ফলে নারী ব্যতীত কোনো পুরুষই আর বাকি থাকবেনা। অতঃপর মাহদী এর আগমন হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮২১)

আবু কাবীল (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে নিকৃষ্ঠতম বাদশাহদের অন্যতম। যে অনেক ওলামায়ে কেরাম এবং বুদ্ধি জীবিদের হত্যা করবে। অথচ তাদের মাধ্যমে সে সাহায্য প্রার্থনা করতো। যে লোকই তার বিরোধীতা করতো তাকেই হত্যা করতো।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮২৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু দিনের মধ্যে জনৈক লোক তার নিতম্ব হেলিয়ে নাচতে থাকবে (অন্য অনুবাদে- ইলিয়াতে এক কানা-কে নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হবে)। সে লোক কানা চোখের অধিকারী। তার যুগে যুদ্ধ, হত্যা, বন্দী ইত্যাদি ব্যাপক আকার ধারন করবে। তিনি হচ্ছেন, সেই লোক যে মদীনাতে আক্রমন করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮২৬)

মুহাম্মদ ইবনে জাফর (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা:) এরশাদ করেন, খালেক ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে একজন লোক তার সাতজন সাথী সহ প্রকাশ পাবে। তাদের একজনের হাতে থাকবে চিহ্নিত একটি ঝান্ডা, যেটা দেখে সকলে বুঝতে পারবে যে, সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। তার সাথে লোকজন প্রায় ত্রিশ মাইল পর্যন্ত ভ্রমন করবে। যারাই উক্ত ঝান্ডা দেখবে তারাই পরাজয় বরন করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮২৭)

হযরত কা'ব (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বিশাল একটি জামাআতকে সুফিয়ানী দুই দুইবার পরাজিত করে তাদের উপর কর আরোপ করবে এবং তাদের জনগণকে বন্দি করবে। কুরাইশের জনৈকা নারীকে যবেহ করার মাধ্যমে হত্যা করে তার পেট চিড়ে বাচ্চা বের করে আনবে। সিই হবে বনু হাশেমের পেট চিড়ে যাদের বাচ্চা বের করা হয়েছে তাদের অন্যতম। এরপর সুফিয়ানী মারা গেলে তার পরিবারের সদস্যদের থেকে কতিপয় লোক ব্যাপক ভাবে হামলে পড়বে। কয়েক বছর পর নিকৃষ্টতম এক লোক, অভিশপ্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকজনকে তার প্রতি আহবান জানাবে। তার নাম হবে আব্দুল্লাহ। সে নিজে যেমন অভিশপ্ত হবে, তার অনুসারীরাও অভিশপ্ত হবে। তাদের প্রতি আসমান-জমিনের অধিবাসি সকলে অভিশাপ দিবে। সে হবে মানুষের কলিজা ভক্ষনকারী। সে দিমাশকে এসে তার মিম্বরে আরোহন করবে। তার যাবতীয় নির্দেশ হিমস নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এবং সে দিমাশকে আগুন জ্বালিয়ে দিবে। এবং সেটা হবে, বনুল আব্বাছ থেকে দুইজন লোক যারা একই বংশের হবে যখন সিংহাসনের দাবীদার হবে। প্রথমজন দ্বিতীয় জনের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হলে

সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সে হবে অল্প বয়স্ক, কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট। সাদা রংয়ের অধিকারী এবং লম্বা প্রকৃতির। তাদের মাঝে শাম দেশে অনেক গুলো যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং বনুল আব্বাছের অনেক নারীকে বন্দি করে দিমাশকে ফেরত পাঠানো হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৬৬)

হযরত আরতাত ইবনে মুনযির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী তার নিজের বিরোধীতা কারীদেরকে হত্যা করে তাদেরকে পেরেক দ্বারা আটকিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হবে। তাদের গোশত বড় এক পাতিলে পাকানো হবে। এভাবে দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত চলতে থাকবে। এক পর্যায়ে মাশরিক-মাগরিব বাহিনী পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৬৭)

হযরত আবান ইবনে ওলীদ ইবনে উকবা ইবনে আবু মুঈত হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) কে বলতে শুনেছেন যে, সুফিয়ানী বের হবে অতঃপর যুদ্ধ করবে। এমনকি মহিলাদের পেট চিড়বে। এবং ছোট শিশুদেরকে কড়াই এর মধ্যে টগবগে গরমের মধ্যে জ্বাল দিবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৮৯)

হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ফুরাতের উপর শহর স্থাপন করা হবে। আর সেটা হল নুফুক আর নিক্বাফ। আর যখন দামেস্কের ছয় মাইল দূরে শহর স্থাপণ করা হবে তখন তোমরা যুদ্ধের জন্য সংকল্প কর। (মনে করো) সুফিয়ানী ও তার সাথীগণ কূফায় প্রবেশ (করেছে)।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯১)

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মিসরে ধ্বংসযজ্ঞ হওয়া পর্যন্ত কূফা ধ্বংসযজ্ঞ হতে নিরাপদ থাকবে। হযরত হেকাম সফওয়ান থেকে বর্ণনা করে তার হাদীসে বলেন যে, আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, যে হযরত কা'ব (রা:) কে একথা বলতে শুনেছে যে, কূফাতে চামড়ার মত মিলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর কূফার পর বড় যুদ্ধ সংগঠিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯২)

হযরত আরতাত (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সুফিয়ানী কূফায় প্রবেশ করবে। অতঃপর কূফাকে তিন দিন ঘেরাও করে রাখবে। আর সেখানের ষাট হাজার অধিবাসীকে হত্যা করবে। অতঃপর সেখানে আঠারো রাত অবস্থান করবে। সেখানে কূফার মাল সম্পদ ভাগাভাগি করে নিবে। আর মক্কায় তার প্রবেশ ঘটবে তূর্ক, রোম, ও কিরকিসিয়ায় যুদ্ধের পর। অতঃপর তাদের পরবর্তীদের প্রভাত তাদের উপর উদিত হবে। অতঃপর তাদের থেকে এক দল খোরাসানে ফিরে যাবে। অতঃপর সুফিয়ানীর সৈন্য যুদ্ধ করবে। এবং দুর্গ সমূহ ধ্বংস করে দিবে। এমনকি তারা কূফায় প্রবেশ করবে। আর খোরাসান বাসীদের খুঁজবে। আর খোরাসানে এমন এক দলের অবির্ভাব ঘটবে যারা মাহদীর দিকে আহবান করবে। অতঃপর সুফিয়ানী মদীনার দিকে

প্রেরণ করবে। অতঃপর মহাম্মাদ ﷺ এর বংশধরের থেকে এক গোষ্ঠিকে পাকড়াও করবে। এবং তাদের কূফায় ফেরত পাঠাবে। অতঃপর মাহদী ও মানসূর কূফা থেকে পালায়ন করে বের হবে। আর সুফিয়ানী তাদের দুই জনকে অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে। অতঃপর যখন মাহদী ও মানসূর মক্কায় পৌছবেন তখন সুফিয়ানীর দলটি একটি খোলা প্রান্তরে অবস্থান নিবে। অতঃপর উক্ত প্রান্তর সুফিয়ানীর সৈন্য সহকারে ধসে যাবে। অতঃপর মাহদী বের হবেন এবং মদীনা দিয়ে অতিক্রম করবেন। আর মদীনায় অবস্থানরত বনু হাশেমের লোকদেরকে রক্ষা করবেন। এবং কালো ঝান্ডাবাহী সৈন্যদল সামনে অগ্রসর হবে। এমনকি দলটি মাঝে অবস্থান করবে। অতঃপর যারা সুফিয়ানীর সৈন্যদের থেকে কূফায় থাকবে তাদের নিকট তাদের অবস্থানের খবর পৌছবে। ফলে তারা ভেগে যাবে। অতঃপর তারা কূফায় অবস্থান নিবেন। এবং কূফায় বনূ হাশেমের যারা থাকবে তাদেরকে রক্ষা করবেন। এদিকে কূফার অনেক সংখ্যকের মধ্য থেকে একটি দল বের হবে যাদেরকে আ'সআব বলা হবে। তাদের নিকট বেশী অস্ত্র বা হাতিয়ার থাকবে না। আর তাদের মাঝে বসরার অধিবাসীদের ছোট একটি দল থাকবে। অতঃপর তারা সুফিয়ানীর সাথীদেরকে পাবে। অতঃপর তাদের হাত থেকে কূফা থেকে বন্দিকৃত কয়েদি দের রক্ষা করবে। অতঃপর কালো ঝান্ডাবাহী দলটি বাইয়াত নিয়ে মাহদীর দিকে প্রেরণ করবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৩)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সুফিয়ানী কূফায় পৌছবে এবং মুহাম্মাদের পরিবারের সাহায্যকারীদের হত্যা করবে। তখন মাহদী তার ব্রিগেড (সাহায্যকারী দলনেতা) শুয়াইব বিন সালেহকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০৮)

ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তারা (সুফিয়ানী বাহিনী) মদীনায় আসবে তখন তারা তিন দিন মদীনার অধিবাসীদের হত্যা করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯২৮)

হযরত আবু জা'ফর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন মদীনাবাসীদের নিকট এ খবর পৌঁছাবে যে, তাদের দিকে সৈন্য আসছে। তখন মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিবার বর্গের যারা অবস্থান করবে তারা মদীনা হতে ভেগে মক্কায় চলে যাবে। আর সে সময় সমর্থবান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে, বড়রা ছোটদেরকে বহন করবে। অতঃপর তারা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিবারের থেকে এক ব্যক্তিকে পাবে। তাকে তারা আহযারুয যাইত নামক স্থানে (যবাহ করে) হত্যা করে দিবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯২৯)

হযরত যু কিরবাত হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সুফিয়ানী মিসরবাসীদের নিকট পৌছবে তখন সে মক্কাবাসীদের নিকট সৈন্যদল প্রেরণ করবে। উষ্ণতার থেকে বেশী পরিমানে তারা

মদীনাকে ধ্বংস করে দিবে। এমনকি যখন তারা খোলা প্রান্তরে পৌছবে তখন উক্ত প্রান্তর তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৮)

সুফিয়ানীর সৈন্যরা বাগদাদ সহ বেশ কিছু স্থানে বিজয় হবে। এরপর ইয়েমেন থেকে মানসুর নামক এক আল্লাহ প্রদত্ত নেতা ও শুয়াইব ইবনে ছালেহ (যিনি ইমাম মাহদীর প্রিয় বন্ধু) তারা দুজন তাদের সৈন্যদের নিয়ে সুফিয়ানীর সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করবে। বেশ কয়েক বার। কিছু কিছু জায়গায় বিজয়ী হলেও, মানসুর ও শুয়াইব ঐ যুদ্ধে সুফিয়ানীর কাছে পরাজিত হবে। আর এ ঘটনা মাহদীর প্রকাশের আগের বছরে হবে।

৬.২৫ পশ্চিমে ইমাম মানসূর ও শুয়াইব ইবনে সালেহ এর প্রকাশ

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "সুফিয়ানী এবং (মানসূর) ইয়ামানীর উত্থান হবে প্রতিযোগিতার দুটি ঘোড়ার মত"।

- (কিতাবুল গাইবাহ, ১৮ নং অধ্যায়, পৃষ্ঠা নং ৪৪৫; মুজ'য়াম আল হাদীস ইমাম আল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৮; বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৭৫, ২৫৩)

সুফিয়ানীর যখন সিরিয়া থেকে আত্মপ্রকাশ হবে ঠিক অন্যদিকে ইমাম মানসূরের আত্মপ্রকাশ হবে ইয়েমেনে। ইমাম মানসূর মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী অন্যতম নেতা। তারও একজন সহচর থাকবে যার নাম হবে হারিস ইবনু হাররাস। তার নিজস্ব বাহিনী থাকবে এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য কাজ করে যাবে এবং মাহদীর জন্য খিলাফত তৈরি করতে থাকবে। তিনি বনু হাশেম থেকে হবেন এবং সাথে কাহতানী বংশেরও হবেন। তার নাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় সরাসরি মানসূর নাম, এছাড়া কাহতানী খলীফা, ইয়েমেনী, বনু হাশেমী ইত্যাদি উপনামে চিহ্নিত হয়। ইমাম মানসূর যখন বিভিন্ন এলাকা জয় করতে থাকবেন তখন শুয়াইব ইবনে সালেহও তার সঙ্গে যোগ দিবেন। শুয়াইব ইবনে সালেহ ইমাম মাহদীর সহচর। তার নিজেরই একটি বাহিনী থাকবে যাতে ৪ থেকে ৫ হাজার সৈন্য থাকবে। সুফিয়ানীর সাথে তাদের যুদ্ধ হবে কিন্তু তাতে মানসূর ও শুয়াইব ইবনে সালেহ এর দল পরাজিত হবে এবং তারপর ইমাম মানসূর মাহদীর সাহায্যার্থে মদিনায় গমন করবেন এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের জন্য রওনা দিবেন। এরপর পূর্ব দিকের খুরাসানী কালো পতাকাবাহী বের হয়ে আসবে এবং ইরাকে সুফিয়ানীর দলকে পরাজিত করবেন এবং তখন তারাও দুটি দলে ভাগ হয়ে এক দল আরবে (মাহদীর খোজে) এবং একদল বাইতুল মুকাদ্দাসের (বিজয়ের জন্য) দিকে রওনা করবে। এটি হচ্ছে সকল হাদিসের মূল কথা। হাদিসগুলো থেকে আরো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে, সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

৬.২৫.১ ইমাম মানসূর ও তার সহচর হারিস ইবনু হাররাস

ইমাম মানসূর মাহদীর আগে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তার জন্য খিলাফত তৈরি করবেন, কিন্তু মাহদীর মৃত্যুর পর পরবর্তীতে তিনি খলীফাও হবেন। তার সহচর থাকবে হারিস ইবনু হাররাস।

হারূন (রহঃ) বলেন, আমর ইবনু আবূ কায়িস পর্যায়ক্রমে মুতাররিফ ইবনু তারিফ, হাসান ও হিলাল ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আলী রাঃ-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেনঃ নদীর পিছন দিক থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তাকে হারিস ইবনু হাররাস বলে ডাকা হবে। তার আগে জনৈক ব্যক্তি আসবেন, যার নাম হবে মানসুর। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিজনকে (ইমাম মাহদীকে) আশ্রয় দিবেন, যেরূপ কুরাইশরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্থান দিয়েছিল। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা, তার ডাকে সাড়া দেয়া।

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯০ [ইঃ ফাঃ ৪২৪০])

'আলী (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: (শেষ যামানায়) নহরের ঐ প্রান্ত (তথা বুখারা ও সমরকন্দ প্রভৃতি স্থান) থেকে এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যিনি 'হারিসে হাররাস' নামে পরিচিত হবেন। তার সম্মুখভাগে 'মানসূর' নামে এক ব্যক্তি থাকবেন (মানসূর তার নেতা হবেন)। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবার-পরিজনকে (ইমাম মাহদীকে) এমনভাবে আশ্রয় দান করবেন যেমনভাবে কুরায়শগণ আশ্রয় দিয়েছিল রসূলুল্লাহ ﷺ -কে। তখন সমস্ত ঈমানদারের ওপর তাকে (মানসূরকে) সাহায্য করা কিংবা তিনি ﷺ বলেছেন, তার ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। *

- (যঈফ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৫৮; য'ঈফুল জামি ৬৪১৮; যঈফ কারণ আবু ইসহাক মাজহুল)
- * ইমাম মানসূর ও হারিস ইবনু হাররাস এর ব্যাপারে অন্যান্য কিতাবে অনেক সহীহ ও যঈফ হাদিস এসেছে। তিনি মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অন্যতম সাহায্যকারী এবং এ কারণে তাকে সাহায্য করা এবং তার আহবানে সারা দেওয়াই হবে উচিৎ কাজ। যঈফ হওয়া সত্যেও এর বর্ণনা সহীহ এর সাথে মিলে যাওয়ায় এটি গ্রহণযোগ্য।

হযরত আবু জা'ফর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু হাশেম হতে এক যুবক (মানসূর) বের হবে। যার ডান হাতের তালুতে খোরাসানের কালো ঝান্ডবাহী দলের বন্ধুত্ব থাকবে। যে দলের ভিতর শুয়াইব ইবনে সালেহ থাকবে। সে সুফিয়ানীর সাথীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদের পরাজিত করবে। *

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০১)
- * হাদিসে বলা আছে মানসূর ও শুয়াইব এর দল সুফিয়ানীকে পরাজিত করবে। কিন্তু এই বিষয়টি ভুল। কারণ সুফিয়ানীর কাছে উল্টো পরাজিত হবে মানসূর ও শুয়াইব এর দল। এর অনুবাদে ভুল হয়েছে বলে মনে হয় না, তবে হাদিসের বর্ণনাতেই ভুল হতে পারে। আর এর মান যঈফও।

৬.২৫.২ শুয়াইব ইবনে সালেহ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে (৭৫০-১২৫৮ সাল পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল)। অতঃপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো। তাদের পোষাক হবে সাদা রং এর। তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ অথবা সালেহ ইবনে শুয়াইব ডাকা হবে। সে হবে তামিম গোত্রের। তারা সুফিয়ানীর সৈন্যদের পরাজিত করবে। এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে। আর সিরিয়া হতে তিনশত লোক তার সাথে মিলিত হবে। তার বের হওয়া ও মাহদীর নিকট বিষয় সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর মাসের ব্যবধান হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৪)

হযরত সুফিয়ান কালবী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর পতাকা তলে এক যুবক বের হবে। অল্প বয়সের। পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট। হলুদ বর্ণের। আর হযরত ওয়ালীদ তার হাদীসের মধ্যে আসফার (হলুদ বর্ণের হওয়া) উল্লেখ করেন নাই। যদি সে পাহাড়ের সম্মুখিন হয়ে তাহলে পাহাড়কেও কাঁপিয়ে দিবে। আর হযরত ওয়ালিদ বলেন তা ভেঙ্গে ফেলবে। এমনকি সে ঈলাতে (বাইতুল মুকাদ্দাসে) অবতরণ করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৭১ [পথিক প্রকা: ১০৬৮; তাহকীক: যঈফ])

হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী দল এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ ও মাহদীর আত্মপ্রকাশ আর মাহদীর হাতে ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের (৬ বছরের) মধ্যেই সংঘটিত হবে।

- (যঈফ জিদ্দান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮০৪)

হযরত হাসান (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আর্যদের পিতল বর্নের চাঁর ব্যাক্তি বনি তামিম গোত্রের অভিমুখে বের হবেন। তাদের মধ্যে একজন হবেন হাঙর মাছের মত (তামাটে বর্ণের মত), যার নাম হবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। তার সাথে ৪০০০ সৈন্য থাকবে। তাদের পোশাক হবে সাদা, আর তাদের পতাকা হবে কালো। তারা ইমাম মাহদীর অগ্রগামী অনুগত সৈন্য হবে এমনকি তারা তাদের শত্রুদের পরাজিত না করে মাহদীর সাথে সাথে সাক্ষাৎ করবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৭)

হযরত যামরা ইবনে হাবীব (রহঃ) ও তার শাইখদের থেকে বর্ণিত তারা বলেন, সুফিয়ানী তার অশ্বারোহী বাহিনী ও সৈন্যদল প্রেরণ করবে। তারা খোরাসানের আম্মাতুশ শিরকে (ইরানের ইসফাহান শহর) ও পারস্য (ইরানের) ভুমিতে পৌঁছাবে। অতঃপর পূর্বাঞ্চলের (ইরানের) অধিবাসীরা তাদের সাথে বিদ্রোহ করবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় অনেক যুদ্ধ হবে। যখন তাদের মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হবে তখন বনু হাশেমের এক ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর সে সেদিন পূর্বাঞ্চলের একেবারে

শেষে থাকবে। অতঃপর সে খোরাসানবাসীদের নিয়ে বের হবে। উক্ত দলের সম্মুখে থাকবে বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম (শুয়াইব ইবনে সালেহ)। সে হবে হলুদ বর্ণের, পাতলা দাড়ি ওয়ালা। পাঁচ হাজারের (সৈন্য নিয়ে) মধ্যে তার দিকে বের হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯১৫)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর পতাকায় বা দলে শুয়াইব ইবনে সালেহ থাকবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৯)

হযরত সুফিয়ান কালবী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর দলে এক কম বয়সী, পাতলা দাঁড়ি বিশিষ্ট, এবং হলুদ বর্ণের এক তরুণ যুবক বের হবে। আর 'ওয়ালীদ হলুদ বর্ণ' উল্যেখ করেন নাই। যদি পাহাড়ের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে পাহাড়কে কাঁপিয়ে দিবে। আর ওয়ালীদ বলেন 'ভেঙ্গে ফেলবে'। এক পর্যায়ে সে ইলিয়ায় (বাইতুল মুকাদ্দাস) উপস্থিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০২)

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন এক ব্যক্তি সিরিয়া ও মিসরের শেষাংসের রাজা হবে, তখন সিরিয়াবাসী ও মিসরবাসীদের মাঝে যুদ্ধ হবে। আর সিরিয়াবাসী মিসরের অগ্রভাগ দখল করে নিবে। আর ছোট কালো ঝান্ডা (দল) সহকারে এক ব্যক্তি পূর্বাঞ্চল থেকে সিরিয়াবাসীদের দিকে আসবে। আর সে হল ঐ ব্যক্তি যে মাহদীর দিকে অনুসরণতা বা আনুগত্যতা আদায় করবে। আনুগত্যতা স্বীকার করবে। হযরত আবু কুবাইল বলেন আফ্রিকায় এক ব্যক্তি বার বছর রাজত্ব করবে। অতঃপর তার পর যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের পর তামাটে রং এর এক ব্যক্তি বাদশা হবে। সে উহাকে ন্যয়পরায়ণতা দ্বারা ভরে দিবে। অতঃপর সে মাহদীর দিকে সফর করবে। এবং তার আনুগত্য স্বীকার করবে। এবং তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০৩)

৬.২৫.৩ মানসুরের উপর সুফিয়ানীর বিজয়

হযরত আবু জাফর (রহ:) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, সুফিয়ানী যখন আবকা' ও মানসূর ইয়ামানীর উপর জয়লাভ করবে। অন্যদিকে তুর্কি ও রোমান বাহিনী এগিয়ে আসবে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও সুফিয়ানী জয়ী হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬২১)

হযরত আলী রা: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কালো ঝান্ডা বের হবে। যা সুফিয়ানীর সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে বনু হাশেমের একজন যুবক (মানসূর) থাকবে। তার বাম কাঁধে থাকবে বন্ধুত্ব বা কার্য সম্পাদনের শক্তি। আর তার সম্মুখভাগে বনু তামিমের এক ব্যক্তি থাকবে। যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ বলে ডাকা হবে। তার সঙ্গীরা সুফিয়ানীর কাছে পরাজিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০৭)

হযরত যামরা ইবনে হাবীব ও তার শাইখদের থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন সুফিয়ানী তার অশ্বারোহী বাহিনী ও সৈন্যদল প্রেরণ করবে। তারা খোরাসানের আম্মাতুশ শিরকে ও পারস্য ভুমিতে পৌছবে। অতঃপর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের সাথে বিদ্রোহ করবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় অনেক যুদ্ধ হবে। যখন তাদের মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হবে তখন বনু হাশেমের এক ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর সে সেদিন পূর্বাঞ্চলের একেবারে শেষে থাকবে। অতঃপর সে খোরাসানবাসীদের নিয়ে বের হবে। উক্ত দলের সম্মুখে থাকবে বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম। সে হবে হলুদ বর্ণের, পাতলা দাঁড়ি ওয়ালা। পাচ হাজারের (সৈন্য নিয়ে) মধ্যে তার দিকে বের হবে। যখন তার নিকট তার বের হওয়ার খবর পৌছবে তখন সে তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তাকে সম্মুখে দিবে। সেদিন যদি তাদের সামনে রাওয়াসীর পাহাড়ও আসে তাহলে তার মিটিয়ে দিবে। অতঃপর তার সাথে সুফিয়ানীর সৈন্যদের সাথে দেখা হবে। অতঃপর সে তাদের পরজিত করবে। আর তাদের থেকে বিশাল এক অংশকে সেদিন হত্যা করবে। এমনিভাবে তাদেরকে এক এলাকা হতে আরেক এলাকায় পরাজিত করতে থাকবে। এমনকি তাদের ইরাকের দিকে পরাজিত করে দিবে। অতঃপর তাদের মাঝে ও সুফিয়ানীর অশ্বারোহীদের মাঝে যুদ্ধ হবে। আর সে যুদ্ধে সুফিয়ানীর বিজয় হবে। আর হাশেমী পালায়ন করবে। আর শুয়াইব ইবনে সালেহ গোপনে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে বের হয়ে যাবে। সে মাহদীর আবাস স্থল গোছাতে থাকবে, যখন তার নিকট সিরিয়ায় মাহদীর অভির্বাবের খবর আসবে। *

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯১৫)
- * এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, খোরাসানের মূল বাহিনী বের হওয়ার পূর্বেই খোরাসান থেকে কিছু যোদ্ধারা ইরানের ভূখণ্ডে তাদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, তারপর শুয়াইব ইবনে সালেহ এর নেতৃত্বে ৪/৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ইরানের ফার্স শহরের ইস্তাখর নামক ঐতিহাসিক স্থানে সুফিয়ানী বাহিনীর সাথে ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর এই যুদ্ধেকেই আহওয়াজের যুদ্ধ বলা হয়েছে। তবে শুয়াইব ইবনে সালেহ যখন ৪/৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ইরানের দিকে রওনা দিবে তার সাথে আরো কয়েকটি ছোট ছোট দলও থাকবে।

হযরত ওলীদ সহ কতিপয় বর্ণনাকারী বলেন, সে (মানসূর) মৃত্যুবরণ করবে না। তবে পরাজয়ের পরে সে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হবে। অতঃপর যখন মাহদীর অবির্ভাব হবে তখন তার সাথে বের হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯১৭)

<u>একটি প্রশ্নঃ</u> মানসূর পালিয়ে মদীনা বা মক্কার দিকে চলে যাবে আর শুয়াইব তার সৈন্যদের নিয়ে জেরুজালেমে আশ্রয় নিবে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, মাহদীর বন্ধু শুয়াইব ইবনে ছালেহ সুফিয়ানীর কাছে পরাজিত হয়ে জেরুজালেমের দিকে কেনো যাবে? জেরুজালেমে তো দুশমন ইহুদীরা। তাহলে?

উত্তরঃ ঠিক একই সময়ে অন্যদিকে জেরুজালেম ইহুদিদের কাছ থেকে মুসলমানদের দখলে আনার জন্য ইমাম মাহমুদ তার সৈন্যদের জেরুজালেমে পাঠাবেন। আর তাদের নেতা বা সেনাপতি থাকবে সাহেবে কিরান। যার নাম শামীম বারাহ। ইমাম মাহমুদ এই জিহাদে উপস্থিত থাকবেন না। কেননা তিনি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধকতায় ভুগবেন, যা হাদিসে এসেছে।
শামীম বারাহ যখন জেরুজালেমে বিজয়ের পথে ঠিক একই সময়ে সুফিয়ানীর কাছে পরাজিত হয়ে শুয়াইব ইবনে ছালেহ জেরুজালেমের দিকে (কৌশল হিসেবে) পালিয়ে যাবে। আর সেখানে গিয়ে শামীম বারাহকে যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন।
অতঃপর, ঐ জিহাদে ইহুদিদের পরাজয় হবে ও জেরুজালেম বিজয় হবে। আর ঐ জিহাদের সময় ইহুদীরা যখন গাছ বা পাথরের আড়ালে লুকাবে, তখন গাছ ও পাথর কথা বলবে।
জেরুজালেম বিজয় করে, সেখানে সবকিছু ঠিকঠাক করবে শামীম বারাহ ও শুয়াইব ইবনে ছালেহ। অন্যদিকে মাহমুদ তখন হিন্দ বা খুরাসানের দিকে থাকবেন। পরে কালো পতাকা নিয়ে বের হবেন আরবের উদ্দেশ্যে।
(উল্লেখ্য যে, খোরাসান তখন ইমাম মাহমুদ এর দখলকৃত এলাকা হবে। কেননা, ভারতীয় উপমহাদেশ বলতে, ভারত সহ, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান সহ আফগানিস্তানকেও বোঝায় এবং ইরান পর্যন্ত এলাকা দখলে থাকবে।)
হাদিসে এসেছে-
হযরত জাহশ (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। তখন "শুয়াইব" আর "শামীম বারাহ" তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর সেই যুদ্ধে গাছ আর পাথর তাদের সাহায্যের উছিলা হবে। আর এটা মুমিনদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৫৮)

হযরত আলী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের দুইটি বড় যুদ্ধ হবে। আর দুটিতেই মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আল্লহ তাআলা গাছ ও পাথরের জবান খুলে দেবেন। তার একটি হবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) এর সময়। আর প্রথমটি মাহদীর আগমনের কিছু পূর্বে। *

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৪৭)
- * মাহদির আগমনের পুর্বে জেরুজালেম দখল হবে সেটাই বলা আছে।

হযরত কাতাদাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন - মাহদীর আগমনের পূর্বে অভিশপ্ত জাতির সাথে শামীম বারাহর নেতৃত্বে মুমিনদের যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে জেরুজালেম মুমিনদের দখলে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯৭)

এ বিষয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় পরিচ্ছেদে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।

৬.২৬ পূর্বের কালো পতাকাধারী দলের আত্মপ্রকাশ ও পশ্চিমে গমন

কুতায়বা (রহঃ)...আবূ হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ খুরাসানের দিক হতে কালো পতাকাবাহীগণ আবির্ভূত হবে (মাহদীর সমর্থনে)। অবশেষে সেগুলো ইলিয়া (বাইতুল মাকদিস)-এ স্থাপিত হবে (খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবে) এবং কোন কিছুই তা ফিরাতে পারবে না। (আবু ঈসা বলেন) এ হাদীসটি গারীব।

- (যঈফ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬৯ [ইঃ ফাঃ ২২৭২]; মুসনাদে আহমাদ ৮৭৬০)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, খোরাসান থেকে কালো ঝান্ডার অধিকারী বিশাল বাহিনীর আগমন ঘটবে। কেউ তাদের মোকাবেলা করতে পারবেনা। তাদের রাজত্ব বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত হবে (সেখানেও কায়েম হবে)।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৫৮৪)

হযরত ছাওবান (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তোমরা কালো ঝান্ডা দেখবে যা আসবে খোরাসানের দিক হতে তখন তোমরা উক্ত ঝান্ডাকে ধরো (তাতে যোগ দাও) বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। কেননা তার ভিতর আল্লাহ তা'আলার হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফা (বা খলীফা মাহদী) থাকবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৬; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৮৪; যইফাহ ৮৫; ইমাম আলবানী বলেনঃ 'আল্লাহর খলীফা' কথাটি ব্যতীত হাদীছের বাকী অংশ সহীহ)

হযরত ছওবান (রা:) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে, কালো পতাকাগুলো খোরাসানের দিক থেকে এসেছে, তখন তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেও। কেননা, তাদেরই মাঝে আল্লাহর খলীফা মাহদী থাকবে।

- (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৭; কানজুল উম্মাল, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৪৬; মিশকাত শরীফ, কেয়ামতের আলামত অধ্যায়)

ঐ দিক থেকে একটি দল আসবে (হাত দিয়ে তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করলেন)। তারা কালো পতাকাবাহী হবে। তারা সত্যের (পূর্ণ ইসলামী শাসনের) দাবী জানাবে, কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হবে না। দুইবার বা তিনবার এভাবে দাবী জানাবে, কিন্তু তখনকার শাসকগণ তা গ্রহণ করবে না। শেষ পর্যন্ত তারা (ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব) আমার পরিবারস্থ একজন লোকের (ইমাম মাহদীর) হাতে সোপর্দ করে দিবে। সে জমিনকে ন্যায় এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে ভরে দিবে, ঠিক যেমন ইতিপূর্বে অন্যায় অত্যাচারের মাধ্যমে ভরে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ঐ সময় জীবিত থাকো, তবে অবশ্যই তাদের দলে এসে শরীক হয়ে যেও যদিও বরফের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে আসতে হয়"।

- (আবু আ'মর আদ দাইনি ৫৪৭; মুহাক্কিক আবু আবদুল্লাহ সাফেঈ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন)

হযরত তাবে' হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, খোরাসান হতে কালো ঝান্ডাবাহী দল বের হবে। আর তাদের সাথে দুর্বল জাতি বের হবে। তারা সকলেই একত্র হবে। আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করে দিবেন। তাদের পরপরই পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা বের হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০০)

হযরত হাসান (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন- রসূল ﷺ বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। যা তার পরিবারের লোকদের উপর আসবে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা পূর্বাঞ্চল হতে এক কালো ঝান্ডা পাঠাবেন। যে ব্যক্তি উহাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন। আর যে ব্যক্তি উহাকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিত্যাগ করবেন। এমনকি এক ব্যক্তি আসবে যার নাম আমার নামের অনুরূপ হবে। অতঃপর তারা তাদের বিষয়গুলো তার নিকট ন্যাস্ত করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে শক্তিশালী করবেন এবং সাহায্য করবেন।

অন্য অনুবাদে এসেছে- 'শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী লোকদেরকে পাঠাবেন। যারা ঐ কালো পতাকাবাহী লোকদেরকে সাহায্য করল, আল্লাহ তায়ালাও তাকে সাহায্য করবেন। যে তাকে ছেড়ে দিল, আল্লাহ তায়ালাও তাকে ছেড়ে দেবেন। তারপর ঐ কালো পতাকাবাহী দল এমন এক ব্যক্তি (ইমাম মাহদি) এর কাছে আসবে যার নাম আমার নামের মতো হবে। তারা ঐ ব্যক্তি (ইমাম মাহদী) এর উপর শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব সোপর্দ করবে। সুতরাং, আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে সহযোগিতা করবেন।'

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০৪)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আদম হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আব্দুর রহমান ইবনে গায ইবনে রবীআ' আল জারসীকে বলতে শুনেছি যে, আমি আমর ইবনে মাররা জুমালী যিনি রসূল ﷺ এর একজন সাহাবী। তাকে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই অবশ্যই খোরাসান হতে একটি কালো ঝান্ডা বের হবে এমনকি সেটার খূর এই যাইতুন গাছের সাথে সংযুক্ত হবে যা লাহিয়ান ও হিরসাতা নামক এলাকার মাঝ বরাবর থাকবে। আমরা বললাম, আমরা তো উক্ত এলাকার মাঝে কোন যাইতুন গাছ দেখি নাই। তিনি বললেন উক্ত স্থানদ্বয়ের মধ্যে যাইতুন গাছ রোপণ করা হবে। এমনকি উক্ত ঝান্ডাবাহী দল সেখানে অবস্থান নিবে। ফলে তাদের ঘোড়ার খুরগুলি উক্ত গাছের সাথে আটকে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আদম বলেন, আমি এ হাদীস হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সুলাইমান এর নিকট ব্যাক্ত করলাম, তখন তিনি বললেন উক্ত গাছগুলো দ্বিতীয় কালো ঝান্ডাবাহীদের ঘোড়ার খুর বাঁধবে যে ঝান্ডবাহী দল প্রথম ঝান্ডার উপর বের হবে। যখন তারা এখানে অবতরণ করবে তখন এদের অধিবাসীদের থেকে বাহির হওয়া এক ব্যক্তি বের হবে। ফলে প্রথম ঝান্ডবাহীদের কাউকে সে পাবে না। তবে তারা সবাই আত্মগোপন করবে। অতঃপর তাদের পরাজিত করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পূর্বদিক থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসবে, যারা ইমাম মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা সহজ করে দিবে।

অন্য অনুবাদে এসেছে- প্রাচ্য দেশ থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা মাহ্দীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

- (যঈফ, সহীহুল মুসলিম, খণ্ড ৩, হাদিস নং ২৮৯৬; সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড ৩, তাঃ পাঃ ৪০৮৮; যইফাহ ৪৮২৬, যইফ আল-জামি' ৬৪২১)
- এ বিষয়ে সহীহ হাদিসও থাকায় এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

হযরত আবু জা'ফর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন খোরাসান হতে আগত যে কালো ঝান্ডাবাহী দল কূফায় অবস্থান নিবে। অতঃপর যখন মক্কায় মাহদীর অবির্ভাব ঘটবে তখন আনুগত্যের (স্বীকার করার জন্য) জন্য মাহদীর নিকট একটি দল প্রেরণ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯২১)

খুরাসান এলাকা কোনটি?

মূলত রসূল ﷺ এর যুগে বৃহত্তর খোরাসান বলতে এর সীমানা নিম্ন লিখিত ভূখণ্ডের সমষ্টিকে বুঝায়, যার মূল কেন্দ্র হচ্ছে বর্তমান আফগানিস্তান। বিস্তৃতি নিম্নরূপঃ

উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তান (হেরাত, বালখ, কাবুল, গাজনি, কান্দাহার দিয়ে বিস্তৃত),
উত্তর ও দক্ষিন-পূর্ব উজবেকিস্তান (সামারকান্দ, বুখারা, সেহরিসাবজ, আমু নদী ও সীর নদীর মধ্যাঞ্চল দিয়ে বিস্তৃত),
উত্তর-পূর্ব ইরান (নিশাপুর, তুশ, মাসহাদ, গুরগান, দামাঘান দিয়ে বিস্তৃত), দক্ষিন তুর্কমেনিস্তান (মেরি প্রদেশ - মার্ভ, সানজান), দক্ষিণ কাজিকিস্তান),
উত্তর ও পশ্চিম পাকিস্তান (মালাকান্দ, সোয়াত, দীর ও চিত্রাল),
উত্তর পশ্চিম তাজিকিস্তান (সুগ্ধ প্রদেশের খোজান্দ, পাঞ্জাকেন্ত দিয়ে বিস্তৃত)।

দরিদ্র পীরিত তালোকান অঞ্চল (আফগানিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চল) সেখানে স্বর্ন, রৌপ্যের খনি নেই কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ। তারাই আল্লাহর রহমত দ্বারা স্বীকৃত, শেষ জামানায় তারাই হবে ইমাম মাহদীর সহযোগী।

- (আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী ফি আখীরুজ্জামান, আল মুত্তাকী আল হিন্দি)

৬.২৬.১ কালো পতাকাধারী দলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ

আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম, তখন হাশিম বংশীয় কতক যুবক তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের দেখতে পেয়ে নবী ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমরা সব সময় আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করি। তিনি বলেনঃ আমাদের

আহলে বাইত-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনের পরিবর্তে আখেরাতের জীবনকে পছন্দ করেছেন। আমার আহলে বাইত আমার পরে অচিরেই কঠিন বিপদে লিপ্ত হবে, কষ্ট-কাঠিন্যের শিকার হবে এবং দেশান্তরিত হবে।

প্রাচ্যদেশ (পূর্বদিক, হিন্দ-খুরাসান) থেকে কালো পতাকাধারী কতক লোক তাদের (মাহদীর) সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। তারা কল্যাণ (খিলাফত) প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা তাদের দেয়া হবে না। তারা লড়াই করবে এবং বিজয়ী হবে। শেষে তাদেরকে তা (খিলাফত) দেয়া হবে, যা তারা চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করবে না। অবশেষে আমার আহলে বাইত-এর একজন লোকের (ইমাম মাহাদীর) নিকট তা (খিলাফত) সোপর্দ করা হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে, যেমনিভাবে লোকেরা একে যুলুমে পূর্ণ করেছিলো। তোমাদের মধ্যে যারা সে যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট চলে যায়।

- (জঈফ, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৮২; রাওদুন নাদীর ৬৪৭; তারিখে তাবারী; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্‌রিকাহ্‌, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫০-২৫১)

৬.২৬.২ সুফিয়ানীর দলকে পরাজিত করবে

হযরত বাকির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, সুফিয়ানী ও তার সঙ্গী-সাথীরা (দল) আবির্ভূত হবে এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর আহলে বাইত এবং তার অনুসারীদের ওপর বিজয়ী হওয়া ছাড়া তার আর কোনো চিন্তা থাকবে না! এ কারনেই সে (সুফিয়ানী) একদল সৈন্যকে কুফায় প্রেরণ করবে এবং তারা সেখানে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর একদল অনুসারীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে যে হয় তাদের কে হত্যা করবে অথবা ফাসিতে ঝুলাবে! আর তখন খোরাসান থেকে একটি সেনাদল বের হবে এবং দাজলা অববাহিকায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তারা অব্যাহতভাবে অগ্রসর হতে থাকবে! স্বীয় সঙ্গী-সাথী সমেত এক অনারব দুর্বল ব্যাক্তি তাদের (খোরাসানীদের) নেতৃত্ব দিয়ে বের হয়ে, নাজাফে (সুফিয়ানীর সাথে) সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। সুফিয়ানি তার আরেকটি সেনাদলকে মদিনা অভিমুখে প্রেরণ করবে। আর তারা সেখানে এক ব্যাক্তিকে হত্যা করবে। আর মানসুর সেখান থেকে মাহদীর নিকট পালিয়ে যাবেন! সুফিয়ানীর বাহিনী ঐ অঞ্চলে মুহাম্মাদ ﷺ এর বংশের (কুরাইশদের) ছোট বড় সবাইকে বন্দী করবে! তাদের মধ্য থেকে এমন কোনো ব্যাক্তি বিদ্যমান থাকবে না, যাকে বন্দী করা হবে না! সুফিয়ানীর বাহিনী ইমাম মাহদী ও তার সঙ্গী-সাথীদের সন্ধানে তল্লাশি চালাতে থাকবে। আর ইমাম মাহদী, হযরত মুসা (আঃ) এর মত উদ্বেগ উৎকন্ঠার সাথে মদিনার বাইরে চলে আসবেন এবং মক্কায় এসে আশ্রয় নেবেন। *

- (কিতাবুল যুহুর, ৫২ তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২২)
- * এখানে অনারব দুর্বল ব্যক্তি হচ্ছেন ইমাম মাহমুদ যিনি ইরাকে সুফিয়ানীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। হাদিস থেকে এটিও জানা যায় মাহদী মদিনার অধিবাসী।

সুফিয়ানী ইরাকে অবস্থান করতঃ পূর্বদিক থেকে আগত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে।

- (যঈফ জিদ্দান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬২০)

হযরত আবু জা'ফর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন খোরাসান হতে যে কালো ঝান্ডা বের হবে তা কূফায় অবস্থান নিবে। অতঃপর যখন মক্কায় মাহদীর প্রকাশ ঘটবে তখন তার নিকট বাইয়াত নিয়ে পাঠাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০৯)

(কিছু অংশ বাদে)...তাদের সাক্ষাত ঘটবে বাবে ইস্তাখাররাতে (ইরানের ফার্স প্রদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থানে)। তখন তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে, সে যুদ্ধে কালো ঝান্ডাবাহী দল জয়ী হবে। এবং সুফিয়ানীর সৈন্য পলায়ন করবে। আর সে সময়ই মানুষ মাহদীর আকাঙ্ক্ষা করবে এবং তাকে খুঁজতে থাকবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯১৪)

হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সিরিয়ায় সুফিয়ানীর অবির্ভাব হবে। অতঃপর তাদের মাঝে কিরকিসিয়া নামক এলাকায় একটি ঘটনা ঘটবে। অর্থাৎ যুদ্ধ হবে। এমনকি আকাশের পাখিরা ও হিংস্র জানোয়ার তাদের পচে গলে যাওয়া দূর্গন্ধ যুক্ত শরীর দ্বারা তাদের পেট পুর্তি করবে। অতঃপর তাদের পরবর্তীদের উপর প্রভাত হবে। আর তাদের থেকে একদল মানুষ খোরাসানে প্রবেশ করবে। আর এদিকে সুফইয়ানির সৈন্যদল খোরাসানের অধিবাসীদের খোঁজে অগ্রসর হবে। অতঃপর তারা কূফার শিয়া এ আলে মুহাম্মাদ নামক স্থানে যুদ্ধ করবে। অতঃপর (তারা বিজয়ের পর) খোরাসানের অধিবাসীরা মাহদীর খোঁজে বের হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৮১)

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রসূল ﷺ বলেন পূর্বাঞ্চল হতে বনু আব্বাসের কালো ঝান্ডা বের হবে। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান তারা ততক্ষণ অবস্থান করবে। অতঃপর ছোট একটি কালো ঝান্ডাবাহী দল (খুরাসানী) বের হবে। তারা আবু সুফিয়ানের বংশধরের এক ব্যক্তি ও তার সাথীদের সাথে পূর্বাঞ্চলের দিকে যুদ্ধ করবে। তারা মাহদীর আনুগত্যতা স্বীকার করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯০৬)

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সুফিয়ানী ঘোড়া (সৈন্য) কূফার দিকে বের হবে। সে খোরাসানবাসীদের অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে। আর এদিকে খোরাসানবাসীরা মাহদীর খোজে বের হবে। অতঃপর সে এবং হাশেমী ব্যক্তি কালো ঝান্ডা সহকারে যে ঝান্ডাবাহী দলের সম্মুখভাগে থাকবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। অতঃপর তার এবং সুফিয়ানীর দলের ইসতাখাররা বাবের নিকট সাক্ষাৎ ঘটবে। অতঃপর তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে। অতঃপর কালো ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। এবং সুফিয়ানীর সাথী বা দল ভেগে যাবে। আর সে সময়ই মানুষ মাহদীর আকাঙ্ক্ষা করবে এবং তাকে ডাকবে (অনুসন্ধান করতে থাকবে)।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯১২)

মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, খোরাসান থেকে কালো পতাকা বের হবে যেগুলোর বাহকরা, কালো টুপি ও সাদা পোশাক পরিহিত থাকবে! তাদের সহিত আরও এক ব্যাক্তি থাকবেন যাকে শুয়াইব ইবনে ছালেহ বলা হবে!

খোরাসানী ও শুয়াইব ইবনে ছালেহ, সুফিয়ানীর বাহিনীকে পরাজিত করবে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবে যাতে করে তারা ইমাম মাহদীর হুকমতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। শাম দেশ (সিরিয়া) থেকে তিনশ ষাট জন ব্যাক্তি তাদের সাথে যোগ দিবে।

- (ইমাম ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পান্ডুলিপি, পৃঃ ৮৪, এবং এ রেওয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থের প্রায় একই অর্থবিশিষ্ট রেওয়ায়েত উক্ত গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হয়েছে)

প্রথম যুদ্ধে ইমাম মানসূর ও শুয়াইব ইবনে সালেহ সুফিয়ানীর সাথে পরাজিত হবে তখন পূর্বদিক থেকে আগত কালো পতাকাবাহী দলের সাথে আবার যুদ্ধ হবে আর তখন কালো পতাকাবাহীরা বিজয়ী হবে। এই কালো পতাকাবাহী দলের নেতৃত্বে থাকবে ইমাম মাহমুদ।

এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, কালো পতাকাবাহী দল ইরাকে সুফিয়ানীর সাথে যুদ্ধ করবে এরপর মাহদীর সাহায্যার্থে আরবে প্রবেশ করে যুদ্ধ করবে আবার অন্যত্র এসেছে কালো পতাকাবাহী দল বের হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করতে যাবে। কোনটি আগে হবে, কিভাবে হবে?

উত্তরঃ খুরাসান বা পূর্বদিক দিয়ে দুইটি কালো পতাকাবাহী দল বের হবে। প্রথমটি বের হবে শামীম বারাহ এর নেতৃত্বে আর সেটি বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাবে এবং সেখানে ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করে বাইতুল মুকাদ্দাস দখলে আনতে থাকবে। ঠিক ঐ সময় সুফিয়ানীর সাথে ইমাম মানসূর ও শুয়াইব ইবনে সালেহ এর সম্মিলিত দল যুদ্ধে হেরে যাবে এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ছুটবে। সেখানে পূর্বেই যাওয়া শামীম বারাহ এর দলের সাথে মিলিত হয়ে একসাথে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করবে। এরপর মাহাদীর সাহায্যার্থে পূর্বদিক থেকে তথা খুরাসান থেকে আবার কালো পতাকা নিয়ে ইমাম মাহমুদ বের হয়ে আসবে এবং যেহেতু তিনি আরবের দিকে ছুটছেন, তাই পথিমধ্যে ইরাকে সুফিয়ানীর বাঁধার সম্মুখীন হবে এবং তখন সুফিয়ানীর সৈন্যবাহিনীর সাথে ইরাকে এই কালো পতাকাবাহী দল যুদ্ধ করে বিজয়ী হবে এবং এরপর তারা আরবে প্রবেশ করবে। দেখা যাচ্ছে মাহদীর সাহায্যকারী দলের সকল নেতা বা সেনাপতিরাই কালো পতাকাবাহী হবেন।

৬.২৭ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ

বর্তমানে দেখা যায় যে ফিলিস্তিনে ইসরায়েল নামক আরেকটি দেশ তৈরি করেছে ইহুদীরা। বাইতুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই খ্রিষ্টানদের জন্য। আর এই সময়ে সব ইহুদীরা ইসরায়েলে একত্রিত হচ্ছে। অর্থাৎ সেখানে ছাড়া অন্য সব জায়গাতেই ইহুদীরা বিচ্ছিন্নভাবে আছে যার সংখ্যা হাতে গোনা। আর বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করতে গেলে এখন দেখা যায় সেখানে ইস্রায়েলি ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করে সম্ভব না। আর এভাবেই সেখানে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ ইহুদীদের যার বর্ণনা হাদিসে এসেছে। হাদিসগুলো দেওয়া হলো-

হযরত আবু যার রাঃবলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের দুটি বড় যুদ্ধ হবে। প্রথম যুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে দুটি বালক নেতৃত্ব দিবে, যাদের নাম হবে শুয়াইব আর শামীম বারাহ। এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.), আর দুটি যুদ্ধেই আল্লাহ তাদের পাথর ও গাছ দিয়ে সাহায্য করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৪১)

গাছ ও পাথরের জবান খুলে দেওয়া হবে

হযরত আলী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের দুইটি বড় যুদ্ধ হবে। আর দুটিতেই মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ তাআলা গাছ ও পাথরের জবান খুলে দেবেন। তার একটি হবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) এর সময়। আর প্রথমটি মাহদীর আগমনের কিছু পূর্বে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৪৭)

হযরত জাহশ (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে ইহুদী খ্রিষ্টানরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। তখন "শুয়াইব" আর "শামীম বারাহ" তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর সেই যুদ্ধে গাছ আর পাথর তাদের সাহায্যের উছিলা হবে। আর এটা মুমিনদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৫৮)

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকলে, পাথর বলবে 'হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর'।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ২৭২৫ [ইসঃ ফাঃ ২৭২৫])

আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহূদী পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে, পাথর বলবে, 'হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহূদী আছে, তাকে হত্যা কর।'

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ২৯২৬ [আঃ প্রঃ ২৭১১; ইসঃ ফাঃ ২৭২২]; সহীহুল মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯২২/৭৫২৩)

আবূ হুরাইরা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে। এমনকি ইহুদী পাথর ও গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলে পাথর ও গাছ বলবে 'হে মুসলিম! আমার পিছনে ইহুদী রয়েছে। এসো, ওকে হত্যা কর।' কিন্তু গারক্বাদ গাছ [এরূপ বলবে] না। কেননা এটা ইহুদীদের গাছ।"

- (সহীহ, রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন) ১৩/১৮২৯ [আন্তঃ ১৮২০]; সহীহুল বুখারী ২৯২৬; সহীহুল মুসলিম ১৫৭, ২৯২২ (৭৫২৩); মুসনাদে আহমাদ ৮৯২১, ১০৪৭৬, ২০৫০২, ২৭৫০২; আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ইমাম আদদানী, হাঃ ৪৪৯; তারিখে বাগদাদ, খতীব ৮/১১৪)
- একই রকম- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২২৯-(৮২/২৯২২) [ইঃ ফাঃ ৭০৭৫, ইঃ সেঃ ৭১২৯])

আবদুল্লাহ ইবনু ’উমার (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহুদীরা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন জয়লাভ করবে তোমরাই (তোমরা তাদের উপর জয়ী হবে)। স্বয়ং পাথরই বলবে, হে মুসলিম, এই তো ইয়াহুদী আমার পিছনে, একে হত্যা কর।

- (সহীহ, আল-লুলু ওয়াল মারজান ১৮৪৯; সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১ : মর্যাদা ও গুণাবলী, অধ্যায় ২৫, হাঃ ৩৫৯৩; মুসলিম, পর্ব ৫২: ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধায় ১৮, হাঃ ২৯২১ [ইঃ ফাঃ ৭০৭১, ৭০৭৪; ইঃ সেঃ ৭১২৫, ৭১২৮])

আবু বসীর বলেছেন: ‘‘নিম্নোক্ত এ আয়াত প্রসঙ্গে হযরত সাদিক (রহ)-এর কাছে প্রশ্ন করলাম: ‘তিনিই সেই আল্লাহ যিনি রসূলকে সত্য ধর্মসহ মানব জাতিকে হিদায়াত করার জন্য প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি ইসলাম ধর্মকে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে’। তিনি বললেন: মহান আল্লাহর শপথ, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এখনো বাস্তবায়িত হয় নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত হোক। এটি কখন বাস্তবায়িত হবে? তিনি বললেন: যখন মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মাহদী আবির্ভূত হবে ও সংগ্রাম করবে। যখন সে আবির্ভূত হবে তখন কাফির ও মুশরিকরা তার আবির্ভাব, আন্দোলন ও সংগ্রামের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়বে; কারণ, কোন পাথরের পিছনে যদি কোন কাফির বা মুশরিক লুকায় তাহলে ঐ পাথর সবাক (কণ্ঠে দিয়ে) হয়ে বলবে: হে মুসলমান! আমার আশ্রয়ে কাফির বা মুশরিক লুটিয়ে আছে; তাকে হত্যা কর। আর সেও তখন তাকে হত্যা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

- (বাহরানী প্রণীত আল মাহাজ্জাহ, পৃ. ৮৬)

৬.২৮ বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়

পূর্বদিক তথা খুরাসান এলাকা থেকে প্রথমে একটি কালো পতাকা বের হবে যার সরাসরি উদ্দেশ্য হবে বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়া ও তা বিজয় করা। সেই কালো পতাকার নেতৃত্বে থাকবে শামীম বারাহ। অন্যদিকে সুফিয়ানীর সাথে যুদ্ধে মানসূর ও শুয়াইব ইবনে সালেহ এর সম্মিলিত দল পরাজিত হবে। এরপর মানসূর মদিনা বা মক্কায় মাহদীর সাহায্যার্থে গমন করবে এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ তার অবশিষ্ট দল নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে রওনা দিবে। এরপর

শামীম বারাহ ও শুয়াইব ইবনে সালেহ এর সম্মিলিত আক্রমণে ইহুদীরা পরাজিত হবে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস তথা জেরুজালেম ইসলামী ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হবে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই সকল ঘটনা মাহদীর আগমনের আগেই ঘটবে।

আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন: খুরাসানের দিক হতে কালো পতাকাবাহীগণ আবির্ভূত হবে (মাহ্দীর সর্মথনে)। অবশেষে সেগুলো ইলিয়া (বায়তুল মাকদিস)-এ স্থাপিত হবে এবং কোন কিছুই তা ফিরাতে পারবে না।

- (জামে' আত-তিরমিজি ২২৬৯; মুসনাদে আহমাদ ৮৭৬০)

হযরত জাবির (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অভিশপ্ত জাতির নিকট থেকে হিন্দুস্তান বিজয়ের সৈনিকরা অর্থাৎ গাজোয়াতুল হিন্দের বিজয়ী সৈনিকরা জেরুজালেম দখলে নেবে। আর তাদের সেনাপতি হবে শামীম বারাহ, যার উপাধী হবে সাহেবে কিরান।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১০০)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, দুটি বালকের একসঙ্গের আক্রমনে ইহুদী সম্প্রদায় জেরুজালেম হারিয়ে ফেলবে। তাদের একটির নাম শুয়াইব ইবনে ছালিহ, অপরটির নাম হবে শামীম বারাহ।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯১)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আমার বংশের মাহদীর আগমনের পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর সে নিরাপদে জেরুজালেম ভ্রমণ করবে। আর ততক্ষন মাহদী জেরুজালেম ভ্রমন করবে না, যতক্ষন না অভিশপ্ত জাতি থেকে তা শামীম বারাহর দখলে না আসে। আর অবশ্যেই তা দিনের আলোর মত সত্য।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯৬)

হযরত কাতাদাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, মাহদীর আগমনের পূর্বে অভিশাপ্ত জাতির সাথে শামীম বারাহর নেতৃত্বে মুমিনদের যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে জেরুজালেম মুমিনদের দখলে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯৭)

হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, জেরুজালেম মুমিনদের দখলে যাবে, আবার তা ইহুদী সম্প্রদায় দখলে নেবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শামীম বারাহর মাধ্যেমে আবার তা মুমিনদের দখলে আনবে। তখন মাহদী সেখানে নিরাপদে ভ্রমণ করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ৯৮)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রহ:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে (৭৫০-১২৫৮ সাল পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল)। অতঃপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো। তাদের পোষাক হবে সাদা

রং এর। তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ অথবা সালেহ ইবনে শুয়াইব ডাকা হবে। সে হবে তামিম গোত্রের। তারা সুফিয়ানীর সৈন্যদের কাছে পরাজিত হবে। এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে (বাইতুল মুকাদ্দাস নিরাপদ করবে)। আর সিরিয়া হতে তিনশত লোক তার সাথে মিলিত হবে। তার বের হওয়া ও মাহদীর নিকট বিষয় সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর মাসের (ছয় বছরের মধ্যে) ব্যবধান হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৪)

এই যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ তাআলা গাছ ও পাথরের জবান খুলে দেবেন। যেমনটি হাদিসে এসেছে- ‘‘তার একটি হবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) এর সময়। আর প্রথমটি মাহদীর আগমনের কিছু পূর্বে’’। আর ঈসা (আঃ) এর সময় যখন ইহুদীদের সাথে আবার যুদ্ধ হবে তখন এই সাহায্য আবার আসবে এবং গাছ ও পাথরের জবান আবার খুলে দেওয়া হবে।

৬.২৯ আরবে তিন নেতার কাবার সম্পদ নিয়ে লড়াই

হযরত ছওবান (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘‘তোমাদের ধনভাণ্ডারের নিকট তিনজন বাদশাহের সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে। কিন্তু ধনভাণ্ডার তাদের একজনেরও হস্তগত হবে না। তারপর পূর্ব দিক (খোরাসান) থেকে কতগুলো কালো পতাকাবাকী দল আত্মপ্রকাশ করবে। তারা তোমাদের সাথে এমন ঘোরতর লড়াই লড়বে, যেমনটি কোন সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে লড়েনি’’। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবীজি ﷺ আরও একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, ‘‘তারপর আল্লাহর খলীফা মাহদির আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা যখনই তাঁকে দেখবে, তাঁর হাতে বাইয়াত নেবে। যদি এজন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি খেয়ে যেতে হয়, তবুও যাবে। সে হবে আল্লাহর খলীফা মাহদী’’।

- (যঈফ, সুনানে ইবনে মাজা; খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬৭, হাঃ ৪১৮৪; মুসনাদে বাযযার ২/১২০; মুসনাদে রোইয়ানী ৬১৯; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৫১০; দালায়েলুন্নাবুয়াত, বাইহাকী ৬/৫১৫; ইমাম আলবানী বলেনঃ ‘আল্লাহর খলীফা’ কথাটি ব্যতীত হাদীছের বাকী অংশ সহীহ)

ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ ‘‘উল্লেখিত হাদীছে যে ধন-ভান্ডারের কথা বলা হয়েছে তা হল কা’বা ঘরের ধন-ভান্ডার। তিনজন খলীফার পুত্র তা দখল করার জন্য ঝগড়া করবে। কেউ তা দখল করতে পারবেনা। সর্বশেষে আখেরী যামানায় পূর্বের কোন একটি দেশ হতে মাহদী আগমণ করবেন। মূর্খ শিয়ারা সামেরার গর্ত হতে ইমাম মাহদী বের হওয়ার যে দাবী করে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা আরো দাবী করে যে তিনি গর্তের মাঝে লুকায়িত আছেন। শিয়াদের একটি দল প্রতিদিন সে গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে আপেক্ষা করে। এ ধরণের আরো অনেক হাস্যকর কাল্পনিক ঘটনা বর্ণিত আছে। এসমস্ত কথার পক্ষে কোন দলীল নেই; বরং কুরআন, হাদীছ এবং বিবেক বহির্ভূত কথা। তিনি আরো বলেনঃ পূর্বাঞ্চলের লোকেরা তাঁকে

সাহায্য করবে এবং তাঁর শাসনকে সমর্থন করবে। তাঁরা কালো পতাকাধারী হবেন। মোটকথা আখেরী যামানায় পূর্বদেশ হতে তাঁর বের হওয়া সত্য। কা'বা ঘরের পাশে তাঁর জন্যে বায়আত করা হবে"।

- (নিহায়া, অধ্যায়ঃ আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম ১/২৯-৩০)

৬.৩০ আরবেও ঘোরতর যুদ্ধ

যখন ফিতনা শুরু হবে তখন এই ফিতনা আরবেও প্রবেশ করবে যেমনটি হাদিসে বলা আছে। সেখানেও রক্তপাত হবে। অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন সুফিয়ানীর বাহিনী কর্তৃক মদিনায় হত্যাকাণ্ড এবং সর্বশেষ কালো পতাকাবাহী আরবে প্রবেশ করে সেখানে যুদ্ধ করবে।

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা হতে এবং তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ বললেন একবার যুল কা'দাহ মাসে গোত্রদের দলভুক্ত করা হবে। আর উক্ত বছর হাজীদের লুট করা হবে। ফলে তখন মিনায় একটি বড় যুদ্ধ হবে। আর সেখানে অনেক হত্যাযজ্ঞ হবে। অনেক রক্ত প্রবাহিত হবে। এমনকি তাদের রক্ত আকাবায়ে জামরাহ পর্যন্ত প্রবাহিত হবে। এমনকি তাদের সাথী পালায়ন করবে। অতঃপর তাকে রুকুন ও মাকামের মাঝখানে নিয়ে আসবে। আর সে (এ বিষয় থেকে) বিমুখ হবে। তাকে বলা হবে যদি তুমি অস্বীকার করতে তহলে আমরা তোমার গর্দানে মারতাম (উদাহরণ স্বরূপ)। অতঃপর আহলে বদরের সমপরিমাণ লোক তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আকাশবাসী ও পাতালবাসী সকলেই তার থেকে খুশি থাকবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মানুষ একসাথে হজ্ব আদায় করবে। তারা একসাথে অন্য ইমামের উপর আরাফায় অবস্থান করবে। এরই মাঝে তারা মিনায় অবস্থান নিবে, আর তখনই তাদেরকে কুকুরের মত ধরবে। তখন তাদের গোত্রগুলি একে অপরের সাথে বিদ্রোহ শুরু করবে। অতঃপর তারা যুদ্ধ করবে। ফলে আকাবাতে তাদের রক্ত পৌছে যাবে। তখন তারা তাদের মঙ্গলের দিকে ভীতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। অতঃপর সে তাদের নিকট আসবে। আর তার চেহারা কা'বার দিকে লাগানো বা সংযুক্ত থাকবে। সে কাঁদবে কেমন যেন আমি তাকে ও তার চোখের পানি দেখছি। অতঃপর তারা বলবে আপনি আসুন। যাতে আমরা আপনাার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে পারি। অতঃপর সে বলবে, হায় তোমাদের আফসোস! এমন অঙ্গীকারের যা তোমরা ভঙ্গ করেছ। আর কতইনা রক্ত তোমরা ঝরিয়েছ। অতঃপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তার বাইয়াত গ্রহণ করবে। যদি তোমরা তাকে পাও তাহলে তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিও। কেননা সে দুনিয়াতে মাহদী। আখেরাতেও মাহদী।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮৭)

৬.৩১ আকাশ হতে জিবরাঈল (আঃ) এর ডাক

আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, "যখন পূর্বাকাশে ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত আগুনের অগ্নিশিখা দেখতে পাবে, তখন আহলে মুহাম্মদ ﷺ এর (ইমাম মাহদীর) জন্য অপেক্ষা কর। একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা (হযরত জিবরাঈল আঃ এর মাধ্যমে) মাহদীর নাম ঘোষণা করবেন। যা পৃথিবীর সকল মানুষ শুনতে পাবে।

- (আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী -আল মুত্তাকী আল হিন্দি, পৃষ্ঠাঃ ৩২)

হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ভূমি ধসের পর আকাশ হতে একজন সম্বোধনকারী (জিবরাঈল) দিনের প্রথমভাগে সম্বোধন করে বলবে নিশ্চই হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিবারবর্গের মাধ্যে সত্যতা রয়েছে। অতঃপর আরেকজন সম্বোধনকারী দিনের শেষাংশে সম্বোধন করে বলবে নিশ্চই সত্যতা রয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বংশধরের মধ্যে। এর সেটা তার অনুরূপ হবে শয়তানের থেকে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮৩)

হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়েব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একটা যুদ্ধ হবে যার শুরুতে থাকবে শিশুদের খেলা (ছোটদের খেলা থেকেই যুদ্ধ শুরু হবে)। যুদ্ধটা এমন হবে যে, এক দিক হতে থামলে অন্যদিক হতে তা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। যুদ্ধ থামবে না এমন অবস্থায় আসমান থেকে জিবরাঈল (আঃ) বলবেন, অমুক ব্যক্তি তোমাদের নেতা। আর ইবনে মোসায়েব (রা:) বলেন, তাঁর দুই হাত গুটাবেন ফলে তাঁর হাত দুটা সংকুচিত হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি এই কথাটি তিনবার বললেন, সেই নেতাই সত্য। *

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৩; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৭)
- * ছোটদের খেলাধুলা নিয়ে সিরিয়ায় ২০১১ সালে যুদ্ধ শুরু হয় যা এখনো চলমান আছে।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাম দেশে ব্যাপক ফিতনা দেখা দিবে। যখনই উক্ত দেশের কোনো প্রান্তের ফিতনা একটু শান্ত হবে, তখনই অন্য প্রান্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এভেবে চলতে থাকবে যা কখনো স্থিতিশীল হবেনা, এক পর্যায়ে একজন ঘোষক আসমান থেকে ঘোষনা করবে, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে অমুক হচ্ছে, তোমাদের আমীর।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৭৩; মুজামুত তাবারানী ৪৬৬৬)

হযরত বাকির (রহঃ) বলেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসী পরস্পর মতভেদ করবে। কিবলাপন্থীরা (মুসলমানরা) এবং বিশ্ববাসীও অসহনীয় ভয়-ভীতি ও আতংকের সম্মুখীন হবে। আর আকাশ থেকে আহবানকারীর (জিবরাঈল আঃ) আহবান করা পর্যন্ত তারা এ অবস্থার মধ্যেই থাকবে। যখন আকাশ থেকে গায়েবী আহবান ধ্বনি শোনা যাবে তখন তোমরা হিজরত করবে (মক্কার দিকে)।

- (আসরে জুহুরি)

হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন আকাশ হতে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিবারে সত্যতা। আর সে সময়ই মাহদী মানুষের সম্মুখে বের হবে। এবং মানুষ তার ভালবাসা (এর শরবত) পান করবে। তাদের নিকট তার আলোচনা ব্যাতীত আর কোন আলোচনা থাকবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৬৫)

হযরত আবু জা'ফর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একজন সম্বোধনকারী আকাশ থেকে সম্বোধন করে বলবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিবারবর্গে সত্যত রয়েছে। আরেকজন সম্বোধনকারী যমিন থেকে সম্বোধন করে বলবে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গে সত্যতা রয়েছে। অথবা ইবেন আব্বাস (রা:) বলেন আমি এ ব্যাপারে সন্দিহান। আর নিচের আওয়াজ টা হবে শয়তানের। আর সেটা মানুষদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিবে। আবু আব্দুল্লাহ নুয়াইম সন্দেহ করেছে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৪)

হযরত ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের পরিবারবর্গের থেকে একজন ব্যক্তিকে মাওসেম নামক এলাকার আমীর বা নেতা বানানো হবে। অতঃপর তার সাথে এক সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে। অতঃপর তারা যখন মাওসেম নামক এলাকায় থাকবে তখন তারা আকাশ হতে এক সম্বোধনকারীর আওয়াজ শুনবে। (সম্বোধনকারী বলবে) তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, আমীর বা নেতা হল অমুক। আরেকজন সম্বোধনকারী যমিন থেকে সম্বোধন করে মিথ্যা বলবে। আকাশ থেকে সম্বোধনকারী সম্বোধন করে সত্য কথা বলবে। এভাবে বিষয়টি দীর্ঘ হবে। ফলে তারা উপলব্ধি করতে পারবে না যে, তারা কার অনুসরণ করবে। আর প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা বলবে যে সম্বোধনকারী আকাশে থাকবে। তার দ্বিতীয় আওয়াজটা যা সে আকাশ থেকে সম্বোধন করে প্রথম বার বলবে। যখন তোমরা উহা শুনবে তখন তোমরা ভালভাবে স্বরণ রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলার কালিমা বা কথা হল উচ্চ। আর শয়তানের কালিমা হল নিচু।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৫)

হযরত আব্দুর রহমান তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন, তার মাতা ছিনের বৃদ্ধা। তিনি বলেন আমি (আমার মাতাকে) ইবনে যুবাইরের যুদ্ধের কথা বললাম যে, এটা এমন একটি যুদ্ধ যাতে মানুষ হালাক বা বরবাদ হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন হে বৎস! কখনো নয়। বরং উহার পরে এমন এক যুদ্ধ হবে (অনেক) মানুষ বরবাদ হবে। তাদের যুদ্ধ থামবে না, আর এরই মাঝে আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তির আনুগত্য আবশ্যক। (তোমাদের আমীর অমুক ব্যক্তি)

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৬)

হযরত ইবনুল মুসাইয়িব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সিরিয়ায় একটি যুদ্ধ হবে। যার শুরুটা হবে শিশুদের খেলাধূলা (দিয়ে)। অতঃপর তাদের এ যুদ্ধ কোন ভাবেই থামবে না। আর

তাদের কোন দলও থাকবে না। এমনকি আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তি। এবং সুসংবাদদাতার হাত উত্থিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৭)

হযরত ইবনুল মুসাইয়িব (রা:) হতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (স্পষ্ট করে) বলেছেন যে, আকাশ থেকে একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে যে, তোমাদের আমীর বা নেতা অমুক।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭৮)

হযরত শাহর ইবনে হাওসাব হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রসূল ﷺ মুহাররামে বলেছেন আকাশ থেকে একজন সম্বোধনকারী সম্বোধণ করে বলবে- তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি জগতে তার শ্রেষ্ঠাংশ হল অমুক। সুতরাং তোমরা তার কথা শোন ও তাকে মান্য করো এই (সময়ে) হাহাকার ও হট্টগোলের (যুদ্ধের সময়ে) বছরে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮০)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা:) হতে বর্ণিত যে, যখন নিঃপাপ আত্মা ও তার ভাইকে হত্যা করা হবে। তাদের হত্যা করা হবে মক্কার এক ছোট গ্রামে। আকাশ থেকে এক সম্বোধকারী সম্বোধন করে বলবে নিশ্চয়ই তোমাদের আমীর হল অমুক। আর সে হল মাহদী। যিনি সমস্ত পৃথিবীকে সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮১)

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন (পৃথিবীতে) অনেক দল ও মতানৈক্যতা হবে। এমনকি আকাশে হাতের তালু উদিত হবে। আর একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, নিশ্চই তোমাদের আমীর বা নেতা হল অমুক।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮২)

হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, যখন সুফিয়ানী ও মাহদীর দল যুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে। সেদিন আকাশ থেকে একটা আওয়াজ শোনা যাবে। আর তা হল তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, নিশ্চই আল্লাহ তা'আলার বন্ধুরা হল অমুক ব্যক্তির সাথী অর্থাৎ মাহদীর সাথী। হযরত যুহরী বলেন হযরত আসমা বিনতে উমাইস বলেন সেদিনের আলামত হল সেদিন আকাশে হাতের তালু ঝুলন্ত থাকবে। যা মানুষ দেখতে থাকবে। (আল্লাহর নিদর্শন থাকবে)

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮৪)

হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন মানুষ মিনা ও আরাফাতে থাকবে এবং সেখানে গোত্র দলভূক্ত হওয়ার পর একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে- তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের আমীর বা নেতা হল অমুক। আর ইহার পরপরই আরেকটি আওয়াজ হবে। যাতে বল হবে- তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, সে মিথ্যা বলছে। এবং

ইহার পরপরও আরেকটি আওয়াজ হবে। যাতে বলা হবে- যে সে (প্রথম আওয়াজ) সত্য বলেছে। অতপর তারা ভীষণ যুদ্ধ করবে। অতপর বারাযেআ' এর অস্ত্র-সস্ত্র মহিমান্বিত হবে। আর সেটা হল বারাযেআ' এর সৈন্য। আর ঐ সময় তারা আকাশে শিক্ষা দানকারী হাতের তালু দেখবে। অতঃপর তাদের যুদ্ধ ভীষণাকার ধারণ করবে। এমনকি আহলে বদরের (বদর যুদ্ধের মুসলমানদের সংখ্যার) পরিমাণ ব্যতীত সত্যের সাহায্যকারী একজনও থাকবে না। অতঃপর তারা চলে যাবে। এমনকি তাদের সঙ্গী বা নেতার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮৫)

হযরত শাহর ইবনে হাওসাব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রসূল ﷺ বলেন একবার যিল কা'দাহ মাসে অনেক গোত্র দলভুক্ত হবে। আর যিল হাজ্বাহ মাসে হাজীদের লুট করা হবে। আর মুহাররামে আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করবে (ডাকবে)।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮৯)

৬.৩২ মাহদীর আবির্ভাবের আগের পরিস্থিতি ও শেষ নিদর্শন

ইমাম মাহদীর আগমনের আগেই পৃথিবীর অনেক বড় বড় ভূখণ্ড মুসলিমদের দখলে থাকবে যা আমরা বিভিন্ন হাদিস থেকে পেয়েছি। উপরে তারই আলোচনা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে মাহদীর আগমনের আগে হিন্দ, আফগান, ইরান, ইরাক, ফিলিস্তিন তথা বাইতুল মুকাদ্দাস, ইয়ামেন ও আরবও (সব অংশ কিনা আল্লাহ আলীম) মুসলিমদের শাসন ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। শুধু সিরিয়ার কিছু অংশ নিয়ে সুফিয়ানী থাকবে এবং মাহদীর আবির্ভাবের মাধ্যমে পরবর্তীতে সিরিয়াও পুরোপুরি মুসলিমদের দখলে চলে আসবে। মাহদী খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর সিরিয়াতে তথা বাইতুল মুকাদ্দাসে ভ্রমণ করতে যাবেন এ ব্যাপারে হাদিস এসেছে।

হযরত আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদী বের হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য নিদর্শন হয়ে উদিত হয়।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫১)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর অবির্ভাবের আলামত হল- যখন তুর্কি জাতি তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তোমাদের ঐ খলীফা মারা যাবে যে মাল সম্পদ জমা করেছিল। আর তার পরে দুর্বল একজন শাসক তার স্থলাভিষিক্ত হবে। দুই বছর পর তার বাইয়াত নষ্ট হয়ে যাবে। দামেস্কের মসজিদের পূর্ব দিকের দুটি দেয়াল ধসে যাবে। সিরিয়া হতে তিনটি দলের বহিঃপ্রকাশ। পূর্ব দিকের অধিবাসীদের মিসরের দিকে যাওয়া। আর সেটা সুফিয়ানীর আলামত বা নিদর্শন।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৬৩)

হযরত জয়নুল আবেদিন (রহঃ) থেকে হাজলাম ইবনে বশির (রহঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জয়নুল আবেদিন (রহঃ) কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আমাকে ইমাম মাহদীর

আবির্ভাবের পূর্ব আলামত সম্পর্কে অবহিত করেন? উত্তরে তিনি বললেন, মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে জাজিরায় (ইরাক ও সিরিয়ার বর্ডার) থেকে আউফ সালামী নামে এক ব্যক্তি বের হবে। তার মাতৃভূমি হবে তিকরিত (Tikrit, Iraq ইরাকের একটি শহর) এবং তার নিহত হওয়ার স্থান হবে দামেস্কের মসজিদ। তারপর সমরখন্দ থেকে শুয়াইব ইবনে সালেহ আবির্ভূত হবে এবং একই সময়ে ওয়াদিউল ইয়াবেস (দক্ষিণ সিরিয়ার দারা শহর) থেকে অভিশপ্ত সুফিয়ানীর উত্থান হবে। আর এই সুফিয়ানী হবে আবু সুফিয়ানের ছেলে উতবার বংশধর। সুফিয়ানীর আবির্ভাবের সময়ে মাহদী লুকায়িত থাকবে এবং কিছুদিন পরেই তার আত্মপ্রকাশ হবে"।

- (কিতাবুল গাইবাত, লেখকঃ শাইখ তুসী; বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২১৩; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৬৯)

হযরত আবু বাছির (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক (রহ:)) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন আল কায়েম (ইমাম মাহদী) আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন আহলে বাইতের (রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমনঃ

১। আকাশ থেকে আহ্বান। ২। সুফিয়ানীর উত্থান। ৩। খোরাসানের বাহিনীর আত্মপ্রকাশ।
৪। নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপকহারে হত্যা করা। ৫। (বাইদার প্রান্তে) মরুভূমিতে একটি বিশাল বাহিনী ধ্বসে যাবে।

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।

১। শ্বেত মৃত্যু। ২। লাল মৃত্যু।

শ্বেত মৃত্যু (দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যু) হল মহান মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) কারণে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি (হযরত জিব্রাইল আঃ) তার (ইমাম মাহদীর) নাম ধরে আহ্বান করবে ২৩ ই রমজান শুক্রবার রাতে।

(হাদিস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি)

- (বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৯; বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫০; মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৪২৫; মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭২)

হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মদীনায় (সুফিয়ানীর) একদল সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে। অতঃপর তারা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিবার পরিজনদের থেকে যারা উহার উপর সক্ষম তাদের আটক করবে। আর বনু হাশেমের পুরুষ ও মহিলাদিগকে হত্যা করবে। আর ঐ সময়ই মাহদী (আঃ) ও মনসুর দুই ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কায় পালায়ন করবেন। অতঃপর তাদের দুজনের অনুসন্ধানের (আটক করার) জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হবে। আর তারা দুজন মিলিত হবে (বেঁচে যাবে) আল্লাহ তা'আলা সম্মান ও আল্লাহ তা'আলার আমানতে তথা নিরাপদে থাকবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯২৩)

৬.৩৩ ইমাম মাহদী এর আত্মপ্রকাশ

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি ঘটার পরপরই ইমাম মাহদী অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আত্মপ্রকাশ করবেন। তার পরিচয়, বংশ, বৈশিষ্ট্য, তার সহচর ও আবির্ভাবের সময়কাল নিয়ে এখানে আলোকপাত করা হলো।

৬.৩৩.১ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (ইমামুল মাহদী ও খলীফাতুল্লাহ) এর পরিচয়

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ যদি দুনিয়ার মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবে আল্লাহ সেই দিনকে অত্যন্ত দীর্ঘায়িত করবেন এবং আমার থেকে অথবা আমার পরিজন থেকে একজন লোক আবির্ভূত করবেন, যার নাম ও তার পিতার নাম আমার ও আমার পিতার নামের সঙ্গে হুবহু মিল হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে যেরূপ তা যুলুমে পরিপূর্ণ ছিলো। আর সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসে বলেন, ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতদিন পর্যন্ত আমার পরিবারের এক ব্যক্তি আরবে রাজত্ব না করবে, তার নাম হুবহু আমার নামই হবে।

- (হাসান, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৮২ [ইঃ ফাঃ ৪২৩৩]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৫২; মুসনাদে আহমাদ খণ্ড ১/৩৭৬, হাঃ ৩৫৭২; মুসনাদে বাযযার ১৮০৪; সুনান তিরমিযী ৩২৩০; আল-মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বাহ ৩৭৬৪৮; আল-আফরাদ, ইমাম দ্বারাকুতনী ৩৬৪৩; আবু নুআইম ১৯; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৪৪২, হাদিস ৮৪১৩; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১০/১৩৩, হাঃ ১০২১৬, ১০০৬৯; ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ)

উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (রহঃ) .... আলী (রা:) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ যদি দুনিয়ার একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবুও আল্লাহ আমার পরিজন (আহলে বাইত) থেকে অবশ্যই এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন। তখনকার দুনিয়া যেরূপে অত্যাচারে ভরে যাবে, সে সেরূপেই তা ন্যায়-ইনসাফে ভরে দিবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৮৩ [ইঃ ফাঃ ৪২৩৪]; আল-মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা ৩৮৬৪৮; মুসনাদে আহমাদ ১ম খণ্ড, পৃ.৯৯, বৈরুত, দারুল ফিকর কর্তৃক প্রকাশিত)

মহানবী ﷺ বলেছেন, 'এমনকি সমগ্র বিশ্বের আয়ু যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে এবং কিয়ামত হতে একদিনও অবশিষ্ট থাকে তাহলেও মহান আল্লাহ্ ঐ দিবসকে এতটা দীর্ঘায়িত করবেন যাতে তিনি ঐ দিবসেই আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন যাকে আমার নামেই ডাকা হবে। পৃথিবী অন্যায়-অত্যাচারে ভরে যাওয়ার পর সে তা শান্তি ও ন্যায়ে পূর্ণ করে দেবে।'

- (সুনান আত-তিরমিযী ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫; আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩; মুস্তাদরাকুস্ সাহীহাইন (হাকেম), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭; আল মাজমা (তাবরানী), পৃ. ২১৭; তাহযীবুস্ সাবিত (ইবনে হাজার আসকালানী), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকাহ্ (ইবনে হাজার হাইসামী), ১১শ অধ্যায়, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৯; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ইকদুদ দুরার ফী আখবারিল মাহ্দী আল মুনতাযার, ১২শ খণ্ড, ১ম অধ্যায়; আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান (গাঞ্জী শাফিয়ী), ১২শ অধ্যায়; ফাতহুল বারী (ইবনে হাজার আসকালানী), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫; আল তাযকিরাহ্ (কুরতুবী), পৃ. ৬১৭; আল হাভী (সুয়ূতী), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫-১৬৬; শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়াহ্ (যুরকানী), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; ফাতহুল মুগীস (সাখাভী), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১; আরজাহুল মাতালিব (উবায়দুল্লাহ্ হিন্দী), পৃ. ৩৮০; আল মুকাদ্দিমাহ্ (ইবনে খালদুন), পৃ. ২৬৬; জামিউস সাগীর (সুয়ূতী), পৃ. ১৬০; আল উরফুল ওয়ারদী (সুয়ূতী), পৃ. ২)
- আশ শাফিয়ী (ওফাত ৩৬৩/৯৭৪) বলেছেন যে, এ হাদীস বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত এবং বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক তা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বর্ণিত ও প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া হাদীসটি ইবনে হিববান, আবু না'ঈম, ইবনে আসাকির প্রমুখ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাদিতেও উদ্ধৃত হয়েছে।

আবু ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'আলী (রা:) স্বীয় পুত্র হাসান রাঃ-এর প্রতি তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় আমার এই পুত্র একজন নেতা। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তার ঔরসে এমন এক লোকের আগমন ঘটবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর নামানুসারে। তিনি হবেন তাঁর (নবীর) চরিত্রের সদৃশ, কিন্তু চেহারা ও দৈহিক গঠনে তাঁর সদৃশ হবে না। অতঃপর আলী (রা:) উক্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা সারা ভূপৃষ্ঠকে পরিপূর্ণ করে দেবেন। [আবূ দাউদ, তবে ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর রিওয়ায়াত সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত ঘটনাটি বর্ণনা করেননি]

- (যঈফ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৬২; আবূ দাউদ ৪২৯০; য'ঈফাহ্ ৬৪৮৫)
- কারণ সনদে আবু ইসহাক ও 'আলী-এর মাঝে ইনকিতা আছে।

হযরত কাতাদাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে, তখন তিনি দুই হাতে মানুষের মাঝে শান্তি বন্টন করবে। তারপর আবার ফিতনা দেখা দিবে, তখন আসবে মরিয়ম এর পুত্র ঈসা (আঃ)।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১২)

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে আরও বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেনঃ ''আমি তোমাদেরকে মাহদীর আগমণ সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছি। মানুষেরা যখন মতবিরোধে লিপ্ত হবে তখন তিনি প্রেরিত

হবেন। পৃথিবী হতে জুলুম-নির্যাতন দূর করে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা তা ভরে দিবেন। আসমান-যমীনের সকল অধিবাসী তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন''।

- (মুসনাদে আহমাদ; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ৭/৩১৩-৩১৪; ইমাম হায়ছামী বলেনঃ হাদীছের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।)

নবী ﷺ বলেনঃ ''আখেরী যামানায় আমার উম্মাতের মধ্যে একজন খলীফা হবেন যিনি মানুষের মধ্যে মুক্ত হস্তে অগণিতভাবে ধন-সম্পদ বিতরণ করবেন''।

- (মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান)

তার নাম ও বংশ পরিচয়

অসংখ্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, শেষ জামানায় একজন খলীফা হবেন যিনি হবেন আহলে বাইত থেকে এবং সে এই পৃথিবীতে আবারো শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন এবং মুসলিমদের লাঞ্ছনার জীবনকে আবারো সম্মানিত করবেন। বেশির ভাগ হাদিসেই তাকে ইমাম আল মাহদী, খলীফাতুল্লাহ মাহদী হিসেবে এবং কিছু জায়গায় অস্পষ্টভাবে 'রসূল ﷺ এর বংশ থেকে একজন, আহলে বাইত থেকে একজন, কুরাইশ থেকে একজন ন্যায়পরায়ণ আমীর আসবে' এসেছে। মাহদী তার উপাধি নাম হবে তার আসল নাম নয়। তার নাম বেশির ভাগ জায়গাতেই মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা রসূল ﷺ বলেছেন তার নাম ও পিতার নাম আমার নাম ও পিতার নামেই হবে, সে কারণে এটাই সঠিক। তবে এক জায়গায় আহমাদ নামও উল্লেখ দেখা যায়। যেই দলিলের জোর বেশি সেটাই বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। তার পুরো নাম হয়- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল হাসানী আল ফাতেমী আল হাশিমী আল কুরাইশী। এই নাম থেকেই বুঝা, যায় তিনি আহলে বাইত থেকে হবেন যেমনটা বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ এসেছে।

ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ ''তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ফাতেমী আল-হাসানী''।

- (নিহায়া, অধ্যায়ঃ আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম)

আহমদ ইব্ন ইবরাহীম (রহঃ) .... উম্মু সালামাহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ মাহদী আমার পরিজন থেকে ফাতিমাহর (সন্তানদের) বংশ থেকে আবির্ভূত হবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৮৪ [ইঃ ফাঃ ৪২৩৫]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৮৬; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৫৩; সহীহুল জামি ৬৭৩৪; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৮০; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৬০০, হাঃ ৮৭১৪, ৮৭১৫; রাওদুন নাদীর ২/৫৪; সুনান নাসাঈ; বাইহাকী; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকাহ্, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৯)

আবূ ইসহাক (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা:) বলেছেন, আর তিনি তার ছেলে হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার এই ছেলেকে নবী ﷺ যেরূপ নেতা আখ্যায়িত করেছেন, অচিরেই তার বংশ থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তোমাদের নবী ﷺ-এর নামে তার নাম হবে, স্বভাব-চরিত্রে তাঁর মতো; কিন্তু গঠন আকৃতি অনুরূপ হবে না। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সে পৃথিবীকে ন্যায় বিচারে ভরে দিবে।

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯০ [ইঃ ফাঃ ৪২৪০])

আলী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মাহ্দী আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এক রাতে (এসলাহ তথা সংশোধন করে) খিলাফতের যোগ্য করবেন।

- (হাসান, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৮৫; সহীহাহ ২৩৭১; মুসনাদে আহমদ খণ্ড ২/৫৮ হাঃ ৬৪৫, ৬৪৬; রাওদুন নাদীর ২/৫৩; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১০৫০)

হযরত আব্দুল্লাহ (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ বলেন মাহদীর নাম আমার নামের সমান হবে (আমার নাম ও তার নাম এক হবে)। তার পিতার নাম আমার পিতার নাম। বর্ণনাকারী বলেন আমি আরেকবার হাদীসটি শুনেছি যাতে তার পিতার নাম উল্লেখ করেন নাই।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৭৬, ১০৭৭ [পথিক প্রকা: ১০৭৩, ১০৭৪; তাহকীক: সহীহ, হাসান])

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর নাম হবে মুহাম্মাদ। অথবা তিনি বলেন মাহ্দীর নাম হবে নবীর নাম।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৭৮ [পথিক প্রকা: ১০৭৫; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু ﷺ বলেন মাহ্দীর নাম হবে আমার নাম।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৮০ [পথিক প্রকা: ১০৭৭; যঈফ জিদ্দান])

হযরত আবু তুফাইল (রা:) হতে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ বলেন মাহদীর নাম হবে আমার নাম। আর তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৮১ [পথিক প্রকা: ১০৭৮; তাহকীক: যঈফ তবে মা'না সহীহ])

হযরত কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রা:) কে বললাম মাহদী কি হক বা সত্য? তিনি উত্তরে বললেন হক বা সত্য। তিনি বলেন আমি বললাম সে কাদের থেকে হবে? তিনি উত্তরে বললেন কুরাইশ থেকে। আমি বললাম কুরাইশের কোন শাখা হতে? তিনি উত্তরে বললেন বনী হাশেম হতে। আমি বললাম বনী হাশেমের কোন শাখা

হতে? উত্তরে তিনি বলেন বনী আব্দুল মুত্তালিব হতে। আমি বললাম কোন আব্দুল মুত্তালিব হতে? উত্তরে তিনি বললেন ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর বংশধর হতে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৮২ [পথিক প্রকা: ১০৭৯; তাহকীক: সহীহ])

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করে বলেন যে, রসূল ﷺ বলেন, মাহদী হল আমার বংশধর হতে এক ব্যক্তি অথবা তিনি বলেন মাহদী হল আমার পরিবারের থেকে এক ব্যক্তি।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৮৩ [পথিক প্রকা: ১০৮০; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হবে আমার হতে (আমার বংশধর হতে)।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৮৪ [পথিক প্রকা: ১০৮১; তাহকীক: সহীহ])

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী আমাদের পরিবারের থেকে এক যুবক হবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, তা থেকে তোমাদের বৃদ্ধরা হতাশ হয়ে যাবে। আর তোমাদের যুবকরা উহার আশা করবে। উত্তরে সে বলল, আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৮৬ [পথিক প্রকা: ১০৮৩; তাহকীক: সহীহ])

হযরত আলী (রা:) রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মাহদী হলেন আমার আহলে বাইত তথা আমার বংশের একজন ব্যক্তি।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৯১ [পথিক প্রকা: ১০৮৮; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী হলো আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৯৪ [পথিক প্রকা: ১০৯১; যঈফ জিদ্দান])

আবু জা'ফর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী বনী হাশেম গোত্রের হযরত ফাতেমা (রা:) এর বংশের থেকে হবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১০২ [পথিক প্রকা: ১০৯৯; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন যিনি হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর বংশের থেকে হবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১১০ [পথিক প্রকা: ১১০৭; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী হলো আমার আহলে বাইত তথা আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১১১ [পথিক প্রকা: ১১০৮; মাকতু, মুয়াল্লাক])

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ হাসানের নাম রেখেছেন সায়্যেদ। আর অচিরেই তাঁর বংশের থেকে একজন ব্যক্তি জন্মলাভ করবে, যার

নাম হবে তোমাদের নবীর নামে। তিনি গোটা পৃথিবীতে ন্যায় বিচারে ভরপুর করে দিবেন যেমন পৃথিবী জুলুমে ভরে গেছে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১১৩ [পথিক প্রকা: ১১১০; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কা'ব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন যিনি হযরত ফাতেমা (রা:) এর বংশের থেকে হবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১১২, ১১১৪ [পথিক প্রকা: ১১০৯, ১০১১; তাহকীক: যঈফ])

হযরতে কা'ব ইবনে আহবাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি কুরাইশ বংশ থেকে হবে এবং খেলাফতও তাদের মধ্যে বাকি থাকবে। তবে কতক ইয়ামানীও খলীফা হবেন, যাদের সাথে কুরাইশের বৈবাহিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১১৫ [পথিক প্রকা: ১১১২; তাহকীক: যঈফ])

নবী ﷺ বলেনঃ "ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবেনা যতদিন না আমার পরিবারের একজন লোক আরবদের বাদশা হবেন। তাঁর নাম হবে আমার নামে এবং তাঁর পিতার নাম হবে আমার পিতার নামের অনুরূপ"।

- (মুসনাদে আহমাদ; সহীহুল জামেউস্ সাগীর ৫১৮০)

তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আল্লাহ তা'আলাকে ভয়কারী হবে। ঈগলের ভয় করার মত। (ভয়ের কারণে) উহা ডানা প্রসারিত করে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৬১ [পথিক প্রকা: ১০৫৮; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু সাঈদ (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করে বলেন যে, মাহদী সম্পদ দানকারী ও (মন্দ) বিতাড়িতকারী হবেন।
অন্য অনুবাদে এসেছে- মাহদী প্রশস্ত ললাট ও দীর্ঘ নাকের অধিকারী হবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫ [পথিক প্রকা: ১০৫৯-১০৬২; তাহকীক: যঈফ])

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মাহদী হবে যুবক।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৬৮ [পথিক প্রকা: ১০৬৫; তাহকীক: সহীহ])

হযরত আবু তুফাইল (রা:) হতে বর্ণিত যে, একবার রসূল ﷺ মাহদীর গুনাগুন বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন তার ভাষায় হবে ওজনতা। তার যখন তার উপর কথা বিলম্বিত হবে তখন বাম উরু ডান হাত দ্বারা মারবে। তার নাম হবে আমার নাম। তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৬৯ [পথিক প্রকা: ১০৬৬; তাহকীক: যঈফ])

সাহ্ল ইব্ন তাম্মাম (রহঃ) .... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার বংশ থেকে মাহদীর আবির্ভাব হবে, সে হবে প্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাকবিশিষ্ট (উজ্জ্বল চেহারা, উঁচু নাকবিশিষ্ট)।

- (হাসান, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৮৫ [ইঃ ফাঃ ৪২৩৬]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৫৪; সহীহুল জামি ৬৭৩৬; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৫৫৭)

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'মাহ্দী আমার আহলে বাইত থেকে আবির্ভূত হয়ে একটি বিপ্লব ঘটাবে এবং পৃথিবী অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাকে ন্যায় ও সাম্য দ্বারা পূর্ণ করে দেবে।'

- (মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; জামিউস সাগীর, পৃ. ২ ও ১৬০; আল উরফুল ওয়ার্দী, পৃ. ২; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ইকদুদ দুরার, ১২শ খণ্ড, অধ্যায় ১; আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান, ১২শ অধ্যায়; আল ফুসুসুল মুহিম্মাহ্, ১২শ অধ্যায়; আরজাহুল মাতালিব, পৃ. ৩৮০; আল মুকাদ্দিমাহ্, পৃ. ২৬৬)

তার রাজত্ব কাল

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে ইমাম মাহদী কত বছর শাসন করবেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ৪০ বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তারপর খলীফা হিসেবে পৃথিবীতে শাসন করবেন। বিভিন্ন হাদিস থেকে পাওয়া যায় তিনি ৭ বছর, ৮ বছর, ৯ বছর শাসন করবেন। এছাড়া অন্যান্য যেসকল বর্ণনা রয়েছে তা একক এবং দুর্বল সনদ বা মতনে ভুল। কিছু হাদিসে ৭ থেকে ৯ বছর এসেছে। বিভিন্ন হাদিস দেখে এটির সঠিকটা নির্ণয় করা যায় না আর এটি আল্লাহ তায়ালা কম-বেশিও করতে পারেন। তবে আরো কিছু সূত্র থেকে ৮ (আট) বছর শাসন করবেন বলে মতটিকেই বেশি সঠিক মনে হয়। এ ব্যাপারে সরাসরি হাদিসও রয়েছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, আখেরী যামানায় আমার উম্মাতের ভিতরে মাহদীর আগমণ ঘটবে। তাঁর শাসনকালে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যমিন প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে, তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান বৃদ্ধি (হারানো গৌরব ফিরে) পাবে। (এরপর) তিনি সাত বছর কিংবা আট বছর জীবিত থাকবেন (খিলাফত পরিচালনা করে মৃত্যুবরণ করবেন)।

- (মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৬০১; সিলসিলায়ে সহীহা ৭১১; আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন)

হযরাত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী এর মধ্যে তথা শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর সাত বছর অথবা আট বছর অথবা নয় বছর জীবিত থাকবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১২১, ১১২২ [পথিক প্রকা: ১১১৮, ১১১৯; তাহকীক: যঈফ])

আবু সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেন, ইমাম মাহদি সাত, আট অথবা নয় বছর রাজত্ব করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৯৫৪)

আবু সা'ঈদ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বিপদ-আপদের কথা আলোচনা করলেন, যা এ উম্মাতের শেষ সময় এসে পৌছবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তা হতে আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না। এ সময় আল্লাহ তা'আলা আমার বংশ ও আমার পরিবার হতে এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতে পাঠাবেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা জমিনকে এমনিভাবে পরিপূর্ণ করে দেবেন। যেমনিভাবে তা ইতোপূর্বে যুলম-অবিচারে পরিপূর্ণ ছিল। তার কার্যকলাপে আসমান ও জমিনের অধিবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আকাশ তার এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রাখবে না; বরং সম্পূর্ণই বের করে দেবে। (প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা দেখে) জীবিত লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। লোকেরা এই অবস্থায় সাত অথবা নয় বছর জীবনযাপন করবে। (হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক'-এ বলেন, হাদীসটি সহীহ)

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৫৭; সুনান আবু দাউদ ৪২৮২; সুনান আত তিরমিযী ২৩৪৫; সহীহুল জামি ৫৩০৪; সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৫২৯; মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক ২০৭৭০; মুসনাদে বাযযার ১৫৫৬; মুসনাদে আহমাদ ১১৩৩১; আবু ইয়া'লা ৯৮৭; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮২৩; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বারানী ১৫৪১২; আল মু'জামুল আওসাত্ব ১২৩৩; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৩৮)

সাহ্ল ইব্ন তাম্মাম (রহঃ) .... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার বংশ থেকে মাহদীর আবির্ভাব হবে, সে হবে প্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাকবিশিষ্ট (উজ্জ্বল চেহারা, উঁচু নাকবিশিষ্ট)। তখনকার দুনিয়া যেরূপে যুলুমে ভরে যাবে, সে তার বিপরীতে তা ইনসাফে ভরে দিবে; আর সে সাত বছর রাজত্ব করবে।

- (হাসান, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৮৫ [ইঃ ফাঃ ৪২৩৬]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৫৪; সহীহুল জামি ৬৭৩৬; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৫৫৭)

তিনি ১২ জন আমীর/ইমামের সর্বশেষ

আমর ইব্ন উছমান (রহঃ) .... জাবির ইব্ন সামুরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, এ দ্বীন ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের উপর সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত বার জন খলীফা (নিযুক্ত) হয়। (রাবী বলেনঃ) এরপর আমি নবী ﷺ কে আরো কিছু বলতে শুনি, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেনঃ এ সমস্ত খলীফা কুরায়শ বংশ থেকে হবে।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম ইঃ ফাঃ ৪৫৫৪, ৪৫৫৭, ৪৫৫৮, ৪৫৫৯; আবু দাউদ ৪৯৭৯ [ইঃ ফাঃ ৪২৩০])

জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺকে বলতে শুনেছি যে, বার জন খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এ দ্বীন 'ইয্‌যতের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাবী বলেনঃ একথা শুনে সাহাবীগণ তাকবীর দেন এবং চিৎকার করেন। এরপর তিনি আস্তে আস্তে কিছু বলেন, (যা আমি শুনতে না পাওয়ায়) আমার পিতাকে জিজ্ঞাস করিঃ হে আমার প্রিয় পিতা! তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেনঃ সে সব খলীফা কুরায়শ বংশ থেকে হবে।

- (সুনান আবূ দাউদ (ইঃ ফাঃ) ৪২৩১; একইরকম বর্ণনা- সহীহ মুসলিম; আবু দাউদ ৪২৩০, ৪৯৭৯)

ইলহামপ্রাপ্ত-বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত হবেন

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, শোনো হে আয়েশা! আমার কন্যা ফাতেমার বংশের এক সন্তান আসবে, যে কুরআনে ভাষায় দুর্বল থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তাকে আসমানী জ্ঞানে সাহায্য করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তাঁর নাম কি হবে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৮৪)

হযরত আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ইমাম মাহদী আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান পাবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৮৫)

হযরত বাকের (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হযরত কাজিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যামানার ইমামগণ ইলহাম প্রাপ্ত হন, আর ইমাম মাহদীও আল্লাহর গোপন বাণী (ইলহাম) পাবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৮৬)

আলী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মাহ্‌দী আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এক রাতের মধ্যেই এসলাহ (সংশোধন) করবেন।

- (হাসান, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৮৫; সহীহাহ ২৩৭১; মুসনাদে আহমদ খণ্ড ২/৫৮ হাঃ ৬৪৫, ৬৪৬; রাওদুন নাদীর ২/৫৩; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১০৫০)

মাহদী সম্পর্কে অন্যান্য দুর্লভ-অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা

ইমাম মাহদীর আগমন হবে, এ বিষয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ বিশ্বাস করে। তেমনি ইমাম মাহদী নিয়ে শিয়াদেরও আকিদা আছে যাতে রয়েছে অনেক বাড়াবাড়ি মিশ্রিত। তবে অনেক বর্ণনা তাদের কিতাবে পাওয়া যায় তার কিছু গ্রহণ করা যেতে পারে বা সত্য হতে পারে। তাই ইমাম মাহদীর বিষয়ে যে সকল বর্ণনা দুর্বল-দুর্লভ এবং যে সকল বর্ণনা শিয়াদের কিতাব থেকে পাওয়া যায় (যেগুলো বাস্তবসম্মত, বেউসুল নয়) তা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন: "মাহদী আমার বংশধারার অন্তর্ভুক্ত এবং ফাতিমার একজন বংশধর হবে। আমি যেভাবে ওহীর ভিত্তিতে সংগ্রাম করেছি তদ্রূপ সে আমার পথ ও পদ্ধতির (সুন্নাহর) ভিত্তিতে সংগ্রাম করবে।"

- (বায়ান-ই শাফিয়ী, পৃ. ৬৩)

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "যেভাবে আমি ইসলাম ধর্মের সূচনালগ্নে এ ধর্মসহ উত্তিত হয়েছি ও আন্দোলন করেছি তদ্রূপ সে সর্বশেষ যুগে ইসলাম ধর্মসহ উত্থিত হবে।"

- (বিহারুল আনোয়ার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৭৮; এটি শিয়াদের প্রসিদ্ধ একটি কিতাব)

একইভাবে তিনি বলেছেন: "বিশ্বে কেবল ইসলামের শাসনকর্তৃত্ব ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তখন পৃথিবী রূপালী ফলকের মতো আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাবে।"

- (আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃ. ৬৬)

কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর অধিকাংশ সঙ্গী যুবক হবে। বরং এগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে পৌঢ় ও বৃদ্ধদের সংখ্যা পথিকের ব্যঞ্জনের (তরকারীর) মধ্যে লবন যেমন সামান্য মাত্রায় থাকে, তেমনি নগণ্য হবে।

আমীরুল মুমিনীন আলী (রা:) বর্ণিত হাদীসটিতে বলা হয়েছে, "আল মাহ্দীর সঙ্গীরা হবে যুবক। চোখের মধ্যে সুরমা এবং ব্যাঞ্জনে লবন যেমন সামান্য হয়, তেমনি তাদের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক পৌঢ় ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকবে। আর পথিকের পাথেয়ের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য জিনিসই হচ্ছে লবন।"

- (আসরে জুহুরি; বিহারুল আনোয়ার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪)

হযরত আলী (রা:) বলেছেন: "অন্যেরা যখন পবিত্র কোরআনকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা, অভিরুচি ও বিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় (অর্থাৎ নিজেদের অভিরুচির ভিত্তিতে অপব্যাখ্যা করবে) তখন সে পবিত্র কোরআন থেকে তার আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে। সে বিশ্ববাসীকে ন্যায়প্রক্রিয়া কিভাবে অবলম্বন করতে হয় তা বাস্তবে দেখাবে এবং কিতাবে (কোরআন) ও সুন্নাহ যাকে পরিত্যাগ ও কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে তা পুনরুজ্জীবিত করবে।"

- (শারহু নাহজুল বালাগাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬; আলী (রা:) এর খুতবার সংকলন করা একটি কিতাব নাম নাহজুল বালাগাহ যা শিয়াদের নিকট একটি প্রসিদ্ধ কিতাব)

ইমাম বাকির (রহি) থেকে বর্ণিত হয়েছে: "আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পলায়নরত রক্তে রঞ্জিত কাতর পাখির মতো, আমাদের আহলে বাইতের এক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ তা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তখন সে তোমাদেরকে বছরে দু'বার পুরষ্কার এবং মাসে দু'টি জীবিকা প্রদান করবে। তোমরা তার সময় এমনভাবে প্রজ্ঞা

অর্জন করবে যে, মহিলারা নিজ নিজ ঘরে মহান আল্লাহর কিতাব এবং মহানবী ﷺ এর সুন্নাহর ভিত্তিতে বিচার করবে।”

- (বিহারুল আনোয়ার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৫২)

ইমাম সাদিক (রহ:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, “ইসলাম ধর্ম শ্রীহীন ও হীন হওয়ার পর মহান আল্লাহ এ ধর্মকে তার মাধ্যমে সম্মান প্রদান করবেন, পরিত্যাক্ত ও অপাঙক্তেয় থাকার পর এ ধর্মকে পুনরায় জীবিত করবেন, জিযিয়াহ পুনঃপ্রত্যাবর্তন করবেন এবং তরবারী দিয়ে কাফির ও প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তার পথে আহবান করবেন; আর যে এর বিরোধিতা করবে সে নিহত হবে; আর যে তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে সে-ই অপদস্ত হবে।

- (বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ২৯৭)

তিনি আরো বলেছেন: মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে সব ধরনের বিদআত দূরীভূত করবেন, প্রতিটি পথভ্রষ্টতাকে মিটিয়ে দেবেন এবং প্রতিটি সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

- (আল কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১২)

ইমাম বাকির (রহ:) বলেছেন, পৃথিবীর বুকে এমন কোন বিরাণ ভূমি থাকবে না যা আবাদ হবে না। একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমা, মূর্তি ইত্যাদির মতো আর কোন উপাস্য থাকবে না যা অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধ্বংস হবে না (অর্থাৎ সব প্রতিমা-মূর্তি পুড়িয়ে ধ্বংস করা হবে)।

- (কামালুদ্দীন, শেখ সাদুক প্রণীত, পৃ. ৩৩১)

মহানবী ﷺ বলেছেন, “পৃথিবী তার জন্য এর সমুদয় সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য বের করে দেবে এবং সে জনগণের মধ্যে অগণিত ধন-সম্পদ বণ্টন করবে।”

- (বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৬৮)

ইমাম বাকির বলেছেন, “মহান আল্লাহ্ তার মাধ্যমে নিজ ধর্মকে বিজয়ী করবেন যদিও কাফের-মুশরিকরা তা পছন্দ করবে না এবং পৃথিবীর সমস্ত বিধ্বস্ত ও বিরাণ এলাকা তার মাধ্যমে আবাদ হয়ে যাবে।”

- (বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ১৯১)

ইমাম সাদিক বলেছেন: “মাহ্দী মানব জাতির প্রাণপ্রিয় নেতা এবং মহান আল্লাহ্ তার মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত ফিতনার প্রজ্বলিত অগ্নি নিভিয়ে দেবেন।”

- (বিশারাতুল ইসলাম, পৃ. ১৮৫)

সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে: “যে বছর আল কায়েম আল মাহ্দী আবির্ভূত হবেন এবং কিয়াম করবেন সে বছর চব্বিশ বার পৃথিবীর ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হবে যার বরকত ও কল্যাণকর প্রভাব সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হবে।”

- (কাশফুল গাম্মাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫০)

ইবনে হাম্মাদ বর্ণনা করছেন: "মাহ্‌দীর চিহ্ন হচ্ছে নিজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাপারে কঠোর আচরণ, মুক্ত হস্তে ধন-সম্পদ দান এবং দুঃস্থ, সহায়-সম্বলহীন মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া।"

আরো বর্ণিত হয়েছে, "মাহ্‌দী যেন অসহায়দের মুখে মাখন পুরে দেবেন।"

- (ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৮)

ইমাম বাকির থেকে বর্ণিত হয়েছে: "আমি যেন আল কায়েমের সঙ্গী-সাথীদেরকে দেখতে পাচ্ছি যারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের আজ্ঞাবহ, এমনকি ভূ-পৃষ্ঠের হিংস্র পশুকুল এবং আকাশের শিকারী পাখীরাও তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করবে। সবকিছুই, এমনকি ভূ-পৃষ্ঠের এক অঞ্চল আরেক অঞ্চলের ওপর গর্ব করে বলবে : আজ আল কায়েমের একজন সঙ্গী আমার ওপর পদধুলি দিয়েছেন এবং আমাকে অতিক্রম করেছেন।"

- (বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩২৭)

ইমাম বাকির থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে: "যখন আমাদের কায়েম আবির্ভূত হবে ও বিপ্লব করবে তখন পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে যে ব্যক্তিকেই প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করবে তখন তাকে বলবে: তোমার হাতের তালুতেই তোমার কর্মসূচী ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা আছে। যখনই তোমার ক্ষেত্রে কোন ব্যাপার ঘটবে যা তুমি বুঝ নি এবং যার হিকমতও তোমার জানা নেই তখন তুমি তোমার হাতের তালুর দিকে তাকাবে এবং সেখানে যে নির্দেশনা বিদ্যমান আছে তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"

- (নুমানী প্রণীত গাইবাত, পৃ. ৩১৯)

মাহদী আগমণের ব্যাপারে কতিপয় বিজ্ঞ আলেমের বক্তব্যঃ

ইমাম ইবনে তাইমীয়াহ্ (ওফাত ৭২৮ হি./১৩২৮ খ্রি.) তাঁর গ্রন্থ 'মিনহাজুস সুন্নাহ্'য় (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১১-২১২) লিখেছেন যে, ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য। আর তাঁর শিষ্য যাহাবী তাঁর শিক্ষকের এ গ্রন্থের সার সংক্ষেপে এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

- (মুখতাসার মিনহাজুস সুন্নাহ্, পৃ. ৫৩৩-৫৩৪)

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী কর্তৃক ১১ অক্টোবর ১৯৭৬ তারিখে প্রদত্ত এক ফতোয়ায় বলা হয়েছে যে, ২০ জনেরও অধিক সাহাবী ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া যে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যাঁরা ইমাম মাহ্‌দীর ওপর বই-পুস্তক লিখেছেন তাঁদের একটি তালিকাও এ ফতোয়ার সাথে প্রদান করা হয়েছে। এ ফতোয়ায় বলা হয়েছে : হাদীসের হাফেজ এবং হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ প্রত্যয়ন করেছেন যে, ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের মধ্যে অনেক সহীহ এবং হাসান হাদীস বিদ্যমান। এর অধিকাংশ হাদীসই বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত (অর্থাৎ মুতাওয়াতির বা অকাট্য)। তাঁরা আরও প্রত্যয়ন করেছেন যে, মাহ্‌দীর আগমনে বিশ্বাস স্থাপন ফরয এবং এটি হচ্ছে আহলে সুন্নাত

ওয়াল জামায়াতের আকীদার অন্যতম। সুন্নী মাজহাবের কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিরা ও বিদআতপন্থীরা মাহ্দী সংক্রান্ত আকীদা অস্বীকার করেছেন।

- (এ ফতোয়ার পূর্ণ পাঠের জন্য আল বায়ান গ্রন্থের লেখক আল গাঞ্জী আশ শাফেয়ীর ভূমিকা দেখুন, বৈরুত ১৩৯৯ হি./ ১৯৭৯ খ্রি., পৃ. ৭৬-৭৯)

ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেনঃ "যতদূর জানা যায় মাহদীর ব্যাপারে ৫০টি মুতাওয়াতির হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সহীহ, হাসান ও সামান্য ত্রুটি বিশিষ্ট হাদীছ, যা অন্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে ত্রুটিমুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং বিনা সন্দেহে হাদীছগুলো মুতাওয়াতির"।

- (নাজমুল মুতানাছিরি মিনাল হাদিসিল মুতাওয়াতিরি, পৃষ্ঠা ১৪৫-১৪৬)

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রঃ) বলেনঃ মাহদীর বিষয়টি অতি সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে হাদীছগুলো মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। তাঁর আগমণ সত্য। তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাসানী আল-ফাতেমী। আখেরী যামানায় তিনি আগমণ করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যায়-অবিচার প্রতিহত করবেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ সত্য ও কল্যাণের ঝান্ডা বলুন্দ করবেন। যে ব্যক্তি আখেরী যামানায় ইমাম মাহদীর আগমণকে অস্বীকার করবে তার কথায় কর্ণপাত করা যাবেনা।

- (আশরাতুস্ সাআ, ডঃ আব্দুল্লাহ সুলায়মান আল-গুফায়লী, পৃষ্ঠা ৮৭)

শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেনঃ ২৬ জন সাহাবী থেকে মাহদীর আগমণ সম্পর্কিত হাদীছগুলো বর্ণিত হয়েছে। ৩৬টি হাদীছ গ্রন্থে এ সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

- (আর রদ্দু 'আলা মান কাজাবা বিল আহাদীসিছ্ ছহীহাতিল ওয়ারিদাতি ফিল মাহদীই)

সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (রঃ) বলেনঃ মাহদীর ব্যাপারে অনেক হাদীছ বিভিন্ন গ্রন্থে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। *

- (আল ইযা'আতু লাম্মা কানা ও মা ইয়াকুনু বাইনা ইয়াদাইস সা'আতি, পৃষ্ঠা ১১২)
- * উসূলে হাদীছের পরিভাষায় মুতাওয়াতির ঐ হাদীছকে বলা হয় যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে মিথ্যার উপর তাদের একমত হওয়ার কল্পনাও করা যায়না।

৬.৩৩.২ মাহদীর সহচর শুয়াইব ইবনে সালেহ

ইমাম মাহদীরও একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু অর্থাৎ সহচর থাকবে। তার নাম হবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। অন্যান্য যেসকল নেতারা বা ইমামগণ তার আগে এসেছে তাদের সকলেরই একজন করে সহচর রয়েছে। যেমন ইমাম মাহমুদ এর সহচর শামীম বারাহ এবং ইমাম মানসূর এর সহচর হারিস ইবনু হাররাস। শুয়াইব ইবনে সালেহ কখন বের হবেন এবং তার কার্যক্রম কি কি হবে এ বিষয়ে আগেই লেখা হয়েছে। এখানে কিছু হাদিস আবারো তুলে ধরা হলো।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে (৭৫০-১২৫৮ সাল পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল)। অতঃপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো। তাদের পোষাক হবে সাদা রং এর। তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ অথবা সালেহ ইবনে শুয়াইব ডাকা হবে। সে হবে তামিম গোত্রের। তারা সুফিয়ানীর সৈন্যদের পরাজিত করবে। এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে। আর সিরিয়া হতে তিনশত লোক তার সাথে মিলিত হবে। তার বের হওয়া ও মাহদীর নিকট বিষয় সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর মাসের ব্যবধান হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৪)

হযরত সুফিয়ান কালবী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর পতাকা তলে এক যুবক বের হবে। অল্প বয়সের। পাতলা দাঁড়ি বিশিষ্ট। হলুদ বর্ণের। আর হযরত ওয়ালীদ তার হাদীসের মধ্যে আসফার (হলুদ বর্ণের হওয়া) উল্লেখ করেন নাই। যদি সে পাহাড়ের সম্মুখিন হয়ে তাহলে পাহাড়কেও কাঁপিয়ে দিবে। আর হযরত ওয়ালিদ বলেন তা ভেঙ্গে ফেলবে। এমনকি সে ঈলাতে (বাইতুল মুকাদ্দাসে) অবতরণ করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৭১ [পথিক প্রকা: ১০৬৮; তাহকীক: যঈফ])

হযরত হাসান (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আর্যদের পিতল বর্নের চাঁর ব্যাক্তি বনি তামিম গোত্রের অভিমুখে বের হবেন। তাদের মধ্যে একজন হবেন হাঙর মাছের মত (তামাটে বর্ণের মত), যার নাম হবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। তার সাথে ৪০০০ সৈন্য থাকবে। তাদের পোশাক হবে সাদা, আর তাদের পতাকা হবে কালো। তারা ইমাম মাহদীর অগ্রগামী অনুগত সৈন্য হবে এমনকি তারা তাদের শত্রুদের পরাজিত না করে মাহদীর সাথে সাক্ষাৎ করবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৭)

৬.৩৩.৩ আবির্ভাবের সময়কাল

ইমাম মাহদীর আগমন কখন হবে সেই বিষয়ে প্রতি যুগেই চলেছে অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী। বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং মাহদীর আগমনের ২, ১ টি আলামত মিলিয়েই প্রচার হতে থাকে অমুক সময়ে মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। আবার এর ফায়দা নিয়ে অনেক প্রতারক, ভণ্ডরাও নিজেদের মাহদী দাবী করছে যেমন টা বর্তমানে অহরহ দেখা যাচ্ছে। বর্তমান যুগে মুজাদ্দিদের আগমনের সময়কালকেই অনেকে মাহদীর আগমনের সময়কাল ধরে এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন জনে বিভিন্ন আলামত জেনে বিভিন্ন সময় আনুমানিক ভাবে নির্ণয় করে বলেছে এরকম সময়ে আগমন হতে পারে। আবার অন্য একটি দল রয়েছে যারা বলে থাকেন যে, তিনি কখন আসবেন তার কোন সঠিক হিসাব কোথাও দেওয়া নেই তবে আলামত রয়েছে। আমরা যদি ফিতনার আলামতগুলো সব দেখি এবং এই নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা ও চিন্তা ফিকির করি তাহলে আমরা এর একটা সম্ভাব্য সময় হাদিস থেকেই জানতে পারি। বিভিন্ন

গবেষকদের মত ও বিভিন্ন লোকের দাবি অনুযায়ী ২০২০, ২০২১, ২০২৪, ২০২৬ ও ২০২৮ সালগুলো নিয়ে মাহদীর আবির্ভাবের সময়কাল পাওয়া যায়। এই সালগুলো কেন গবেষকরা উল্লেখ করেছেন এবং কোনটি সবচেয়ে সঠিক সেটির ব্যাখ্যাও এখানে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। (এর আগে ৩য় অধ্যায়ে মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব নিয়ে লেখায়ও কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে।)

১। তুর্কি খিলাফত ধ্বংস

হযরত আবু কুবাইল (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, খিলাফত ধ্বংসের ১০৪ বছর পর মাহদীর উপর মানুষ ভিড় করবে। ইবনে লাহইয়া বলেন, উক্ত (খিলাফতের) হিসাবটা আজমী তথা অনারবী হিসাব মতে। আরবী হিসাব মতে নয়।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৬২ [পথিক প্রকা: ৯৬২; তাহকীক: যঈফ]; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১১)

আমরা সবাই জানি যে, তুর্কি খিলাফত আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত করা হয়েছিল। সুতরাং ১৯২৪+১০৪ =২০২৮ সাল।
বিঃদ্রঃ- একমাত্র তুর্কি খিলাফত আজমী, অর্থাৎ অনরবী। এছাড়া চার খলিফা, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, ফাতেমীয় খিলাফত সবগুলোই আরবদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

২। ১৫ ই রমজান শুক্রবার রাতে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে"। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে?' নবীজি ﷺ বললেন, "না, বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে"।

- (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)

সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ১৫ই রমজান শুক্রবার হয় ১৪৪৯ হিজরী বা ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৮ সাল।

৩। রমজান মাস শুরু হবে শুক্রবার

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রমজানে অনেক ভূমিকম্প হবে। যে বছর শুক্রবার রাতে রমজান মাস শুরু হয়। তারপর মধ্য রমজানে ফজরের নামাজের পর আকাশ থেকে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে। তখন তোমরা সবাই ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রাখবে। আর সবাই সোবহানাল কুদ্দুস, সোবহানাল কুদ্দুস, রাব্বুনাল কুদ্দুস বলবে।

- (আল ফিতানঃ নুয়াইম বিন হাম্মাদ)

সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ১ রমজান শুক্রবার ১৪৪৯ হিজরী বা, ২৮ জানুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

(বিঃ দ্রঃ হাদিস বড় হওয়ার কারনে সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি এবং কিতাবুল ফিতানের অনুবাদে শুক্রবারে রমজান মাস শুরু হবে এরকম বলা হয়নি। প্রথম রমজান ও মধ্য রমজান শুক্রবার হওয়া একটি আলামত এবং এটি শুধু ২০২০ সাল এবং ২০২৮ সালের রমজান মাসের সাথেই মিলে। ২০২০ সালের মধ্যে যেহেতু অন্যান্য আলামতগুলো ঘটার সম্ভাবনা নেই তাই ২০২৮ সালটিই একমাত্র এই আলামতের সাথে মিলে, অন্য কোনো সালে নয়।)

৪। আশুরা বা, ১০ মুহাররম শনিবার হবে

হযরত বাকির (রহঃ) বলেন, যদি দেখ আশুরার দিন বা ১০ মুহাররম শনিবার ইমাম কায়িম (মাহদী) মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার এর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে থাকেন তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তাকে বাইয়াত দেয়ার জন্য।

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৭০; গাইবাত, লেখকঃ শাইখ আত তুসী, পৃষ্ঠা ২৭৪; কাশফ উল গাম্মাহ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫২; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৮)

সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১০ মুহাররম শনিবার ১৪৫০ হিজরী বা, ৩ জুন ২০২৮ সাল হয়।

৫। ইমাম মাহদীর নাম ধরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর আহ্বান

হযরত আবু বাছির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক (রহ:)) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন আহলে বাইতের (রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমনঃ ১. আকাশ থেকে আহ্বান। ২. সুফিয়ানীর উত্থান। ৩. খোরাসানের বাহিনীর আত্মপ্রকাশ। ৪. নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপক হারে হত্যা করা। ৫. (বাইদার প্রান্তে) মরুভূমিতে একটি বিশাল বাহিনী ধ্বসে যাবে।

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে। ১. শ্বেত মৃত্যু। ২. লাল মৃত্যু। শ্বেত মৃত্যু দুর্ভিক্ষের কারনে মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) কারনে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি (হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার (ইমাম মাহদীর) নাম ধরে আহ্বান করবে ২৩ ই রমজান শুক্রবার রাতে। (হাদিস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি)

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৯; বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫০, মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৪২৫; মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭২)

সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২২ রমজান শুক্রবার (যেহেতু আরবী মাস সন্ধ্যা থেকে হিসাব করতে হয়, তাই শুক্রবার রাত ২৩ ই রমজান হবে) রাত ১৪৪৯ হিজরী বা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

৬। রমজান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবে

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী থেকে দুটি বিষয় না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত মাহদীর আগমন হবে না। প্রথমটি হল, রমজানের প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ ও মধ্য রমজানে সূর্য গ্রহণ না ঘটে।

- (ইমাম আল আলী বিন উমর আল দারাকতুনী; আল কাউলুল মুখতাসার ফি আলামাতিল মাহদী আল মুন্তাজার, লেখকঃ- ইবনে হাজার আল হাইতামী, পৃষ্ঠা ৪৭)

১ রমজান রবিবার ১৪৪৮ হিজরী বা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সালে সূর্য গ্রহণ ঘটবে। এবং ১৪ রমজান শনিবার ১৪৪৮ হিজরী বা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ চন্দ্র গ্রহণ ঘটবে। (সূত্রঃ Wikipedia & NASA website)

বিঃ দ্রঃ ২০২৬ সালেও রমজান মাসে দুই বার চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবে। অর্থাৎ এই আলামত দেখলে বুঝতে হবে তার পরেই মাহদীর আগমন হবে, এর আগে নয়। তাই এর আগে আগমন করবে যারা বলে তারা মূলত এই আলামতটি হিসাব করেনি এবং এর আগেই যারা মাহদী দাবি করে বসে আছে তারা ভণ্ড।

৭। বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) এর উক্তি

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, ১৪০০ হিজরীর দুই দশক ও তিন দশক পর ইমাম মাহদীর আগমন হবে।

- (আসমাউল মাসালিক লিইয়াম মাহদিয়াহ মাসালিক লি কুল্লিদ দুনিইয়া বি আমরিল্লাহীল মালিক, লেখক: কালদা বিন জায়েদ, পৃষ্ঠা ২১৬; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৭০)

সুতরাং ১৪০০+২০+৩০=১৪৫০ হিজরী বা ২০২৮ সাল।

৮। শাহ নিয়ামতউল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহ

শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহ মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভবিষ্যৎবাণী করা একটি কবিতা। কাসিদাহ লেখা হয়েছে ১১৫৮ সালে। কাসিদাহ এর (প্যারা-৫৭) বলা হয়েছে,

‘কানা জাহুকার’ প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত
(ইমাম মাহাদি) দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত।

উল্লেখ যে, ‘‘কানা যাহুকা’’ সূরা বনী ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতের শেষ অংশ। যার অর্থ মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য। পূর্ব আয়াতটির অর্থ ‘‘সত্য সমাগত মিথ্যা বিলুপ্ত’’। অর্থাৎ যখন

মিথ্যার বিনাশ কাল উপস্থিত হবে তখন উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হবেন "ইমাম মাহদী"। উনার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাতিল ধ্বংস হবে। তাহলে বনী ইসরাইলের আয়াত ৮১+ভারতের সত্য মিথ্যার বিভক্ত বা পাকিস্তান নামে ভাগ হয়, ১৯৪৭+৮১=২০২৮ সাল। শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ ভারত ও পাকিস্তান ভাগের সময় থেকে এই হিসাবটি করে ৮১ নং আয়াত উল্লেখ করে অস্পষ্টভাবে বলে গেছেন যার ব্যাখ্যা পরে পাওয়া গেছে। এছাড়া আশ্ শাহ্রানের আগামী কথনেও সরাসরি ২০২৮ সালে আগমনের ব্যাপারে বলা হয়েছে। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, মাহদী প্রকাশের সময় কোন অন্ধকার থাকবে না। সকল মানুষই আলোকিত হবে। আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারপর তিনি সূরা বনী ইসরাইলের একাশি নম্বর আয়াত পাঠ করতে থাকলেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬৯)

৯। সুফিয়ানীর জন্ম ও উত্থান

হযরত যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন দ্বিতীয় সুফিয়ানীর জন্মের সময় আকাশে আলামত বা নিদর্শন দেখা যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫৪)

১৯৮৬ সালের ৮ই মার্চ আকাশে হেলির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। সাধারণত প্রতি ৭৪ থেকে ৭৯ বছর পর পর হেলির ধূমকেতু পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয়। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, যে বছর হেলির ধূমকেতু দৃশ্যমান হয়, সে বছর একটা বিখ্যাত ঘটনা ঘটে।

হযরত হুজায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন খুযায়ী (রা:) রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা এই সুফিয়ানিকে কিভাবে চিনব? উত্তরে রসূল ﷺ বললেন, "তার গাঁয়ে দুটি কাতওয়ানির চাদর থাকবে (দুটি শক্তিশালী দল)। তার চেহারার রং ঝলমলে তারকার মতো হবে। ডান গালে তিলক থাকবে। আর বয়স চল্লিশের কম হবে"।

- (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১০)

সুতরাং ১৯৮৬+৪০=২০২৬ সাল। অর্থাৎ ২০২৬ সালের মধ্যেই সুফিয়ানীর উত্থান হবে। আমরা সবাই জানি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে সিরিয়াতে সুফিয়ানীর উত্থান হবে। অর্থাৎ তার আগে মাহদীর আগমন হবে না। যেহেতু ২০২৬ সালের ব্যাপারে দলিল পাওয়া যায় যে সুফিয়ানীর উত্থান তখন হবে, তাহলে তার আগে মাহদীর আগমন কিভাবে হতে পারে? আর যারা মাহদী দাবি করতেছে বর্তমানে তারা এই সকল দলিল মতে স্পষ্ট ভণ্ড।

১০। ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠা ও ইমাম মাহদীর খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, চতূর্থ ফিতনা হচ্ছে, অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ন ফিতনা। যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবেনা, প্রত্যেক ঘরেই উক্ত ফিতনা প্রবেশ করবে। যা দ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। যে ফিতনাটি শাম (সিরিয়া) দেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভুখন্ডের ভিতরে বিচরন করতে থাকবে। উক্ত ফিতনা এ উম্মাতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্নক আকার ধারন করবে যা দ্বারা মানুষ ভালো খারাপ কিছুই নির্ণয় করতে সক্ষম হবেনা। ঐ মুহূর্তে কেউ উক্ত ফিতনা থামানোর সাহসও রাখবেনা। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তীব্র আকার ধারন করবে। মানুষ সকালে বেলা মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। উক্ত ফিতনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবেন, কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে।

সেটা প্রায় ১২ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফোরাত নদীতে স্বর্নের একটি পাহাড় প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৭৬)

আমরা সবাই জানি যে, চতুর্থ ফিতনা বা, সিরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে। সেটা ১২ বছর স্থায়ী থাকবে, তারপর ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠবে। সুতরাং ২০১১+১২=২০২৩ সাল।

উল্লেখ ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় দখল কে কেন্দ্র করে যুদ্ধের পরপরই ইরাকের কুফা (মসূল) নগরীতে কালো পতাকাবাহী দলের উপর গণহত্যা সংগঠিত হবে। তারপরই খোরাসানের কালো পতাকাবাহী বাহিনীর আত্নপ্রকাশ হবে।

হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খোরাসান থেকে কালো ঝান্ডাবাহী দল এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ ও মাহদী (আঃ) এর আত্নপ্রকাশ আর মাহদীর হাতে ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের (৬ বছর) মধ্যেই সংঘটিত হবে।

- (যঈফ জিদ্দান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮০৪)

সুতরাং, ইমাম মাহদীর হাতে খিলাফতের ক্ষমতা যাবে ২০২৩+৬= ২০২৯ সাল। অর্থাৎ ২০২৯ সালের পূর্বেই মাহদীর হাতে রাজত্ব যাবে। এ থেকে এটিও পাওয়া যায় যে ২০২৩ সালের আগেও কোনভাবেই মাহদীর আগমন হতে পারে না। যারা দাবি করবে তারা মিথ্যাবাদী।

১১। পবিত্র কাবা শরীফে হত্যাকাণ্ড

১৪০০ হিজরীতে ইমাম মাহদীকে কেন্দ্র করে লোকজন জড়ো হবে।

- (রিসালাত আল খুরুজ আল মাহদী, পৃষ্ঠা ১০৮)

অর্থাৎ ১৪০০ হিজরী বা ১৯৭৯ সাল। ১৯৭৯ সালে হজ্জের সময় জুহাইমান আল কুতাইবি নামে এক ব্যক্তি তার শ্যালক কে ইমাম মাহদী হিসাবে পরিচিত করে পবিত্র কাবা শরীফ ১৫ দিন অবরুদ্ধ করে রাখে। তারপর পাকিস্তান ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাদেরকে হত্যা করা হয়। (সূত্রঃ Wikipedia)

হযরত তাবে' (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আশ্রয়প্রার্থী আচিরেই মক্কার নিকট আশ্রয় চাইবে। কিন্তু তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। অতঃপর মানুষ এক বুরহা সময় বসবাস করবে। অতঃপর আরেকজন আশ্রয় চাইবে। যদি তুমি তাকে পাও তাহলে তোমরা তাকে আক্রমন করিও না। কেননা সে ধসনেওয়ালা সৈন্যদলের একজন সৈন্য। (অর্থাৎ যারাই তাকে আক্রমণ করতে যাবে, তারাই মাটির নিচে ধ্বসে যাবে)

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৫)

এখানে এক বুরহা সময় কাল বলতে, ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন ৩৩ থেকে ৪০ বছর বা, এবং ৬০ বছরকেও বুরহা বলা যায়, তার বেশি কিছু সময়। তবে ৪০ বেশি প্রসিদ্ধ।
সুতরাং ১৯৭৯+৪০=২০১৯+আরো কিছু সময়। হতেই পারে তা ২০২৮। এছাড়াও আরো অনেক ছোটখাটো প্রমাণ রয়েছে ২০২৮ এর ব্যাপারে।

কত বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ করবেন?

বিভিন্ন হাদিস ও সূত্র থেকে এটি জানা যায় যে, ইমাম মাহদী যখন আত্মপ্রকাশ করবেন তখন তার বয়স ৪০ বছর হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী বের হবে আর তখন সে হবে চল্লিশ বছরের এক জন ব্যক্তি। কেমন যেন সে একজন বনী ইসরাঈলের ব্যক্তি।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৬৭ [পথিক প্রকা: ১০৬৪; তাহকীক: যঈফ])

...আর তাকে প্রেরণ করা হবে আর তার বয়স হবে ত্রিশ হতে চল্লিশের কোঠায়।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৭৩ [পথিক প্রকা: ১০৭০; তাহকীক: যঈফ])

তিনি কোন এলাকার অধিবাসী হবেন?

মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (রহঃ) .... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ জনৈক খলীফাহর মৃত্যুকালে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। এ সময় মদীনাবাসী[১] জনৈক ব্যক্তি পালিয়ে মক্কায় চলে যাবে।... (সংক্ষিপ্ত)

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৮৬ [ইঃ ফাঃ ৪২৩৭]; মুসনাদে আহমাদ)

- (আল মু'জামুল আওসাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস ৬৯৪০; ইবনে হিব্বান, হাদিস ৬৭৫৭; আল মু'জামুল কাবীর, হাদিস ৯৩১)
- ১। মদিনাবাসী থেকে এই বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত মদিনাতে অবস্থান করবেন। কিছু জায়গায় হিজাজ শব্দও এসেছে।

এছাড়াও আরো অনেক হাদিস রয়েছে যাতে তার জন্মস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে যেমন আল ফিতানের ১০৬৯, ১০৭০ নং হাদিস এবং আরো বিভিন্ন মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

৬.৩৪ ইমাম মাহদীর কাছে বায়াত

হযরত আবু কুবাইল (রা:) বলেন, (খেলাফত ধ্বংসের) একশত চার বছরের মাথায়, মানুষ ইমাম মাহদীর উপরে ভিড় জমাবে (বায়াত হবে)। ইবনে লাহইয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত খিলাফতটি আরবীয় নয়।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১১)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী রুকুন ও মাকামের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমও ভাঙ্গবে না। কোন রক্তও প্রবাহিত হবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৯১)

হযরত কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রসূল ﷺ বলেন সে মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হবে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে লোকজন তার দিকে বের হতে চাইবে। অতঃপর তারা রুকন ও মাকামের মাঝখানে তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর সে (এ বিষয় থেকে) বিমুখ হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৯৪)

হযরত যুহরী থেকে বর্ণিত যে, মাহদী মক্কাতে (থাকবেন) এবং তিনি হযরত ফাতেমা (রা:) এর ছেলের বংশ থেকে হবেন, তিনি (প্রথমে) অপছন্দ করবেন (বায়াত), অতঃপর বাইয়াত করবেন।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৯৮)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন লোক (মাহদী) মদিনা থেকে মক্কায় আসবেন, লোকজন তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাবা শরীফ ও মাকামে ইব্রাহিমের পাশে বাইয়াত দিবে (খলিফা নিয়োগ করবে)

- (ফাতাওয়ায়ে আল ফিকহ ফিল মাহদী আল মুনতাজার, লেখকঃ মারী বিন ইউসুফ কারামী হাম্বলী)

বদরী সংখ্যক লোক বায়াত নিবে যারা হবে উত্তম

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াহ রহ. থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমরা আলী রাঃ-এর কাছেই ছিলাম, এমন সময় এক ব্যাক্তি তাঁকে আল-মাহদী'র ব্যাপারে প্রশ্ন করলো। আলী (রা:) বললেন: (ওনার দেখা পাওয়া তোমাদের জন্য) অসম্ভব! অতঃপর তিনি

তার হাতে(-র আঙ্গুলে) সাত (পর্যন্ত) গণনা করে বললেন: ‘তিনি শেষ জামানায় বের হবেন (এমন এক বিশ্ব পরিস্থিতিতে), যখন কোনো (মুসলিম) ব্যাক্তি বলবে: ‘(আমার একমাত্র রব হলেন) আল্লাহ ! আল্লাহ ! (আর তাকে এই দোষেই) কতল করে ফেলা হবে। তখন আকাশের বিক্ষিপ্ত সাদা মেঘপুঞ্জের মতো বিক্ষিপ্ত একটি জামাআতকে আল্লাহ তাআলা তার পক্ষে একত্রিত করে দিবেন। আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোর মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। তারা না কারো প্রতি (অযাচিত) আশক্ত হবে, আর না কারো প্রতি (অযাচিত) আনন্দিত হবে। তাদের মাঝে বদরী সাহাবীদের সম-সংখ্যক (মুমিন এসে) শামিল হবে। (তাদের মর্যাদা এমন হবে যে,) না আগের লোকরা তাদেরকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হতে পারবে, আর না পরবর্তীরা তাদের পর্যন্ত পৌছতে পারবে। তারা হবে তালুতের সাথিদের সমসংখ্যক যারা তার সাথে (জর্ডান) নদী অতিক্রম করেছিল।

আবু তুফাইল বলেন: ইবনুল হানাফিয়্যাহ (আমাকে) জিজ্ঞেস করলেন: ‘তুমি কি তাঁকে (দেখতে) চাও’? আমি বললাম: ‘জি হ্যাঁ’ (সম্ভব হলে কেনো নয়!)। তিনি বললেন: ‘নিশ্চই তিনি এই দুই পিলারের মাঝখান থেকে আবির্ভূত হবেন’। আমি বললাম: ‘কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ’র শপথ, আমি না মরা পর্যন্ত এই দুটিকে ছাড়বো না’। এরপর তিনি সেখানেই অর্থাৎ মক্কায় মারা যান। আল্লাহ তাআলা ওটির হিফাজত করুন’।

- (মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৫৯৬, হাঃ ৮৬৫৯)

“বাইয়াত গ্রহণকারী মুসলমানের সংখ্যা হবে বদরী মুজাহিদগণের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ তিনশ তের জন”।

- (আল মু’জামুল আসওসাত, তাবারানী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৭৬)

...অতঃপর তাকে রুকুন ও মাকামের মাঝখানে নিয়ে আসবে। আর সে (এ বিষয় থেকে) বিমুখ হবে। তাকে বলা হবে যদি তুমি অস্বীকার করতে তাহলে আমরা তোমার গর্দানে মারতাম (উদাহরণ স্বরূপ)। অতঃপর আহলে বদরের সমপরিমাণ লোক তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আকাশবাসী ও জমিনবাসী সকলেই তার থেকে খুশি থাকবে। (সংক্ষিপ্ত)

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৮৬)

হযরত আমর ইবনে শু’আইব এর দাদা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, জুলকা’দা মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে দ্বন্দ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ঘটনা ঘটবে। ফলে হজ্জ পালনকারীরা লুণ্ঠিত হবে এবং মিনায় যুদ্ধ সংগঠিত হবে। সেখানে ব্যাপক প্রানহানির ঘটনা ঘটবে এবং রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। অবশেষে তাদের নেতা (হযরত মাহদি) পালিয়ে রোকন ও মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যখানে চলে আসবে। তাঁর অনীহা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তাঁকে বলা হবে, আপনি যদি আমাদের থেকে বাইয়াত নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমরা আপনার ঘাড় উড়িয়ে দিব। বদর যুদ্ধের সংখ্যার সমসংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে বায়’আত গ্রহণ করবে। সেদিন যারা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

- (মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৪৯)

৬.৩৪.১ কাবাগৃহের পাশে মাহদীর সত্যায়ন করবেন জিবরাঈল (আঃ)

হযরত বাকির (রহঃ) বলেন, যদি দেখ আশুরার দিন বা ১০ মুহাররম শনিবার ইমাম কায়িম (মাহদী) মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার এর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে থাকেন তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তাকে বাইয়াত দেয়ার জন্য। *

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৭০; গাইবাত, লেখকঃ শাইখ আত তুসী, পৃষ্ঠা ২৭৪; কাশফ উল গাম্মাহ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫২)
- * সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১০ মুহাররম শনিবার ১৪৫০ হিজরী বা, ৩ জুন ২০২৮ সাল হয়।

হযরত বাকের (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি দেখ দশই মহরম শনিবার ইমাম মাহদী মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তাঁর নিকট হতে বায়াত নেয়ার জন্য।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫৮)

হযরত কা’ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, হযরত কাতাদা (রা:) বলেন উত্তম মানুষ হল মাহদীর সাহায্যকারী ও তার বাইয়াত গ্রহণকারী। দুই কূফার, ইয়ামানের অধিবাসীদের, ও সিরিয়ার সূফী সাধকদের থেকে। তার সামনে থাকবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। তাদের পিছনে থাকবে মিকাঈল আলাইহিস সালাম। তারা হল আল্লাহ তা’আলার সৃষ্টিতে প্রিয় সৃষ্ট। আল্লাহ তা’আলা যুদ্ধ বিগ্রহ, অন্ধকারতা দূর করে দিবেন। আর পৃথিবী নিরাপদ হবে (শান্তি ফিরে আসবে)। এমনকি একজন মহিলা পাঁচ জন মাহিলার মাঝে হজ্ব করবে, আর তাদের সাথে কোন পুরুষ থাকবে না। তারা আল্লাহ তা’আলাকে ব্যতীত আর কাউকে ভয় পাবে না। যমিন তার প্রবৃদ্ধিতা দিবে। আসামান তার বরকত দিবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৩০ [পথিক প্রকা: ১০২৮; তাহকীক: যঈফ])

এই ঘটনার আগে জিবরাঈল (আঃ) আকাশ থেকে মাহদীর অর্থাৎ নেতার নাম ঘোষণা করবেন সেটির বর্ণনা পিছনের পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

৬.৩৫ ইমাম মাহদীকে মারতে সুফিয়ানী দলের প্রস্তুতি

ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হয়েছে এটি শুনে সুফিয়ানী তার দলবল নিয়ে সিরিয়া থেকে বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হবে আর লক্ষ্য হবে মাহদীকে আক্রমণ করা। মাহদীও তখন এটি জেনে মদিনা থেকে মক্কার দিকে তার পরিবার পরিজন ও কিছু অনুসারী নিয়ে রওনা হবে। যখন সুফিয়ানীর বাহিনী মদিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান বায়দাহ নামক স্থানে পৌঁছাবে তখন তাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (রহঃ) .... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ জনৈক খলীফাহর মৃত্যুকালে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। এ সময় মদীনাবাসী জনৈক ব্যক্তি

পালিয়ে মক্কায় চলে যাবে। মক্কাবাসীরা তার নিকট এসে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে আসবে এবং তারা রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে তার হাতে বাই'আত করবে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে সিরিয়া থেকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হবে। এদেরকে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে দেখতে পাবে, তখন সিরিয়ার ধার্মিক ব্যক্তিগণ ও ইরাকবাসীদের কয়েকটি দল তার নিকট এসে রুকুন ও মাকামের মাঝখানে তার হাতে বাই'আত করবে। অতঃপর কুরাইশ বংশের জনৈক ব্যক্তির উদ্ভব হবে, কাল্ব গোত্র হবে তার মাতুল গোত্র। সে তাদের মুকাবিলায় একটি বাহিনী পাঠাবে। যুদ্ধে মাহদীর অনুসারীরা কালব বাহিনীর উপর বিজয়ী হবে। এ সময় যারা কালবের গনীমাত নিতে উপস্থিত হবে না তাদের জন্য আফসোস! মাহদী গানীমাতের সম্পদ বণ্টন করবেন এবং নবী ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী মানুষের মাঝে কার্য পরিচালনা করবেন, আর ইসলাম সারা পৃথিবীতে প্রসারিত হবে। অতঃপর তিনি সাত বছর অবস্থান করার পর মারা যাবেন। আর মুসলিমরা তার জানাযার সালাত পড়বে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, কেউ কেউ হিশাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, নয় বছর অবস্থান করবেন, আবার কেউ বলেন, সাত বছর।

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৮৬ [ইঃ ফাঃ ৪২৩৭]; মুসনাদে আহমাদ ২৫৪৬৭; আল-মু'জামুল কাবীর, ত্বাবরানী ২৩/২৯০; আল-মুসান্নাফ, ইবনু আবি শায়বা ৮/৬০৯; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৪৭৮)

উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা (রা:) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, ''জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে করে বিরোধ সৃষ্টি হবে। তখন মদিনার একজন লোক পালিয়ে মক্কা চলে আসবে। মক্কার লোকেরা তাঁকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুকুন এবং মাকামে ইব্রাহিমের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবে। বাইয়াতের খবর শুনে সিরিয়ার দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা মদিনার মাঝামাঝি বায়দা নামক স্থানে এসে পৌঁছানোর পর এই বাহিনীটিকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হবে। বাহিনী ধ্বসের সংবাদ শুনে সিরিয়ার 'আবদাল' (শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ) ও ইরাকের 'আসাইব' (সম্মানিত মুসলিম ব্যক্তিবর্গ) মক্কায় এসে তাঁর (ইমাম মাহদির) নিকট বাইয়াত হবে। অতঃপর সিরিয়ার বনু কালব গোত্রের এক কুরায়শীর আবির্ভাব হবে। সিরিয়ার দিক থেকে সে বাহিনী প্রেরণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে পরাস্ত করবেন, যার ফলে তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে। এটিই হল 'কালবের যুদ্ধ'। যে ব্যক্তি কালবের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে, সে ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে। তাঁরপর তিনি ধনভাণ্ডার খুলে দেবেন, মাল দৌলত বণ্টন করবেন এবং ইসলামকে বিশ্বময় খেলাফতের আদলে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে সাত বছর কিংবা (বলেছেন) নয় বছর''।

- (আল মু'জামুল আওসাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস ৬৯৪০; ইবনে হিব্বান, হাদিস ৬৭৫৭; আল মু'জামুল কাবীর, হাদিস ৯৩১)

৬.৩৬ বায়দাহ প্রান্তরে ভূমিধ্বস

বায়দাহ প্রান্তরে ভূমিধ্বস মাহদীর আবির্ভাবের একটি অন্যতম বড় গুরুত্বপূর্ণ আলামত। বায়দাহ প্রান্তরে ধ্বসে যাওয়া এবং কয়জন বাদে ধ্বসে যাবে এবং এর সাক্ষী কে হবে এটি নিয়ে অনেক মতবিরোধ পূর্ণ হাদিসে দেখা যায়। কোথাও এসেছে পাহাড়ের এক রাখাল ছাড়া কেউ এর সাক্ষী হবে না, আবার অন্যত্র এসেছে সেই দলেরই ১ জন বা ২ জন যারা পিছনে ছিল বা সামনে চলে গিয়েছিল তারা এর সাক্ষী হবে এবং মক্কাতে এই ভূমিধ্বসের খবর পৌঁছাবে। আবার কোথাও এসেছে স্বয়ং সেই সুফিয়ানীই ভূমিধ্বস থেকে বেঁচে যাবে এবং সেই মাহদীর প্রচার-প্রচারণা শুরু করবে ও এই ব্যাপারে খবর দিবে। তবে সুফিয়ানীর বেঁচে থাকার বিষয়টিই বেশি যৌক্তিক মনে হয়। (আল্লাহু আলিম)

তবে বেশির ভাগ বর্ণনাই এটি বলে যে- মক্কায় মাহদীর কাছে বায়াত চলাকালে, সিরিয়া থেকে সুফিয়ানী ইমাম মাহদীকে হত্যা করার জন্য সৈন্য নিয়ে আসতে থাকবে। এবং বায়দাহ প্রান্তরে এসে সবাই ধ্বসে যাবে সুফিয়ানী ব্যতীত। সে বেঁচে উঠেই পালাবে ও মাহদীর প্রচার করবে।

হযরত ইবনে ওহাব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আবু ফারেস থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ কে বলতে শুনেছি যে, মাহদীর অবির্ভাবের আলামত বা নিদর্শন হল- খোলা প্রান্তর সৈন্য সহকারে ধ্বসে যাওয়া। আর সেটাই মাহদীর অবির্ভাবের আলামত।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৩, ৯৬১)

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ, আবু বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... উবাইদুল্লাহ ইবনু কিবতিইয়াহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইবনু আবূ রাবী'আহ এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু সুফইয়ান (রহঃ) দু'জনেই উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামাহ্ (রা:) এর কাছে গেলেন। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। তারা তাকে ঐ বাহিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, যারা ভূমিতে ধ্বসে যাবে। তখন ইবনু যুবায়র (রা:) এর খিলাফতকাল ছিল। উত্তরে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জনৈক আশ্রয় গ্রহণকারী বাইতুল্লাহ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তখন তার বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হবে। তারা যখন ‘‘বাইদা’’ নামক এক মাঠে অবস্থান নিবে তখন তারা ভূমিতে ধ্বসে যাবে। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ঐ লোকের ব্যাপারে এ কি করে প্রযোজ্য হতে পারে যে অসন্তুষ্ট হৃদয়ে এ অভিযানে শামিল হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের সঙ্গে তাকে সহ ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তবে কিয়ামতের দিন তার উত্থান হবে স্বীয় নিয়াতের ভিত্তিতে। বর্ণনাকারী আবু জাফার (রহঃ) বলেন, এ "বাইদা" হলো মদীনার নিকটবর্তী স্থান।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৩২-(৪/২৮৮২) [ইঃ ফাঃ ৬৯৭৬, ইঃ সেঃ ৭০৩৩])

আহমাদ ইবনু ইউনুস (রহঃ) ..... 'আবদুল আযীয ইবনু রুফাই (রহঃ) হতে এ সূত্রে অবিকল হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে আছে, আমি আবু জাফার (রহঃ) এর সঙ্গে দেখা করে বললাম, উম্মু সালামাহ্ (রা:) তো ''বাইদা'' নামক এক ময়দানের কথা বলেছেন। আবূ জাফার (রহঃ) বললেন, কক্ষনো নয়, আল্লাহর শপথ! এতো মদীনার "বাইদা" মাঠ।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৩৩ [ইঃ ফাঃ ৬৯৭৭, ইঃ সেঃ ৭০৩৪])

আমর আন্ নাকিদ ও ইবনু আবূ উমার (রহঃ) ..... হাফসাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, একটি বাহিনী এ কা'বা গৃহের বিপক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করবে। তারপর তারা যখন ''বাইদা'' নামক এক ময়দানে পদার্পণ করবে তখন তাদের মাঝের অংশটি ভূমিতে ধ্বসে যাবে। এ সময় অগ্রভাগের সৈন্যরা পশ্চাতের সৈন্যদেরকে উচ্চঃস্বরে ডাকতে থাকবে। অতঃপর প্রত্যেকেই ভূমিতে ধ্বসে যাবে। বেঁচে যাওয়া একটি ব্যক্তি ছাড়া তাদের কেউ আর বাকী থাকবে না। সে-ই তাদের সম্বন্ধে অন্যদেরকে খবর দিবে। এ কথা শুনে এক লোক বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি হাফসাহ (রা:) এর উপর মিথ্যারোপ করনি এবং হাফসাহ (রা:) এর সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিও নবী ﷺ এর উপর মিথ্যারোপ করেননি।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৩৪-(৬/২৮৮৩) [ইঃ ফাঃ ৬৯৭৮, ইঃ সেঃ ৭০৩৫]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ১/৪০৬৩; সুনান নাসায়ী ২৮৭৯, ২৮৮০; আহমাদ ২৫৯০৫; সহীহাহ ২৪৩২)
- উপরের মূল হাদিসে কা'বা ঘরে আশ্রয়গ্রহণকারী হবেন ইমাম মাহদী রাঃ। এই ঘটনাটি ঘটবে ইমাম মাহদী -এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত নেয়ার পর যখন সে খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং একটি সৈন্যদল ইমাম মাহদীকে মোকাবেলা করার জন্য শাম থেকে আগমন করবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আরবের বায়দা'য় ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দিবেন। বায়দা মূলত: মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি একটি স্থান। [ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার- ৪/৩৪০; উমদাতুল কারী, আইনী- ১১/২৩৬]

মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম ইবনু মাইমূন (রহঃ) ..... উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অচিরেই এই ঘরের অর্থাৎ কা'বা ঘরের পাশে একদল লোক আশ্রয় গ্রহণ করবে। যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে না, থাকবে না তার উল্লেখযোগ্য সৈন্য সংখ্যা এবং থাকবে না তাদের আসবাব-সামগ্রী। তাদের বিপক্ষে একটি সৈন্যদল পাঠানো হবে। তারা উদ্ভিদ শূন্য এক ময়দানে আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী ইউসুফ (রহঃ) বলেন, এ সময় সিরিয়াবাসীরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু সাফওয়ান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ। তারা এ সৈন্যবাহিনী নয়। বর্ণনাকারী যায়দ (রহঃ) উম্মুল মু'মিনীন থেকে ইউসুফ ইবনু মাহিক-এর হাদীসের অবিকল বর্ণনা করেছেন। তবে আবদুল্লাহ ইবনু সাফওয়ান (রহঃ) যে সৈন্যদলের কথা বর্ণনা করেছেন তিনি সে বাহিনীর কথা বর্ণনা করেননি।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৩৫ [ইঃ ফাঃ ৬৯৭৯, ইঃ সেঃ ৭০৩৬])

আবু বাকর ইবনু আবু শাইবাহ (রহঃ) ..... 'আয়িশাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত পা নাড়ালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আজ রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আপনি এমন আচরণ করেছেন, যা আগে আপনি কখনো করেননি। তিনি বললেনঃ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কুরায়শ বংশীয় জনৈক লোক বাইতুল্লাহ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তার কারণে আমার উম্মাতের একদল লোক বাইতুল্লাহর উপর আক্রমণের ইচ্ছা করবে। তারা রওনা হয়ে গাছপালাশূন্য ময়দানে আসতেই তাদের ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! বিভিন্ন ধরনের মানুষই তো রাস্তা দিয়ে চলে। উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তাদের মাঝে কেউ তো স্বেচ্ছায় আগমনকারী, কেউ অপারগ, আবার কেউ পথিক মুসাফির। তারা সবাই এক সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে বিভিন্ন মিল্লাতের অনুসারী হিসেবে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিয়াতের ভিত্তিতে উত্থিত করবেন।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৩৬-(৮/২৮৮৪) [ইঃ ফাঃ ৬৯৮০, ইঃ সেঃ ৭০৩৭])

উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (রহঃ) .... উম্মু সালামাহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ ধ্বসে যাওয়া সে বাহিনীর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হবে, তাদের কি হবে? তিনি বললেনঃ তাদেরও ধ্বসিয়ে দেয়া হবে; কিন্তু তারা তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/আলবানী একাঃ) ৪২৮৯ [ইঃ ফাঃ ৪২৪০]; মুসনাদে আহমাদ)
- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৭১ [ইঃ ফাঃ ২১৭৪]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৩/৪০৬৫; মুসলিম)

মাহমূদ ইবন গায়লান (রহঃ) ...... সাফিয়্যা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকেরা এই আল্লাহর ঘর নিয়েও লড়াই থেকে বিরত হবে না। শেষ পর্যন্ত এক বাহিনী যখন লড়াইয়ে আসবে আর তারা যখন খোলা ময়দানে উপস্থিত হবে তখন তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে নিয়ে যমীন ধ্বসে যাবে। যারা মাঝে ছিলেন তারাও এ থেকে বাঁচতে পারবে না। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে ব্যক্তি তাদের মাঝে বাধ্য হয়ে শামিল হয়েছে তার কি হবে? তিনি বললেনঃ তাদের অন্তরের অবস্থা অনুসারে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্থিত করবেন।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৮৪ [ইঃ ফাঃ ২১৮৭]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৪০৬৪)
- উক্ত হাদিসটি সহীহ কিন্তু মুসলিম বিন সফওয়ান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ২০২ টি শাহিদ হাদিস রয়েছে, ৩ টি খুবই দুর্বল, ৩০ টি দুর্বল, ৫১ টি হাসান, ১১৮ টি সহীহ হাদিস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ বুখারী ২১১৮,

মুসলিম ২৮৮৪, ২৮৮৫, ২৮৮৬, তিরমিযি ২১৭১, ২১৮৪, আবু দাউদ ৪২৮৬, ৪২৮৯, আহমাদ ৭৮৫০, ৮০৫২, ৮১৫১, ৮৪০৫, ২৪২১৬, ২৬৩১৮, মু'জামুল আওসাত ১১৫৩, ৪০৩০, ৪১৬৪, ৪১৬৪, ৯৪৫৯।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অচিরেই মক্কার আশ্রয়প্রার্থীর দিকে সত্তর হাজার সৈন্য প্রেরণ করা হবে। তাদের সম্মুখে কইসের এক ব্যক্তি থাকবে। এমনকি যখন তারা ছানিয়া পৌছবে তখন তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। আর সেখান থেকে তাদের প্রথম জন বের হবে না। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম খোলা প্রান্তরকে ডেকে বলবেন- 'হে খোলা প্রান্তর! হে খোলা প্রান্তর! তার আওয়াজ পূর্বে পশ্চিমে সকলেই শুনবে'। তাদেরকে গ্রাস কর। ফলে তাদের কোন মঙ্গল থাকবে না (অর্থাৎ সুফিয়ানির সৈন্যগণ ধ্বসে যাবে)। পাহাড়ে অবস্থানরত একমাত্র ছাগলের রাখাল ব্যতীত তাদের ধ্বংসের কোন প্রকাশ্য আলামত থাকবে না। কেননা যখন তারা মাটিতে দেবে যাবে তখন সে তাদেরকে দেখবে। অতঃপর সে তাদের ব্যাপারে সকলকে সংবাদ দিবে। যখন আশ্রয়প্রার্থী (মাহদী) তাদের ব্যাপারে শুনতে পাবে তখন সে বের হয়ে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৭)

হযরত হানাস ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) কে বলতে শুনেছেন যে, মদীনার খলীফা মক্কার হাশেমীদের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে। উক্ত সৈন্য দল তাদেরকে পরাজিত করবে। অতঃপর সিরিয়ার খলীফা এব্যাপারে অবহিত হবে। তখন সে তাদের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ করবে। যে সৈন্যদলে অভিজ্ঞ ছয়শত সেনা থাকবে। যখন তারা খোলা প্রান্তরে আসবে ও সেখানে চাঁদনী রাতে অবতরণ করবে। কোন এক রাখাল সেখানে আসবে। এবং তাদেরকে দেখবে এবং আর্শ্চায্য বোধ করবে। আর সে বলবে হায় আফসোস!! মক্কাবাসীদের উপর কি আসছে (কি বিপদ আসছে)। অতঃপর সে তার পশুপালের কাছে যাবে। অতঃপর আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের একজনকেও দেখতে পাবে না। কেননা যমিন তাদের নিয়ে ধ্বসে গেছে। অতঃপর সে (আর্শ্চায্য হয়ে) বলবে সুবহান আল্লাহ। তারা সকলে এক মুহুর্তে চলে গেল। অতঃপর সে তাদের আবাসস্থলে আসবে। সেখানে সে মখমল বা এক প্রকার ফুল দেখবে যার কিছু অংশ ধ্বসে গেছে, আর কিছু অংশ যমিনের উপরে আছে। সে উহার চিকিৎসা করবে কিন্তু সে সক্ষম হবে না। অতঃপর সে বুঝবে যে, যমিন তাদের নিয়ে ধ্বসে গেছে। অতঃপর সে মক্কার খলীফার নিকটে আসবে। এবং তাকে সুসংবাদ দিবে। উক্ত রাখালের কথা শুনে মক্কার খলীফা বলবে সকল প্রসংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। এটা সেই আলামত যার ব্যাপারে তোমাদেরকে আগে জানানো হয়েছে। অতঃপর তারা সিরিয়ার দিকে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৪)

হযরত কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রসূল ﷺ বলেন সিরিয়া হতে মক্কার দিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হবে। যখন তারা খোলা প্রান্তরে পৌছবে তখন উক্ত খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৯)

হযরত আবু জা'ফর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তাদের নিয়ে ধসে যাবে (সৈন্যদল নিয়ে যমিন ধসে যাবে)। ফলে বিকারগ্রস্তদের থেকে দুই জন ব্যতীত তাদের কেউই বাঁচবে না। তাদের দুই জনের নাম হল, ওবার এবং ওবাইর। তাদের দুই জনের চেহারাকে তাদের পশ্চাতের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৪১, ৯৪৬)

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বার হাজার সৈন্য বিশিষ্ট একটি সৈন্যদল মদীনার মুখি হবে। অতঃপর খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৪৩)

হযরত আরতাত (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একজন ব্যক্তি ব্যাতীত আর কেউ তাদের থেকে বেঁচে থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে তার পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। সে (উল্টা দিকে) হাটবে যেমন সে পূর্বে তার সামনের দিকে সোজা ভাবে হাঁটতো।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৪৯)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, অর্থাৎ “হে নবী আপনি বলে দিনঃ তিনিই (আল্লাহ) শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন।” (সূরাঃ আন'আমঃ ৬৫)। অতঃপর রসূল ﷺ বলেছেন, জেনে রেখ! নিশ্চয় তা সংঘটিত হবে। (বর্ণনাকারী বলেন) এর পর তার আর কোন ব্যাখ্যা করেননি। *

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৪৩; সুনান আত তিরমিজি ৩০৬৬)
- * অন্যত্র এর ব্যাখ্যা এসেছে যে এটি হচ্ছে বায়দাহ প্রান্তরের ভূমিধ্বস যা নিচ থেকে সংঘটিত হবে।

হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ঐসমস্ত লোককে অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য অবতরণ করবে যারা মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। তখন তারা (সৈন্যদল) একটি খোলা প্রান্তরে অবতরণ করবে (আর তখনই) উক্ত খোলা প্রান্তর তাদের নিয়ে ধসে যাবে। এবং তাদের শেষ করে দিবে। আর আল্লাহ ত'আলার কথা (এই দিকে ইঙ্গিত করে) যদি তুমি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে। তখন কোন অব্যহতি থাকবে না। আর তাদেরকে নিকটবর্তী স্থান হতে পাকড়াও করা হবে (সূরা সাবা, আঃ ৫১)। তাদের পায়ের নীচ থেকে। আর সৈন্যদল থেকে এক ব্যক্তি উটের সন্ধানে বের হবে। অতঃপর ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের একজন কেও পাবে

না। তাদের অনুভূতিও পাবে না। (তাদের ঘ্রাণও পাবে না।) আর এই সেই ব্যক্তি যে মানুষের নিকট তাদের ব্যাপারে সংবাদ দিবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৪২)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একদল সৈন্য মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে। দুই জামাও (স্থান) এর মধ্যবর্তী স্থান তাদের নিয়ে ধ্বসে যাবে। (এরপর) নিঃপাপ পবিত্র আত্মাকে হত্যা করা হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৪০)

হযরত ফালান ইবনে মাআ'ফেরী হতে বর্ণিত যে, তিনি আবু ফারেস থেকে শুনেছেন যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) কে বলতে শুনেছেন যে, যখন খোলা প্রান্তর সৈন্য সহকারে ধ্বসে যাবে, আর সেটাই মাহদীর অবির্ভাবের আলামত বা নিদর্শন।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৫০)

৬.৩৭ সুফিয়ানীর প্রাণ ভিক্ষা ও শেষে ধ্বংস

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন মক্কায় আশ্রয়প্রার্থী যখন ভূমি ধ্বসের কথা শুনবে তখন সে বার হাজার লোকের সাথে বের হবে। যাদের মাঝে আবদাল থাকবে। এমনকি তারা ঈলায় (বাইতুল মাকদিস) অবস্থান নিবে। অতঃপর যে ব্যক্তি সৈন্য প্রেরণ করেছে যখন তার নিকট ঈলার খবর পৌছবে। জীবনের কসম! তখন আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাকে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত বানাবেন। উক্ত ব্যক্তির উপর উহাই পৌছবে যা তাদের উপর পৌছেছিল। অতঃপর তারা যমিনে ধ্বসে যাবে। আর এটাই হল উপদেশ। আর সুফিয়ানী তার দিকে আনুগত্যতা আদায় করবে। অতঃপর সে বের হবে এমনকি একজন কালবী লোকের সাথে সাক্ষাত ঘটবে। আর তারা হল তার সময়। অতঃপর তারা তার নিকট লজ্জিত হবে তাদের কৃতকর্মের কারণে। এবং তারা বলবে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরিধেয় পরিধান করিয়েছেন। আর তুমি তা অপসৃত করছ। অতঃপর সে বলবে- তোমাদের কি আমি কি তাকে বাইয়াত হতে অব্যহতি দিব? অতঃপর তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর তার নিকট ঈলা হতে লোকজন আসবে। অতঃপর সে বলবে- তোমরা কি আমাকে কম করে দিয়েছ? অতঃপর সে বলবে- আমি এটা করবো না। সে বলবে- তাই? সে তাকে বলবে- তুমি কি চাও, আমি তোমাকে পদচ্যুত করে দেই? (বাইয়াত হতে বের করে দেই?) অতঃপর সে বলবে, হ্যাঁ। ফলে সে তাকে পদচ্যুত করে দিবে। (বাইয়াত থেকে বের করে দিবে) অতঃপর সে বলবে- এই ব্যক্তি আমার আনুগত্যতা ছিন্ন করেছে। অতঃপর তাকে সে সময় হত্যা করার আদেশ দিবে। অতঃপর তাকে ঈলার শান বাঁধানো পাথরের উপর যবেহ করা হবে। অতঃপর সে কালবের দিকে সফর করবে। অতঃপর তাদের থেকে গনিমত নেওয়া হবে। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত হল সে, যে কালবের গনিমতের দিন বঞ্চিত হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০০২)

হযরত মুহাদ্দিস হতে বর্ণিত যে, মাহদী, সুফিয়ানী ও কালবী ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে যুদ্ধ করবে। যখন সে বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। অতঃপর সুফিয়ানীকে বন্দি করে আনা হবে। অতঃপর বাবে রিহহাতে তাকে যবেহ করা হবে। অতঃপর তাদের মহিলাদের ও তাদের পশুকে দামেস্কের সিড়ির নিকটে বিক্রি করা হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০০৮ [পথিক প্রকা: ১০০৬; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যদি কম হয় তাহলে বার হাজার (মানুষ) তাদের নিয়ে সফর করবে। তাদের নিদর্শন হবে টিলা (এর মত)। এমনকি তার সাথে সুফিয়ানীর সাক্ষাত হবে। অতঃপর সে বলবে তোমরা ইবনে আ'মার দিকে বের হয়ে যাও। এমনকি সে তার জয়ধ্বনী করবে। অতঃপর সে তার দিকে বের হবে। এবং তার জয়ধ্বনী করবে। অতঃপর তার নিকট ক্ষমতা তার নিকট হস্তান্তর করবে। এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে নিবে। অতঃপর যখন সুফিয়ানী তার সাথীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে তখন কালবী তার তিরস্কার করবে। অতঃপর সে ফিরে আসবে যাতে সে তাকে পদত্যাগ করতে পারে। এবং পদত্যাগ করাবে। এবং সে এবং সুফিয়ানীর সৈন্যদের মাঝে সাতটি ঝান্ডার উপর যুদ্ধ হবে। আর প্রত্যেক ঝান্ডার মালিকই তার নিজের জন্য ক্ষমতার আশা করবে। অতঃপর মাহদী তাদের সকলকে পরাস্ত করবেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন মাহরুম হল ঐ ব্যক্তি যে কালবের গনিমতের দিনে মাহরুম হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০১৩ [পথিক প্রকা: ১০১১; তাহকীক: যঈফ])

৬.৩৮ তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ

আবূ হুরায়রাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যতক্ষণ না তোমরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা ছোট চক্ষু, লাল চেহারা, চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট, তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাঁজ করা চামড়ার ঢালের মতো।

- (সেহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪১১; আবূ দাউদ ৪৩০৪; সহীহুল জামি ৭৪১৩; তিরমিযী ২২১৫; ইবনু মাজাহ ৪০৯৬; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০৭৮২; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৭৩৫২; মুসনাদে আবদ ইবনু হুমায়দ ১১০০; মুসনাদে বাযার ৭৮০৩; মুসনাদে আহমাদ ১০১৫৫; আবূ ইয়া'লা ৫৮৭৮; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৭০; আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৯০৬৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চ্যাপ্টা এবং মুখমন্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ২৯২৮, ৩৫৮৭, ৩৫৯০, ৩৫৯১ [আঃ প্রঃ ২৭১৩; ইসঃ ফাঃ ২৭২৪]; সহীহুল মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯১২; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৯৭; মুসনাদে আহমাদ ৭২২২, ৭৬১৯, ৭৯২৭, ২৭৪৬০, ৮৯২১, ৯৭৯৬, ১০০২৪, ১০৪৭৬)

আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ না হবে খুয ও কিরমান নামক স্থানে (বসবাসরত) অনারব জাতিগুলোর সঙ্গে, যাদের চেহারা লালবর্ণ, চেহারা যেন পিটানো ঢাল, নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট এবং জুতা পশমের। ইয়াহ্ইয়া ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ ও আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) হতে পূর্বের হাদীস বর্ণনায় তার অনুসরণ করেছেন।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৫৯০ [আঃ প্রঃ ৩৩২৪; ইসঃ ফাঃ ৩৩৩২]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪১২; সহীহুল জামি' ৭৪১৫; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৪৩; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৭০)

আবু হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না তোমরা এমন জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত।

- (সহীহ, আল-লুলু ওয়াল মারজান, ১৮৪৫; সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ৯৬, হাঃ ২৯২৯; সহীহ মুসলিম, পর্ব ৫২ : ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১২)
- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/আলবানী একাঃ) ৪৩০৪ [ইঃ ফাঃ ৪২৫৩]; সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২১৫ [ইঃ ফাঃ ২২১৮])

আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ ও ইবনু আবু উমর (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে লড়াই করবে, যাদের চেহারা হবে চামড়া জড়ানো ঢালের মতো মাংসল। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা এমন এক জাতির সঙ্গে লড়াই করবে, যাদের জুতা হবে পশমের তৈরি।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২০২-(৬২/২৯১২) [ইঃ ফাঃ ৭০৪৬, ইঃ সেঃ ৭১০২])

আবূ কুরায়ব ও আবু উসামাহ্ (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে লড়াই করবে, যাদের জুতা হবে পশমের। তাদের মুখমণ্ডল চামড়া জড়ানো ঢালের মতো মাংসল এবং রক্ত বর্ণ হবে এবং তাদের চোখ হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২০৬ [ইঃ ফাঃ ৭০৫০, ইঃ সেঃ ৭১০৬]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৯৬; মুসনাদে আহমাদ ৭২২২, ৭৬১৯, ৭৯২৭, ২৭৪৬০, ৮৯২১, ৯৭৯৬, ১০০২৪, ১০৪৭৬)

কুতায়বা (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামত ততদিন অনুষ্ঠিত হবে না, যতদিন না মুসলিমগণ তুর্কী (কাফিরদের) সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুর্কীরা এমন এক জাতি, যাদের চেহারা তালের মত এবং তারা পশমের পোশাক পরিধান করবে ও পশমের জুতা ব্যবহার করবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩০৩ [ইঃ ফাঃ ৪২৫২]; মুসলিম; সুনান আন-নাসায়ী ইসঃ ফাঃ ৩১৮০; সহীহ জামে' আস-সগীর ৭৪২৬)

আমর ইবনে তাগলিব (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের মুখাবয়ব হবে চওড়া ও রক্তিমাভ। কিয়ামতের আরেকটি নিদর্শন এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমী জুতা পরিধান করে।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৯৮; সহীহুল বুখারী ২৯২৭; মিশাকাত হাঃ একাঃ ৫৪১৩; আবূ দাউদ ৪৩০৬; ইবনু মাজাহ ৪০৯৮; সহীহুল জামি ২২০৫; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ ২৪২৯; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৬২৬; মুসনাদে বাযযার ৪৩৯৯; মুসনাদে আহমাদ ১০৪০১; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৪৭; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৬৩; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৯০৬৭; মুসনাদে আহমাদ ২০১৫১, ২০১৫৩)

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না তোমরা ক্ষুদ্র চোখ ও চ্যাপ্টা মুখাবয়ব বিশিষ্ট এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ হবে ফড়িং-এর চোখের মত। তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিমাভ। তারা পশমী জুতা পরিধান করবে এবং আত্মরক্ষার্থে চামড়ার ঢাল ব্যবহার করবে। তারা তাদের ঘোড়াগুলো খেজুর গাছের সাথে বেঁধে রাখবে।

- (হাসান, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৯৯; মুসনাদে আহমাদ ১০৮৬৮; সহীহাহ ২৪২৯)

জা'ফর ইব্‌ন মুসাফির (রহঃ) .... আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রা:) তার পিতা হতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তুর্কীর একটি ছোট চোখ বিশিষ্ট কাওম তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করবে। তিনি আরো বলেনঃ তোমরা তিনবার তাদের পরাস্ত করবে, এমন কি তোমরা তাদের আরব উপদ্বীপের সাথে মিলিয়ে দেবে। তাদের মধ্যে যারা প্রথমবার পালাবে, তারা মুক্তি পাবে। দ্বিতীবার যুদ্ধের সময় কিছু লোক ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক নাজাত পাবে। আর তৃতীয়বার যুদ্ধের সময় তারা সমূলে ধ্বংস হবে, অথবা তিনি এ ধরনের কিছু বলেছেন।

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩০৫ [ইঃ ফাঃ ৪২৫৪])

হযরত আরতাত (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী এবং তুর্কিদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে, এরপর খলীফা মাহ্দীর হাতে তাদের মূলৎপাটন হবে। তিনিই হবেন মুদা নামক স্থানে প্রথম পতাকা স্থাপনকারী, যাকে তুর্কিদের দিকে প্রেরণ করা হবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬১৪)

হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন প্রথম যে পতাকা যা মাহদী গ্রহণ করবে তা সে তুর্কের দিকে পাঠাবে। অতঃপর তাদের পরাজিত করবে। এবং তাদের সাথে বন্দি ও মাল সম্পদ থেকে যা থাকবে তা গ্রহণ করবে। অতঃপর সিরিয়ার দিকে সফর করবে। অতঃপর তা বিজয় করবে। অতঃপর তার সাথে থাকা প্রত্যেক মালিকানাধীনকে মুক্ত করে দিবে। আর তার সাথীদের তাদের মূল্য দিয়ে দিবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৬০ [পথিক প্রকা: ১০৫৭; তাহকীক: সহীহ])

বিঃ দ্রঃ এই হাদিসগুলোতে মঙ্গোলিয়ান (তাতারী) এবং মাহদীর সময়কার তুর্কিদের বিষয়ে, দুইটিই বুঝাতে পারে, কারণ তাদের লক্ষণগুলো প্রায় একই। মঙ্গোলিয়ানদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমানে তারা আর নেই। তবে তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ এখনো বাকি। কিছু বর্ণনাতে এসেছে যে মোট তিনবার তুর্কিদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হবে।

৬.৩৯ ইমাম মুহাম্মাদ (মাহদী) এর খিলাফত

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার বংশের ইমাম মাহদী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বিশ্ব শাসন ক্ষমতায় আসবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৫)

‘উবায়দ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মদ কুরাশী (রহঃ) ...... আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না আরব রাজ্যাধিপতি হবে আমার পরিবারের এক লোক, তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ।

- (হাসান, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৩০ [ইঃ ফাঃ ২২৩৩]; মিশকাত ৫৪৫২; ফাযাইলুশশাম ১৬; রাওযুন নাযীর ৬৪৭; মুসনাদে আহমাদ ৩৫৭২; মুসনাদে বাযার ১৮০৪; আল মু’জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১০০৬৯)
- এ বিষয়ে আলী, আবূ সাঈদ, উম্মু সালামা এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবদুল জাব্বার ইবন আলা আত্তার (রহঃ) ...... আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার পরিবারের এক লোক কর্তৃত্বাধিকারী হবে। তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ। ’আসিম বলেন, আবূ সালিহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা:) বলেছেনঃ দুনিয়ার যদি একটি মাত্র দিনও বাকী থাকে তবে আল্লাহ তাআলা দিনটিকে খুবই দীর্ঘ করবেন যেন তিনি রাজ্যাধিপতি (শাসক/আমীর বা খলীফা) হতে পারেন।

- (হাসান, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৩১ [ইঃ ফাঃ ২২৩৪])

হযরত তাউস হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর আলামত হল সে আমমাল তথা কাজের উপর কঠিন হবে। মাল সম্পদের দিক দিয়ে দানশীল হবে। মিসকীনদের ক্ষেত্রে দয়াশীল হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৩১ [পথিক প্রকা: ১০২৯; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু সাঈদ (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ বলেন শেষ যামানায় একজন খলীফা বের হবে। সে মাল সম্পদ গণনা ব্যতীত দিবে (দান করবে)।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৩২ [পথিক প্রকা: ১০৩০; তাহকীক: সহীহ])

হযরত আবু যিয়াদ হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত কা'ব (রা:) কে বলতে শুনেছেন যে, আমি নবীগণের কিতাব সমূহে মাহদী সম্পর্কে পেয়েছি যে, তার কাজে যুলুম বা অত্যাচার থাকবে না। এবং দোষও থাকবে না।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৩৪ [পথিক প্রকা: ১০৩২; তাহকীক: যঈফ])

হযরত সাব্বাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদীর সময়ে ছোটরা বড় হওয়ার আকাংখা করবে। আর বড়রা ছোট হওয়ার আকাংখা করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৪৭ [পথিক প্রকা: ১০৪৫; তাহকীক: যঈফ])

৬.৪০ পৃথিবীতে আবারো আল্লাহর রহমত ও বরকত

এরপর তো সবাই জানে, মাহদীর উছিলায় সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের নেতৃত্ব চলবে। কারো কোনো অভাব-অভিযোগ থাকবেনা। সুখ শান্তি ভারে উঠবে। আর এই সময় ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান হিন্দুস্তান শাসন করবে মাহদীর প্রতিনিধি হিসেবে। মানসুর ও শুয়াইব ইবনে ছালেহ, ইমাম মাহদীর বিশেষ সহচর হবে। তারাও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড শাসন করতে থাকবেন।

সহীহ হাদীছের বিবরণ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, আখেরী যামানায় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের সর্বপ্রথম বড় আলামত। তিনি আগমণ করে এই উম্মাতের নের্তৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ইসলাম ধর্মকে সংস্কার করবেন এবং ইসলামী শরীয়তের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করবেন। পৃথিবী হতে জুলুম-নির্যাতন দূর করে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা তা ভরে দিবেন। উম্মতে মুহাম্মাদী তাঁর আমলে বিরাট কল্যাণের ভিতর থাকবে।

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, হযরত কাতাদা (রা:) বলেন উত্তম মানুষ হল মাহদীর সাহায্যকারী ও তার বাইয়াত গ্রহণকারী। দুই কূফার, ইয়ামানের অধিবাসীদের, ও সিরিয়ার সূফী সাধকদের থেকে। তার সামনে থাকবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। তাদের পিছনে থাকবে মিকাঈল আলাইহিস সালাম। তারা হল আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে প্রিয় সৃষ্ট। আল্লাহ ত'আলা যুদ্ধ বিগ্রহ, অন্ধকারতা দূর করে দিবেন। আর পৃথিবী নিরাপদ হবে (শান্তি ফিরে আসবে)। এমনকি একজন মহিলা পাঁচ জন মাহিলার মাঝে হজ্ব করবে, আর তাদের

সাথে কোন পুরুষ থাকবে না। তারা আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত আর কাউকে ভয় পাবে না। যমিন তার প্রবৃদ্ধিতা দিবে। আসামান তার বরকত দিবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৩০ [পথিক প্রকা: ১০২৮; তাহকীক: যঈফ])

ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ তখন ফল-ফলাদীতে প্রচুর বরকত হবে, মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ইসলাম বিজয়ী হবে, ইসলামের শত্রুরা পরাজিত হবে এবং সকল প্রকার কল্যাণ বিরাজ করবে।

- (নিহায়া, অধ্যায়ঃ আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম, ১/৩১)

"(মাহদীর সময়) বিশ্বে কেবল ইসলামের শাসনকর্তৃত্ব ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তখন পৃথিবী রূপালী ফলকের মতো আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাবে।"

- (আল মালাহিম ওয়াল ফিতান পৃ. ৬৬)

যুহায়র ইবনু হারব ও আলী ইবনু হুজর (রহঃ) ..... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শীঘ্রই ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে না দিরহাম পাবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, কি কারণে এ বিপদ সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, অনারবদের কারণে। তারা তা (খাদ্যশস্য বা দিরহাম) দেয়া বন্ধ করে দিবে। তিনি পুনরায় বললেন, অচিরেই সিরিয়াবাসীদের নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন, রোমের দিক থেকে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মাতের শেষভাগে একজন খলীফা হবে, সে হাত ভরে ভরে ধন-সম্পদ দান করবে, গুণে গুণে দিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু নাযরাহ ও আবুল আলাকে প্রশ্ন করলাম, আপনাদের ধারণায় ইনি কি খলীফা উমার ইবনু 'আবদুল আযীয? তারা উত্তরে বললেন, না।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২০৭-(৬৭/২৯১৩) [ইঃ ফাঃ ৭০৫১, ইঃ সেঃ ৭১০৭])
- * হাদিসে বর্ণিত খলীফা দিয়ে ইমাম মাহদীকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (আল্লাহু আলাম)

নাসর ইবনু আলী আল জাহযামী ও আলী ইবনু হুজর আস্ সা'দী (রহঃ) ..... আবূ সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের খলীফাগণের মধ্যে একজন খলীফা এমন হবে, যে হাত ভরে ভরে দান করবে এবং মালের কোন গণনাই করবে না। ইবনু হুজর (রহঃ) এর রিওয়ায়াতে يَحْثُو الْمَالَ এর স্থলে يَحْثِي الْمَالَ বর্ণিত আছে (অর্থ একই)।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২০৯-(৬৮/২৯১৪) [ইঃ ফাঃ ৭০৫৩, ইঃ সেঃ ৭১০৮])
- * শেষ জামানায় অনেক খলীফা হবেন, হাদিস থেকে ঈসা (আঃ) সহ ৫ জনের ব্যাপারে জানা যায় যারা খলীফা বা শাসক হবেন। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যখন তিনি (রসূল ﷺ) ইমাম মাহদীর কথা বলেন তখন বলেন, "আমার বংশ থেকে"। আর যখন অন্য কারো কথা

বলেন তখন বলেন, "আমার উম্মতের মধ্য থেকে" বা "তোমাদের মধ্য থেকে"। তবে কিছু সময় তোমাদের মধ্যে থেকে বলাও ইমাম মাহদীকেই বুঝায়। (আল্লাহু আ'লাম)

যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবু সাঈদ ও জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আখিরী যুগে এমন এক খলীফার আগমন ঘটবে যে, সে ধন-সম্পদ দান করবে কিন্তু কোন প্রকার গণনা করবে না।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২১০-(৬৯/২৯১৩-২৯১৪) [ইঃ ফাঃ ৭০৫৪, ইঃ সেঃ ৭১০৯]; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ১৭/১৮৩৩ [আন্তঃ ১৮২৪]; আহমাদ ১০৬২৯, ১০৯৪৫, ১১০৬৪, ১১১৮৭, ১১৫০৪, ১১৫২৯, ১৩৯৯৭, ১৪১৫৭)

জাবির (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: শেষ যুগে এমন এক খলীফাহ (ইমাম) হবেন যিনি ধন-সম্পদ বণ্টন করবেন আর তা গণনাও করবেন না।
অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের শেষ যুগে এমন এক খলীফাহ হবেন যিনি মুষ্টি ভরে ধন-সম্পদ বিতরণ করবেন এবং গুণে গুণে দান করবেন না।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৪১; মুসনাদে আহমাদ ১১৩৫৭; সহীহুল জামি ৮১৫০; আবু ইয়া'লা ১২১৬; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪০১)

আবূ ইসহাক (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা:) বলেছেন, আর তিনি তার ছেলে হাসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার এই ছেলেকে নবী ﷺ যেরূপ নেতা আখ্যায়িত করেছেন, অচিরেই তার বংশ থেকে জনৈক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে। তোমাদের নবী ﷺ-এর নামে তার নাম হবে, স্বভাব-চরিত্রে তাঁর মতো; কিন্তু গঠন আকৃতি অনুরূপ হবে না। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সে পৃথিবীকে ন্যায় বিচারে ভরে দিবে।

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯০ [ইঃ ফাঃ ৪২৪০])

মহানবী ﷺ বলেছেন, মাহ্‌দীর যুগে আমার উম্মত এমন নেয়ামত লাভ করবে যে, তারা পূর্বে কখনই তা লাভ করে নি। আকাশ থেকে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তখন পৃথিবীর বুকে সব ধরনের উদ্ভিদই জন্মাবে।

- (ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৮)

তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁর উম্মত তাঁর (মাহ্‌দী) কাছে এমনভাবে আশ্রয় নেবে যেমনভাবে মক্ষীরাণীর কাছে মৌমাছিরা আশ্রয় নিয়ে থাকে। তিনি পৃথিবীকে যেভাবে তা অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্য দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে ন্যায়বিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন। আর সমগ্র মানব জাতি ঠিক তাদের আদি সমাজের মতো হয়ে যাবে। তিনি কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করবেন না এবং কোন রক্ত ঝরাবেন না (অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবেন না)।

- (ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৯)

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন: "আসমান ও যমীনের বাসিন্দারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করার ব্যাপার কার্পণ্য করবে না এবং যমীনেও উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও তরুলতা জন্মানোর পথে কোন বাধা থাকবে না অর্থাৎ পৃথিবী বৃক্ষ, তরুলতা, ফুলে-ফলে ভরে যাবে। এর ফলে

জীবিতরা আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে, হায় যদি এ সব নেয়ামত ভোগ করার জন্য মৃতরা জীবিত হতো।”

- (ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৯)

হযরত আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, মাহদী প্রকাশের সময় কোন অন্ধকার থাকবে না। সকল মানুষই আলোকিত হবে। আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারপর তিনি সূরা বনী ইসরাইলের একাশি নম্বর আয়াত পাঠ করতে থাকলেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬৯)

হযরত হিশাম ইবনে আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছে যে, হযরত আলী (রা:) কে বলতে শুনেছেন যে, যখন সুফিয়ানী মাহদীর দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে তখন খোলা প্রান্তর তার সৈন্য দল নিয়ে ধ্বসে যাবে। এবং এ খবর সিরিয়াবাসীদের নিকট পৌছবে। তখন তারা তাদের খলীফাকে বলবে, মাহদী বের হয়ে গেছে। সুতরাং তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করুন। এবং তার আনুগত্যে প্রবেশ করুন। অন্যথায় আমরা আপনাকে হত্যা করবো। ফলে সে বাইয়াত গ্রহণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। আর মাহদী সফর করবে এমনকি সে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবে। আর গুপ্ত সম্পদগুলো তার দিকে চলে যাবে। আর আরবী, আজমী (অনারবী), যুদ্ধে লিপ্ত মানুষ, রোম আর অন্যান্যরা কোন যুদ্ধ ছাড়াই তার অনুগত্যে প্রবেশ করবে। এমনকি কুসতুনতুনিয়া ও এছাড়াও অন্যান্য জায়াগায় মসজিদ স্থাপিত হবে। আর এর পূর্বে তার পরিবার থেকে পূর্বাঞ্চল হতে এক ব্যক্তি বের হবে। যে তার কাঁধে আট মাস তরবারী বহন করবে। সে যুদ্ধ করবে, অঙ্গ বিকৃতি করবে, এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হবে। সে সেখানে পৌছানোর পুর্বেই মারা যাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০০৯ [পথিক প্রকা: ১০০৭; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কা’ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আশা রাখি যে, আমি আ’রাবের গনিমত পাবো। আর তা হলো কালবের গনিমত। সুতরাং সত্যিকারে বঞ্চিত/ক্ষতিগ্রস্ত হল ঐ ব্যক্তি যে কালবের দিনে বঞ্চিত/ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০১০ [পথিক প্রকা: ১০০৮; তাহকীক: যঈফ])

হযরত জা’ফর ইবনে সিয়ার শামী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে মাহদীকে প্রত্যাখ্যান করবে সে অত্যাচারীর (হিসেবে) কাছে পৌছবে। এমনকি মানুষের মাড়ির দাতের নীচে যদি কিছু থেকে থাকে অপসারণ করবে যাতে তার কাছে ফিরে আসে।

অন্য অনুবাদে এসেছে- মাহদী অত্যাচারকে এমনভাবে প্রতিহত করবেন যে, মানুষের মাড়ির দাতের নীচে যদি কিছু থেকে থাকে, তাও তিনি অপসারণ করবেন এবং হকদারের নিকট তা ফিরিয়ে দিবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০২৪ [পথিক প্রকা: ১০২২; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, হযরত কাতাদা (রা:) বলেন উত্তম মানুষ হল মাহদীর সাহায্যকারী ও তার বাইয়াত গ্রহণকারী। দুই, কূফার, ইয়ামানের অধিবাসীদের ও সিরিয়ার আবদাল-বুজুর্গ থেকে। তার সামনে থাকবে হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালাম। তাদের পিছনে থাকবে মিকাঈল আলাইহিস সালাম। তারা হল আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে প্রিয় সৃষ্ট। আল্লাহ ত'আলা যুদ্ধ বিগ্রহ, অন্ধকারতা দূর করে দিবেন। আর পৃথিবী নিরাপদ হবে। (শান্তি ফিরে আসবে।) এমনকি একজন মহিলা পাঁচ জন মাহিলার মাঝে হজ্ব করবে, আর তাদের সাথে কোন পুরুষ থাকবে না। তারা আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত আর কাউকে ভয় পাবে না। যমিন তার প্রবৃদ্ধিতা দিবে। আসামান তার বরকত দিবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৩০ [পথিক প্রকা: ১০২৮; তাহকীক: যঈফ])

হযরত মাতার হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তার নিকট হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয আলোচনা করলেন। অতঃপর বললেন আমাদের নিকট এ খবর পৌছেছে যে, মাহদী এমন কিছু করবেন যা উমর ইবনে আব্দুল আযীযও করে নাই। আমরা বললাম সেটা কি? তিনি বললেন তার নিকট এক ব্যক্তি আসবে অতঃপর তাকে কাছে (কিছু) চাইবে। অতঃপর সে বলবে তুমি বাইতুল মালে (রাষ্ট্রিয় কোষাগারে) প্রবেশ কর এবং গ্রহণ কর। অতঃপর সে সেখানে প্রবেশ করবে এবং গ্রহণ করবে। অতঃপর সে সেখান থেকে বের হবে। আর মানুষ তাকে দেখবে যে, সে পরিতৃপ্ত। (মানুষ দেখার কারণে সে) লজ্জিত হবে। এবং তার দিকে ফিরে আসবে এবং তাকে বলবে আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তা ফিরিয়ে নিন। অতঃপর সে অস্বীকৃতি জানাবে এবং বলবে, আমি শুধু দেই, গ্রহণ করি না।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৩৩ [পথিক প্রকা: ১০৩১; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রসূল ﷺ বলেন সে (মাহদী) খুঁজে গচ্ছিত সম্পদ বের করবে। এবং মাল সম্পদ বন্টন করে দিবে। আর ইসলামকে তার পাশ্ববর্তীর সাথে সাক্ষাত করাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৩৭ [পথিক প্রকা: ১০৩৫; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ বলেন সে এমন ভাবে মাল সম্পদ ছড়াবে। (মাল সম্পদ বন্টন করবে।) যে, বন্টনের ক্ষেত্রে গণনা করবে না। সে সারা পৃথিবীকে ন্যায় বিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে যেমনিভাবে সারা পৃথিবীতে অত্যাচার ও নিপিড়ন ভরে গিয়েছিল।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৩৯ [পথিক প্রকা: ১০৩৭; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) রসূল সা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ বলেন মাহদীর সময়ে আমার উম্মতকে এমন নেয়ামত দেওয়া হবে যে, ঐরূপ নেয়ামত আর কখনো দেওয়া হয় নাই। আকাশ প্রচুর বর্ষণ করবে। আর যমিন ফসল উৎপন্ন করবে না। তবে যা বের করে।

মাল সম্পদ হবে পদদলিতের মত। একজন লোক দাঁড়াবে এবং বলবে- হে মাহদী! আমাকে দাও। অতঃপর সে বলবে, গ্রহণ কর।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৪৮ [পথিক প্রকা: ১০৪৬; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু মুহম্মাদ আহলে মাগরিব এর এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করে বলেন যে, যখন মাহদী বের হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের অন্তরে ধনাঢ্যতা ঢেলে দিবেন। এমনকি মাহদী বলবে. কে মাল চায়? অর্থাৎ কার মাল সম্পদের প্রয়োজন। তখন তার নিকট একজন ব্যতীত কেউ আসবে না। সে এসে বলবে, আমি (আমার মাল সম্পদের প্রয়োজন)। অতঃপর তিনি বলবেন তুমি নিক্ষেপ কর। অতঃপর সে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর সে উহা তার পিঠে বহন করবে। এমনকি যখন সে আসবে তখন মানুষ দূরে সরে যাবে। সে বলবে তোমরা কি আমাকে এখানে সব থেকে খারাপ মনে করছ? অতঃপর সে ফিরে আসবে। এবং তাকে মাল সম্পদ ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর বলবে তুমি তোমার মাল রাখ। এতে আমার কোন দরকার নেই।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৫১ [পথিক প্রকা: ১১৪৮; তাহকীক: যঈফ])

৬.৪১ ইমাম মাহদীর সাত থেকে নয় বছরের মধ্যে খিলাফত হস্তান্তর

পৃথিবী একটি শান্তিপূর্ণ ও সুশাসনে ভরা, মুসলিমদের গৌরবান্বিত একটি খিলাফতের সাক্ষী হওয়ার পর ইমাম মুহাম্মাদ তথা মাহদী তার শাসনভার ছেড়ে দিবেন এবং এর পরপরই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। তার মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে আবার পৃথিবীতে বিভিন্ন ফিতনা-বিদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে। আর এভাবে একটি কাল চলতে থাকবে।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে ইমাম মাহদী কত বছর শাসন করবেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ৪০ বছরে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তারপর খলীফা হিসেবে পৃথিবীতে শাসন করবেন। বিভিন্ন হাদিস থেকে পাওয়া যায় তিনি ৭ বছর, ৮ বছর, ৯ বছর শাসন করবেন। এছাড়া অন্যান্য যেসকল বর্ণনা রয়েছে তা একক এবং দুর্বল সনদ বা মতনে ভুল। কিছু হাদিসে ৭ থেকে ৯ বছর এসেছে। বিভিন্ন হাদিস দেখে এটির সঠিকটা নির্ণয় করা যায় না আর এটি আল্লাহ তায়ালা কম-বেশিও করতে পারেন। তবে আরো কিছু সূত্র থেকে ৮ (আট) বছর শাসন করবেন বলে মতটিকেই বেশি সঠিক মনে হয়। এ ব্যাপারে সরাসরি হাদিসও রয়েছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, আখেরী যামানায় আমার উম্মাতের ভিতরে মাহদীর আগমণ ঘটবে। তাঁর শাসনকালে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যমিন প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে, তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান বৃদ্ধি (হারানো গৌরব ফিরে) পাবে। (এরপর) তিনি সাত বছর কিংবা আট বছর জীবিত থাকবেন (খিলাফত পরিচালনা করে মৃত্যুবরণ করবেন)।

- (মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৬০১; সিলসিলায়ে সহীহা ৭১১; আলবানী সহীহ বলেছেন)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী এর মধ্যে তথা শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর সাত বছর অথবা আট বছর অথবা নয় বছর জীবিত থাকবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ **১১২১, ১১২২** [পথিক প্রকা: **১১১৮, ১১১৯;** তাহকীক: যঈফ])

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পর সাত বছর অথবা নয় বছর জীবিত থাকবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ **১১২৪** [পথিক প্রকা: **১১২১;** তাহকীক: যঈফ])

আবু সাঈদ (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন মাহদী (খিলাফতের পর) সাত, আট অথবা নয় বছর বেঁচে থাকবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ **১১২৭** [পথিক প্রকা: **১১২৪;** তাহকীক: যঈফ])

মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (রহঃ) ...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের আশংকা হয় যে, নবী ﷺ এর ইন্তিকালের পর নতুন কিছু ঘটবে। তাই আল্লাহর নবী ﷺ-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতে মাহাদীর আগমন ঘটবে। তিনি পাঁচ বা সাত বা নয় (বর্ণনাকারী যায়দের সন্দেহ যে মূলত সংখ্যা কত) বাস করবেন। রাবী বলেন, আমরা বললাম যে সংখ্যা দ্বারা কি অর্থ নিয়েছেন? তিনি বললেন, বছর। তিনি আরো বলেনঃ তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলবেঃ হে মাহদী, আপনি আমাকে দান করুন, আপনি আমাকে দান করুন। নবী ﷺ বলেনঃ তারপর তিনি, ঐ ব্যক্তি যতটুকু বোঝা বহন করতে পারবে তার কাপড়ে সে পরিমাণ সম্পদ প্রদান করবেন।

- (হাসান, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৩২ [ইঃ ফাঃ ২২৩৫]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৫৫; সুনান ইবনু মাজাহ ৪০৮৩; মুসনাদে আহমাদ **১১১৭৯**)
- আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর বরাতে অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবূস সিদ্দীক আন-নাজীর নাম বাকর ইবনু আমর, মতান্তরে বাকর ইবনু কাইস।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ মাহ্‌দী আমার উম্মাত থেকেই আবির্ভূত হবে। তিনি কমপক্ষে সাত বছর অন্যথা নয় বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। তার যুগে আমার উম্মাত অযাচিত প্রাচুর্যের অধিকারী হবে, ইতোপূর্বে কখনো তদ্রূপ হয়নি। পৃথিবী তার সর্বপ্রকার খাদ্যসম্ভার পর্যাপ্ত উৎপন্ন করবে এবং কিছুই প্রতিরোধ করে রাখবে না। সম্পদের স্তূপ গড়ে উঠবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে মাহ্‌দী! আমাকে দান করুন। তিনি বলবেন, তোমার যতো প্রয়োজন নিয়ে যাও।

- (হাসান, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৮৩; সুনান আবূ দাউদ ৪২৮৫; রাওদুন নাদীর ৬৪৭)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ﷺ বলেন সে (মাহদী) পৃথিবীকে ন্যায় বিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবে। যেমনিভাবে এর পূর্বে পৃথিবীতে জুলুম অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল। আর সে রাজত্ব করবে সাত বছর।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৪১ [পথিক প্রকা: ১১৩৯; তাহকীক: যঈফ])

হযরত দীনার ইবনে দীনার হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী প্রকাশ পাবে আর যুদ্ধ লব্ধ মাল বন্টন করা হবে। আর তখন তার নিকট যা পৌঁছবে তা মানুষ একে অপরের মাঝে সহযোগীতা করবে। (বন্টনের ক্ষেত্রে)। সেখানে কাউকে কোন একজনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। আর সে হক অনুযায়ী কাজ করবে। এমনকি সে মৃত্যু বরণ করবে। (মৃত্যু পর্যন্ত সে হক অনুযায়ী কাজ করবে।) আর উহার পর দুনিয়া উত্তেজিত হয়ে যাবে (বিশৃংখল হয়ে যাবে)।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৫২ [পথিক প্রকা: ১০৪৯; তাহকীক: যঈফ])

হযরত দীনার ইবনে দীনার (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে মাহদি মৃত্যুবরণ করলে মানুষের মাঝে ব্যাপক গনহত্যা দেখা দিবে এবং একে অন্যকে হত্যা করবে। অনারবদের জয়জয়কার হবে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকাশ পাবে। মানুষের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা এবং একতাবদ্ধতা থাকবেনা, এক পর্যায়ে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৩৪ [পথিক প্রকা: ১১৩১; তাহকীক: যঈফ])

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাহদী সাত বছর রাজত্ব করে মারা যাবে, মুসলমানরা তার জানাজার নামাজ আদায় করবে। (শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে) (আবু দাউদ)

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "মাহদীর মৃত্যুর পর কোন কল্যাণ থাকবে না (শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে)

- (মুসনাদে আহমাদ; হাদিসটি ড. আরেফী রচিত "মহাপ্রলয়" বইতেও রয়েছে)

৬.৪২ ইমাম মাহমুদ (হাবীবুল্লাহ) এর খিলাফত গ্রহণ

ইমাম মাহদী এর পর মাহমুদ এর দুই বছরের খিলাফত

...লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে। (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না) ...(প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৩ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৫]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫২৯৩; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৯৭২; মুসনাদে আহমাদ ৬১৬৮)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইস ইবনে জাবের আসসাদাফী (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, পৃথিবীর বেশ কয়েকজন প্রতাপশালী ক্ষমতা পরিচালনা করার পর আমার বংশের জনৈক ন্যায়পরায়ণ লোক (মাহদী) ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তিনি গোটা

পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দিবেন। অতঃপর কাহতান গোত্রের একলোক (মানসূর) ক্ষমতার মালিক হবেন। কসম সে সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব নিয়ে প্রেরণ করেছেন, উক্ত কাহতানীর পূর্বের শাসক নিম্নমানের (অর্থাৎ দুর্বল চিত্ত) হবেন।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ২৮৬; মুজামুল কাবীর ১৮৪১১)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কায়স ইবনে জাবের আস সাদাফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতিসত্ত্বর আহলে বায়তের একজন লোক (মাহ্দী) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তিনি গোটা পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যা ইতিপূর্বে জুলুম-নির্যাতনে পরিপূর্ণ ছিল। এরপর জনৈক কাহতানী আমীর নিযুক্ত হবে, কসম সে সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব সহকারে পাঠিয়েছেন, উক্ত কাহতানীর পূর্বের শাসক নিম্নমানের (অর্থাৎ দুর্বল বা দুর্বল চিত্ত) হয়ে থাকবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৪৬ [পথিক প্রকা: ১১৪৩; তাহকীক: সহীহ])

কাইস আস-সাদাফী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, মাহদির পর জনৈক কাহতানী এক লোক শাসক নিযুক্ত হবে। কসম সেই সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব নিয়ে প্রেরণ করেছেন, উক্ত কাহতানীর পূর্বের শাসক নিম্নমানের (অর্থাৎ দুর্বল বা দুর্বল চিত্ত) হয়ে থাকবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২২১ [পথিক প্রকা: ১২১৮; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম মাহদীর শাসনের পর দুই বছর মাহমুদ শাসন করবে। যে হবে খুব কঠোর, আর দুর্বলদের জন্য কোমল অন্তরের।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, অধ্যায়ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ, ৭৭১)

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হয়? যতক্ষণ না উমর (রা:) এর বংশের দুর্বল বালকের হাতে শাসন ক্ষমতা যায়।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৩)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার জামানায় আমি মুনাফিকদের ঘৃণা করি কিন্তু হত্যা করি না। আর আমার জামানায় শেষের দিকে আমার বংশের ইমাম মাহদীর পর একজন ইমাম দু'বছরের খেলাফত পাবে, যার খেলাফতের সময় মুনাফিকদের প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, অধ্যায়ঃ মুনাফিকের শাস্তির বর্ণনা, ১২১০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদীর (ইমাম মুহাম্মাদ বা আল মাহদী) ইন্তেকালের পর এমন একলোক (ইমাম মাহমুদ) শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৮৬ [পথিক প্রকা: ১১৮৩; তাহকীক: যঈফ])

৬.৪২.১ ইমাম মাহমুদ এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

এই ইমাম মাহমুদই হচ্ছেন সেই মাহমুদ হাবীবুল্লাহ যিনি হিন্দুস্তান থেকে প্রকাশ পাবেন এবং হিন্দের যুদ্ধে মুসলিম জামাতের নেতৃত্ব দিবেন। তার বিষয়ে ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। তার নাম, বংশ, আত্মপ্রকাশের সময়, আত্মপ্রকাশের স্থান, আত্মপ্রকাশের পর তার কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। মাহদীর খিলাফতের পর তিনি আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এ ব্যাপারে অনেক হাদিস এসেছে। এখানে তার ব্যাপারে আরো কিছু তুলে ধরা হলো।

ইমাম মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর আল কুরাইশী আল কাহতানী। তার উপনাম বা উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি পিতার দিক দিয়ে কুরাইশী এবং মাতার দিক দিয়ে কাহতানী। পিতার দিক দিয়ে ওমর (রা:) এর বংশধর হবেন। হাদিসে উল্লেখকৃত ১২ জন কুরাইশী আমীর বা খলীফা আসবেন, তার মধ্যে অন্যতম তিনি।

তিনিও ইলহাম প্রাপ্ত হবেন

হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর আনসারী আল বদরী (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, পূর্ববর্তী যুগে আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইলের নিকট বারো জন ইমাম পাঠিয়েছিলেন, আর তারা ছিল ওহী প্রাপ্ত। আর আমার উম্মতদের মধ্যেও বারো জন ইমাম থাকবে, যারা আল্লাহর নির্দেশনা পাবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৯৭)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। আল্লাহর বন্ধুগণ আল্লাহর বাণী পান, আর আমার পরেও কিছু ব্যক্তি পাবে, আর তারা নবী না। আল্লাহর বন্ধু।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১০৮৭)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার হলো তারা ইলহাম পাবে। যেমন আমার জামানায় উমর (রা:) পেয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ইলহাম কি? তিনি বললেন, গোপন ওহী বা বার্তা। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলবেন।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৯৬)

৬.৪২.২ মুনাফিকদের প্রকাশ্যে হত্যা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার জামানায় আমি মুনাফিকদের ঘৃণা করি কিন্তু হত্যা করি না। আর আমার জামানায় শেষের দিকে আমার বংশের ইমাম মাহদীর পর একজন ইমাম দু'বছরের খেলাফত পাবে, যার খেলাফতের সময় মুনাফিকদের প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১২১০)

৬.৪৩ ইমাম মাহমুদ এর দুই বছর পর খিলাফত হস্তান্তর

দুই বছর পর মাহমুদ তার খিলাফত থেকে সরে যাবেন যেমনটি হাদিসে এসেছে। এরপর মানসূর খিলাফত পরিচালনা করবেন এবং তার জামানার শুরু থেকেই আবারো ফিতনা-ফাসাদ শুরু হবে। তখন যদিও মুসলিমরাই ক্ষমতায় থাকবে কিন্তু বিভিন্ন মুনাফিকি, বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুদের মাথাচারা দিয়ে উঠা এগুলোর কারণে মুসলিম বিশ্ব আবার ফিতনার সম্মুখীন হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদীর (ইমাম মুহাম্মাদ বা আল মাহদী) ইন্তেকালের পর এমন একলোক (ইমাম মাহমুদ) শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৮৬ [পথিক প্রকা: ১১৮৩; তাহকীক: যঈফ])

৬.৪৪ আবারো ফিতনা-ফ্যাসাদ শুরু

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী এর মৃত্যুর পর লোকজনের মাঝে ফিতনা-বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ঐ সময় বনু মাখজুমের জনৈক লোক এগিয়ে এসে নিজের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকবে। কিছুদিন তার রাজত্ব চলার পর সে মানুষকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করবে। তার এসব কাজের কেউ বিরুদ্ধাচরণ করবেনা। এরপর মানুষের জন্য দান করা বন্ধ করে দিবে, কিন্তু তারপরও তার কাজের প্রতিবাদ করার মত কাউকে পাওয়া যাবেনা। একদিন বায়তুল মোকাদ্দাস পৌছলে সে এবং তার সাথিরা টালমাটাল হয়ে যাওয়া চাকার মত হয়ে যাবে। তার ঘরের মহিলারা উলঙ্গ প্রায় হয়ে স্বর্ণরূপা পরিধান করতঃ বাজারে ভ্রমণ করতে থাকবে। কিন্তু তাদেরকে সংশোধন করে দেয়ার মত কাউকে পাওয়া যাবেনা। ইয়ামান থেকে বনুকুজাআহ, মুয়হাজ্ব, হামদান, হিমইয়ার, আযদি, গাছদান এবং যারা তার কথা শুনেনা তাদের সকলকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিবে। এক পর্যায়ে তাদেরকে বের করা দেয়া হলে তারা এসে ফিলিস্তিনের এক পাহাড়ের চুড়ায় আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে জাদীয়, লাখাম ও জুযাম এবং আরো অনেকে শাসকের এহেন আচারনে ক্ষুব্ধ হয়ে খাবার-পানি নিয়ে এগিয়ে আসবে। ইউসুফ (আঃ) যেমন তার ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এরাও এসব লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এমন মুহূর্তে হঠাৎ আসমান একটি গায়েবী আওয়াজ আসবে, যা কোনো মানুষ কিংবা জ্বিনের কণ্ঠ থাকবেনা। সে বলবে 'তোমরা অমুকের হাতে বায়আত গ্রহণ করো, তোমরা হিজরতের পর পূনরায় পিছনে ফিরে যেয়োনা। তারা সকলে এদিক ওদিক দৃষ্টি দিয়ে কাউকে দেখতে পাবে না। এভাবে তিনবার গায়েবী আওয়াজ আসলে, তারা সকলে(দুই কানে ছিদ্রবিশিষ্ট তৃতীয় মাহদী)মানসূরের হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। অতঃপর দশজনের একটি প্রতিনিধিদল মাখযূমির কাছে পাঠানো হলে তাদের নয়জনকে সে হত্যা করবে, কেবল একজনকে জীবিত রাখবে। এরপর পাঁচজনের আরেকটি দল প্রেরণ করলে তাদের চারজনকে হত্যা করে একজনকে জীবিত রাখা হবে। অতঃপর তিনজনের আরেকটি প্রতিনিধি

পাঠানো হলে দুইজনকে হত্যা করে একজনকে জীবিত রাখা হবে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করবে এবং তার সাথীবর্গসহ তাকে (কাহতানিকে অস্ত্রের মাধ্যমে) হত্যা করা হবে। গোপনে পলায়নকারী ব্যতীত কেউ বাঁচতে পারবেনা। প্রত্যেক কুরাশীকে হত্যা করা হবে। তখন হাজারো তালাশ করেও একজন কুরাশী পাওয়া যাবেনা, যেমন বর্তমানে কেউ জুরহুম গোত্রের কাউকে তালাশ করে পাওয়া যাবেনা। ঠিক তেমনিভাবে কুরাইশ গোত্রের লোকজনকেও ব্যাপকভাবে হত্যা করা হলে, পরবর্তীতে আর তাদের কাউকে পাওয়া যাবে না।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৩৬ [পথিক প্রকা: ১১৩৩; তাহকীক: যঈফ])

হযরত দীনার ইবনে দীনার (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে মাহদী মৃত্যুবরণ করলে মানুষের মাঝে ব্যাপক গণহত্যা দেখা দিবে এবং একে অন্যকে হত্যা করবে। অনারবদের জয়জয়কার হবে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকাশ পাবে। মানুষের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা এবং একতাবদ্ধতা থাকবেনা, এক পর্যায়ে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৩৪ [পথিক প্রকা: ১১৩১; তাহকীক: যঈফ])

৬.৪৫ ইমাম মানসূর এর খিলাফত গ্রহণ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইস ইবনে জাবের সাদাফী (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, কাহতানী এবং পরবর্তীতে আরো যারা খলীফা ও আমীর নিযুক্ত হবেন, তারা প্রত্যেকে মাহদীর পর হবেন (ক্ষমতায় যাবেন)।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০৯ [পথিক প্রকা: ১২০৬; তাহকীক: যঈফ])

আবু হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র হতে এমন এক ব্যক্তির আগমন না হবে যে মানুষ জাতিকে তার লাঠির সাহায্যে পরিচালিত করবে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৫১৭; সহীহুল মুসলিম, পর্ব ৫২, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১০ [হাঃ একাঃ ৭২০০-(৬০/২৯১০); ইঃ ফাঃ ৭০৪৪; ইঃ সেঃ ৭১০০]; আল-লুলু ওয়াল মারজান ১৮৪৪; মুসনাদে আহমাদ ৯৩৯৫; মুসনাদে বাযযার ৮১৬১; সহীহুল জামি' ৭৪২৫; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭১)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যে পর্যন্ত না কাহতান গোত্র থেকে একজন ইমাম বের হবে। যে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদীর (ইমাম মুহাম্মাদ বা আল মাহদী) ইন্তেকালের পর এমন একলোক (ইমাম মাহমুদ) শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর মাহদী নামক আরেকজন (ইমাম জাহজাহ) শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৮৬ [পথিক প্রকা: ১১৮৩; তাহকীক: যঈফ])

৬.৪৫.১ ইমাম মানসূর এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

ইমাম মানসূর কবে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তার কার্যক্রম কি হবে এই নিয়ে আগের পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মানসূর ইমাম মাহদীর আগে আত্মপ্রকাশ করে মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাবে এবং মাহদীর খিলাফতের পর মাহমুদ ক্ষমতায় আসবেন এবং তার পরেই ইমাম মানসূর আমীরুল মুমিনীন হিসেবে ক্ষমতায় যাবেন। এখানে আরো বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হলো।

ইমাম মানসূরের ব্যাপারে ছহীহ-জঈফ অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মানসূরকে হাদিসে বিভিন্ন নামে সম্বোধন করেছে যার মধ্যে রয়েছে- মানসূর, মানসূর ইয়ামেনী, ইয়ামেনী, হাশেমী, কাহতানী ইত্যাদি। মাহদীর আগমনের আগে মানসূর কি কি করেছে এবং তার উত্থান কখন এই বিষয়ে এখানে কোন আলোচনা করা হবে না, কারণ তা আগেই হয়ে গেছে। শুধু তার খিলাফতকালীন বিষয়গুলো এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

আবু হুরাইরাহ্ রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র হতে এমন এক ব্যক্তির আগমন না হবে যে মানুষ জাতিকে তার লাঠির সাহায্যে (শক্তি দ্বারা সুশৃংখলভাবে) পরিচালিত করবে। [একই ৩২৬৯; ইসঃ ফাঃ ৩২৬৯]

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী, পর্ব ৬১, অধ্যায় ৭, হাঃ ৩৫১৭ [আঃ প্রঃ ৩২৫৫; ইসঃ ফাঃ ৩২৬৬]; সহীহুল মুসলিম, পর্ব ৫২, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১০ [হাঃ একাঃ ৭২০০-(৬০/২৯১০); ইঃ ফাঃ ৭০৪৪; ইঃ সেঃ ৭১০০]; আল-লুলু ওয়াল মারজান ১৮৪৪; মুসনাদে আহমাদ ৯৩৯৫; মুসনাদে বাযযার ৮১৬১; সহীহুল জামি’ ৭৪২৫; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭১)

লাঠির মাধ্যমে জনগণকে পরিচালিত করার অর্থ হলো আখেরী যামানায় তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ তার আনুগত্য করবে। তিনি হবেন একজন সৎ লোক। হাদীছের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় তিনি কঠোর হবেন। তবে সকলের বিরুদ্ধে কঠোরতা করবেন না। অপরাধীদের বিরুদ্ধেই কেবল তিনি কঠিন হবেন।

- (আশরাতুস সা’আতি: ইউসুফ আব্দুল্লাহ আল ওয়াবিল ২১৯)

হযরত কা’ব (রা:) বর্ণনা করেন, খলীফা মানসূর বনু হাশেমের একজন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০৭ [পথিক প্রকা: ১২০৪; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, কাহতানের (বংশের) এক লোক লোকজনকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ২৮৪)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইস সাদাফি স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, কাহ্তানী মূলতঃ হযরত মাহদীর পরে ক্ষমতাসীন হবে। কসম সে সত্তার যিনি আমাকে সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, তিনি তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৯৩ [পথিক প্রকা: ১১৯০; তাহকীক: যঈফ])

আবূল ইয়ামান (রহঃ) ... মুহাম্মাদ ইবনু জুবায়ের ইবনু মুত্‘ঈম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু‘আবিয়া রাঃ-এর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিদের সাথে তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌঁছলো যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা:) বর্ণনা করেন, শীঘ্রই কাহতান বংশীয় জনৈক বাদশাহর আগমন ঘটবে। এতদশ্রবণে মু‘আবিয়াহ (রা:) ক্রুদ্ধ হয়ে খুৎবা দেয়ার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও সানার পর তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং আল্লাহর রসূল ﷺ হতেও বর্ণিত হয়নি। এরাই মূর্খ, এদের হতে সাবধান থাক এবং এমন কাল্পনিক ধারণা হতে সতর্ক থাক যা ধারণাকারীকে বিপথগামী করে। আল্লাহর রসূল ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, যত দিন তারা দ্বীন কায়েমে লেগে থাকবে তত দিন খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ্ তাকে অধোঃমুখে নিক্ষেপ করবেন। *

- (সহীহ বুখারী ইসঃ ফাঃ ৩২৫১; একই বর্ণনা বুখারী (তাওহীদ) হাদিস নম্বরঃ ৩৫০০, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩২৩৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩২৪৮)
- * এখানে শেষের কথাগুলো নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। মূলত অসংখ্য সহীহ হাদিসেই ইমাম মাহদীর পরে কাহতানী আরো কিছু খলীফা হবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাহতানীরা মুলত ইয়ামানী। ইমাম মাহমুদ, ইমাম মানসূর এই দুজনই কাহতানী। মূলত এটি মায়ের দিকে হওয়ার বিষয়। পিতার দিকে তারা ঠিকই কুরাইশি। যে সকল খলীফাগণ আসবেন ও ক্ষমতায় যাবেন তারা সকলেই কুরাইশি হবেন। যেমন ইমাম মাহমুদ পিতার দিক দিয়ে উমার (রা:) এর বংশধর অর্থাৎ কুরাইশি। এবং ইমাম মানসূর, তার ব্যাপারেও বলা হয়েছে কিছু জায়গায় যে তিনি বনু হাশেম গোত্রের অর্থাৎ কুরাইশি। আর ইমাম মাহদী এবং ইমাম জাহজাহ এর ব্যাপারে বলাই আছে তারা কুরাইশি। (হয়তো এই বিষয়ে সেই সাহাবীর কাছে কোন সংবাদ পৌঁছে নি। উপরে উল্লিখিত বর্ণনাটি আসার হলেও মারফু সূত্রে একাধিক হাদিসও বর্ণিত রয়েছে এ বিষয়ে।)

আবদুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষন না কাহতান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে নেবে (শাসন চালাবে)।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১১৭ [আঃ প্রঃ ৬৬১৮; ইসঃ ফাঃ ৬৬৩২])

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ইয়ামান জাতিরা! তোমরা বলে থাক যে, নিঃসন্দেহে মানসুর তোমাদের দলভুক্ত। কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! মানসূরের পিতা কুরাইশী। ইচ্ছা করলে আমি তার ও তার বংশের লোকজনের নাম বলে দিতে পারব।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৪৫ [পথিক প্রকা: ১২৪২; তাহকীক: সহীহ])

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ইয়ামান বাসী তোমাদের দাবি হচ্ছে, খলীফা মানসূর তোমাদের গোত্রের। না, কখনো নয় কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রান রয়েছে, নিঃসন্দেহে খলীফা মানসূর এর পিতা কুরাইশ বংশের হবে। যদি আমি ইচ্ছা করি তার আখেরী দাদার প্রতি তাকে নিসবত করতে তাহলে অবশ্যই আমি সেটা করতে পারব।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ২৮০)

৬.৪৫.২ ইমাম মানসূর এর শাসনকাল

ইমাম মানসূর যিনি হবেন নেককার ও সৎ খলীফাদের অন্যতম। কিন্তু তার সময়ে ফিতনা চরমে পৌঁছে যাবে। এরপর তাকে গোপনে হত্যা করে ফেলা হবে। এই ঘটনা যেন একদম উসমান (রা:) এর সময়কার ফিতনা এবং উসমান (রা:) কে হত্যারই আরেক পুনরাবৃত্তি। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে একটি হাদিসও রয়েছে আল ফিতানে। আর তাতে বলা হয়েছে উসমান (রা:) এর শহীদ করার মতো একটি ঘটনা ঘটবে।

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদী দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর জীবিত/ক্ষমতায় থাকবেন[১], এরপর নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর কাহতান গোত্রের আরেকজন লোক (মানসূর) যার উভয় কান ছিদ্র বিশিষ্ট হবে খলীফা নিযুক্ত হবেন এবং খলীফা মাহদীকে অনুসরণ করবেন। তিনি বিশ বছর পর মারা যাবে। মূলতঃ তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর থেকে একজন লোক খলীফা হবেন, যার নাম মাহদী[২] হবে, তিনি হবেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তার হাতে কায়সারের শহর জয় হবে। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সর্বশেষ আমীর। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) পৃথিবীর বুকে পূনরায় আগমন করবেন। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২১৪ [পথিক প্রকা: ১২১১, তাহকীক: যঈফ])
- * ১। মাহদী ৪০ বছর জীবিত বা ক্ষমতায় থাকবেন এ বিষয়টি বিভ্রান্তিমূলক, সঠিক নয়। তবে মাহদী যে ৪০ বছরে আত্মপ্রকাশ করবেন ও এরপর বায়াত নিয়ে খলীফা হবেন সেটি বাস্তবসম্মত। ২। পরের মাহদী দ্বারা জাহজাহকে বুঝানো হয়েছে। তাকে অনেক হাদিসেই এরকম মাহদী নাম হবে বলে উল্লেখ করেছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবেনা যতক্ষণ না কাহতান বংশের এক লোক মানুষকে তার অধীন করবেন না।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৩৯ [পথিক প্রকা: ১২৩৬; তাহকীক: সহীহ])

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে কাহতান এলাকার জনৈক লোক তার শাসনের লাঠি দ্বারা মানুষকে তার অধীন করে নিবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৪০ [পথিক প্রকা: ১২৩৭; তাহকীক: সহীহ]; সহীহুল বুখারী ৬৭৩৫; সহীহুল মুসলিম ৫৩১৪; মুসনাদে আহমাদ ৯২৪২)

৬.৪৬ ভণ্ড ঈসা এর আত্মপ্রকাশ ও ধ্বংস

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, ইমাম মানসুরের শাসন আমলের শেষের দিকে একজন মিথ্যুক ঈসা (আঃ) এর দাবিদারের প্রকাশ ঘটবে। তখন সেনাপতি জামিল ছফফাহ তাকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করবে।

- (আখিরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১০৩)

আবু সাঈদ খুদরী রা বলেন, রছুল ছাঃ বলেছেন, ঈসা ইবনে মারিয়াম আ আসমান থেকে আগমনের পূর্বে একজন মিথ্যুক ভণ্ড ঈসার প্রকাশ ঘটবে। যাকে মুসলমানদের একজন সেনাপতি "এই তরবারী" দ্বারা হত্যা করবেন। আর তার নাম হবে জামিল। তিনি তরবারীর কথা বলে তার তরবারীর দিকেই ইশারা করলেন। তিনি আরও বললেন, অবশ্যই সালমান নামে তার একজন সহচর বন্ধু থাকবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭৯৮)

৬.৪৭ ইমাম মানসূরকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা ও তার বিশ বছরের খিলাফত শেষ

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাহদীর মৃত্যুবরণ করার পর **কাহতান গোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক** (মানসূর) **শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে হুবহু** মাহদীর **মত। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের** দ্বারা **হত্যা করা হবে।** এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের (জাহজাহ) আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর (ইউরোপ) বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা বাদশাহ। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৪ [পথিক প্রকা: ১২৩০, তাহকীক: সহীহ])

হযরত আরতাত (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর কাহতান গোত্রের মানসূর নামক লাঠি ওয়ালা ব্যক্তি বিশ বছর শাসন না করা ব্যতীত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রা:) থেকে বর্ণিত, একদা তার নিকট বারোজন খলীফা এবং আমীরের আলোচনা করা হলে তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! উক্ত রক্তপাতের পর (মানসূর কাহতানীকে হত্যা), মাহদী (চতুর্থ খলিফা জাহজাহ) সিংহাসনে বসবে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) এর সাথে মিলিত হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৮২ [পথিক প্রকা: ১২৮০; তাহকীক: সহীহ])

হযরত কাব (রহ:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন (কাহতানী) হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফা মানসূর মৃত্যুবরণ করার পর আসমান জমিনের অধিবাসী এবং আসমানের পশু পাখি তার জানাযায় শরীক হবে এবং দোয়া করবে। তিনি রোম বাসিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং ভয়াবহ এক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করবেন। ঐ যুদ্ধে তিনি এবং তার সাথে থাকা আরো দুই হাজারের মত সৈনিক শাহাদাতবরণ করবেন। তাদের প্রত্যেকে আমীর এবং ঝান্ডাবাহী। রসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর মুসলমানরা এত মারাত্মক আর কোন মুসিবতের সম্মুখীন হয়নি।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৯৯ [পথিক প্রকা: ১২৯৭; তাহকীক: যঈফ])

৬.৪৮ ইমাম জাহজাহ প্রধান গণ্য (মুসলিমদের শাসক/আমীর)

ইমাম মানসূরকে অস্ত্র দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহের মাধ্যমে শহীদ করা হবে। এরপর সবাই খলীফা নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হবে। তারা কুরাইশকে ক্ষমতা দিতে চাইবে না কিন্তু এমন একজনকে তাদের প্রধান/আমীর বানাবে যে নিজেই হবে হাশেমী আর কিছু জায়গায় এসেছে সেও রসূল ﷺ বংশধর। তিনিও সৎ চরিত্রের অধিকারী হবেন, মুসলিম উম্মাতের সর্বশেষ আমীর হবেন আর তার পিছনেই ঈসা (আঃ) নামাজ পড়বেন এবং তার পরেই তিনি ঈসা (আঃ) এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং ঈসা (আঃ) মুসলিমদের আমীর বা শাসক হবেন।

আবূ হুরায়রাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জাহজাহ নামক এক লোক মানুষের শাসক না হওয়া পর্যন্ত রাত্র-দিনের আবর্তন (কিয়ামত) শেষ হবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে যাবত গোলাম বংশ হতে 'জাহজাহ' নামক এক ব্যক্তি শাসক না হবে।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম ৬১-(২৯১১); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪১৬-[৭]; সহীহুল জামি ৭২৭৪)

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার আল আবদী (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহজাহ নামে জনৈক আযাদকৃত দাস শাসনকর্তা হবে।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) ৭২০১ [ইসঃ ফাঃ ৭০৪৫; ইসঃ সেঃ ৭১০১])
- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৮ [ইঃ ফাঃ ২২৩১]; সহিহাহ ২৪৪১)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, জাহজাহ নামের একজন গোলাম ক্ষমতায় না যাওয়া ব্যতীত, কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৭২)

হযরত কা'বে আহবার (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মানুষের মাঝে হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে তখন লোকজন বলবে এ যুদ্ধ মূলতঃ কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরাইশদেরকে হত্যা করলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। একথা শুনার পর সকলে মিলে কুরাইশদেরকে এমন ভাবে হত্যা করবে, তাদের একজনও বাকি থাকবেনা। কিন্তু এরপর গিয়ে মানুষ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যেমন জাহেলী যুগে লিপ্ত ছিল এবং গোলামদের একজন মানুষের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৫২ [পথিক প্রকা: ১১৪৯, তাহকীক: যঈফ])
- * এই 'গোলামদের একজন'ই হচ্ছে আজাদকৃত গোলাম জাহজাহ।

হযরত কা'বে আহবার (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন ইয়ামানী শাসন ক্ষমতায় বসবে, তখন বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকায় অসংখ্যা কুরাইশীকে হত্যা করা হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৫৩ [পথিক প্রকা: ১১৫০, তাহকীক: যঈফ])

৬.৪৮.১ ইমাম জাহজাহ এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

জাহাজাহ নামক একজন আজাদকৃত দাস তথা গোলাম ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারে সহীহ সূত্রে অনেকগুলো হাদিস এসেছে। বিভিন্ন হাদিসে তার বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও বলা হয়েছে। তবে সেগুলোর বেশির ভাগ আবার দুর্বল পর্যায়ের। হাদিসগুলোর সারসংক্ষেপ এরকম-
ইমাম জাহজাহ, তাকে হাদিসে আরো যে সকল নামে পরিচয় করানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- ইয়ামেনী খলীফা, মাহদী, বনু হাশেমী, আজাদক্রীত দাস বা গোলাম, রসূল ﷺ এর বংশধরদের থেকে হবে ইত্যাদি। কিছু হাদিসে অন্যান্য নামও এসেছে যেমন 'আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদ' তবে সহীহ হাদিস মতে তার নাম জাহজাহ ই হবে। তিনি ক্ষমতায় আসার পর মুসলিমদের আবার বিজয় শুরু হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদীর (ইমাম মুহাম্মাদ, আল মাহদী) ইন্তেকালের পর এমন একলোক (মাহমুদ) শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর মাহদী নামক আরেকজন (ইমাম জাহজাহ) শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৮৬ [পথিক প্রকা: ১১৮৩; তাহকীক: যঈফ])

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার আল আবদী (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহজাহ নামে জনৈক আযাদকৃত দাস শাসনকর্তা হবে।

- (সহীহ, সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) ৭২০১ [ইসঃ ফাঃ ৭০৪৫; ইসঃ সেঃ ৭১০১]; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৯; সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৮ [ইঃ ফাঃ ২২৩১]; সহিহাহ ২৪৪১)

তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে তার শাসনকার্য চালাবেন

‘আবদুল্লাহ ইবনু হাওয়ালাহ্ রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের সম্পদ লাভ করার জন্য আমাদেরকে পদাতিক বাহিনী হিসেবে এক অভিযানে পাঠালেন। আমরা এমন অবস্থায় ফিরে আসলাম যে, আমরা গনীমতের কিছুই লাভ করতে পারিনি। তিনি আমাদের চেহারায় ক্লান্তি ও দুর্বলতার ছাপ দেখতে পেয়ে আমাদের মাঝে (বক্তৃতার উদ্দেশে) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তাদের দায়িত্ব এভাবে আমার ওপর অর্পণ করো না যে, আমি তাদের পক্ষ হতে তা বহন করতে দুর্বল হয়ে পড়ি। (হে আল্লাহ!) তাদের ওপর এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করো না যা সমাধা করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। (হে আল্লাহ!) তাদেরকে অন্য লোকের ওপরও অর্পণ করো না। কেননা তারা নিজেদের প্রয়োজনকে তাদের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি ﷺ আমার মাথার উপর স্বীয় হাত রেখে বললেন, হে ইবনু হাওয়ালাহ্! যখন তুমি দেখবে খিলাফাত (মদীনাহ্ হতে স্থানান্তরিত হয়ে) পবিত্র ভূমিতে (সিরিয়ায়) পৌছে গেছে, তখন তুমি বুঝে নিবে যে, ভূমিকম্প, দুঃখ-দুর্দশা, বড় বড় নিদর্শনসমূহ ও ফিতনা-ফাসাদ খুবই কাছে এসে গেছে এবং আমার এই হাত তোমার মাথা থেকে যত নিকটে, কিয়ামত সেদিন এটা অপেক্ষাও অতি কাছাকাছি হবে।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৪৯; আবু দাউদ ২৫৩৫; সহীহ আবু দাউদ ২২৮৬)

৬.৪৯ কায়সারের (সম্রাটের) শহর (ইউরোপ) / রোম বিজয় ও খ্রিষ্টানদের পরাজয়

ইমাম জাহজাহ এর শাসনামলে মুসলিমরা বড় বড় বিজয় অর্জন করবে। তার আমলের যুদ্ধগুলোর ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কুস্তুনতুনিয়া বিজয়, ইউরোপ বিজয়, রোম বিজয় হবে এবং হিন্দুস্তানেও আরেকবার যুদ্ধ হবে তাতেও মুসলিমরা বিজয় পাবে আর এই সকল বিজয়ই দাজ্জালের রাগের কারণ হবে আর এই সকল বিষয় ঘটার পরপরই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।

মাহমূদ ইবন গায়লান (রহঃ) ..... আনাস ইবন মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় কুসতুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) (মুসলিমদের হাতে) বিজয় হবে।

- (সহীহ, মাওকুফ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৩৯ [ইঃ ফাঃ ২২৪২]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৩৬; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৬৯)
- মাহমূদ বলেনঃ হাদীসটি গারীব। কুসতুনতুনিয়া হল রোম দেশের একটি শহর। দাজ্জালের আবির্ভাবকালে এটি জয় করা হবে। কতক সাহাবীর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)

যামানাতেই কুসতুনতুনিয়া জয় হয়। (এখন আবার হাতছাড়া এবং ভবিষ্যতে আবার জয় হবে)

আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াসার (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনু বুছর (রা:) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় ও দাজ্জালের আবির্ভাবের মধ্যে সাত বছরের ব্যবধান হবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৯৬৪)

আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও আলী ইবনু হুজর (রহঃ) ... উসায়র ইবনু জাবির (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুফা নগরীতে লাল ঝঞ্ঝা বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হলো। এমন সময় জনৈক লোক কুফায় এসে বলল যে, হে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ সতর্ক হও, কিয়ামত এসে গেছে। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ) যেভাবে বসে ছিলেন সেভাবেই বসে রইলেন এবং বললেন কিয়ামত কায়িম হবে না, যতক্ষন না উত্তরাধিকার সম্পদ অবণ্টিত থাকবে এবং যতক্ষন না লোক গনীমতে আনন্দিত হবে না। অতঃপর তিনি তার হাত দ্বারা সিরিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহর শত্রুরা সমবেত হবে মুসলিমদের সাথে লড়াই করার জন্য এবং মুসলিমগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হবে।

(এ কথা শুনে) আমি বললাম, আল্লাহর শত্রু বলে আপনাদের উদ্দেশ্য হল রোমীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তখন মুসলিম সম্প্রদায় একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সামনে অগ্রসর হবে। জয়লাভ করা ব্যতিরেকে তারা পেছনে ফিরবে না। এরপর পরস্পর তাদের মাঝে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত হয়ে যাবে। অতঃপর উভয় পক্ষের সৈন্য জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই ফিরে চলে যাবে। যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের যে দলটি অগ্রে এগিয়ে গিয়েছিল তারা সকলেই মরে যাবে। অতঃপর পূর্ববর্তী দিন মুসলিমগণ মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে। তারা বিজয়ী না হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে না। এদিনও পরস্পরের মাঝে মারাত্মক যুদ্ধ হবে। অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উভয় বাহিনী জয়লাভ করা ব্যতীতই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে আসবে। দলটি নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তৃতীয় দিন পুনঃরায় মুসলিমগণ মৃত্যুর জন্য একটি বাহিনী পাঠাবে। যারা বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না। সে দিন পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা। এ যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকবে। অবশেষে জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই এ দল ও ঐ দল ফিরে যাবে। (তবে মুসলিম বাহিনীর সামনের) সেনাদলটি শেষ হয়ে যাবে। এরপর যুদ্ধের চতুর্থ দিবসে অবশিষ্ট মুসলিমগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সম্মুখ পানে এগিয়ে যাবে। সেদিন কাফিরদের উপর আল্লাহ তায়ালা অমঙ্গল চক্র চাপিয়ে দিবেন। অতঃপর এমন যুদ্ধ হবে যা জীবনে কেউ দেখবেনা অথবা যা জীবনে কেউ দেখেনি। অবশেষে তাদের শরীরের উপর পাখী উড়তে থাকবে। পাখী তাদেরকে অতিক্রম করবে না; এমতাবস্থায় তা মাটিতে পড়ে মরে যাবে। একশ মানুষ বিশিষ্ট পূর্ন পুরুষদের একটি গোত্র, এদের থেকে মাত্র এক ব্যক্তি বেঁচে থাকবে। এমতাবস্থায় কেমন করে গনীমতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা আনন্দ উৎসব করবে এবং কেমন

করে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন করা হবে। মুসলিমগণ এ সময় আরেকটি ভয়াবহ বিপদের সংবাদ শুনতে পাবে এবং এ মর্মে একটি আওয়াজ তাদের নিকট পৌছবে যে, দাজ্জাল তাদের পেছনে তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ দাজ্জালের সংবাদ সংগ্রাহক দলের প্রতিটি ব্যক্তির নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের অশ্বের রং সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। এ পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সেদিন তারাই হবে। অথবা (বলেছেন) ইবন আবু শায়বা (তার) রিওয়ায়াতের মধ্যে أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ এর পরিবর্তে يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ বর্ণনা করেছেন।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৭৩-(৩৭/২৮৯৯) [ইঃ ফাঃ ৭০১৭, ইঃ সেঃ ৭০৭৪]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪২২; মুসনাদে আহমাদ ৩৬৪৩; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৪৮০; আবূ ইয়া'লা ৫২৫৩; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৮৬)

যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় (সিরিয়ার অন্তর্গত) সেনাবাহিনী আমাক অথবা দাবিক শহরের কাছে অবতীর্ণ হবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনাহ হতে এ দুনিয়ার সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। তারপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার পর রোমীয়গণ বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকেদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, যারা আমাদের লোকেদেরকে বন্দী করেছে। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। তখন মুসলিমগণ বলবে, আল্লাহর শপথ আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কক্ষনো সম্পর্কচ্ছেদ করব না। পরিশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পলায়নপর হবে। আল্লাহ তা'আলা কক্ষনো তাদের তওবা্ গ্রহণ করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহর কাছে শহীদানের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে আর কক্ষনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। তারাই কুস্তুনতিনিয়া বিজয় করবে।
তারা নিজেদের তলোয়ার যাইতুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শাইতান (শয়তান) উচ্চঃস্বরে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা সংবাদ। তারা যখন সিরিয়া পৌছবে তখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হতে শুরু করা মাত্র সালাতের সময় হবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং সালাতে[১] তাদের ইমামাত করবেন। আল্লাহর শত্রু তাকে দেখামাত্রই বিচলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে মিশে যায়। যদি ঈসা (আঃ) তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ) এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা (আঃ) এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন। *

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৭০-(৩৪/২৮৯৭) [ইঃ ফাঃ ৭০১৪, ইঃ সেঃ ৭০৭১])

- * সালাতে তাদের ইমামত করবেন কথাটি ভুল ও অন্যান্য সহীহ হাদিসের বিপরীত। তবে প্রথম সালাত মুসলিমদের নেতা জাহজাহ এর পিছনে পড়ার পর তাদের ইমাম বা নেতা হবেন ঈসা (আঃ) এটি বাস্তবসম্মত ও সকল হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... নাফি ইবনু উতবাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। তখন পশ্চিম দিক হতে নবী ﷺ এর কাছে এক দল লোক আসলো। তাদের শরীরে ছিল পশমের কাপড়। তারা এক টিলার কাছে এসে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে দেখা করল। এ সময় তারা ছিল দাঁড়ানো এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন বসাবস্থায়। তখন আমার মন আমাকে বলল, তুমি যাও এবং তাদের ও রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাঝে গিয়ে দাঁড়াও, যেন তারা প্রতারণা করে তাকে হত্যা করতে না পারে। আবার আমার মনে হলো, সম্ভবতঃ তিনি তাদের সঙ্গে কোন গোপন আলাপরত আছেন। তথাপিও আমি গেলাম এবং তাদের ও রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাঝে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় আমি তার থেকে চারটি কথা আয়ত্ত করলাম এবং তা আমার হাত দ্বারাই গণনা করলাম। তিনি বললেন, তোমরা জাযিরাতুল আরবে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তা বিজিত করে দিবেন। অতঃপর পারস্যবাসীদের সঙ্গে লড়াই করবে, আল্লাহ তাও তোমাদের আয়ত্তে এনে দিবেন। এরপর রোমীয়দের সঙ্গে লড়াই করবে, আল্লাহ তা'আলা এতেও তোমাদের বিজয় দান করবেন। পরিশেষে তোমরা দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করবে, এখানেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। বর্ণনাকারী নাফি' (রহঃ) বলেন, হে জাবির! আমাদের মনে হয় রোম বিজিতের পর দাজ্জালের আগমন ঘটবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৭৬-(৩৮/২৯০০) [ইঃ ফাঃ ৭০২০, ইঃ সেঃ ৭০৭৭]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪১৯; মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৩৮, হাঃ ১৫৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ ২/১৩৭০ হাঃ ৪০৯১; সহীহুল জামি' ২৯৬৯; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৭২; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৮০১; আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩৬৯১; হিলইয়াতুল আউলিয়াহ, আবু নুআইম ৮/২৮১)

নাফে ইবনে উতবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা তোমাদের অধীনে করে দিবেন। অতঃপর তোমরা রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ সেখানেও তোমাদের বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তার বিরুদ্ধেও তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। জাবির (রা:) বলেন, রোম বিজিত না হওয়া পর্যন্ত দাজ্জাল আবির্ভূত হবে না।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৯১; মুসনাদে আহমাদ ১৮৪৯৩)

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজারী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে আওফা কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নির্দেশনকে তুমি গণনা করে রাখ। (১) আমার ওফাত। (হযরত আওফ বলেন) একথা আমাকে কাঁদিয়ে দিল। তখন রসূল ﷺ আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন। অতঃপর রসূল ﷺ বললেন বলো এক, (২) বায়তুল মুকাদ্দস বিজয়, (রসূল ﷺ বললেন) বলো দুই। (৩) ব্যাপক মহামারী যা আমার উম্মতের মধ্যে বকরির মাড়কের ন্যায়

দেখা দিবে। (রসূল ﷺ বললেন) বলো তিন। (৪) আমার উম্মতের মধ্যে ফিতনা সংঘটিত হবে এবং বিরাট আকার ধারন করবে। (রসূল ﷺ বললেন) বলো চার। (৫) তোমাদের মধ্যে ধন সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে (এটাকে নগন্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (রসূল ﷺ বললেন) বলো পাঁচ। (৬) বনুল আসফার (রোমক) দের সাথে তোমাদের একটি সন্ধিচুক্তি হবে। অতঃপর তারা তোমাদের নিকট গিয়ে তোমাদেরকে হত্যা করবে এবং মুসলমানরা তখন এমন ভূমিতে থাকবে যাকে মদীনার নিম্নাঞ্চল বলা হয় এবং তাকে দামেস্ক (নগরী) ও বলা হয় (যা সিরিয়ার রাজধানী)।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৭২; কানযুল উম্মাল ৩৯৫৯৬)

হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সম্মোধন করে বলেছেন হে আউফ! তুমি কিয়ামতের ছয়টা আলামত চিহ্নিত করে রেখো, তার মধ্যে সর্বপ্রথম তোমাদের নবীর মৃত্যুবরণ করা। এটা হচ্ছে একটা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের জয়লাভ করা, তৃতীয় হচ্ছে, ছাগলের মাড়কের ন্যায় ব্যাপক মহামারী দেখা দিবে। চতূর্থ হচ্ছে, তোমাদের মাঝে এমন ব্যাপক ফিতনা দেখা দিবে যার সাথে আরবের প্রতিটি ঘর জড়িয়ে যাবে। পঞ্চম হচ্ছে, তোমাদের ও বনুল আসফার তথা রোমবাসীদের মাঝে চুক্তি হওয়া। অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নয় মাসের গর্ভবতী মহিলাদের ন্যায় ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জমায়েত হবে।

- (সহীহ; যদিও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৭৩; অনুরূপ ৭৪, ৭৫)

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদী দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর জীবিত/ক্ষমতায় থাকবেন[১], এরপর নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর কাহতান গোত্রের আরেকজন লোক (মানসূর) যার উভয় কান ছিদ্র বিশিষ্ট হবে খলীফা নিযুক্ত হবেন এবং খলীফা মাহদীকে অনুসরণ করবেন। তিনি বিশ বছর পর মারা যাবে। মূলতঃ তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর থেকে একজন লোক খলীফা হবেন, যার নাম মাহদী[২] হবে, তিনি হবেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তার হাতে কায়সারের শহর জয় হবে। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সর্বশেষ আমীর। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) পৃথিবীর বুকে পূনরায় আগমন করবেন। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২১৪ [পথিক প্রকা: ১২১১, তাহকীক: যঈফ])
- * ১। মাহদী ৪০ বছর জীবিত বা ক্ষমতায় থাকবেন এ বিষয়টি বিভ্রান্তিমূলক। তবে মাহদী যে ৪০ বছরে আত্মপ্রকাশ করবেন ও এরপর বায়াত নিয়ে খলীফা হবেন সেটি বাস্তবসম্মত। ২। পরের মাহদী দ্বারা জাহজাহকে বুঝানো হয়েছে। তাকে অনেক হাদিসেই এরকম মাহদী নামক হবে বলে উল্লেখ এসেছে।

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাহদীর মৃত্যুবরণ করার পর কাহতান গোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক (মানসূর) শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে

হুবহু মাহদীর মত। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হবে। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের (জাহজাহ) আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর (ইউরোপ) বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা বাদশাহ। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৪ [পথিক প্রকা: ১২৩০, তাহকীক: সহীহ])

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী (জাহজাহ) খলীফার নেতৃত্বে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) এবং রোমানদের (কায়সার সম্রাটের শহর ইউরোপ) এলাকা বিজয় হবে। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। তার আমলে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যে যুদ্ধের কথা হযরত আবু হুরায়রা বলে থাকেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৮ [পথিক প্রকা: ১২৩৪; সহীহ])

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমে যে কুস্তুনতিনিয়া নামক এলাকা জয়লাভ করা হবে, অতঃপর রোম বাহিনীর সাথে ভয়াবহ একযুদ্ধ হবে, এবং সে যুদ্ধে রোমবাহিনী মুসলমান বিপক্ষে জয়লাভ করবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবুকাবীল বলেন, মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ নামক একলোক আফ্রিকিয়্যারে শাসক নিযুক্ত হবে, যিনি মূলতঃ আসবে। এরপর আরেকজন বনি হাশেম থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, যার নাম হবে ইসবা ইবনে ইয়াযিদ (জাহজাহ), সে হবে রোম বাহিনীর (বিরুদ্ধে) নেতৃত্ব দানকারী এবং তার হাতে রোমের বিজয় নিশ্চিত হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩৩৭ [পথিক প্রকা: ১৩৩৫; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু কুবাইল (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেমের জনৈক লোক, যার নাম হবে, আসবাগ ইবনে ইয়াযিদ। তার হাতেই রোমানদের বিরুদ্ধে (কায়সার সম্রাটের শহর ইউরোপ) বিজয় অর্জন হবে। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২২০ [পথিক প্রকা: ১২১৮; তাহকীক: যঈফ])
- * সহীহ সূত্রে নাম এসেছে জাহজাহ। এটিও তার আরেকটি নাম কিনা জানা নেই।

আবু হুরাইরাহ (রা:) সূত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিসরা ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কিসরা হবে না। আর কায়সার অবশ্যই ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কায়সার হবে না এবং এটা নিশ্চিত যে, তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে বণ্টিত হবে।

- (সহীহ, আল-লু'লু ওয়াল মারজান ১৮৪৭, ১৮৪৮; সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৬ : জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, অধ্যায় ১৫৭, হাঃ ৩০২৭; সহীহুল মুসলিম, পর্ব ৫২: ফিতনা এবং তার অশুভ আলামতসমূহ, অধ্যায় ১৮, হাঃ ২৯১৮ [হাঃ একাঃ ৭২১৯]; সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২১৬ [ইঃ ফাঃ ২২১৯]; মিশকাত হাঃ একাঃ

৫৪১৮; সুনান নাসায়ী ৫৩৮৮; সহীহুল জামি' ৮৪৬; মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাকী ৫৭২১; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০৮১৫; মুসনাদুশ শাফিঈ ১০০২; মুসনাদে 'আদ ইবনু হুমায়দ ১০৯৪; মুসনাদে বাযযার ৪২৮৬; মুসনাদে আহমাদ ৭১৮৪; আবূ ইয়া'লা ৫৮৮১; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৮৯; আল মু'জামুল আওসাত্ব ১৮২৯; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৬০৮; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৯০৭৩; আস্ সুনানুস সুগরা ৪০৪১)

'আমর আন নাকিদ ও ইবনু আবু উমর (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিসরা (পারস্য রাজ) মারা গেছে। অতঃপর পারস্য রাজ আর হবে না। আর যখন রোম সম্রাট ধ্বংস হবে তারপর আর কোন রোম সম্রাট হবে না। কসম ঐ প্রতিপালকের, যার হাতে আমার জীবন, অবশ্যই তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়া হবে।
হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহইয়া অপর সূত্রে ইবনু রাফি ও আবদ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ..... যুহরী (রহঃ) হতে সুফইয়ান (রহঃ) এর সানাদে অবিকল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২১৮-(৭৫/২৯১৮) [ইঃ ফাঃ ৭০৬৪, ইঃ সেঃ ৭১১৯])

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমরা কি ঐ শহরের কথা শুনেছ, যার একদিকে স্থলভাগ এবং একদিকে জলভাগ? উত্তরে সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! শুনেছি। অতঃপর তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসহাক (আঃ) এর সন্তানদের সত্তর হাজার লোক এ শহরের লোকেদের সঙ্গে লড়াই না করবে। তারা শহরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছবে কোন অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবে না এবং কোন তীরও চালাবে না; বরং তারা একবার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্লা-হু আকবার' বলবে, সাথে সাথে এর এক প্রান্ত ধ্বসে যাবে।
বর্ণনাকারী সাওর (রহঃ) বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নিকট বর্ণনাকারী লোক সমুদ্রস্থিত প্রান্তের কথা বলেছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার তারা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্লা-হু আকবার' বলবে। এতে শহরের অপর প্রান্ত ধ্বসে যাবে। এরপর তারা তৃতীয়বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্লা-হু আকবার' বলবে। তখন তাদের শহরের দ্বার খুলে দেয়া হবে। তারা যখন তাতে প্রবেশ করে গনীমাতের মাল ভাগাভাগিতে ব্যতিব্যস্ত থাকবে, তখন কেউ উচ্চঃস্বরে বলে উঠবে, দাজ্জালের আগমন ঘটেছে। এ কথা শুনা মাত্রই তারা ধন-সম্পদ ফেলে দেশে ফিরে যাবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২২৩, ৭২২৪-(.../২৯২০) [ইঃ ফাঃ ৭০৬৯, ইঃ সেঃ ৭১২৩]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪২৩; সহীহুল জামি ৩৬৩৮; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৬৯)

হাসসান ইবনু আতিয়্যাহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাকহুল ও ইবনু আবূ যাকারিয়া খালিদ ইবনু মা'দান-এর নিকট যেতে রওয়ানা হলে আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। তারা জুবায়র ইবনু নুফাইরের সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন সন্ধি সম্পর্কে। তিনি বলেন, জুবায়র (রহঃ) বললেন, আপনি আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর সাহাবী যু-মিখবার রাঃ-এর নিকট চলুন। সুতরাং আমরা তার নিকট উপস্থিত হলে জুবায়র তাকে সন্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ অচিরেই তোমরা রোমানদের সঙ্গে সন্ধি করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা একত্র হয়ে তোমাদের পশ্চাৎবর্তী একদল শত্রুর মোকাবিলা করবে। তোমরা তাতে বিজয়ী হবে, গানীমাত অর্জন করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। শেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি মাঠে যাত্রাবিরতি করবে। অতঃপর খৃষ্টানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রুশ উপরে উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে। এতে মুসলিমদের মধ্যকার এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করবে। তখন রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবে।

অন্য বর্ণনাতে (মিশকাতে) আছে- সেখানে খ্রিষ্টানদের এক ব্যক্তি একটি ক্রুশ উঁচু করে বলবে, ক্রুশের বরকতে আমরা বিজয় লাভ করছি। এটা শুনে মুসলিমদের এক ব্যক্তি ক্ষুদ্ধ হয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে ফেলবে। ফলে রূমক খ্রিষ্টানরা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবে এবং ভীষণ যুদ্ধের জন্য বিরাট সেনাবাহিনী একত্রিত করবে। কোন কোন বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বলেছেন, তখন মুসলিমগণ সাথে সাথে আপন অস্ত্রসমূহ ধারণ করবে এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ দলকে শাহাদাতের দ্বারা সম্মানিত করবেন।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ২৭৬৭, ৪২৯২ [ইঃ ফাঃ ৪২৪২; সহীহ আবু দাউদ ২৪৭২]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ১/৪০৮৯; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪২৮; মুসনাদে আহমাদ ১৬৩৮৪, ২২৬৪৬, ২২৯৬৬; সহীহুল জামি' ৩৬১২; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭০৯; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৪১১২)

আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম আল-দিমাশকী, ওলীদ ইবনে মুসলিম, আওযাঈ, হাসসান ইবনে আতিয়্যা (রা:) তার সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় আরো আছে- তারা যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে এবং আশিটি পতাকার অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৪০৮৯(১))

আব্দুর রহমান ইবনু যুবাইর (রহ:) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, যুদ্ধ বিগ্রহকালীন মানুষের আশ্রয়স্থল হবে দিমাশক নামক একটি শহর। গুতাহ নামক অন্য আরেকটি এলকায়ও লোকজন আশ্রয় গ্রহণ করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৭১৯; এর সহীহ সনদ রয়েছে- তারিখে দিমাশক ১/১০৬; আল ইলাল ওয়াল মানাহিয়াহ ৪৯২)

হাস্‌সান ইব্‌ন আতিয়া (রহঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেখানে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, সে সময় মুসলিম সৈন্যগণ দ্রুত তাদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে শহীদ হওয়ার কারণে সম্মানিত করবেন। ওয়ালীদ (রহঃ) .... জুবায়র ও মিখবার (রা:) থেকে। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯৩ [ইঃ ফাঃ ৪২৪৩]; ইবনু মাজাহ; আহমাদ)

আব্বাস আম্বারী (রহঃ) .... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ বায়তুল মাকদিসের পার্থিব উন্নতি মদীনাহ্ ধ্বংস হওয়ার কারণ হবে। আর মদীনার ধ্বংস বিভিন্ন ফিতনাহ্ ও মহাযুদ্ধের সূচনা করবে এবং মহাযুদ্ধ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পূর্ব সংকেত হবে, আর কনস্টান্টিনোপলের বিজয় হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্ব সংকেত। এরপর রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত মুআয রাঃ-এর কাঁধে বা হাঁটুতে মেরে বলেনঃ এ সবই সত্য, যেমন তুমি এখানে আছো-তা সত্য; যেমন তুমি বসে আছো-তা সত্য। অর্থাৎ তিনি মু'আয ইবনু জাবাল রাঃ-কে লক্ষ করে বলেন।

- (হাসান, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯৪ [ইঃ ফাঃ ৪২৪৪]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪২৪; সহীহুল জামি ৪০৯৬; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৭২০৯; মুসনাদে আহমাদ ২২০৭৬; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৬৩৮; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২৯৭)

মু'আয ইবনু জাবাল রা: সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ/ফিতনা (মহাযুদ্ধ) ও কুস্‌তুন্‌তুনিয়া বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব মাত্র সাত মাসের মধ্যে ঘটবে।

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯৫ [ইঃ ফাঃ ৪২৪৫; য'ঈফ আবূ দাউদ ৯২৫]; সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৩৮ [ইঃ ফাঃ ২২৪১]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৯২ [য'ঈফ ইবনু মাজাহ ৮৯০]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪২৫; যইফ আল-জামি' ৫৯৪৫; মুসনাদে আহমাদ ২২০৯৮; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৬৬০১; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৩১৩)
- সনদে আবূ বাকর ইবনু আবূ মারইয়াম রয়েছে। তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। অনুরূপ কথা বলেছেন মুনযিরী। হাফিয বলেনঃ যঈফ। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাসান গরীব। তবে এ বিষয়ে সাব ইবন জাছছামা, আবদুল্লাহ ইবন বুসর, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই।

আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা:) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ মহাযুদ্ধ (রোম তথা খ্রিষ্টানদের সাথে বড় যুদ্ধ) এবং (কন্সটান্টিনোপল) শহর বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান হবে। আর সপ্তম বছরে মাসীহ দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। *

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯৬ [ইঃ ফাঃ ৪২৪৬]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৯৩; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪২৬; মুসনাদে বাযযার ৩৪০৫;

মুসনাদে আহমাদ ১৭৭২৭; আল ফিতান ১৪৬২, ১৪৭৮; আস-সুন্নাহ, দানী ৪৮৯, ৬১৪, ৬৫৯)

- * দুইটি হাদিসে সংঘটিত হওয়ার সময়কাল বলা হয়েছে। একটিতে ৭ মাস অন্যটি ৭ বছর। এখানে তথ্য বিভ্রান্তি হয়েছে। তবে এই দুটি ছাড়া আর মত পাওয়া যায় না। আরেক জায়গায় এসেছে ৭২ মাসের মধ্যে হবে এবং পরের বছর দাজ্জাল বের হবে।

সাওবান (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বললো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ কি এরূপ হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের "আল-ওয়াহন" (অন্তরে ভীরুতা) ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! 'আল-ওয়াহন' কি? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯৭ [ইঃ ফাঃ ৪২৪৭]; মুসনাদে আহমাদ)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, জনৈক শাসক রোমানদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তাৎক্ষণিৎভাবে কেউ তার বিরোধিতা করবেনা এবং ভবিষ্যতেও এমন কোনো আশঙ্কা নেই। তিনি তার সৈন্যদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হতে একটি এলাকায় কিছু দিনের জন্য ছাউনি ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন, গেইটের মধ্যে লেখা থাকবে, নিশ্চয় মুমিনদেরকে আদন এলাকা থেকে সাহায্য করা হবে যা তাদের উটের উপর প্রকাশ পাবে। এভাবে তারা চলতে থাকবে এবং দশজনকে হত্যা করবে। এভাবে চলতে গিয়ে তারা নিজেদের রসদপত্র থেকে ভক্ষণ করেছে এবং রাত্র ব্যতীত কোনো বস্তুই তাদের জন্য বাঁধা হয়নি। তাদের তীর, তলোয়ার কামান ইত্যাদি সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর পরাজয় চাপিয়ে দিবেন। তখন এমন এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে যা সাধারণতঃ দেখা যায়না, ভবিষ্যতেও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। অবস্থা এমন হবে যে, কোনো একটি পাখি তার ডানার সাহায্যে উড়তে থাকলে মৃত মানুষের দুর্গন্ধের কারণে মারা যাবে। সে দিনের শহীদদের জন্য দুটি অবস্থা হবে, একটি হচ্ছে, পূর্বে শাহাদাত বরণ করা শহীদদের মত হবে। অথবা সেদিন মুমিনদের জন্য এমন অবস্থা হবে যা পূর্বে অতিবাহিত হওয়া মুমিনদের ন্যায় হবে। তাদের আর কখনো আগমন হবেনা। আর অবশিষ্ট লোকজন দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করবে। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহ:) বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন। যদি আমি উক্ত যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকি, আর সে যুদ্ধে যোগ দেয়ার মত কোনো শক্তি আমার মাঝে মজুদ না থাকে তাহলে আমাকে একটি খাটিয়ার উপর রেখে সেটা বহন করে যুদ্ধে দু দলের ঠিক মাঝখানে রেখে দিবে।

মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহ:) বলেন, হযরত কা’বে আহবার (রহ:) বলতেন, আল্লাহর কসম! খ্রিষ্টানদের মাঝে দুটি গণহত্যা হবে, তার একটি চলে গিয়েছে, অন্যটি এখনো বাকি আছে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৫০ [পথিক প্রকা: ১২৪৮; মাকতু, মুয়াল্লাক])

হযরত কা’ব (রহ:) থেকে বর্ণিত, মুসলমানদের ইমাম বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থান করাকালীন মিশর ও ইরাকের বাসিন্দাদের নিকট সাহায্য চেয়ে অনেক লোক পাঠাবেন। কিন্তু তারা কেউ সাহায্য করবেনা। বুরাইদা হিমসের একটি শহরে পৌঁছলে সেখানে দেখতে পায় যে, অনারব ও রোমানরা সে শহরের নারী-শিশুকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তার কাছে এটা খুবই মারাত্মক একটা ঘটনা মনে হল। যার ফলে সে উপস্থিত মুসলমানদের সাথে নিয়ে আ’কা নগরীতে কাফেরদের গতিরোধ করে এবং উভয় দলের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হয়। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের পরাজিত করবেন। তাদেরকে ধাওয়া করতে করতে তাদের শহর পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং হিমস পৌঁছে সেটাও কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৫৫ [পথিক প্রকা: ১২৫৩; তাহকীক: যঈফ])

হযরত হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আ’কার সমতলভূমিতে রোমানরা ছাউনি ফেললে ফিলিস্তিন, জর্দান এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর জয়লাভ করলেও দীর্ঘ চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও আফীক গিরিপথ অতিক্রম করতে পারবেনা। এদিকে মুসলমানদের ইমাম তাদেরকে আ’কা নগরীর টীলাতে অবরুদ্ধ করে রাখবে এবং কাফেরদেরকে গণহারে হত্যা করবে, যার কারনে ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে ভিজে যাবে। আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে পরাজিত করবেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করা হবে। তবে তাদের একটি দল প্রথমে লেবনানের পাহাড়ে চলে যাবে, পরবর্তীর্তে রোমান আধ্যুষিত একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচে যাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৫৬ [পথিক প্রকা: ১২৫৪; তাহকীক: সহীহ])

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আবনুল আস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে রোমবাহিনী ছিন্নভিন্ন করতে করতে বের করে দিবে। এমনকি তোমাদেরকে লাখম ও জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলতে বাধ্য করবে। একপর্যায়ে তোমাদেরকে পৃথিবীর একপ্রান্তে কোনঠাসা হতে বাধ্য করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩১৮ [পথিক প্রকা: ১৩১৬; তাহকীক: যঈফ])

৬.৪৯.১ রোমকদের সাথে চুক্তি ও চুক্তিভঙ্গ হবে

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আউফ ইবনে মালেক আমজাঈ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, হে আউফ! কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি ফিতনা প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে প্রথম ফিতনা হচ্ছে, তোমাদের নবীর ওফাত পাওয়া, রসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা শুনে আমি কেঁদে উঠলাম। অতঃপর তিনি বললেন, দ্বিতীয় ফিতনা হচ্ছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয় হওয়া। তৃতীয় ফিতনাটি এত ব্যাপক হবে যা শহর এবং গ্রামের প্রতিটি ঘরকেই গ্রাস করে নিবে। চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে গণহারে মৃত্যু দেখা দিবে, যেন সকলে ছাগলের মাড়কের ন্যায় মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। পঞ্চম ফিতনা হচ্ছে, লোকজন প্রচুর সম্পদের মালিক হবে। এমনকি কাউকে একশত দিনার দান করা হলেও যে কম মনে করে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়বে। আর ষষ্ঠ ফিতনা হলো, তোমাদের এবং রোমবাসীদের মাঝে একটা চুক্তি হবে। অতঃপর তারা আশি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি দলে বারো হাজার সৈন্যের বিশাল কাফেলা সহকারে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে।

- (যঈফ; মাজহুল রাবী থাকায়, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১০৪)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যু মিখবার ইবে্ন আখী নাজ্জাশী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের এবং রোমানদের মাঝে বিশেষ এক চুক্তি সম্পাদিত হবে। তোমাদের সকলের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা উভয় দল গনীমত প্রাপ্ত হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৬০ [পথিক প্রকা: ১২৫৮; তাহকীক: সহীহ])

আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অরিচেই তোমাদের ও বনু আসফারের (রোমক) মধ্যে চুক্তি হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের জন্য) আশিটি পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবে। প্রতিটি পতাকার অধীন থাকবে বারো হাজার সৈন্য।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৯৫; সহীহুল বুখারী ৩১৭৬; আবূ দাউদ ৫০০০; মুসনাদে আহমাদ ২৩৪৫১, ২৩৪৫৯, ২৩৪৬৫, ২৩৪৭৬; সহীহ আল-জামি' ২৯৯১; সুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৯/৩৭৪ হাঃ ১৮৮১৬)

'আওফ ইবনু মালিক (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় আমি নবী ﷺ -এর খিদমতে আসলাম। এ সময় তিনি ﷺ একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি ﷺ বললেন কিয়ামতের আগের ছয়টি নিদর্শনকে তুমি গণনা করে রাখ।

১. আমার মৃত্যু।

২. অতঃপর বায়তুল মাক্বদিস বিজয়।

৩. ব্যাপক মহামারি যা তোমাদেরকে বকরির মড়কের মতো আক্রমণ করবে।

৪. ধনসম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে (নগণ্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে।

৫. অতঃপর এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যা থেকে আরবের কোন ঘর বাদ যাবে না।
৬. অতঃপর রূমকদের (রোমানদের) সাথে তোমাদের একটি সন্ধিচুক্তি হবে, পরে তারা উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকার নীচে অবস্থান নিয়ে বারো হাজার করে সৈন্য থাকবে।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪২০; সহীহুল জামি' ১০৪৫; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/১২৮; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৪৫০০; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২৯৫; আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯২৯০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবে্ন আমর ইবনুল আ'স (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুস্তুনতুনিয়া অর্থাৎ, ইস্তামবুল এলাকায় তোমরা তিন প্রকারের যুদ্ধ করবে, প্রথম যুদ্ধে তোমরা অনেক বালা-মসীবতের সম্মুখীন হবে, দ্বিতীয়তঃ তোমাদের এবং তাদের মাঝে বিশেষ এক চুক্তি সম্পাদিত হবে, যার ফলে তাদের শহরে তোমরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং তারা এবং তোমরা মিলে তৃতীয় আরেক দল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অতঃপর তোমরা ফিরে এসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তৃতীয়তঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৬১ [পথিক প্রকা: ১২৫৯; তাহকীক: যঈফ])

হযরত যু মিখবার (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত ও গনীমতের মাল নিয়ে ফেরৎ আসবে এবং টীলা বিশিষ্ট একটি পর্বতে ছাউনি ফেলবে। যেখানে জনৈক লোক বলে উঠবে, ক্রুশের জয় হয়েছে, একথা শুনে অন্য এক মুসলমান বলবে, না, বরং আল্লাহ তাআলারই জয় হয়েছে। এভাবে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলতে থাকলে হঠাৎ একজন মুসলমান তার কাছে থাকা ক্রুশের দিকে ছুটে গিয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। সে একাজটি করার সাথে সাথে সকল খ্রীষ্টান তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানরা তাদের অস্ত্রের প্রতি ধাবিত হবে এবং আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এই দলকে শাহাদত নসীব করার মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। অন্যদিকে কাফেররা তাদের সম্রাটের কাছে এসে বলবে, আমরা আপনার পক্ষ থেকে আরবদেরকে উত্তম শায়েস্তা করে এসেছি। এরপর তার চুক্তি ভঙ্গঁ করতঃ গাদ্দারী করে ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাগম করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৬২ [পথিক প্রকা: ১২৬০; তাহকীক: সহীহ])

হযরত কা'ব (রহ:) বলেন, রোমানরা তাদের সাথে থাকা লোকজনের সাথে গাদ্দারী করবে, অতঃপর তোমরা সৈন্যের জমায়েত করবে। ইতোমধ্যে একজন রোমীর নেতৃত্বে সমুদ্র পথে রোমানদের বিশাল এক বাহিনী এসে উপস্থিত হবে। যার নেতৃত্বে এই বাহিনী রয়েছে তাকে আল-জামাল বলা হয়। তার পিতামাতার একজন শয়তান কিংবা জ্বিন ছিল। জাহাজের সাহায্যে চলতে চলতে আকা নগরীর আ'মাক এলাকার এক গীর্জার পার্শ্বে ছাউনি ফেলবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৬৩ [পথিক প্রকা: ১২৬১; তাহকীক: যঈফ])

হযরত ইউনুস ইবনে সাইফ (রহ:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা রোমানদের সাথে নিরাপত্তা মূলক এক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। এক পর্যায়ে তোমরা এবং রোমানরা তুর্কী ও ফিরমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। একপর্যায়ে রোমানরা তাদের ক্রুশ জয় হওয়ার ঘোষণা দিবে। তাদের এ আচরণ দেখে মুসলমানরা ক্ষেপে যাবে এবং একদল অন্য দলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। উভয় দলের মাঝে পর্বতের উচু স্থানে ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। আল্লাাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। এরপর ছোট্ট-বড় আরো অনেক যুদ্ধ হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩৭৪ [পথিক প্রকা: ১৩৭৩; তাহকীক: সহীহ])

হযরত যি মিখবার ইবে্ন আখী আন-নাজ্জালী (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, রোমানদের সাথে তোমরা দীর্ঘ দশ বৎসরের জন্য চুক্তি করবে, তবে তারা সে চুক্তি কেবল দুই বছর পর্যন্ত মেনে চলবে এবং তৃতীয় বছরই গাদ্দারী করবে, আবার চতুর্থ বছর চুক্তি মেনে চললেও পঞ্চম বৎসর আবারো গাদ্দারী করবে। তাদের অবস্থা দেখে তোমাদের একদল সৈন্য তাদের শহরে পৌছবে। তবে কিছুদিন পর তোমরা এবং রোমানরা মিলে অন্য আরেকজন দুশমনের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরক বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা সওয়াব এবং গনীমত অর্জনের মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। এরপর তোমরা টীলা বিশিষ্ট এক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। ঐসময় তোমাদের একজন বলবে, আল্লাহ জয়লাভ হয়েছে, একথা শুনে তাদের থেকে একজন বলে উঠবে ক্রুশই বিজয়ী হয়েছে। এটা নিয়ে উভয়ের মাঝে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি চলতে থাকবে। এদিকে মুসলমানরা রাগে-ক্ষোভে ফেসে উঠবে, ঐ ক্রুশটি কিন্তু মুসলমানদের পার্শেই রাখা ছিল। যা দেখে একজন মুসলমান রাগ সামলাতে না পেরে উক্ত ক্রশটি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। এর সাথে সাথে যে মুসলমান উক্ত ক্রুশ ভেঙ্গেছে সকলে তার উপর আক্রমন করে শহীদ করে ফেলবে। অন্যদিকে মুসলমানদের উক্ত দলটিও অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নিবে এবং রোমানরাও হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। উভয় দল যুদ্ধ করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এজামাআতকে শাহাদাত নসীব করার দ্বারা সম্মানিত করবেন। পরবর্তীতে তারা তাদের বাদশাহের কাছে এসে বলবে, আমরা আপনার দেশের সীমানা এবং রণশক্তি প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? জবাবে বাদশাহ প্রত্যেককে এক লোকের বোঝায় সামানা দিয়েছেন। এরপর তারা আশিটি দল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে, প্রত্যেক দলে বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩৭৬ [পথিক প্রকা: ১৩৭৪, সহীহ]; তাবারানী)

হযরত আউফ ইবে্ন মালেক আল-আশজাঈ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, ৬ষ্ঠ ফিতনা হবে মূলতঃ যুদ্ধবিরতী চুক্তির মাধ্যমে। যা তোমাদের এবং রোমানদের মাঝে সংগঠিত হবে। অতঃপর তারা আশি দলে বিভক্ত হয়ে তোমাদের দিকে আগিয়ে আসবে। সাহাবায়ে কেরাম বলবেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ গায়াহ কি জিনিস, জবাবে

রসূলুল্লাহ ﷺ বলবেন গায়াহ হচ্ছে, ঝান্ডার নাম। প্রত্যেক ঝান্ডার অধীনে বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩৯৬ [পথিক প্রকা: ১৩৯৫; তাহকীক: সহীহ])

হযরত খালিদ ইবনে মাদান হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে বাছারকে বললাম কুসতুনতুনিয়া (বর্তমান কনোস্টান্টিনোপল) বিজিত হয়েছে। তিনি বললেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিজিত হতে পারেনা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান ও তাদের মাঝে সন্ধি হয়। অতঃপর তারা সকলে যুদ্ধ করবে। অতঃপর তারা যুদ্ধলব্ধ মাল পেয়ে ফিরে যাবে। এমনকি তাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রুশ উচু করে বলবে ক্রুশের জয় হয়েছে। অতঃপর মুসলমানদের কিছু লোক তাদের আক্রমণ করবে। এবং তাদের ক্রুশ আঘাত করবে এবং তা টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আর মুসলমানগণ যুদ্ধ করা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়বে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দান করবেন। আর তখনই প্রকৃত বিজয়।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪১৫ [পথিক প্রকা: ১৪১৪; তাহকীক: সহীহ])

ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ (মৃ: ২৮৮ হি:) রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, যখন দুটি পুরানা (আমলের) শাসন ক্ষমতা (তাদের উত্তরসূরীদের দ্বারা পুণরায় চালু) হবে -পুরাণা আরব এবং পুরাণা রোম (সম্রাজ্য), (তখন ঘটনা প্রবাহে একসময় মহাযুদ্ধ) মালহামাহ তাদের দুপক্ষের হাতেই সংঘটিত হবে।

- (আল-ফিতান, ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস/আছার ১৩০৬, ১৩৪০, ১৩৪৯, ১৪১০ ; মু'জামু শুয়ূখলি কাবির, যাহবী ৫২৪; কাঞ্জুল উম্মাল ১১/১৬২, হাঃ ৩১০৪৫; জামউয যাওয়ামে' ১/৯০)

৬.৪৯.২ আমাক প্রান্তরের যুদ্ধটিই হবে বড় মালহামা

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন- (শেষ জামানায়) রোম'রা আমার পরিবারভুক্ত এক উত্তরসূরী'র বিপক্ষে সৈন্যবাহিনী পাঠাবে, তার নাম হবে আমার নামে নাম[১]। পরে তারা 'আ'মাক' নামক একটি জায়গায় অবতরণ করে (তার মুজাহিদ বাহিনীর সাথে) যুদ্ধ করবে। এতে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ বা ওই পরিমাণ (মুজাহিদ) শহীদ হবে। পরের দিন আবারও তারা (মুসলমানদের সাথে) যুদ্ধ করবে। এতেও মুসলমানদের ওই পরিমাণ (মুজাহিদ) শহীদ হবে। এরপর (আবারো) তারা তৃতীয় দিন যুদ্ধ করবে। এবারে তারা (তথা মুজাহিদগণ) রোম'দের উপর (চড়াও হবে ও বিজয় লাভ করবে)। তারপর তারা কুস্তুনতুনিয়া (কনস্টেন্টিনোপোল তথা তুরস্কের ইস্তাম্বুল) জয় না করা পর্যন্ত অদম্য হয়ে থাকবে। এরপর তারা নিজেদের মাঝে (গণীমতের সম্পদ) বন্টন করবে যার মধ্যে বিভিন্ন কচ্ছপও থাকবে। এমন সময় তারা আওয়াজ শুনতে পাবে যে 'দাজ্জাল তোমাদের পরিবার পরিজনের পিছনে পড়েছে'। *

- (আল-মুত্তাফিক, খতীব ৬৮; আল-হাবী, ইমাম সুয়ূতী ২/১৩৮)

- * এটা দিয়ে অনেকে মাহদীকে মনে করতে পারেন তবে অন্যান্য হাদিস থেকে জানা যায় জাহজাহ বনু হাশেম থেকেই অর্থাৎ নবীর পরিবার থেকেই একজন হবে। তার নামও মাহদী এসেছে এবং কিছু জায়গায় মুহাম্মাদ। তবে সহীহ হাদিস মতে জাহজাহ ই প্রকৃত নাম।

হযরত আরতাত্ (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী (জাহজাহ) খলিফার হাতে এবং তার খেলাফতকালীন সময়ে রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১১৪৭ [পথিক প্রকা: ১১৪৪; তাহকীক: সহীহ])

হযরত কা'বে আহবার (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোম বিজয় হওয়ার পর সমুদ্রে আর কখনো জাহাজ চলবেনা। এর পর হযরত কা'ব (রহ:) বলেন, আ'মাক এলাকার যুদ্ধ যাবতীয় ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। (সংক্ষিপ্ত)

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৫৩ [পথিক প্রকা: ১২৫১; তাহকীক: যঈফ])

আবু ওয়াহাব (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি মাকহুলকে বলতে শুনেছেন, ভয়াবহ যুদ্ধ দশটি হবে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ফিলিস্তিনের কায়সারিয়া নগরীর যুদ্ধ। আর সর্বশেষ হচ্ছে, এন্তাকিয়ার আ'মাক এলাকার যুদ্ধ।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪০৮ [পথিক প্রকা: ১৪০৭; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আতিয়া ইব্নে কাইস (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেছেন, ভয়াবহ যুদ্ধ (আ'মাক) সংগঠিত হলে দামেশক থেকে বিশাল এক বাহিনী প্রকাশ পাবে, তারাই হবেন দুনিয়া এবং আখেরাতের সর্বোত্তম বান্দা।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪০৪ [পথিক প্রকা: ১৪০৩; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কা'ব (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভয়াবহ যুদ্ধ (আ'মাক), কুস্তুনতিনিয়া নগরী ধ্বংস হওয়া এবং দাজ্জালের আবির্ভাব প্রায় সাত মাসের মধ্যেই হবে, অথবা আল্লাহ তাআলা যে কয়দিনের ভিতরে ইচ্ছা করেছেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪০৭ [পথিক প্রকা: ১৪০৬; তাহকীক: যঈফ])

কোথাও যুদ্ধরত অবস্থায় দাজ্জাল বের হওয়ার সংবাদ এলে তার কারণে গণিমত ছেড়ে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না।

হযরত যুবায়ের ইবনে নুফাইর (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মুসলমানগন, আল্লাহু আকবর তাকবীর দ্বারা কাফেরদের একটি শহর দখল করবে, উক্ত শহরের তিনটি দেয়াল আল্লাহ তাআলা তিন দিনে ধ্বংস করে দিবেন। এভাবে যুদ্ধ চলাকালীন তাদের কাছে দাজ্জালের অবির্ভাব হওয়ার খবর এসে পৌঁছবে। উক্ত খবর যেন তোমাদের মাঝে কোনো অতংক বিরাজ না করে, কেননা সংবাদটি মিথ্যা হবে। সুতরাং উল্লিখিত খবর শুনে দৌড় না দিয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে থাকবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩৯৩ [পথিক প্রকা: ১৩৯২; তাহকীক: যঈফ])

হযরত বশির (রহ:) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুছর আল-মাজনীকে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কাছে দাজ্জালের আবির্ভাবের খবর আসে এবং তোমরা যুদ্ধকালীন অবস্থায় থাক, তাহলে তোমরা তোমাদের গনীমতের মাল সংগ্রহ করা থেকে বিরত থেকোনা। কেননা, দাজ্জাল তখনো বের হবে না।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩৯৪ [পথিক প্রকা: ১৩৯৩; মাকতু, মুয়াল্লাক])

৬.৫০ দ্বিতীয় গাজওয়াতুল হিন্দ ও ইহুদীদের পরাজয়

এমন সময় হিন্দুস্তান শাসন করবে ইমাম মাহমুদ এর একজন প্রতিনিধি। ঐ প্রতিনিধি ইহুদীদের সাথে শান্তি চুক্তি করে, হিন্দুস্তানের এক বিরাট অঞ্চলে তাদের বসবাস করতে দিবেন। তার মারা যাওয়ার পর আরেকজন প্রতিনিধি দায়িত্বে থাকবেন। এক সময় ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে হিন্দুস্তানের কিছু এলাকা দখল করে নিবে। তখন, সে সময় শাসন ক্ষমতায় থাকা ইমাম মাহমুদের এক প্রতিনিধি বিশ্ব শাসক জাহজাহ এর নিকট একটি চিঠি পাঠাবে। তখন জাহজাহ গোটা বিশ্বের বাদশা বা খলীফা তাই তিনি জেরুজালেমেরও বাদশা। আর জাহজাহ তখন জেরুজালেম থেকে এক বিরাট সৈন্যদল ভারতের দিকে পাঠাবেন যাদের হাতে কালো পতাকা থাকবে। উক্ত সৈন্যদল ভারতে এসে ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে ও ইমাম মাহমুদ এর ঐ প্রতিনিধিকে সহায়তা করবে। তখন হিন্দুস্তান আবার মুসলমানদের দখলে আসবে। মানে আবারো গাজোয়াতুল হিন্দ হবে। এরপর তারা সেই ইহুদী নেতাদের শিকল পড়িয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাবেন এবং তারা শামে গিয়ে ঈসা (আঃ) এর সাক্ষাৎ পাবেন। অর্থাৎ এর পরপরই দাজ্জাল এবং ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাব ঘটবে।

হযরত কা'ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে। *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)
- * অর্থাৎ হিন্দুস্তান ইমাম মাহমুদ এর নেতৃত্বে বিজয় হওয়ার পর অদূর ভবিষ্যতে আবার এই হিন্দুস্তানের কিছু এলাকা ইহুদীরা দখল করে নিবে। আর তখন খলীফা এবং খিলাফত

বাইতুল মুকাদ্দাসে থাকায় সেখানকার শাসক বা খলীফা সেখান থেকে হিন্দুস্তানে বাহিনী পাঠাবেন আর তাদের সাথেও কালো পতাকা থাকবে।

হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খুব শীঘ্রই হিন্দুস্তানের মুশরিকদের পতন হবে। আর তা হবে এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে। আর তার নাম হবে মাহমুদ। আল্লাহ তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। অতঃপর তার মৃত্যুর পর তার এক প্রতিনিধির ইহুদীদের সাথে শান্তি চুক্তি হবে এবং ইহুদীরা হিন্দুস্তানের একটি অঞ্চল দখলে নেবে। সাহাবীগণ বলল, হে আল্লহর রসূল ﷺ তারা কী শান্তি চুক্তি রক্ষা করে সেখানে বসবাস করবে? তিনি (রসূল ﷺ) বললেন, না। বরং তারা চুক্তি ভঙ্গ করে প্রতারণা করে হিন্দুস্তান দখলে আনবে এবং সেখানে বসবাস করবে। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানগণ কি তাদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, করবে। সে সময় মাহমুদের প্রতিনিধি বিশ্ব শাসকের নিকট সে ব্যাপারে অনুমতি চেয়ে একটি পত্র পাঠাবে। তখন শাসক বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সেখানে (হিন্দে) একদল সেনা পাঠাবে এবং আবার ইহুদীদের পরাজিত করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫৩৮, ১৭০৩; কিতাবুল আক্বিব ১৩৭)

হযরত বিলাল ইবনে বারাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুসলমানরা শাসন করবে। আবার তা মুশরিকরা দখল করবে এবং তারাই সেখানে তাদের সকল হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে। আবার তা মুসলমানরা বিজয় করবে যাদের নেতা হবে মাহমুদ এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু লা'নত ইহুদিদের প্রতি। একথা বলে তিনি (রসূল ﷺ) রাগন্বিত হয়ে গেলেন। তার চেহাড়ায় রক্তিম চিহ্ন প্রকাশ পেল। সাহাবীগণ তাদের কন্ঠ নিচু করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সেখানে ইহুদিদের কর্ম কী? তিনি বললেন, অভিশপ্ত জাতিরা মাহমুদের এক জন প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং সেখানকার (হিন্দের) একটি অঞ্চল তাদের দখলে নেবে। সাহাবীগণ বললেন, তখন কী তারা (মুসলমানরা) অভিশপ্ত জাতিদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, হ্যা করবে। আর তাদের সাহায্য করবে বায়তুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) একজন বাদশা (জাহজাহ)।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৮; কিতাবুল আক্বিব ১৩৮)

হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ হিন্দুস্তান মুশরিকদের থেকে মুমিনরা বিজয় করবে। আর তাদের নেতা হবে মাহমুদ। হিন্দুস্তানে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। আর তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। তখন শামীম বারাহ আল্লাহর হুকুমত অটল রাখবে এবং তার মৃত্যুর পর সুশৃঙ্খল ভাবে চলতে থাকবে। এমন সময় এক প্রতিনিধির সাথে ইহুদীদের চুক্তি হবে এবং একটি অঞ্চলে তারা বসবাস করবে। অতঃপর, ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে হিন্দুস্তান দখলে নেবে। তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) বাদশা ইহুদীদের পরাজিত করবে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৭০৯; কিতাবুল আক্বিব ১৪০)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ আমাদের নিকট থেকে হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধ পেয়ে যায়, তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলবো। যদি নিহত হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি বেঁচে যাই তাহলে আমি হব জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত আবু হুরায়রা।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭৪)

... এরপর বনু হাশেমের জনৈক লোক (জাহজাহ) তার স্থলাভিষিক্ত হবে। তার হাতেই রোমানরা পরাজিত হবে এবং ইস্তাম্বুল বিজয় হবে। অতঃপর সে রোমিয়া নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেটা জয় করতঃ সেখানে গচ্ছিত রাখা সম্পদগুলো বের করে আনবে এবং সেখানে থাকা হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ) এর দস্তরখানাও বের করবে। অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে অবস্থান করবে। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) ও আসমান থেকে অবতরন করবে। ঐ শাসকের পিছনে হযরত ঈসা (আঃ) নামায আদায় করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০০ [পথিক প্রকা: ১১৯৭; তাহকীক: সহীহ])

হযরত আরতাত (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত খলীফার (জাহজাহ) নেতৃত্বে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, সে হবে ইয়ামানের (ইয়ামানী হবেন)। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা:) ও এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০১ [পথিক প্রকা: ১১৯৮; তাহকীক: সহীহ])

হযরত সাফ্ওয়ান ইবে্ন আমর জনৈক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের একদল ভারতের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে শিকল পড়া অবস্থায় ভারতের রাজার সাথে মুসলমানদের স্বাক্ষাৎ হবে। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক যাবতীয় অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর তারা শাম নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেখানেই তারা সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২০২ [পথিক প্রকা: ১১৯৯; তাহকীক: যঈফ])
- * ভারতে তখন একটি অংশ চুক্তিতে ইহুদীরা বসবাস করবে এবং পরে চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং পরাজয় বরণ করবে।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা'ব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের জনৈক বাদশাহ (জাহজাহ) ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করে ভারত জয় করবেন এবং সেখানে অবস্থিত যাবতীয় সম্পদসমূহ হস্তগত করার পর সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসের অলংকার হিসেবে রেখে দিবেন। এরপর ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র জয় করার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত তারা ভারতেই অবস্থান করতে থাকবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২১৫ [পথিক প্রকা: ১২১২, তাহকীক: যঈফ])

ইসহাক ইবনে রাহুবিয়া রহ. ও তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনায় কিছুটা সংযোজন রয়েছে। তাই তার বর্ণনাটিও আমরা নিম্নে হুবহু উল্লেখ করে দিচ্ছি-

হজরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, একদিন রসূল ﷺ হিন্দুস্তানের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মুজাহিদদেরকে বিজয় দান করবেন। এমনকি ঐ মুজাহিদরা মুশরিকদের শাসকদেরকে ডাণ্ডাবেড়ি পড়িয়ে বন্দি করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল মুজাহিদকে ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর যখন তারা ফিরে আসবে, তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে সিরিয়াতে পাবে। হজরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন আমি যদি সেই গাজওয়া পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার নতুন ও পুরাতন সকল সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং তাতে অংশগ্রহণ করবো। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করবেন এবং আমি ফিরে আসবো তখন আমি এক মুক্ত আবু হুরাইরা হয়ে ফিরে আসবো। সিরিয়াতে যখন আসবো সেখানে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করবো। হে আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আমার একান্ত ইচ্ছে হলো, আমি তাঁর নিকট পৌঁছে তাঁকে বলবো, আমার আপনার পবিত্র সংস্রবের সৌভাগ্য নসিব হয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন) যে নবীজী ﷺ আবু হুরাইরা (রা:) এর একথা শুনে মুচকি হাসলেন।

- (মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহুবিয়া; ১/২৬৪, হাদিস নং ৭৩৫)

হজরত কা'ব (রা:) এর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বাইতুল মুকাদ্দাসের এক বাদশাহ হিন্দের দিকে একটি বাহিনী পাঠাবে। মুজাহিদগণ হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করে তাদের যাবতীয় সম্পদ উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। অতঃপর ঐ বাদশাহ সেই ধনভান্ডারকে বাইতুল মুকাদ্দাসের সংস্কার ও সৌন্দর্যের কাজে ব্যয় করবে। সেই বাহিনী হিন্দুস্তানের নেতাদেরকে ডান্ডাবেড়ি পড়িয়ে ঐ বাদশাহর সামনে উপস্থিত করবে। তখন প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে থাকবে (অর্থাৎ তিনিই মুসলিমদের আমীর থাকবেন)। ভারতে তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত থাকবে।

- এই বর্ণনাটি ইমাম বুখারী রহ.- এর উস্তাদ নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ রহ. তার কিতাবুল ফিতানে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে হজরত কা'ব (রা:) থেকে বর্ণনা করার বর্ণনাকারীর নাম নাই। এজন্য এই হাদিসটি বিচ্ছিন্ন হাদিসের অন্তর্ভূক্ত। [আল-ফিতান; গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, ১/৪০৪, হাদিস নং ৩৫২১]
- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৫ [পথিক প্রকা: ১২৩১; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ একদা হিন্দের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'তোমাদের পক্ষ থেকে একদল সৈন্য হিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে আল্লাহ তা'আলা হিন্দের বিপক্ষে তোমাদেরকে জয়লাভ করাবেন। তাদের নেতা-রাজাদের শিকল দ্বারা বেধে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের) যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর যখন সেই বিজয়ী মুসলিমরা (শামে) ফিরে আসবে

তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে (শামে) সিরিয়াতে পাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার পর বলেন, আমি যদি হিন্দের সেই যুদ্ধ পাই তাহলে আমি আমার নতুন ও পুরাতন সকল সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং তাতে অংশগ্রহণ করবো। যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করবেন এবং আমি ফিরে আসবো, তখন আমি এক (জাহান্নাম হতে) মুক্ত আবু হুরায়রা হয়ে ফিরে আসবো। যে সিরিয়াতে এমন মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসবে, সে সেখানে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে পাবে। হে আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আমার একান্ত ইচ্ছে হলো, যে আমি তাঁর নিকট পৌঁছে তাঁকে বলবো, যে আমি আপনার সাহাবী। (বর্ণনাকারী বলেন) নবীজী ﷺ আবু হুরাইরা (রা:) এর একথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং হাসি দিয়ে বললেন, অনেক কঠিন (অনেক দূর) বা ভালো ভালো।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৬ [পথিক প্রকা: ১২৩২; তাহকীক: যঈফ])

ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই (মৃ: ২৩৮ হি:) নিজ সনদে হযরত আবু হুরায়রাহ রাঃ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন হিন্দ-এর উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন: অবশ্যই তোমাদের (মুসলমানদের একটি) সৈন্যদল হিন্দে'র সাথে গাজওয়া (জিহাদ) করবে, এতে আল্লাহ (তাআলা তোমাদের মুজাহিদগণকে) তাদের উপর বিজয় দান করবেন। এমন কি তারা সিন্দ- এর (এলাকাভুক্ত) রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে শিকলে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। এরপর তারা ফেরত যাবে এবং শাম-এ (গিয়ে) তারা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর দেখা পাবে'। (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর একথা শুনে) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা:) বলেন: আমি যদি (আমার জীবনকালে) সেই গাজওয়া (জিহাদ) পেয়ে যাই, তাহলে আমার নতুন-পুরাতন তল্পিতল্পা (সম্পদ) সব বিক্রি করে দিয়ে সেই গাজওয়ায় অংশ নিবো। এরপর আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং আমরা সেখান থেকে ফিরে আসবো, তখন আমি আবু হুরায়রাহ হবো (দোযখের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত। (আহা! সেই সময়ে আবু হুরায়রাহর কি আনন্দ হত, যখন) সে শাম-এ গিয়ে সেখানে আল-মাসিহ ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর দেখা পেতো! আমার খুব ইচ্ছে হয় তাঁর সান্নিধ্যে যেতে এবং তাঁকে এই খবর দিতে যে আমি আপনরা সাহাবী -ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ﷺ (আমার একথা শুনে) মুচকি হেসে দিলেন।

- (মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুবিয়্যা ১/৪৬২ হাঃ ৫৩৭)

হযরত আরতাত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী (জাহজাহ) খলীফার নেতৃত্বে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) এবং রোমানদের (কায়সার সম্রাটের শহর ইউরোপ) এলাকা বিজয় হবে। তার যুগে দাজ্জালে আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। তার আমলে (দ্বিতীয়) ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যে যুদ্ধের কথা হযরত আবু হুরায়রা বলে থাকেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৮ [পথিক প্রকা: ১২৩৪; সহীহ])

হজরত সাফওয়ান ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত এবং হুকুমের দিক থেকে মারফু দরজার অন্তর্ভূক্ত। তিনি বলেন, তাকে কিছু লোকে বলেছেন, নবীজী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের

একদল লোক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে তারা ভারতের রাজা-নেতাদের শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তারা শামের দিকে ফিরে যাবে। অতঃপর শাম দেশে হযরত ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৯ [পথিক প্রকা: ১২৩৫; তাহকীক: যঈফ])

নাহিক বিন সুরাইম আস-সাকুনী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, অবশ্যই মুশরেকদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হবে। এমনকি তোমাদের (মুসলমানদের) বাকি অংশ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে -উরদুনে অবস্থিত (একটি) নহরের ধারে, যার পূর্ব পার্শ্বে থাকবে তোমরা, আর তার পশ্চিম পার্শ্বে থাকবে ওরা। (রাবী বলেন:) আমি জানি না, সেদিন উরদুন (অঞ্চলটি) পৃথিবীর কোথায় হবে।

- (মুসনাদে বাযযার ৪/১৩৭ হাঃ ৩৩৮৭; মুসনাদে শামেঈন, ত্বাবরাণী ; আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, ইবনু আবি আসিম, হাদিস ৭৭৩; আত-ত্ববাকাত, ইবনে সা'দ- ৭/৪২২; মুসনাদে ফিরদাউস, ইবনে দাইলামী ৪/১৮৬; তারিখে দামেশক, ইবনু আসাকীর ৬২/৩২৩; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৭/৩৪৯)

৬.৫১ দাজ্জাল এর আত্মপ্রকাশ

৬.৫১.১ দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের আগের অবস্থা

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহে ছিলেন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, দাজ্জালের আগমনের পূর্বের তিন বছর এরূপ হবে যে, এটার প্রথম বছর আসমান তার এক-তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং জমিন তার এক-তৃতীয়াংশ ফলন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বছর আসমান তার দুই-তৃতীয়াংশ বর্ষণ তার জমিন তার দুই-তৃতীয়াংশ ফলন বন্ধ রাখবে। আর শেষ তৃতীয় বছর আসমান তার সমস্ত বর্ষণ এবং জমিন তার সমুদয় ফলন বন্ধ রাখবে, ফলে ক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণী (যেমন- গরু, ছাগল প্রভৃতি) এবং শিকারী দাঁতবিশিষ্ট জন্তু (যেমন- হিংস্র জানোয়ার) নিঃশেষ হয়ে যাবে। দাজ্জালের সর্বাধিক মারাত্মক ফিতনাহ এটা হবে যে, সে কোন বেদুঈনের কাছে এসে বলবে, বল তো, যদি আমি তোমার মৃত উটগুলো জীবিত করে দেই, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমাদের প্রভু? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন শয়তান তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটাতাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় সামনে উপস্থিত হবে। তিনি ﷺ বলেন, অতঃপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির কাছে আসবে যার ভাই এবং পিতা মারা গেছে। তাকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভাইদের জীবিত করে দেই তবে কি তুমি আমাকে তোমার প্রভু বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয় বিশ্বাস করব। তখন শায়তান তার পিতা ও ভাইয়ের হুবহু আকৃতি ধারণ করে আসবে। আসমা (রা:) বলেন, এ পর্যন্ত আলোচনা করে তিনি ﷺ স্বীয় কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলেন, এবং পরে ফিরে আসলেন।

এদিকে দাজ্জালের এ সমস্ত তাণ্ডবের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পতিত হলো। আসমা (রা:) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তখন দরজায় উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন, হে আসমা'! কি হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনি তো আমাদের কলিজা বের করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, (দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই) সে যদি বের হয় আর আমি জীবিত থাকি, আমিই তখন দলীল-প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিহত করব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যেক মুমিনের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই হবে আমার স্থলাভিষিক্ত। আসমা (রা:) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ, আমাদের অবস্থা হলো আমরা আটার খামির তৈরি করি এবং রুটি তৈরি করে অবসর হতে না হতেই পুনরায় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ি। অতএব সেই দুর্ভিক্ষের সময় মুমিনের অবস্থা কেমন হবে? জবাবে তিনি ﷺ বললেন, সেই বস্তুই তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট হবে যা আকাশবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আর তা হলো তাসবীহ ও তাক্বদীস (অর্থাৎ আল্লাহর যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করা)।

- (যঈফ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৯১; মুসনাদে আহমাদ ২৭৬২০; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০৮২১; কারণ শাহর ইবনু হাওশাব য'ঈফ; সহীহুল জামে আস্-সাগীর ৭৭৫২)

হযরত আসমা বিনতে যায়েদ আনসারীয়া (রা:) হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, একবার রসূল ﷺ আমার ঘরে ছিলেন। তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতঃপর বললেন দাজ্জালের সম্মুখে (পূর্বে) তিনটি বছর এমন হবে যে, তার প্রথম বছর আকাশ তার এক তৃতীয়অংশ বর্ষণ এবং যমীন তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বছর আকাশ দুই তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীন দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। আর শেষ তৃতীয় বছর আকাশ তার সমস্ত বর্ষন এবং যমীন তার সমুদয়ে উৎপাদন বন্ধ রাখবে। ফলে প্রাণী সমূহের মধ্য থেকে ক্ষুর বিশিষ্ট কোন প্রাণী এবং দংশনকারী কোন প্রাণী জীবিত থাকবে না। সকল প্রানীই ধ্বংস হয়ে যাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৮১; আল মু'জামুল কাবীর ৪০৬; মুসনাদে আহমাদ)

হযরত তাবে' (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, দাজ্জালের সম্মুখে তিনটি আলামত থাকবে। আর তা হলো তিন বছর এমন হবে তাতে দুর্ভিক্ষ থাকবে, আর নদী শুকিয়ে যাবে, বাগান হলুদবর্ণ ধারণ করবে, ঝর্ণা পানিশূন্য হয়ে যাবে এবং মাযহাজ ও হামাদান হতে ইরাক পর্যন্ত এমন যুদ্ধ হবে যাতে তারা কিনসীরিন ও হালাবে নেমে আসবে। অতঃপর তোমাদের দরজায় প্রভাতে অথবা সন্ধ্যায় দাজ্জাল উপস্থিত হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৭৩ [পথিক প্রকা: ১৪৭১; তাহকীক: যঈফ])

হিশাম ইব্ন আম্মার (রহঃ) .... আবূ দারদা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জালের আবির্ভাবকালে ভয়াবহ যুদ্ধের সময় মুসলিমদের দুর্গ শহরের এক পাশে অবস্থিত 'গুতা' নামক স্থানে হবে, যা শামের (সিরিয়ার) একটি উত্তম শহর।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেনঃ ইব্ন ওয়াহাব (রহঃ) .... ইব্ন উমার (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে মদীনার মুসলিমদের ঘিরে ফেলা হবে, এমনকি তাদের দূরবর্তী সীমানা হবে 'সালাহ্' নামক স্থান। *

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯৮-৪৩০০ [ইঃ ফাঃ ৪২৪৮]; মুসনাদে আহমাদ)
- দাজ্জালের আবির্ভাবের কিছু আগে সর্বত্রই মুসলিমরা যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। একদিকে রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ এবং তাতে বিজয় হবে অন্যদিকে হিন্দুস্তানে ইহুদীদের সাথে আবার যুদ্ধ এবং সেখানেও বিজয় অর্জন করবে এবং সেখানকার পরাজিত ইহুদী রাজা-বাদশাহদের শিকলে বেঁধে টেনে বাইতুল মুকাদ্দাসে (তখন খিলাফত সেখান থেকে পরিচালিত হবে) নিয়ে আসা হবে। এরপর দুই জায়গাতেই দাজ্জাল বের হয়েছে মর্মে গুজব তথ্য ছড়ানো হবে এবং তার পরোক্ষনেই সত্যি সত্যি দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। এই আত্মপ্রকাশের কারণ থাকবে তার রাগ এই যে মুসলিমরা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সব জায়গায় আবারো পরাজিত করেছে।

যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রূমকগণ (রোমানগন) (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) আ'মাক অথবা দাবিক নামক স্থানে অবতরণ করবে এবং মদীনার তৎকালীন উত্তম লোকদের একটি সেনাদল তাদের মোকাবিলায় বের হবে। যুদ্ধের জন্য যখন মুসলিমগণ সারিবদ্ধ হবে, তখন রূমকগণ বলবে, তোমাদের যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের কিছু সংখ্যক লোকজনকে বন্দি করে নিয়ে এসেছ। তাদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব। মুসলিমগণ বলবেন, আল্লাহর শপথ! এটা কখনো হতে পারে না। আমরা আমাদের সেই সকল মুসলিম ভাইদেরকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। এরপর মুসলিমগণ রূমক কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, কিন্তু মুসলিমদের এক-তৃতীয়াংশ রূমকদের মোকাবিলা থেকে পলায়ন করবে। আল্লাহ তা'আলা এই পলায়নকারীদের তাওবাহ্ কখনো গ্রহণ করবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ রূমকদের ওপর বিজয়ী হবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কখনো ফিতনায় ফেলবেন না। অবশেষে তারাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। অতঃপর যখন তারা গনীমতের মাল-সম্পদ ভাগ করণে ব্যস্ত হবে এবং তাদের তরবারিসমূহ যায়তুন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, ঠিক এ সময় হঠাৎ শয়তান এ ঘোষণা দেবে যে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে মাসীহে দাজ্জাল তোমাদের বাড়িঘরে ঢুকে পড়েছে। এতদশ্রবণে মদীনার সেই সেনাদল সেদিকে বের হয়ে পড়বে। অথচ সেই ঘোষণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন মুসলিমগণ কনস্টান্টিনোপল ছেড়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে তখনই দাজ্জালের আগমন ঘটবে। এ সময় মুসলিমগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং সারিবদ্ধভাবে

দাঁড়িয়ে যাবে, তৎক্ষণাৎ সালাতের উদ্দেশে (মুয়াযযিন কর্তৃক) ইকামত দেয়া হবে এবং এ মূহুর্তে ’ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) আকাশ থেকে (দামিশকের জামে মসজিদের মিনারায়) অবতরণ করবেন এবং *মুসলিমদের ইমামতি করে সলাত আদায় করাবেন।* অতঃপর যখন আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাঁকে দেখতে পাবে, তখন সে এমনিভাবে গলে যেতে থাকবে যেমনিভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। আর যদি ঈসা (আঃ) তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে এমনিতেই গলে ধ্বংস হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা’আলা তাকে ’ঈসা (আঃ) যে বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করবেন, রক্তমাখা সে বর্শাটি তিনি লোকেদের সকলকেই দেখাবেন। *

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৭০-(৩৪/২৮৯৭) [ইঃ ফাঃ ৭০১৪, ইঃ সেঃ ৭০৭১]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪২১; সহীহুল জামি’ ৭৪৩৩; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪৮৬)
- * এখানে একটি বিষয়ে ভুল রয়েছে এবং যতদূর বুঝা যায় এটি মূলত অনুবাদেরই ভুল। অন্যান্য সহীহ হাদিস থেকে এটি প্রমানিত যে, ঈসা ইবনে মাইয়াম (আঃ) নামাজের সময় আসবেন আর তখন একামত হয়ে যাবে এবং তিনি ইমাম জাহজাহ এর পিছনে মুছল্লি হিসেবে ছলাত আদায় করবেন। তাই এখানে সে নিজেই নামাজ পড়াবেন বিষয়টি বিপরীত। ভালো করে আরবি ইবারত ও অনুবাদ দেখলে বুঝা যায়, নামাজের সময় তিনি আসবেন এবং এরপর নামাজ পড়বেন এতটুকু বাদ দিয়ে সরাসরি এসেছে অতঃপর তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন, যেটি আসলে সহীহ। এখানে এটাকেই ছলাতের ইমামতি করবেন বলে ভুল অনুবাদিত হয়েছে। আরো একটি পয়েন্ট- ‘‘তৎক্ষণাৎ সালাতের উদ্দেশে (মুয়াযযিন কর্তৃক) ইকামত দেয়া হবে এবং এ মূহুর্তে ’ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) আকাশ থেকে (দামিশকের জামে মসজিদের মিনারায়) অবতরণ করবেন’’ -সেই যদি ইমামতি করবে তাহলে তার আগমনের আগেই কিভাবে মুয়াজ্জিন ইকামত দিবে? ইমাম না দাঁড়ানো পর্যন্ত কি ইকামত দেয়? আর তাহলে কি আগে থেকেই সেই মুসলিম জামাত জানতো যে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এখনি অবতরণ করবেন? তার আগমনের আগেই ইকামত হয়ে গেছে মর্মে এখানে বর্ণিত হয়েছে। তাই সুস্পষ্টই বলা যাচ্ছে যে এখানে মূলত বাংলা অনুবাদের ভুল। আরবীতে إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاة فَينزل عِيسَى بن مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ শেষে বলা অতঃপর নেতৃত্ব দিবেন যা স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে নামাজে নেতৃত্ব বা ইমামতি করবেন কিন্তু তা সঠিক নয় এবং অসংখ্য সহীহ হাদিসের বিপরীত হয়ে যায়। ইমাম জাহজাহ এর পিছনে ছলাত পড়ার পর তিনি ক্ষমতা তার কাছে নিবেন এবং তখন থেকে সেই হবে সর্বোচ্চ খলীফা বা আমীর বা শাসক বা ইমাম। এক কথায় তারপর থেকে সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিবেন এবং দাজ্জাল ও বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ

হযরত ওহহাব ইবনে মুনাব্বিহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কিয়ামাতের নিদর্শনের মধ্যে প্রথম হলো রোম (রোমদের সাথে যুদ্ধ ও বিজয়)। দ্বিতীয় হলো দাজ্জাল। তৃতীয় হলো ইয়াজুজ-(মাজুজ)। চতুর্থ হলো ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৫৩, ১৪৫৮)

উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয আনবারী (রহঃ) ... আবূ সারীহা হুযায়ফা ইবনু আসী'দ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কামরার ভেতর ছিলেন। তখন আমরা তাঁর থেকে একটু নীচু স্থানে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, তোমরা কি আলোচনা করছিলে। আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষন না দশটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। পূর্ব দিগন্তে ভূমিধ্বস, পশ্চিম অঞ্চলে ভূমিধ্বস, আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস, ধুম্র, **দাজ্জাল**, দাব্বাতুল আরদ, ইয়াযুয-মা-জুজ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং সর্বশেষ আদন এর গর্ত হতে অগ্নি প্রকাশিত হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। শু'বা (রহঃ) বলেন, ... আবু সারীহা থেকে ... অনুরূপ। তবে এতে নবী ﷺ উল্লেখ করেন, দশম নিদর্শন হিসাবে একজন ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণের কথা বলেছেন, অন্যজন বলেছেন যে, এমন ঝঞ্ঝা বায়ু (প্রবাহিত হবে), যা লোকদেরকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করবে।

- (গ্রন্থ: সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫৫/ ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী (كتاب الفتن وأشراط الساعة) | হাদিস নাম্বার: ৭০২২)

উমায়্যা ইবনু বিসতাম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা নেক আমল করতে আরম্ভ কর। তা হল **দাজ্জাল**, ধোঁয়া, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, ব্যাপক বিষয় (জাতিগত ধ্বংস) এবং খাস বিষয় (ব্যক্তির মৃত্যু)।

- (গ্রন্থ: সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫৫/ ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী (كتاب الفتن وأشراط الساعة) | হাদিস নাম্বার: ৭১৩১/প্রায় একই রকম বর্ণনা ৭১৩০)

উবাইদুল্লাহ ইবনু মু'আয আল আম্বারী (রহঃ) ..... ইয়াকুব ইবনু আসিম ইবনু উরওয়াহ ইবনু মাসউদ আস্ সাকাফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, একদা জনৈক লোক তার কাছে এসে বললেন, এ কেমন হাদীস আপনি বর্ণনা করছেন যে, এতো এতো দিনের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ অথবা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' অথবা অবিকল কোন শব্দ। তারপর তিনি বললেন, আমি তো শুধু এ কথাই বলেছিলাম যে, অচিরেই তোমরা এমন ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে যা ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিবে। এ ঘটনা কায়িম হবেই হবে।
এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমি জানি না চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। তাঁর আকৃতি উরওয়াহ ইবনু মাসউদ এর অবিকল হবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করে তাকে ধ্বংস করে দিবেন। তারপর সাতটি বছর লোকেরা এমনভাবে অতিবাহিত করবে যে, দু' ব্যক্তির মধ্যে কোন শত্রুতা থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হতে শীতল বাতাস প্রবাহিত

করবেন। ফলে যার হৃদয়ে কল্যাণ বা ঈমান থাকবে, এ ধরনের কোন লোকই এ দুনিয়াতে আর বেঁচে থাকবে না। বরং এ ধরনের প্রত্যেকের জান আল্লাহ্ তা'আলা কবয করে নিবেন। এমনকি তোমাদের কোন লোক যদি পর্বতের গভীরে গিয়ে আত্মগোপন করে তবে সেখানেও বাতাস তার কাছে পৌছে তার জান কবয করে নিবে। * (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৭১-(১১৬/২৯৪০) [ইঃ ফাঃ ৭১১৪, ইঃ সেঃ ৭১৬৮]; মুসনাদে আহমাদ ৬৫১৯; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৩/১৮১৯ [আন্তঃ ১৮১০])
- * আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে অনেকগুলি ফিতনা সংক্রান্ত হাদিসই সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে তথ্য বিভ্রান্তি তথা ভুল পরিলক্ষিত হয়। এটি হয়তো স্মরণশক্তি দুর্বলের কারণে হয়ে থাকতে পারে। যেমন এখানের কিছু বর্ণনা অন্য সহীহ হাদিসের বিপরীত এবং অনেকগুলো বর্ণনার বিপরীত। যেমন ঈসা (আঃ) সাত বছর শাসন করবনে। মূলত আরো দুইটি সহীহ হাদিসে রয়েছে ৪০ বছর এবং ৩৩ বছর। ৩৩ বছরের টিই বেশি সহীহ। হয়তো ইমাম মাহদীর খিলাফত সময়কালকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন এবং এটা স্বাভাবিক। তার কথা থেকেই তা বুঝা যায় যেমন, দাজ্জাল ৪০ দিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে কিন্তু সেই চল্লিশ দিন না মাস না বছর তা তিনি সঠিকভাবে জানেন না বা ভুলে গেছেন। কিন্তু অন্য সহীহ হাদিসে ৪০ দিন হবে এবং তা কেমন হবে তাও উল্লেখ রয়েছে। সেই তথ্যই বেশি সঠিক। এই রাবি থেকে বর্ণিত ফিতনার হাদিসগুলো যেহেতু ভুল তথ্য দিয়ে বর্ণিত তাই তার হাদিসগুলোকে কট্টরভাবে নেওয়া ও তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না।

আমি আরো জিজ্ঞাসা করিঃ এরপর কি হবে? তিনি বলেনঃ এরপর দাজ্জাল বের হবে, যার সাথে নহর ও আগুন থাকবে। যে তার আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, সে অবশ্যই ছওয়াব পাবে এবং তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে তার নহরে নিক্ষিপ্ত হবে, সে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে এবং তার নেকী বরবাদ হবে। রাবী বলেনঃ আমি বললামঃ এরপর কি হবে? তিনি বললেনঃ এরপর কিয়ামত হবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৪ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৬]; আহমাদ)

আব্বাস আম্বারী (রহঃ) .... মুআয ইব্ন জাবাল (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ বায়তুল মুকাদ্দিসের প্রতিষ্ঠা মদীনার অমঙ্গলের কারণ হবে। আর মদীনার খারাবী ফিতনা সৃষ্টির কারণ হবে। বস্তুত ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি কুস্তুন্তুনিয়া বিজয়ের কারণ হবে এবং কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় দাজ্জাল বের হওয়ার কারণ হবে। এরপর রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত মুআয রাঃ-এর কাঁধে বা হাঁটুতে মেরে বলেনঃ এ সবই সত্য, যেমন তুমি এখানে আছো-তা সত্য; যেমন তুমি বসে আছো-তা সত্য। অর্থাৎ তিনি মু'আয ইবনু জাবাল রাঃ-কে লক্ষ করে বলেন।

- (হাসান, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৯৪ [ইঃ ফাঃ ৪২৪৪]; মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আতা (রা:) হতে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ বলেন, দাজ্জাল কোন বিষয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বের হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৫১ [পথিক প্রকা: ১৪৪৯; মারফু, মুরসাল])

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দাজ্জাল বের হবে তখন, যখন কুস্তুনতুনিয়া বিজিত হবে (তার পরেই)।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৬৩ [পথিক প্রকা: ১৪৬১; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর এবং ঈসা আ. এর বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পূর্বে দাজ্জাল বের হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৬৮ [পথিক প্রকা: ১৪৬৬; তাহকীক: সহীহ])

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, রসুল ﷺ বলেন তাদের নিকট এ খবর পৌছেছে যে, তাদের কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জালের অবির্ভাব ঘটবে। অতঃপর তারা ফিরে যাবে এবং কিছু পাবে না। অতঃপর কিছুদিন অবস্থান করবে এরই মধ্যে দাজ্জাল বের হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৬৯ [পথিক প্রকা: ১৪৬৭; তাহকীক: যঈফ])

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট এ খবর পৌছেছে যে, কস্তুনতুনিয়ার বিজয়ের পর দাজ্জারের অবির্ভাব হবে। (শুধু তাই নয়) মুসলমানদের কুস্তুনতুনিয়ায় তিন বছর চার মাস দশ দিন অবস্থানের পর দাজ্জালের অবির্ভাব হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৮৬ [পথিক প্রকা: ১৪৮৪; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রা:) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। অতঃপর সে এক পরিপূর্ণ মজলিসের নিকট আসলো। আর সেখানে আবু দারদা (রা:) ও কা'ব (রা:) বসা ছিলেন। আর তাদের দুজনের নিকট লোকজন ছিল। অতঃপর লোকটি বলল তোমাদের মধ্যে আবু দারদা কে? তারা বলল, ইনি। অতঃপর লোকটি বলল দাজ্জাল কখন বের হবে। তিনি বললেন আল্লাহ মাফ করুন, তোমার থেকে আমাদের পৃথক করুন। অতঃপর তিনি এটা তার উপর দুইবার আবৃতি করলেন। যখন লোকটি তার প্রশ্ন সম্পর্কে হযরত আবু দারদা (রা:) এর অপছন্দ দেখল। সে বলল, হে আবু দারদা! আল্লাহর কসম আমি আপনার নিকট আপনার মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসি নাই। বরং আপনার জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বলেন হযরত কা'ব (রা:) তার দুই কাঁধে মারলেন। অতঃপর বললেন হে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী। যখন আকাশকে তুমি দেখবে কঠিন হয়ে যেতে যে আকাশ একটুও বৃষ্টি বর্ষণ করে না। যখন তুমি যমীনকে দেখবে শুকিয়ে যেতে যে, যমীন কিছুই উৎপন্ন করে না। এবং নদী ও ঝর্ণা ফিরে যাবে তার মূলের দিকে। আর বাগান হলুদবর্ণ ধারণ করবে। তখণ তুমি দাজ্জালের অপেক্ষা কর। তখন দাজ্জাল তোমার সকাল বেলায় বা সন্ধ্যা বেলায় উপস্থিত হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৮৭ [পথিক প্রকা: ১৪৮৫; তাহকীক: যঈফ])

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তারা কুস্তুনতুনিয়া বিজয় করবে। অতঃপর তাদের নিকট দাজ্জালের সংবাদ আসবে। ফলে তারা সিরিয়ারর দিকে বের হবে। অতঃপর যারা বের হয় নাই তারা তাকে পাবে। অতঃপর, সে বিলম্ব করবে না এমনকি সে বাহির হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৯০ [পথিক প্রকা: ১৪৮৮; তাহকীক: যঈফ])

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল বাহির হবে। অতঃপর ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১২ [পথিক প্রকা: ১৫১০; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু যারআ' হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এর নিকট দাজ্জালের আলোচনা করা হল। তখন আব্দুল্লাহ (রা:) বললেন হে মানুষ সকল, তোমরা বিভেদ করছ? (জেনে রাখ) দাজ্জালের বাহির হওয়ার সময় মানুষ তিন দলে ভাগ হবে। একদল দাজ্জালকে অনুসরণ করবে। একদল তাদের পূর্বপুরুষদের জমি আকড়ে বসে থাকবে। সুগন্ধিযুক্ত গাছের জন্মানোর স্থানের মত। আরেক দল ফুরাত নদীর তীরে অবস্থান নিবে। তারা যুদ্ধ করবে। তারা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি সকল মুমিনগণ সিরিয়ার পশ্চিমে একত্র হবে। অতঃপর তার অগ্রভাগকে তার দিকে পাঠাবে। তাদের মধ্যে একজন সুদর্শন বা সাদা কালো দাগ বিশিষ্ট ঘোড়সওয়ার থাকবে। অতঃপর তাঁরা যুদ্ধ করবে। এবং তাদের থেকে একজন মানুষও ফিরে আসবে না। সালামা বলেন রবীয়া ইবনে নাজেদ থেকে আবু সাদেক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন সুদর্শনধারী ঘোড়া। অতঃপর আব্দুল্লাহ বলেন, আহলে কিতাবগণ ধারণা করে যে, মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) অবতরণ করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। আবু যারআ' বলেন, আমি আব্দুল্লাহ (রা:) কে আহলে কিতাবদের বিষয়ে কথা বলতে শুনি নাই। তবে একথা ব্যতীত যে, তিনি বলেন অতঃপর ইয়াজুয মা'জুজ বাহির হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১৫ [পথিক প্রকা: ১৫১৩; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, দাজ্জাল বের হবে না, যাবত না (অধিকাংশ) মানুষজন তার কথা উল্লেখ করা থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যায় এবং যাবত না ইমামগণ মিম্বরগুলোতে তার কথা উল্লেখ করা ছেড়ে দেয়।

- (মুসনাদে আহমদ ১৬২৩১; মুসনাদে শামেইন, ত্বাবরাণী ৯৬৭; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৩/৩৪৫)

হুযাইফা রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেন, সে(ই খবীস দাজ্জাল) বের হবে – (পৃথিবীতে) মানুষের স্বল্পতা, খ্যাদের সংকট, (উম্মতের) নিজেদের মাঝে মন্দ সম্পর্ক এবং দ্বীনের খলৎমলৎ অবস্থায়।

- (আল-মুসান্নাফ, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ১১/৩৯৪ হাঃ ২০৮৬৭)

৬.৫১.২ দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে

বুন্দার ও আহমাদ ইবন মানী’ (রহঃ) .... আবূ বকর সিদ্দীক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেনঃ দাজ্জাল পূর্বাঞ্চলীয় কোন স্থান থেকে বের হবে। স্থানটির নাম হল খুরাসান। কিছু কওম তার অনুসরণ করবে (অন্যত্র অনুবাদে এসেছে- তার সঙ্গে অনেক দল মানুষ থাকবে)। তাদের চেহারা হবে স্তর বিশিষ্ট ঢালের মত (মুখাবয়ব হবে ঢালের মত চ্যাপ্টা ও মাংসল)।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৩৭ [ইঃ ফাঃ ২২৪০]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৭২; রাওদুন নাদীর ১১৮৪; তাখরীজুল মুখতার ৩৩-৩৭; সহীহাহ ১৫৯১; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ৭; মুসনাদে আবু ইয়া’লা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭; সহীহুল জামে আস্-সাগীর ৩৩৯৮)

‘আমর ইবনু হুরায়স (রহিমাহুল্লাহ) আবূ বকর সিদ্দীক (রা:) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দাজ্জাল পূর্বাঞ্চলের খুরাসান এলাকা থেকে বের হবে, এমন এক গোত্র তার আনুগত্য গ্রহণ করবে যাদের চেহারা হবে ঢালের মতো চ্যাপ্টা।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৮৭; সহীহুল জামি’ ৩৪০৪; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ১৫৯১; মুসনাদে আবদ ইবনু হুমায়দ ৪; মুসনাদে বাযযার ৪৭; মুসনাদে আহমাদ ৩৩; আবূ ইয়া’লা ৩৩; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬০৮)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ইরাকে হাই নামক গ্রাম থেকে দাজ্জাল বাহির হবে। তখন দাজ্জালের বাহির হওয়ার সময় মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে। তখন একদল বলবে সিরিয়ার দিকে চলে যাও। অপর দল বলবে, তোমাদের ভাইদের দিকে চলে যাও।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৯৪ [পথিক প্রকা: ১৪৯২; তাহকীক: যঈফ])

হযরত আবু বকর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল তার ইহুদিয়্যাতের চকমকি নিয়ে বাহির হবে। অন্য অনুবাদে- (ইয়াহুদিয়া অঞ্চলের মারওয়া থেকে বের হবে)

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৯৫ [পথিক প্রকা: ১৪৯৩; মা’না সহীহ])

হযরত আবু বকর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দাজ্জাল খোরাসান হতে বাহির হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৯৬ [পথিক প্রকা: ১৪৯৪; তাহকীক: সহীহ])

হযরত কা’ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের জন্ম হবে মিসরের একটি গ্রামে। যাকে কওস বলা হয়। আর সেটা হলো বাছারী।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৯৭ [পথিক প্রকা: ১৪৯৫; তাহকীক: সহীহ])

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন খোরাসান হতে একদল সৈন্য বাহির হবে। তাদের পিছনেই দাজ্জাল বাহির হবে। *

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫০১ [পথিক প্রকা: ১৪৯৯; তাহকীক: হাসান])

- * এটি খুরাসানী বাহিনী নয়। কারণ দাজ্জালের আগমনের আগে হিন্দের কিছু অঞ্চলে ইহুদীরা বসবাস করবে, হতেই পারে তাদের কিছু খুরাসানে বসবাস করবে এবং তখনকার জনপদ থেকে সৈন্য বাহির হবে। তারা কারা তা জানা নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে, আবু বকর (রা:) বলেন, দাজ্জাল পূর্বদিকের এলাকা হতে বাহির হবে। যাকে খোরাসান বলা হয়।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫০৮ [পথিক প্রকা: ১৫০৬; তাহকীক: সহীহ]; সুনান ইবনে মাজাহ; মুসনাদে আবু বাকর ৫৬, পৃষ্ঠাঃ ১০০; আল মুসতাদরাক ৮৬৭৩, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠাঃ ৭০০)

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা বলেন যে, আমার নিকট এ খবর পৌছেছে যে, দাজ্জাল সমুদ্রের উপদ্বীপ আসবাহান থেকে বাহির হবে। যাকে মাতূলাহু বলা হয়।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫০৯ [পথিক প্রকা: ১৫০৭; তাহকীক: যঈফ])

হযরত ইবনে তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, দাজ্জাল ইরাক থেকে বাহির হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১০ [পথিক প্রকা: ১৫০৮; তাহকীক: সহীহ])

হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ বলেন যে, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) বলেছেন আর তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা:) এর নিকটে ছিলেন। তোমদের পূর্বের স্থান তোমরা চিন? যাকে কূসা বলা হয় যার অধিকাংশ জায়গা অনাবাদি। আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন সেখান থেকে দাজ্জাল বাহির হবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১১ [পথিক প্রকা: ১৫০৯; তাহকীক: সহীহ])

আবু হুরায়রাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, নিশ্চই পথভ্রষ্ঠ কানা মাসিহ দাজ্জাল পূর্বদিক থেকে বের হবে এমন এক জামানায় যখন মানুষজনের মাঝে বিরোধ-দ্বন্দ্ব ও দলাদলি (প্রকট মাত্রায়) থাকবে। এরপর (আল্লাহ যেমনটা চান) সে পৃথিবীতে থাকবে চল্লিশ দিন। '(আর) আল্লাহ'ই ভাল জানেন যে, তার (চল্লিশ দিনের) পরিমাণটা কত! আল্লাহ'ই ভাল জানেন যে, তার (চল্লিশ দিনের) পরিমাণটা কত! (একথা দুবার বললেন)।

- (সহিহ ইবনে হিব্বান ১৫/২২৩ হাঃ ৬৮১২; মুসনাদে বাযযার ৫/২২১; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৭/৩৪৯)

হাদিসে বিভিন্ন জায়গা থেকে দাজ্জাল বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে বিভ্রান্তির কিছু নেই। দাজ্জাল বাহির হওয়ার বিষয়ে একটি জিনিস মাথায় রাখা জরুরী যে, সে ইহুদী গোত্র থেকে জন্মলাভ করবে। তাই বর্তমানে ইহুদীরা কোথায় বসবাস করছে এবং দাজ্জাল বাহির হওয়ার আগে কোথায় বসবাস করবে সেটা মাথায় রাখা উচিত। আর তার জন্ম এক জায়গায় ও আত্মপ্রকাশের সময় বের হওয়ার জায়গা আলাদা হওয়াটি খুবই স্বাভাবিক। আর হাদিস মতে আত্মপ্রকাশ যে পূর্ব দিকে হবে সেটাই সবচেয়ে সঠিক মত। আল্লাহু আলীম।

৬.৫২ সবচেয়ে বড় ফেতনা

যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ...... আবু দাহমা, আবু কাতাদাহ্ (রা:) ও অনুরূপ আরো কতক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তারা বলেন, হিশাম ইবনু আমির এর সামনে দিয়ে আমরা ইমরান ইবনু হুসায়নের কাছে যেতাম। একদিন হিশাম (রা:) বললেন, তোমরা আমাকে অতিক্রম করে এমন লোকের কাছে যাচ্ছ, যারা আমার চেয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বেশি উপস্থিত হয়নি এবং যারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জানে না। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের চেয়ে মারাত্মক আর কোন ফিতনা সৃষ্টি হবে না।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৫-(১২৬/২৯৪৬, ২৯৪৯) [ইঃ ফাঃ ৭১২৮, ইঃ সেঃ ৭১৮১]; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৭/১৮২৩ [আন্তঃ ১৮১৪]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৬৯; সহীহুল জামি ৫৫৮৮; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৭৪৭১; মুসনাদে আহমাদ ১৫৫৫, ১৬২৯৮; আল মুজামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭৯০২; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬১০)

হযরত হিশাম ইবনে আমের হতে বর্ণিত যে, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আদম আ. এর সৃষ্টি হতে কিয়ামত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত বড় বিষয় (ফিতনা) হলো দাজ্জাল।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৫০ [পথিক প্রকা: ১৪৪৮; মারফু, মুরসাল])

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, তোমাদের (মুসলমানদের মধ্যে) কোনো কোনো গোষ্ঠি ফিতনাগ্রস্থ হওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে অবশ্যই দাজ্জালের ফিতনাই সর্বাধিক আশংকাজনক। আর যারা তার সম্মুখিন হবে তাদের মধ্যে যে তার থেকে (ইমান নিয়ে) বাঁচার সে বাদে তাদের একজনও (তার ফিতনা থেকে) বাঁচতে পারবে না। দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে নিয়ে (যত) ছোট ও বড় ফিতনা সংঘটিত হয়েছে, (সেগুলোর একটাও) দাজ্জালের ফিতনার মতো (ভয়ানক) নয়।

- (মুসনাদে আহমদ ৫/৩৮৯; মুসনাদে বাযযার ৩৩৯২; মাজমাউ যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৭/৩৩৬)

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই তোমরা নেক আমলে দ্রুততা অবলম্বন করো, তা হলো- (১) পশ্চিমাকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, (২) ধোঁয়া উত্থিত হওয়া, (৩) **দাজ্জাল আবির্ভাব হওয়া**, (৪) দাব্বাহ, অদ্ভুত জন্তুর আত্মপ্রকাশ, (৫) খাস বিষয় [কারো ব্যক্তিগত মৃত্যু] ও (৬) আম বিষয় বা সার্বজনিক বিপদ (জাতিগত আযাব)।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৭-(১২৮/২৯৪৭) [ইঃ ফাঃ ৭১৩০, ইঃ সেঃ ৭১৮২])

আবু হুরায়রাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন আর কারো ঈমান ও আমল তার কোন কাজে আসবে না, যদি তার পূর্বে ঈমান এনে না থাকে অথবা ঈমানের সাথে আমল সঞ্চয় না করে থাকে। আর তা হলো পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া, **দাজ্জালের আবির্ভাব** এবং দাব্বাতুল 'আরদ বের হওয়া।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৬৭; সহীহুল মুসলিম ২৪৯-(২৫৮); সুনান তিরমিযী ৩০৭২; মুসনাদে আহমাদ ৯৭৫; সহীহুল জামি' ৩০২৩)

হযরত আবু উমামা আল বাহেলী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রসূল ﷺ আমাদেরকে ভাষণ দিতেন। আর তার ভাষণের অধিকাংশ সময় বিষয়বস্তু থাকতো দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদের কি ঘটাবে। আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তার কথা এরূপ হতো, হে মানুষ সকল.... দাজ্জালের ফিতনা থেকে বড় কোন ফিতনা দুনিয়াতে নেই। আর আল্লাহ তা'য়ালা তার উম্মতকে সতর্ক করার জন্য কোন নবী প্রেরণ করবেন না। আর আমি হলাম শেষ নবী। আর তোমরা হলে শেষ উম্মত। আর দাজ্জাল নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে বাহির হবে। আমার জীবিত থাকা অবস্থায় যদি সে বাহির হয় তাহলে আমি সকল মুসলমানদের মধ্যে আমিই দলিল প্রমাণে বিজয়ী হব। আর যদি আমার পরে বের হয় তাহলে তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি দলিল প্রমাণে তার মুকাবিলা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সহায়ক। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার সাক্ষাত পাবে সে যেন তার চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করে। এবং সূরা কাহাফের প্রথমাংশ পড়ে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৪৬ [পথিক প্রকা: ১৪৪৪; তাহকীক: সহীহ])

আলী ইবন হুজর (রহঃ) ...... নাওওয়ান ইবন সামআন কিলাবী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সকালে রসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জালের আলোচনা করলেন এবং বিষয়টির ভীষণতা এবং নিকৃষ্টতা সব কিছু তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা হচ্ছিল, যে সে খেজুর বাগানে উপস্থিত রয়েছে।

নাওওয়াস (রা:) বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে ফিরে গেলাম। পরে বিকালে আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি আমাদের মাঝে দাজ্জালের ভীতির চিহ্ন দেখে বললেনঃ তোমাদের একি অবস্থা? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি সকালে দাজ্জালের আলোচনা করেছিলেন এবং বিষয়টির ভীষণতা এবং নিকৃষ্টতা এমন উল্লেখ করেছিলেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল সে বুঝি খেজুর বাগানে কিনারে এসে হাজির। তিনি বললেনঃ তোমাদের জন্য দাজ্জাল ছাড়া অনূ কিছুর অধিক আশংকা আমার রয়েছে। তোমাদের মাঝে আমার জীবদ্দশায় যদি এর আবির্ভাব হয় তবে আমিই তোমাদের পক্ষে এ বিরুদ্ধে বিতর্কে জয়ী হব। আর আমি যদি তোমাদের মাঝে না থাকি তখন যদি সে বের হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পক্ষে তার বিরুদ্ধে বিতর্ককারী হবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার স্থলে আল্লাহ তাআলা নিজেই সহায়ক হবেন।

দাজ্জাল হল এক যুবক। তার চুল অতিশয় কুকড়ানো, চোখ তার স্থির। আবদুল উযযা ইবন কাতান সদৃশ হবে। তোমাদের কেউ যদি তাকে পায় তবে সে যেন সূরাতুল কাহফ-এর শুরুর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে। তিনি আরো বলেনঃ শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে সে বের হবে। ডান দিক ও বাম দিক সে ফেতনা-ফাসাতের সৃষ্টি করে ফিরবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা দৃঢ় থাকবে।

আমরা বললামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, যে দিনটি হবে এক বছরের মত বড় সে দিন কি একদিনের সালাতেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেনঃ না, বরং তোমরা এর জন্য (স্বাভাবিক দিনের পরিমাণ) আন্দাজ করে নিবে (এবং সে হিসাবে ছলাত আদায় করবে)।

আমরা বললামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ পৃথিবীতে কত দ্রুত হবে তার গতি?

তিনি বললেনঃ বায়ু তাড়িত মেঘমালার মত। কোন এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে। তাদেরকে সে নিজের দলে ডাকবে। কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করবে এবং তার দাবী প্রত্যাখান করবে। সে তখন তাদের থেকে ফিরে আসবে আর তার পিছে পিছে তাদের সব সম্পদও চলে আসবে। তাদের হাতে আর কিছুই থাকবে না। তারপর সে আরেক সম্প্রদায়ের কাছে যাবে। সে তাদেরকে নিজের দিকে ডাকবে। তারা তার কথা গ্রহণ করবে এবং তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিবে। তখন সে আকাশকে বৃষ্টি ঝড়াতে নির্দেশ দিবে। তারপর তদানুসারে বৃষ্টি নামবে। যমীনকে সে উদ্ভিদ জন্মাতে নির্দেশ দিবে ফলে ফসল হবে। বিকালে তাদের পশুপালগুলো পূর্বের চেয়েও লম্বা, কুঁজ, বিস্তৃত নিতম্ব, দুগ্ধপুষ্ট ওলান বিশিষ্ট হয়ে ফিরে আসবে।

তারপর সে এক বিরান ধবংসস্তুপে আসবে। সেটিকে লক্ষ্য করে বলবেঃ তোমার ধনভান্ডার বের করে দাও। তারপর সে এখান থেকে ফিরে আসবে আর যেভাবে রানী মৌমাছিকে ঘিরে ধরে অন্যগুলি তার অনুসরণ করে থাকে তেমনিভাবে সব ধনভান্ডার তার অনুসরণ করবে। এরপর সে যৌবনে পরিপূর্ণ এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান জানাবে। তাকে সে তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখন্ডিত করে ফেলবে। পরে তাকে ডাকবে। যুবকটি (জীবিত হয়ে) হাস্যেজ্জল চেহারা নিয়ে এদিকে আসবে। এমতাবস্থায় এদিকে ঈসা (আঃ) দুই ফিরিশতার পাখনায় তাঁর হাত রেখে গেরুয়া রঙ্গের বসনে স্বেত-শুভ্র মিনারার কাছে পূর্ব দামিশকে অবতরণ করবেন। তাঁর মাথা নীচু করলে পানি ঝরতে থাকবে আর তা উঠানে মোতির মত ফোটায় ফোটায় পানি পড়বে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যাকেই তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস স্পর্শ করবে সেই মারা যাবে। চক্ষু দৃষ্টি যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেখানে পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস পৌছবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করবেন এবং লুদ (বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী একটি শহর)-এর নগর দরওয়াজার কাছে তাকে পাবেন। তারপর একে তিনি হত্যা করবেন।

আল্লাহ যতদিন চান তিনি এভাবে বসবাস করবেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাকে ওয়াহী পাঠাবেনঃ আমার বান্দাদেরকে তুর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। আমি আমার এমন একদল বান্দা নামাচ্ছি যাদের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কারো নেই। এরপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের দল পাঠাবেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বিবরণ মত প্রতি 'উচ্চ ভূমি থেকে

তারা ছুটে আসবে’। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া উপসাগর (শামে অবস্থিত একটি ছোট সাগর) অতিক্রম করা কালে এর মাঝে যা পানি আছে সব পান করে ফেলবে। এমন অবস্থা হবে যে, পরে তাদের শেষ দলটি যখন এই উপসাগর অতিক্রম করবে তখন তারা বলবে ‘এখানে এক কালে হয়ত পানি ছিল’। আবার তারা চলবে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে পর্বতে যেয়ে তাদের এই যাত্রার শেষ হবে। তারা পরস্পর বলবেঃ পৃথিবীতে যারা ছিল তাদেরকে তো বধ করেছি এস এবার আসমানে যারা আছে তাদের শেষ করে দেই। তারপর তারা আসমানের দিকে তাদের তীর ছুড়বে। আল্লাহ তাআলা তাদের তীরগুলোকে রক্ত রঞ্জিত করে ফিরিয়ে দিবেন। ঈসা ইবন মারয়াম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকবেন। তাদের অবস্থা এমন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যে, আজকে তোমাদের কাছে একশত স্বর্ণ মুদ্রার যে দাম তাদের কাছে তখন একটি ষাড়ের মাথাও তদপেক্ষা অনেক উত্তম বলে মনে হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তারপর ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে মিনতি জানাবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের গর্দানে ‘নাগাফ’ জাতীয় এক জীবানু মহামারীরূপে প্রেরণ করবেন। তারা সব ধ্বংস হয়ে মরে যাবে যেন একটি মাত্র প্রাণের মৃত্যু হল। এরপর ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীগণ পাহাড় থেকে নেমে আসবেন, কিন্তু তারা এব বিঘৎ জায়গাও এমন পাবেন না যেখানে ইয়জুজ-মাজুজের গলিত চর্বি, রক্ত ও দুগন্ধ ছড়িয়ে না আছে। তারপ ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে আবার মিনতি জানাবেন। তখন আল্লাহ তাআলা উটের মত লম্বা গলা বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন। পাখিগুলি ইয়াজুজ-মাজুজদের লাশ উঠিয়ে নীচু গর্তে নিয়ে ফেলে দিবে। মুসলিমগণ তাদের ফেলে যাওয়া ধনুকে জ্যা, তীর এবং তূণীর সাত বছর পর্যন্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে। আল্লাহ তাআলা প্রবল বৃষ্টি করবেন শহর বা গ্রামের কোন বাড়িঘরই তা থেকে রক্ষা পাবে না। সমস্ত যমীন ধৌত হয়ে যাবে এবং তা আয়নার মত ঝক ঝকে হয়ে উঠবে।

পরে যমীনকে বলা হবে, তোমার সব ফল ও ফসল বের করে দাও, সব বরকত ফিরিয়ে দাও। এমন হবে যে সেদিন একটি আনার একদল লোক খেতে পারবে এবং একদল লোক এর খোসার নীচে ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। দূধের মধ্যেও এমন বরকত হবে যে, একটি দুগ্ধবতী উট বহুসংখ্যক লোক বিশিষ্ট দলের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী ছাগল একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

এমন অবস্থায় তারা দিন গুযরান করতে থাকবে হঠাৎ আল্লাহ তাআলা এক হাওয়া চালাবেন। এই হাওয়া প্রত্যেক মুমিনের রূহ কবয করে নিয়ে যাবে। বাকী কেবল দুষ্টু লোকেরা থেকে যাবে। এরা গাধার মত নির্লজ্জভাবে নারী সঙ্গমে লিপ্ত হবে। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৩-(১১০/২৯৩৭) [ইঃ ফাঃ ৭১০৬, ইঃ সেঃ ৭১৬০]; সুনান তিরমিজী ইঃ ফাঃ ২২৪৩ [আল মাদানী প্রকাঃ ২২৪০]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭৫; সুনান আবূ দাউদ ৪৩২১; সুনান ইবনু মাজাহ ৪০৭৫; মুসনাদে আবদ ইবনু হুমায়দ ৩৬৫; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০৭৮৩; আল মু’জামুল

কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৮৮৪; সহিহাহ ৪৮১; তাখরিজ ফায়ায়েলুশশাম ২৫; মুসনাদে আহমদ ১৭৬২৯; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৬৬১ হাঃ ৮৫৭৩; আল-ইমান, ইমাম ইবনু মানদাহ ২/৯৩৩ হাঃ ১০২৭)

হযরত যেলা (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) কে বলতে শুনেছি, ইসলামের মধ্যে চার প্রকারের ফিতনা প্রকাশ পাবে। যাদের থেকে চতুর্থ প্রকারের ফিতনা গিয়ে বহুরূপী দাজ্জালের নিকট আত্মসমর্পণ করবে। তখন সবদিকে অন্ধকারে ছেঁয়ে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮০)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত। রসূল ﷺ বলেছেন, চার প্রকারের ফিতনা সংঘটিত হবে। ১. খুন করাকে বৈধ মনে করা হবে। ২. অন্যের সম্পদকে বৈধ মনে করা হবে। ৩. নারীর লজ্জাস্থানকে বৈধ মনে করা হবে। ৪. দাজ্জালের আগমন।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৬)

হযরত আবু সাদেক তিনি আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন সর্বপ্রথম যে অধিবাসীদের দাজ্জাল ভীতি প্রদর্শন করবে তারা হলো কূফার অধিবাসী।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১৩ [পথিক প্রকা: ১৫১১; তাহকীক: সহীহ])

৬.৫৩ দাজ্জাল এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

দাজ্জাল সুনির্দিষ্ট এক ব্যক্তি হবে। কারণ, হাদীছে সুস্পষ্টভাবে এ-বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই কোনো রাষ্ট্রকে দাজ্জাল মনে করা ঠিক নয়। যেমনটি খাওয়ারেজ ও জাহমিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত দলসমূহ মনে করে থাকে। কাজী ইয়ায (রহ.) বলেছেন, 'ইমাম মুসলিম প্রমুখ দাজ্জালের কাহিনীতে এই যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন, এগুলো প্রমাণ করছে, দাজ্জালের অস্তিত্ব যথার্থ এবং সে সুনির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি হবে।

- (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা: ২২১)

আবদুল্লাহ ইবন মুআবিয়া জুমাহী (রহঃ), আবদুর রাহমান ইবন আবূ বকরা তার পিতা আবূ বকরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জালের পিতা-মাতা ত্রিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তাদের কোন সন্তান হবে না। পরে তাদের এক কানা শিশুর জন্ম হবে। যা হবে সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত অনুপোকারী। তার চোখ তো হবে নিদ্রিত কিন্তু অন্তর হবে না। এরপর নবী ﷺ তার পিতা-মাতার বিবরণ দিলেন। বললেনঃ তার পিতা হবে লম্বা, পাতলা গড়ানের। তার নাকটা যেন পাখির ঠোট। তার মা হবে স্থুলকায়, সুদীর্ঘ স্তন বিশিষ্টা মহিলা।

- (যঈফ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৪৮ [ইঃ ফাঃ ২২৫১]; মিশকাত; তাহকিক ছানী ৫৫০৩)

নবী ﷺ-এর চাচাত ভাই ইবনু 'আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মিরাজের রাত্রে আমি মূসা (আঃ)-কে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন; দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। যেন তিনি শানূআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি। আমি 'ঈসা (আঃ)-কে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। তাঁর দেহবর্ণ ছিল সাদা লালে মিশ্রিত। তিনি ছিলেন মধ্যম দেহ বিশিষ্ট। মাথার চুল ছিল অকুঞ্চিত। জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক এবং দজ্জালকেও আমি দেখেছি। আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে বিশেষ করে যে সকল নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছেন তার মধ্যে এগুলোও ছিল। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না। আনাস এবং আবূ বকরাহ (রা:) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, ফেরেশতামন্ডলী মদিনাকে দাজ্জাল হতে পাহারা দিয়ে রাখবেন।

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩২৩৯, ৩৩৯৬ [আঃ প্রঃ ২৯৯৯; ইসঃ ফাঃ ৩০০৯]; মুসলিম ১/৭৪ হাঃ ১৬৫, মুসনাদে আহমাদ ৩১৮০)

সালিম (রহ.) বলেন, ইবনু 'উমার (রা:) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, অতঃপর দাজ্জালের উল্লেখ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার নিকট হতে সাবধান করছি আর প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এ দাজ্জাল হতে সাবধান করে দিয়েছেন। নূহ (আঃ)-ও নিজ সম্প্রদায়কে দাজ্জাল হতে সাবধান করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলছি, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি। তা হলো তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই দাজ্জাল এক চক্ষু বিশিষ্ট, আর আল্লাহ এক চক্ষু বিশিষ্ট নন।

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৩৩৭, ৩০৫৭ [আঃ প্রঃ ৩০৯০; ইসঃ ফাঃ ৩০৯৮]; মুসলিম ২৮/৭ হাঃ ৩৯৩২; আহমাদ ৩৬৩০; আল ফিতান ১৪৬০)

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ট্যাঁরা নন। সাবধান! মাসীহ দাজ্জালের ডান চক্ষু ট্যাঁরা। তার চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত।

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৩৯ [ইঃ ফাঃ ৩১৯৪ প্রথমাংশ])

আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ ও ইবনু নুমায়র (রহঃ) ..... ইবনু উমার (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের মধ্যে দাজ্জালের আলাপ-আলোচনা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন। কিন্তু সতর্ক হও! দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। আর তা আঙ্গুরের মতো ফোলা হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৫১-(১০০/১৬৯) [ইঃ ফাঃ ৭০৯৫, ইঃ সেঃ ৭১৪৯]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭০; সহীহুল জামি ২৬৩৬; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৪৫৬; মুসনাদে বাযযার ৪৬৩৪; মুসনাদে আহমাদ ৪৯৪৮; আবু ইয়া'লা ৫৮২৩; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৯৩৮)

ইবনু ’উমার (রা:) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজেকে কা‘বার নিকট দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙের লোক দেখে থাক তার থেকেও অধিক সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল, তাঁর দু’স্কন্ধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা হতে পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। তিনি দু’জন লোকের স্কন্ধে হাত রেখে কা‘বা তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তারা জবাব দিলেন, ইনি হলেন, মসীহ ইবনু মারইয়াম। অতঃপর তাঁর পেছনে অন্য একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো, ডান চক্ষু ট্যাঁরা, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইবনু কাতানের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু’স্কন্ধে ভর দিয়ে কা‘বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হল মাসীহ দাজ্জাল।

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৪০, ৫৯০২, ৬৯৯৯, ৭০২৬ [আঃ প্রঃ ৩১৮৫; ইসঃ ফাঃ ৩১৯৪]; সহীহুল মুসলিম ১/৭৫ হাঃ ১৬৯; মুসনাদে আহমাদ ৪৯৪৮)

সালিম এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! নবী ﷺ এ কথা বলেননি যে ‘ঈসা (আঃ) লাল বর্ণের ছিলেন। বরং বলেছেন, একদা আমি স্বপ্নে কা‘বা ঘর তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ সোজা চুল ও বাদামী রঙের জনৈক ব্যক্তিকে দেখলাম। তিনি দু’জন লোকের মাঝখানে চলছেন। তাঁর মাথার পানি ঝরছে অথবা বলেছেন, তার মাথা হতে পানি বেয়ে পড়ছে। আমি বললাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি মারিয়ামের পুত্র। তখন আমি এদিক ওদিক তাকালাম। হঠাৎ দেখলাম, এক লোক তার গায়ের রং লালবর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোঁকড়ানো এবং তার ডান চোখ ট্যাঁরা। তার চোখ যেন ফোলা আঙ্গুরের মত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হলো দাজ্জাল। মানুষের মধ্যে ইবনু কাতানের সঙ্গে তার বেশি সাদৃশ্য রয়েছে। যুহরী (রহ.) তার বর্ণনায় বলেন, ইবনু কাতান খুযাআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, সে জাহিলীয়াতের যুগেই মারা গেছে।

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৪১ [আঃ প্রঃ ৩১৮৬; ইসঃ ফাঃ ৩১৯৫])

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকাবস্থায় আমরা বিদায় হাজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আর আমরা বিদায় হাজ্জ কাকে বলে তা জানতাম না। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি মাসীহ্ দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বলেন, আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর উম্মতকে (দাজ্জাল সম্পর্কে) সতর্ক করেননি। নূহ (আঃ) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণও তাঁদের উম্মতগণকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। তার অবস্থা তোমাদের নিকট অপ্রকাশিত থাকবে না। তোমাদের কাছে এও অস্পষ্ট নয় যে, তোমাদের রব কানা নন। আর দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন তার চোখ একটি ফোলা আঙ্গুর।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৯৩, ৪৪০২ [আঃ প্রঃ ৪০৫৩; ইসঃ ফাঃ ৪০৫৮]; সহীহুল মুসলিম (১/১০৭) প্রশ্নের উল্লেখ ব্যতীত, ১৬৯, ১৭১, ২৯৩১; সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৪১ [ইঃ ফাঃ ২২৪৪]; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ১২/১৮২৮ [আন্তঃ ১৮১৯]; মুসনাদে আহমাদ ৪৭২৯, ৪৭৮৯, ৪৯৫৭, ৫৫২৮, ৫৯৯৭, ৬০৬৪, ৬১৫০, ৬২৭৬, ৬৩২৪, ৬৩২৭, ৬৩৮৯)
- এ বিষয়ে সা'দ, হুযায়ফা, আবূ হুরায়রা, আসমা, জাবির ইবন আবদুল্লাহ, আবূ বকরা, আয়িশা, আনাস, ইবন আব্বাস এবং ফালাতান ইবন আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ ইবন 'উমার রাঃ-এর রিওয়ায়াত সূত্রে গারীব।
- (একই রকম বর্ণনা- সহীহুল বুখারী ১৩৫৫, ২৬৩৮, ৩০৫৫-৫০৫৭, ৩৩৩৭, ৩৪৪০, ৩৪৪১, ৫৯০২, ৬১৭৩, ৬৬১৮, ৬৯৯৯, ৭০২৬, ৭১২৭, ৭১২৮, ৭৪০৭)

ইবনু 'উমার (রা:) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি ঘুমের অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বার তাওয়াফ করছি। হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেলাম ধূসর বর্ণের আলুথালু কেশধারী, তার মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে কিংবা টপকে পড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি মারিয়ামের পুত্র। এরপর আমি তাকাতে লাগলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি স্থূলকায় লাল বর্ণের, কোঁকড়ানো চুল, এক চোখ কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙ্গুরের মত। লোকেরা বলল এ-হল দাজ্জাল! তার সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ লোক হল ইবনু কাতান, বানী খুযা'আর এক লোক।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১২৮ [আঃ প্রঃ ৬৬২৯; ইসঃ ফাঃ ৬৬৪৩])

হায়ওয়া ইব্‌ন শুরায়হ (রহঃ) .... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আমি তোমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছি, এতসত্ত্বেও আমার ভয় হয়, তোমরা তাকে চিনতে পারবে না। (জেনে রাখ!) মাসীহ্ দাজ্জাল হবে বেঁটে, তার পদক্ষেপ হবে দীর্ঘ, মাথার চুল হবে কুঞ্চিত, আর সে হবে কানা। তার চোখ হবে সমতল, যা উপরে উঠে থাকবে না এবং নীচে থাকবে না। এরপরও যদি তোমরা সন্দীহান হও, তবে জেনে রাখ! তোমাদের রব কানা নন।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩২০ [ইঃ ফাঃ ৪২৬৯]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৮৫; সহীহুল জামি ২৪৫৯; মুসনাদে আহমাদ)

হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ হতে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ তার সাথীদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন। অতঃপর বলতেন, হে মানুষ সকল তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখ, তোমরা ততক্ষন পর্যন্ত তোমাদের রবের সাথ সাক্ষাত করতে পারেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা মৃত্যুবরণ করো। আরা তোমাদের রব অন্ধ নন। নিশ্চয়ই দাজ্জাল আল্লাহ তা'য়ালার উপর মিথ্যারোপ করবে। তার এক চক্ষু হবে সমান। অর্থাৎ একেবারে ভিতরে ঢুকে থাকবেনা এবং বাহিরেও উঠে থাকবে না। তার দুই চক্ষুর মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে। যেটা প্রত্যেক

মুমিনই পড়তে পারবে। আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয় তাহলে আমি তোমাদের মধ্যে দলিল প্রমাণ সহ বিজয়ী হবো। আর যদি আমার পরে বের হয় তাহলে তোমরা প্রত্যেকে দলিল প্রমাণ সহকারে মোকাবেলা করবে। আর আল্লাহ আমার খলীফা প্রত্যেক মুসলমানের উপর। তোমাদের মধ্যে যার তার (দাজ্জালের) সাথে সাক্ষাত হয় সে যেন সূরা কাহাফের প্রথমাংশ পড়ে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৪৪৮ [পথিক প্রকা: ১৪৪৬; তাহকীক: মারফু, মুরসাল, মুয়াল্লাক। তবে মা'না সহীহ])

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র, মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ...হুযাইফাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জালের বামচোখ কানা হবে। তার দেহে ঘন পশম হবে (মাথার কেশ অত্যধিক)। তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম জান্নাত হবে এবং তার জান্নাত জাহান্নাম বলে গণ্য হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৫৬-(১০৪/২৯৩৪) [ইঃ ফাঃ ৭১০০, ইঃ সেঃ ৭১৫৪]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৭১; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭৪; সহীহুল জামি ৩৪০০; আহমাদ ২২৭৩৯, ২৩২৯৮, ২২৮৫৬; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৩০)

আবু বকর ইবনু আবু শাইবাহ্ (রহঃ) ..... হুযাইফাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জালের সাথে কি থাকবে, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত অবগত আছি। তার সাথে প্রবাহমান দুটি নহর থাকবে। একটি দৃশ্যত ধবধবে সাদা পানি বিশিষ্ট এবং অপরটি দৃশ্যত লেলিহান অগ্নির মতো হবে। যদি কেউ সুযোগ পায় তবে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাকে দৃশ্যত অগ্নি মনে হবে এবং চক্ষু বন্ধ করতঃ মাথা অবনমিত করে সে যেন সেটা থেকে পানি পান করে। সেটা হবে ঠাণ্ডা পানি। দাজ্জালের চক্ষু লেপা হবে এবং তার চোখের উপর নখের মতো পুরু চামড়া থাকবে এবং উভয় চোখের মাঝখানে পৃথক-পৃথকভাবে কাফির লেখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মু'মিন ব্যক্তি এ লেখা পাঠ করতে পারবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৫৭ [ইঃ ফাঃ ৭১০১, ইঃ সেঃ ৭১৫৫])

রাবী সালিম আরও বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা:) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার যথাবিহিত প্রশংসার পর দাজ্জালের উল্লেখ করে বললেনঃ আমি তোমাদের তার ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই এর ব্যাপারে তাঁর কওমকে সাবধান করে গিয়েছেন। আমি এর ব্যাপারে এমন কথা বলছি যা অন্য কোন নবী তাঁর কওমকে বলেননি। তোমরা জেনে রাখ সে কানা; কিন্তু আল্লাহ কানা নন।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৬১৭৫ [আঃ প্রঃ ৫৭৩৩; ইসঃ ফাঃ ৫৬২৯]; আল ফিতান ১৪৬০)

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ’উমার (রা:) বলেন। নবী ﷺ লোক সমাবেশে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে বললেনঃ তার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর কাওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর জাতিকে বলেননি। তা হল যে, সে কানা হবে আর আল্লাহ্ অবশ্যই কানা নন। *

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১২৭ [আঃ প্রঃ ৬৬২৮; ইসঃ ফাঃ ৬৬৪২])
- * উল্লেখিত হাদীসে দাজ্জাল সম্পর্কে দু’টি বিষয় বর্ণিত হয়েছেঃ প্রথম বিষয় : প্রত্যেক নবী তাদের নিজ নিজ উম্মতদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তারই ধারাবাহিকতা স্বরূপ রসূল ﷺও তাঁর উম্মতকে উদ্দেশ করে বলেন, إني لأنذركموه (অর্থাৎ নিশ্চয় আমিও অবশ্যই তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছি)। দ্বিতীয় বিষয় : রসূল ﷺ বলেন, আমার পূর্ববর্তী সব নবী দাজ্জালের ভীতি প্রদর্শন করলেও তার সম্পর্কে যে কথাটি বলেননি, আমি তোমাদের অবশ্যই সে কথাটি বলব। আর তা হচ্ছে সে কানা। আল্লাহ কিন্তু কানা নয়। এখানে একদিকে যেমন দাজ্জালের এক চোখ নেই তা প্রমাণ হচ্ছে, অপরদিকে আল্লাহর চোখ রয়েছে এবং তিনি দেখেন এটাও প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার অসংখ্য সিফাতের মধ্যে এটিও তাঁর একটি সিফাত যে, তাঁর চক্ষু রয়েছে এবং তিনি দেখেন। তাঁর চক্ষু কেমন তা যেমন বলা যাবে না, তদ্রুপ তা অস্বীকার, অপব্যাখ্যা, সাদৃশ্য দেয়া বা প্রকৃতি বর্ণনা করা মোটেও ঠিক নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

‘আবদুল্লাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না। আল্লাহ্ অন্ধ নন। এর সঙ্গে নবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন। মাসীহ্ দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখটি যেন আংগুরের মত ভাসমান।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭৪০৭ [আঃ প্রঃ ৬৮৯১; ইসঃ ফাঃ ৬৯০৩])

মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (রহঃ) .... শুবা (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তার কপালে "কাফ" "ফা" "র" (অর্থাৎ কাফির) লেখা থাকবে।

- (সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩১৭ [ইঃ ফাঃ ৪২৬৬])

আনাস ইবনু মালিক (রা:) থেকে নবী ﷺ-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত আছেঃ (কাফির লেখাটি) প্রত্যেক মুসলিম তা পড়তে পারবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩১৮ [ইঃ ফাঃ ৪২৬৭]; মুসলিম; মুসনাদে আহমাদ)

যুহরী (রহঃ) বলেন যে, তাকে উমার ইবন ছাবিত আনসারী বলেছেন যে, তাকে কতক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ সেদিন লোকদের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করতে যেয়ে বলেছিলেনঃ তোমরা বিশ্বাস কর তোমাদের কেউ মৃত্যু পর্যন্ত তার রবকে কখনো

দেখতে সক্ষম হবে না। দাজ্জালের দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লেখা থাকবে ‘কাফির’। যে ব্যক্তি তার কর্মকান্ডকে ঘৃণা করবে সে এ লেখা পড়তে পারবে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৩৫ [ইঃ ফাঃ ২২৩৮]; সহিহাহ ২৮৬১; আল ফিতান ১৪৬১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের দুই বাহু হবে মাংশপেশী ওয়ালা। আঙ্গুল হবে খাটো খাটো। ঘাড় হবে মিলানো। এক চক্ষু থাকবে মিলানো। তার দুই চক্ষুর মাঝখানে লেখা থাকবে কাফের।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১৯ [পথিক প্রকা: ১৫১৭; তাহকীক: যঈফ])

ছালেম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনু উমর (রা:) কে বলতে শুনেছেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আমি এক ব্যক্তিকে (স্বপ্নে) দেখেছি, যার গায়ের রং লাল। চুলগুলি কোঁকড়ানো ডান চক্ষু কানা। আমার দেখা মানুষের মধ্যে ইবনু কাতানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইবনু উমর (রা:) বলেন, অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই লোকটি কে? উত্তরে বলা হলো মাসিহ দাজ্জাল।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৩৫; তাহকীক: সহীহ)

আনাস ইবনু মালিক (রা:) সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর জাতিকে কানা মিথ্যুকটির ব্যাপারে সতর্ক করেননি। সে কানা (দাজ্জাল)। আর তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। তার দু’চোখের মাঝখানে ’কাফির’ (كَافِرٌ) লেখা থাকবে। এ সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ (রা:) ও ইবনু ‘আব্বাস (রা:) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১৩১, ৭৪০৮ [আঃ প্রঃ ৬৬৩২, ৬৮৯২; ইসঃ ফাঃ ৬৬৪৬, ৬৯০৪]; মুসলিম ৫২/২০, হাঃ ২৯৩০, ২৯৩৩; সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩১৬ [ইঃ ফাঃ ৪২৬৫]; সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৪৫ [ইঃ ফাঃ ২২৪৮]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭১; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ১০/১৮২৬ [আন্তঃ ১৮১৭]; তাখরিজু শারহিল আকিদাতিত তাহাবিয়া ৭৬২; সিলসিলাতুস সহীহাহ্ ২৪৫৭; সহীহুল জামি ৫৭৮৯; মুসনাদে বাযযার ৭১৪৬; আবূ ইয়া’লা ৩২৬৫; মুসনাদে আহমাদ ১১৫৯৩, ১১৭৩৫, ১২০২৩, ১২৩৫৯, ১২৬৬৮, ১২৭৩৭, ১২৭৯৪, ১২৯৭২, ১২৯৮১, ১৩০২৬, ১৩১৮৭, ১৩২০৯, ১৩৫১৩, ১৩৬৮০, ১৩৩৯৩; কিচ্ছাতুল মাসিহিদ্দাজ্জাল)
- * এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:
- ১। ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির মাসীহ দাজ্জালের বিষয়ে তার অন্তরে এই ভাবে ঈমান স্থাপন করা অপরিহার্য যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে মাসীহ দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। এবং তাকে ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) শাম অঞ্চলে সিরিয়া দেশে দামেস্কের নিকটে তেল আভিভ শহরের কাছে লুদ্দ এলাকার দ্বারপ্রান্তে হত্যা করবেন।
- ২। দাজ্জালের নিদর্শনের বিবরণ হলো এই যে, তার দুই চোখেই খুঁত থাকবে। তাই একটি বর্ণনা মোতাবেক তার ডান চোখ অথবা অন্য বর্ণনা মোতাবেক তার বাম চোখ দুষিত হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে তার দুটি চোখের মধ্যে একটি চোখ সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে দেওয়ার মত হবে। এবং সেই চোখটির উপরে মোটা চামড়ার একটি আবরণ থাকবে। সব হাদিস

পর্যালোচনা করে বুঝা যায়, দাজ্জালের এক চোখ (বাম) কানা থাকবে আর ডান চোখ আঙ্গুরের মতো ফোলা থাকবে যা দিয়ে দেখতে পারবে। তার কপালে কাফের كَافِرٌ লিখা থাকবে। তার মুখের ও চেহারার আকৃতি খুব কুৎসিত হবে। কেননা তার তো একটি মাত্র চোখ থাকবে, তবুও সেই চোখটি খুব বিকৃত ও অস্বাভবিক হবে। সুতরাং সেটি যেন গুচ্ছ আঙ্গুর থেকে ভেসে ওঠা একটি আঙ্গুর। মোটকথা দাজ্জালের একটি মাত্র কুৎসিত চোখ থাকবে, সেই চোখটির দ্বারা সে দেখতে পাবে। [এই বিষয়ে দেখতে পারা যায় সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯০২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩ -(১৬৯), ১০৪ -(২৯৩৪) এবং ১০৫ -(২৯৩৪)]। আর মহান আল্লাহই সব চেয়ে বেশি জানেন।

- ৩। দাজ্জালের কপালে কাফের শব্দটি লিখা থাকার বিষয়টি হলো একটি সত্য বিষয়। মহান আল্লাহ এই বিষয়টির দ্বারা তাকে মিথ্যুক, কাফের ও বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য একটি অকাট্য নিদর্শন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এবং তার কপালে যে কাফের শব্দটি লিখা থাকবে, সেই শব্দটিকে সমস্ত ঈমানদার মুসলিম শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তি পড়তে পারবে।

দাজ্জালের চোখ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা এসেছে। কোথাও তার ডান চোখ কানা বলা হয়েছে। কোথাও বাম চোখ। এ-বিষয়ে মুফতী মুহাম্মাদ রফী' উছমানি সাহেব 'আলামাতে কেয়ামাত ওয়া নুমূলে মাসীহ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'সারকথা হলো, দাজ্জালের দুটো চোখই ত্রুটিপূর্ণ হবে। বাঁয়েরটি একদম জ্যোতিহীন ও মোছানো আর ডানেরটি কোঠর থেকে বের হওয়া থাকবে আঙুরের মতো।'

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) 'তাফিয়া'র ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, দাজ্জালের ডান চোখটি বাইরে বের হওয়া থাকবে।

- (ফাতহুল বারী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা: ৩২৫)

উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল কাওয়ারীরী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ..... আবু সাঈদ আল খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মক্কাহ যাওয়ার পথে ইবনু সাইয়্যাদ মক্কাহ পর্যন্ত আমার সফর সঙ্গী ছিল। পথে সে আমাকে বলল, এমন কতিপয় লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে যারা ধারণা করে যে, আমিই দাজ্জাল। আপনি কি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেননি যে, দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি। তখন সে বলল আমার তো সন্তানাদি রয়েছে। আপনি কি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেননি যে, দাজ্জাল মক্কাহ ও মদীনাতে ঢুকতে পারবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি। সে বলল, মনে রাখুন, আমি তো মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং এখন মক্কাহ যাওয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছি। আবূ সাঈদ আল খুদরী বলেন, অতঃপর এসব কথা বলার পর পরিশেষে সে বলল, আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই জানি দাজ্জালের জন্মস্থান, বাসস্থান এবং তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা:) বলেন, (এ কথা বলে) সে আমাকে দ্বিধা ও সংশয়ে ফেলে দিল।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৩৮-(৮৯/২৯২৭) [ইঃ ফাঃ ৭০৮৪, ইঃ সেঃ ৭১৩৮])

ইয়াহইয়া ইবনু হাবীব ও মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল আ'লা (রহঃ) ..... আবু সাঈদ আল খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ইবনু সাইয়্যাদ আমার সঙ্গে কিছু কথা বলেছে যাতে আমার মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে গেছে। তা হচ্ছে ইবনু সাইয়্যাদ এর এ বক্তব্যঃ আমি মানুষকে এ বলে ওযর পেশ করছি। হে মুহাম্মাদ ﷺ এর সঙ্গী-সাথীগণ! আমার ব্যাপারে তোমাদের কি হয়েছে? আল্লাহর নবী ﷺ কি এ কথা বলেননি যে, দাজ্জাল ইয়াহুদী হবে? কিন্তু আমি তো মুসলিম। তিনি বলেছেনঃ দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না অথচ আমার তো সন্তানাদি রয়েছে। তিনি তো এ-ও বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের উপর মক্কাহ প্রবেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অথচ আমি হাজ্জও করেছি। আবূ সাঈদ (রা:) বলেন, সে অনর্গল এমনভাবে বলে যেতে লাগল, যার ফলে আমি তাকে সত্যবাদী মনে করার কাছাকাছি পৌছে গেলাম। অতঃপর সে বলল, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি জানি, দাজ্জালের অবস্থান সম্পর্কে। আমি তার পিতামাতাকেও চিনি। লোকেরা ইবনু সাইয়্যাদকে জিজ্ঞেস করল, তুমি যদি দাজ্জাল হও, তাতে কি তুমি আনন্দিত হবে? উত্তরে সে বলল, যদি আমাকে দাজ্জালরূপে সাব্যস্ত করা হয়, তবে আমি তাতে নারায হব না।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৩৯ [ইঃ ফাঃ ৭০৮৫, ইঃ সেঃ ৭১৩৯])
- বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত দুইটি হাদিস পড়ে অনেকেই অনেক কিছু মনে করে থাকেন। এরপর যখন আবার উমর (রা:) এর কসম করে বলা যে ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল এবং রসূলও সঠিকভাবে এটি জানিয়ে যায়নি যে সে আসলেই সেই দাজ্জাল কিনা। এতে একটি বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। সঠিকভাবে জানতে হলে আরো কিছু কিতাবের সাহায্য নেওয়া সঠিক হবে। এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইবনে কাছীর তার কিতাবুল ফিতান গ্রন্থে। তিনি তাতে অনেক পর্যালোচনা করে বলেছেন যে ইবনে সাইয়াদ ছোট দাজ্জাল (যেমন বলা হয়েছে হাদিসে যে, ৩০ জন মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বের হবে অর্থাৎ মিথ্যাবাদী/প্রতারক/ভণ্ড/শয়তানের অনুসারী), কাঙ্ক্ষিত সেই দাজ্জাল নয় যে ঈসা (আঃ) দ্বারা হত্যা হবে কেয়ামতের আগে। ইবনে সাইয়াদ থেকে যে সকল কথা হাদিসে প্রকাশ পায় তাতে তার মুসলিমত্ব থাকে না। তবে পরবর্তীতে সে মুসলিম হয়, এরপর আবার তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না এবং অনেক দিন পর এক মজলিশে তার সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে হাদিসে বর্ণনা পাওয়া যায়। এটির ব্যাখ্যা হচ্ছে এই ইবনে সাইয়াদ সেই দাজ্জাল নয় তবে সে শয়তানের অনুসারী হিসেবে তার থেকে এরকম কথা, ক্ষমতা প্রকাশ পায়। যেমন রসূল ﷺ এর পরীক্ষার সময় সে তার মনে রাখা নতুন নাযিলকৃত সূরা দুখান এর নামের প্রথম অংশ বলে দেয়। এটি মুলত শয়তান এর শক্তি ব্যবহার করেই পেরেছে। তবে এর পরবর্তীতে হাদিসে তাকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় পাওয়া যায় যেমন উপরের কথা। তবে সে নিজেই বলেছে সে সেই দাজ্জাল নয় এবং রসূল ﷺ যেরকম বলেছে তার সাথে সেগুলোর মিল নেই যেমন দাজ্জাল ইহুদী হবে, দাজ্জালের সন্তান হবে না, মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। এই বৈশিষ্ট্য গুলো অবশ্যই থাকতে হবে তখনই সে সেই দাজ্জাল হতে পারবে যার ফিতনাকে সবচেয়ে বড় ফিতনা বলা হয়। তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করি, দাজ্জালের জন্ম হবে যখন তার আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে আসবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আত্মপ্রকাশ করে ফিতনা শুরু করবে। আগে থেকেই রয়েছে বা হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে এরকম নয়। এবং সে একজন মানব বা ব্যাক্তিই হবে, অন্য কোন

ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই অসংখ্য হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই আমাদের সকল হাদিসগুলো এক জায়গায় করে এরপর মতামত দিতে হবে।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ..... আবু সাঈদ আল খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমাদের সঙ্গে ইবনু সায়িদ ছিল। তারপর কোন এক মঞ্জিলে আমরা অবতরণ করলাম। লোকেরা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। কেবল আমি এবং সে থেকে গেলাম। লোকেরা ইবনু সাইয়্যাদ এর ব্যাপারে যে কথা কথোপকথন করছে, এ কারণে আমি তার প্রতি অত্যধিক ভীত ও ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ইবনু সাইয়্যাদ তার দ্রব্য-সামগ্রী আমার সাথে এনে রাখল। আমি বললাম, গরম খুব বেশী মনে হচ্ছে। তুমি যদি তোমার দ্রব্য-সামগ্রী ঐ গাছের নীচে রাখতে তবে ভালো হতো। এ কথা শুনে সে তা-ই করল। তারপর আমাদের জন্য কতগুলো বকরী নিয়ে আসা হলো। এ দেখে ইবনু সাইয়্যাদ সেখানে গেল এবং এক পাত্র দুধ নিয়ে এলো। এরপর সে আমাকে বলল, হে আবু সাঈদ! তুমি দুধ পান করে নাও। আমি বললাম, গরম খুব বেশী। দুধও গরম। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা:) বলেন, তার হাতে দুধ পান করা বা তার হাত হতে দুধ গ্রহণ করা আমি পছন্দ করিনি। এ দেখে ইবনু সাইয়্যাদ বলল, হে আবু সাঈদ! লোকেরা আমার ব্যাপারে যে সব কথাবার্তা বলছে, এখন আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি একটি রশি নিয়ে সেটা গাছে লটকিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাই এবং তাথেকে পরিত্রাণ লাভ করি।
তারপর সে বলল, হে আবু সাঈদ! তোমাদের আনসার সম্প্রদায়ের চেয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস আর কারো কাছে অজানা নেই? তুমি কি রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত নও? রসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে, সে ব্যক্তি (দাজ্জাল) কাফির হবে? অথচ আমি মুসলিম। তিনি কি বলেননি যে, দাজ্জাল নিঃসন্তান? আর তার কোন সন্তান হবে না? অথচ মদীনায় আমি আমার সন্তান রেখে এসেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে, দাজ্জাল মক্কাহ-মদীনাহ প্রবেশ করতে পারবে না? অথচ আমি মদীনাহ থেকে এসেছি এবং মক্কাহ যাবার ইচ্ছা করছি। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা:) বলেন, তার কথায় আমি তাকে বিশ্বাস করার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলাম। অতঃপর ইবনু সাইয়্যাদ বললঃ আল্লাহর শপথ আমি তাকে (দাজ্জালকে) চিনি, তার জন্মস্থান চিনি এবং এখন সে কোথায় অবস্থান করছে, তাও আমি জানি। এ কথা শুনে আমি বললাম, তোমার সারাটা দিন ধ্বংস হোক, অকল্যাণকর হোক। *

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৪০ [ইঃ ফাঃ ৭০৮৬, ইঃ সেঃ ৭১৪০]; বুখারী; সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৪৬ [ইঃ ফাঃ ২২৪৯])
- * এখানে ইবনে সাইয়াদ শেষে যেটি বলেছে যেটি তা জানা গায়েবের বিষয় নয়। যেহেতু ইবনে সাইয়াদ শয়তানের ক্ষমতা ব্যবহার করে অনেক বিষয়ই আগে জেনে গিয়েছিল এটিও তাই তার জানা রয়েছে। হাদিসে দাজ্জালের জন্মস্থান ও কোন গোত্রে হবে তার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, আর দাজ্জালকে দেখার বিষয়েও যদি বলি হাদিসে রয়েছে দাজ্জালকে অনেকে (সাহাবীগণ) স্বপ্নেও দেখেছে তার আসল রূপ সহ, এমনকি রসূল ﷺ ও দেখেছেন। সেই হাদিসটি এই পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। আর দাজ্জাল এখন কোথায় আছে, এই কথাটিই

বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মূলত তখনকার জন্য সঠিক হচ্ছে- তার জন্ম যে কখন হবে এটি জানার মাধ্যমেই এটি বলা যায় যে, সে এখন কোথায় আছে। হয় তার জন্ম হয়েছে বা হয়নি বা আরো পরে হবে। এই তথ্যটুকু জেনেই বলা যায় এই কথা। তাই ইবনে সাইয়াদ এর এটি জানা ছিল বলেই এরকম বলেছে। সঠিকটি হচ্ছে তখন দাজ্জালের জন্মই হয়নি। ভবিষ্যতে হবে যখন তার আবির্ভাবের সময় কাছাকাছি হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায়ন্তে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় মিম্বারে বসে গেলেন। অতঃপর বললেন, প্রত্যেকেই আপন আপন স্থানে বসে যাও। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, আমি কি জন্য তোমাদেরকে সমবেত করেছি? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি তোমাদেরকে কোন আশা বা ভয়-ভীতির জন্য জমায়েত করিনি। তবে আমি তোমাদেরকে কেবল এজন্য জমায়েত করেছি যে, তামীম আদ দারী (রা:) প্রথমে খ্রিষ্টান ছিল। সে আমার কাছে এসে বাই'আত গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সে আমার নিকট এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যদ্বারা আমার সে বর্ণনার সত্যায়ন হয়ে যায়, যা আমি দাজ্জালের ব্যাপারে তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছিলাম। সে আমাকে বলেছে যে, একবার সে লাখ্ম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকসহ একটি সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করেছিল। সামুদ্রিক ঝড় এক মাস পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় তারা সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর তারা ছোট ছোট নৌকায় বসে ঐ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই জন্তুর ন্যায় একটি জিনিস তাদের দেখতে পায়। তার পূর্ণ দেহ পশমে ভরা ছিল। পশমের কারণে তার আগা-পাছা চেনার উপায় ছিল না। লোকেরা তাকে বলল, হতভাগা, তুই কে? সে বলল, আমি জাস্‌সা-সাহ। লোকেরা বলল, ‘‘জাস্‌সা-সাহ! আবার কি? সে বললঃ ঐ যে গীর্জা দেখা যায়, সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে। তামীম আদ দারী (রা:) বলেন, তার মুখে এক লোকের কথা শুনে আমরা ভয়ে শঙ্কিত হলাম যে, সে আবার শাইতান (শয়তান) তো নয়! আমরা দ্রুত পদব্রজে গীর্জায় প্রবেশ করতেই এক দীর্ঘাকৃতির এক লোককে দেখতে পেলাম। যা ইতোপূর্বে এমন আমরা আর কক্ষনো দেখিনি। লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় দু' হাটুর মধ্য দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো।

আমরা তাকে বললাম, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বলল, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ। এখন তোমরা বলো, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বলল, আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলাম। আমরা সমুদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পেয়েছি। এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থেকে অবশেষে আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌছেছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করে এ দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা একটি সর্বাঙ্গ পশমে আবৃত জন্তুকে দেখতে পেয়েছি। পশমের মাত্রাতিরিক্তের কারণে আমরা তার আগা-পাছা চিনতে পারছি না। আমরা তাকে বলেছি, তোর সর্বনাশ হোক! তুই কে? সে বলেছে, সে নাকি জাসসা-সাহ। আমরা বললাম, জাসসা-সাহ! আবার কি? তখন সে বলেছে, ঐ যে গীর্জা দেখা যায়, তোমরা সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে

তোমাদের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে এসে গেছি। আমরা তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি না জানি এ আবার কোন জিন ভূত কিনা?

অতঃপর সে বলল, তোমরা আমাকে বাইসানের খেজুর বাগানের সংবাদ বলো। আমরা বললাম, এর কোন বিষয়টি সম্পর্কে তুই সংবাদ জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, বাইসানের খেজুর বাগানে ফল আসে কি না, এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। তাকে আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে। সে বলল, সেদিন নিকটেই যেদিন এগুলোতে কোন ফল ধরবে না। তারপর সে বলল, আচ্ছা, তিবরিয়্যা সমুদ্রের ব্যাপারে আমাকে অবগত করো। আমরা বললাম, এর কোন বিষয় সম্পর্কে তুই আমাদের থেকে জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, এর মধ্যে পানি আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ, সেখানে বহু পানি আছে। অতঃপর সে বলল, সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন এ সাগরে পানি থাকবে না। সে আবার বলল, 'যুগার' এর ঝর্ণার ব্যাপারে তোমরা আমাকে অবহিত করো। তারা বলল, তুই এর কি সম্পর্কে আমাদের নিকট জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, এর ঝর্ণাতে পানি আছে কি? আর এ জনপদের লোকেরা তাদের ক্ষেত্রে এ ঝর্ণার পানি দেয় কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এতে অনেক পানি আছে এবং এ জনপদের লোকেরা এ পানির মাধ্যমেই তাদের ক্ষেত আবাদ করে।

সে আবার বলল, তোমরা আমাকে উম্মীদের নবীর ব্যাপারে খবর দাও। সে এখন কি করছে? তারা বলল, তিনি মক্কাহ থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন। সে জিজ্ঞেস করল, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করেছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে বলল, সে তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছে। আমরা তাকে খবর দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সে বলল, এ কি হয়েই গেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াই জনগণের জন্য কল্যাণকর ছিল।

এখন আমি নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মাসীহ দাজ্জাল। অতি সত্ত্বরই আমি এখান থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পেয়ে যাব। বাইরে যেয়ে আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করব। চল্লিশ দিনের ভেতর এমন কোন জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে মক্কাহ্ ও তাইবাহ এ দুটি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ দু'টির কোন স্থানে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন এক ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারি হাতে সম্মুখে এসে আমাকে বাধা দিবে। এ দুটি স্থানের সকল রাস্তায় ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তার ছড়ি দ্বারা মিম্বারে আঘাত করে বললেন, এ হচ্ছে তাইবাহ, এ হচ্ছে তাইবাহ, এ হচ্ছে তাইবাহ। অর্থাৎ- তাইবাহ অর্থ এ মদীনাই। সাবধান! আমি কি এ কথাটি ইতোপূর্বে তোমাদেরকে বলিনি? তখন লোকেরা বলল, হ্যাঁ, আপনি বলেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তামীম আদ দারীর কথাটি আমার খুবই ভালো লেগেছে। যেহেতু তা সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার ঐ বর্ণনার, যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল, মদীনাহ ও মক্কাহ বিষয়ে ইতোপূর্বে বলেছি। জেনে রেখ। উল্লেখিত দ্বীপ সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়ামান সাগরের পার্শ্বস্থ সাগরের মাঝে অবস্থিত। যা পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত,

পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত। এ সময় তিনি নিজ হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রা:) বলেন, এ হাদীস আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে সংরক্ষণ করেছি। * (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৭৬-(১১৯/২৯৪২) [ইঃ ফাঃ ৭১১৯, ইঃ সেঃ ৭১৭২])
- * এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাটি তামিম আর দারী (রা:) এর একটি স্বপ্ন ছিল। স্বপ্নের বর্ণনা এখানে এসেছে। বাস্তবে নয় তবে স্বপ্নটি সত্য ছিল এবং একারণেই সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন পরে। তবে শেষের কথার (সেই দ্বীপ যেথায় অবস্থিত) অর্থ হয়তো এটি যে দাজ্জালের আবির্ভাব মুহূর্তে সে ঐ দ্বীপে থাকবে আর অন্যান্য হাদিস থেকেও পাওয়া যায় যে দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে বের হবে যেমন ইরান ও ইরানের ইস্ফাহান শহরের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ বলে যে এটি স্বপ্ন ছিল না, তাহলে এর পরবর্তী ৭২৭৯ নং হাদিসে বর্ণিত আছে যে, ‘এক সময় তার সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক সমুদ্রে ভ্রমণ করছিল। অতঃপর সমুদ্রের মাঝে তাদের জাহাজটি ভেঙ্গে গেল। উপায়ান্তর না পেয়ে তাদের কেউ কেউ নৌকার কাষ্ঠে ভর করে সামুদ্রিক দ্বীপে গিয়ে পৌছে’। এখন প্রশ্ন হলো যেখানে জাহাজ ভেঙ্গে গেছে এবং নৌকার কাঠে ভর করে দ্বীপে পৌছায় আর যা সমুদ্রে তাহলে তারা আবার ফিরে আসলো কিভাবে সেখান থেকে? আর এটির অবস্থান কোথায় ছিল সেটি হাদিসে বলা হয়েছে যা অনেক দূরবর্তী জায়গা।

আবু বাকরা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসাইলামার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা বলার পূর্বে কিছু কথা বলেছিল। অতঃপর রসূল ﷺ খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, পর কথা হল এই যে এই ব্যক্তি (ইবনে সাইয়াদ), যার ব্যাপারে তোমরা বেশী আলোচনা করছো, সে হলো ত্রিশজন বড় মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন বড় মিথ্যাবাদী। যারা মাসিহ এর আগে বের হবে। সে একমাত্র মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর প্রত্যেকটি এলাকায় যাবে এবং তার প্রত্যেক ছিদ্র দিয়ে ভয় দেখাবে। মাসিহ এর ভয় থেকে দুইজন ফেরেশতা মদিনাকে প্রতিরক্ষা করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৪৪; তাহকীক: মাকতু, মুআল্লাক। তবে মা’না সহীহ)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজইফা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে জানতে চাইলাম যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! দাজ্জাল আগে আসবে নাকি ঈসা (আঃ) আগে আসবেন? জবাবে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন প্রথমে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, এরপর হযরত ঈসা (আঃ) আসবেন। এরপর কারো ঘোড়া বাচ্চা দিলে সেটার উপর সওয়ারের উপযুক্ত হওয়ার সময় আসার পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩১০ [পথিক প্রকা: ১৩০৮; তাহকীক: যঈফ])

আবূ হুরায়রাহ্ (রা:) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ বলেছেন: দাজ্জাল একটি ধবধবে সাদা বর্ণের গাধায় আরোহী হয়ে বের হবে। তার দু কানের মধ্যবর্তী স্থানটি সত্তর (দূরত্ব) পরিমাণ চওড়া হবে। (বায়হাক্বী'র ''কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর'')

- (যঈফে জিদ্দান (খুবই দুর্বল), মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৯৩; য'ঈফাহ ১৯৬৮; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭৫৩৬; কারণ সনদে আবদুল আযীয ইবনু ইয়াহইয়া আল মাদানী মাতরূক, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির তাকে মিথ্যুক বলেছেন)

নাওয়াস ইবনে সামআন (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাতে তিনি একবার নিম্নস্বরে এবং একবার উচ্চস্বরে বাক ভঙ্গিমা অবলম্বন করলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা [প্রভাবিত হয়ে] মনে মনে ভাবলাম যে, সে যেন সামনের এই খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে। তারপর আমরা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাদের উদ্বিগ্নতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমাদের কি হয়েছে?''

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আজ সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এমন নিম্ন ও উচ্চ কণ্ঠে বর্ণনা করলেন, যার ফলে আমরা ধারণা করে বসি যে, সে যেন খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে।' তিনি বললেন, ''দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে অন্যান্য জিনিসকে আমার আরও বেশী ভয় হয়। আমি তোমাদের মাঝে থাকাকালে দাজ্জাল যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিরোধ করব। আর যদি তার আত্মপ্রকাশ হয় এবং আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তাহলে [তোমরা] প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মরক্ষা করবে। আর আল্লাহ স্বয়ং প্রতিটি মুসলিমের জন্য [আমার] প্রতিনিধিত্ব করবেন। সে দাজ্জাল নব-যুবক হবে, তার মাথার কেশরাশি হবে খুব বেশি কোঁচকানো। তার একটি চোখ [আঙ্গুরের ন্যায়] ফোলা থাকবে। যেন সে আব্দুল উয্যা ইবনে ক্বাত্বানের মত দেখতে হবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরা কাহাফের শুরুর [দশ পর্যন্ত] আয়াতগুলি পড়ে। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবে। আর তার ডাইনে-বামে [এদিকে ওদিকে] ফিতনা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা। [ঐ সময়] তোমরা অবিচল থাকবে।'' আমরা বললাম, 'পৃথিবীতে তার অবস্থান কতদিন থাকবে?' তিনি বললেন, ''চল্লিশ দিন পর্যন্ত। আর তার একটি দিন এক বছরের সমান দীর্ঘ হবে। একটি দিন হবে এক মাসের সমান লম্বা। একটা দিন এক সপ্তাহের সমান হবে এবং বাকি দিনগুলি প্রায় তোমাদের দিনগুলির সম পরিমাণ হবে।''

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যেদিনটি এক বছরের সমান লম্বা হবে, তাতে আমাদের একদিনের [পাঁচ ওয়াক্তের] নামাযই কি যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন, ''তোমরা [দিন রাতের ২৪ ঘণ্টা হিসাবে] অনুমান করে নামায আদায় করতে থাকবে।''

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ভূপৃষ্ঠে তার দ্রুত গতির অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তীব্র বায়ু তাড়িত মেঘের ন্যায় [দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়াবে।] সুতরাং সে কিছু লোকের নিকট আসবে ও তাদেরকে তার দিকে আহ্বান জানাবে এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার আদেশ পালন করবে। সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করবে, আকাশ

আদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আর জমিনকে [গাছ-পালা] উদ্‌গত করার নির্দেশ দেবে। জমিন তার নির্দেশক্রমে তাই উদ্‌গত করবে। সুতরাং [সে সব গাছ-পালা ভক্ষণ করে] সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুদের কুঁজ [ও ঝুঁটি] অধিক উঁচু হবে ও তাদের পালানে অধিক পরিমাণে দুধ ভরে থাকবে। উদর পূর্ণ আহার জনিত তাদের পেট টান হয়ে থাকবে। অতঃপর দাজ্জাল [অন্য] লোকের নিকট যাবে ও তার দিকে [আসার জন্য] তাদেরকে আহ্বান জানাবে। তারা কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবে না। ফলে সে তাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে। সে সময় তারা চরম দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে পড়বে ও সর্বস্বান্ত হবে।

তারপর সে কোন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, 'তুই তোর গচ্ছিত রত্নভাণ্ডার বের করে দে।' তখন সেখানকার গুপ্ত রত্নভাণ্ডার মৌমাছিদের নিজ রাণী মৌমাছির অনুসরণ করার মতো [মাটি থেকে বেরিয়ে] তার পিছন ধরবে। তারপর এক পূর্ণ যুবককে ডেকে তাকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যমাত্রার দূরত্বে নিক্ষেপ করে দেবে। তারপর তাকে ডাক দেবে। আর সে উজ্জ্বল সহাস্য-বদনে তার দিকে [অক্ষত শরীরে] এগিয়ে আসবে। দাজ্জাল এরূপ কর্ম-কাণ্ডে মগ্ন থাকবে। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ তা'আলা মসীহ ইবন মারয়্যাম আঃ-কে পৃথিবীতে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বে অবস্থিত শেবত মিনারের নিকট অর্স ও জাফরান মিশ্রিত রঙের দুই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফিরিশ্তার ডানাতে হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন, তখন মাথা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরবে এবং যখন মাথা উঁচু করবেন, তখনও মতির আকারে তা গড়িয়ে পড়বে। যে কাফেরই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের নাগালে আসবে, সে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টি যত দূর যাবে, তত দূর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালের সন্ধান চালাবেন। শেষ পর্যন্ত [জেরুজালেমের] 'লুদ' প্রবেশ দ্বারে তাকে ধরে ফেলবেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে হত্যা করে দেবেন। তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম এমন এক জনগোষ্ঠীর নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের চক্রান্ত ও ফিতনা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বোলাবেন [বিপদমুক্ত করবেন] এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদাসমূহ সম্পর্কে তাদেরকে জানাবেন। এসব কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহি পাঠাবেন যে, "আমি আমার কিছু বান্দার আবির্ভাব ঘটিয়েছি, তাদের বিরুদ্ধে কারো লড়ার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের নিয়ে 'তুর' পর্বতে আশ্রয় নাও।" আল্লাহ তা'আলা য়্যা'জুজ-মা'জুজ জাতিকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান থেকে দ্রুত বেগে ছুটে যাবে। তাদের প্রথম দলটি ত্বাবারী হ্রদ পার হবার সময় তার সম্পূর্ণ পানি এমনভাবে পান করে ফেলবে যে, তাদের সর্বশেষ দলটি সেখান দিয়ে পার হবার সময় বলবে, এখানে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে একটি গরুর মাথা, বর্তমানে তোমাদের একশ'টি স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। সুতরাং আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে দো'আ করবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের [ইয়্যা'জূজ-মা'জূজ জাতির] ঘাড়সমূহে এক প্রকার কীট সৃষ্টি করে দেবেন। যার শিকারে পরিণত হয়ে

তারা এক সঙ্গে সবাই মারা যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলার নবী ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথীগণ নিচে নেমে আসবেন। তারপর [এমন অবস্থা ঘটবে যে,] সেই অঞ্চল তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধে ভরে থাকবে; এক বিঘত জায়গাও তা থেকে খালি থাকবে না। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর কাছে দো'আ করবেন। ফলে তিনি বুখতী উটের ঘাড়ের ন্যায় বৃহদকায় এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। তারা উক্ত লাশগুলিকে তুলে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা এমন প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যে, কোন ঘর ও শিবির বাদ পড়বে না। সুতরাং সমস্ত জমিন ধুয়ে মসৃণ পাথরের ন্যায় অথবা স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর জমিনকে আদেশ করা হবে যে, 'তুমি আপন ফল-মূল যথারীতি উৎপন্ন কর ও নিজ বরকত পুনরায় ফিরিয়ে আন।' সুতরাং [বরকতের এত ছড়াছড়ি হবে যে,] একদল লোক একটি মাত্র ডালিম ফল ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হবে এবং তার খোসার নীচে ছায়া অবলম্বন করবে। পশুর দুধে এত প্রাচুর্য প্রদান করা হবে যে, একটি মাত্র দুগ্ধবতী উটনী একটি সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। আর একটি দুগ্ধবতী ছাগী কয়েকটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা ঐ অবস্থায় থাকবে, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার পবিত্র বাতাস পাঠাবেন, যা তাদের বগলের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। ফলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবন হরণ করবে। তারপর স্রেফ দুর্বৃত্ত ও অসৎ মানুষজন বেঁচে থাকবে, যারা এই ধরার বুকে গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। সুতরাং এদের উপরেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় [কিয়ামত]।"

- (সহীহ, রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন) ১/১৮১৭; সহীহুল মুসলিম ২৯৩৭; তিরমিযী ২২৪০, ৪০০১; আবূ দাউদ ৪৩২১; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৭৫; মুসনাদে আহমাদ ১৭১৭৭; তাখরীজুল ফাদাইলুশ শাম ২৫; সহীহাহ ১৭৮০)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, দাজ্জাল বের হবে দ্বীনের খলৎমলৎ অবস্থায় এবং (কুরআন সুন্নাহ'র) ইলম থেকে (উম্মাহ'র পাইকারী হারে লেজগুটিয়ে) পিছুটান কালে। (মানুষকে ফিতনায় ফেলার জন্য) তার (হাতে) থাকবে চল্লিশ রাত; (যে সময়টিতে) সে পৃথিবীতে ছুটে বেড়াবে। (ওই চল্লিশ দিনের মধ্যে) একটি দিন হবে (এমন, যার দৈর্ঘ হবে) এক বছরের মতো, একটি দিন হবে (এমন, যার দৈর্ঘ হবে) এক মাসের মতো, একটি দিন হবে (এমন, যার দৈর্ঘ হবে) এক সপ্তাহের মতো। অতঃপর তার (বাকি) দিনগুলোর সবটাই হবে তোমাদের এই (দুনিয়ার স্বাভাবিক) দিনগুলোর মতো। তার থাকবে গাধা, যার উপরে সে আরোহন করবে। তার (গাধার) দুই কানের মধ্যবর্তী দূরুত্ব হবে চল্লিশ হাত। সে(ই দাজ্জাল) মানুষকে বলবে: 'আমি তোমাদের রব (প্রভু)'। সে হবে (এক-চোখ) অন্ধ (এক ব্যাক্তি), আর নিশ্চই তোমাদের (প্রকৃত) রব (আল্লাহ তাআলা) অন্ধ নন। (সুতরাং, তোমরা ওর ফেতনায় পড়ে ওকে চিনতে ভুল করো না যেন)। ওর দুই চোখের মাঝখানে (কপালের কাছে) লিখা থাকবে কাফের 'ك ف ر' -(এরকম) অক্ষরে, যা সকল মুমিন পড়তে পারবে -(চাই সে) লেখাপড়া জানুক কিংবা নিরক্ষর হোক। সে মদিনা ও মক্কা

ছাড়া (পৃথিবীর) সকল পানি ও ঝরনার (স্থানে) যেতে পারবে; (কারণ) ওই দুই(স্থানে প্রবেশ করা)কে আল্লাহ ওর উপরে হারাম করে দিয়েছেন। উহার বিভিন্ন প্রবেশ পথে ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকবে। ওর সাথে থাকবে রুটির পাহাড়। যে ব্যাক্তি তার অনুসরণ করবে সে ছাড়া (বাকি) মানুষ কষ্টেক্লেশে পড়ে যাবে। ওর সাথে থাকবে দুটি নহর (প্রস্রবন/নদী/নালা)। আমি ওই দুটি সম্পর্কে ভাল করে জানি। সে ওর একটি নহরকে বলবে 'জান্নাত' এবং একটি নহরকে বলবে 'দোযখ'। সে সেটিকে 'জান্নাত' নাম দিয়ে যাকে তাতে ঢুকাবে সেটা হবে দোযখ এবং সে 'দোযখ' নাম দিয়ে যাকে তাতে ঢুকাবে সেটা হবে জান্নাত। আল্লাহ তার সাথে শয়তানদেরকে পাঠাবেন, তারা মানুষের সাথে কথা বলবে। তার সাথে থাকবে বিশাল ফিতনা। সে আকাশকে নির্দেশ দিবে, তখন বৃষ্টি হবে, যা মানুষজন দেখতে পাবে। সে (এক যুবক) ব্যাক্তিকে হত্যা করবে, অতঃপর (আবার) তাকে জীবিত করবে, যা মানুষজন দেখতে পাবে। সে(ই যুবকের পরে সে) ছাড়া আর কোনো (মুমিন) মানুষের উপর তার কর্তৃত্ব চলবে না। সে(ই দাজ্জাল তথাকার লোকজনকে উদ্দেশ্য করে) বলবে: 'হে লোক সকল! (তোমাদের) রব (প্রভু) ছাড়া আর কেউ কি এমন কাজ করতে পারে'? তখন মুসলমানরা (তার থেকে) পালিয়ে শাম-এর ধুঁয়োর পাহাড়ের দিকে যাবে। তখন সে তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করে রাখবে। পরে সে তাদের (প্রতি ওই) অবরোধকে সুকঠিন করে তুলবে (যাতে তারা ওর অনুসরন করতে বাধ্য হয়)। এতে তারা চরম কষ্টক্লেশে পড়ে যাবে। এরপর (এক সময় আসমান থেকে) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) নাজিল হবেন। তারপর তিনি এক জাদুময়ী ডাক দিবেন। তারপর তিনি বলবেন: 'হে লোক সকল! (এই) খবিস মিথ্যুকের দিকে (যুদ্ধের জন্য) বেরিয়ে পড়তে কী তোমাদেরকে বাঁধা দিয়ে রেখেছে'? তারা বলবে: 'এই লোকটি জ্বীন্নী (জ্বীন দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত)। (যখন মুসলমানরা বুঝবে যে, ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ'র সাহায্য এসে গেছে) তখন তারা (দাজ্জাল ও তার বাহীনির দিকে যুদ্ধের জন্য) এগুতে থাকবে। ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) তাদের সাথে থাকাবস্থাতেই নামাযের (সময় হয়ে গেলে নামাযের জামাআতের) ইকামত দেয়া হবে। তাঁকে বলা হবে: 'ইয়া রুহাল্লাহ ! আপনি (নামাযের ইমামতীর জন্য) এগিয়ে যান'। (কিন্তু) তখন তিঁনি তোমাদের (মুসলমানদের আমীর ও) ইমামকেই (নামাযের ইমামতীর জন্য) অগ্রসর হতে বলবেন। তখন (তোমাদের ইমাম, জাহজাহ) নামায পড়াবেন। যখন ফজরের নামায পড়া হবে, তখন তারা (মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সকলে মিলে) ওর দিকে অগ্রসব হবে। মিথ্যুক (খবীস দাজ্জাল) যখন (ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-কে) দেখবে, তখন -লবন যেভাবে পানিতে গলে যায়, সেও (তেমনি ভাবে) গলে যেতে থাকবে। পরে তিঁনি ওর দিকে ধাওয়া করে ওকে (বাবে-লুদ নামক স্থানে পাকড়াও করে) হত্যা করে ফেলবেন। অবশেষে গাছগাছালী এবং সমুদ্র পর্যন্ত (এই বলে) চিৎকার দিবে: 'ইয়া রুহাল্লাহ ! এই যে (এখানে) ইহূদী'! পরে (ইহূদীদের মধ্যে) এমন কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, যে তাঁর অনুগত্য ইত্তেবা-অনুসরণ করবে না, আর তিঁনি তাকে হত্যা না করবেন।

- (মুসনাদে আহমদ ৩/৩৬৭; শারহু মুশকিলিল আছার, ত্বাহাবী ৫৬৯৪; আত-তাউহীদ, ইবনে খুযাইমাহ ১/১০২; মুসতাদরাকে হাকিম ৩/৫৩০)

যুনাদাহ বিন আবি উমাইয়্যাহ আল-আযদী রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, (একবার) আমি এবং এক আনসারী ব্যাক্তি -রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবীর কাছে গেলাম। পরে আমরা তাঁকে বললাম: 'আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দাজ্জালের ব্যাপারে কী আলোচনা করতে শুনেছেন তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। আপনি তাঁর থেকে ছাড়া অন্য কারো হাদিস আমাদের কাছে বর্ণনা করবেন না -চাই সে যতই (সত্যবাদী হিসেবে) সত্যায়িত হোক না কেনো'। তিনি বললেন: 'নবী ﷺ (একদিন) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি বললেন: 'আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করছি'। (এভাবে তিনি কথাটা) তিনবার (বললেন)। (অত:পর বললেন:) 'আমার পূর্বে এমন কোনো নবী ছিলেন না, যিনি তাঁর উম্মতকে ওর ব্যাপারে সতর্ক করেন নি। (তবে দাজ্জাল তাঁদের কারোর জামানাতেই আসেনি)। হে (আমার) উম্মত! নিশ্চই সে তোমাদের মধ্যে (আসবে)। নিশ্চই সে কোকড়ানো চুল ওয়ালা বাদামী বর্ণের (ও) বাম চোখ অন্ধ (এক) ব্যাক্তি। তার সাথে (থাকবে) জান্নাত ও দোযখ। বস্তুতঃ তার দোযখটি হল জান্নাত এবং তার জান্নাতটি হল দোযখ। তার সাথে থাকবে রুটির পাহাড় এবং পানির নহর। সে (আকাশকে নির্দেশ দিয়ে) বৃষ্টি বর্ষাবে, আবার (জমিনকে নির্দেশ দিয়ে) তাতে ফলন হতে দিবে না। সে এক (যুবক) ব্যাক্তির উপরে কর্তৃত্ব খাটিয়ে তাকে হত্যা করবে, (যার পর) সে ভিন্ন (মুমিনদের) অন্য কারোর উপরে সে কর্তৃত্ব খাটাতে পারবে না। সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন থাকবে এবং তাতে সে প্রতিটি মানহাল (পানি-ধারা)-এর কাছে পৌছবে। তবে সে চারটি মসজিদের কাছে যেতে পারবে না: (মক্কার) মসজিদে হারাম, মসজিদে মদিনা, মসজিদে তূর এবং মসজিদে আক্বসা (বায়তুল মাকদিস)। তোমাদের উপরে (যেন) ওর বিভ্রান্তি চড়াও না হতে পারে। কারণ, তোমাদের (প্রকৃত) রব (প্রভু আল্লাহ তাআলা) অন্ধ নন।

- (মুসনাদে আহম ৫/৪৩৫; আল-মুসান্নাফ, ইবনু আবি শায়বাহ ১৫/১৪৭ হাঃ ১৯৩৫২; মুসনাদে হারেছ, হাঃ ৭৮৪; শারহু মুশকিলিল আছার, ইমাম ত্বাহাবী ৪/৩৭৬; আস-সুন্নাহ, ইমাম ইবনে হাম্বল ২/৪৫২ হাঃ ১০১৬, ১২৩২; আল-বা'ছ, ইমাম বাইহাকী, হাদিস ১৪৯; আশ-শারইয়্যাহ, ইমাম আযরী ৩৭৫; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৭/৩৪৩)

আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আমাদের উদ্দেশে দেয়া তাঁর দীর্ঘ ভাষণের অধিকাংশ ছিলো দাজ্জাল প্রসঙ্গে। তিনি আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন। তার সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাষণে বলেনঃ আল্লাহ আদমের বংশধর সৃষ্টি করার পর থেকে দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে মারাত্মক কোন ফেতনা পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে না। আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মাত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবে। আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হবো। আর যদি সে আমার পরে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক মুসলিমকে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার প্রতিনিধি।

নিশ্চয় সে সিরিয়া ও ইরাকের ‘খাল্লা’ নামক স্থান থেকে বের হবে। অতঃপর সে তার ডানে ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা (দীনের উপর) অবিচল থাকবে। কেননা আমি এখনই তোমাদের নিকট এমন সব নিকৃষ্ট অবস্থা বর্ণনা করবো যা আমার পূর্বে, বিশেষভাবে কোন নবীই তাঁর উম্মাতের নিকট বলেননি।

সে তার দাবির সূচনায় বলবে, আমি নবী। অথচ আমার পরে কোন নবী নাই। অতঃপর সে দাবি করবে, আমি তোমাদের রব। অথচ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে না। সে হবে অন্ধ। অথচ তোমাদের রব মোটেই অন্ধ নন। তার দু’ চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে ‘‘কাফের’’। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই এ লেখাটি পড়তে সক্ষম হবে।

দাজ্জালের অনাসৃষ্টির মধ্যে একটি এই যে, তার সাথে জান্নাতে ও জাহান্নাম থাকবে। তবে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং তার জান্নাত হবে জাহান্নাম। যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের বিপদে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহ্‌ফ-এর প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে। তাহলে সেই জাহান্নাম হবে তার জন্য শীতল আরামদায়ক, ইবরাহীম (আ)-এর বেলায় আগুন যেরূপ হয়েছিল।

দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে এক বেদুঈনকে বলবে, আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে তোমার সামনে জীবিত করে তুলতে পারি তবে তুমি কি এই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব? সে বলবে, হাঁ। তখন (দাজ্জালের নির্দেশে) দু’টি শয়তান তার পিতা-মাতার অবয়ব ধারণ করে হাযির হবে এবং বলবে, হে বৎস! তার অনুগত্য করো। সে-ই তোমার রব।
দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে হত্যা করবে। অতঃপর করাত দ্বারা তাকে ফেড়ে দু’ টুকরা করে ছুঁড়ে মারবে। অতঃপর সে বলবে, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ্য করো, আমি একে এখনই জীবিত করবো। তারপরও কেউ বলবে কি যে, আমি ব্যতীত তার অন্য কেউ রব আছে? এরপর আল্লাহ তা’আলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন (দাজ্জাল) খবীস তাকে বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। আর তুই তো আল্লাহর দুশমন। তুই তো দাজ্জাল। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোর সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারছি (যে, তুই-ই দাজ্জাল)।

আবুল হাসান আত-তানাফিসী (রা:) বলেন ... আবূ সাঈদ (রা:) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে জান্নাতেই সে ব্যক্তির সর্বাধিক মর্যাদা হবে। রাবী বলেন, আবূ সাঈদ (রা:) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা ধারণা করতাম যে, এ ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব, এমনকি তিনি শাহাদত বরণ করেন।

মুহারিবী (রা:) বলেন, এরপর আমরা আবূ রাফে (রা:) -র সূত্রে বর্ণিত হাদীসে ফিরে যাচিছ। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষাতে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি হবে এবং যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিলে ফসল উৎপাদিত হবে।

দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে একটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। ফলে তাদের গবাদি পশু সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে আরেকটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের নির্দেশ দিলে যমীন শস্য উৎপাদন করবে। যমীন পর্যাপ্ত ফসলাদি, ঘাসপাতা ও তৃণলতা উদগত করবে, এমনকি তাদের গবাদি পশু সেদিন সন্ধ্যায় মোটাতাজা এবং উদর পূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে।

অবস্থা এই হবে যে, সে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে এবং তা তার পদানত হবে, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত। এই দু' শহরের প্রবেশদ্বারে উন্মুক্ত তরবারিসহ সশস্ত্র অবস্থায় ফেরেশতা মোতায়েন থাকবেন। শেষে সে একটি ক্ষুদ্র লাল পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষভাগ। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মুনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে যোগ দিবে। এভাবে মদীনা তার ভেতরকার নিকৃষ্ট ময়লা বিদূরিত করবে, যেমনিভাবে হাঁপর লোহার মরিচা দূর করে। সে দিনের নাম হবে ‘‘নাজাত দিন’’।

আবুল আকার-কন্যা উম্মু শুরাইক (রা:) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আরবের লোকেরা তৎকালে কোথায় থাকবে? তিনি বলেনঃ তৎকালে তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। তাদের অধিকাংশ (ঈমানদার) বান্দা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম (জাহজাহ) হবেন একজন নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এমতাবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়বেন। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) সেই সকালবেলা অবতরণ করবেন। তখন ইমাম পেছন দিকে সরে আসবেন যাত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) সামনে অগ্রসর হয়ে লোকেদের নামাযে ইমামতি করতে পারেন। ঈসা (আ) তাঁর হাত ইমামের দু' কাঁধের উপর রেখে বলবেনঃ আপনি অগ্রবর্তী হয়ে নামাযে ইমামতি করুন। কেননা এই নামায আপনার জন্যই কায়েম (শুরু) হয়েছে। অতএব তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন।

তিনি নামায থেকে অবসর হলে ঈসা (আ) বলবেন, দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে এবং দরজার পেছনে দাজ্জাল অবস্থানরত থাকবে। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহূদী কারুকার্য খচিত ও খাপবদ্ধ তরবারিসহ। দাজ্জাল ঈসা (আ)-কে দেখামাত্র পানিতে লবণ বিগলিত হওয়ার ন্যায় বিগলিত হতে থাকবে এবং ভেগে পলায়ণ করতে থাকবে। তখন ঈসা (আ) বলবেনঃ তোর উপর আমার একটা আঘাত আছে, যা থেকে তোর বাঁচার কোন উপায় নাই। তিনি লুদ্দ-এর পূর্ব ফটকে তার নাগাল পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহূদীদের পরাজিত করবেন। আল্লাহর সৃষ্টি যে কোন বস্তু-পাথর, গাছপালা, দেয়াল অথবা প্রাণী, যার আড়ালেই কোন ইহূদী লুকিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে বাকশক্তি দান করবেন এবং সে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর মুসলিম বান্দা! এই যে এক ইহূদী, এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ নামক গাছ কথা বলবে না। কারণ সেটা ইহূদীদের গাছ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ দাজ্জাল চল্লিশ বছর বিপর্যয় ছড়াবে। তার এক বছর হবে অর্ধ বছরের সমান, এক বছর হবে এক মাসের সমান, এক মাস এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট কাল

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুমন্ডলে উড়ে যাওয়ার মত দ্রুত অতিক্রান্ত হবে। তোমাদের কেউ সকালবেলা মদীনার এক ফটকে (প্রান্তে) থাকলে তার অপর ফটকে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এতো ক্ষুদ্র দিনে আমরা কিভাবে নামায পড়বো? তিনি বলেনঃ তোমরা অনুমান করে নামাযের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে নামাযের সময় নির্ধারিণ করে থাকো এবং এভাবে নামায আদায় করবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, এমনভাবে শূকর হত্যা করবেন যে, তার একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তিনি জিয্য়া মওকুফ করবেন, যাকাত আদায় বন্ধ করবেন এবং না বকরীর উপর যাকাত ধার্য করা হবে, আর না উটের উপর। লোকেদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী বিষশূন্য হয়ে যাবে। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিবে কিন্তু তা তার কোন ক্ষতি করবে না। এক ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে, তাও তার কোন ক্ষতি করবে না। নেকড়ে বাঘ মেষ পালের সাথে এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তা তার পাহারায় রত কুকুর। পানিতে পাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার মত পৃথিবী শান্তিতে পূর্ণ হয়ে যাবে। সকলের কলেমা এক হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সাজসরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরাইশদের রাজত্বের অবসান হবে। পৃথিবী রূপার পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে। তাতে এমন সব ফলমূল উৎপন্ন হবে যেমনটি আদম (আ)-এর যুগে উৎপাদিত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আংগুরের থোকার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে এই এই (উচ্চ) মূল্যের এবং ঘোড়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হবে। লোকজন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ঘোড়া সস্তা হবে কেন? তিনি বলেনঃ কারণ যুদ্ধের জন্য কখনো কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, গরু অতি মূল্যবান হবে কেন? তিনি বলেনঃ সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে। দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তখন মানুষ চরমভাবে অন্নকষ্ট ভোগ করবে। প্রথম বছর আল্লাহ তা'আলা আসমানকে তিন ভাগের এক ভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নিদে্শ দিবেন এবং যমীনকে নির্দেশ দিলে তা এক-তৃতীয়াংম ফসল কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিলে, তা দু'-তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীনকে হুকুম দিলে তাও দুই-তৃতীয়াংশ কম ফসল উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিলে তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিবে। ফলে এক ফোঁটা বৃষ্টিও বর্ষিত হবে না। আর তিনি যমীনকে নির্দেশ দিলে তা শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখবে। ফলে যমীনে কোন ঘাস জন্মাবে না, কোন সবজি অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, এ সময় লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বলেনঃ যারা তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) বলতে থাকবে, এগুলো তাদের

খাদ্যনালিতে প্রবাহিত করা হবে। আবূ আবদুল্লা ইবনে মাজাহ (রহ.) বলেন, আমি আবুল হাসান আত-তানাফিসী (রহ.) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আবদুর রহমান আল-মুহারিবী (রহ.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসখানি মকতবের উস্তাদগণের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন, যাতে তারা বাচ্চাদের এটা শিক্ষা দিতে পারেন।

- (যঈফ, সুনানে ইবনে মাজাহ ২/১৩৫৯, হাঃ ৪০৭৭; আবূ দাউদ ৪৩২১; মিশকাত ৬০৪৪; আয-যিলাল ৩৯১; যইফ আল-জামি' ৬৩৮৪)

৬.৫৩.১ দাজ্জাল মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না

আনাস ইবনু মালিক (রা:) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ মক্কা ও মদিনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণ করবে না। মক্কা এবং মদিনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মাদিনা তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফির এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ১৮৮১ [আঃ প্রঃ ১৭৪৭; ইসঃ ফাঃ ১৭৫৮]; সহীহুল মুসলিম ৫২/২৪, হাঃ ২৯৪৩ [হাঃ একাঃ ৭২৮০; ইঃ ফাঃ ৭১২৩; ইঃ সেঃ ৭১৭৬]; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৪/১৮২০ [আন্তঃ ১৮১১]; মুসনাদে আহমাদ ১১৮৩৫, ১২৫৭৪, ১২৬৭৬, ১২৭৩২, ১২৯৮০, ১৩০৮৩, ১৩৫৩৫)

আনাস ইবনু মালিক (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জাল আসবে। অবশেষে মাদিনার এক পার্শ্বে অবতরণ করবে। (এ সময় মদিনা) তিনবার কেঁপে উঠবে হবে। তখন সকল কাফির ও মুনাফিক বের হয়ে তার নিকট চলে আসবে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১২৪ [আঃ প্রঃ ৬৬২৫; ইসঃ ফাঃ ৬৬৩৯])

আনাস (রা:) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, মদিনার দিকে দাজ্জাল আসবে, সে ফেরেস্তাদেরকে মদিনা প্রহরারত অবস্থায় দেখতে পাবে। অতএব দাজ্জাল ও প্লেগ এর নিকটবর্তী হবে না ইনশা আল্লাহ্।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১৩৪ [আঃ প্রঃ ৬৬৩৫; ইসঃ ফাঃ ৬৬৪৯])

আনাস ইবনু মালিক (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জাল মদীনার দিকে আসবে, তখন সে দেখতে পাবে ফেরেশতাগণ মদীনাহকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। কাজেই দাজ্জাল ও প্লেগ মদীনার নিকটেও আসতে পারবে না ইনশাআল্লাহ্।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭৪৭৩ [আঃ প্রঃ ৬৯৫৫; ইসঃ ফাঃ ৬৯৬৫]; সহিহাহ ২৪৫৮; সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৪২ [ইঃ ফাঃ ২২৪৫])
- এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ফাতিমা বিনত কায়স, মিনহাজ, উসামা ইবন যায়দ এবং সামুরা ইবন জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণত আছে। এ হাদীসটি সহীহ।

আবূ বাকরাহ (রহ:) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, মদিনাতে দাজ্জালের ত্রাস ও ভীতি প্রবেশ করতে পারবে না। ঐ সময় মদিনার সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে। প্রত্যেক পথে দু'জন করে ফেরেশতা (পাহারা দেয়ার জন্য মোতায়েন) থাকবে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ১৮৭৯, ৭১২৫ [আঃ প্রঃ ১৭৪৪, ৬৬২৬; ইসঃ ফাঃ ১৭৫৫, ৬৬৪১]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৮১; মুসনাদে আহমাদ ২০৪৫৯; সহীহুল জামি ৭৬৭৮; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩২৪২৫; সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৩১; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬২৭)

আবূ বকরাহ (রা:) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ মদিনায় মাসীহ্ দাজ্জাল-এর প্রভাব পড়বে না। সে সময় মদিনার সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে। প্রতিটি প্রবেশদ্বারে দু'জন করে ফেরেশতা নিযুক্ত থাকবেন।

ইবনু ইসহাক.....ইবরাহীম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি যখন বসরায় আগমন করলাম তখন আবূ বকরাহ (রা:) আমাকে বললেন যে, এ হাদীসটি আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১২৬ [আঃ প্রঃ ৬৬২৭; ইসঃ ফাঃ ৬৬৪০])

আবূ হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেনঃ মদিনার প্রবেশ পথসমূহে ফেরেশতা পাহারায় নিয়োজিত আছে। তাই প্লেগ রোগ এবং দাজ্জাল মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ১৮৮০, ৭১১৭, ৫৭৩১ [আঃ প্রঃ ১৭৪৫, ৬৬৩৪; ইসঃ ফাঃ ১৭৫৬, ৬৬৪৮]; সহীহুল মুসলিম ১৫/৮৭, হাঃ ১৩৭৯, আহমাদ ৭২৩৮)

কুতায়বা (রহঃ)......আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেঃ ঈমান হল ইয়ামানে, কুফর হল পূর্ব দিকে, ছাগল ওয়ালাদের মধ্যে রয়েছে প্রশান্তি, অহংকার এবং রিয়াকারী রয়েছে উট ও ঘোড়ার পিছনে চিৎকারকারীদের মাঝে। মাসীহ-এ-দাজ্জাল আসবে, উহুদের পিছনে যখন সে পৌছবে ফেরেশতাগণ শামের দিকে তার চেহারা ফিরায়ে দিবেন। আর সেখানেই সে ধ্বংস হবে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৪৩ [ইঃ ফাঃ ২২৪৬]; সহিহাহ ১৭৭০; মুসলিম)

আবূ হুরায়রাহ (রা:) রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ বলেছেন: মাসীহে দাজ্জাল পূর্বদিক থেকে আগমন করে মদীনাহ্ মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতে চাইবে। এমনকি সে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পৌছে যাবে। অতঃপর মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার চেহারা (গতি) সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দেবেন এবং (ফলে সে শামে চলে যাবে ও ঘটনার এক পর্যায়ে) সেখানে সে (ঈসা আলায়হিস সালাম-এর হাতে) ধ্বংস হবে।

- (সহীহ, মুসলিম ৪৮৬-(১৩৮০); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৮০; মুসনাদে আহমাদ ৯১৫৫, ২৭৫০৮; আবূ ইয়া'লা ৬৪৫৯; সহীহুল জামি' ৭৯৯৫; সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৭৪; সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৭৭০; সুনানে তিরমিযী ২১৬৯)

উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা (রা:) থেকে বর্ণিত, আবু সাঈদ খুদরি (রা:) বলেন, দাজ্জালের উপর হারাম হল যে, সে মদিনার কোন ছিদ্রপথে প্রবেশ করবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৮০)

আমর ইবনু সুফিয়ান সাকাফি জনৈক এক আনসারি সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রসূল ﷺ এর কতিপয় সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেন, দাজ্জাল মদিনার ছিদ্রপথে আসবে অথচ তার মদিনার কোন ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করা হারাম। অতঃপর দাজ্জালের দিকে মদিনার প্রত্যেক পুরুষ মুনাফিক ও মহিলা মুনাফিক বাহির হয়ে যাবে। তারা সিরিয়ার দিকে পলায়ন করবে।

- (জাইয়্যিদ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৮২)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, যখন দাজ্জাল মদিনার লবনাক্ত অঞ্চলে অবতরণ করবে, তখন মদিনা একবার বা দুইবার তার অধিবাসীদের ঝাড়া দিবে, অর্থাৎ ভূমিকম্প হবে, ফলে তা থেকে প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা বের হয়ে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭১৪)

আনাস বিন মালেক (রা:) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (কপালের কাছে) লিখা থাকবে- ك ف ر (কাফ-ফা-রা তথা কাফের)'। রাবী বলেন: 'ক্বাতাদাহ (তাঁর বর্ণিত হাদিসে আরো) উল্লেখ করেছেন: 'সে(ই লেখা)টাকে প্রত্যেক নিরক্ষর ও শিক্ষিত মুমিন (উভয়ই) পড়তে পারবে। (পৃথিবীতে) মানুষের স্বল্পতা এবং খ্যাদের সংকটের সময়ে সে বের হবে। সে আরবের 'তৈয়্যেবাহ' ব্যতীত সকল শহরে প্রবেশ করবে -আর সে(ই তৈয়্যেবাহ)টা হল 'মদিনা'। (তখন) কেউ জিজ্ঞেস করলো: 'হে আল্লাহ'র-নবী! 'আল-মদিনা'(র লোকদেরকে ফিতনাগ্রস্থ করাও) তার উদ্দেশ্য হবে'? তিনি বললেন: 'হ্যাঁ। তবে ফেরেশতাগণ তার অলিগলি ও প্রবেশপথে (তরবারী হাতে) সারিবদ্ধ হয়ে পাহারায় থাকবে।

- (মুসনাদে আবু ইয়া'লা ৫/৩৬৮ হাঃ ৩০১৬)

মিহযান বিন আদরা' (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এরশাদ করেন, (একবার) রসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনের সামনে কথা রাখছিলেন। তখন (এক পর্যায়ে) বললেন: 'ইয়ামুল খালাস (বহিষ্কারের দিন)! (তোমরা জানো কি) ইয়ামুল খালাস কী? ইয়ামুল খালাস (বহিষ্কারের দিন)! (তোমরা জানো কি) ইয়ামুল খালাস কী? ইয়ামুল খালাস (বহিষ্কারের দিন)! (তোমরা জানো কি) ইয়ামুল খালাস কী'? (এভাবে কথাটি তিনি) তিনবার বললেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল: '(ইয়া

রসূলাল্লাহ!) ‘ইয়ামুল খালাস (বহিষ্কারের দিন) কী’? তিনি বললেন: ‘দাজ্জাল (মদিনার কাছে) আসবে। পরে সে উহূদ (পাহাড়)-এ আরোহন করবে। তারপরে সে (ওখান থেকে) মদিনার (মসজিদের) দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গিসাথীদেরকে বলবে: ‘তোমরা কি এই সাদা বিল্ডিংটিকে দেখতে পাচ্ছো? এটা হল আহমাদ -এর মসজিদ’। এরপর সে (ওখান থেকে নেমে) মদিনায় (ঢোকার উদ্দেশ্যে) আসবে। (এসে) দেখতে পাবে যে, সেখানকার প্রতিটি গলিতে ফিরেশতা অস্ত্রহাতে রয়েছে। তখন সে (মদিনা’র অনতিদূরে) সাবখাতুল-যুরফ (এলাকা)-এ এসে সেটার কিনারায় আঘাত/প্রহার করবে। এরপর মদিনা তিন বার কম্পনে প্রকম্পিত হয়ে উঠবে। তখন এমন কোনো মুনাফেক পুরুষ, মুনাফেক নারী, ফাসেক পুরুষ ও ফাসেক নারী বাকি থাকবে না, যে (মদিনা থেকে) বের হয়ে তার কাছে না যাবে। এটাই হল ‘ইয়ামুল খালাস (বহিষ্কারের দিন)।

- (মুসনাদে আহমদ ৪/৩৩৮, ৫/৩১ ; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৫৪৩; আল-মু’জামুল আউসাত, ত্বাবরাণী ৩৫১৫; মু’জামুস সাহাবাহ, ইবনু কানে ১৮১৪; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৩/৩১১)

৬.৫৪ দাজ্জাল এর অলৌকিক ক্ষমতা

‘উকবাহ ইবনু ‘আমর (রা:) হুযাইফাহ রাঃ-কে বললেন, আপনি আল্লাহর রসূল ﷺ হতে যা শুনেছেন, তা কি আমাদের নিকট বর্ণনা করবেন না? তিনি জবাব দিলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে তখন তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। অতঃপর মানুষ যাকে আগুনের মত দেখবে তা হবে মূলতঃ ঠান্ডা পানি। আর যাকে মানুষ ঠান্ডা পানির মত দেখবে, তা হবে আসলে দহনকারী অগ্নি। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাকে সে আগুনের মত দেখতে পাবে। কেননা, আসলে তা সুস্বাদু শীতল পানি।

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৫০ [ইসঃ ফাঃ ৩২০৪ প্রথমাংশ])

হুযাইফাহ (রা:) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেনঃ তার সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। আসলে তার আগুনই হবে শীতল পানি, আর তার পানি হবে আগুন। আবূ মাস’ঊদ (রা:) বর্ণনা করেন যে, আমিও এ হাদীসটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১৩০ [আঃ প্রঃ ৬৬৩১; ইসঃ ফাঃ ৬৬৪৫])

মুগীরাহ ইবনু শু’বাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে দাজ্জালের ব্যাপারে যত বেশি প্রশ্ন করতাম তত আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেনঃ তা থেকে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি বললাম, লোকেরা বলে যে, তার সঙ্গে রুটির পর্বত ও পানির নহর থাকবে। তিনি বললেনঃ আল্লাহর নিকট তা খুব সহজ। *

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১২২ [আঃ প্রঃ ৬৬২৩; ইসঃ ফাঃ ৬৬৩৭]; সহীহুল মুসলিম ৫২/২২, হাঃ ২৯৩৯ (২১৫২); সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৭৩; রিয়াযুস

স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৯/১৮২৫ [আন্তঃ ১৮১৬]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৯২; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৬৫৫৫; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৮২; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৭৩২৬; মুসনাদে আহমাদ ১৭৬৯০, ১৭৭০২, ১৭৭৩৯, ১৮১৯২, ২১৩১৯)

- * এ সমস্ত হাদীসের মধ্যে দাজ্জালের অস্তিতের সত্যতা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জন্য দলীল রয়েছে যে, সে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। তার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাদের পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ তাকে অনেক বিষয়ে শক্তি দেবেন। যেমন কাউকে হত্যার পর জীবিত করার, জমিনের উর্বরতা প্রকাশ, নদী প্রবাহিত করা, জান্নাত-জাহান্নাম দেখানো, জমিনের ধন ভান্ডারের তাকে অনুসরণ করা, আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দিলে আসমান পানি বর্ষণ করবে। জমিনকে শস্য উদ্‌গত করতে বললে জমিন তা উদ্‌গত করবে। আর এগুলো সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হবে। আর তাইতো এরপর যখন তাকে আল্লাহ অক্ষম করে দেবেন, তখন আর ঐ ব্যক্তিকে বা অন্য কাউকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। এরপর তার সব কর্ম বিফল হয়ে যাবে। অবশেষে ঈসা (আঃ) তাকে হত্যা করবেন। এ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কিছু খারেজী, মু'তাযিলা, ও জাহমিয়া সম্প্রদায় বিরোধিতা করেছে। ফলে তারা তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং সহীহ হাদীসগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে জাবরিয়া সম্প্রদায় দাজ্জালের অস্তিত্বের সত্যতা মেনে নিলেও তার অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কাজগুলোকে বলে যে, ওগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। (ফাতহুল বারী)

সুরায়জ ইবনু ইউনুস (রহঃ) ..... মুগীরাহ ইবনু শুবাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের ব্যাপারে নবী ﷺ এর কাছে আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জিজ্ঞেস করেনি। আর তিনি আমাকে বলেছেন, তোমার কি প্রশ্ন? তিনি বলেন, জবাবে আমি বললাম, লোকেরা কথোপকথন করছে যে, তার সাথে রুটি ও গোশতের পর্বত এবং পানির ঝর্ণা থাকবে। তখন নবী ﷺ বললেনঃ এটা তো আল্লাহর কাছে তার তুলনায় সহজ।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৯ [ইঃ ফাঃ ৭১১২, ইঃ সেঃ ৭১৬৬])

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র, মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... হুযাইফাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জালের বামচোখ কানা হবে। তার দেহে ঘন পশম হবে। তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম জান্নাত হবে এবং তার জান্নাত জাহান্নাম বলে গণ্য হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৫৬-(১০৪/২৯৩৪) [ইঃ ফাঃ ৭১০০, ইঃ সেঃ ৭১৫৪])

আবু বকর ইবনু আবু শাইবাহ্ (রহঃ) ..... হুযাইফাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দাজ্জালের সাথে কি থাকবে, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত অবগত আছি। তার সাথে প্রবাহমান দুটি নহর থাকবে। একটি দৃশ্যত ধবধবে সাদা পানি বিশিষ্ট এবং অপরটি দৃশ্যত লেলিহান অগ্নির মতো হবে। যদি কেউ সুযোগ পায় তবে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাকে দৃশ্যত অগ্নি মনে হবে এবং চক্ষু বন্ধ করতঃ মাথা অবনমিত করে সে যেন সেটা থেকে পানি

পান করে। সেটা হবে ঠাণ্ডা পানি। দাজ্জালের চক্ষু লেপা হবে এবং তার চোখের উপর নখের মতো পুরু চামড়া থাকবে এবং উভয় চোখের মাঝখানে পৃথক-পৃথকভাবে কাফির লেখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মু'মিন ব্যক্তি এ লেখা পাঠ করতে পারবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৫৭ [ইঃ ফাঃ ৭১০১, ইঃ সেঃ ৭১৫৫])

উবাইদুল্লাহ ইবনু মুআয, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ..... হুযাইফাহ্ (রা:) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের সাথে পানি ও আগুন থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অগ্নিই হবে সুশীতল পানি এবং তার পানিই হবে অগ্নি। সুতরাং নিজেকে ধ্বংস করো না।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৫৮ [ইঃ ফাঃ ৭১০২, ইঃ সেঃ ৭১৫৬])

আলী ইবনু হুজর (রহঃ) ..... উকবাহ ইবনু আম্‌র ও আবু মাসউদ আনসারী (রা:) থেকে বর্ণিত। রিবাঈ ইবনু হিরাশ (রহঃ) বলেন, আমি উকবাহ ইবনু আমির আবূ মাসউদ আনসারী (রা:) এর সাথে হুযাইফাহ্ ইবনু ইয়ামান (রা:) এর নিকট গেলাম। তারপর উকবাহ (রা:) হুজাইফাহ্ (রা:) কে বললেন, আপনি দাজ্জাল বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা যা শুনেছেন তা আমাদেরকেও শুনান। তিনি বললেন, দাজ্জাল যখন আবির্ভূত হবে তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। কিন্তু মানুষ যেটাকে বাহ্যত পানি দেখবে সেটা হবে দাহনশীল অগ্নি। আর যেটাকে মানুষ বাহ্যত অগ্নি দেখবে সেটা হবে সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানি। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ সময়কাল পায় সে যেন দৃশ্যত যাকে অগ্নি দেখা যাচ্ছে তাতেই প্রবেশ করে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সেটা হবে সুমিষ্ট পানি। তারপর হুযাইফার সমর্থন করে উকবাহ্ (রা:) বলেন, আমিও রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীস শুনেছি। (অন্যত্র আছেঃ আবূ মাসউদ (রা:) বলেন, এ হাদিসটি আমিও [স্বয়ং] রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি।)

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ৩৪৫০-৩৪৫২, ২০৭৭, ২৩৯১, ৩৪৭৯, ৬৪৮০, ৭১৩০; সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬০, ৭২৬১-(১০৭/২৫৬০, ২৯৩৪-২৯৩৫) [ইঃ ফাঃ ৭১০৩, ইঃ সেঃ ৭১৫৭]; সুনান নাসায়ী ২০৮০; সুনান ইবনু মাজাহ ২৪২০; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭৩; মুসনাদে আহমাদ ২২৭৪২, ২২৮৪৩, ২২৮৭৫, ২২৯৫৩; দারেমী ২৫৪৬; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ২/১৮১৮ [আন্তঃ ১৮০৯])

মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি দাজ্জাল বিষয়ে তোমাদেরকে কি এমন একটি হাদীস বলব না, যা কোন নবী তার কাওমকে অদ্যাবধি বলেননি? শুনো, দাজ্জাল কানা হবে এবং তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম নামে দুটি প্রতারণার বস্তু থাকবে। সে যাকে জান্নাত বলবে সেটি আসলে হবে জাহান্নাম। দেখো, দাজ্জাল সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন করছি, যেমন নূহ (আঃ) তার কাওমকে সতর্ক করেছিলেন।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬২-(১০৯/২৯৩৬) [ইঃ ফাঃ ৭১০৫; ইঃ সেঃ ৭১৫৯]; সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৩৩৮; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭২; সহীহুল জামি ২৫৯১; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ১১/১৮২৭ [আন্তঃ ১৮১৮])

আবূ উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ - কে বলতে শুনেছি। (রসূল ﷺ বলেছেন) নূহ আলাইহিস সালাম-এর পরে এমন কোন নবী আগমন করেননি, যিনি স্বীয় জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি। আমিও তদ্রূপ তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছি। তারপর তিনি ﷺ আমাদেরকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বললেন, হয়তো তোমাদের কেউ, যে আমাকে দেখেছে অথবা যে আমার কথা শুনেছে, সে দাজ্জালকে পেতে পারে। তারা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল। তখন আমাদের অন্তরসমূহের অবস্থা কিরূপ হবে? বললেন, বর্তমানে যেরূপ আছে। অর্থাৎ আজ যেমন তখনো তেমন বা এটা অপেক্ষা শ্রেয়।

- (যঈফ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৮৬; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/১৩৭; তিরমিযী ২২৩৪; আবূ দাউদ ৪৭৫৬; য'ঈফুল জামি ২০৭৪; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৭৪৭৬; মুসনাদে বাযার ১২৮০; মুসনাদে আহমাদ ১৬৯৩; আবূ ইয়া'লা ৮৭৫; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬৩০; সনদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সুরাকাহ য'ঈফ)

আমি আরো জিজ্ঞাসা করিঃ এরপর কি হবে? তিনি বলেনঃ এরপর দাজ্জাল বের হবে, যার সাথে নহর ও আগুন থাকবে। যে তার আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, সে অবশ্যই ছওয়াব পাবে এবং তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে তার নহরে নিক্ষিপ্ত হবে, সে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে এবং তার নেকী বরবাদ হবে। রাবী বলেনঃ আমি বললামঃ এরপর কি হবে? তিনি বললেনঃ এরপর কিয়ামত হবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৪ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৬]; মুসনাদে আহমাদ)

হাসান ইব্ন আমর (রহঃ) .... রিব'ঈ হিরাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা হুযায়ফা এবং আবূ মাসউদ (রা:) একত্রিত হলে, হুযায়ফা (রা:) বলেনঃ দাজ্জালের সঙ্গে যা কিছু থাকবে, এ সম্বন্ধে আমি অবশ্যই তার চেয়ে ভালো জানি। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে থাকবে পানির নহর ও আগুনের কুন্ড। অতঃপর তোমরা যেটাকে দেখবে আগুন, মূলত সেটা পানি আর যেটাকে দেখবে পানি, মূলত সেটা আগুন। যে কেউ এর সাক্ষাৎ পাবে, সে যেটাকে আগুন দেখবে, তা যেন পান করে, তাহলেই সে পানি পাবে। রাবী আবূ মাসউদ বদরী (রা:) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছি।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩১৫ [ইঃ ফাঃ ৪২৬৪]; বুখারী; মুসলিম)

হযরত আবু উমামা আল বাহেলী (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রসূল ﷺ বলেন যখন দাজ্জাল বাহির হবে, তখন দাজ্জাল ডানে ধ্বংসজজ্ঞ চালাবে এবং বামেও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা নত হও। কেননা দাজ্জাল সে শুরু করবে। অতঃপর সে বলবে আমি নবী। (নবী করীম ﷺ বলেন) অথচ আমার পরে কোন নবী নেই। অতঃপর সে গুণগাণ করবে। অতঃপর সে বলবে আমি তোমাদের রব বা প্রতিপালক। (নবী করীম ﷺ বলেন) অথচ

তোমরা তোমাদের রব বা প্রতিপালককে মৃত্যুর পূর্বে দেখতে পাবে না। আর দাজ্জাল হবে অন্ধ। অথচ তোমাদের রব অন্ধ নন। আর দাজ্জালের দুই চক্ষুর মধ্যখানে কাফের লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই পড়তে পারবে। আর দাজ্জালের ফিতনা সমূহ থেকে হল- তার সাথে একটি জান্নাত ও একটি জাহান্নাম থাকবে। (আর বাস্তবতা হল) তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। সুতরাং যে ব্যক্তি তার জাহান্নাম কর্তৃক নির্যাতিত হয় সে যেন সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করে। আর যেন আল্লাহ তা'লার নিকট সাহায্য কামনা করে যাতে করে দাজ্জালের আগুন বা জাহান্নাম তার উপর ঠান্ডা ও শান্তি দায়ক হয়। যেমনিভাবে আগুণ ঠান্ডা ও শান্তি দায়ক হয়েছিল ইবরাহীম (আ.) এর উপর। আর দাজ্জালের ফিতনা থেকে আরেকটি হল- তার সাথে অনেক শয়তান থাকবে। উক্ত শয়তানগুলি তার জন্য মানুষের আকৃতি ধারণ করবে। অতঃপর দাজ্জাল এক বেদুইন বা গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট এসে বলবে (যারা পিতা মাতা মারা গেছে); তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা মাতাকে ফিরিয়ে আনি তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার রব হিসাবে সাক্ষ্য দিবে। বেদুইন লোকটি উত্তরে বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর তর শয়তানগুলি উক্ত বেদুইন লোকের পিতা-মাতার আকৃতি ধারণ করবে। অতঃপর উক্ত শয়তান দুটি বলবে, হে আমার সন্তান তুমি তাকে (দাজ্জালকে) অনুসরণ কর। কেননা সে তোমার রব বা প্রতিপালক। দাজ্জালের আরো ফিতনা হল- একজন মানুষের উপর কব্জা করে নিবে। ফলে তাকে হত্যা করবে এবং জীবিত করবে। এবং তারপর আর ফিরে আসবে না। ঐ মানুষ ব্যতীত অন্য মানুষের উপর কোন কাজ করতে পারবে না। দাজ্জাল বলবে, তোমরা আমার বান্দাকে দেখ, আমি তাকে এখন জীবিত করছি। আর সে ধারণা করে আমি ব্যতীত তার অন্য রব আছে। অতঃপর তাকে জীবিত করবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে বলবে, তোমার রব কে? তার উত্তরে লোকটি বলবে আমার রব হল আল্লাহ। আর তুই আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল। আর তার আরেকটি ফিতনা হল- সে এক বেদুইনকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার উটকে জীবিত করি তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার রব হিসাবে সাক্ষ্য দিবে? উত্তরে লোকটি বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর তার জন্য শয়তান তার উটের আকৃতি ধারণ করবে। আর তার আরেকটি ফিতনা হল- সে আকাশকে বৃষ্টির জন্য আদেশ করবে। ফলে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। আর যমিনকে ফসল উৎপন্নের আদেশ দিবে। ফলে যমিন ফসল উৎপন্ন করবে। আর সে জীবিতদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে,তার তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। ফলে তাদের সমস্ত গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং সে এমনকিছু জীবিতদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা তাকে সত্যায়ন করবে। তখন সে তাদের জন্য আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের এবং যমিনকে ফসল উৎপন্নের আদেশ দিবে। ফলে তাদের গবাদিপশু গুলি ঐদিন হৃষ্টপুষ্ট হবে। মোটাতাজা হবে। পশুর কোমর লম্বা। এবং পশুর ওলান হবে পরিপূর্ণ বা ভরা।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১৬ [পথিক প্রকা: ১৫১৪; তাহকীক: জাইয়িদ])

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন দাজ্জাল আরদানে অবস্থান করবে, তখন সে তূর ও ছাবুর পাহাড়কে, এবং জুদী পাহাড়কে ডাকবে। তখন উক্ত পাহাড়গুলি নড়াচড়া

করবে আর তা মানুষ দেখতে থাকবে। যেমনিভাবে দুটি ষাঁড় ও ছাগল নড়াচড়া করে। অতঃপর দাজ্জাল উক্ত পাহাড় দুটিকে নিজের জায়গায় আসার আদেশ দিবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১৭ [পথিক প্রকা: ১৫১৫; তাহকীক: যঈফ])

আবু উমামা বাহেলি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেন, দাজ্জাল দুনিয়ায় কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। সবকিছুই সে শেষ করে দিবে। সে মক্কা মদিনা ব্যতীত সকল এলাকার উপর বিজয় লাভ করবে। কেননা সে মক্কা মদিনার ছিদ্র বা পথসমূহ থেকে কোন ছিদ্র বা পথে আসতে পারবে না। যেই ছিদ্র বা পথ দিয়ে সে আসতে চাইবে, সেখানেই তার সঙ্গে স্বীয় তরবারি নিয়ে প্রস্তুত থাকা ফেরেশতার সঙ্গে সাক্ষাত হবে। এমনকি দাজ্জাল যরিবে আহমারের নিকট এবং অনাবাদী যমিনের শেষ প্রান্তে এবং সুউলের সমষ্টির স্থানে অবস্থান নিবে। অতঃপর মদিনা ও তার অধিবাসীদের নিয়ে তিনবার ঝাঁকি দিবে। যার ফলে কোন পুরুষ মুনাফিক এবং কোন মহিলা মুনাফিক মদিনায় অবশিষ্ট থাকবে না। সকলেই তার দিকে বের হয়ে যাবে। সেদিন মদিনা তার থেকে নাপাকি বা খারাবি শেষ করবে, যেমনিভাবে কিবর (এক ধরনের গাছ) লোহার খারাবি দূর করে। অতঃপর উম্মে শারিক বললেন, ঐসময় মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে। দাজ্জাল বাহির হবে, অতঃপর তাদেরকে আটকাবে। এমনকি তার নিকট ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের খবর আসবে। তখন সে পলায়ন করবে।

- (হাসান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ পথিক প্রকাঃ ১৫৬৯; মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, তাবারানী থেকেও বর্ণিত)

৬.৫৪.১ দাজ্জাল কর্তৃক এক ব্যক্তিকে হত্যা

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত কথাসমূহের মাঝে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, মদিনার প্রবেশ পথে অনুপ্রবেশ করা দাজ্জালের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। তাই সে মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করে মদিনার নিকটবর্তী কোন একটি বালুকাময় জমিতে অবতরণ করবে। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি যাবে যে উত্তম ব্যক্তি হবে বা উত্তম মানুষের একজন হবে এবং সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই হলে সে দাজ্জাল যার সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে অবহিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, আমি যদি একে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করতে পারি তাহলেও কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করবে? তারা বলবে, না। এরপর দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চেয়ে অধিক প্রত্যয় আমার আর কখনো ছিল না। অতঃপর দাজ্জাল বলবে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু সে লোকটিকে হত্যা করতে আর সক্ষম হবে না।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ১৮৮২ [আঃ প্রঃ ১৭৪৬; ইসঃ ফাঃ ১৭৫৭]; সহীহুল মুসলিম ৫২/২১, হাঃ ২৯৩৮ [হাঃ একাঃ ৭২৬৫-(১১২/২৯৩৮); ইঃ ফাঃ ৭১০৮; ইঃ সেঃ ৭১৬২]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭৯; সহীহুল জামি ৭৯৯২; মুসান্নাফ

আবদুর রাযযাক ২০৮২৪; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮০১; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৪২৭৫; মুসনাদে আহমাদ ১১৩১৮[১১৩৩৬])

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি তার সম্পর্কে আমাদেরকে যা কিছু বলেছিলেন, তাতে এও বলেছেন যে, দাজ্জাল আসবে, তবে মদিনার প্রবেশপথে তার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকবে। মাদ্বীনাহর নিকটবর্তী বালুময় একটি স্থানে সে অবস্থান নিবে। এ সময় তার দিকে এক ব্যক্তি আসবে, যে মানুষের মাঝে উত্তম। কিংবা উত্তম ব্যক্তিদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, তোমরা দেখ- আমি যদি একে হত্যা করে আবার জীবিত করে দেই তাহলে কি তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ করবে? লোকেরা বলবে, না। এরপর সে তাকে হত্যা করবে এবং আবার জীবিত করবে। তখন সে লোকটি বলবে, আল্লাহ্র কসম! তোর সম্পর্কে আজকের মত দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু সে তা করতে পারবে না।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১৩২ [আঃ প্রঃ ৬৬৩৩; ইসঃ ফাঃ ৬৬৪৭])

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু কুহযায (রহঃ) ..... আবু সাঈদ আল খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের পর কোন এক মুসলিম লোক তার দিকে এগিয়ে যাবে। তারপর পথে অস্ত্রধারী দাজ্জাল বাহিনীর সঙ্গে তার দেখা হবে। তারা তাকে প্রশ্ন করবে, কোথায় যাবে? সে বলবে, আবির্ভূত দাজ্জালের কাছে যাব। তারা তাকে আবারো প্রশ্ন করবে, তুমি কি আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আননি? সে বলবে, আমাদের প্রতিপালক গুপ্ত নন। দাজ্জালের লোকেরা তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা তাকে হত্যা করে দাও। তখন তারা একে অপরকে বলবে, আমাদের রব কাউকে তার সামনে নেয়া ব্যতিরেকে হত্যা করতে কি তোমাদেরকে বারণ করেননি? তারপর তারা তাকে নিয়ে দাজ্জালের কাছে যাবে। দাজ্জালকে দেখামাত্রই সে বলবে, হে লোক সকল! এ-তো সেই দাজ্জাল, যার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর দাজ্জাল তার লোকদেরকে আগন্তুক লোকের মাথা ছিন-ভিন্ন করার নির্দেশ দিয়ে বলবে, তাকে ধর এবং তার মাথা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দাও। তারপর তার পেট ও পিঠে আঘাত করা হবে। আবার দাজ্জাল তাকে প্রশ্ন করবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে না। সে বলবে, তুমি তো মাসীহ দাজ্জাল।
বর্ণনাকারী বলেন, তারপর দাজ্জাল তার ব্যাপারে নির্দেশ দিবে। দাজ্জালের হুকুমে মাথা হতে পা পর্যন্ত তাকে করাতে চিরে দু টুকরো করে দেয়া হবে। তারপর দাজ্জাল উভয় টুকরার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে সম্বোধন করে বলবে, উঠো। সে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর আবারো তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনবে না? অতঃপর আগন্তুক ব্যক্তি বলবে, তোমার সম্পর্কে কেবল আমার মাঝে সুস্পষ্ট ধারণা বেড়েই চলবে। তারপর আগন্তুক লোক বলবে, হে লোক সকল! আমার পর দাজ্জাল আর কারো সঙ্গে এমন আচরণ

করতে সক্ষম হবে না। এরপর যবাহ্ করার জন্য দাজ্জাল তাকে পাকড়াও করবে। কিন্তু তার গলা ও ঘাড় তামায় রূপান্তর করা হবে। ফলে দাজ্জাল তাকে যবাহ্ করতে সক্ষম হবে না। উপায়ন্তর না দেখে দাজ্জাল তখন তার হাত-পা ধরে তাকে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে করবে, দাজ্জাল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। বস্তুতঃ সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের কাছে এ লোকই হবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

- (সহীহ্, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৭ [ইঃ ফাঃ ৭১১০; ইঃ সেঃ ৭১৬৪]; সহীহুল বুখারী ১৮৮২, ৭১২৩; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৮/১৮২৪ [আন্তঃ ১৮১৫]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭৬; আবূ ইয়া'লা ১৪১০; সহীহুল জামি ৮০৪৮; মুসনাদে আহমাদ ১০৯২৫, ১১৩৪৩)

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার রসূল ﷺ আমার ঘরে ছিলেন। তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এ প্রসঙ্গে বললেন, দাজ্জালের সব থেকে বড় ফিতনা হলো সে এক বেদুইনের নিকট এসে বলবে, বল তো যদি আমি তোমার মৃত উটগুলি জীবিত করি, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমার রব? সে বলবে হ্যাঁ, তখন শয়তান তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটা তাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় সম্মুখে উপস্থিত হবে। অতঃপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির নিকট আসবে, যার ভ্রাতা ও পিতা মারা গেছে। তাকে বলবে তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাকে জীবিত করি, তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার রব বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে হ্যাঁ। তখন শয়তান তার পিতা ও ভ্রাতার অবিকল আকৃতি ধারণ করে আসবে। অতঃপর রসূল ﷺ কোন প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। এদিকে দাজ্জালের এই সমস্ত তান্ডবের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লো। আসমা (রা:) বলেন, তখন রসূল ﷺ দরজার উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন, হে আসমা! কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনি তো আমাদের কলিজা বাহির করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন (এতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। কেননা) সে যদি বাহির হয় আর আমি জীবিত থাকি তখন আমিই দলীল প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করবো, আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যক মুমিনের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ তা'লাই হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আল্লাহর কসম আমাদের অবস্থা হল আমরা আটার খামির তৈরী করি এবং রুটি প্রস্তুত করে অবসর হতে না হতেই পুনরায় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ি। সুতরাং সেই দুর্ভিক্ষের সময় মুমিনদের অবস্থা কিরূপ হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেই বস্তুই যথেষ্ট হবে যা আকাশবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আর তা হলো তাসবীহ ও তাকদীস। (অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করা)।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১৪ [পথিক প্রকা: ১৫১২; তাহকীক: যঈফ])

৬.৫৫ দাজ্জাল এর বাহিনী

আবু বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ (রহঃ) ..... আনাস ইবনু মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতঃপর হাম্মাদ ইবনু সালামাহ অবিকল বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, দাজ্জাল এসে জুরুফ এর এক অনুর্বর জমিতে নামবে এবং এখানেই সে তার শিবির স্থাপন করবে। যার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা তার কাছে চলে যাবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮১ [ইঃ ফাঃ ৭১২৪, ইঃ সেঃ ৭১৭৭])

আনাস ইবনু মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আসবাহান [ইরানের একটি প্রসিদ্ধ শহর] এর সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে, তাদের শরীরে (তায়ালিসাহ) কালো চাদর থাকবে (অন্য বর্ণনায়- তাদের মাথা থাকবে চাদরে ঢাকা)।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮২-(১২৪/২৯৪৪) [ইঃ ফাঃ ৭১২৫, ইঃ সেঃ ৭১৭৮]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭৮; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৫/১৮২১ [আন্তঃ ১৮১২]; মুসনাদে আহমাদ ১২৯৩১; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ ৩০৮০; সহীহুল জামি ৮০১৬)

হযরত হুযাইফা (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রসূল ﷺ বলেন আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল বাহির হবে। আর তার সাথে ইয়াহুদিদের একদল সৈন্য ও কয়েক শ্রেণী মানুষ থাকবে। দাজ্জালের সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। এবং এমন কিছু লোক থাকবে যাদেরকে দাজ্জাল হত্যা করবে ও জীবিত করবে। তার সাথে খাদ্যের পাহাড় ও পানির নদী থাকবে। আর আমি তোমাদের নিকট তার আকৃতি বর্ণনা করছি- সে বাহির হবে এক চক্ষু মিলানো অবস্থায়। তার কপালে কাফের লেখা থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই পড়তে পারবে চাই সে ভালভাবে পড়তে পারুক বা না পারুক। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। আর তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর সে হল মসীহ কাযযাব বা মিথ্যাবদী। ইয়াহুদিদের দশ হাজার মহিলা তার অনুসরণ করবে। অতঃপর একব্যক্তিকে দয়া করা হবে, সে নির্বোধকে তার অনুসরণ করতে নিষেধ করবে। আর সেদিন কুরআন দ্বারা শক্তি তার উপর থাকবে। আর তার শান হল কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে শয়তান প্রেরণ করবেন। তখন তারা তাকে বলবে তুমি যা চাও তাতে আমাদের সাহায্য কামনা কর। অতঃপর সে বলবে তোমরা যাও আর মানুষদের এখবর দাও যে, আমি তাদের রব। আর আমি তাদের নিকট আমার জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে আসব। অতঃপর শয়তানগুলি ঐ খবর ছড়ানোর জন্য চলে যাবে এবং একশ এর বেশী শয়তান এক ব্যক্তির কাছে যাবে। অতঃপর উক্ত ব্যক্তির পিতা, সন্তান, বোন, মনিব, ব›ন্ধুর আকৃতি ধারণ করবে। অতঃপর তারা তাকে বলবে হে অমুক আমাদেরকে চিনেছ? তখন উক্ত ব্যক্তি বলবে হ্যাঁ। ইনি আমার পিতা. ইনি আমার মাতা, ইনি আমার বোন, এবং ইনি আমার ভাই। অতঃপর লোকটি বলবে তোমাদের খবর কি? তখন তারা বলবে তুমি কেমন আছ? তোমার কি খরব আমাদের তা জানাও। তখন লোকটি বলবে আমরা খবর পেয়েছি যে, আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল বাহির হয়েছে। তখন শয়তানগুলি তাকে বলবে খবরদার একথা বলোনা।

কেননা, সে তোমাদের রব। সে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করতে চান। এটা তার জান্নাত, এটা জাহান্নাম যা তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন। আর তার সাথে আছে নদী, খাবার। ফলে তার সাথে পূর্বের খাবারই থাকবে। তবে আল্লাহ তা'আলা যা চান। তখন লোকটি বলবে তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তোমরা শয়তান ছাড়া আর কেউ নও। আর সে; সে তো মহামিথ্যাবাদী আর এখবর আমরা পেয়েছি। কেননা রসূল ﷺ তোমাদের ব্যাপারে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং ভালভাবে খবর দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের জন্য কোন শুভ কামনা নেই। তোমরা হলে শয়তান। আর সে হল আল্লাহর শত্রু। আর আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) কে পাঠাবেন এমনকি তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অতঃপর শয়তানরা অপদস্থ হবে ও দ্রুত পালাবে। অতঃপর রসূল ﷺ বলেন, আমি একথা তোমাদেরকে বলছি যাতে তোমরা উপলব্ধি ও ভালভাবে মন দিয়ে বুঝতে পার। আর একথাগুলো তোমরা তোমাদের পরবর্তী লোকদের নিকট বর্ণনা করবে। এভাবে একে অপরের কাছে বর্ণনা করবে। কেননা তার তথা দাজ্জালের ফিতনা হল সব থেকে বড় ফিতনা।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫১৮ [পথিক প্রকা: ১৫১৬; তাহকীক: যঈফ])

উবাইদ ইবনু উমাইর আল লাইসি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাজ্জাল বের হবে, তাকে এমন একদল মানুষ অনুসরণ করবে, যারা বলবে আমরা সাক্ষ্য দেই যে, সে (দাজ্জাল) কাফের। আর আমরা তাকে এই কারণে অনুসরণ করি, যেন আমরা তার খাদ্য থেকে খেতে পারি। আমরা (তার) গাছ থেকে উপকৃত হতে পারি। সুতরাং, যখন আল্লাহ তায়ালা গযব নাযিল করবেন, তখন তাদের সকলের উপর (দাজ্জাল ও তাকে কাফের স্বীকৃতি দানকারী দল) গযব নাযিল করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫২৭; তাহকীক: মাকতু, সহীহ)

মুয়াম্মার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার নিকট ইয়াহইয়া ইবনু আবু কাসির বর্ণনা করে বলেছেন, যারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে তারা হলো ইস্পাহানের ইহুদি।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫২৯; তাহকীক: মাকতু, মুয়াল্লাক)

আবু ওয়ায়েল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদি এবং মাওয়ামেসের (বেশ্যা-বণিতাদের) জারজ সন্তান।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৩২; তাহকীক: সহীহ)

৬.৫৬ বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে

আবু খাইসামাহ, যুহায়র ইবনু হারব, মুহাম্মাদ ইবনু মিহরান আর রাযী (রহঃ) ..... নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সকালে রসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আলোচনার সময় তিনি তার ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেন। পরে অনেক গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত করেন যাতে তাকে আমরা ঐ বৃক্ষরাজির নির্দিষ্ট এলাকায় (আবাসস্থল সম্পর্কে) ধারণা করতে লাগলাম। এরপর আমরা সন্ধ্যায় আবার তার কাছে গেলাম।

তিনি আমাদের মধ্যে এর প্রভাব দেখতে পেয়ে বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এতে আপনি কখনো ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেছেন, আবার কখনো তার ব্যক্তিত্বকে বড় করে তুলে ধরেছেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, দাজ্জাল বুঝি এ বাগানের মধ্যেই বিদ্যমান। এ কথা শুনে তিনি বললেন, দাজ্জাল নয়, বরং তোমাদের ব্যাপারে অন্য কিছুর আমি অধিক ভয় করছি। তবে শোন, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয় তবে আমি নিজেই তাকে প্রতিহত করব। তোমাদের প্রয়োজন হবে না। আর যদি আমি তোমাদের মাঝে না থাকাবস্থায় দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয়, তবে প্রত্যেক মুমিন লোক নিজের পক্ষ হতে তাকে প্রতিহত করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ তা'আলাই হলেন আমার পক্ষ হতে তত্ত্বাবধানকারী।

দাজ্জাল যুবক এবং ঘন চুল বিশিষ্ট হবে, চোখ আঙ্গুরের ন্যায় হবে। আমি তাকে কাফির 'আবদুল উয্যা ইবনু কাতান এর মতো মনে করছি। তোমাদের যে কেউ দাজ্জালের সময়কাল পাবে সে যেন সূরা আল-কাহফ এর প্রথমোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে। সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যপথ হতে আবির্ভূত হবে। সে ডানে-বামে দুর্যোগ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অটল থাকবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পৃথিবীতে কয়দিন অবস্থান করবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত। এর প্রথম দিনটি এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতই হবে।

আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! যেদিন এক বছরের সমান হবে, সেটাতে এক দিনের সালাতই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং তোমরা এদিন হিসাব করে তোমাদের দিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! দুনিয়াতে দাজ্জালের অগ্রসরতা কি রকম বৃদ্ধি পাবে? তিনি বললেন, বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যেরকম হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। সে এক কাওমের কাছে এসে তাদেরকে কুফুরীর দিকে ডাকবে। তারা তার উপর ঈমান আনবে এবং তার আহ্বানে সাড়া দিবে। অতঃপর সে আকাশমণ্ডলীকে আদেশ করবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং ভূমিকে নির্দেশ দিবে, ফলে ভূমি গাছ-পালা ও শস্য উৎপন্ন করবে। তারপর সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের চেয়ে বেশি লম্বা কুজ, প্রশস্ত স্তন এবং পেটভর্তি অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে।

তারপর দাজ্জাল অপর এক কাওমের কাছে আসবে এবং তাদেরকে কুফুরীর প্রতি ডাকবে। তারা তার কথাকে উপেক্ষা করবে। ফলে সে তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করবে। অমনি তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও পানির অনটন দেখা দিবে এবং তাদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ কিছুই থাকবে না। তখন দাজ্জাল এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি তোমার গুপ্তধন বের করে দাও। তখন জমিনের ধন-ভাণ্ডার বের হয়ে তার চতুষ্পার্শে একত্রিত হতে থাকবে, যেমন মধু মক্ষিকা তাদের সর্দারের চারপাশে সমবেত হয়।

অতঃপর দাজ্জাল এক যুবক ব্যক্তিকে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তীরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দুটুকরো করে ফেলবে। তারপর সে আবার তাকে আহবান করবে। যুবক আলোকময় হাস্যোজ্জল চেহারায় তার সম্মুখে এগিয়ে আসবে। এ সময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। তিনি দু' ফেরেশতার কাঁধের উপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রং এর জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তার মাথা ঝুঁকবেন তখন ফোটা ফোটা ঘাম তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোন কাফিরের কাছে যাবেন সে তার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌছবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

অতঃপর ঈসা (আঃ) ঐ সম্প্রদায়ের নিকট যাবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। ঈসা (আঃ) তাদের কাছে গিয়ে তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে জান্নাতে তাদের স্থানসমূহের ব্যাপারে খবর দিবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৩-(১১০/২৯৩৭) [ইঃ ফাঃ ৭১০৬, ইঃ সেঃ ৭১৬০])

হারূন ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ..... উম্মু শারীক (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, লোকেরা দাজ্জালের আতঙ্কে পর্বতে পালিয়ে যাবে। এ কথা শুনে উম্মু শারীক বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সেদিন আরবের মানুষেরা কোথায় থাকবে? জবাবে তিনি বললেন, তখন তারা সংখ্যায় নগণ্য হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৩-(১২৫/২৯৪৫) [ইঃ ফাঃ ৭১২৬, ইঃ সেঃ ৭১৭৯]; সুনান তিরমিযী ৩৯৩০; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৬/১৮২২ [আন্তঃ ১৮১৩]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭৭; সহীহুল জামি ৫৪৬১; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৯৭; আল মুজামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ২০৭৫৯; মুসনাদে আহমাদ ২৭০৭৩, ২৭৬৬১)

যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ...... আবু দাহমা, আবু কাতাদাহ্ (রা:) ও অনুরূপ আরো কতক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তারা বলেন, হিশাম ইবনু আমির এর সামনে দিয়ে আমরা ইমরান ইবনু হুসায়নের কাছে যেতাম। একদিন হিশাম (রা:) বললেন, তোমরা আমাকে অতিক্রম করে এমন লোকের কাছে যাচ্ছ, যারা আমার চেয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বেশি উপস্থিত হয়নি এবং যারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জানে না। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের চেয়ে মারাত্মক আর কোন (ফিতনা) সৃষ্টি হবে না।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৫-(১২৬/২৯৪৬) [ইঃ ফাঃ ৭১২৮, ইঃ সেঃ ৭১৮১]; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৭/১৮২৩ [আন্তঃ ১৮১৪])

আন-নাওয়াস ইবনু সাম'আন আল-কিলাবী (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয় তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমিই তার প্রতিপক্ষ হবো। আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় যদি সে আবির্ভূত হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজেই তার প্রতিপক্ষ হতে হবে। আর আল্লাহ হবেন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার পক্ষে দায়িত্বশীল। তোমাদের মাঝে যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন সূরা আল-কাহফের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে; কেননা এটাই হবে ফিতনা থেকে তার নিরাপত্তার প্রধান উপায়। আমরা বললাম, সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে? তিনি বললেনঃ চল্লিশ দিন। একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান ও একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের সাধারণ দিনগুলোর সমান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, সে দিনে একদিন ও এক রাতের সালাত কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ না, তোমরা অনুমান করে দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে (সালাত পড়বে)। অতঃপর ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) দামেশকের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করবেন এবং 'লুদ্দ' নামক স্থানের দ্বারপ্রান্তে দাজ্জালকে নাগালে পাবেন এবং হত্যা করবেন।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩২১ [ইঃ ফাঃ ৪২৭০]; মুসলিম; তিরমিযী; মুসনাদে আহমাদ)

আবু উমামা বাহেলি (রা:) রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, দাজ্জালের স্থায়ীত্বের সময় হবে চল্লিশ দিন। সুতরাং, এক দিন হবে এক বছরের সমান এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে এক মাসের সমান এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে দীর্ঘ সময়ের এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। তার শেষ দিন হবে কাগজে আগুনের স্ফুলিঙ্গের সময়ের মত। এমনকি এক ব্যক্তি সকাল বেলায় মদিনার এক গেট দিয়ে প্রবেশ করবে, আর সে অন্য গেটে পৌঁছার আগেই সূর্যাস্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমরা সেই ক্ষুদ্র সময়গুলোতে কিভাবে নামাজ আদায় করবো? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা সে সময়গুলোতে নামাজের সময় নির্ধারণ করবে, যেমনিভাবে বর্তমান দীর্ঘ সময়ে করে থাকো। অতঃপর নামাজ আদায় করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৫১; তাহকীক: মারফু, জাইয়িদ)

আবু ইয়াফুর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আবু আমর শাইবানি থেকে শুনেছি- তিনি বলেন, আমি হুযাইফা (রা:) কে বলতে শুনেছি, দাজ্জালের ফিতনা হবে চল্লিশ দিন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৫২; তাহকীক: মাওকুফ, সহীহ)

জুনাদা ইবনু আবু উমাইয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের মধ্য থেকে একজন সাহাবিকে বলতে শুনেছেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল চল্লিশ দিন অবস্থান করবে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৫৭; তাহকীক: মারফু, সহীহ; সুনান প্রণেতাগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

হাসান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, সেদিন মুমিনদের খাদ্য হবে আল্লাহ তায়ালার তাসবিহ, তাহলিল এবং আল্লাহ তায়ালার তাহমিদ বা প্রশংসা।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫২৬; তাহকীক: মারফু, মুরসাল, যঈফ)

আমর ইবনু আবু সুফিয়ান এক আনসারি ব্যক্তি থেকে, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবি থেকে বর্ণনা করে বলেন রসূল ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন, উক্ত আলোচনায় বলেন, দাজ্জাল মদিনার ছিদ্রের নিকট আসবে, তার উপর মদিনায় ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করা হারাম। অতঃপর মদিনা তার অধিবাসীসহ একবার বা দুইবার কেঁপে উঠবে। ফলে সেখান থেকে প্রত্যেক পুরুষ মুনাফিক ও মহিলা মুনাফিক বের হয়ে যাবে। অতঃপর দাজ্জাল সিরিয়ার দিকে পলায়ন করবে। অতঃপর সে তাদের ঘিরে ফেলবে। আর অবশিষ্ট মুসলমানগণ সিরিয়ার পাহাড়গুলো থেকে একটি পাহাড়ের চূড়া দিয়ে নিজেদের আত্মরক্ষা করবে। অতঃপর দাজ্জাল তাদের ঘিরে ফেলবে এবং উক্ত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিবে। এমনকি তাদের উপর বিপদ দীর্ঘ হবে। মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি বলবে, হে মুসলমানগণ! কতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এমনভাবে চলবে। অথচ আল্লাহর শত্রু তোমাদের পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিয়েছে। তোমাদের হাতে দুটি বিষয় রয়েছে, একটি হল আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হবে। আরেকটি হল, আর নয় তোমরা পলায়ন করবে। অতঃপর সকল মুসলমান মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ করবে, যা আল্লাহ তায়ালা জানবেন। তারা তাদের মৃত্যুর উপর গৃহীত বাইয়াত তাদের অন্তর থেকে সত্য হবে। অর্থাৎ তারা অন্তর থেকে সত্য বাইয়াত করবে। অতঃপর তাদের এমন অন্ধকার ঘিরে নিবে, যে জন্য কোন লোকের কব্জি পর্যন্ত দেখবে না। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৪৮; তাহকীক: মারফু। অর্থগতভাবে মোটামুটি সহীহ)

কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন দাজ্জাল বের হবে, তখন মুসলমানদের দূর্গ (শাসন এলাকা) হবে বাইতুল মুকাদ্দাস।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ পথিক প্রকাঃ ১৫৭৩)

৬.৫৬.১ দাজ্জালের ফিতনা হতে বাঁচার উপায়

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর নামাযের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা থেকে (আল্লাহ তাআলার) আশ্রয় চাইতে শুনেছি।

- (সহিহ বুখারী ৭১২৯; মুসনাদে আহমদ ২৫৭৯৫)

আবু হুরায়রাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন (নামাযের মধ্যে) তাশাহুদ পাঠ করবে, তখন সে যেন (আমার প্রতি দরূদ পাঠের পর দোয়ার মধ্যে) অবশ্যই চারটি জিনিস থেকে আল্লাহ'র আশ্রয় চায়। সে (যেন) বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

— অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসিহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে।

- (সহিহ মুসলীম ৫৮৮; সুনানে তিরমিযী ৩৫২৮; সুনানে নাসায়ী ১২৯৩; সুনানে আবু দাউদ ৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ৮৯৯; মুসনাদে আহমদ ৮১৯৬; সুনানে দারেমী ১৩১)

আবূ দরদা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের (ফিতনা) থেকে পরিত্রাণ পাবে।"

- (সহীহ, রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ১৩/১০২৮ [আন্তঃ ১০২১]; সহীহ মুসলিম ৮০৯; সুনানে তিরমিযী ২৮৮৬; আবূ দাউদ ৩৭৬৫, ৪৩২৩; মুসনাদে আহমাদ ২১২০০, ২১২০৫, ২৬৯৭০, ২৬৯৯২)
- আমি (আলবানী) বলছিঃ দ্বিতীয় বর্ণনাটি শায আর প্রথম বর্ণনাটি নিরাপদ (সহীহ্) যেমনটি আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (নং ৫৮২) তাহকীক্ব করেছি। এর সাক্ষ্য দিচ্ছে নাওয়াস ইবনু সাম'আনের আগত হাদীসটি। যেটিকে (১৮১৭) নম্বরে লেখক উল্লেখ করেছেন। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পেয়ে বসবে সে যেন তার বিপক্ষে সূরা কাহাফের প্রথম অংশ পাঠ করে।

হযরত কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা তে ধৈর্য ধারণ করবে তার ফিতনায় পতিত হবে না। সে আর কখনো জীবিত মৃত অবস্থায় ফিতনার মধ্যে পড়বে না। আর যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পাবে অথচ তার অনুসরণ করবে না, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যখন কোন ব্যক্তি খালেছ থাকবে আর দাজ্জালকে একবার মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে বলবে তুমি কে সেটা আমি ভাল করেই জানি। তুমি তো দাজ্জাল। অতঃপর সে সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করবে। আর দাজ্জাল তাকে তার ফিতনায় ফেলতে পারবে না। তার জন্য উক্ত আয়াতগুলি দাজ্জাল থেকে তাবীজের মত হবে। সুতরাং সুসংবাদ

ঐ ব্যক্তির জন্য যে দাজ্জালের ফিতনা, বিপদ ও হীনতার পূর্বে তার ঈমান নিয়ে নাজাত পেল। আর যে তাকে পাবে সে যেন মুহাম্মাদ ﷺ এর উত্তম সাথীদের মত দাজ্জালের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান থাকে।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৫২৪ [পথিক প্রকা: ১৫২২; তাহকীক: যঈফ])

জুনাদা ইবনু আব উমাইয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূল ﷺ এর এক সাহাবি থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, রসূল ﷺ আমাদের মাঝে খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই দাজ্জাল প্রত্যেক ঘাঁটে যাবে, তবে চারটি মসজিদ ব্যতীত। আর উক্ত মসজিদগুলো হল মসজিদুল হারাম, মদিনার মসজিদ, তূরে সাইনা[মিসর ও ফিলিস্তিন দেশের মধ্যে একটি মরুভূমি]-এর মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ পথিক প্রকাঃ ১৫৭৫)

আবু সাঈদ খুদরি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে তিলাওয়াত করবে, তা তার ও মক্কার মাঝে তা আলোকিত করে দিবে। আর যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের শেষাংশ তিলাওয়াত করবে অতঃপর দাজ্জালকে পাবে, তার উপর দাজ্জাল কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ পথিক প্রকাঃ ১৫৭৬)

আবু সাঈদ খুদরি (রা:) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে তিলাওয়াত করবে, অতঃপর দাজ্জালের জন্য বের হবে, তার উপর দাজ্জাল কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। আর তার উপর দাজ্জালের (প্রভাব ফেলার) কোনো পথও থাকবে না।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ পথিক প্রকাঃ ১৫৭৯)

হিশাম বিন আমের (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই দাজ্জালের মাথার পিছনের (চুলগুলো পাকানো পাকানো এবং) খুব বেশি হেলেদুলে ওঠে। (সে যখন নিজকে রব/প্রভু দাবী করবে, তখন) যে (তাকে) বলবে: 'তুমি আমার রব (প্রভু)', সে (তার) ফিতনায় পড়বে'। আর যে বলবে: 'তুই (একটা ফিতনাবাজ ভন্ড/প্রতারক/মিথ্যুক! তুই) মিথ্যা বলেছিস, رَبِّيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ – 'আমার রব হলেন আল্লাহ, আমি তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করি এবং তাঁরই দিকে আমি ফিরে যাবো', তখন আর সে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, অথবা বলেছেন: তার উপরে (দাজ্জালের) কোনো ফিতনা (কার্যকর) হবে না।

- (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১১/৩৯৫ হাঃ ২০৮২৮; মুসনাদে আহমদ ১৫৮২৬; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৫০৮)

রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পরে একটি পথভ্রষ্ঠ মিথ্যুক (আবির্ভূত) হবে। আর তার মাথার পিছনের (চুলগুলো পাকানো পাকানো এবং) খুব বেশি হেলেদুলে ওঠে। একথা তিনবার বললেন। আর নিশ্চয়ই অতি শিঘ্রই সে বলবে: 'আমি তোমাদের (মানবকুলের)

রব/প্রভু'। তখন যে (তাকে) বলবে: 'তুমি আমাদের রব (প্রভু) নও, 'তুমি (একটা ফিতনাবাজ ভন্ড/প্রতারক/মিথ্যুক!)', বরং 'আমাদের রব হলেন আল্লাহ, আমরা তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করি এবং তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাবো, আমরা আল্লাহ কাছে তোমার থেকে পানাহ চাই', তখন আর সে তার উপরে কোনো (ফিতনার) প্রভাব খাটাতে পারবে না।

- (মুসনাদে আহমদ ১৬/৫৪ হাঃ ২৩০৫২)

আবুদ দাহমাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমরান ইবনুল হুসাইন রাঃ কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনলে সে যেন তার থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহর কসম! যে কোনো ব্যক্তি তার নিকট এলে সে অবশ্যই মনে করবে যে, সে ঈমানদার। অতঃপর সে তার দ্বারা তার মধ্যে জাগরিত সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে অনুসরণ করবে। তিনি এরূপই বলেছেন।

ইঃ ফাঃ অনুবাদে রয়েছে- আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি তার কাছে যাবে, সে তাকে মু'মিন মনে করে, তার অনুসারী হয়ে যাবে। কেননা, তার কাছে সন্দেহে নিক্ষেপকারী বস্তু থাকবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩১৯ [ইঃ ফাঃ ৪২৬৮]; মুসনাদে আহমাদ)

'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমনের সংবাদ শুনে, সে যেন তার নিকট থেকে দূরে সরে থাকে। আল্লাহর শপথ! কোন ব্যক্তি নিজেকে মুমিন ধারণা করে তার কাছে যাবে, কিন্তু তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডের ধোঁকায় পড়ে সে তার অনুকরণ করে ফেলবে।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৮৮; সহীহুল জামি ১১২৪৭; মুসনাদে আহমাদ ১৯৮৮৮; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৪৯৫৪; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৬১৬)

৬.৫৭ ইমাম জাহজাহ এর নামাজে ইমামতির সময় ঈসা (عليه السلام) এর আগমন

জাবির (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মাতের একদল লোক সত্যের উপর দৃঢ় থেকে (বাতিলের বিরুদ্ধে বিজয়ীরূপে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। তিনি ﷺ বলেন, অতঃপর ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) অবতরণ করবেন। সে সময়ের লোকেদের আমীর বা নেতা (ইমাম জাহজাহ) তাকে বলবেন, আপনি এদিকে আসুন এবং লোকদেরকে সালাত আদায় করিয়ে দিন। তিনি বলবেন না; বরং তোমরা একে অপরের ইমাম। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতকে মর্যাদা দান করেছেন।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ২৪৭-(১৫৬); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৫০৭; মুসনাদে আহমাদ ২৪৮৪; আবূ দাউদ ২২৪৫; সহীহুল জামি ৭২৯৩; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ

১৯৬০; মুসনাদে আহমাদ ১৪৭৬২; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮১৯; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৪৬৪৮; আল মু'জামুল আওসাত্ব ৯০৭৭; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৩৯২; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৮৩৪৯; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকাহ্, অধ্যায় ১১, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৫১; সুয়ূতী প্রণীত নুযূল ঈসা ইবনে মারইয়াম আখিরায যামান)

আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে মারইয়াম পুত্র 'ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। *

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৪৯, ২২২২ [আঃ প্রঃ ৩১৯৪; ইসঃ ফাঃ ৩২০৩]; সহীহুল মুসলিম ১/১৭ হাঃ ১৫৫; মুসনাদে আহমাদ ৭৬৮৪; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬০২; 'উকাইল ও আওযা'ঈ হাদীস বর্ণনায় এর অনুসরণ করেছেন।)
- * তোমাদের ইমাম তোমাদের থেকেই বলতে ইমাম জাহজাহ কে বলা হয়েছে যিনি তখন মুসলিমদের শাসক/ইমাম থাকবেন এবং তিনি আমাদের উম্মতের মধ্য থেকেই একজন। অর্থাৎ তিনি তখন খলীফা/ইমামুল মুসলিমীন।

হযরত জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের একদল মুজাহিদ কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে। এক পর্যায়ে আকাশ থেকে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) অবতরণ করলে মুসলমানদের নেতা (জাহজাহ) বলবে, আসুন নামাজের ইমামতি করুন! তখন ঈসা (আঃ) বলবেন, না, বরং তোমাদের একজন অপরজনের নেতা। তুমিই ইমামতি কর, এটি এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বিরাট সম্মানের।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬১)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতরণ পর্যন্ত সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করলে তাদের ইমাম (জাহজাহ) তাঁকে নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করবে। কিন্তু ঈসা বলবেন: এ কাজ করার জন্য আপনি অধিক হকদার। আর মহান আল্লাহ্ এ উম্মতে আপনাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে অন্যদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন।

- (মুসনাদে আবু ইয়ালা; সহীহ্ ইবনে হিববান)

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা:) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, "হযরত ঈসা (আ.) আছরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। তখন মুসলমানদের আমীর (জাহজাহ) তাঁর নিকট আবেদন জানাবেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি নামাজের ইমামতি করুন। তিনি বলবেন, এ উম্মত একে অন্যের উপর আমীর (অর্থাৎ তোমাদের জন্যই নামাজের ইকামত দেওয়া হয়েছে, তাই তোমরাই নামাজ পড়াও) তখন আমীর অগ্রসর হয়ে নামায পড়াবেন।"

- (মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা; দুররে মানসুর, ২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা; মুসতাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

আবু উমামা বাহেলি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতঃপর উম্মে শারিক রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রসূল ﷺ! সেদিন মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে। সে বাহির হবে, এমনকি তাদেরকে ঘিরে ধরবে। সেদিন মুসলমানদের নেতা হবে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি (জাহজাহ)। অতঃপর বলা হল, ফজরের নামাজ আদায় করবে। অতঃপর যখন তাকবির দিবে ও তাতে প্রবেশ করবে, তখন ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। যখন ঐ ব্যক্তি তাকে দেখবে, তাকে চিনবে। তখন সে পিছনে ফিরে আসবে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অগ্রসর হবেন। অতঃপর তিনি তার হাত তার কাঁধে রাখবেন এবং বলবেন, আপনি নামাজ পড়ান। কেননা, আপনার জন্যই নামাজ প্রস্তুত করা হয়েছে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম তার পিছনে নামাজ আদায় করবেন এবং বলবেন, দরজা খুলে দাও। ফলে তার দরজা খুলে দিবে। সেদিন দাজ্জালের সঙ্গে সত্তর হাজার ইহুদি থাকবে। তারা প্রত্যেকেই থাকবে অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত। যখন সে ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখবে, তখন সে চুপসে যাবে, যেমন নাকি সীসা চুপসে যায় এবং পানিতে লবন বিলীন হয়ে যায়। অতঃপর সে পালিয়ে যাবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে আমার জন্য কল্যাণ আছে। আমাকে তা থেকে বিরত করো না। অতঃপর তিনি তাকে পাবেন ও হত্যা করে দিবেন। এরপর পৃথিবীতে আর এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যার দ্বারা ইহুদিরা আত্মগোপন করবে; আল্লাহ তায়ালা (কিছু নিদর্শনের মাধ্যমে সবকিছু) বলে দিবেন। প্রত্যেক পাথর, প্রত্যেক গাছ, প্রত্যেক প্রাণীই বলবে, হে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এই যে ইহুদি। তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ ব্যতীত। কেননা সেটা তাদের গাছ। সুতরাং সেটা কোন কথা বলবে না। আর ঈসা হবে আমার উম্মতের মধ্যে বিচারক, ন্যায়পরায়ণ ইমাম। তিনি ক্রুশকে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। শূকর হত্যা করবেন। জিযিয়া উঠিয়ে নিবেন। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। ছাগলের উপর ধাবিত হবেন না। শত্রুতা, ক্রোধ উঠিয়ে নেওয়া হবে। প্রত্যেক প্রাণীর বিষ উঠিয়ে নেওয়া হবে। এমনকি ছোট বাচ্চা তার হাত বিষধর (প্রাণীর মুখে) ঢুকিয়ে দিবে, কিন্তু তাকে তা দংশন করবে না। আর ছোট শিশুর সঙ্গে সিংহের দেখা হবে, কিন্তু সিংহ তাকে কোন ক্ষতি করবে না। আর কেমন যেন গরুর পালে সিংহ, সিংহের পালে কুকুর থাকবে। এমনিভাবে সাপ ছাগলের পালের ভিতর থাকবে, কেমন যেন ছাগলের পালে কুকুর। আর সমস্ত দুনিয়া ইসলামে ভরে যাবে। কাফেরদের থেকে তাদের রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীতে ইসলামের রাজত্ব ব্যতীত অন্য কোন রাজত্ব থাকবে না। আর যমিনের রৌপ্যের জাগরণ হবে। ফলে যমিনে তার ফসল ফলাবে, যেমন আদম আলাইহিস সালামের সময় ছিল। দলে দলে মানুষ একটি আঙ্গুরের থোকার নিকট জমায়েত হবে। তা থেকেই সবাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে দলে দলে মানুষ একটি আনারের নিকট জমায়েত হবে। আর তা থেকে সকলেই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে অন্যান্য মাল সম্পদের জাগরণ ঘটবে। আর খুব কম মূল্যে ঘোড়া পাওয়া যাবে।

- (হাসান, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৮৬; ইবনে কাছীর)

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেন, যারা দাজ্জালের সঙ্গে থাকবে তাদের মাঝে শয়তান থাকবে, কিছু বনী আদম দাজ্জালের অনুসরণে লেগে থাকবে। অতঃপর তার নিকটে আসবে, তাদের কতিপয় লোক তাকে বলবে, তোমরা হলে শয়তান। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অচিরেই ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালামকে ইলিয়া নামক এলাকায় পরিচালিত করবেন। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করবেন। সেখানে মুসলমানদের দল ও তাদের খলিফা থাকবে। তখন মুয়াযযিন ফজরের আযান দেয়ার পর (মুয়াযযিন) মানুষের আওয়াজ শুনবে, আর তা হল ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম নেমে আসবেন, লোকজন তাকে স্বাগত জানাবে। মানুষ তার আগমনের এবং রসূল ﷺ এর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হওয়ার কারণে আনন্দিত হবে। অতঃপর তিনি মুয়াযযিনকে নামাজ পড়াতে বলবেন। লোকজন ঈসা আলাইহিস সালামকে বলবে, আপনি আমাদের নামাজ পড়ান। অতঃপর তিনি বলবেন, তোমরা তোমাদের ইমামের নিকট যাও। সে তোমাদের নিয়ে নামাজ আদায় করবে। কারণ, সে কতইনা উত্তম ইমাম। অতঃপর তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করবে, ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর ইমাম ফিরে আসবেন এবং ঈসা আলাইহিস সালামের আনুগত্য স্বীকার করবেন, তিনি মানুষদের নিয়ে সফর করবেন। এমনকি যখন তিনি দাজ্জালকে দেখবেন যে, সে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে, যেমন নাকি আলকাতরা দ্রবীভূত হয়। তখন তিনি তার দিকে যাবেন, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তাকে হত্যা করবেন। তার সঙ্গে যাকে আল্লাহ তায়ালা চাইবেন তাকেও হত্যা করবেন। অতঃপর তারা পৃথক হয়ে যাবে, এবং প্রত্যেক গাছ ও পাথরের নিচে তারা নিঃশেষ হতে থাকবে। তখন গাছ বলবে, হে আল্লাহর বান্দা, হে মুসলিম! এই যে আমার নিচে ইহুদি, তাকে হত্যা করো। এভাবে পাথরও ডাকতে থাকবে। তবে গারকাদ তথা ঝাউ গাছ বলবে না। কারণ, সেটা ইহুদিদের গাছ। উক্ত গাছগুলো তার দিকে কাউকে ডাকবে না, যারা তার নিকটে থাকবে। অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের নিকট এসব আলোচনা করতেছি, যাতে তোমরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে, বুঝতে ও স্মরণ রাখতে পারো এবং তার ব্যাপারে জানতে পারো। আর তোমরা তার ব্যাপারে তোমাদের পরে যারা আসবে তাদের নিকট আলোচনা করিও। এভাবে একে অপরের কাছে আলোচনা করবে। কেননা নিশ্চয়ই তার ফিতনা হল সবচে' বড় ফিতনা। অতঃপর তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে জীবন যাপন করবে, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা চান।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৮৮)

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে, সে অচিরেই ঈসা আলাইহিস সালামকে ইমামরূপে দেখবে, সঠিক পথের দিশারী হিসাবে এবং ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসাবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিঝিয়া উঠিয়ে নিবেন এবং যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দিবে। মুহাম্মাদ বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা:) থেকে এতটুকুই জানি যে, তিনি বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম দুই আজানের মাঝে অবতরণ করবেন। তার পরনের কাপড় থেকে পানি ঝরবে। তার উপর দুটি কাপড় থাকবে, যা জড়ানো থাকবে বা পরিহিত

অবস্থায় থাকবে। মুহাম্মাদ বলেন, আমি ধারণা করি যে, তারা উক্ত কথাগুলো কোনো কিতাবে পেয়েছে। তারা জানেনা যে, তার রং কি? অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম এই উম্মতের এক ব্যক্তির (ইমাম জাহজাহ) পিছনে নামাজ আদায় করবেন।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৯১)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা কুস্তুনতুনিয়া বিজয় করবে, তাদের নিকট দাজ্জালের আবির্ভাবের খবর পৌঁছবে। অতঃপর তারা সামনে অগ্রসর হবে। এমনকি তারা দাজ্জালের সঙ্গে বাইতুল মোকাদ্দাসে মিলিত হবে। সেখানে আট হাজার মহিলা ও বারো হাজার যোদ্ধাকে আটকে রাখা হয়েছে। তারা অবশিষ্টদের মাঝে উত্তম ও অতিবাহিতদের মাঝে সৎ। তারা মেঘের কুয়াশার মধ্যে থাকবে, আর তখনই সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা দূর হয়ে যাবে। তখন ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম তাদের মাঝে আসবেন। তখন তাদের ইমাম (জাহজাহ) ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালামকে তাদের নিয়ে নামাজ আদায়ের জন্য দায়িত্ব দিবেন, ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম আসবেন, এমনকি উক্ত দলের সম্মানার্থে তাদের ইমাম (জাহজাহ) নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর তারা দাজ্জালের শেষ সময়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে আঘাত করবে, ও হত্যা করবে। আর তখনই জমিন চিৎকার করবে, কোন পাহাড়, গাছ বা জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না, বরং প্রত্যেকেই বলবে, হে মুসলিম! এখানে আমার পিছনে ইহুদি, সুতরাং তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ (এক প্রকার গাছ বিশেষ) ব্যতীত। কেননা এটা ইহুদি গাছ। অতঃপর একজন ন্যায় বিচারক অবতরণ করবেন এবং ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, (অমুসলিমদের জন্য) জিযিয়া উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর কুরাইশরা আমিরের পদ বলপূর্বক নিয়ে নিবে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। আর তখন পৃথিবী রৌপ্যের কাঁচের বোতলের ন্যায় হবে। শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ এবং প্রত্যেক কাঁটাওয়ালা বস্তু বা রোগজীবানু উঠিয়ে নেওয়া হবে। যেমনিভাবে পাত্র পানিতে ভরে গিয়ে পাত্রের পার্শ্ব দিয়ে পানি উবলে পড়তে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীও শান্তিতে ভরে যাবে। এমনকি ছোট কিশোরী সিংহের মাথার উপর আরোহন করবে। সিংহ গরুর (পালের) ভিতর প্রবেশ করবে। আর বাঘ ছাগলের (পালের) ভিতর প্রবেশ করবে। বিশ দিরহামের বিনিময়ে একটি ঘোড়া বিক্রি হবে। ষাঁড় অনেক মুল্যবান হবে। মানুষ সৎ হয়ে যাবে। তখন (মানুষ) আকাশকে আদেশ করবে, ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। (তারা জমিনকে আদেশ করবে, ফলে) জমিন ফসল উৎপন্ন করবে। এমনকি তাদের সময় আদম আলাইহিস সালামের সময়ের মতো হয়ে যাবে। এমনকি তারা একটি বেদানা ফল থেকে অনেক মানুষ খাবে। এবং এক গুচ্ছ হতে অনেক দল খাবে। তারা বলবে, হায়! আমাদের পূর্বপুরুষগণ যদি এ আরাম আয়েশ (দেখতে) পেত!

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৯২)

৬.৫৮ ঈসা (عليه السلام) এর ফিরে আসা নিয়ে বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে এরশাদ করেন-

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"যখন আল্লাহ বলেছিলেন: হে ঈসা! নিশ্চই আমি তোমাকে (কাফেরদের থেকে আমার বিশেষ নিরাপত্তায়) নিয়ে নিবো এবং আমার কাছে (আসমানে) তোমাকে তুলে/উঠিয়ে নিবো এবং যারা কুফুরী করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করবো। এবং যারা কুফরী করবে, তাদের উপরে আমি ওই সকল (মুমিন ব্যাক্তিদের)কে কেয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত রাখবো, যারা তোমার অনুগত্য-অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মাঝে মিমাংসা করে দিবো, যে ব্যাপার নিয়ে তোমরা (পৃথিবীতে) দ্বন্দ্ব-মতবিরোধ করতে"। [সূরা আল-ইমরান, আঃ ৫৫]

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا — وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا — فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا — وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا — وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا — بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"(হে নাবী মুহাম্মাদ!) 'আহলে কিতাব' (ইহূদীরা) তোমার কাছে আবদার করে যে, তাদের উপরে আসমান থেকে (কোনো লিখিত) কিতাব নাজিল করা হোক। বস্তুত: (সত্যকে কবুল না করার এজাতীয় ছলচাতুরীপূর্ণ দাবী এদের নতুন নয়। এদের পূর্বের ইহূদীরা) মুসার কাছে এর থেকে (আরো অনেক) বড় আবদার করেছিল। তখন তারা (মুসাকে) বলেছিল, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে (সরাসরি) আল্লাহকে দেখাও'। ফলে বজ্রপাত তাদেরকে পাকড়াও করেছিল তাদের জুলুমের কারণে। অত:পর তাদের কাছে (আমার পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট-নিদর্শন আসার পরও তারা বাছুরকে (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করে নিয়েছিল। পরে আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।

বস্তুত: মুসাকে আমি দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর (আমার নির্দেশের উপরে) তাদেরকে (আমল করানোর স্বপক্ষে) অঙ্গীকার করাতে আমি তাদের (মাথার) উপরে তুলে ধরেছিলাম তূর (পাহাড়)কে। আর তাদেরকে আমি বলেছিলাম, তোমরা দ্বারপথে প্রবেশ করো সিজদাহরত: অবস্থায়। আর আমি তাদেরকে (আরো) বলেছিলাম, তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না। আর তাদের থেকে আমি নিয়েছিলাম সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি। পরে তাদের অঙ্গীকার লঙ্ঘন, আল্লাহ'র আয়াতসমূহের সাথে তাদের কুফুরী, না-হক্ব ভাবে (আমার প্রেরিত) নবীগণকে হত্যা করা এবং তাদের (এজাতীয়) কথা (বলা যে,) 'আমাদের অন্তরগুলো আচ্ছাদিত' -এ(সব) কারণে (তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছিল)। বরং, আল্লাহ ও(ই অন্তর)গুলোর উপরে মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের কুফুরীর কারণে। কাজেই, তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেউ ঈমান আনবে না। আর (এমনি পরবর্তীতে আমার প্রেরিত রসূল ঈসা ও ইঞ্জিলের সাথে) তাদের (প্রদর্শিত) কুফুরী, (ঈসা) ইবনে মারইয়ামের উপরে গুরুতর অপবাদ (আরোপ) এবং তাদের (কটাক্ষ ও তাচ্ছিল্লপূর্ণ কুফরী) কথা -'আল্লাহর রসূল (বলে দাবীদার এই কথিত) আল-মাসিহ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আমরা হত্যা করে ফেলেছি' – এ(সবে)র কারণে (তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছিল)। অথচ (সত্য হল) তারা তাঁকে হত্যাও করেনি, তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি। বরং (গোটা বিষয়টিতেই) তাদের (মারাত্মক) বিভ্রম ঘটেছিল। আর নিশ্চয়ই যারা এ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে, তারা তাঁর ব্যাপারে অবশ্যই সন্দেহে রয়েছে। এব্যাপারে তাদের কাছে (সত্য) জ্ঞানের কিছু নেই; আছে কেবল (নিজেদের কিছু চিন্তা প্রসূত) ধারনার অনুসরণ। নিঃসন্দেহে তারা তাঁকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে (আসমানে) তাঁর (নিজের) কাছে (নিরাপদে) তুলে/উত্তোলন করে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী মহাপ্রজ্ঞাময়''। [সূরা নিসা, আঃ ১৫৩-১৫৮]

وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ – وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ – إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ – وَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ – وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

''(হে নবী মুহাম্মাদ!) যখনই (ঈসা) ইবনে মারইয়ামের উদাহরণ পেশ করা হয়, তখনই তোমার কওম তাঁর ব্যাপারে চিৎকার জুড়ে দেয় এবং বলে, '(আমরা আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করলে দোষ হয়! এদিকে খৃষ্টানরাও তো ঈসা'র ইবাদত করে।) আমাদের উপাস্যরা উত্তম, নাকি সে'? তারা তোমার কাছে এ (জাতীয় উদাহরণ) পেশ করে শুধুমাত্র তর্কের জন্য। বরং তারা হল (একটা) ঝগড়াটে (তর্কবাজ) কওম। সে তো (আমার একনিষ্ঠ একজন) বান্দা, যার উপরে আমরা (রিসালাতের মতো মর্যাদাবান) নিয়ামত দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য বানিয়েছিলাম (অনুকরণীয় আদর্শের এক উজ্জল) নমুনা। আমি যদি চাইতাম, তাহলে জমিনে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা বানাতে পারতাম। (তখন আমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য) তারা (তোমাদের) স্থাভিষিক্ত হতো। আর <u>নিশ্চয়ই সে কেয়ামতের (একটি বড় আলামত</u>

ও) নিদর্শন। তোমরা সে ব্যাপারে কোনো সংশয় পোষন করো না। আর তোমরা (আমার) অনুগত্যকারী হয়ে যাও। এটাই সিরাতে মুস্তাকীম (সরল সঠিক পথ)"। [সূরা যখরুফ, আঃ ৫৭-৬১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, কোন জাতিকে কেয়ামত (জাতিগত আযাব) দ্বারা ধ্বংসের পূর্বেই তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা সাবধানকারী পাঠান। যেন আল্লাহ ভীরু লোকগণ কেয়ামত (জাতিগত আযাব) থেকে নাজাত পান। আর মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) হলো, শেষ কিয়ামতের পূর্বে সাবধানকারী।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৭)

আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালামকে পাবে। তারা তোমাদের মতোই বা তাদের সৎজনেরা তোমাদের মতো বা ভালো৷

- (মুরসাল, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৯৪)

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (রহঃ) ..... আবূ সারীহাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক গৃহের ভিতর ছিলেন। আমরা তার নীচে বসা ছিলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসটি পূর্বের অবিকল বর্ণনা করেছেন। শুবাহ্ (রহঃ) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেনঃ তারা যেখানে অবতরণ করবে আগুনও সেখানে অবতরণ করবে এবং তারা যেখানে দ্বিপ্রহরে কইলুলা করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে থাকবে। বর্ণনাকারী শুবাহ (রহঃ) বলেন, এক লোক আবূ সারীহার এ হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তবে মারফু হিসেবে তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। এতে জনৈক লোক বলেছেন, দশম নিদর্শনটি হলো, ঈসা (আঃ) এর অবতরণ। কিন্তু অপর লোক বলেছেন, দশম নিদর্শনটি হলো, তখন এমন প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা মানুষদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৭৯ [ইঃ ফাঃ ৭০২৩, ইঃ সেঃ ৭০৮০])

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ..... আবু সারীহাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করছিলাম, এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে আসলেন। অতঃপর তিনি মুআয ও ইবনু আবু জাফার এর অবিকল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তার হাদীসের শেষভাগে বর্ণনা করেছেন যে, দশম নিদর্শনটি হলো, মারইয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) এর অবতরণ। বর্ণনাকারী শুবাহ (রহঃ) বলেন, আবদুল আযীয (রহঃ) এ হাদীসটি মারফু' হিসেবে উল্লেখ করেননি।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৮০ [ইঃ ফাঃ ৭০২৪, ইঃ সেঃ ৭০৮১])

নবী ﷺ-এর চাচাত ভাই ইবনু 'আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মিরাজের রাত্রে আমি মূসা (আঃ)-কে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন; দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। যেন তিনি শানূআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি। আমি 'ঈসা (আঃ)-কে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। তাঁর দেহবর্ণ ছিল সাদা লালে মিশ্রিত। তিনি

ছিলেন মধ্যম দেহ বিশিষ্ট। মাথার চুল ছিল অকুঞ্চিত। জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক এবং দাজ্জালকেও আমি দেখেছি। আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে বিশেষ করে যে সকল নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছেন তার মধ্যে এগুলোও ছিল। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না। আনাস এবং আবূ বকরাহ (রা:) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, ফেরেশতামন্ডলী মদিনাকে দাজ্জাল হতে পাহারা দিয়ে রাখবেন।

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩২৩৯,৩৩৯৬ [আঃ প্রঃ ২৯৯৯; ইসঃ ফাঃ ৩০০৯]; মুসলিম ১/৭৪ হাঃ ১৬৫, মুসনাদে আহমাদ ৩১৮০)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজ গমনের রাতে ইবরাহীম (আ), মূসা ও ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁরা পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরা প্রথমে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে কিয়ামত সম্পর্কিত কোন জ্ঞান তাঁর ছিলো না। অতঃপর তাঁরা মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরও এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিলো না। অতঃপর বিষয়টি ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেনঃ আমার থেকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নেই। অতঃপর তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ আমি দুনিয়াতে অবতরণ করবো এবং দাজ্জালকে হত্যা করবো। অতঃপর লোকেরা তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। ইত্যবসরে তাদের নিকট ইয়াজূজ-মাজূজ আত্মপ্রকাশ করবে। তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে। তারা যে পানির উৎসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে তা পান করে শেষ করবে। এরা যে বস্তুর নিকট দিয়ে যাবে তা নষ্ট করে ফেলবে। তখন লোকেরা তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য আল্লাহর নিকট চিৎকার করে ফরিয়াদ করবে এবং আমিও দোয়া করবো। ফলে পৃথিবী তাদের (গলিত লাশের) গন্ধে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। ফলে আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর পাহাড়-পর্বত উৎপাটিত করা হবে, পৃথিবীকে প্রশস্ত করা হবে, যেমন চামড়া প্রশস্ত করা হয়। তারপর আমাকে বলা হলোঃ যখন এসব বিষয় প্রকাশিত হবে তখন কিয়ামত মানুষের এত নিকটবর্তী হবে যেমন গর্ভবর্তী নারী, যার পরিবারের লোকজন জানে না যে, কোন্ মুহূর্তে সে সন্তান প্রসব করবে। আওয়াম (রা:) বলেন, এ ঘটনার সত্যতা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান আছেঃ

"এমনকি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং এরা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৯৬)

- (যঈফ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৮১; আহমাদ ৩৫৪৬; যইফাহ ৪৩১৮)
- তাহকীক আলবানীঃ যইফ। উক্ত হাদিসের রাবী মু'সির বিন আফাযাহ এর জাহালাতের কারণে হাদিসটি দুর্বল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হাদিসটিকে বুসায়রী সহীহ বলেছেন। (মিসবাহুয যুজাজাহ)

ইবনু 'উমার (রা:) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বার নিকট দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর

বাদামী রঙের লোক দেখে থাক তার থেকেও অধিক সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল, তাঁর দু'স্কন্ধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা হতে পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। তিনি দু'জন লোকের স্কন্ধে হাত রেখে কা'বা তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তারা জবাব দিলেন, ইনি হলেন, মাসীহ ইবনু মারইয়াম। অতঃপর তাঁর পেছনে অন্য একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো, ডান চক্ষু ট্যাঁরা, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইবনু কাতানের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'স্কন্ধে ভর দিয়ে কা'বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হল মাসীহ দাজ্জাল। মিশকাতে অতিরিক্ত- অপর এক বর্ণনাতে তিনি দাজ্জালের বর্ণনায় বলেছেন, সে লাল বর্ণের, মোটা দেহ, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ডান চক্ষু কানা, মানুষের মাঝে ইবনু কতানই তার কাছাকাছি সাদৃশ্য। আর আবূ হুরায়রাহ রাঃ-এর বর্ণিত হাদীস (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ) ''মহাযুদ্ধ অধ্যায়"-এ বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনু 'উমার রাঃ-এর হাদীস (قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ) শীঘ্রই (ابْن الصياد) এর ঘটনায় বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৪০, ৩৪৪১, ৫৯০২, ৬৯৯৯, ৭০২৬, ৭১২৮ [আঃ প্রঃ ৩১৮৫; ইসঃ ফাঃ ৩১৯৪]; সহীহুল মুসলিম ১/৭৫ হাঃ ১৬৯; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৮৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৪০৫; সহীহুল জামি' ৮৬৯; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৩১; মুসনাদে আহমাদ ৪৯৪৮)

সালিম এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! নবী ﷺ এ কথা বলেননি যে 'ঈসা (আঃ) লাল বর্ণের ছিলেন। বরং বলেছেন, একদা আমি স্বপ্নে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ সোজা চুল ও বাদামী রঙের জনৈক ব্যক্তিকে দেখলাম। তিনি দু'জন লোকের মাঝখানে চলছেন। তাঁর মাথার পানি ঝরছে অথবা বলেছেন, তার মাথা হতে পানি বেয়ে পড়ছে। আমি বললাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি মারিয়ামের পুত্র। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৪১ [আঃ প্রঃ ৩১৮৬; ইসঃ ফাঃ ৩১৯৫])

আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা (আঃ) ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে আগমন করবেন। তিনি 'ক্রুশ' ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং তিনি যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন। তখন সম্পদের ঢেউ বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজদা করা তামাম দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পারঃ ''কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (ঈসা (আঃ)-এর) মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।" (আন-নিসা ১৫৯)

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৪৮, ২২২২ [আঃ প্রঃ ৩১৯৩; ইসঃ ফাঃ ৩২০২]; মুসলিম ২৪২-(১৫৫); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৫০৫; সহীহুল জামি ৭০৭৭; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৭৯; আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ২৫৬৫)

আবূ হুরাইরা (রা:) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ আমার ও তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর মাঝে কোনো নবী নেই। আর তিনি তো অবতরণ করবেন। তোমরা তাঁকে দেখে এভাবে চিনতে পারবে যে, তিনি মাঝারি উচ্চতার, লাল-সাদা ও গেরুয়া রঙের মাঝামাঝি অর্থাৎ দুধে আলতা তাঁর দেহের রং হবে এবং তাঁর মাথার চুল ভিজা না থাকলেও মনে হবে চুল থেকে যেন বিন্দু বিন্দু পানি টপকাচ্ছে। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর নিধন করবেন ও জিযিয়া রহিত করবেন। তিনি তাঁর যুগে ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম বিলুপ্ত করবেন এবং মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমরা তাঁর জানাযা পড়বে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩২৪ [ইঃ ফাঃ ৪২৭৩]; ইবনু হিব্বান; মুসনাদে আহমাদ)

আবূ হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) খুব শীঘ্রই ন্যায়বিচারক শাসক হিসাবে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযয়া বাতিল করবেন। তখন এতই ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৩৩ [ইঃ ফাঃ ২২৩৬]; সহীহুল বুখারী ২২২২, ২৪৭৬, ৩৪৪৮; সহীহুল মুসলিম ১৫৫; আবূ দাউদ ৪৩২৪; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৭৮; মুসনাদে আহমাদ ১০০৩২, ১০৫৬১; সহীহাহ ২৪৫৭; মুসনাদে আবু আওয়ানাহ ১/৮০, হাঃ ২৩০; আল-ইমান, ইবনু মানদাহ ১/৫১৩, হাঃ ৪০৮; তারিখে দামেশক, ইবনুল আসাকীর ৪৭/৪৯০; মুসলিম আরো পুর্নাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন)

হানযালা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি সালেম (রা:) কে বলতে শুনেছেন, (সালেম (রা:) বলেন)- আমি ইবনু উমার (রা:) কে বলতে শুনেছি, রসূল ﷺ বলেছেন, কাবা ঘরের নিকটে যেখানে মাকাম অবস্থিত, সেখানে আমি একজন লোক, যার মাথার চুল কোঁকড়ানো, দুই হাত তার পায়ের উপর মাথা ঝড়ানো বা তার মাথা হতে পানি ঝরছে। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি কে? অতঃপর একজন বলল, ইনি ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৯৩; মুসনাদে আহমাদ ৫/৫৫৫৩ দারুল হাদিস, কায়রো)

৬.৫৯ ঈসা (আঃ) এর যুলফিকর হাতে লুদ্দ ফটকে কানা দাজ্জালকে হত্যা

আবু খাইসামাহ, যুহায়র ইবনু হারব, মুহাম্মাদ ইবনু মিহরান আর রাযী (রহঃ) ..... নাওওয়াস ইবনু সাম'আন (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সকালে রসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আলোচনার সময় তিনি তার ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেন। পরে অনেক গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত করেন যাতে তাকে আমরা ঐ বৃক্ষরাজির নির্দিষ্ট এলাকায়

(আবাসস্থল সম্পর্কে) ধারণা করতে লাগলাম। এরপর আমরা সন্ধ্যায় আবার তার কাছে গেলাম। তিনি আমাদের মধ্যে এর প্রভাব দেখতে পেয়ে বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এতে আপনি কখনো ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেছেন, আবার কখনো তার ব্যক্তিত্বকে বড় করে তুলে ধরেছেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, দাজ্জাল বুঝি এ বাগার মধ্যেই বিদ্যমান। এ কথা শুনে তিনি বললেন, দাজ্জাল নয়, বরং তোমাদের ব্যাপারে অন্য কিছুর আমি অধিক ভয় করছি। তবে শোন, আমি তোমাদের) মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয় তবে আমি নিজেই তাকে প্রতিহত করব। তোমাদের প্রয়োজন হবে না। আর যদি আমি তোমাদের মাঝে না থাকাবস্থায় দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয়, তবে প্রত্যেক মুমিন লোক নিজের পক্ষ হতে তাকে প্রতিহত করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ তা'আলাই হলেন আমার পক্ষ হতে তত্ত্বাবধানকারী।

দাজ্জাল যুবক এবং ঘন চুল বিশিষ্ট হবে, চোখ আঙ্গুরের ন্যায় হবে। আমি তাকে কাফির 'আবদুল উয্যা ইবনু কাতান এর মতো মনে করছি। তোমাদের যে কেউ দাজ্জালের সময়কাল পাবে সে যেন সূরা আল-কাহফ এর প্রথমোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে। সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যপথ হতে আবির্ভূত হবে। সে ডানে-বামে দুর্যোগ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অটল থাকবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পৃথিবীতে কয়দিন অবস্থান করবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চল্লিশদিন পর্যন্ত। এর প্রথম দিনটি এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতই হবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! যেদিন এক বছরের সমান হবে, সেটাতে এক দিনের সালাতই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং তোমরা এদিন হিসাব করে তোমাদের দিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! দুনিয়াতে দাজ্জালের অগ্রসরতা কি রকম বৃদ্ধি পাবে? তিনি বললেন, বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যে রকম হাকিয়ে নিয়ে যায়। সে এক কওমের কাছে এসে তাদেরকে কুফুরীর দিকে ডাকবে। তারা তার উপর ঈমান আনবে এবং তার আহ্বানে সাড়া দিবে। অতঃপর সে আকাশমণ্ডলীকে আদেশ করবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং ভূমিকে নির্দেশ দিবে, ফলে ভূমি গাছ-পালা ও শস্য উৎপন্ন করবে। তারপর সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের চেয়ে বেশি লম্বা কুজ, প্রশস্ত স্তন এবং পেটভর্তি অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে। তারপর দাজ্জাল অপর এক কাওমেরর কাছে আসবে এবং তাদেরকে কুফুরীর প্রতি ডাকবে। তারা তার কথাকে উপেক্ষা করবে। ফলে সে তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করবে। অমনি তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও পানির অনটন দেখা দিবে এবং তাদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ কিছুই থাকবে না। তখন দাজ্জাল এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি তোমার গুপ্তধন বের করে দাও। তখন জমিনের ধন-ভাণ্ডার বের হয়ে তার চতুষ্পার্শে একত্রিত হতে থাকবে, যেমন মধু মক্ষিকা তাদের সর্দারের চারপাশে সমবেত হয়। অতঃপর দাজ্জাল এক যুবক ব্যক্তিকে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা

আঘাত করে তীরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দুটুকরো করে ফেলবে। তারপর সে আবার তাকে আহবান করবে। যুবক আলোকময় হাস্যোজ্জল চেহারায় তার সম্মুখে এগিয়ে আসবে। এ সময় আল্লাহ রববুল আলামীন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। তিনি দুজন ফেরেশতার কাঁধের উপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রং এর জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তার মাথা ঝুঁকবেন তখন ফোটা ফোটা ঘাম তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোন কাফিরের কাছে যাবেন সে তার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌছবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

অতঃপর ঈসা (আঃ) ঐ সম্প্রদায়ের নিকট যাবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। ঈসা (আঃ) তাদের কাছে গিয়ে তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে জান্নাতে তাদের স্থানসমূহের ব্যাপারে খবর দিবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৩-(১১০/২৯৩৭) [ইঃ ফাঃ ৭১০৬, ইঃ সেঃ ৭১৬০])

মক্কা-মদ্বীনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই সে (দাজ্জাল) প্রবেশ করবে। তার অনুসারীর সংখ্যা হবে প্রচুর। সমগ্র দুনিয়ায় তার ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। সামান্য সংখ্যক মু'মিনই তার ফিতনা থেকে রেহাই পাবে। ঠিক সে সময় দামেস্ক শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এক মসজিদের সাদা মিনারের উপর ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মুসলমানগণ তার পার্শ্বে একত্রিত হবে। তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি দাজ্জালের দিকে রওনা দিবেন। দাজ্জাল সে সময় বায়তুল মাকদিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) ফিলিস্তিনের লুদ্দ শহরের গেইটে দাজ্জালকে পাকড়াও করবেন। ঈসা (আঃ) কে দেখে সে পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে শুরু করবে। ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ "তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো যা থেকে তুমি কখনও রেহাই পাবেনা।" ঈসা (আঃ) তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করবেন। অতঃপর মুসলমানেরা তাঁর নেতৃত্বে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলমানদের হাতে দাজ্জালের বাহিনী ইহুদীর দল পরাজিত হবে। তারা কোথাও পালাবার স্থান পাবেনা। গাছের আড়ালে পালানোর চেষ্টা করলে গাছ বলবেঃ হে মুসলিম! আসো, আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা কর। পাথর বা দেয়ালের পিছনে পলায়ন করলে পাথর বা দেয়াল বলবেঃ হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, আসো! তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক গাছ ইহুদীদেরকে গোপন করার চেষ্টা করবে। কেননা সেটি ইহুদীদের বৃক্ষ বলে পরিচিত।

- (নেহায়া, আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম, ১/১২৮-১২৯)

...অতঃপর ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) দামেশকের পূর্ব প্রান্তে একটি সাদা মিনারে অবতরণ করবেন এবং 'লুদ্দ' নামক স্থানের দ্বারপ্রান্তে দাজ্জালকে নাগালে পাবেন এবং হত্যা করবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩২১ [ইঃ ফাঃ ৪২৭০]; মুসলিম; তিরমিযী; মুসনাদে আহমাদ)

কুতায়বা (রহঃ), মুজাম্মা ইবন জারিয়া আনসারী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ ইবন মারয়াম [ঈসা (আঃ)] দাজ্জালকে লুদ্দ দ্বার প্রান্তে হত্যা করবেন।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৪৪ [ইঃ ফাঃ ২২৪৭]; কিচ্ছাতুল মাসিহি দাজ্জালি ওয়া কাতলুহু)
- এ বিষয়ে ইমরান ইবন হুসায়ন, নাফি' ইবন উতবা, আবূ বারযা, হুযায়ফা ইবন আসীদ, আবূ হুরায়রা কায়সান, 'উসমান ইবন আবুল আস, জাবির, আবূ উসামা, ইবন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবন 'আমর, সামুরা ইবন জুন্দুব, নাওওয়াস ইবন সামআন, 'আমর ইবন 'আওফ এবং হুযায়ফা ইবন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবু উমামা বাহেলি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে তার থেকে পলায়নের পর পেয়ে যাবেন, যখন সে তার অবস্থানের স্থানে পৌঁছবেন, তখন দাজ্জালকে পূর্ব দিকের লুদ বাবের নিকট পাবেন। অতঃপর দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৫৯; তাহকীক: মারফু, জাইয়িদ (উত্তম))

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন এমতাবস্থায় যে, দাজ্জাল মানুষকে বাইতুল মুকাদ্দাসে আটকে রাখবে। সে তার দিকে আসবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম ফজরের নামাজের পর দাজ্জালের দিকে যাবেন। আর দাজ্জাল তার শেষ সময়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে মারবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৬০; তাহকীক: মাওকুফ, সহীহ)

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ তার চাচা মাজমা ইবনু জারিয়া রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন, ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম লুদ বাবের নিকট দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ পথিক প্রকাঃ ১৫৬২)

ছালেম রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) ইহুদি এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, ফলে সে বর্ণনা করল। ওমর (রা:) তাকে বললেন, আমি তোমার থেকে

সত্যতার পরীক্ষা নিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমাকে দাজ্জাল সম্পর্কে খবর দাও। সে বলল, সে ইহুদিদের খোদা। আর ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম তাকে লুদের শেষ প্রান্তে হত্যা করতে আসবেন।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ পথিক প্রকাঃ ১৫৬৮)

৬.৬০ কানা দাজ্জাল এর বাহিনীকে ধ্বংস

আমরা আগেই জেনেছি যে দাজ্জালের বাহিনীতে ইহুদী অনুসারী হবে বেশি। এছাড়া খ্রিষ্টানরাও অনুসরণ করবে দাজ্জালকে। দাজ্জালের এই বিরাট বাহিনীর সাথে মুসলিমরা ঈসা (আঃ) এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করবে। এই যুদ্ধেও গাছ ও পাথরের জবান খুলে দেওয়া হবে আল্লাহর সাহায্য ও নিদর্শন হিসেবে। এমনকি পুরো বাহিনীকেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এভাবেই দাজ্জাল ও তার বাহিনীকে মুসলিমরা পরাস্ত করবে।

হযরত নাহিদ ইবনে সারিম (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, নিঃসন্দেহে তোমরা হিন্দুস্তানের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি এই যুদ্ধে তোমাদের বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা উর্দুন নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিক অবস্থান করবে। আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭৩)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হকের পক্ষে যুদ্ধ করবে, তারা দুশমনদের উপর বিজয় থাকবে, তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ২৯২, ৪৭১৭; সুনান আবু দাউদ ২৪৮৪; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫১, ১১৬৭; মুসনাদে আহমদ ১৯৮৯৫; মুসতাদরাকে হাকিম ৩/৪৫০)

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের যুদ্ধ-বিগ্রহ হল পাঁচটি। দুটি অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর বাকি তিনটি এই উম্মতের মধ্যে সংঘঠিত হবে। একটি হলো তুর্কিদের যুদ্ধ। অন্যটি হলো রোমের যুদ্ধ। আরেকটি হলো দাজ্জালের যুদ্ধ। আর দাজ্জালের যুদ্ধের পর আর কোনো যুদ্ধ নেই।

- (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৫৩৬; তাহকীক: মাওকুফ, যঈফ)

নাফে ইবনে উতবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা তোমাদের অধীনে করে দিবেন। অতঃপর তোমরা রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ সেখানেও তোমাদের বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তার বিরুদ্ধেও তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। জাবির (রা:) বলেন, রোম বিজিত না হওয়া পর্যন্ত দাজ্জাল আবির্ভূত হবে না।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৯১; মুসনাদে আহমাদ ১৮৪৯৩)

......অতঃপর দাজ্জাল এক যুবক ব্যক্তিকে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তীরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দুটুকরো করে ফেলবে। তারপর সে আবার তাকে আহবান করবে। যুবক আলোকময় হাস্যোজ্জল চেহারায় তার সম্মুখে এগিয়ে আসবে। এ সময় আল্লাহ রববুল আলামীন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। তিনি দু' ফেরেশতার কাঁধের উপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রং এর জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তার মাথা ঝুঁকবেন তখন ফোটা ফোটা ঘাম তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোন কাফিরের কাছে যাবেন সে তার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌছবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

অতঃপর ঈসা (আঃ) ঐ সম্প্রদায়ের নিকট যাবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। ঈসা (আঃ) তাদের কাছে গিয়ে তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে জান্নাতে তাদের স্থানসমূহের ব্যাপারে খবর দিবেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৩-(১১০/২৯৩৭) [ইঃ ফাঃ ৭১০৬, ইঃ সেঃ ৭১৬০])

গাছ ও পাথরের জবান খুলে দেওয়া হবে

হযরত আবু যার (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের দুটি বড় যুদ্ধ হবে। প্রথম যুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে দুটি বালক নেতৃত্ব দিবে, যাদের নাম হবে শুয়াইব আর শামীম বারাহ। এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.), আর দুটি যুদ্ধেই আল্লাহ তাদের পাথর ও গাছ দিয়ে সাহায্য করবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৪১)

হযরত আলী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের দুইটি বড় যুদ্ধ হবে। আর দুটিতেই মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আল্লহ তাআলা গাছ ও পাথরের জবান খুলে দেবেন। তার একটি হবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) এর সময়। আর প্রথমটি মাহদীর আগমনের কিছু পূর্বে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৪৭)

কাব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন দাজ্জাল ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণের কথা শুনবে, তখন সে পালাবে। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম তার পিছু নিবেন। অতঃপর তাকে বাবে লুদের নিকট পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। প্রতিটি বস্তুই দাজ্জালের বাহিনীর লোকদেরকে দেখিয়ে দেবে এবং বলবে, হে মুমিন! এই হলো কাফের।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ পথিক প্রকাঃ ১৫৬৩)

সালেম তার পিতা থেকে, তার পিতা রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেন, ইহুদিরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আর তাতে তোমাদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি পাথরও বলবে, হে মুসলিম! এখানে আমার পিছনে ইহুদি আছে। তাকে হত্যা কর।

- (মারফু, মুআল্লাক, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬০০; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ২০৮৩৭, খন্ড ১১, পৃ: ৩৯৯; দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩ ইং)

আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহূদী পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে, পাথর বলবে, 'হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহূদী আছে, তাকে হত্যা কর।'

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ২৯২৬ [আঃ প্রঃ ২৭১১; ইসঃ ফাঃ ২৭২২]; সহীহুল মুসলিম ৫২/১৮ হাঃ ২৯২২/৭৫২৩)

আবূ হুরাইরা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ''কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে। এমনকি ইহুদী পাথর ও গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলে পাথর ও গাছ বলবে 'হে মুসলিম! আমার পিছনে ইহুদী রয়েছে। এসো, ওকে হত্যা কর।' কিন্তু গারক্বাদ গাছ [এরূপ বলবে] না। কেননা এটা ইহুদীদের গাছ।''

- (সহীহ, রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন) ১৩/১৮২৯; সহীহুল বুখারী ২৯২৬; সহীহুল মুসলিম ১৫৭, ২৯২২, ৭৫২৩; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪১৪; সহীহুল জামি ৭৪২৭; আহমাদ ৮৯২১, ৯৩৮৭, ১০৪৭৬, ২০৫০২)

আবু বকর ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহঃ) ..... ইবনু উমর (রা:) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই ইয়াহুদীরা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবে এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে। পরিশেষে পাথর (সন্ধান দিয়ে) বলবে, হে মুসলিম। এই যে ইয়াহুদী। এসো, তুমি তাকে হত্যা কর।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২২৫, ৭২২৭-(৭৯/২৯২১) [ইঃ ফাঃ ৭০৭১, ইঃ সেঃ ৭১২৫])

হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ইয়াহুদী সম্প্রদায় তোমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। তারপর তোমরা তাদের উপর জয়ী হবে। এমনকি পাথর বলে উঠবে, 'হে মুসলিম! এই তো ইয়াহুদী আমার পিছনে আছে, তুমি তাকে হত্যা কর।'

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২২৮ [ইঃ ফাঃ ৭০৭৪; ইঃ সেঃ ৭১২৮]; সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৩৬ [ইঃ ফাঃ ২২৩৯])

৬.৬১ ঈসা (আঃ) এর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ ও সকল যুদ্ধের অবসান

ইমাম জাহাজাহ থেকে ঈসা (আঃ) শাসন ক্ষমতা নিয়ে নিবেন এবং তিনিই তখন হবেন সারা বিশ্বের মুসলমানদের আমীর বা শাসক। তিনি দুনিয়াতে ৩৩ বছর শাসন করবেন ও এরপর মারা যাবেন। তার জামানাতে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করবে এবং কোন অমুসলিম জীবিত থাকবে না। এ কারণেই জিঝিয়া অকার্যকর হয়ে যাবে। কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে সকল আহলে কিতাবরা ঈসা (আঃ) এর আগমনের মাধ্যমে ঈমান এনে মুসলিম হবে।

আবূ হুরাইরাহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ আমার ও তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর মাঝে কোনো নবী নেই। আর তিনি তো অবতরণ করবেন। তোমরা তাঁকে দেখে এভাবে চিনতে পারবে যে, তিনি মাঝারি উচ্চতার, লাল-সাদা ও গেরুয়া রঙের মাঝামাঝি অর্থাৎ দুধে আলতা তাঁর দেহের রং হবে এবং তাঁর মাথার চুল ভিজা না থাকলেও মনে হবে চুল থেকে যেন বিন্দু বিন্দু পানি টপকাচ্ছে। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর নিধন করবেন ও জিযিয়া রহিত করবেন। তিনি তাঁর যুগে ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম বিলুপ্ত করবেন এবং মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমরা তাঁর জানাযা পড়বে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪৩২৪ [ইঃ ফাঃ ৪২৭৩]; ইবনু হিব্বান; মুসনাদে আহমদ ৯২৭০; আত-তামহীদ, ইবনু আব্দিল বার ১৪/২০১)

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের শেষ বিজয় হবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) এর মাধ্যমে আর তিনি ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে। তারপর আল্লাহ এক শীতল বাতাস দিয়ে মুমিনদের মৃত্যু ঘটাবেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৩; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২২৮)

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) বলেন, রসূল ﷺ কে বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) কত বছর পৃথিবী শাসন করবেন? তিনি বললেন, ৩৩ বছর। আর জান্নাতি যুবকদের বয়সও হবে ৩৩ বছর।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৪)

... আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ) *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আলমাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)
- * ঈসা (আঃ) এর শাসনকাল নিয়ে কয়েকটি হাদিস পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে ৭ বছর, ৩৩ বছর ও ৪০ বছর এবং সবগুলোই সহীহ রেওয়ায়েতে এসেছে। ৭ বছরের হাদিসটি যার থেকে বর্ণিত তার তথ্য ভুল (হয়তো স্মৃতিভ্রমের কারণে) হয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে।

আর ৩৩ বছর এবং ৪০ বছর এর মধ্যে ৩৩ বছর শাসনকাল হবে এটাই বেশি সঠিক এবং এর দলিলও বেশি এসেছে হাদিসে। আল্লাহু আলিম।

আরতাত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাজ্জালের পর ঈসা আলাইহিস সালাম ত্রিশ বছর জীবিত থাকবেন। আর প্রত্যেক বছর তিনি মক্কায় এসে নামাজ আদায় করবেন এবং তাকবির দিবেন।

- (মাকতু, সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬২৩)

আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা (আঃ) শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে আগমন করবেন। তিনি 'ক্রুশ' ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং তিনি যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন। তখন সম্পদের ঢেউ বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজদা করা তামাম দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পারঃ ''কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (ঈসা (আঃ)-এর) মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।'' (আন-নিসা, আঃ ১৫৯)

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৪৮, ২২২২ [আঃ প্রঃ ৩১৯৩; ইসঃ ফাঃ ৩২০২])

ইবনু মুসাইয়িব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরাইরা (রা:) কে বলতে শুনেছেন, রসূল ﷺ লেছেন, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই হয়তো তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, নিষ্ঠাবান নেতা হিসেবে অবতরণ করবেন। সে ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া উঠিয়ে নিবেন। এত পরিমাণ অধিক সম্পদ হবে যে,মানুষ তা গ্রহণ করবে না।

- (মারফু, মুআল্লাক, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬০১, একই রকম ১৬০৯; সহীহ মুসলিম ২৫২; সহীহ বুখারি ২২২২; সুনানু তিরমিযি ২২৩৩)

ইবনু তাউস রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তার পিতা তার নিকট বর্ণনা করে বলেন, ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম একজন সঠিক পথপ্রদর্শনকারী নেতা ও ন্যায়নিষ্ঠাবান হিসেবে অবতরণ করবেন। যখন তিনি অবতরণ করবেন, তখন তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া রদ করবেন। তখন সকল জাতি এক হয়ে যাবে। জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। এমনকি সিংহ গাভীর সঙ্গে থাকবে, আর গাভী সিংহকে নিজেদের ষাড় মনে করবে। এমনিভাবে বাঘ ছাগলের সঙ্গে থাকবে, আর ছাগল বাঘকে নিজেদের কুকুর মনে করবে। প্রত্যেক কষ্টদায়ক জিনিস অপসারিত করা হবে। মানুষ সাঁপের মাথার উপর পাড়াবে, তবুও সাঁপ তাকে ক্ষতি করবে না। কিশোরী ছোট কুকুরছানা বসানোর মতো সিংহকে বসাবে। আর এক আরবি ঘোড়ার মূল্য হবে বিশ দিরহাম।

- (মোকতু, সনদ ও অর্থ সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬০৪; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ২০৮৪০; সহিহ বুখারি: ২১৩৬; সহিহ মুসলিম: ২৫২, ২৫৪)

আবু হুরায়রাহ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এরশাদ করেন, আমার খুবই ইচ্ছে জাগে, আমার হায়াতটা যদি (এত) দীর্ঘ হত যে, আমি ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে যেতাম। সুতরাং, আমার মৃত্যু যদি (এর) আগেই চলে আসে, তাহলে (তোমাদের মধ্যে) যে তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম জানায়।

- (মুসনাদে আহমদ ৮/৯০, হাঃ ৭৯৫৮)

৬.৬২ দাব্বাতুল আরদ্ (অদ্ভুত প্রাণী) এর আবির্ভাব

দাব্বাতুল আরদ হচ্ছে ভূমিগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা এক প্রাণী যে মানুষের সাথে কথা বলবে। কুরআনে বলা আছেঃ

(٨٢) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ.

যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মাটির ভেতর হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সঙ্গে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী। (সূরা নামল, আয়াতঃ ৮২)

দাব্বাতুল আরদ বের হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার ১০টি বড় আলামতের একটি।

আল্লাহ তায়ালার বাণী- “যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ থেকে একটি জীব বের করব। যা তাদের সঙ্গে কথা বলবে।” (সুরা নামল)-এর ব্যাপারে ইবনু উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তারা সৎ কাজে আদেশ দিবে না এবং যখন তারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৫৮)

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে যতক্ষণ না মাটির নিচের প্রাণীর (দাব্বাতুল আরদ) উত্থান না হচ্ছে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৮২)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেন, অবশ্যই অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ মাজুজ ও দাব্বাতুল আরদ এর প্রকাশ ঘটবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৯)

উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয আনবারী (রহঃ) ... আবূ সারীহা হুযায়ফা ইবনু আসী'দ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কামরার ভেতর ছিলেন। তখন আমরা তাঁর থেকে একটু নীচু স্থানে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, তোমরা কি আলোচনা

করছিলে। আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষন না দশটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। পূর্ব দিগন্তে ভূমি ধ্বস, পশ্চিম অঞ্চলে ভূমি ধ্বস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধ্বস, ধুম্র, দাজ্জাল, **দাব্বাতুল আরদ**, ইয়াজুজ-মা-জুজ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং সর্বশেষ আদন এর গর্ত হতে অগ্নি প্রকাশিত হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। শু'বা (রহঃ) বলেন, ... আবু সারীহা থেকে ... অনুরূপ। তবে এতে নবী ﷺ উল্লেখ করেন, দশম নিদর্শন হিসাবে একজন ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণের কথা বলেছেন, অন্যজন বলেছেন যে, এমন ঝঞ্ঝা বায়ু (প্রবাহিত হবে), যা লোকদেরকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করবে।

- (সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫৫/ ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী (كتاب الفتن وأشراط الساعة) | হাদিস নাম্বার: ৭০২২)

উমায়্যা ইবনু বিসতাম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা নেক আমল করতে আরম্ভ কর। তা হল দাজ্জাল, ধোঁয়া, **দাব্বাতুল আরদ**, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, ব্যাপক বিষয় (কিয়ামত) এবং খাস বিষয় (ব্যক্তির মৃত্যু)।

- (গ্রন্থ: সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫৫/ ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী (كتاب الفتن وأشراط الساعة) | হাদিস নাম্বার: ৭১৩১/প্রায় একই রকম বর্ণনা ৭১৩০)

আবু হুরায়রাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন আর কারো ঈমান ও আমল তার কোন কাজে আসবে না, যদি তার পূর্বে ঈমান এনে না থাকে অথবা ঈমানের সাথে আমল সঞ্চয় না করে থাকে। আর তা হলো পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং **দাব্বাতুল 'আরদ** বের হওয়া।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৬৭; সহীহুল মুসলিম ২৪৯-(২৫৮); সুনান তিরমিযী ৩০৭২; মুসনাদে আহমাদ ৯৭৫; সহীহুল জামি' ৩০২৩)

মুসাদ্দাদ (রহঃ) .... হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়দ গিফারী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরের ছায়ায় বসে ছিলাম। আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ সময় আমাদের কন্ঠস্বর চড়ে গেলে, তখন রাসুসূল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ কিয়ামত কখনো হবে না, অথবা কিয়ামত ততক্ষণ কায়েম হবে না, যতক্ষণ না তার পূর্বে দশটি আলামত প্রকাশ পায়। তা হলোঃ ১। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে; ২। **দাববাতুল আরদ বের হবে**; ৩। ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে; ৪। দাজ্জাল বের হবে; ৫। ঈসা ইব্‌ন মারয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবে; ৬। ধোঁয়া প্রকাশ পাবে; ৭। তিনটি স্থান ধ্বসে যাবে-পশ্চিমে; ৮। পূর্বে; ৯। আরব উপদ্বীপ এবং ১০। সবশেষে ইয়েমেনের আদন প্রান্তর হতে আগুন বের হবে, যা লোকদের সিরিয়ার 'মাহ্‌শার' নামক স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

- (সহীহ, সূনান আবু দাউদ ইসঃ ফাঃ ৪২৬০)

আবূ সারীহা হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক হুজরা থেকে আমাদের দিকে উঁকি মেরে তাকালেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেনঃ দশটি নিদর্শন (আলামত) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, মসীহ্ দাজ্জালের আবির্ভাব, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, **দাববাতুল আরদ প্রকাশ পাওয়া**, ইয়াজূয-মাজূজের আবির্ভাব, ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের (উর্দ্ধজগত থেকে) অবতরণ, তিনটি ভূমিধ্বস- প্রাচ্যদেশে একটি, পাশ্চাত্যে একটি এবং আরব উপদ্বীপে একটি, এডেনের নিম্নভূমি আবয়ান এর এক কূপ থেকে অগ্নুৎপাত হবে যা মানুষকে হাশরের ময়দানে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা রাতে নিদ্রা গেলে এই আগুন থেকে থাকবে এবং তারা চলতে থাকলে আগুনও তাদের অনুসরণ করবে (তারা দুপুরে বিশ্রাম নিলে, আগুনও তখন তাদের সাথে থেমে থাকবে)।

- (সহীহুল মুসলিম ২৯০১/২৯৪১; সুনান আত তিরমিযী ২১৮৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৫৫/৪০৬৯; আবূ দাউদ ৪৩১১; মুসনাদে আহমাদ ১৫৭৮, ১৭১০। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ)

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই তোমরা নেক আমলে দ্রুততা অবলম্বন করো, তা হলো- (১) পশ্চিমাকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, (২) ধোঁয়া উত্থিত হওয়া, (৩) দাজ্জাল আবির্ভাব হওয়া, (৪) **দাব্বাহ, অদ্ভুত জন্তুর আত্মপ্রকাশ**, (৫) খাস বিষয় [কারো ব্যক্তিগত মৃত্যু] ও (৬) আম বিষয়/সার্বজনিক বিষয় [কেয়ামত]।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৭-(১২৮/২৯৪৭) [ইঃ ফাঃ ৭১৩০, ইঃ সেঃ ৭১৮২])

এটি কেয়ামতের একটি বড় আলামত এবং এটি যে ঘটবেই তা এই সকল সহীহ বর্ণনা থেকে জানা যায়।

ভ্রান্তি নিরসন

বিঃ দ্রঃ (১) দাব্বাতুল আরদ বা এই অদ্ভুত প্রাণী সম্পর্কে অনেক হাদিস এসেছে সহীহ সনদে। তবে এ নিয়ে কিছু মতবিরোধও হচ্ছে; মূলত এর কারণ হাদিস বর্ণনার জন্য। যেমন একটি হাদিসে দেখা গেছে যে, পশ্চিম আকাশে সূর্য ওঠাকে আগে বলা হয়েছে তারপর এই প্রাণী এর প্রকাশ এর কথা বলা হয়েছে। এতে কিছু আলেম মনে করেন যে এটি পশ্চিম আকাশে সূর্য ওঠার পরই প্রকাশ পাবেন। তবে তাদের এটা খেয়াল করা উচিত যে, সেই হাদিসে বলা আছে পশ্চিম আকাশে সূর্য এরপর সিরিয়ালভাবে বলা আছে। কিন্তু তা আদৌ সংঘটিত বা আলামত প্রকাশের সিরিয়াল হিসেবে ঠিক নয়। এভাবে তা নির্ণয় করা ঠিক নয়। কারণ একই বর্ণিত হাদিসেই পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় এর আলামত টি শেষে আছে এবং মাঝেও আছে। (২। দাববাতুল আরদ বের হবে; ৩। ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে; ৪। দাজ্জাল বের হবে; ৫। ঈসা ইব্‌ন মারয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবে; ৬। ধোঁয়া প্রকাশ পাবে; ৭। তিনটি স্থান ধসে

যাবে-পশ্চিমে; ৮। পূর্বে; ৯। আরব উপদ্বীপ এবং ১০। সবশেষে ইয়ামনের আদন প্রান্তর হতে আগুন বের হবে)

যদি আমরা ফিতনা ও কেয়ামতের আলামত সংক্রান্ত হাদিসগুলি দেখি তাতে এর ঠিক বিপরীত দেখা যায়। বা একটি আগে পিছে হবে এরকম পাওয়া যায়। যেমন দাজ্জাল আগে আসবে তারপর ঈসা (আঃ) তারপর তার জামানায় দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাবে এবং তারপরে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায়ও প্রকাশ পাবে।

- (সুনানু ইবনু মাজাহ ৪০৭৯ ও ৪০৮১ সহীহ, মুসনাদে আহমাদ ৩/পৃষ্ঠাঃ ৭৭ হাসান সহীহ, আল ফিতান ওয়াল মালাহিম; পৃষ্ঠাঃ ২৪২-২৪৩/২৪৭-২৪৮, আন নিয়াহা ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম- ইবনু কাসির গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ)

পশ্চিম আকাশে সূর্য ওঠা এর বর্ণনাতে বেশির ভাগ সময় এটিকে শেষেই বা মাঝে দেওয়া হয়েছে বা প্রথমে দেওয়া হয়েছে। এরকম হাদিসের বর্ণনা এর তারতম্য থাকার পরও এটাকে ঢালাও ভাবে কোনটির পর কোনটি হবে তা সাজানো সম্ভব না যদি অন্য হাদিসগুলোও বিশ্লেষণ না করা হয়। কিন্তু ঠিক এটাই অনেকে করছেন যা মোটেও ঠিক নয়।

একই বর্ণিত হাদিসে তারতম্য রয়েছে এই বর্ণনা এর- সুনানে ইবনু মাজাহ ৪০৪৫, সহীহ মুসলিম ৭৪৬৮, সহীহ মুসলিম ৭১৭৮ এবং এই বইতে দেওয়া উপরের হাদিসেগুলোতেও আলামত বর্ণনার সিরিয়ালে তারতম্য রয়েছে।

আর পশ্চিম আকাশে সূর্য ওঠার বিষয়টি বেশির ভাগ আলেমরাই ব্যক্ত করেছেন যে, এটি সর্বশেষে কেয়ামতের আলামত হবে এবং এরপর তাওবাহ এর দরজা বন্ধ হবে। কেয়ামতের আগে প্রত্যেক মুমিনদের জান একটি শীতল বাতাসের মাধ্যমে কবজ করার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে। একজনও মুমিন ব্যক্তি বা আল্লাহকে ডাকা ব্যক্তি পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর তখন সব চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষগুলোই জীবিত থাকবে যাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। তারা পশ্চিম আকাশে সূর্য ওঠা দেখে সেদিন ঈমান আনবে, তবে তাদের ঈমান আর কোন কাজে লাগবে না। তবে কিছু হাদিসে এসেছে, ৩টি আলামত প্রকাশ পাওয়ার আগেই সব আমল করে নিতে বলেছে ও ঈমান আনতে বলেছে। দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ ও পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়। এর ব্যাখ্যা রয়েছে যেমন- দাজ্জাল এর সময় ঈমান হারালে দাজ্জালের বাহিনী এর সাথে একসাথে ধ্বংস হতে হবে। আর সেই সময় ঈমানদাররাও ঈমান হারা হয়ে যাবে। তাই যারা আগে ঈমান আনে নি, সেই দাজ্জালের ফিতনাকালীন সময়ে তারা আবার ঈমান আনবে তা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব। আর পরে ঈমান আনার সুযোগও আর পাওয়া যাবে না হয়তো। যেমন হাদিসে এসেছে-

আবদ ইবন হুমায়দ (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেনঃ তিনটি বিষয় যখন প্রকাশিত হবে, ইতিপূর্বে যে ঈমান আনে নি (বা ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করে নি) সে সময় ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে নাঃ

لَمْ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

...সেগুলো হচ্ছে- দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়।

- (সহীহ, মুসলিম ১/৯৫-৯৬, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩০৭২ [আল মাদানী প্রকাশনী])
- আবু ঈসা বলেন হাদীসটি হাসান-সহীহ।

(২) আরেকটি বক্তব্য পাওয়া যায়-

(পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পরই জমিন থেকে এই অদ্ভুত জানোয়ারটি বের হবে। তাওবার দরজা যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে- এ কথাটিকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করার জন্য সে মুমিনদেরকে কাফির থেকে নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে আলাদা করে ফেলবে। মু'মিনের কপালে লিখে দেবে 'মুমিন' এবং কাফিরের কপালে লিখে দেবে 'কাফির'।)

হাদিস থেকে জানা যায় ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর কিছুকাল পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে এবং মানুষ আস্তে আস্তে আবারো ঈমানহারা হবে এরপর মুমিনদের জান কবজ করা হবে। তো এরপরে শুধু নিকৃষ্টরা থাকবে। তো কখন এরকম কপালে লিখে দিবে? যদিও লিখে দেয় তা কি তাওবাহ এর দরজা বন্ধ হওয়ার পরেই হবে?

এই বক্তব্য দেওয়ার আগে জানা উচিত যে, তাওবাহ এর দরজা বন্ধ হবে পশ্চিম আকাশে সূর্য ওঠার সাথে সাথে। আর এরপরই কিয়ামত হবে ওই সকল নিকৃষ্টদের উপরই। তখন কোন ঈমানদার ব্যক্তি জীবিতই থাকবে না। তাহলে কিভাবে তাদের কপালে মুমিন লিখে দিবে? এরপর আর কোন এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না যাতে এরকম ঘটবে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই সহীহ বর্ণনাই শুধু গ্রহণযোগ্য যা সকল হাদিসের বর্ণনা এর সাথে অনুকূলে যায়। হাদিস মান থেকেও এটি জানা যায়-

আবদ ইবন হুমায়দ (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ দাববার আবির্ভাব হবে আর তার সাথে থাকবে সুলায়মান (আঃ)-এর আংটি দিয়ে কাফিরের নাকে মোহর অংকিত করে দিবে। এমনকি এক খাদ্যের খাঞ্চায় যখন তারা একত্রিত হবে তখন একজন বলতে পারবে যে, এ মুমিন আর সে কাফির।

- (সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫০/ কুরআন তাফসীর (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ) | হাদিস নাম্বার: ৩১৮৭)
- *যঈফ, যঈফা ১১০৮, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩১৮৭ [আল মাদানী প্রকাশনী]*

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ একটি পশু আবির্ভূত হবে এবং তারা সাথে থাকবে দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর আংটি এবং মূসা ইবনে ইমরান (আ)-এর লাঠি। সে লাঠি দিয়ে মুমিন ব্যক্তির চেহারা উজ্জল করবে এবং আংটি দিয়ে কাফের ব্যক্তির নাকে চিহ্ন এঁকে দিবে। শেষে মহল্লাবাসী জমায়েত হয়ে একজন বলবে, হে মুমিন এবং অপরজন বলবে, হে কাফের।

- (যঈফ, সুনানে ইবনে মাজাহ | অধ্যায়ঃ ৩০/ কলহ-বিপর্যয় (كتاب الفتن) | হাদিস নাম্বার: ৪০৬৬)
- *(তিরমিযী ২১৮৭, আহমাদ ৭৮৭৭, ৯৯৮৮, যইফাহ ১৬০৮, যইফ আল-জামি' ২৪১৩। তাহকীক আলবানীঃ যইফ। উক্ত হাদিসের রাবী ১. আলী বিন যায়দ বিন জাদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান বলেন, তার হাদিস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়াবুব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজলী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) ২. আওস বিন খালিদ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়না। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমলী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়না।)*

৬.৬২.১ দাব্বাতুল আরদ্ এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

দাব্বাতুল আরদ মাটি থেকে বের হবে তাই এটি এক ধরনের বিশেষ প্রাণী। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে-

যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মাটির ভেতর হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সঙ্গে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী। (সূরা নামল, ৮২)

এই প্রাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন আলেমগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কেউ বলেছেন সালেহ (আঃ) এর উটনীর ছানা, কেউ বলেছেন দাজ্জালের হাদিসে বর্ণিত জাস্সাসা (গোয়েন্দা), কেউ কেউ বলেছেন, এটি হলো সেই সাপ যা পবিত্র কাবার দেয়ালে ছিল।
এগুলো আবার বিভিন্ন আলেম দ্বারাই ভুল ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত হয়েছে। অর্থাৎ, তারাই এইসকল ব্যাখ্যাকে ভুল বলেছেন। আর এই ব্যাখ্যাগুলো আসলে ভুলই। তারাই এর কারণ বলেছেন যে, কোনো একটি মতের স্বপক্ষে সহীহ কোনো দলীল পাওয়া যায় না।
শেষ মত যেটি পাওয়া যায়, শাইখ আহমাদ শাকের মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যায় বলেন, কোরআনের আয়াতে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় বলা আছে এটি হলো দাব্বাতুল আরদ। দাব্বা অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোনো প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; বরং আমরা বিশ্বাস করি আখেরী জামানায় একটি অদ্ভুত ধরনের জন্তু বের হবে। সে মানুষের সাঙ্গে কথা বলবে। কোরআন ও সহীহ হাদিসে তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আমরা তাতে বিশ্বাস করি। তবে আমরা সঠিক তথ্যটিই এখানে দেওয়া চেষ্টা করবো। ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী কবিতাতে এই প্রানী এর কথা উল্লেখ রয়েছে। সেখানে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে এর।

প্যারাঃ (৮৪)
সু-শৃঙ্খলময় শান্তি বিশ্বে,
করিবে বিরাজমান।
ছিয়াষট্টি তে ‘দাব্বাতুল আরদ’ এর,
হইবে উত্থান।

ব্যাখ্যাঃ দাজ্জাল কে হত্যা করার পর, ঈসা (আঃ) পৃথিবী তে সুখশান্তি দ্বারা শাসন করতে থাকবে। এমন সময় ২০৬৬ সালে "দাব্বাতুল আরদ্" নামক একধরনের প্রানী জমিনের নিচ থেকে বের হয়ে আসবে। কুরআনের সুরা নামলের ৮২ নং আয়াতে এই প্রানীর কথা বলা আছে। আর হাদিছে বলা আছে, এই প্রানির আগমন হলো কিয়ামত নিকটবর্তী হবার বিরাট একটি আলামত।

প্যারাঃ (৮৫)
পাখনা বিহীন, অসংখ্য প্রাণী,
বিড়ালের অবয়ব।
বাকশক্তিহীন দাঁত বিশিষ্ট তাদের,
গজবে নিঃশেষ করিবেন রব।

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে, এই দাব্বাতুল আরদ্ এর কোন পাখনা থাকবে না। তারা সংখ্যায় অগনিত হবে। দেখতে প্রায়ই বিড়ালের আকৃতির হবে। তাদের দাঁতের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকায় বোঝা যাচ্ছে দাঁতই তাদের মূল হাতিয়ার হবে। আর বিশেষ উল্লেখ্য যে, তারা কথা বলবে না। যেহুতু কুরআনে বলা আছে যে,

“যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে তখন আমি মাটির গহবর হতে বের করবো এক জীব (দাব্বাতুল আরদ্), যা তাদের সাথে কথা বলবে, এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনগুলো অস্বীকার করেছে”। (সুরা নামাল, আয়াতঃ ৮২)

তার প্রেক্ষিতে লেখল তার মুল কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে,

হযরত মিকাইয়া (আঃ) এর যামানায়, একজন নষ্টা নারী অন্যের দ্বারা গর্ভপাত করে একটি বাচ্চাপ্রসব করে বলে যে, এ বাচ্চাটি মিকাইয়ার বাচ্চা। তখন সবাই জড়ো হয়ে সত্য জানতে চাইলে, হযরত মিকাইয়া (আঃ) বাচ্চাটির পেটে হাত দিয়ে বলে যে, হে বৎস্য তোমার পিতার নাম কি? তখন নাবালক টি সঠিক উত্তর দেয়, যে মিকাইয়া নয় আমার বাবা "অমুক"।

এবং ইউসুফ (আঃ) এর সময়ও ইউসুফকে নির্দোষ প্রমাণ করতে একটি নাবালোক বাচ্চা কথা বলে সাক্ষী দেয়। এ দ্বারা এ কথা বলা যাবে না যে, বাচ্চা দুটি সবসময়ই কথা বলেছে/তারা কথা বলতো। বরং একথা বলা যায় যে, বাচ্চা দুটি একবার করে কথা বলেছে।

কারণ তা ছিলো, নবীদের নির্দোষ প্রমাণ করা এবং তা ছিলো হযরত মিকাইয়া (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এর মুজিজা। যেন সবাই নিদর্শন পেয়ে যায়, কেউ অস্বীকার না করে।

ঠিক তেমনি, এই দাব্বাতুল আরদ্ ও ঐ শিশুদের ন্যায় একবার কথা বলবে। যাতে করে যারা আল্লাহর নিদর্শন মানতো না তারা সঠিক জবাব পেয়ে যায়। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের উত্থান সমন্ধে জিজ্ঞাসিত করলে আল্লাহর হুকুমে, তারা মানুষের সামনে একবার কথা বলবে। আর তা হবে হযরত ঈসা (আঃ) এর মুজিজা।

আয়াত দ্বারা একথা বোঝানো হয়নি যে, দাব্বাতুল আরদ্ সবসময়ই কথা বলবে। বরং তারা একবার কথা বলবে। কারণ, কুরআনে বলা আছে, "তারা কথা বলবে এ কারণেই যে, মানুষ আল্লাহর নিদর্শন সমুহ অস্বীকার করেছে।" (সূরা নামল, আঃ ৮২)

তাই তারা একবার কথা বলবে যেন, অস্বীকারকারীগণ স্বীকার করে নেয়। তিনি লিখেছেন, এটাই ঐ আয়াতের সঠিক তাফসির।

তারা মানুষকে অত্যাচার করবে। অতঃপর, কোন এক ব্যধিতে ঐ বছরই তাদের ধ্বংস হবে।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত ব্যাখ্যা টি লেখক "আশ-শাহরান" এর নিজের লেখা ব্যাখ্যাই প্রচার করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী আগামী কথন এই ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট করে জানায় যা হাদিস এর বিপরীত নয়।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি পৃথিবী ধ্বংসের আলামতগুলো বলছিলেন। তিনি বললেন, মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবেন। সে সময়েই জমিন থেকে এক ধরনের প্রাণী বের হবে (দাব্বাতুল আরদ), যাদের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার ন্যায়। আর তাদের উত্থানে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।সে সময় মানুষ আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এর নিকট সেই প্রাণীর ব্যাপারে নালিস জানাবে। তখন ঈসা (আঃ) সেই প্রাণীদের নেতার সাথে কথা বলবেন। আর তা মানুষ প্রকাশ্যে শুনতে পাবে।

রাবী বলেন, তিনি আরও বলেছেন, এই প্রাণীর পতনের পরের বছরই, ইয়া'জুজ-মা'জুজ বের হয়ে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৯১)

হযরত আরতাত (রা:) বলেন, রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বেই মাটির নিচ থেকে এক ধরনের প্রাণী বের হবে, যারা বিভিন্ন দিকে ছুটে বেড়াবে। আর সেই প্রাণীর দলটির প্রধান মারিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) এর সাথে কথা বলবে যা মানুষ নিদর্শন স্বরূপ দেখবে। সেই প্রাণীকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন। অতঃপর, সেই বছর শেষেই মানুষ দুইটি সম্প্রদায়কে দেখতে পাবে। যারা তীর চালনাতে পারদর্শী থাকবে এবং পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষকেই হত্যা করবে।

তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ঘাড়ের ওপর আজাব নামবে, যাতে তাদের সকলেরই মৃত্যু ঘটবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা কোন দুটি সম্প্রদায়? তিনি বললেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদউস ১৮০৩; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৯০)

দাব্বাতুল আরদ্ এর বৈশিষ্ট্য

তারা এক প্রজাতির প্রাণী হবে। বিড়ালের থেকে বড়, শিয়ালের থেকে ছোট্ট। সামনের দুই পা থেকে পিছনের দুই পা, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই দুরত্বে (পেট ও পিঠ লম্বাটে)। অনেক দাত, ছোট ছোট, কিন্তু ধারালো। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে গোটা পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের মাটি খুড়ে খুড়ে নিচ থেকে বেড়িয়ে আসবে। সংখ্যায় অগনিত, গোনা যাবেনা।
তাদের কাজ হবে, মানুষকে বিরক্ত করা, কয়েকজন মিলে কোনো মানুষকে আক্রমণ করা। আক্রমণ করে, দাঁত ও নখ দিয়ে শরীরে ক্ষত করা, চিরে দেওয়া বা হত্যাও করা।
তারা দেখতে খুবই মিষ্টি হবে। মায়াবী হবে। কিন্তু দুষ্টমিতে সেরা। তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে হত্যাও করা সম্ভব।
মুল কথা, তারা আসবেই মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে আজাব স্বরূপ। কিন্তু তাদের দলের প্রধান প্রাণীটা, হযরত মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ) এর সাথে কথা বলবে এ কারণে যে, মানুষ আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করতো। সে কথা বলবে সবার সামনেই।

৬.৬২.২ দাব্বাতুল আরদ্ এর ধ্বংস

হাদিস থেকে জানা যায় প্রকাশের একই বছরে দাব্বাতুল আরদ্ সম্প্রদায় অজানা কোন রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে সবাই মারা যাবে।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি পৃথিবী ধ্বংসের আলামতগুলো বলছিলেন। তিনি বললেন, মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবেন। সে সময়েই জমিন থেকে এক ধরনের প্রাণী বের হবে (দাব্বাতুল আরদ), যাদের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার ন্যায়। আর তাদের উত্থানে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় মানুষ আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এর নিকট সেই প্রাণীর ব্যাপারে নালিস জানাবে। তখন ঈসা (আঃ) সেই প্রাণীদের নেতার সাথে কথা বলবেন। আর তা মানুষ প্রকাশ্যে শুনতে পাবে। রাবী বলেন, তিনি আরও বলেছেন, এই প্রাণীর পতনের পরের বছরই, ইয়াজুজ-মাজুজ বের হয়ে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৯১)

হযরত আরতাত (রা:) বলেন, রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বেই মাটির নিচ থেকে এক ধরনের প্রাণী বের হবে, যারা বিভিন্ন দিকে ছুটে বেড়াবে। আর সেই প্রাণীর দলটির প্রধান মারিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) এর সাথে কথা বলবে যা মানুষ নিদর্শন স্বরূপ দেখবে। সেই প্রাণীকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন। ...(প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ)

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদউস ১৮০৩; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৯০)

৬.৬৩ ইয়াজুজ-মাজুজ এর আবির্ভাব

ইয়াজুজ ও মাজুজ এর প্রকাশ কিয়ামত নিকটে হওয়ার আরেকটি বড় আলামত। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেন, অবশ্যই অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ মাজুজ ও দাব্বাতুল আরদ এর প্রকাশ ঘটবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮১৯)

দাব্বতুল আরদ ধ্বংসের পরের বছরই ইয়াজুজ-মা'জুজের প্রকাশ ঘটবে

হযরত আবু মুসা আসআরী (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি পৃথিবী ধ্বংসের আলামত গুলো বলছিলেন। তিনি বললেন, মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবেন। সে সময়েই জমিন থেকে এক ধরনের প্রাণী বের হবে (দাব্বাতুল আরদ), যাদের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার ন্যায়। আর তাদের উত্থানে মানুষ ক্ষতি গ্রস্থ হবে। সে সময় মানুষ আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এর নিকট সেই প্রাণীর ব্যাপারে নালিস জানাবে। তখন ঈসা (আঃ) সেই প্রাণীদের নেতার সাথে কথা বলবেন। আর তা মানুষ প্রকাশ্যে শুনতে পাবে। রাবী বলেন, তিনি আরও বলেছেন, এই প্রাণীর পতনের পরের বছরই, ইয়াজুজ-মাজুজ বের হয়ে আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৯১)

কিয়ামতের বড় আলামতের অন্যতম ইয়াজুজ-মাজুজ এর প্রকাশ

উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয আনবারী (রহঃ) ... আবূ সারীহা হুযায়ফা ইবনু আসী'দ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কামরার ভেতর ছিলেন। তখন আমরা তাঁর থেকে একটু নীচু স্থানে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, তোমরা কি আলোচনা করছিলে। আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষন না দশটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। পূর্ব দিগন্তে ভূমি ধস, পশ্চিম অঞ্চলে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস, ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, **ইয়াজুজ-মাজুজ**, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং সর্বশেষ আদন এর গর্ত হতে অগ্নি প্রকাশিত হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। শু'বা (রহঃ) বলেন, ... আবু সারীহা থেকে ... অনুরূপ। তবে এতে নবী ﷺ উল্লেখ করেন, দশম নিদর্শন হিসাবে একজন ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণের কথা বলেছেন, অন্যজন বলেছেন যে, এমন ঝঞ্ঝা বায়ু (প্রবাহিত হবে), যা লোকদেরকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করবে।

- (সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫৫/ ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী (كتاب الفتن وأشراط الساعة) | হাদিস নাম্বার: ৭০২২)

একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

- (সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৩২/ যুদ্ধ-বিগ্রহ (كتاب الملاحم) | হাদিস নাম্বার: ৪২৬০)
- (সহীহ মুসলিম ২৯০১/২৯৪১; সুনান আত-তিরমিযী ২১৮৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৫৫/৪০৬৯; সুনান আবূ দাউদ ৪৩১১; মুসনাদে আহমাদ ১৫৭৮, ১৭১০; তাহকীক আলবানীঃ সহীহ)

...আমার উম্মাতের একটি দল আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে থাকবে এবং যারা তাদের বিরোধিতা করতে চাইবে তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না বরং আল্লাহ মানুষের মাধ্য হতে কারো কারো হৃদয়কে বক্র করে দিবেন যাতে সেই দল তাদের বিরদ্ধে লড়াই করতে পারে। এবং তারা লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না কিয়ামাত অবতীর্ণ হয়। ঘোড়ার কপালে কিয়ামাত পর্যন্ত রহমত এবং কিতাল ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতক্ষন না ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে আসে। *

- (আল মুজাম আল কাবির (তাবারানি); নাসাঈ কর্তৃক অনুরুপ বর্ণনা পাওয়া যায়, হাদিসটি হাসান)
- * দাজ্জালের সাথে যুদ্ধই মুসলিমদের সর্বশেষ যুদ্ধ হবে এবং ইয়াজুজ মাজুজ এর বের হওয়ার সময় মানুষ তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। এতে কোন বৈপরীত্য নেই।

ভ্রান্তি নিরসন

ইয়াজুজ-মাজুজ নিয়ে বিভিন্ন এমন তথ্য এই জামানায় পাওয়া যায় যা কুরআন ও হাদিসের বিপরীত বাণী। মূলত এর কারণ মানুষ অলৌকিক-অজানাকে জানা বিষয়ের সাথে মিলিয়ে তার ব্যাখ্যা করে। কিছু এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে বলা হয়ে থাকে এই জাতি বা ওই জাতিই ইয়াজুজ-মাজুজ। তারা অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা আরো আগেই বেরিয়ে পড়েছে ইত্যাদি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এইসকল বর্ণনা একদমই ভুল। কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা ঘটবে তা সরাসরি হাদিসেই স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। তা থেকে এটি সহজেই বুঝা যায় যে দাজ্জাল বের হওয়া ও তারপর দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার আগে এই ইয়াজুজ-মাজুজ জাতির আবির্ভাব ঘটবে না। তাই বানোয়াট কোন মত গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিসে বর্ণিত আছে-

নাওয়াস ইবনু সাম'আন বলেন, কোন এক সকালে রসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জালের উল্লেখ করলেন, তাতে তিনি আওয়াজ নিচু ও উঁচু করছিলেন, এমনকি আমরা তাকে (দাজ্জালকে) প্রতিবেশীর খেজুর বাগানে ধারণা করেছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন: ‘‘আমি তোমাদের ওপর দাজ্জাল ব্যতীত অন্য কিছুর আশঙ্কা করছি, যদি সে বের হয় আর আমি তোমাদের মাঝে থাকি, তাহলে আমিই তাকে মোকাবিলা করব তোমাদের পরিবর্তে। যদি সে বের হয় আর আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তাহলে প্রত্যেকে তার নিজের জিম্মাদার, আর আমার অবর্তমানে আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের জিম্মাদার। দাজ্জাল কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক, তার চোখ ওপরে উঠানো, আমি তার উদাহরণ পেশ করছি আব্দুল উজ্জা ইবনু কুতনকে। তোমাদের থেকে যে তাকে পাবে

সে যেন তার ওপর সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে, নিশ্চয় সে বের হবে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে, সে ডানে ও বামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে, হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা দৃঢ় থাক''। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল, যমীনে তার অবস্থান কি পরিমাণ হবে? তিনি বললেন: ''চল্লিশ দিন, একদিন এক বছর সমান, অতঃপর একদিন এক মাসের সমান, অতঃপর একদিন এক জুমার সমান, অতঃপর তার অন্যান্য দিনগুলো তোমাদের দিনের ন্যায়''। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল, যে দিনটি এক বছরের ন্যায় সেখানে কি একদিনের সালাত যথেষ্ট?

তিনি বললেন: ''না, তোমরা তার পরিমাণ করবে''। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল যমীনে তার গতি কিরূপ হবে? তিনি বললেন: ''মেঘের মত, যাকে বাতাস হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, সে এক কওমের নিকট আসবে তাদেরকে আহ্বান করবে, ফলে তারা তার ওপর ঈমান আনবে ও তার ডাকে সাড়া দিবে, অতঃপর সে আসমানকে নির্দেশ করবে আসমান বৃষ্টিপাত করবে, যমীনকে নির্দেশ করবে যমীন শস্য জন্মাবে, এবং তাদের জন্তুগুলো সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে উঁচু চুটি, দুধে পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ দেহ নিয়ে। অতঃপর এক কওমের নিকট আসবে তাদেরকে দাওয়াত দিবে, কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে, সে তাদের থেকে চলে যাবে ফলে তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে তাদের হাতে তাদের সম্পদের কিছুই থাকবে না। সে ধ্বংস স্তূপের পাশ দিয়ে যাবে অতঃপর তাকে বলবে: তোমার সম্পদ তুমি বের কর, ফলে তার সম্পদ তার অনুগামী হবে মক্ষী রাণীর ন্যায়, অতঃপর সে পূর্ণ এক যুবককে ডাকবে ও তলোয়ারের আঘাতে দু'টুকরো করে টিলার দূরত্ব পরিমাণ দুই ধারে নিক্ষেপ করবে, অতঃপর তাকে ডাকবে সে এগিয়ে আসবে ও হাসিতে তার চেহারা উজ্জ্বল থাকবে। দাজ্জাল এরূপ করতে থাকবে, এমতাবস্থায় আল্লাহ মাসিহ ইবনু মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন, তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে সাদা মিনারের কাছে অবতরণ করবেন দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ফেরেশতাদের ডানার ওপর তার দু'হাত রেখে। যখন তিনি মাথা নিচু করবেন (বৃষ্টির ন্যায়) পানি টপকাবে, যখন তিনি মাথা উঁচু করবেন মুক্তোর ন্যায় শ্বেত পাথর পড়বে, (অর্থাৎ পরিষ্কার পানি)। কোন কাফের এর পক্ষে সম্ভব হবে না তার শ্বাসের গন্ধ পাবে আর বেঁচে থাকবে, তার শ্বাস সেখানে যাবে যেখানে তার দৃষ্টি পৌঁছবে। তিনি তাকে সন্ধান করবেন অবশেষে 'লুদ্দ' নামক দরজার নিকট তাকে পাবেন, অতঃপর তাকে হত্যা করবেন।

অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম এক কওমের নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জাল থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্তবা সম্পর্কে তাদেরকে বলবেন। <u>এমতাবস্থায় আল্লাহ তার নিকট ওহী করবেন, আমি আমার এমন বান্দাদের বের করেছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার সাধ্য কারো নেই, অতএব তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে তুরে আশ্রয় গ্রহণ কর, আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রেরণ করবেন, তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ছুটে আসবে</u>। তাদের প্রথমাংশ পানিতে পূর্ণ (ভরা) নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তারা তার পানি পান করে ফেলবে। তাদের শেষাংশ অতিক্রম করবে ও বলবে: এখানে কখনো পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ তুরে আটকা পড়বেন,

অবশেষে গরুর একটি মাথা তাদের নিকট বর্তমানে তোমাদের একশো দিনার থেকে উত্তম হবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ আল্লাহর নিকট মনোনিবেশ করবেন, ফলে আল্লাহ তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের) গ্রীবায় গুটির রোগ সৃষ্টি করবেন, ফলে তারা সবাই এক ব্যক্তির মৃতের ন্যায় মৃত পড়ে থাকবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ যমীনে অবতরণ করবেন, তারা যমীনে এক বিঘত জায়গা পাবে না যেখানে তাদের মৃত দেহ ও লাশ নাই। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ আল্লাহর নিকট দো'আ করবেন, ফলে তিনি উটের গর্দানের ন্যায় পাখি প্রেরণ করবেন, তারা এদেরকে বহন করে আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, কাঁচা-পাকা কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে সে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করবে না, জমিন ধৌত করে অবশেষে আয়নার মত করে দিবে। অতঃপর জমিনকে বলা হবে: তোমার ফল তুমি জন্মাও, তোমার বরকত তুমি ফেরত দাও, ফলে সেদিন এক দল লোক একটি আনার ভক্ষণ করবে এবং তার ছিলকা দ্বারা ছায়া গ্রহণ করবে, দুধে বরকত দেয়া হবে ফলে এক উটের দুধ কয়েক গ্রুপ মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। এক গরুর দুগ্ধ এক গ্রামের জন্য যথেষ্ট হবে। এক বকরির দুগ্ধ এক পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা এভাবেই জীবন যাপন করবে, এমতাবস্থায় আল্লাহ পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা তাদের বগলের নিচ স্পর্শ করবে, ফলে সে প্রত্যেক মুমিন ও মুসলিমের রূহ কব্জা করবে, তখন কেবল সবচেয়ে খারাপ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে, তারা গাধার ন্যায় (সবার সামনে) যৌনাচারে লিপ্ত হবে, অতঃপর তাদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে"।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম; সহীহ হাদিসে কুদসি ১৬২)
- (সহীহ, সহিহাহ ৪৮১; তাখরিজ ফাযায়েলুশ শাম ২৫; সূনানে তিরমিজী ইসঃ ফাঃ ২২৪৩ [আল মাদানী প্রকাঃ ২২৪০])

৬.৬৩.১ ইয়াজুজ-মাজুজ এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

কুরআনে ইয়াজুজ-মাজুজ এর বর্ণনা

إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الأَرْضِ (الكهف)

আল্লাহর বাণীঃ নিশ্চয়ই ইয়া'জূজ মা'জূজ পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। (সূরা কাহফ, আঃ ৯৪)

কুরআনে আরো বলা হয়েছে, "তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। তিনি বললেন, যে কেউ সীমা লঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেবো। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি

দেবেন। এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেবো। অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। আবার তিনি এক পথ ধরলেন। অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মা'জুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেবো। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর ওপর ঢেলে দেই।

অতঃপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তার ওপর আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না। যুলকারনাইন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। আমার পরওয়ারদিগারের ওয়াদা পূর্ণ হলে তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আমার পরওয়ারদিগারের ওয়াদা সত্য''। (সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ৮৪-৯৮)

অন্যত্র এসেছে, 'এবং সম্ভব নয় আমার ইচ্ছায় বিনাশকৃত জনপদবাসীরা ফিরে আসবে। যতদিন না ইয়াজুজ মা'জুজ উন্মুক্ত ও প্রত্যেক উচ্চ ভূমি হতে বহির্গত হবে। খাঁটি শাস্তির ওয়াদা আসন্ন হলেই কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, বলতে থাকবে- হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা এ হতে গাফিল ছিলাম, বরং আমরা ছিলাম জালেম ও সীমালংঘনকারী'। (সূরা আম্বিয়া, আয়াতঃ ৯৫-৯৭)

তবে স্বভাবতই মনের কোণে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে, এই ইয়া'জুজ মা'জুজ কারা? এতদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সহীফা এবং প্রামান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তার সারকথা এই: (ক) হযরত নূহ (আ:)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের পর তার বংশধর তিন ব্যক্তি হতে বিশ্বময় বিস্তৃত হয়েছে। (১) হাম (২) শাম এবং (৩) ইয়াফিস। আরব, আজম ও রোমের পূর্বপুরুষরা ছিলেন শাম-এর বংশধর। ইথিওপিয়া বা হাবশা এবং নাওবা অঞ্চলের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন হাম-এর বংশধর। তুর্কি, সাকালিপ এবং ইয়াজুজ-মাজুজের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইয়াফিস-এর বংশধর। (শরহে আকাদায়ে সিফারনিয়্যাহ ২/১ ১৪)।

বিক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে সরাসরি পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা

ইয়া'জুজ ও মা'জুজ বনী আদমের অন্তর্ভুক্ত দুটি জাতি। তারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। ইয়া'জুজ-মা'জুজ কোনো আজব প্রাণী নয়। বরং তারাও আদম সন্তান। হযরত নুহ (আ.)-এর পুত্র ইয়াফেসের বংশধর। (মুসনাদে আহমাদ ৫/১১)

ইয়া'জুজ ও মা'জুজ হলো দুইটি গোত্রের নাম। যারা উপজাতির মতই। ঐ যুগে মানুষ যতটা উন্নত ও সভ্য জগতে অগ্রসর হচ্ছিল, অন্যদিকে ইয়া'জুজ-মা'জুজ সম্প্রদায় ততটাই মূর্খ ও আদিম স্বভাবের ছিলো।

তারা তীর ধনুকে অত্যান্ত পারদর্শী ছিলো। যা তাদের সম্প্রদায়ের নাম-ডাক বৃদ্ধি করতো এবং বাকিরা ভয়ও করতো তাদের। তারা আল্লাহর দ্বীনকে প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন শয়তান পুজারী ছিলো এবং নগরীসমুহে আক্রমণ করে তাদের সবকিছু লুন্ঠন করতো ও সবাইকে হত্যা করতো। তারা এমন একটি অঞ্চলে (জঙ্গলে) বসবাস করতো যে, সেখান থেকে নগরীর দিকে প্রবেশের জন্য দুইটি বৃহৎ পর্বতের গিরিপথ দিয়েই কেবল মাত্র আসা সম্ভব ছিলো।

যখন জুলকারনাইন বিশ্ব শাসন করতেন তখন তিনি বিশ্ব ভ্রমনে বের হন। ঘটনাক্রমে তিনি ঐ সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়। এবং উক্ত অঞ্চলের যে সকল রাজা ছিলো এবং জনগণ ছিলো তারা বাদশা জুলকারনাইনকে ইয়া'জুজ-মা'জুজদের সকল কথা বললো এবং সাহায্যের জন্য বললো। আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনের ঘটনায় বলেন,

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيۡنَ ٱلسَّدَّيۡنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوۡمٗا لَّا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ قَوۡلٗا ٩٣ قَالُواْ يَٰذَا ٱلۡقَرۡنَيۡنِ إِنَّ يَأۡجُوجَ وَمَأۡجُوجَ مُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلَىٰٓ أَن تَجۡعَلَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَهُمۡ سَدّٗا ٩٤ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيۡرٞ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجۡعَلۡ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا ٩٥ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلۡحَدِيدِ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيۡنَ ٱلصَّدَفَيۡنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارٗا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرٗا ٩٦ فَمَا ٱسۡطَٰعُوٓاْ أَن يَظۡهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَٰعُواْ لَهُۥ نَقۡبٗا ٩٧ قَالَ هَٰذَا رَحۡمَةٞ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعۡدُ رَبِّي حَقّٗا ٩٨﴾ [الكهف: ٩٣- ٩٨]

"অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে জুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রচীর নির্মাণ করে দিবেন। তিনি বললেন, আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর

নির্মাণ করে দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা হাঁপরে ফুঁক দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস। আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়া'জুজ ও মা'জুজের দল তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না। জুলকারনাইন বললেন, এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।'' [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৯৩-৯৮]

এর ফলে ইয়া'জুজ-মা'জুজ আর নগরী বা বহির্বিশ্বে আসতে পারলো না এবং ঐ জঙ্গলেই উপজাতি হিসেবে রয়ে গেলো। এরপর রসূল ﷺ এর জামানায় কিছুটা দেওয়াল ছিদ্র করে এবং এরপর তারা কি করেছে জানা নেই।

তবে হযরত ঈসা (আঃ) এর জামানায় তাদের সংখ্যা হবে সর্বাধিক। এবং আল্লাহ হযরত দাউদের (আঃ) সময় শনিবারের আইন না মানার জন্য যেমন একদলকে বানর বানিয়ে দিয়েছিলো, তদরুপ ইয়া'জুজ-মা'জুজদের আকৃতি বিকৃতি করে দিবেন। ফলে তারা কেউ লেজ, ক্যাঙ্গারুর মত পা, বৃহৎ পা, বৃহৎ কান, এ জাতীয় রুপ পাবে।

নবী ﷺ বলেছেনঃ ''আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ হে আদম, সে বলবেঃ সদা উপস্থিত এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য প্রচেষ্টার পর প্রচেষ্টা, কল্যাণ কেবল তোমার হাতেই। তিনি বলবেনঃ জাহান্নামী দল বের কর। তিনি বলবেনঃ জাহান্নামী দল কোনটি? তিনি বলবেনঃ প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বই জন, তখনই ছোটরা বার্ধক্যে উপনীত হবে। সকল গর্ভবতী তার গর্ভ পাত করবে, তুমি দেখবে মানুষরা মাতাল, অথচ তাদের সাথে মাতলামি নেই, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি খুব কঠিন। তারা বললঃ হে আল্লাহর রসূল আমাদের থেকে সে একজন কে? তিনি বললেনঃ ''সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের থেকে একজন ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ থেকে এক হাজার। অতঃপর তিনি বলেনঃ যার হাতে আমার নফস তার কসম করে বলছিঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতিদের এক চতুর্থাংশ হবে''। আমরা তাকবীর বলে উঠলাম। তিনি বললেনঃ ''আমি আশা করছি তোমরা জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ হবে''। আমরা তাকবীর বললাম। তিনি বললেনঃ ''আমি আশা করছি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে''। আমরা তাকবীর বললাম। তিনি বললেনঃ ''মানুষের ভিতরে তোমরা সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো চুলের ন্যায়, অথবা কালো ষাঁড়ের গায়ের একটি সাদা চুলের ন্যায়''। [বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ]

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫০ | হাদিস নাম্বার: ৩১১১; সহীহ হাদিসে কুদসিঃ ৭০)

যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা:) থেকে বর্ণিতঃ একবার নাবী ﷺ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের লোকেদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য বা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়া'জুজ ও মা'জুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথার বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সঙ্গের শাহাদাত

আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহশ (রা:) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপকাজ অতি মাত্রায় বেড়ে যাবে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ৩৩৪৬, ৩৫৯৮, ৭০৫৯, ৭১৩৫ [আঃ প্রঃ ৩০৯৮; ইসঃ ফাঃ ৩১০৬]; সহীহুল মুসলিম ২৮৮০ [হাদিস একাডেমি ৭১২৭]; মুসনাদে আহমাদ ২৬৮৬৭, ২৬৮৭০; সহীহাহ ৯৮৭; আল লু'লু ওয়াল মারজান ১৮২৯)
- (সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৮৭ [ইঃ ফাঃ ২১৯০]; ইবনু মাজাহ সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৩/৩৯৫৩; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৪২)

মুসলিম ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন, ইয়া'জুজ ও মা'জুজের প্রাচীরে আল্লাহ এ পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন। এই বলে, তিনি তাঁর হাতে নব্বই সংখ্যার আকৃতি ধারণ করে দেখালেন। (অর্থাৎ তিনি নিজ শাহাদাত আঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাংগুলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন।)

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ৩৩৪৭, ৭১৩৬ [আঃ প্রঃ ৩০৯৯; ইসঃ ফাঃ ৩১০৭]; সহীহুল মুসলিম ৫২/১ হাঃ ২৮৮১; আহমাদ ৮৫০৯; আল লু'লু ওয়াল মারজান ১৮৩০)

কাব (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইয়া'জুজ মা'জুজের বের হওয়ার সময় হবে, তখন তারা এতটুকু পরিমাণ খনন করবে যে, তারা তাদের নিকটবর্তী লোকদের কুঠারের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পাবে। অতঃপর যখন রাত আসে, তখন তারা বলে, আমরা আগামীকাল খুলবো এবং বাহির হবো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তারা (পুনরায়) এতটুকু পরিমাণ খনন করবে যে, তারা তাদের নিকটবর্তী লোকদের কুঠারের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পাবে। অতঃপর যখন রাত আসে, তখন তারা বলে, আমরা আগামীকাল খুলবো এবং বাহির হবো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ওটা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। তারা (পুনরায়) এতটুকু পরিমাণ খনন করবে যে, তারা তাদের নিকটবর্তী লোকদের কুঠারের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পাবে। অতঃপর যখন রাত আসে, তখন তৃতীয়বারে তাদের একজনের যবানে আল্লাহ তায়ালা দান করবেন, যার ফলে সে বলবে, যদি আল্লাহ তায়ালা চান, তাহলে আগামীকাল আমরা বের হবো। পরবর্তী দিন তারা খনন করবে, তখন তারা হয়ে আসবে। অতঃপর তাদের প্রথম দল তাবরিয়ার জলাশয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম আগের দিন যেমন রেখেছিল তেমনি পাবে। অতঃপর তারা খনন করবে এবং বের করবে এবং তার পানি পান করে ফেলবে। তাদের দ্বিতীয়দল তার মাটি চাটবে। অতঃপর তাদের তৃতীয়দল বলবে, এখানে একবার পানি ছিল। মানুষ তাদের থেকে পলায়ন করবে। তাদের জন্য কেউ দাঁড়াবে না। তিনি বলেন, অতঃপর তারা তাদের তীরন্দাজ দিয়ে আকাশে তীর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর উক্ত তীরগুলো রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা দুনিয়াবাসী

ও আকাশবাসীদের হত্যা করেছি। অতঃপর ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহিস সালাম তাদের জন্য বদদুআ করে বলবেন, হে আল্লাহ! তাদের সঙ্গে (যুদ্ধ করার) শক্তি ও সামর্থ আমাদের নেই। আপনি যেভাবে চান, তাদের ব্যাপারে আমাদের জন্য যথেষ্ঠ হোন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর পোকা চাপিয়ে দিবেন। যাকে নাগাফ বলা হয়। তা তাদের ঘাড় ছিঁড়ে খাবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পাখি প্রেরণ করবেন, যা তাদেরকে তাদের ঠোঁট দিয়ে ধরে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ঝর্ণা (প্রচুর বৃষ্টি) প্রেরণ করবেন, যা পৃথিবী ও পৃথিবীর উদ্ভিদকে পবিত্র করবে। অবশেষে একটি আনার হতে 'সাকান' পরিতৃপ্ত হবে। কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সাকান হল- ঘরওয়ালারা।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৩৯)

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের পুরুষরা এক হাজার বা তার থেকে বেশি সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যায়। ওয়াকি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার সনদে আমর ইবনু মাইমুনের কথা উল্লেখ করেননি।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৪১)

হাসসান ইবনু আতিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়াজুজ মাজুজ দুটি জাতি হবে। প্রত্যেক জাতিতে একলাখ জাতি। যা অন্য জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য নয়। সন্তান-সন্ততির একশত চোখ না দেখা পর্যন্ত কোন লোক মারা যায় না। অর্থাৎ একশত সন্তান।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৪৭)

ইবনু মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ হতে প্রত্যেক ব্যক্তি একহাজার সন্তান-সন্ততি বা তার থেকে বেশি রেখে মারা যাবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৪৯)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের প্রথমজনেরা দজলা নদীর মতো নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। অতঃপর তাদের শেষদলও সেখান দিয়ে অতিক্রম করবে আর বলবে, এখানে একসময় পানি ছিল। তাদের কোন পুরুষ একহাজার বা তার থেকে বেশি সন্তান-সন্ততি রাখা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে না। তাদের পরে তিনটি জাতি। তাদের সংখ্যা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। (তিনটি জাতি হল)- তাওয়িল, তারিস এবং নাসিক অথবা নাসাক। সনদে শুবা হতে সন্দেহ রয়েছে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৫৪)

তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও মুসলিমরা তুর পর্বতে আশ্রয় নিবে

মুহাম্মাদ ইবন বাশশার প্রমুখ (রহঃ) ...... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। (যুলকারনায়ন নির্মিত) প্রাচীর সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেছেনঃ এটিকে এরা (ইয়াজুজ মাজুজেরা) প্রতি দিনই খোঁড়ে। শেষে যখন বিদীর্ণ করে ফেলার উপক্রম হয় তখন তাদের উপর দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি

বলেঃ তোমরা ফিরে চল। আগামীকাল এসে আমরা এটা বিদীর্ণ করব। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এর মধ্যে এই প্রাচীরটিকে আল্লাহ্ তা'আলা আগে যা ছিল তার চেয়েও উত্তমরূপে পুনর্নির্মিত করে দেন। অবশেষে যখন নির্ধারিত দিন এসে পৌঁছবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এদের মানুষের বিরুদ্ধে পাঠানোর ইচ্ছা করবেন; সে সময় তাদের দায়িত্বে নিযুক্ত নেতাটি বলবে, তোমরা ফিরে চল, তোমরা আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ এটি বিদীর্ণ করবে। সেই ইনশাআল্লাহর সঙ্গে তারা কথা বলবে। পরে তারা যখন ফিরে আসবে তখন গতদিন যেভাবে ছেড়ে রেখে গিয়েছিল সেই অবস্থায়ই তারা এটি পাবে। তখন তারা এটি বিদীর্ণ করে ফেলবে এবং মানুষের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়বে। তারা সব পানি পান করে ফেলবে। আর লোকজন তাদের থেকে পালিয়ে যাবে। এরপর তারা তাদের তীরগুলো আসমানের দিকে ছুঁড়বে। এগুলো রক্ত রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তারা নিজেরা বর্বরতা ও অহংকারে মদমত্ত হয়ে বলবে, পৃথিবীতে যা আছে তাদের পরাজিত করলাম এবং আকাশবাসীদের উপরও জয়লাভ করলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পিঠে একদল (জীবাণু) প্রেরণ করবেন। এতে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।
কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এদের গোশত ভক্ষণ করে পৃথিবীর জীবজন্তুগুলো মোটা, সতেজ ও চর্বিময় হয়ে উঠবে।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৮০; সুনান তিরমিজী ইঃ ফাঃ ৩১৫৩ [আল মাদানী প্রকাঃ ৩১৫৩]; সহীহাহ ১৭৩৫৮)

হজরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করার পর পৃথিবীতে যখন মোটামুটি স্বস্তি ফিরে আসবে ঠিক তখন আল্লাহ তায়ালা ঈসাকে (আ.) বলবেন, এখন আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোকদের বের করব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারও নেই। তাই আপনি মুসলমানদের সমবেত করে তূর পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করুন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে, যেন ওপরের দিক থেকে বড় পাথর পিছলে নিচে গড়িয়ে পড়ছে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম, হাঃ একাঃ ৭২৬৩-(১১০/২৯৩৭) [আন্তঃ নাম্বারঃ ২৯৩৭])

জুবাইর ইবনু নুফাইর (রা:) রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ হতে বাঁচতে মুসলমানদের দূর্গ হবে তুর পাহাড়।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৩৮)

আবু যাহেরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া'জুজ মা'জুজ মানুষদের তুর পাহাড়ে অবরুদ্ধ করে রাখবে। এমনকি তাদের কাছে ষাঁড়ের মাথার মূল্য একশত দিনার থেকেও উত্তম হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৪৪)

৬.৬৩.২ আবারো দুই তৃতীয়াংশ মানুষ হত্যা

এরপর তারা বেরিয়ে আসবে ও সে সময়ের জীবিত থাকা মানুষদের থেকে ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষকে হত্যা করবে। তাদের সাথে কেউ লড়াই করতে পারবে না। তখন ঈসা (আঃ) ও তার অনুসারীরা (মুসলিমরা) তূর পর্বতে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদে থাকবে।
অবস্থা এমন হবে যে, এই বর্বর জাতি মনে করবে যে পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করে ফেলেছে। এরপরই তারা আকাশবাসীকেও হত্যা করতে চাইবে। একপর্যায়ে তারা মানুষদের হত্যা করে আসমানে তীর ছুড়বে, আল্লাহ বা প্রভুকে হত্যা করতে। আল্লাহ তাদের তীরের মাথায় রক্ত সহ ফেরত দিবে যেমনটি হাদিসে এসেছে। ফলে তারা আসমানবাসীদেরকে হত্যার আনন্দ অনুভব করবে। হাদিসে এসেছে-

...অতঃপর, সেই বছর শেষেই মানুষ দুইটি সম্প্রদায়কে দেখতে পাবে। যারা তীর চালনাতে পারদর্শী থাকবে এবং পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষকেই হত্যা করবে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ঘাড়ের ওপর আজাব নামবে, যাতে তাদের সকলেরই মৃত্যু ঘটবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা কোন দুটি সম্প্রদায়? তিনি বললেন, ইয়া'জুজ ও মা'জুজ।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদউস ১৮০৩; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৯০)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, হে আমার উম্মত! তোমরা সাবধান হও। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেদ এর সময় হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই তারা তোমাদের পাকড়াও করবে। তখন তোমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) এর আনুগত্য করবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৮৩)

হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, 'ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর ভেদ করে পৃথিবীর মানুষের ভেতর বের হয়ে আসবে। আল্লাহ যেমন বলেছেন, উঁচু ভূমি থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামবে। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে তারা ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে দেবে। তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানরা গবাদি পশু সঙ্গে করে যার যার শহরে ও দুর্গে আশ্রয় নেবে। ইয়াজুজ-মাজুজ ভূপৃষ্ঠের পানি খেয়ে ফেলবে। তাদের প্রথম দল নদীর পানি এই পরিমাণ নিঃশেষ করবে যে, তা শুকিয়ে যাবে। তাদের পরবর্তী দল সে স্থান অতিক্রম করার সময় বলাবলি করবে, এখানে তো কোনো কালে পানি ছিল না!'

- (মুসনাদে আহমাদ ১১৭৩১; কানজুল উম্মাল ৩৮৬৪৫)

ইয়াজুজ-মাজুজ তাবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করে পৃথিবীতে সাধারণ মানুষদের খুন করতে থাকবে। অতঃপর বাইতুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী পাহাড় জাবালুল খামারে আরোহণ করে ঘোষণা করবে আমরা পৃথিবীর অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদের খতম করার পালা। তখন তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর আদেশে সেসব তীর

রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে। তারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।

- (সহীহ, ছহীহ মুসলিম, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৯৩৭)

এখন একটি প্রশ্ন থেকেই যায় সবার মনে যে, ঈসা (আঃ) এর জামানাতে ইয়াজুজ-মা'জুজের আবির্ভাব হবে তাহলে তাদের সাথে ঈসা (আঃ) মুসলিমদেরকে নিয়ে যুদ্ধ করবে না কেন? উল্টা তারা সকলে তুর পাহাড়ে আশ্রয় নিবে যুদ্ধ না করে! এর কারণ হিসেবে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যায়, একটি হচ্ছে হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী যাতে বলা হয়েছে দাজ্জাল ও তার বাহিনীর সাথে যুদ্ধই হচ্ছে মুসলিমদের সর্বশেষ যুদ্ধ এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে ইয়াজুজ-মা'জুজ এমন সম্প্রদায় তার সাথে যুদ্ধ করে মানুষ জাতি পারবে না এবং এটি আল্লাহই বলে দিয়েছেন। এই দুটি কারনের ব্যাপারে হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হকের পক্ষে যুদ্ধ করবে, তারা দুশমনদের উপর বিজয় থাকবে, তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। (অর্থাৎ, দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ নেই)

- (সহীহুল মুসলিম ২৯২, ৪৭১৭; সুনান আবু দাউদ ২৪৮৪; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৫১, ১১৬৭; মুসনাদে আহমদ ১৯৮৯৫; মুসতাদরাকে হাকিম ৩/৪৫০)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে পাঁচটি যুদ্ধ হবে। দুটি যুদ্ধ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তিনটি এই উম্মতের মধ্যে ঘটবে। আর তা হল তুর্কিদের যুদ্ধ, রোমের যুদ্ধ আর দাজ্জালের যুদ্ধ। আর দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের পর আর কোনো যুদ্ধ নেই।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৯১৮; আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ইমাম আদ-দানী ১/৯২৭ হাঃ ৪৮৬; কিতাবুল আমালী, ইবনুল হুসাঈন ২/২৯৬)

...রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যাকেই তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস স্পর্শ করবে সেই মারা যাবে। চক্ষু দৃষ্টি যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেখানে পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস পৌছবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করবেন এবং লুদ (বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী একটি শহর)-এর নগর দরওয়াজার কাছে তাকে পাবেন। তারপর একে তিনি হত্যা করবেন।
আল্লাহ যতদিন চান তিনি এভাবে বসবাস করবেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাকে ওয়াহী পাঠাবেনঃ আমার বান্দাদেরকে তুর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। আমি আমার এমন একদল বান্দা নামাচ্ছি যাদের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কারো নেই। এরপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের দল পাঠাবেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বিবরণ মত প্রতি 'উচ্চ ভূমি থেকে তারা ছুটে আসবে'।... (সংক্ষিপ্ত)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৩-(১১০/২৯৩৭) [ইঃ ফাঃ ৭১০৬, ইঃ সেঃ ৭১৬০]; সুনান তিরমিজী ইঃ ফাঃ ২২৪৩ [আল মাদানী প্রকাঃ ২২৪০]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৭৫; আবূ দাউদ ৪৩২১; ইবনু মাজাহ ৪০৭৫; মুসনাদে আবদ ইবনু হুমায়দ ৩৬৫; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১০৭৮৩; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৮৮৪; সহিহাহ ৪৮১; তাখরিজ ফাযায়েলুশশাম ২৫;)

আলী ইবনু হুজর আস্ সাদী (রহঃ) ..... আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবির (রা:) থেকে এ সূত্রে অবিকল হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে "এখানেও এক সময় পানি ছিল" এ কথার পর বর্ধিত এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, এরপর তারা অগ্রসর হতে থাকবে। পরিশেষে যেতে যেতে তারা জাবালে খামার নামক স্থানে গিয়ে পৌছবে। এ হলো, বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি পর্বত। এখানে পৌছে তারা বলবে, আমরা তো পৃথিবী বাসীদেরকে নিঃশেষ করে দিয়েছি। এসো, আকাশমণ্ডলীর সত্তাকেও নিঃশেষ করে দেই। এ বলেই তারা আকাশের পানে তীর ছুঁড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তীর রক্তে রঞ্জিত করে তাদের প্রতি আবার ফিরিয়ে দিবেন। বর্ণনাকারী ইবনু হুজুরের বর্ণনায় এ কথাও বর্ধিত আছে যে, আল্লাহ বলবেন, আমি আমার এমন বান্দাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছি, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি কারো নেই।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৪ [ইঃ ফাঃ ৭১০৭, ইঃ সেঃ ৭১৬১])

৬.৬৩.৩ ইয়াজুজ-মা'জুজ এর ধ্বংস

সে বছরই ঐ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ভয়ংকর ফোঁড়া দিবেন ঘাড়ের উপর। তখন রগ বা শ্বাসনালী নষ্ট হয়ে সমূলে মারা যাবে। এরপর তাদের দেহগুলো আসমান থেকে ঝাকে ঝাকে শকুন জাতীয় পাখি এসে নিয়ে যাবে। আর ৪০ দিন বৃষ্টি হয়ে তাদের সৃষ্ট দুর্গন্ধ দূর করবে ও সবকিছু পরিচ্ছন্ন হবে। এরপর পৃথিবী সুস্থ হবে। আর তাদের সকলের হাজার হাজার তীর-ধনুক তখন জ্বালানি হবে। কিছু বর্ণনায় আছে যে তা অনেক বছর ধরে জ্বালানী ব্যবহার করা যাবে।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ইয়াজূজ-মাজূজকে ছেড়ে দেয়া হবে, অতঃপর তারা বের হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ ''তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে'' (সূরা আম্বিয়া, আঃ ৯৬) এবং তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিমগণ তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট মুসলিমরা তাদের শহরে ও দূর্গে আশ্রয় নিবে। সেখানে তারা তাদের গবাদি পশুও সাথে করে নিয়ে যাবে। ইয়াজূজ ও মাজূজের অবস্থা এই হবে যে, তাদের লোকগুলো একটি নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে, এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর এদের দলের অবশিষ্টরা তাদের অনুসরণ করবে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বলবে, এখানে হয়তো কখনো পানি ছিলো। পৃথিবীতে তারা আধিপত্য বিস্তার করবে। অতঃপর তাদের কেউ বলবে, আমরা তো পৃথিবীবাসীদের থেকে অবসর হয়েছি। এবার আমরা আসমানবাসীদের বিরুদ্ধে লড়বো।

শেষে এদের কেউ আকাশের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করবে। তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা আসমানবাসীদেরও হত্যা করেছি। তাদের এ অবস্থায় থাকতে আল্লাহ তা'আলা টিড্ডি বাহিনী পাঠাবেন এবং সেগুলো ঘাড়ে প্রবেশ করার ফলে এরা সকলে ধ্বংস হয়ে একে অপরের উপর পড়ে মরে থাকবে। মুসলিমগণ সকালবেলা উঠে তাদের বীভৎস চিৎকার শুনতে না পেয়ে বলবে, এমন কে আছে যে তার নিজের জীবনকে বিক্রয় করবে এবং ইয়াজূজ-মাজূজেরা কী করছে তা দেখে আসবে? তখন তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ইয়াজূজ-মাজূজ কর্তৃক নিহত হওয়ার পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে এসে এদেরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মুসলিমদের ডেকে বলবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে। লোকজন (তার ডাক শুনে) বের হয়ে আসবে এবং তাদের গবাদি পশু চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে। সেগুলোর চারণভূমিতে ইয়াজূজ-মাজূজের গোশত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ওরা তাদের গোশত খেয়ে বেশ মোটাতাজা হবে, যেমন কখনো ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা তাজা হয়।

- (হাসান, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪০৭৯; মুসনাদে আহমাদ ১১৩২৩; সহীহাহ ১৭৯৩)

নাওয়াস ইব্‌ন সাম'আন থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রেরণ করবেন, তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ছুটে আসবে। তাদের প্রথমাংশ পানিতে পূর্ণ নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তারা তার পানি পান করে ফেলবে। তাদের শেষাংশ অতিক্রম করবে ও বলবেঃ এখানে কখনো পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ তুরে (পাহাড়ে) আটকা পড়বেন, অবশেষে গরুর একটি মাথা তাদের নিকট বর্তমানে তোমাদের একশো দিনার থেকে উত্তম হবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ আল্লাহর নিকট মনোনিবেশ করবেন, ফলে আল্লাহ তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের) গ্রীবায় গুটির রোগ সৃষ্টি করবেন, ফলে তারা সবাই এক ব্যক্তির মৃতের ন্যায় মৃত পড়ে থাকবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ যমীনে অবতরণ করবেন, তারা যমীনে এক বিঘত জায়গা পাবে না যেখানে তাদের মৃত দেহ ও লাশ নাই। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাথীগণ আল্লাহর নিকট দো'আ করবেন, ফলে তিনি উটের গর্দানের ন্যায় পাখি প্রেরণ করবেন, তারা এদেরকে বহন করে আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, কাঁচা-পাকা কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে সে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করবে না, জমিন ধৌত করে অবশেষে আয়নার মত করে দিবে। [হাদিস বড় হওয়ায় প্রয়োজনীয় অংশ]

- (সহীহ মুসলিম; সহীহ হাদিসে কুদসিঃ ১৬২)
- (সহীহ, সহিহাহ ৪৮১; তাখরিজ ফাযায়েলুশশাম ২৫; সূনান তিরমিজী ইসঃ ফাঃ ২২৪৩; [আল মাদানী প্রকাশনী-২২৪০])

......'খাদ্য সংকটের কারণে তখন একটি গরুর মাথার মূল্য ১০০ দিনার স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও বেশি হবে। মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের সবার ঘাড়ে এক প্রকার রোগ ছড়িয়ে দেবেন। ফলে অল্প সময়ের

মধ্যেই ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের সবাই মারা যাবে। অতঃপর ঈসা (আ.) সঙ্গীদের নিয়ে তুর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধহাত পরিমাণ স্থানও খালি নেই। আর মৃতদেহ পচে অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থা দেখে পুনরায় ঈসা (আ.) ও মুসলমানরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। তখন আল্লাহ বিরাটাকার এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। তারা মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।' (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহিহাহ ৪৮১; তাখরিজ ফাযায়েলুশশাম ২৫; সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৩-(১১০/২৯৩৭) [ইঃ ফাঃ ৭১০৬, ইঃ সেঃ ৭১৬০]; সুনান তিরমিজী ইঃ ফাঃ ২২৪৩ [আল মাদানী প্রকাঃ ২২৪০])

নাওয়াস ইবনে সামআন (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুসলিমগণ অচিরেই ইয়াজূজ ও মাজূজের তীর-ধনুক, বর্শাফলক এবং ঢালসমূহ সাত বছর ধরে জ্বালানী কাঠরূপে ভষ্মীভূত করবে।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৬/৪০৭৬; সহীহ মুসলিম ২৯৩৭; তিরমিযী ২২৪০; আবূ দাউদ ৪৩২১; সহীহাহ ১৯৪০; মেশকাত ৫৪৭৫)

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ ডাকবেন, হে আদম (আঃ)! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির, আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হতেই। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও। আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামী কারা? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্তের মত যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন- (সূরা হাজ্জঃ। আঃ ২)। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য হতে একজন আর এক হাজারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে। অতঃপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে। [আবূ সা'ঈদ (রা:) বলেন] আমরা এ সংবাদ শুনে আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। এ কথা শুনে আমরা আবারও আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কালো পশম অথবা কালো ষাঁড়ের শরীরে কয়েকটি সাদা পশম।

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৩৪৮, ৪৭৪১, ৬৫৩০, ৭৪৮৩ [আঃ প্রঃ ৩১০০; ইসঃ ফাঃ ৩১০৮])

যায়েদ ইবনু আসলাম রহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে। তাদের প্রথমদল তাবরিয়ার জলাশয় দিয়ে বের হবে। অতঃপর তারা তা পান করে ফেলবে। তাদের শেষের দল যখন সেখানে আসবে, তারা বলবে,

মনে হয় এখানে কোনো একসময় পানি ছিল! যখন তারা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়েছি, সুতরাং আসো, আমরা আসমানবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করি। তখন সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? রসূল ﷺ উত্তরে বললেন, তারা দূর্গ বানাবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মেঘ প্রেরণ করবেন, যাকে আনান বলা হয়। এরূপ (মেঘের) নামই আল্লাহ তায়ালার নিকটে (আছে)। অতঃপর তারা (উক্ত মেঘ লক্ষ করে) তীর নিক্ষেপ করবে। আর তাদের তীরগুলো রক্তমিশ্রীত অবস্থায় নিচে পড়বে। তারা বলবে, আমরা আল্লাহকে হত্যা করেছি। অথচ আল্লাহ তায়ালাই তাদের হত্যাকারী। তারা যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা চান জীবন যাপন করবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মেঘের কাছে ওহী পাঠাবেন, ফলে মেঘ তাদের উপর উটের নাকের কীটের মতো একপ্রকার কীট বর্ষণ করবে। উক্ত কীটগুলো বের হয়ে তাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে ধরবে এবং তাকে হত্যা করে দিবে। তাদের এ অবস্থা যখন হবে, তখন মুসলমানদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলবে, আমার জন্য দরজাটা খুলে দাও, আমি বের হয়ে আল্লাহর শত্রুরা কি করেছে তা দেখবো। হয়তো আল্লাহ তায়ালা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর সে বের হয়ে তাদের নিকটে এসে তাদেরকে মৃত দাঁড়ানো অবস্থায় পাবে। তারা একে অপরের উপরে থাকবে। অতঃপর সে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করবে এবং তার সাথীদের ডেকে বলবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি প্রেরণ করে তাদের হতে পৃথিবী ধৌত করবেন। তিনি বলেন, অতঃপর মুসলমানগণ তাদের তীর ধনুক দিয়ে এত এত বছর আগুন জ্বালাবে। আর মুসলমানদের জন্তু তাদের মৃতদেহ হতে খাবে। এবং তাদের উপর মোটা তাজা হবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬২৯)

৬.৬৪ ঈসা (আঃ) শাসনকালে আবারো আল্লাহর রহমত ও বরকত

ইয়া’জুজ-মা’জুজ জাতির ধ্বংসের পর পৃথিবী আবার সুস্থ হবে যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এরপর ঈসা (আঃ) পৃথিবী শাসন করবেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে। সেই বরকতময় শাসনকালের ব্যাপারে হাদিসে যা এসেছে তা উল্লেখ করা হল।

“তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তার রসূলকে সত্য ধর্ম এবং মানুষকে পথ প্রদর্শন করার জন্য প্রেরণ করেছেন যাতে তা সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।” (সূরা তাওবাহ, আয়াতঃ ৩৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমীরুল মুমিনীন আলী (রা:) বলেছেন, মহান আল্লাহ কি এখন পর্যন্ত এ আয়াতের বাস্তব নমুনা প্রকাশ করেছেন? না, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এমন কোন জনপদ পৃথিবীর বুকে থাকবে না যেখানে সকাল-সন্ধায় মহান আল্লাহর একত্ব এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা হবে না।

- (আল মাহাজ্জাহ: বাহরানী প্রণীত, পৃ. ৮৬)

ইবনে আব্বাস (রা:) বলেছেন, "(ঈসা আঃ এর জামানায়) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ব্যতীত কোন ইহুদী, নাসারা অথবা অন্য ধর্মের অনুসারী থাকবে না। অবশেষে জিযিয়া কর (যিম্মী বিধর্মী কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ কর যার বিনিময়ে ইসলামী প্রশাসন তাদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস, নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা প্রদান করে) উঠিয়ে দেয়া হবে, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং শুকর হত্যা করা হবে। এটিই হবে নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তব নমুনা, 'যাতে তিনি ইসলাম ধর্মকে সব ধর্মের ওপর বিজয়ী এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।'

- (আল মাহাজ্জাহ: বাহরানী প্রণীত, পৃ. ৮৭)
- আর এ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ) এর হাতে বাস্তবায়িত হবে।

হযরত বাকির (রহ:) উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "সেদিন মহানবী ﷺ এর রিসালাত মেনে নেয়া ও তা স্বীকার করা ব্যতীত (ধরণীর বুকে) কোন ব্যক্তিই থাকবে না।"

- (তাফসীরে আইয়াশী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬)

আবূ হুরায়রাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: নিশ্চয় ইবনু মারইয়াম সত্যপরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন। তিনি শূলী তথা ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযইয়াহ্ প্রথা রহিত করে দেবেন। লোকেরা জোয়ান জোয়ান তাজা-তাগড়া উষ্ট্রীসমূহ ছেড়ে দেবে, অথচ কেউই তার প্রতি গুরুত্ব দিবে না। মানুষের অন্তর হতে কার্পণ্য, হিংসা ও বিদ্বেষ সমূলে দূর হয়ে যাবে এবং ঈসা আলাইহিস সালাম মানুষদেরকে সম্পদ প্রদানের জন্য ডাকবেন, কিন্তু (প্রয়োজন না থাকায়) কেউই তা গ্রহণ করবে না।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৫০৬; সহীহুল মুসলিম ২৪৩-(১৫৫); আবূ দাউদ ১০৪০৯; আবূ ইয়া'লা ৬৫৮৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে মারিয়ামের পুত্র 'ঈসা (আঃ) শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে আগমন করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং তিনি যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন। তখন সম্পদের ঢেউ বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজদা করা তামাম দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রা:) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পারঃ ''কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (ঈসা (আঃ)-এর) মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।" (আন-নিসাঃ ১৫৯)

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩৪৪৮, ২২২২ [আঃ প্রঃ ৩১৯৩; ইসঃ ফাঃ ৩২০২])

...এরপর আল্লাহ এমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যার ফলে কাঁচা-পাকা কোন গৃহই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এতে জমিন বিধৌত হয়ে উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে। অতঃপর পুনরায় জমিনকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হবে যে, হে জমিন! তুমি আবার শস্য উৎপন্ন করো

এবং তোমার বারাকাত ফিরিয়ে দাও। সেদিন একদল মানুষ একটি ডালিম ভক্ষণ করবে এবং এর বাকলের নীচে লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে। দুধের মধ্যে বারাকাত হবে। ফলে দুগ্ধবতী একটি উষ্ট্রীই একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে, দুগ্ধবতী একটি গাভী একগোত্রীয় মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যথেষ্ট হবে দুগ্ধবতী একটি বকরী এক দাদার সন্তানদের (একটি ছোট গোত্রের) জন্য। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৬৩-(১১০/২৯৩৭) [ইঃ ফাঃ ৭১০৬, ইঃ সেঃ ৭১৬০])

৬.৬৫ ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর মাধ্যমে শাসনামল শেষ

ঈসা (আঃ) ৩৩ বছর শাসন করার পর মৃত্যুবরণ করবেন। এরপর আর কোন কল্যাণ থাকবে না। এরপর মুসলিমদের আর কোন খলীফা বা আমীর হবে না, আর শয়তানের পক্ষ থেকেও কোন শক্তি-প্রতিনিধি আসবে না যেমন যুগে যুগে এসেছে। এরপর সরাসরি শয়তান ইবলিসই প্রকাশ্যে মানুষের মাঝে ফিতনা করবে। হাদিসে এসেছে এরপর আর কোন যুদ্ধও নেই। কারণ এরপর কোন খলীফা বা আমীর হবে না (বা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে না), যার ফলে জামায়াতও হবে না এবং সেকারণে আর কোন যুদ্ধও হবে না।

মুসাদ্দাদ (রহঃ) .... হুযায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যদি তুমি সে ফিতনার যুগে কোন খলীফা (শাসক) না পাও, তবে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। যতক্ষণ না তুমি মারা যাবে, ততক্ষণ জঙ্গলে গিয়ে ফল-মূল খেয়ে জীবন-ধারণ করবে।
রাবী হুযায়ফা (রা:) বলেনঃ এরপর আমি জিজ্ঞাসা করিঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) তারপর কি হবে? তিনি বলেনঃ এ সময় যদি কেউ তার ঘোড়ার-বাচ্চা প্রসব করাতে চায়, তবে সে ব্যক্তি সে সময়ও পাবে বা, বরং এর মধ্যেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৪৭ [ইঃ ফাঃ ৪১৯৯]; আহমাদ)

উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (রহঃ) .... মুসলিম (রহঃ) তার পিতা আবূ বকর (রা:) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি ফিতনা প্রকাশ পাবে, যখন শায়িত ব্যক্তি উপবেশনকারীর চাইতে, উপবেশনকারী দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি পথচারীর চাইতে উত্তম হবে।
তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সে সময়ে আমাদের কি করার নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ সে সময় যার কাছে উট থাকবে, সে যেন তার উটের সাথে গিয়ে মিশে; যার কাছে বকরী থাকবে, সে যেন তার বকরীর সাথে গিয়ে মিশে এবং যার কোন ক্ষেত থাকবে, সে যেন সেদিকে মনোসংযোগ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। তিনি বলেনঃ যার এ সবের কিছুই থাকবে না, তার উচিত হবে, তার তরবারির ধার পাথরের উপর আঘাত করে নষ্ট করে ফেলা এবং যথাসম্ভব সে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা। *

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৫৬ [ইঃ ফাঃ ৪২০৭]; মুসলিম; আহমাদ)
- * অনেকে এই হাদিস ব্যবহার করে বলে যে, এখন ফিতনার সময়; এখন আমাদের যুদ্ধ থেকে এড়িয়ে থাকতে হবে। তরবারি ভেঙ্গে ফেলতে বলেছে, পালাতে বলেছে। কিন্তু তারা এই হাদিসের প্রেক্ষাপটগুলো দেখে নাই। এর আগে পরের হাদিসগুলোও দেখে নাই। এটি হচ্ছে সেই সময় যখন আর কোন আমীর, খলীফা বা শাসক আসবেন না। এবং হাদিসে সরাসরি বলা হয়েছে মুসলিমদের সর্বশেষ যুদ্ধ দাজ্জাল ও তার বাহিনীদের সাথে। এরপর আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই। উপরে সেই হাদিস আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঈসা (আঃ) এর যুগ ও তার মৃত্যুর পরের যুগ যদি কেউ পায় তাহলে তার কাজ হবে সেটি যা এই হাদিসে বলা হয়েছে। এক কথায় দাজ্জাল ও দাজ্জালের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করা যাবে না। সেটি শেষ হলে হাদিসে যেরকম বলেছে সেরকম করতে হবে। এরপর আর কোন জিহাদ নেই আর তা করে আর কখনো দ্বীনও কায়েম হবে না। এটিই এই সকল হাদিসের ব্যাখ্যা। তাই যারা বর্তমান ফিতনার কথা বলে এই হাদিস খাটিয়ে জিহাদ থেকে পলায়ন করতে চায় তাদের উচিৎ জিহাদ বন্ধ কবে হবে সেই হাদিস পড়া। যেহেতু আমরা জানতে পেরেছি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের পর আর কোন যুদ্ধ নেই, জিহাদ নেই তাই সে পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করা যাবে না। বর্তমানে যারা জিহাদ-কিতালের পথে রয়েছে তারাই সঠিক কাজ করেছে এবং এই সকল ফিতনার হাদিসের সঠিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে।

হুযায়ফাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! এখন আমরা যে ভালো যুগে (ইসলামে) অবস্থান করছি, এর পরে কি কোন খারাপ যুগ আসবে যেমন। এটার (ইসলামের) পূর্বে (জাহিলিয়্যাত) ছিল? তিনি ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আসবে। আমি প্রশ্ন করলাম, তা হতে বেঁচে থাকার উপায় কি? তিনি ﷺ বললেন, তলোয়ার (বাতিলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করতে হবে)।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সেই তলোয়ারী যুগের পরে কি মুসলিমের অস্তিত্ব থাকবে? তিনি ﷺ বললেন, হ্যাঁ, থাকবে। তবে তখন প্রতিষ্ঠিত হবে রাজতন্ত্র। তার উৎপত্তি হবে মানুষের ঘৃণার উপর এবং সন্ধি-চুক্তি হবে ধোঁকার উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি ﷺ বললেন, অতঃপর গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারী লোকের আগমন ঘটবে। তখন যদি আল্লাহর এই জমিনে কোন শাসক থাকে এবং সে তোমার পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে চাবুক মারে এবং (জোরপূর্বক) তোমার মাল-সম্পদ ছিনিয়েও নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য কর।

যদি কোন শাসক না থাকে তবে তোমার মৃত্যু যেন এই অবস্থায় হয় যে, তুমি (সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে) কোন গাছের গোড়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী হবে। (নির্জনে থাকবে) আমি প্রশ্ন করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, অতঃপর দাজ্জালের আগমন ঘটবে। তার সঙ্গে থাকবে নদী ও আগুন। যে ব্যক্তি উক্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়বে, (আল্লাহর নিকট) তার প্রতিদান সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার নহরে প্রবেশ করবে তার পাপ অবধারিত হয়ে যাবে এবং তার (নেক আমলের) প্রতিদান বাতিল হয়ে যাবে। হুযায়ফাহ্

(রা:) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি ﷺ বললেন, ঘোড়ার বাচ্চা লাভ করা হবে, কিন্তু তা আরোহণের উপযুক্ত হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত কায়িম হয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, সেই ফিতনার সন্ধি চুক্তি হবে ধোঁকার উপর এবং জামা'আতবন্দি হবে ঘৃণার উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! প্রতারণার চুক্তির অর্থ কী? তিনি ﷺ বলেলেন, লোকজনের অন্তর আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না। আমি প্রশ্ন করলাম, সেই ভালোর পরেও কি কোন খারাপ আসবে? তিনি ﷺ বললেন, হ্যা, এরপরে এসে পড়বে অন্ধ ও বধির ফিতনাহ্ (তখন আর তা হতে বের হওয়ার কোন পথও থাকবে না)। সে সময় এক দল লোক জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে ফিতনার দিকে আহ্বানকারী হবে। হে হুযায়ফাহ! সেই সময় এ সকল আহ্বানকারীর কারো অনুসরণ করা অপেক্ষা যদি তুমি গাছের শিকড় অবলম্বন করে মৃত্যুবরণ কর, তা হবে তোমার পক্ষে উত্তম।

- (হাসান, আবূ দাউদ ৪২৪৪; সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৭৯১; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০৭১১; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৭১১৩; মুসনাদে বাযযার ২৯৬০; মুসনাদে আহমাদ ২৩৪৭৩; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৩৩২; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৩৯৬-[১৮])

৬.৬৬ কিছু সময় আর কল্যাণ বাকি থাকবে

কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো প্রকাশ হওয়ার পর পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের মহান বিজয় ও বিস্তার ঘটবে। অতঃপর আবার ইসলাম দুর্বল হয়ে যাবে, অশ্লীলতা ও পাপাচারিতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামের শিক্ষা উঠে যাবে, কুরআন মুছে যাবে এবং দ্বীনি ইলমের চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে। সকল ঈমানদার লোককে উঠিয়ে নেয়া হবে। শুধু নিকৃষ্ট লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। নবী ﷺ বলেনঃ "কাপড়ের রং যেমন উঠে যায়, তেমনিভাবে ইসলাম উঠে যাবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। কুরআনের আয়াতগুলো মিটে যাবে। পৃথিবীর মানুষের মাঝে তখন (لا إله إلا الله) ব্যতীত ইসলামের অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবেনা। তারা বলবেঃ আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এ বাক্যটি বলতে শুনেছি তাই আমরা বলি।"

- (মুস্তাদরাকে হাকেম; সিলসিলায়ে সাহীহা ৮৭; আলবানী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন)

তাওহীদের কালেমা পাঠকারী এ শ্রেণীর লোকও চলে যাওয়ার পর কেবল নিকৃষ্ট লোকেরাই বেঁচে থাকবে। তাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। নবী ﷺ বলেনঃ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ

"নিকৃষ্ট মানুষের উপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে"। (মুসলিম)

৬.৬৭ মানুষ আদর্শ ও ঈমানহারা হবে

মিরদাস আসলামী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘‘সৎ লোকেরা একের পর এক [ক্রমান্বয়ে] মৃত্যুবরণ করবে। আর অবশিষ্ট লোকেরা নিকৃষ্ট মানের যব অথবা খেজুরের মত পড়ে থাকবে। আল্লাহ তা’আলা এদের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবেন না।’’

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ৪১৫৬, ৬৪৩৪; দারেমী ২৭১৯; মুসনাদে আহমাদ ১৭২৭৪; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ২১/১৮৩৭ [আন্তঃ ১৮২৮])

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, রোযা কি নামায কি, কোরবানী কি, যাকাত কি? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলিমদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’’ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি।

সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো। (তাবিঈ) সিলা (রহ:) হুযায়ফা (রা:) কে বললেন, ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’’ বলায় তাদের কি উপকার হবে? অথচ তারা জানে না নামায কি, রোযা কি, হজ্জ কি, কোরবানী কি এবং যাকাত কি? সিলা ইবনে যুফার (রহ:) তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তৃতীয় বারের পর তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে সিলা! এই কলেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে, কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৪০৪৯; সহীহাহ ৮৭; তাখরীজুল সিফাতিল ফাতওয়া ২৮)

আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রসার ঘটবে এবং হারজ অর্থাৎ গণহত্যা ব্যাপক আকারে হবে।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৩/৪০৫০; সহীহুল বুখারী ৭০৬৩; মুসলিম ২৬৭২, আহমাদ ৩৬৮৭, ৩৮০৭, ৩৮৩১, ৪২৯৪)

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অচিরেই এমন কতক নৈরাজ্যকর বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, যার সম্মুখভাগে থাকবে জাহান্নামের দিকে আহবানকারীরা। এমন পরিস্থিতিতে তুমি যদি বৃক্ষের কান্ড আঁকড়ে ধরে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারো তবে তা তোমার জন্য ওদের কারো আহবানে সাড়া দেওয়া থেকে উত্তম।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৩/৩৯৮১; সহীহাহ ১৭৯১)

৬.৬৮ ফিতনা তার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে

হযরত হুযায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনা সংঘটিত হবে, অতঃপর জামাত ও তাওবা হবে। অতঃপর জামাত ও তাওবা হবে। (এর পর চতুর্থবার উল্লেখ করলেন) অতঃপর তাওবাও হবেনা এবং জামাতও (নেতা থাকবে না) হবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৭৯; জামিউস সগীর ২৩১)

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফিতনা সংঘটিত হবে। অতঃপর জামাত হবে। অতঃপর ফিতনা হবে, অতঃপর জামাত হবে। অতঃপর এমন ফিতনা হবে যেখানে পুরুষদের বুদ্ধি থেমে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮১; জামিউস সগীর ২৩৫)

৬.৬৮.১ এই ফিতনাকালীন সময় অস্ত্র না উঠানো

এই ফিতনাকালীন সময় অস্ত্র না উঠানো এবং উচিৎ হবে দ্বীন নিয়ে কোথাও পলায়ন করা। এ বিষয়ে আগেই কিছু হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। আরো কিছু দেওয়া হলো-

ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (রহঃ) .... সাঈদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা:) এ হাদিস নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমি বলিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন যদি কেউ আমার ঘরে ঢুকে আমাকে হত্যা করতে চায়, তখন আমি কি করবো? রাবী বলেনঃ তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ তুমি আদমের উত্তম সন্তান (হাবিল)-এর মত হবে। এরপর ইয়াযীদ (রহঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ) অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে হত্যার জন্য তোমার হাত আমার দিকে সম্প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য আমার হাত বিস্তার করবো না। (সূরা মায়িদাঃ ২৮)

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৫৭ [ইঃ ফাঃ ৪২০৮]; তিরমিযী; আহমাদ)

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপদ আসতে থাকবে। তখন সকালবেলা যে ঈমানদার ছিলো, সন্ধ্যাকালে সে কাফির হয়ে যাবে। আর সন্ধ্যাবেলা যে ঈমানদার ছিলো, সে সকালবেলা কাফির হয়ে যাবে। তখন দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে বসা ব্যক্তি এবং হেঁটে চলার লোক দৌঁড়ে চলা লোকের চাইতে উত্তম হবে। তখন তোমরা তোমাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলো, ধনুকের ছিলাগুলো কেটে ফেলো এবং তরবারিগুলো পাথরে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করো। তবুও যদি তোমাদের কারো কারো নিকট কেউ এসে পড়ে, তবে যেন সে আদম (আঃ)-এর দু'পুত্রের মধ্যে উত্তমটির (হাবীলের) মতো হয়। *

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৫৯ [ইঃ ফাঃ ৪২১০]; তিরমিযী; আহমাদ। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি হাসান গরীব ও সহীহ)

- * এটি ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর পরের সময়ের করণীয়। কারণ এরপর আর কোন জিহাদ নেই এবং এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যাতে অস্ত্র উঠানো হবে উল্টো ফিতনার দরজা খুলে দেওয়া। আর এই হাদিস দিয়ে যেন জিহাদ বিরোধীরা (ওলামায়ে সু) জিহাদের বিরোধিতা করার দলিল না বের করে তাই স্পষ্টভাবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। যেহেতু সর্বশেষ হক দল দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাই সে পর্যন্ত যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করে আর দাজ্জালের আগমন এখনো হয়নি এবং কখন হবে তা হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ কাবশাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা (রা:) কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় একের পর এক বিপদ আসতে থাকবে। সেই বিপদের সময় সকালবেলা যে ব্যক্তি ঈমানদার ছিলো, বিকেলবেলা সে কাফির হয়ে যাবে, আর সন্ধ্যাবেলা যে লোকটি ঈমানদার ছিলো, সকালে সে কাফির হয়ে যাবে। সে সময়ের বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে এবং দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম এবং হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ে চলা ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। লোকজন বললো, আপনি আমাদের কি করতে আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের ঘরের পর্দার ন্যায় হয়ে যাও (বের হয়ো না)।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪২৬২ [ইঃ ফাঃ ৪২১৩]; আহমাদ)

কুতায়বা (রহঃ) ..... বুসর ইবন সাঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান ইবন আফফান (রা:) এর আমলের ফিতনা-কালে সা'দ ইবন আবূ ওয়াককাস (রা:) বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেনঃ অচিরেই এমন ফিতনা আসবে যে সে সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে, চলমান ব্যক্তি ফিতনা-প্রয়াসী ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। সা'দ (রা:) বলেন, যদি আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়িয় দেয় এমতাবস্থায় আপনি কি মনে করেন? তিনি বললেনঃ তখন তুমি আদম (আঃ)-এর সন্তানের (হাবীল) ন্যায় হও।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত/আল মাদানী প্রকাঃ) ২১৯৪ [ইঃ ফাঃ ২১৯৭]; ইরওয়া ৮/১৪০)

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেনঃ সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা থেকে বাঁচতে সে তার দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যাবে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ১৮, ১৯, ৩৩০০, ৩৬০০, ৬৪৯৫, ৭০৮৮ [ইসঃ ফাঃ ১৮]; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ ফা; ৬০৪; সুনান নাসায়ী ৫০৩৬; সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাঃ) ৪২৬৭ [ইঃ ফাঃ ৪২১৮]; সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৩৯৮০; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ২৭৩৫; মুয়াত্তা মালেক ১৮১১, ৩৫৫৮; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭১১৬; সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৫৮; মুসনাদে আহমাদ ১০৬৪৯, ১০৮৬১, ১০৯৯৮, ১১১৪৮, ১১৪২৮)

৬.৬৯ হাবশী কর্তৃক কাবাঘর ধ্বংস

কা’বা ঘর পৃথিবীর সকল মুসলমানদের কিবলা এবং তাদের সম্মানের প্রতীক। মুসলমানগণ যতদিন কা’বার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে ততদিন পর্যন্ত তারা কল্যাণের ভিতর থাকবে।

আখেরী যামানায় কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে যখন পৃথিবীতে “আল্লাহ আল্লাহ” বলার মত কোন লোক থাকবেনা তখন কা’বা ঘরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে। তবে নামধারী মুসলমানদের দ্বারাই এ ঘটনা ঘটবে। যখন কা’বার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে তখন মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য। হাবাশা থেকে যুল-সুওয়াইকাতাঈন নামক একজন লোক এসে কা’বা ঘরকে ভেঙ্গে ফেলবে। কা’বার ভিতরের গুপ্তধন বের করে নিবে এবং তাকে গেলাফ শুন্য করে একটি একটি করে পাথর খুলে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। এরপর হজ্জ-ওমরা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ তারপর পৃথিবীতে কোন মুসলিম অবশিষ্ট থাকবেনা। *

- أشراط الساعة للوابل (ص ২৩১)
- * অন্য হাদিস থেকে জানা যায় কাবা ঘর ধ্বংসের পরও কিছু দুর্বল ঈমানের লোক থাকবে।

নবী ﷺ বলেনঃ যুল-সুওয়াইকাতাঈন নামক এক হাবশী লোক কাবা ঘর ধ্বংস করবে।

- (মুসনাদে আহমাদ)

‘আলী ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রা:) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হাবশার অধিবাসী সরু নলা বিশিষ্ট পায়ের লোকেরা কাবাঘর ধ্বংস করবে।

- (সহীহ বুখারী ইঃ ফাঃ, ১৪৯৬)

আবূ বকর ইবনু আবু শাইবাহ ও ইবনু আবু উমর (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ আবিসিনিয়ার (হাবশা) এক লোক কা’বা ঘরকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে; তার উভয় পায়ের নলা ছোট ছোট হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৯৭-(৫৭/২৯০৯), ৭১৯৮ [ইঃ ফাঃ ৭০৪১, ৭০৪২; ইঃ সেঃ ৭০৯৭, ৭০৯৮])

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ্ (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ছোট ছোট নলা বিশিষ্ট আবিসিনিয়ার (হাবশার) এক লোক আল্লাহ তা’আলার ঘরকে ধ্বংস করবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৯৯ [ইঃ ফাঃ ৭০৪৩, ইঃ সেঃ ৭০৯৯]; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৯১)

কাসিম ইব্‌ন আহমদ (রহঃ) .... ’আবদুল্লাহ ইবনু ’আমর (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: তোমরা হাবশীদের এড়িয়ে চল যে পর্যন্ত তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ না করে। কেননা (এমন এক সময় আসবে) ক্ষুদ্র পা-বিশিষ্ট এক হাবশী ব্যক্তিই কা’বার নিচের লুকায়িত সম্পদ বের করবে।

- (হাসান, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩০৯ [ইঃ ফাঃ ৪২৫৮]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪২৯; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৭৭২; সহীহুল জামি ৯০; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯১৭৭; মুসনাদে বাযযার ২৩৫৫; মুসনাদে আহমাদ ২৩২০৩; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৩৯৬; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৯০৬৯; ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেনঃ সনদ সহীহ)

আবু সাঈদ খুদরি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইতুল্লাহর হজ্ব করা বন্ধ হবে।

- (মাওকুফ, সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮২০)

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরাইরা (রা:) কে রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, হাবশার জনৈক দুই গোছাওয়ালা ব্যক্তি কাবা ধ্বংস করবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৭৮; সহীহুল বুখারী ১৫১৪; সহীহুল মুসলিম ৫১৮১; সুনানে নাসাঈ ২৯০৪)

আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এই ঘরের বেশী বেশী তাওয়াফ কর। আমি কেমন যেন এমন একজন লোকের আশঙ্কা করছি, যিনি টেকো ও ছোট কান বিশিষ্ট, উভয় পায়ের শীর্ণ গোছা বিশিষ্ট। তার সঙ্গে থাকবে কোদাল। সে কাবা ঘরকে ধ্বংস করে দিবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৮০)

সাম্মাহ ইবনু ওহাব (রা:) বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা:) কে আবু কাতাদা (রা:) এর নিকট রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রসূল ﷺ বলেন, হাবশিরা বের হবে। অতঃপর তারা ঘরবাড়ি এমনভাবে ধ্বংস করবে যে, উক্ত ধ্বংসের পর আর কখনো সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করা হবে না (মক্কা নগরীতে)। আর তারা হলো ঐ সমস্ত লোক, যারা তার গুপ্তধন বের করে আনবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৮৮)

ইবনুল মুসাইয়িব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরাইরা (রা:) কে বলতে শুনেছেন, রসূল ﷺ বলেন, হাবশার খাটো গোড়ালিবিশিষ্ট লোক কাবা ঘরকে ধ্বংস করবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৮৯)

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, কেমন যেন আমি কাবা ঘরের উপরে (কাবা ঘরের ধ্বংসকারীকে) টেকো, বাকা গ্রন্থিওয়ালা, অহংকারী এক ব্যক্তিকে দেখছি, সে কাবা ঘরকে বড় কুঠার দ্বারা আঘাত করছে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৯০)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেমন যেন আমি এক হাবশি ব্যক্তিকে দেখছি, যার উভয় পায়ের গোছা উত্থিত, সে কাবা ঘরের উপর তার কুঠারসহ বসে আছে। আর সেই কাবা ঘর ধ্বংস করবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৯৩, ১৯০৬)

৬.৭০ বাকি ঈমানদারদের জান কবজ

আখেরী জামানায় একটি বাতাস এসে সমস্ত মুমিনদের জান কবয করে নিবে। তারপর পৃথিবীতে আল্লাহ, আল্লাহ বলার মত তথা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার মত কোন লোক থাকবেনা। নিকৃষ্ট লোকেরাই বেঁচে থাকবে। তাদের উপরেই কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আখেরী যামানায় সৎ লোকদের চলে যাওয়ার ধরণ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেনঃ

আল্লাহ তাআলা ইয়ামানের দিক থেকে রেশমের চেয়ে অধিক নরম একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। সেদিন যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সেও এ বাতাসের কারণে মৃত্যু বরণ করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ইসঃ ফাঃ ৭১০৬)

হযরত আবু যার (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, পৃথিবী ধ্বংসের কিছু পূর্বে আল্লাহ তায়ালা একটি শীতল বাতাস দিয়ে মুমিনদের মৃত্যু ঘটাবেন। আর তার পরেই পশ্চিমে সূর্যোদয় হবে, যখন কোন মানুষের তাওবাহ আল্লাহ কবুল করবেন না।

- (কিতাবুল আক্বিব ২৯৪)

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তায়ালা ডান দিক থেকে একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। যা ফেনার থেকেও নরম (আরামদায়ক), মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে। উক্ত বাতাস এমন কোন ব্যক্তিকে ছাড়বে না, যার অন্তরে কুরআন শরীফের একটি আয়াতও আছে, তাকে (কবজ করে) নিয়ে যাবে। (উক্ত বাতাস মুমিনগণকে মৃত্যু দান করবে)

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৬৩)

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের শেষ বিজয় হবে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) এর মাধ্যমে আর তিনি ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে। তারপর আল্লাহ এক শীতল বাতাস দিয়ে মুমিনদের মৃত্যু ঘটাবেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৩; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২২৮)

হযরত আবু যার (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যখন দ্বীনের পক্ষে যুদ্ধের জন্য কোনো নেতা থাকবে না, তখন আল্লাহ তায়ালা একটি শীতল বাতাস দিয়ে তার দুর্বল মুমিন বান্দাদের মৃত্যু ঘটাবেন। আর সেই বাতাসের এক দশক (১০ বছর) পূর্বে আল্লাহ তার কাবা ঘরের রহমত তুলে নিবেন। *

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদউস ১৮০০; কিতাবুল আক্বিব ২৯২)
- * এই হাদিস থেকে এটি জানা যায় যে কাবাঘর হাবশীরা ধ্বংস করার আরো ১০ বছর পর সেই শীতল বাতাস আসবে ও সকল (দুর্বল) মুমিনদের জান কবজ করবে। অর্থাৎ কাবা ঘর ধ্বংসের পরে এই শীতল বাতাস দিয়ে মুমিনদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে।

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে, যখন জমিনের মধ্যে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মতো কেউ থাকবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে- এমন কোন লোকের ওপরে কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলেছে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ২৩৪-(১৪৮); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৫১৬; তিরমিযী ২২০৭; সহীহুল জামি ৭৪২০; মুসনাদে আহমাদ ১১৬৩২, ১২০৬২; আবূ ইয়া'লা ৩৫২৬; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৪৯; শু'আবূল ঈমান ৫২৪; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৫১১; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮০৮)

বাতাসটি রেশমের চেয়ে নরম ও কোমল হবে। ফিতনার সময় ঈমানের উপর অটল মুমিনদের সম্মানার্থেই আল্লাহ এ ধরণের বাতাস প্রেরণ করবেন। নবী ﷺ আরো বলেনঃ
অতঃপর আল্লাহ তাআলা শাম দেশের দিক থেকে একটি ঠান্ডা বাতাস প্রেরণ করবেন। এ বাতাসের কারণে যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমান আছে, সেও মৃত্যুবরণ করবে। সে যদি পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ে বাতাসটিও সেখানে প্রবেশ করে তার জান কবজ করবে। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম, হাদীস একাঃ ৭২৭১)

আব্দুর রহমান ইবনে শুমাসাহ আল মাহরি বলেন, আমি মাসলামা ইবনে মাখলাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আসও (রা:) তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম লোকগুলো যখন পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকবে তখনই কিয়ামাত হবে। তারা জাহিলি যুগের লোকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। তারা আল্লাহর কাছে যা-ই চাইবে তাই তাদের দেয়া হবে। আব্দুর রাহমান ইবনে শুমাসাহ বলেন, তারা এই আলোচনায় রত ছিলেন এমন সময় উকবা ইবনে আমের (রা:) সেখানে উপস্থিত হলেন। মাসলামা তাকে বললেন, হে উকবা! আব্দুল্লাহ কি বলছে তা শুনুন। জবাবে উকবা (রা:) বলেনঃ তিনি আনেক অভিজ্ঞ। তবে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ "আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর অবিচল থাকার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে কিতাল (লড়াই) করতে থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। এই অবস্থায় তাদের কাছে কিয়ামাতের মুহূর্ত এসে যাবে এবং তারা হক প্রতিষ্ঠায় শত্রুর মুকাবিলা করতে থাকবে।"
আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ এমন এক বায়ু প্রবাহিত করবেন যা কস্তূরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত এবং রেশমের ন্যায় মোলায়েম হবে। অতঃপর তা এমন কোন ব্যাক্তিকে অবশিষ্ট রাখবে না যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে। তা তাদের সবাইকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দিবে। অতঃপর পৃথিবীতে কেবল নিকৃষ্টতম লোকগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। আর তাদের উপর কিয়ামাত কায়েম হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, ২০/৪৭২১)

আবূ কামিল আল জাহদারী, আবু মান যায়দ ইবনু ইয়াযীদ আর রাকাশী (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, রাত্র ও দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ না লাত ও উযযা দেবতার পূজা আবার শুরু করা হয়। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন– "তিনিই তার রসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ, সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করে না"- (সূরা আত তওবা ৯:৩৩ ও আস-সাফ ২১:৯)। এ আয়াত নাযিলের পর আমি তো মনে করছিলাম যে, এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা অবশ্যই হবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। অতঃপর তিনি এক মনোরম বাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে। পরিশেষে যাদের মাঝে কোন প্রকার (ঈমান) কল্যাণ নেই তারাই শুধু বেঁচে থাকবে। অতঃপর তারা আবার পিতৃ-পুরুষদের ধর্মের (শিরকের) দিকে ফিরে যাবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৯১-(৫২/২৯০৭) [ইঃ ফাঃ ৭০৩৫; ইঃ সেঃ ৭০৯২]; সুনান তিরমিযী ২২২৮; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৫১৯; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৪১; মুসনাদে আহমাদ ৮৩৪৬; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৯১)

উক্ত রাবী (আবূ হুরাইরা) (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "মদিনার অবস্থা উত্তম থাকা সত্ত্বেও তার অধিবাসীরা মদিনা ত্যাগ করে চলে যাবে। [সে সময়] সেখানে কেবল বন্য হিংস্র পশু-পক্ষীতে ভরে যাবে। সব শেষে যাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে, তারা মুযাইনাহ গোত্রীয় দু'জন রাখাল, যারা নিজেদের ছাগলের পাল হাঁকাতে হাঁকাতে মদিনা অভিমুখে নিয়ে যাবে। তারা মদিনাকে হিংস্র জীব-জন্তুতে ঠাসা অবস্থায় পাবে। তারপর যখন তারা [মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত] 'সানিয়্যাতুল্ অদা' নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তারা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ১৮৭৪; সহীহুল মুসলিম ১৩৮৯; মুসনাদে আহমাদ ৮৭৭৩; মুওয়াত্তা মালিক ১৬৪৩; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ১৬/১৮৩২ [আন্তঃ ১৮২৩])

হুযাইফাতুল ইয়ামান (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম পাঠ করা হবে, যেমনিভাবে পাঠ করা হয় কাপড়ের অলংকার। এমনকি মানুষ জানবে না, রোজা কি, সদকাহ কি, ইবাদাত কি। একরাত্রে আল্লাহ তায়ালার কিতাব উঠিয়ে নেয়া হবে। ফলে পৃথিবীতে কুরআন শরীফের একটি আয়াতও রাখা হবে না। মানুষদের থেকে অধিক ঘোরাফেরাকারী অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মধ্যে থাকবে অতিবৃদ্ধ এবং অতিঅক্ষম। তারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালিমার উপর পেয়েছি। সুতরাং, আমরাও এই কালিমা বলবো। সিলাহ ইবনু যুফার হুযাইফা (রা:) কে বললেন, তিনি তার সঙ্গে বসা ছিলেন। (তিনি বললেন) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি ফায়দা দিবে? তারা তো রোজা কি, সদকাহ কি, ইবাদাত কি, জানে

না। হুযাইফা (রা:) তার থেকে তিনবার মাথা ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে সিলাহ! এই কালিমা-ই তাদের দুইবার বা তিনবার মুক্তি দিবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৬৪; মুসতাদরাকে হাকেম ৩৪৯৭; মুসনাদে বাযযার ২৮৩৮)

আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দাজ্জাল বের হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, আমি জানি না তিনি ﷺ চল্লিশ দিন অথবা মাস অথবা বছর এটার কোনটি বলেছেন? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম-কে পাঠাবেন। দেখতে তিনি উরওয়া ইবনু মাস'ঊদ-এর মতো। তিনি দাজ্জালের খোঁজ করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। তিনি (ঈসা আলাইহিস সালাম) সাত বছর এ জমিনে অবস্থান করবেন, সেই যুগে দু'জন লোকের মধ্যেও শত্রুতা থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক থেকে একটি ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করবেন, উক্ত বায়ু ভূপৃষ্ঠে এমন একজন লোককেও জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে অণু-কণা পরিমাণ পুণ্য বা ঈমান থাকবে। যদি সে সময় তোমাদের কেউ পাহাড়ের ভিতরেও আত্মগোপন করে, উক্ত বাতাস সেখানে প্রবেশ করেও তার রূহ কবয করবে।
তিনি ﷺ বলেছেন, অতঃপর কেবলমাত্র নিকৃষ্ট ফাসিক ও খারাপ লোকগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। তারা নিষ্ঠুর পাখিদের মতো দ্রুতগামী এবং খুন-খারাবিতে হিংস্র জন্তুর ন্যায় নিষ্ঠুর হবে। ভালো-মন্দ তারতম্য করার কোন যোগ্যতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না। তখন শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করে তাদের কাছে এসে বলবে, তোমাদের ডাকে কী সাড়া দিব না? তখন লোকেরা বলবে, আচ্ছা তুমিই বল আমাদের কি করা উচিত। অতঃপর শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজায় আদেশ করবে। এ অবস্থায় তারা অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করতে থাকবে। অতঃপর শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে এবং যে লোকই উক্ত আওয়াজ শুনবে, সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক-সেদিক মাথা ঘুরাতে থাকবে।
তিনি ﷺ বললেন, সর্বপ্রথম উক্ত আওয়াজ সেই লোকই শুনতে পাবে, যে তার উটের জন্য পানির হাওয মেরামত কার্যে রত। সে তখন ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য লোকও মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কুয়াশার মতো খুব হালকা ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তাতে ঐ সকল দেহগুলো সজীব হয়ে উঠবে, যেগুলো কবরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে রয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াবে। অতঃপর ঘোষণা দেয়া হবে, হে লোকসকল! তোমরা দ্রুত তোমাদের প্রভুর দিকে ছুটে আসো। (ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে) ঐখানে তাদেরকে থামিয়ে রাখ, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। অতঃপর মালায়িকা- (ফেরেশতাদেরকে) বলা হবে, ঐ সকল লোকদেরকে বের কর যারা জাহান্নামের উপযোগী হয়েছে। তখন মালায়িকাহ্ বলবেন, কতজন থেকে কতজন বের করব? বলা হয়, প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের জন্য বের কর। এ পর্যন্ত বলার পর তিনি ﷺ বললেন, এটা সেদিন যেদিন সম্পর্কে কুরআনে

বলা হয়েছে- (يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا) 'সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে।' (অর্থাৎ সেদিনের বিভীষিকায় শিশুও বৃদ্ধ হয়ে যাবে)।

(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) 'সেদিন বিরাট সংকটময় অবস্থায় প্রকাশ পাবে।' মু'আবিয়াহ্ (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস (لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ) পূর্বে তাওবার' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। *

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ১১৬-(১৯৪০); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৫২০; মুসনাদে আহমাদ ৬৫৫৫; সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৫৩; দারিমী ১৪১৭)
- * আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে অনেকগুলি ফিতনা সংক্রান্ত হাদিসই সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে তথ্য বিভ্রান্তি তথা ভুল পরিলক্ষিত হয়। এটি হয়তো স্মরণশক্তি দুর্বলের কারণেই হয়ে থাকতে পারে। যেমন এখানের কিছু বর্ণনা অন্য সহীহ হাদিসের বিপরীত এবং অনেকগুলো বর্ণনারই বিপরীত। যেমন ঈসা (আঃ) সাত বছর শাসন করবেন। মূলত আরো দুইটি সহীহ হাদিসে রয়েছে ৪০ বছর এবং ৩৩ বছর। ৩৩ বছরের টিই বেশি সহীহ। হয়তো ইমাম মাহদীর খিলাফত সময়কালকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন এবং এটা স্বাভাবিক। তার কথা থেকেই তা বুঝা যায় যেমন, দাজ্জাল ৪০ দিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে কিন্তু সেই চল্লিশ দিন না মাস না বছর তা তিনি সঠিকভাবে জানেন না বা ভুলে গেছেন। কিন্তু অন্য সহীহ হাদিসে ৪০ দিন হবে এবং তা কেমন হবে তাও উল্লেখ রয়েছে। সেই তথ্যই বেশি সঠিক। এই রাবি থেকে বর্ণিত ফিতনার হাদিসগুলো যেহেতু ভুল তথ্য দিয়ে বর্ণিত তাই তার হাদিসগুলোকে কট্টরভাবে নেওয়া ও তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না।

আব্বাস ইবনু আবু রবিআ (রা:) থেকে। তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের সামনে (পূর্বে) একটি বাতাস আসবে, যাতে প্রত্যেক মুমিনের রুহ কবজ করা হবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৭১)

হানযালা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কাসেম ইবনু আবু বাযযাহকে তাউসের নিকট কিয়ামতের পূর্বের নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনেছি। অতঃপর তিনি বলেন, আমি জানিনা, সেটা কি! তবে কিয়ামতের দিনের পূর্বে একটি ভালো বাতাস আসবে। যা প্রত্যেক মুমিনের রুহ কবজ করে নিবে। যদিও সে শিলা খণ্ডের গুহায়ও থাকে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৭২)

৬.৭১ সীমালঙ্ঘন করা নিকৃষ্ট জাতি বেঁচে থাকবে

হঠাৎ আল্লাহ তাআলা এক হাওয়া চালাবেন। এই হাওয়া প্রত্যেক মুমিনের রূহ কবয করে নিয়ে যাবে। বাকী কেবল দুষ্টু লোকেরা থেকে যাবে। এরা গাধার মত নির্লজ্জভাবে নারী সঙ্গমে লিপ্ত হবে। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (হাদিস বড় হওয়ায় প্রয়োজনীয় অংশ)

- (সহীহ, সহিহাহ ৪৮১; তাখরিজ ফাযায়েলুশশাম ২৫; মুসলিম; সুনান আত-তিরমিজী, ইসঃ ফাঃ ২২৪৩ [আল মাদানী প্রকাশনী ২২৪০])

কিয়ামত যাদের উপর হবে তারা হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। এরা অহংকারবশত ঈমান আনয়ন করেনি। এদের মধ্যে বিন্দু মাত্রও ঈমান খুঁজে পাওয়া যায়নি যার কারণে এদের জীবন সেই বাতাসে কবজ করা হয়নি। এরা আস্তে আস্তে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হয়ে যাবে। আর এরা দিন দিন সীমালঙ্ঘন করতে করতে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

‘আবদুল্লাহ ইবনু মা’উদ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিকৃষ্ট মানুষের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ১৭৬-(১৯২৪); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৫১৭; সিলসিলাতুস সহীহাহ ১১০৮; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৩৬; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪০৯)

আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট মানব হলো ঐসমস্ত লোক, যাদের জীবিত অবস্থায় কিয়ামত তাদেরকে পেল।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮০৯)

ইবরাহীম ইবনে আবু আবলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে কিয়ামত এমন কিছু লোকের উপর সংঘটিত হবে, যাদের জ্ঞান হবে চড়ুই পাখির জ্ঞানের ন্যায়।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩৬)

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐসময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ রাস্তায় বা পথে-ঘাটে যৌনকর্ম করবে, যেমন চতুস্পদ জন্তু করে। তখন পুরুষেরা পুরুষের থেকে, মহিলারা মহিলাদের থেকে অমুক্ষাপেক্ষী হবে। তোমরা কি জান, তাসাহুক কি? তারা বলল, না। রসূল ﷺ বললেন, নারীরা নারীদের সঙ্গে যৌনকর্ম করবে। অতঃপর সে তাকে হত্যা করবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৯৮)

আবু উমামা ইবনু সাহল (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ঐসময় পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ রাস্তা-ঘাটে গাধার যৌনকর্মের ন্যায় যৌনকর্ম করবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮০৩)

আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মন্দ মানুষের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। যারা সৎ কাজে আদেশ দিবে না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে না। তারা গাধার ন্যায় একে অপরকে ছেড়ে চলে যাবে। একজন পুরুষ একজন মহিলার হাত ধরবে, অতঃপর তার সঙ্গে নির্জন স্থানে সময় কাটাবে। অতঃপর তার থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করবে (যিনা করবে)। অতঃপর তাদের (তার সঙ্গীদের) নিকট ফিরে যাবে। তারা তার প্রতি তাকিয়ে হাসতে থাকবে। আর সেও তাদের প্রতি তাকিয়ে হাসতে থাকবে।

- (মাওকুফ, সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৩৬)

শয়তানের আহবানে তারা প্রতিমা পূজাতে লিপ্ত হবে

আবদুল্লাহ (রা:) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তখন খারাপ লোকগুলো পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে। দ্রুতগামী পাখী এবং জ্ঞানশূন্য হিংস্রপ্রাণীর ন্যায় তাদের স্বভাব হবে। তারা কল্যাণকে কল্যাণ বলে জানবে না এবং অকল্যাণকে অকল্যাণ বলে মনে করবে না। এ সময় শাইতান (শয়তান) এক আকৃতিতে তাদের কাছে এসে বলবে, তোমরা কি আহবানে সাড়া দিবে না? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের আদেশ করছেন? তখন সে তাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিবে। এমতাবস্থায়ও তাদের জীবনোপকরণে প্রশস্ততা থাকবে এবং তারা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপন করবে। তখনই শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। (সংক্ষিপ্ত)

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৭১-(১১৬/২৯৪০) [ইঃ ফাঃ ৭১১৪, ইঃ সেঃ ৭১৬৮]; মুসনাদে আহমাদ ৬৫১৯; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৩/১৮১৯ [আন্তঃ ১৮১০])

কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে পৃথিবীবাসীর চারিত্রিক অধঃপতনের কথা বর্ণনা করে নবী ﷺ বলেনঃ ঈসা (আঃ) এর আগমণের পরে মুমিনদের অবস্থা খুব ভালভাবেই অতিবাহিত হতে থাকবে। (তার মৃত্যুর পর) এমন সময় আল্লাহ তাআলা সুন্দর একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। বাতাসটি প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের বগলের নীচে প্রবেশ করবে। এতে তাঁরা মৃত্যু বরণ করবে। শুধু দুশ্চরিত্রবান পাপীষ্ঠরাই বেঁচে থাকবে। গাধা যেমন গাধীর সাথে প্রকাশ্যে যৌনকর্মে লিপ্ত হয় তারাও অনুরূপভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের চোখের সামনে রাস্তার মাঝখানে জেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এই প্রকার নিকৃষ্ট লোকদের উপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে।

- (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান)

মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রহঃ) .... আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, পৃথিবীতে ‘আল্লাহ আল্লাহ’ বলার মতও কেউ নাই।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২০৭ [ইঃ ফাঃ ২২১০]; সহিহাহ ৩০১৬; মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান)

আবূ কামিল আল জাহদারী, আবু মান যায়দ ইবনু ইয়াযীদ আর রাকাশী (রহঃ) ..... আয়িশাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, রাত্র ও দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ না লাত ও উযযা দেবতার পূজা আবার শুরু করা হয়। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন– “তিনিই তার রসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ, সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করে না"- (সূরা আত তওবা ৯:৩৩ ও আস-সাফ ২১:৯)। এ আয়াত নাযিলের পর আমি তো মনে করছিলাম যে, এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা

অবশ্যই হবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। অতঃপর তিনি এক মনোরম বাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে। পরিশেষে যাদের মাঝে কোন প্রকার (ঈমান) কল্যাণ নেই তারাই শুধু বেঁচে থাকবে। অতঃপর তারা আবার পিতৃ-পুরুষদের ধর্মের (শিরকের) দিকে ফিরে যাবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৯১-(৫২/২৯০৭) [ইঃ ফাঃ ৭০৩৫; ইঃ সেঃ ৭০৯২]; সুনান তিরমিযী ২২২৮; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৫১৯; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৪১; মুসনাদে আহমাদ ৮৩৪৬; আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৯১)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সুখ-শান্তিতে বাস করার কিছু সময় (তার মৃত্যুর কিছু) পর ডান দিক থেকে একটি বাতাস আসবে। বাতাসের স্পর্শ রেশমের স্পর্শের ন্যায় হবে। বাতাসটা মিশকের ন্যায় হবে। তা প্রত্যেক মুসলমানের রুহ কবজ করে নিবে। অতঃপর লোকজন বলবে, আমরা কতদিন এই দ্বীনের উপর থাকবো? অতঃপর তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যাবে। এমনকি তারা তাদের পূর্বপুরুষরা যে জিনিসের ইবাদাত করতো, সে সকল জিনিসের ইবাদাত করবে। একথার ইঙ্গিতই আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বক্তব্য, আবু হুরায়রা (রা:) বলেছিলেন, কেমন যেন আমি (তাদেরকে সাদৃশ্য পাই) ওয়াদ গোত্রের নিতম্ব মোটা মহিলাদের সঙ্গে, যারা বিশৃঙ্খলা করেছে (তারা মূর্তির সামনে নাচবে) এবং যুল খালাসা (একটি মূর্তি)-এর ইবাদাত করবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৬২)

আবূ হুরায়রাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 'যুল খলাসাহ্' মূর্তির নিকট দাওস গোত্রের মহিলাদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। দাওস গোত্রের একটি মূর্তি ছিল, জাহিলী যুগে তারা এটার উপাসনা করত।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ৭১১৬; সহীহুল মুসলিম ৫১-(২৯০৬); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৫১৮; সহীহুল জামি ৭৪১০; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৭২৪৬; মুসনাদে বাযযার ৭৭৭৩; মুসনাদে আহমাদ ৭৬৬৩; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৪৯)

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবে না, এমনকি দাউস গোত্রের নিতম্ব মোটা মহিলারা যুলখালাসের সামনে নৃত্য করবে। আর যুলখালাস একটি মূর্তি ছিল, যা জাহিলিয়্যাতের সময় তাবালা নামক স্থানে দাউস গোত্র ইবাদাত করতো। মুয়াম্মার বলেছেন, ইমাম যুহরি রাহিমাহুল্লাহ ব্যতীত অন্যান্যরা বলেছেন যে, ঐ পাথরের উপর একটি ঘর আজও আছে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৬৭০; সহীহ বুখারী ৬৬৯৯; সহিহ মুসলিম ২৯০৬; মুসনাদে আহমাদ ৭৬২০; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ২০৭৯৫)

আবূ আওয়ানা তাঁর বর্ণনাসূত্রে আবূ মূসা আশ্'আরী (রা:) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি 'আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নবী ﷺ যে যুগকে 'হারজ'-এর যুগ বলেছেন সে যুগ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি? এর উত্তরে তিনি আগে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনু মাস'ঊদ (রা:) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) যাদের জীবনকালে সংঘটিত হবে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক। *

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭০৬৭ [আঃ প্রঃ ৬৫৭৪; ইসঃ ফাঃ ৬৫৮৭ প্রথমাংশ]; সহীহুল মুসলিম ৫২/২৬, হাঃ ২৯৪৯)
- * কিয়ামত শুধুমাত্র মন্দ ও খারাপ লোকদের উপর সংঘটিত হবে। কিন্তু (لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة) হাদীস থেকে বুঝা যায় কিয়ামত পর্যন্ত মর্যাদাবান লোকরা থাকবে। তাহলে তাদের উপরেও কি সংঘটিত হবে? সুতরাং উভয়ের সমন্বয় হল, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রাক্কালে (শেষ সময়ে) আল্লাহ তা'আলা হালকা বাতাস প্রেরণ করবেন এবং যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকবে ঐ বাতাস তাদের মৃত্যু ঘটাবে। ফলে কোন মু'মিন মুসলিম আর অবশিষ্ট থাকবে না। অবশিষ্ট থাকবে শুধু মন্দ ও খারাপ লোক তথা কাফের ও মুশরিক। আর তখনই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়-কিয়ামত। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম আবূ হুরায়রা হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, إن الله يبعث ريحا من اليمن الين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته
- সহীহ মুসলিমেই দাজ্জাল, ঈসা (আঃ) ও ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সম্বলিত নাওয়াস ইবনু সাময়ানের দীর্ঘ হাদীসের শেষের দিকে এসেছে :
  إذ بعث الله ريحا طبية فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة
- এ ছাড়া সহীহ মুসলিম আরো বর্ণিত হয়েছে, لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله
- এই হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে এসেছে অন্য শব্দে। যেমন : على أحد يقول لا إله إلا الله
- উপরোক্ত হাদীসগুলোকে আরো শক্তিশালী করে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের এই হাদীস لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس সুতরাং لا হাদীসটি পবিত্র বাতাস অবতরণের সময় প্রত্যেক মু'মিন মুসলিমের মৃত্যু ঘটাবে। ফলে যখন খারাপ লোক ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখনই হঠাৎ শুরু হবে কিয়ামত। (ফাতহুল বারী)

৬.৭২ পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انتَظِرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونَ

তারা কি এই অপেক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে অথবা তোমার প্রতিপালক (স্বয়ং) আসবেন কিংবা তোমার রবের কিছু নিদর্শন আসবে (তখন তারা ঈমান আনবে)? যে

দিন তোমার রবের কতক নিদর্শন এসে যাবে, সেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান কোন সুফল দিবে না যে পূর্বে ঈমান আনেনি বা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। বল, তোমরা অপেক্ষা কর (তাহলে দেখতে পাবে তোমাদের কুফরীর পরিণাম কী দাঁড়ায়), আমরাও অপেক্ষায় থাকলাম (আমাদের পুরস্কার প্রাপ্তি ও তোমাদের পরিণতি দেখার জন্য)। (সূরা আন'আম, ৬/১৫৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন, তারা কি নিদর্শনের অপেক্ষায় রয়েছে? জেনে রেখ! যেদিন নিদর্শন চলে আসবে সেদিন ঈমান আনলে কারো ঈমান কোন কাজে আসবে না যদি পূর্ব থেকে ঈমান না থাকে। কেননা তাওবাহ কবূল বা ঈমানের জন্য অন্যতম শর্ত হল: গরগরা আসার (এটি মৃত্যুর সময় আসে) বা সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবার পূর্বে তাওবাহ বা ঈমান আনতে হবে।

সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, আয়াতে উল্লেখিত "তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন" দ্বারা উদ্দেশ্য হল পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয়, এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরদের উক্তি। (তাফসীর তাবারী ৮/৯৬-১০২, ইবনু কাসীর ৩/৩৩৬-৩৭১ ও কুরতুবী)

ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাপারে মুফাসসিরদের উক্তি উল্লেখ করার পর বলেন: এ মতগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সঠিক মত হচ্ছে যা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস সমর্থিত, তিনি ﷺ বলেন: এ ব্যাপারটি তখনই হবে যখন পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হবে। (তাফসীর তাবারী ৮/১০৩)

আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, "যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেননি। (সুরা আনআম, আঃ ১৫৮)-এর সম্পর্কে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াতের (মর্মার্থ) হলো, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৪৫)

ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (পশ্চিমাকাশে) সূর্যোদয়টা হল কিয়ামতের দশম আলামত। আর এটাই কিয়ামতের শেষ আলামত। অতঃপর প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভ সম্পর্কে ভুলে যাবে। প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তি তার মাল সম্পদ প্রত্যাখ্যান করবে। আর প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসা থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৪৪)

ওহাব ইবনু জাবের ইবনু খাইওয়ানি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা:) এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। অতঃপর বললেন, যখন সূর্য ডুবে যায় তখন তা সালাম দেয় ও সিজদা করে এবং পরবর্তী দিন উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। আর তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এমনকি যখন দিন হয়, তা ডুবে যায়। অতঃপর বলে হে প্রতিপালক! নিশ্চয়ই যাত্রা অনেক দূরের!! আর আমাকে (যদি) অনুমতি না দেওয়া হতো, তাহলে আমি পৌঁছতাম না। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা যতক্ষণ চান তা আটকে রাখবেন। অতঃপর সূর্যকে বলা হবে, তুমি যেখান থেকে

ডুবেছো, সেখান থেকে উদিত হও। সুতরাং সেদিন হতে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির (নতুনভাবে আনা) ঈমান তাকে উপকার করতে পারবে না, যে ব্যক্তি নিদর্শনের পূর্বে ঈমান আনয়ন করেনি।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৫০)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে উদয় হবে তখন মানুষ তা দেখতে পাবে এবং সকলেই ঈমান আনবে। কিন্তু তখন কারো ঈমান উপকারে আসবে না, যদি পূর্ব থেকে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন সৎ আমল না করে থাকে।

- (সহীহ, সহীহ বুখারী ৪৬৩৫, ৬৫০৬)

ইবনু উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, যখন সূর্য তার পশ্চিম দিক হতে উঠবে তখন সকল মানুষই ঈমান আনবে, কিন্তু সেদিন তাদের ঈমান তাদের কোনো কাজে আসবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৪১)

উবাইদ ইবনু উমাইর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন তোমার প্রভুর কিছু আলামত আসবে। তিনি বলেন, (আর সেটা হল) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৫১)

আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়টা দুটি একত্রিত ছাগলের বাচ্চার ন্যায়। (অর্থাৎ, এরপরেই কেয়ামত)

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৫২)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কিয়ামাতের আলামত হল) দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, দাব্বাহ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৫৯)

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই তোমরা নেক আমলে দ্রুততা অবলম্বন করো, তা হলো- (১) পশ্চিমাকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, (২) ধোঁয়া উত্থিত হওয়া, (৩) দাজ্জাল আবির্ভাব হওয়া, (৪) দাব্বাহ, অদ্ভুত জন্তুর আত্মপ্রকাশ, (৫) খাস বিষয় [কারো ব্যক্তিগত মৃত্যু] ও (৬) আম বিষয়- সার্বজনিক বিপদ।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৭-(১২৮/২৯৪৭) [ইঃ ফাঃ ৭১৩০, ইঃ সেঃ ৭১৮২])

উমাইয়্যাহ্ ইবনু বিস্তাম (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ্ (রা:) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছয়টি (আলামত সংঘটিত হওয়ার আগে) দ্রুত তোমরা নেক আমল করতে শুরু করো। তা হলো দাজ্জাল প্রকাশিত হওয়া, ব্যাপক ধোঁয়া দেখা দেয়া, দাব্বাতুল আরয (অদ্ভুত জন্তু)

বের হওয়া, পশ্চিমাকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, কিয়ামত (জাতিগত ধ্বংস) এবং মাওত (কারো মৃত্যু)।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৮ [ইঃ ফাঃ ৭১৩১, ইঃ সেঃ ৭১৮৩])

ইসহাক (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, যতক্ষন না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যদয় ঘটবে ততক্ষন কিয়ামত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই সেই সময় যখন কোন ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ সাধন করবে না। তারপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন (সূরা আন'আম, ৬/১৫৮)।

- (সহীহুল বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫২/ তাফসীর (كتاب تفسير) | হাদিস নাম্বার: ৪২৮১/৪২৭৮ (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪২৭৫, তাওহীদ প্রকাঃ ৪৬৩৬)
- (মুসলিম, পর্ব ১: ঈমান, অধ্যায় ৭২, হাঃ ১৫৭; আল-লুলু ওয়াল মারজান ৯৭)

একই রকম আরো বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে ‘‘তারপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন’’ এটি শেষে নেই। এবং অন্য অধ্যায়সহ কিয়ামতের আলামত অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

- সুনানে ইবনে মাজাহ | অধ্যায়ঃ ৩০/ কলহ-বিপর্যয় (كتاب الفتن) | হাদিস নাম্বার: ৪০৬৮
- সহীহুল বুখারী ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, ৬৫০৬, ৭১২১, মুসলিম ১৫৭, ১৫৮, তিরমিযী ৩০৭২, আবূ দাউদ ৪৩১২, আহমাদ ৭১২১, ২৭৩৫৫, ৮৩৯৩, ৮৬৩৩, ৮৯২১, ১০৪৭৬, রাওদুন নাদীর ১১১২, তাখরীজুল তাহাবিয়াহ ৭৬৫ নং পৃষ্ঠা। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয আনবারী (রহঃ) ... আবূ সারীহা হুযায়ফা ইবনু আসী'দ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কামরার ভেতর ছিলেন। তখন আমরা তাঁর থেকে একটু নীচু স্থানে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, তোমরা কি আলোচনা করছিলে। আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষন না দশটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। পূর্ব দিগন্তে ভূমি ধস, পশ্চিম অঞ্চলে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস, ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, ইয়াযুয-মা-জুজ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং সর্বশেষ আদন এর গর্ত হতে অগ্নি প্রকাশিত হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। শু'বা (রহঃ) বলেন, ... আবু সারীহা থেকে ... অনুরূপ। তবে এতে নবী ﷺ উল্লেখ করেন, দশম নিদর্শন হিসাবে একজন ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণের কথা বলেছেন, অন্যজন বলেছেন যে, এমন ঝঞ্ঝা বায়ু (প্রবাহিত হবে), যা লোকদেরকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করবে।

- (সহীহুল মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫৫/ ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী (كتاب الفتن وأشراط الساعة) | হাদিস নাম্বার: ৭০২২)

উমায়্যা ইবনু বিসতাম (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা নেক আমল করতে আরম্ভ কর। তা হল দাজ্জাল, ধোঁয়া, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, ব্যাপক বিষয় (জাতিগত কিয়ামত) এবং খাস বিষয় (ব্যক্তির মৃত্যু)।

- (সহীহুল মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৫৫/ ফিতনা সমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী (كتاب الفتن وأشراط الساعة) | হাদিস নাম্বার: ৭১৩১/প্রায় একই রকম বর্ণনা ৭১৩০)

মুসাদ্দাদ (রহঃ) .... হুযায়ফা ইব্ন উসায়দ গিফারী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরের ছায়ায় বসে ছিলাম। আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ সময় আমাদের কন্ঠস্বর চড়ে গেলে, তখন রাসুসূল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ কিয়ামত কখনো হবে না, অথবা কিয়ামত ততক্ষণ কায়েম হবে না, যতক্ষণ না তার পূর্বে দশটি আলামত প্রকাশ পায়। তা হলোঃ

১। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে; ২। দাববাতুল আরদ বের হবে; ৩। ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে; ৪। দাজ্জাল বের হবে; ৫। ঈসা ইব্ন মারয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবে; ৬। ধোঁয়া প্রকাশ পাবে; ৭। তিনটি স্থান ধসে যাবে-পশ্চিমে; ৮। পূর্বে; ৯। আরব উপদ্বীপ এবং ১০। সবশেষে ইয়ামনের আদন প্রান্তর হতে আগুন বের হবে, যা লোকদের সিরিয়ার 'মাহ্শার' নামক স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

- (সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৩২/ যুদ্ধ-বিগ্রহ (كتاب الملاحم) | হাদিস নাম্বার: ৪২৬০)

আবূ হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর লোকজন তা দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনবে। এ সম্পর্কেই (আল্লাহ্র বাণী) "তখন তার ঈমান কাজে আসবে না ইতোপূর্বে যে ঈমান আনেনি, কিংবা যে ব্যক্তি ঈমান এনে নেক কাজ করেনি। ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে (এ অবস্থায়) যে, দু'ব্যক্তি (বেচা কেনার) জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমন কি তা ভাঁজ করারও সময় পাবে না। আর ক্বিয়ামাত (এমন অবস্থায়) অবশ্যই সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি তার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবে না। আর ক্বিয়ামাত (এমন অবস্থায়) সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (তার পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরি করবে কিন্তু সে এ পানি থেকে পানি পান করানোর সময়ও পাবে না। আর ক্বিয়ামাত (এমন অবস্থায়) কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোক্মা উঠাবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার সময় ও সুযোগ পাবে না।

- (সহীহুল বুখারী ৬৫০৬ [আধুনিক প্রকাঃ ৬০৫৬, ইসঃ ফাঃ ৬০৬২] [৮৫; সহীহুল মুসলিম ৫২/২৬, হাঃ ২৯৫৪])

আবূ হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিতঃ যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ দু'টি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে। উভয় দলের দাবি হবে অভিন্ন। আর যতক্ষণ ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাচারী দাজ্জাল-এর প্রকাশ না পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল বলে দাবি করবে এবং যতক্ষণ ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া না হবে। আর ভূমিকম্প আধিক হারে না হবে। আর যামানা (কাল) সংক্ষিপ্ত না হবে এবং (ব্যাপক হারে) ফিতনা প্রকাশ না পাবে। আর হারজ ব্যাপকতা লাভ করবে। হারজ হল হত্যা। আর যতক্ষণ তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাবে। তখন সম্পদের এমন সয়লাব শুরু হবে যে, সম্পদের মালিক তার সদাকাহ কে গ্রহণ করবে - এ নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়বে। এমন কি যার নিকট সে সম্পদ আনা হবে সে বলবে আমার এ মালের কোনই প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ মানুষ উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হবে। আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ অতিক্রম করার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে এবং সকল লোক তা দেখবে এবং সেদিন সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু সে দিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে এর আগে ঈমান আনেনি। কিংবা ইতোপূর্বে যারা ঈমান আনেনি কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি - (সূরাহ আন'আম, ৬/১৫৮)। আর অবশ্যই ক্বিয়ামাত এমন অবস্থায় কায়িম হবে যে, দু'ব্যক্তি (পরস্পরে বেচাকেনার উদ্দেশ্যে) কাপড় খুলবে। কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামাত এমন অবস্থায় কায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু সে তা পান করতে পারবে না। ক্বিয়ামাত এমন অবস্থায় কায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি তার হাওয আস্তর করছে, কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামাত এমন (অতর্কিত) ভাবে কায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোক্‌মা তুলবে কিন্তু সে তা আহার করতে পারবে না।

- (সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১২১, ৮৫ [আঃ প্রঃ ৬৬২২; ইসঃ ফাঃ ৬৬৩৬], সহীহ; সহীহুল মুসলিম ১/৭২, হাঃ ১৫৭; মুসনাদে আহমাদ ৭১৬৪)

আহমদ ইব্‌ন আবূ শুআয়ব (রহঃ) .... আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। লোকেরা যখন তা উদিত হতে দেখবে, তখন ঈমান আনলে আর কোন উপকার হবে না, যদি না সে এর আগে ঈমান আনে অথবা ঈমান থাকাবস্থায় নেকী অর্জন না করে।

- (সহীহ, সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | অধ্যায়ঃ ৩২/ যুদ্ধ-বিগ্রহ (كتاب الملاحم) | হাদিস নাম্বার: ৪২৬১; বুখারী; মুসলিম)

আবূ যার (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য অস্ত যাবার সময় আবূ যার রাঃ-কে বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সাজদাহয় পড়ে যায়। অতঃপর

সে আবার উদিত হবার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। আর শীঘ্রই এমন সময় আসবে যে, সিজদা করবে কিন্তু তা কবূল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যে পথ দিয়ে আসলে ঐ পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হয়— এটাই মর্ম হল মহান আল্লাহর বাণীরঃ "আর সূর্য নিজ গন্তব্যে (অথবা) কক্ষ পথে চলতে থাকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।" (ইয়াসীন ৩৮)

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৩১৯৯, ৪৮০২, ৪৮০৩, ৭৪২৪, ৭৪৩৩ [আঃ প্রঃ ২৯৫৮; ইসঃ ফাঃ ২৯৬৯]; সহীহুল মুসলিম ২৫০-(১৫৯); সুনান আত তিরমিজী ২১৮৬ [আল মাদানী প্রকাঃ] মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৬৮; মুসনাদে আহমাদ ২১৫৮১; সহীহুল জামি ৭৮২৮; আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৪৭০)

এ বিষয়ে সাফওয়ান ইবন আসসাল, হুযায়ফা ইবন আসীদ, আনাস ও আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

- (সূনান তিরমিজী ইসঃ ফাঃ ২১৮৯)

৬.৭৩ তাওবার দরজা বন্ধ হবে

কেয়ামতের আগে তাওবাহ এর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এরপর আর তওবা করলে তা কবুল হবে না। কিয়ামত মানুষের উপর তিন ভাবে হয়। (১) ব্যক্তি কিয়ামত, (২) প্রজন্মের মৃত্যু বা জাতি কিয়ামত, (৩) মহাপ্রলয় বা মহাকিয়ামত। হাদিসে বলা আছে-

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামত তিন প্রকার- এক. ব্যক্তি কিয়ামত, দুই. জাতি কিয়ামত, তিন. পৃথিবী ধ্বংসের কিয়ামত, এটা একে অপরের থেকে ভয়ঙ্কর।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস: ইবনে দায়লামী ১১৮০)

এই তিন সময় মানুষের তাওবাহ আর কবুল হয় না। ব্যক্তি কিয়ামত হচ্ছে মৃত্যু যখন গরগরা এর সময় চলে আসে। জাতি কিয়ামত হচ্ছে প্রজন্মের মৃত্যু বা জাতিগতভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা আল্লাহর আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিন্তু সকল কিছু ধ্বংস হয় না। আর মহাপ্রলয় বা মহা কিয়ামত, পুরো বিশ্বের ধ্বংস যা হবে নিকৃষ্টদের উপর। পশ্চিম দিকে সূর্য উঠার মাধ্যমেই তাওবাহ এর দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে, এরপরই কেয়ামত। এ থেকে বুঝা যায় যাদের উপর এই কিয়ামত হবে তারা কখনো আর তাওবাহ করার সুযোগ পাবে না। কুরআনে বলা আছে-

''যেদিন আপনার পালনকর্তার কিছু নিদর্শন আগমন করবে তখন কোন আত্মার ঈমান আনয়ন তার কোন কাজে আসবে না"- (সূরা আল আন্‘আম, ৬:১৫৮)

উপরে বর্ণিত তিন ধরণের কিয়ামাতই যা এক ব্যাক্তির উপর আসতে পারে, তবে সেগুলোর একটিও আসার আগে যদি ঈমান না এনে থাকে তাহলে তার ঈমান কার্যকরী হবে না। যেমন মৃত্যুর আগে যদি ঈমান না আনে, জাতিগত ধ্বংসের আগে যদি ঈমান না আনে আর

কেয়ামতের আগে যদি ঈমান না আনে। আল্লাহ্ এর আগেই সুযোগ দেন কিন্তু তা অনেকেই গ্রহণ করে না। হাদিসে এসেছে-

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে তাঁর বান্দাকে তওবা করার সুযোগ দেন। আর অহংকারীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করে না।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৮১)

উমাইয়্যাহ্ ইবনু বিস্তাম (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ্ (রা:) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছয়টি (আলামত সংঘটিত হওয়ার আগে) দ্রুত তোমরা নেক আমল করতে শুরু করো। তা হলো দাজ্জাল প্রকাশিত হওয়া, ব্যাপক ধোঁয়া দেখা দেয়া, দাব্বাতুল আরয (অদ্ভুত জন্তু) বের হওয়া, পশ্চিমাকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, জাতিগত কিয়ামত এবং ব্যক্তিগত কেয়ামত বা মাওত।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭২৮৮ [ইঃ ফাঃ ৭১৩১, ইঃ সেঃ ৭১৮৩])

আবু হুরায়রাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন আর কারো ঈমান ও আমল তার কোন কাজে আসবে না, যদি তার পূর্বে ঈমান এনে না থাকে অথবা ঈমানের সাথে আমল সঞ্চয় না করে থাকে। আর তা হলো পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং দাব্বাতুল 'আরদ বের হওয়া।

- (সহীহ, মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৬৭; সহীহুল মুসলিম ২৪৯-(২৫৮); সুনানে তিরমিযী ৩০৭২; মুসনাদে আহমাদ ৯৭৫; সহীহুল জামি' ৩০২৩)

পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠলেই তাওবাহ এর দরজা বন্ধ হবে

মু'আবিয়াহ (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ তাওবাহর দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরাত শেষ হবে না। আর তাওবাহর দরজা বন্ধ হবে না যতক্ষণ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হয়।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) | অধ্যায়ঃ ৯/ জিহাদ (كتاب الجهاد) | হাদিস নাম্বার: ২৪৭৯)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলা তাওবার জন্য পশ্চিমে একটি দরজা খুলে রেখেছেন যার প্রস্থ সত্তর বছরের সমান। সেদিক থেকে (অর্থাৎ পশ্চিম) সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হবে না। এদিকেই আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করে বলেন: "যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না।"

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিযী ৩৫৩৫; তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/৩৬৯)

সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পশ্চিম দিকে একটি খোলা দরজা আছে, যার প্রস্থ সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এই দরজা সর্বক্ষণ তওবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই দিক থেকে সূয উদিত

হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি ঈমান না আনলে অথবা ঈমান আনার পর সৎকর্ম না করে থাকলে, অতঃপর তার ঈমান আনায় কোন উপকার হবে না।

- (সুনান ইবনে মাজাহ | অধ্যায়ঃ ৩০/ কলহ-বিপর্যয় (كتاب الفتن) | হাদিস নাম্বারঃ ৩/৪০৭০)
- (সুনান তিরমিযী ৩৫৩৫, ৩৫৩৬; আত-তালীকুর রাগীব ৪/৭৩। তাহকীক আলবানীঃ হাসান)

সাফওয়ান ইবনু আসসাল মুরাদি (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, পশ্চিমে তাওবার জন্য একটি দরজা আছে। যার মাঝে প্রশস্ততা হল চলার সত্তর অথবা চল্লিশ বছর। তা কখনো বন্ধ হবে না। এমনকি তার দিক থেকে সূর্যোদয় হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, "যেদিন তোমার প্রভুর কতিপয় আলামত আসবে, সেদিন যারা পূর্বে ঈমান আনয়ন করেনি, তাদের ঈমান কোন উপকারে আসবে না। অথবা যে তার ঈমানের মধ্যে মঙ্গল কিছু অর্জন করেছে।"

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮৫৪; মুসনাদে আহমাদ ১৭৬২৩)

আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তা‘আলা রাতে নিজের হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে দিনের বেলায় গুনাহকারীর তাওবাহ্ করতে পারেন। আবার দিনের বেলায় তিনি তার হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে রাতের বেলায় গুনাহকারীর তাওবাহ্ করতে পারেন। এভাবে তিনি হাত প্রসারিত করতে থাকবেন যতদিন না সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে। (মুসলিম)

- মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) | অধ্যায়ঃ পর্ব-১০. আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى) | হাদিস নাম্বার: ২৩২৯-[৭]
- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম ২৭৫৯; সহীহাহ্ ৩৫১৩; সহীহ আত্ তারগীব ৩১৩৫; সহীহ আল জামি‘ ১৮৭১)

ব্যাখ্যা: (إِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَه) বলা হয়েছে, হাদীসাংশে হাত প্রশস্ত করা এর দ্বারা উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা। কেননা মানুষের স্বভাব হল তাদের কেউ যখন কারো কাছ থেকে কিছু সন্ধান করে তখন সে তার দিকে নিজ হাতের তালুকে বিস্তৃত করে, অর্থাৎ- আল্লাহ পাপীদেরকে তাওবার দিকে আহবান করছেন।
(لِيَتُوبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ) অর্থাৎ- তাদের শাস্তির ব্যাপারে তিনি তাড়াতাড়ি করেন না বরং তাদেরকে তিনি ঢিল দেন যাতে তারা তাওবাহ্ করে।
(وَيَبْسُطُ يَدَه بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ) নাবাবী বলেন, এর অর্থ হল, তিনি পাপীদের থেকে দিনে রাত্রে তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য না উদিত হবে। আর তিনি তার তাওবাহ্ গ্রহণ কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করেননি। সুতরাং তাওবাহ্ গ্রহণের ক্ষেত্রে হাত বিস্তৃতকরণ রূপকার্থবোধক। মাযুরী বলেন, হাত বিস্তৃতকরণ দ্বারা তাওবাহ্ গ্রহণ উদ্দেশ্য। হাদীসে কেবল হাত বিস্তৃতকরণ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা ‘আরবরা যখন কোন জিনিসের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তখন সে তার হাতকে তা গ্রহণের জন্য বিস্তৃত করে এবং যখন কোন জিনিসকে অপছন্দ করে তখন তার হাতকে সে জিনিস থেকে গুটিয়ে নেয়। অতএব তাদেরকে ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়

দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে যা তারা বুঝে আর তা রূপকার্থবোধক, কেননা আল্লাহর ক্ষেত্রে দোষণীয় হাত সাব্যস্ত করা অসম্ভব, আল্লাহর হাত আল্লাহর মতো।
(حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا) অর্থাৎ- ''তখন তাওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে''। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ''যেদিন আপনার পালনকর্তার কিছু নিদর্শন আগমন করবে তখন কোন আত্মার ঈমান আনয়ন তার কোন কাজে আসবে না''- (সূরা আল আন্'আম, ৬:১৫৮)।
ইবনুল মালিক বলেন, এ হাদীসের অর্থ এবং এর মতো অন্যান্য হাদীস ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে যে, পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তাওবাহ্ গ্রহণ করা হবে না।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি সূর্য পশ্চিম আকাশে উদয়ের পূর্বে তাওবাহ করবে তার তাওবাহ কবূল করা হবে।

- (মুসনাদে আহমাদ ৭৬৯৭)

তাই সময় ফুরিয়ে যাবার পূর্বে সময়ের মূল্যায়ন করা উচিত।

৬.৭৪ এরপরেই কিয়ামত সংঘটিত হবে

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের অনেক নির্দশন রয়েছে। আর তার নির্দশন আসা ব্যতীত কখনোই কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

- (মাওকুফ, সনদ বিচ্ছিন্ন, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮১৫)

কেয়ামতের সকল নিদর্শনগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর কেয়ামত হবে। আর তার আগের অবস্থা সম্পর্কে হাদিসে অনেক বর্ণনা এসেছে।
নবী ﷺ বলেনঃ

وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا

"কিয়ামত এমন পরিস্থিতি ও এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু'জন লোক ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাদের কাপড় একে অপরের সামনে পেশ করবে কিন্তু তারা তা ক্রয়-বিক্রয় বা ছড়ানো কাপড় ভাঁজ করার সময় পাবেনা। কিয়ামত এমন পরিস্থিতে কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি উটনী দোহন করে নিয়ে আসবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবেনা। কিয়ামত এমন পরিস্থিতে কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি পশুকে পানি পান করানোর জন্য চাড়ি বসাতে থাকবে কিন্তু তার পশুকে পানি পান করানোর সুযোগ পাবেনা। কিয়ামত এমন পরিস্থিতে কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখে খাদ্যের লোকমা উঠাবে কিন্তু তা মুখে দিয়ে খাবার সুযোগ পাবেনা"।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১২১, ৮৫ [আঃ প্রঃ ৬৬২২; ইসঃ ফাঃ ৬৬৩৬]; সহীহুল মুসলিম ১/৭২, হাঃ ১৫৭; মুসনাদে আহমাদ ৭১৬৪)

যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এক লোক তার উষ্ট্রী দোহন করবে; কিন্তু পাত্র তার মুখের নিকটে পৌছার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে দু' লোক কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে। তারা ক্রয়-বিক্রয় শেষ না করতেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে এক লোক তার হাওয মেরামত করতে থাকবে। কিন্তু মেরামত শেষ করে মুখ ফিরাবার আগেই কিয়ামত এসে উপস্থিত হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭৩০৩-(১৪০/২৯৫৪) [ইঃ ফাঃ ৭১৪৫; ইঃ সেঃ ৭১৯৭]; আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৮১৩)

কিয়ামত কবে হবে, কখন হবে তা গায়েব এর বিষয়। এই জ্ঞান কাউকে দেওয়া হয়নি। কেউ যদি বলে যে এই বিষয় জানে, তাহলে সে মিথ্যা বলছে। তবে আলামত ও শর্ত রয়েছে যা পূর্ণ হলেই কেবল এতটুকু বলা যায় যে কিয়ামত এখন নিকটবর্তী। অতি নিকটবর্তী। কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ূতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। (৩১:৩৪)

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

লোকে তোমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে। কিসে তোমাকে জানাবে- সম্ভবতঃ ক্বিয়ামত নিকটেই। (৩৩:৬৩)

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ

কিয়ামতের জ্ঞান তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। তাঁর অজ্ঞাতসারে আবরণ হতে ফলসমূহ বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না এবং সেদিন যখন তিনি তাদেরকে আহবান করে বলবেন, 'আমার শরীকরা কোথায়?' তারা বলবে, 'আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে, এ ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন সাক্ষী নেই।' (৪১:৪৭)

وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আর তিনি বরকতময়, যার কর্তৃত্বে রয়েছে আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু; আর কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (৪৩:৮৫)

হযরত আলী (রা:) এর নিকট থেকে বর্ণিতঃ "আমি যেন দেখতে একটি জাতিকে দেখতে পাচ্ছি, হাতুড়ির ঘা খাওয়া ঢালের মতো যাদের মুখমণ্ডল স্পষ্ট দৃশ্যমান, যারা রঙ্গিন রেশমী কাপড় পরিহিত এবং উন্নত জাতের অশ্ব চালনা করছে, সেখানে হত্যাযজ্ঞ এতটা অধিক যে, আহতরা নিহতদের লাশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পার হচ্ছে। ঐ যুদ্ধে পলায়নকারীদের সংখ্যা যুদ্ধবন্দীদের চেয়ে অনেক কম।"

এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলোঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞানের সাথে পরিচিত।" হযরত আলী (রা:) হেসে বনি কালব গোত্রের ঐ লোককে বললেনঃ "হে বনি কালব গোত্রীয় ভ্রাতা! এটি গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান নয়; বরং এ হচ্ছে এক ধরনের অবগতি যা একজন জ্ঞানী অর্থাৎ রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট থেকে শিখেছি। কারণ গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান কেবল কিয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং যা কিছু মহান আল্লাহ পাক এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন তা।

আর আয়াত টি হচ্ছেঃ একমাত্র মহান আল্লাহই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভসমূহে যা আছে সব ব্যাপারে জ্ঞাত, আর কোন ব্যক্তি জানেন না যে, তার জীবন (আয়ু) কোথায় শেষ হয়ে যাবে...। একমাত্র মহান আল্লাহ মাতৃগর্ভে যা আছে- ছেলে না মেয়ে, সুন্দর না কুৎসিত, দাতা না কৃপণ, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা এবং কোন ব্যক্তি দোজখের অগ্নির দাহ্য কাষ্ঠ, কোন ব্যাকটি বেহেস্তি এবং কোন ব্যক্তি নবীদের সাথী সে সম্পর্কে জ্ঞাত। অতএব, গায়েব সংক্রান্ত যে জ্ঞান মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানে না তা হচ্ছে ঠিক এটিই। যা কিছু বলা হয়েছে তা ছাড়া আর সবকিছু হচ্ছে এমন জ্ঞান যা মহান আল্লাহ তার রসূল ﷺ কে শিখিয়েছেন। মহানবী ﷺ আবার তা আমাকে শিখিয়েছেন এবং আমার জন্য দোয়া করেছেন যাতে করে মহান আল্লাহ তা আমার হৃদয়ে স্থাপন করেন দেন এবং আমার অন্তঃকরণ তা দিয়ে পূর্ণ করে দেন।"

- (নাহজুল বালাগাহ, খুতবা নং ১২৮)

তবে পৃথিবীর শেষ সময় সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা একটি ধারণা দেয় কিয়ামত কবে কখন হবে। তবে কিয়ামতের পূর্ব আলামত ও শর্ত থেকেই তার আন্দাজ ভালোভাবে করা সম্ভব। আর সেই আলামত গুলিই পূর্বে এই বইয়ে সাজানোভাবে লিখা হয়েছে।

পৃথিবীতে শুধু নিকৃষ্টরাই বেঁচে রবে। এরপর যেকোনো সময় পশ্চিমে সূর্য উদয় হবে সেটি কোন দিন না মাস না বছর পরে হবে তা কেউ জানেনা। আর সেই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। সেটি কোন দিনে হবে সে ব্যাপারে কিছু হাদিসে এসেছে যে ১০ই মোহররম শুক্রবার কিয়ামত সংঘটিত হবে।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। অবশ্যই তোমরা সকলে কিয়ামত দেখতে পাবে, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমরা কিয়ামত সম্বন্ধে ভীত। তাঁর দিবস ও সময় জানতে চাই, যেন তাঁর আগেই আমরা প্রস্তুতি নিতে পারি। তিনি বললেন, কিয়ামত তিন প্রকার-যার একটি অপরটির চেয়ে ভয়ঙ্কর। সাহাবীগণ বললেন, কি কি হে আল্লাহর রসূল ﷺ? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি কিয়ামত, যখন

কেউ মৃত্যুবরণ করবে তখন তা দেখতে পাবে। দুই, জাতি কিয়ামত, যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করা হবে, অথবা তারা নিজেরাই যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়। তিন. পৃথিবী ধ্বংসের কিয়ামত, যা দশই মহররম শুক্রবারে ঘটবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৬)

আলকামা (রা:) সূরা হজ্জের, "নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন হবে একটা বিরাট বিষয়" এ সম্পর্কে বলেছেন, এটা হবে কিয়ামতের আগে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৮২)

কখন হবে তা কেউ জানেনা

হাদিস থেকে জানা যায়-

খালিদ ইবনু মাখলাদ (রহঃ) ... ইবনু উমর (রা:) সুত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (১) মাতৃজঠরে কি গুপ্ত রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ। (২) আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ (৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৪) কে কোন ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে। *

- (সহীহ, সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) | হাদিস নাম্বার: ৬৮৭৫)
- * উপরের ৫টি জ্ঞানকে গায়েবের জ্ঞান বলা হয়েছে। কিন্তু এটা ভালো করে জানার বিষয় যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে গায়েবের জ্ঞান থেকে কিছু অংশ জানান। উপরিউক্ত ৫টি জ্ঞান থেকে ৪টিরই প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন মুজেজা ও কারামতের ঘটনায়। যেমন আবু বকর (রা:) এর আগেই বলে দেওয়া যে তার স্ত্রী এর গর্ভে ছেলে না মেয়ে সন্তান রয়েছে। এটি তার কারামত। এরপর ২নং গায়েবের জ্ঞান অর্থাৎ তাকদীর (নেককার তথা জান্নাতি বা বদকার তথা জাহান্নামী) এর বাপারেও আল্লাহ আগে জানিয়ে দিতে পারেন এবং জানিয়েছেনও। যেমন উমর (রা:) এর আগে থেকেই বলা যে তার ছেলের ঘর থেকে নেক সন্তান (উমর ইবনে আব্দুল আজিজ- যিনি আসেম ইবনে উমর এর মেয়ের গর্ভে জন্মে) হওয়ার বিষয়ে। এরপর কে কোথায় মারা যাবে, কবে মারা যাবে, কিভাবে মারা যাবে তাও জানিয়ে দেওয়ার ঘটনা এসেছে অসংখ্য কারামতের ঘটনায়। কিন্তু বিষয় হচ্ছে একটি গায়েবের জ্ঞান এখনো কাউকে জানানো হয়নি আর তা হচ্ছে কেয়ামতের জ্ঞান। এটা আলাদা ভাবে কুরআন হাদিসে অসংখ্য জায়গায় স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে কিয়ামতের সময়ের জ্ঞানটি কাউকে দেননি।

কুরআনে স্পষ্ট করে তা বলা আছে-

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

লোকে তোমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে। কিসে তোমাকে জানাবে- সম্ভবতঃ ক্বিয়ামত নিকটেই। (৩৩:৬৩)

শাবি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, জিবরাইল (আঃ) ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে দেখা করেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাইল! কিয়ামত কখন হবে? তখন উনি উনার ডানাকে উঁচু করলেন। এরপর বললেন, এই বিষয়ে প্রশ্নকারী থেকে উত্তরদানকারী বেশি জানে না, "আসমান ও যমিনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর অজান্তেই এসে যাবে।" এরপর বললেন, এটার সময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নির্দিষ্ট করে জানে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৮৩)

ইবনু ওমর রাঃ, ওমর (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসূল ﷺ কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে বললেন, এই ব্যপারে প্রশ্নকারী থেকে উত্তরদাতা বেশি জানে না। আবারো প্রশ্ন করে- তাহলে এর নিদর্শন কি? তিনি (রসূল) বললেন, যখন একজন কৃতদাসী তার কর্তীকে প্রসব করবে, অথবা বলেছিলেন কর্তাকে এবং খালি পায়ের নগ্ন দরিদ্র রাখালেরা উঁচু দালান তৈরিতে প্রতিযোগিতা করবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৮৪; সহিহ বুখারি ৪৫১৭; সহিহ মুসলিম ৩৬; সুনানু নাসাঈ ১৪৯৩)

উরওয়া (রা:) বলেছেন, রসূল ﷺ কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, "এতে আপনার কি? এর জ্ঞান আপনার রবের কাছে।" (সুরা নাজিয়াত : ৪৩, ৪৪), এরপর উনি বন্ধ করেন।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৮৫)

শিঙ্গায় ফুঁৎকার এবং মহা কিয়ামত

দুনিয়ার বয়স যখন শেষ হয়ে যাবে, মানুষের চারিত্রিক পতন ঘটবে, কুকর্মে পৃথিবী ভরপুর হয়ে যাবে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার মত কোন লোক বাকি থাকবেনা তখন কোন এক জুমআর দিন ইসরাফীল ফেরেশতার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে দুনিয়া ফানা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেনঃ

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

সেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। অতঃপর তোমরা দলে দলে উপস্থিত হবে। (সূরা নাবা, আঃ ১৮)

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ

অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। সেটি হবে অত্যন্ত কঠিন দিন। (সূরা মুদ্দাছছির, আঃ ৮-৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمٰوٰتِ وَمَن فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ

আর যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে তখন মুর্ছিত হয়ে পড়বে যারা আছে আকাশে আর যারা আছে যমীনে, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় এ থেকে যে রেহাই পাবে তার কথা ভিন্ন। অতঃপর শিঙ্গায় আবার ফুঁ দেয়া হবে, তখন তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। (সূরা যুমার, আঃ ৬৮)

নবী ﷺ বলেনঃ

كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ

আমি কিভাবে শান্তিতে থাকবো? ইসরাফীল ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে নিয়ে কান পেতে আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে শিঙ্গায় ফুঁ দিবে। (সুনান আত-তিরমিযী, অধ্যায়ঃ সিফাতুল কিয়ামাহ)

আবূ কুরায়ব, মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উভয় ফুঁৎকারের মাঝে (ব্যবধান) চল্লিশ হবে। সাহাবাগণ বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ! চল্লিশ দিন (ব্যবধান)? তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে সন্দিহান। তারা আবারো প্রশ্ন করলেন, এ কি চল্লিশ মাস? এবারো তিনি বললেন, এ সন্দেহ পোষণ করি। তারা আবারও বলল, তা কি চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি তা বলি না। তারপর আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হবে, এতে মানুষ উদগত হবে যেমন উদ্ভিদ উদগত হয়। এরপর তিনি বললেন, একটি হাড় ছাড়া মানুষের সকল শরীর পচে যাবে। আর সে হাড়টি হলো, মেরুদণ্ডের হাড়। কিয়ামতের দিন এ হাড় হতেই পুনরায় মানুষকে পুনঃসৃষ্ট করা হবে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭৩০৪-(১৪১/২৯৫৫) [ইঃ ফাঃ ৭১৪৬; ইঃ সেঃ ৭১৯৮])
- অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে কিয়ামত হয়ে যাবে।

তা হটাত করেই সংঘটিত হবে

নবী ﷺ আরো বলেনঃ

تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّقْحَةَ فَمَا يَصِلُ الْإِنَاءُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ وَالرَّجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُومَ وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ

এত অল্প সময়ের মধ্যে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে যে, লোকেরা উটনীর দুধ দহন করবে কিন্তু পান করার সময় পাবেনা। দু'জন লোক কাপড় ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য একমত হবে, কিন্তু ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করে কাপড়টি হস্তগত করার সুযোগ পাবেনা। লোকেরা পানির হাওজে

নেমে তা মেরামত করতে থাকবে, কিন্তু তা থেকে বের হয়ে আসার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে। (মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান)

আবূ হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) সংঘটিত হবে না যতক্ষণ দু'টি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে। উভয় দলের দাবি হবে অভিন্ন। আর যতক্ষণ ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাচারী দাজ্জাল-এর প্রকাশ না পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রসূল বলে দাবি করবে এবং যতক্ষণ ইলম উঠিয়ে নেয়া না হবে। আর ভূমিকম্প অধিক হারে না হবে। আর যামানা (কাল) সংক্ষিপ্ত না হবে এবং (ব্যাপক হারে) ফিতনা প্রকাশ না পাবে। আর হারজ ব্যপকতা লাভ করবে। হারজ হল হত্যা। আর যতক্ষণ তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাবে।
তখন সম্পদের এমন সয়লাব শুরু হবে যে, সম্পদের মালিক তার সাদাকা কে গ্রহণ করবে- এ নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়বে। এমন কি যার নিকট সে সম্পদ আনা হবে সে বলবে আমার এ মালের কোনই প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ মানুষ উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হবে। আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে এবং সকল লোক তা দেখবে এবং সেদিন সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু সে দিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে এর আগে ঈমান আনেনি। কিংবা ইতোপূর্বে যারা ঈমান আনেনি কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি- (সূরা আন'আম, আঃ ৬/১৫৮)।
আর অবশ্যই ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) এমন অবস্থায় কায়িম হবে যে, দু'ব্যক্তি (পরস্পরে বেচাকেনার উদ্দেশে) কাপড় খুলবে। কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) এমন অবস্থায় কায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু সে তা পান করতে পারবে না। ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) এমন অবস্থায় কায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি তার হাওয আস্তর করছে, কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) এমন (অতর্কিত) ভাবে কায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোকমা তুলবে কিন্তু সে তা আহার করতে পারবে না।

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী তাঃ পাঃ ৭১২১, ৮৫ [আঃ প্রঃ ৬৬২২; ইসঃ ফাঃ ৬৬৩৬]; সহীহুল মুসলিম ১/৭২, হাঃ ১৫৭; মুসনাদে আহমাদ ৭১৬৪)

আবু হুরাইরা (রা:) বলেছেন, কিয়ামত আসবে এমন দুই ব্যক্তির উপর, যারা তাদের কাপড় ছড়িয়ে নিজেদের মাঝে বিক্রি করতে থাকবে। এর মধ্যেই হঠাৎ কিয়ামত চলে আসবে।

- (সহীহ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৭৯)

৬.৭৫ কেয়ামতের আগে ঘটিতব্য বিষয় কিন্তু কখন তা জানা নেই

কিছু হাদিস রয়েছে যা প্রায় প্রতি জামানাকেই চিহ্নিত করে। কেয়ামতের আগে অবশ্যই ঘটবে কিন্তু কখন হবে তার সঠিক সময় নির্ণয় করা যায় না বা প্রতি জামানাতেই এই আলামতগুলো ঘটছে, তা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে।

জা'ফর ইব্ন মুসাফির (রহঃ) .... আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রা:) তার পিতা হতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তুর্কীর একটি ছোট চোখ বিশিষ্ট কাওম তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করবে। তিনি আরো বলেনঃ তোমরা তিনবার তাদের পরাস্ত করবে, এমন কি তোমরা তাদের আরব উপদ্বীপের সাথে মিলিয়ে দেবে। তাদের মধ্যে যারা প্রথমবার পালাবে, তারা মুক্তি পাবে। দ্বিতীবার যুদ্ধের সময় কিছু লোক ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক নাজাত পাবে। আর তৃতীয়বার যুদ্ধের সময় তারা সমূলে ধ্বংস হবে, অথবা তিনি এ ধরনের কিছু বলেছেন।

- (যঈফ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩০৫ [ইঃ ফাঃ ৪২৫৪])

হুযাইফা ইবনু আসিদ আল-গিফরী (রা:) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের ছায়ায় বসে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আমাদের কণ্ঠস্বর চরমে উঠলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ দশটি আলামত প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো কিয়ামত হবে না। সেগুলো হলোঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় 'দাব্বাতুল আরদ' নামক জন্তুর আবির্ভাব, ইয়াজূজ-মাজূজ দাজ্জাল ও ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) ও ধোঁয়ার প্রকাশ, আর তিনটি ভূমিধ্বস; পাশ্চাত্যে, প্রাচ্যে একটি ও আরব উপদ্বীপে একটি। এগুলোর পরেই ইয়ামেনের আদান নামক স্থানে নীচ ভূমি থেকে আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের (সিরিয়ার) দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

- (সহীহ, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত/ আলবানী একাঃ) ৪৩১১ [ইঃ ফাঃ ৪২৬০]; সহীহুল মুসলিম ৩৯-(২৯০১); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৬৪; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৪৩; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৩৮০; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ২৯৫৯; তিরমিযী; মুসনাদে আহমাদ)

আবূ মালেক আল-আশআরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মাতের কতক লোক মদের ভিন্নতর নামকরণ করে তা পান করবে। (তাদের পাপাসক্ত অবস্থায়) তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা গীত পরিবেশন করবে। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দিবেন এবং তাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৩/৪০২০; আবূ দাউদ ৩৬৮৮; আহমাদ ২২৩৯৩; মিশকাত ৪২৯২; রাওদুন নাদীর ৪৫২; সহীহাহ ১/১৩৮-১৩৯)

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অচিরেই লোকেদের উপর প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ আসবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে,

আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার আমানতদারকে খিয়ানতকারী গণ্য করা হবে এবং রুওয়াইবিয়া হবে বক্তা। জিজ্ঞাসা করা হলো, রুওয়াইবিয়া কি? তিনি বলেনঃ নীচ প্রকৃতির লোক সে জনগণের হর্তাকর্তা হবে।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৪০৩৬; আহমাদ ৭৮৫২; সহীহাহ ১৮৮৭)

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হায়! আমি যদি এই কবরবাসীর পরিবর্তে এই স্থানে থাকতাম। তার ধর্মের কারণে একথা বলবে না, বরং বালা-মুসীবতের কারণে বলবে।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৩/৪০৩৭; সহীহুল বুখারী ৭১১৫, ৭১২১; সহীহুল মুসলিম ৫৪-(১৫৭); মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৪৫; মুসনাদে আহমাদ ৭১৮৬, ১০৪৮৫; মুয়াত্তা মালেক ৫৭০; সিলসিলাতুস সহীহাহ ৫৭৮; সহীহুল জামি ৭০০২)

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনের সাথে বসা ছিলেন। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বলেনঃ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত নয়। তবে আমি তোমাকে এর কতক আলামত সম্পর্কে অবহিত করবো। যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। যখন নগ্নপদ ও নগ্ন দেহবিশিষ্ট লোকেরা জনগণের নেতা হবে, এটি কিয়ামতের একটি আলামত। যখন মেষপালের রাখালেরা সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করবে। এগুলো হলো কিয়ামতের আলামত। এমন পাঁচটি বিষয় আছে যে সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ): "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না সে কোন স্থানে মারা যাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয় অবহিত" (সূরা লোকমান, আঃ ৩৪)।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৫/৪০৪৪; সহীহুল বুখারী ৫০, ৪৭৭৭; মুসলিম ৯, ১০; নাসায়ী ৪৯৯১; আহমাদ ৯২১৭)

আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের জন্য এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো না, যা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট শুনেছি? আমার পরে সেই হাদীস আর কেউ তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে না। আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, কিয়ামতের কতক আলামত এই যে, এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে, যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে, পুরুষ লোকের অধিক হারে মৃত্যু হবে, অধিক হারে নারীরা বেঁচে থাকবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে একজনমাত্র পুরুষ।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৬/৪০৪৫; সহীহুল বুখারী ৮০, ৬৮০৮; সহীহুল মুসলিম ২৬৭১; সুনান আত তিরমিযী ২২০৫; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৩৭; সহীহুল

জামি ২২০৬; সিলসিলাতুস্ সহীহাহ ২৭৬৭; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৭২৮০; আবু ইয়া'লা ২৯৩১; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৬৮; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৫৯০৫; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/২৮০; মুসনাদে আহমাদ ১২১১৮, ১২৩৯৫, ১২৬৮২, ১২৮১৮, ১৩১১২, ১৩৪৭০, ১৩৬৬৪)

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, কলহ-বিপর্যয়ের প্রকাশ ও হারাজ-এর আধিক্য না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। লোকজন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হারাজ কি? তিনি বলেনঃ গণহত্যা, গণহত্যা, গণহত্যা, তিনবার (এ কথা বলেন)।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৮/৪০৪৭, ৪০৫২, সহীহুল বুখারী ৮৫, ১০৩৬, ১৪১২, ৭১২১, মুসলিম ১৫৭, আহমাদ ৭১৪৬, ৭৪৯৬, ৭৮১২, ৯১২৯, ৯৮৭১, ২৭৩৫১, ২৭৭৮৯, ১০৪৮১, ১০৪০৯)

আবূ মূসা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে, যখন অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিস্তার ঘটবে, এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হারজ কি? তিনি বলেনঃ গণহত্যা।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৪/৪০৫১; সহীহুল বুখারী ৭০৬৩, ৭০৬৫, মুসলিম ২৬৭২, তিরমিযী ২২০০, আহমাদ ৩৬৮৭, ৩৮০৭, ৩৮৩১, ৪২৯৪, সহীহ আল-জামি' ২২৩৩)

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জামানা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, এলেম হ্রাস পাবে এবং কৃপণতার বিস্তার ঘটবে, কলহ-বিপর্যয়ের বিস্তার ঘটবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হারজ কি? তিনি বলেন, ব্যাপক আকারে হত্যা।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ৫/৪০৫২, ৪০৪৭; সহীহুল বুখারী ৮৫, ১০৩৬, ১৪১২, ৭১২১; সহীহুল মুসলিম ১৫৭; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০৭৪৪; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৭৩৮৪; মুসনাদে বাযযার ১৬৯১; আবূ ইয়া'লা ৬২৯৩; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৫১; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/৯৯; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১০০৬১; আল মু'জামুল আওসাত্ব ৩২৭৭; মিশকাত ৫৩৮৯-[১১]; মুসনাদে আহমাদ ৭১৪৬, ৭৪৯৬, ৭৮১২, ৯১২৯, ৯৮৭১, ২৭৩৫১, ২৭৭৮৯, ১০৪৮১, ১০৭৩৫)

আবূ হুরায়রাহ্ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! সেই পর্যন্ত দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে না, যে পর্যন্ত না মানুষের ওপর এমন একদিন আসবে, যেদিন হত্যাকারী বলতে পারবে না কেন সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানতে পারবে না কেন সে নিহত হয়েছে। প্রশ্ন করা হলো, এটা কিরূপে হবে? তিনি ﷺ বললেন, ফিতনার কারণে। যাতে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

- (সহীহ, মুসলিম ৫৫-(২৯০৮); সহীহুল জামি ৭০৭৬; মিশকাত ৫৩৯০-[১২])

সাওবান (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মাতের মধ্যে যখন একবার তলোয়ার চালিত হবে, তখন তা আর কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ করা হবে না। আর কিয়ামত সেই পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না যে পর্যন্ত না আমার উম্মাতের কোন কোন সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যেই পর্যন্ত না আমার উম্মাতের কোন গোত্র মূর্তিপূজা করবে। তিনি ﷺ আরো বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মাতের মাঝে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আগমন ঘটবে এবং তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর নবী হওয়ার দাবি করবে। অথচ সত্য কথা হলো, আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই। তিনি ﷺ আরো বলেছেন, আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর অনড় থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাদের কোনই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

- (সহীহ, আবূ দাউদ ৪২৫২; সুনান আত তিরমিজী ২২০২, সহীহুল জামি' ৮২৮; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪০৬-[২৮]; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৩৯০; সুনান ইবনু মাজাহ ৩৯৫২; সিলসিলাতুস সহীহাহ্ ১১০৮; মুসনাদে আহমাদ ১৬৯৫৬; বুখারী ৭১; মুসলিম ১৭৬-(১৯২৪); সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৩৬; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৭১২; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৬১১১; আল মু'জামুল আওসাত্ব ৮৩৯৭; আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮৪০৯)

আনাস ইবনু মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, ঐসময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি বছর একটি মাসের সমান হবে। একটি মাস একটি সপ্তাহের সমান হবে। একটি সপ্তাহ হবে একটি দিনের সমান। আর একটি দিন হবে আগুনের শিখার সমান।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ, পথিক প্রকাঃ ১৭৯৭)

হারজ বা গণহত্যা প্রতি জামানেই কম বেশি দেখা যায়। ইতিহাসে ফিতনাও অনেক হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট করে এগুলো বলা যায় না যে কখনকার সময়ের। সময়ের বরকত কমে যাবে কিন্তু কখন থেকে কমবে তা নির্ণয় করা যায় না তবে শেষ জামানা থেকেই হবে এবং কেয়ামতের আগেই হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ যাতে নিহত ও নিহতকারী জানবে না কেন হত্যা হলো ও কেন করলো, এটিও বিভিন্ন জামানায় দেখা যায় তবে শেষ জামানায় যে আরো এরকম ঘটবে তা বলাই বাহুল্য।

ইনশাআল্লাহ আগামীর ফিতনা অধ্যায় পড়ে আমরা সেই সকল বিষয়গুলো জানতে পারলাম যা আমাদের সামনে ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের তখন করণীয়-বর্জনীয় কি হবে সেটিও হয়তো সকলে পরিষ্কারভাবে বুঝেছেন। আর যদি সেভাবে না চলা হয় তাহলে কি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে সেটিও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি বিষয়, আমাদেরকে এই দুনিয়াতে সুখে-শান্তিতে থাকতে হলেও, ইসলাম পরিপূর্ণভাবে পালন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই।

সপ্তম অধ্যায়

(কারা আমাদের ও ইসলামের শত্রু)

৭.১ শাসকরা এবং বিচারকরা যেভাবে ত্বাগুতে পরিণত হয়

প্রথমেই ত্বাগুতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেই। ত্বাগুত হচ্ছে বাতিল বা মিথ্যা ইলাহ। অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত, অনুসরণ কিংবা আনুগত্য করা হয়। ত্বাগুত বিভিন্ন রকম হতে পারে। কোন জড় বস্তু যেমন মূর্তি, কোন বাতিল মতাদর্শ যেমন গণতন্ত্র এবং মানুষও ত্বাগুত হতে পারে। কোন মানুষ ত্বাগুত হওয়ার অর্থ হল, যখন কেউ নিজেই নিজেকে আল্লাহর আসনে বসায় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তার নিজের দিকে মানুষকে আহবান করে তার ইবাদত তথা তার অনুসরণ ও আনুগত্য করার জন্য। কারণ অনুসরণ এবং আনুগত্য ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। এভাবে সে নিজেই ইলাহ সেজে বসে যায়, যদিও সে নিজেকে সরাসরি ইলাহ দাবি নাও করে। আর মানুষ তার আহবানে সাড়া দিয়ে তার অনুসরণ ও আনুগত্য করার মাধ্যমে আল্লাহর পরিবর্তে তারই ইবাদতে লিপ্ত হয়। এভাবে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে মুশরিকে পরিণত হয়।

সুতরাং ত্বাগুত হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও জঘন্য কাফের এবং ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু। আর সাধারণ কাফেররা ত্বাগুতের ইবাদত, অনুসরণ আবং আনুগত্য করে। এবার আসি শাসক এবং বিচারকদের বিষয়ে। ইসলামে শাসক ও বিচারকরা হল আল্লাহর প্রতিনিধি। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি নিজেই সরাসরি এই দুনিয়াতে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তাহলে তিনি যেভাবে তা করতেন, ইসলামে শাসকরা সেভাবেই শাসনকার্য পরিচালনার চেষ্টা করেন (অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া আইন তথা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সেই একইভাবে ফয়সালা করার চেষ্টা করা)। আর সেটা করার মাধ্যম আল্লাহ তাঁর রাসুলের ﷺ মাধ্যমে যে শরীয়াহ আমাদেরকে দিয়েছেন তা অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা। অর্থাৎ ইসলামে শাসকরা নিজে থেকে কিছু করে না, বরং ইসলামী শরীয়াহর নির্দেশনা অনুযায়ী সবকিছু করে থাকে। এভাবে তারা দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে মূলত আল্লাহর শাসনই বাস্তবায়ন করে থাকে।

একইভাবে বিচারকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ নিজে সরাসরি বিচারকার্য সম্পাদন করলে যেভাবে করতেন, ইসলামে বিচারকরাও তাদের সাধ্যানুযায়ী তদ্রুপ করার চেষ্টা করে থাকেন। আর তা করার উপায় হল আল্লাহর নাযিলকৃত আইন বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা। এক্ষেত্রেও বিচারকরা নিজের মনমতো বানানো আইন দিয়ে কিংবা অন্য কারো বানানো আইন দিয়ে বিচার করে না, বরং আল্লাহর দেয়া আইন দিয়েই বিচার ফয়সালা করে থাকে। এভাবে তারা মূলত দুনিয়াতে আল্লাহর বিচারই বাস্তবায়ন করে থাকে। এ দুটো বিষয়ই আল্লাহর জন্য খাস। অর্থাৎ শাসন এবং বিচার একমাত্র আল্লাহর অধিকার। এতে আল্লাহর কোন শরীক নেই। এটা আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সুতরাং যখন কোন শাসক আল্লাহর শরীয়াহকে বাতিল করে নিজেই শরীয়াহ রচনা করে এবং সে অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে, তখন সে মূলত নিজেকে আল্লাহর আসনে বসায়। এভাবে সে মুখে দাবী না করলেও তার কাজের মাধ্যমে সে নিজেকে আল্লাহ দাবী করে। আর

এভাবেই সে ত্বাগুতে পরিণত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে যারা তার অনুসরণ কিংবা আনুগত্য করবে তারা আল্লাহর পরিবর্তে তারই ইবাদতে লিপ্ত হয়ে মুশরিকে পরিণত হবে।

একইভাবে বিচারক যখন আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজের মনমতো অন্য কোন আইন দিয়ে বিচার ফয়সালা করে, তখন সেও নিজেকে আল্লাহর আসনে বসায়। এভাবে সেও ত্বাগুতে পরিণত হয়। আর এসব বিচারকদের নিকট বিচার চাওয়ার মাধ্যমে, তাদের আইন, বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে বা তাদের বিচার ফয়সালার আনুগত্য করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে মুশরিকে পরিণত হয়।

সুতরাং এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বুঝে আসা উচিত যে আমাদের দেশের শাসকরা এবং বিচারকরা নিঃসন্দেহে ত্বাগুত। কারণ তারা আল্লাহর শরীয়াহ অনুযায়ী শাসনকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা করে না। বরং তারা তাদের নিজেদের তৈরি করা শরীয়াহ অনুযায়ী এসব করে চলেছে। তাই এরা ত্বাগুত।

আর ত্বাগুত বর্জন করা হল ঈমানের পূর্বশর্ত। নামাজের জন্য অযু শর্ত। অযু ছাড়া যেমন নামাজ হয় না, তেমনি এসব ত্বাগুতকে বর্জন করা ছাড়াও ঈমান আনা হবে না। এর দলীল হল নিম্নের আয়াতঃ

لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الۡغَىِّ ۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَيُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى لَا انۡفِصَامَ لَهَا ‌ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ

দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তি নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার/বর্জন করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা। [সূরা আল-বাকারাহ ২:২৫৬]

সুতরাং এই আয়াতে ত্বাগুতকে বর্জন করা আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

যখন এরকম শাসক ও বিচারক থাকবে তখন করনীয়

দেখা যায় অনেক মুসলিমরা তারা এরকম তাগুত শাসকের হয়ে বিভিন্ন কাজ করছে। তারা যা বলছে তা মানছে, সেগুলো ইসলাম বিরোধী হোক আর নাই হোক। কারণ তারা রিজিকের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে তাহাজ্জুদ পড়ছে, কান্না-কাটি করে ক্ষমা চাচ্ছে কিন্তু ঈমানের জোর এরকম যে ইসলাম বিরোধী কোন কাজ তাদের দ্বারা করালে তাতে তাঁরা না করতে পারছে না। তারা বলে, ‘আমাদের কি করার, উপর থেকে নির্দেশ’। নিরপরাধ মানুষকে জুলুম-নির্যাতন করে পিটিয়ে হাড় ভেঙ্গে দিচ্ছে, আর বলছে আমি তো চাকরি করি। আমার তো কিছু করার নেই, যা আদেশ দেয় তাই করতে হয়। তাদের কথা

শুনে মনে হয় যদি তাদের আদেশ দেয় যে আপনার মা ও বোনকে রাতের জন্য পাঠান, উপর থেকে নির্দেশ তাহলে তারা তাও করতে রাজি হবে। আদৌ কি তাই করবে? করবে না, বিদ্রোহ করবে। কিন্তু তাদের হয়ে অন্যদের উপর একই জুলুম করতে তাদের এই বোধ হয় না। যদি একটি উদাহরণ দেই যা অহরহই ঘটে থাকে- 'একজনকে গুম করে হত্যা করার আদেশ এসেছে উপর থেকে যে চেয়েছিল দেশ বা রাষ্ট্র ইসলামী আইনে চলুক। এখন তাকে ধরতে গেল একজন সাধারণ রেঙ্কের বাহিনীর লোক। সে ধরে নিয়ে আসলো এবং উপরের স্যারদের হাতে তুলে দিল। উপরের স্যাররা তাকে ক্রসফায়ার দিয়ে হত্যা করলো। তখন সেই সাধারণ রেঙ্কের বাহিনীর লোক যে একটু আল্লাহ ভীরু তাদের থেকে, সে এই ভেবে খুশি যে যাক একজন নিরপরাধকে হত্যা তো আমার করতে হয়নি, অন্যরা হত্যা করেছে, তারাই এর দায় নিবে আল্লাহর কাছে। আমি তো শুধু ধরে এনেছি, তাও অনেক যত্ন করে এনেছি, মাঝে ভালো খাবারও খাইয়েছি, চাকরির খাতিরে এটা করাই লাগল। এরপর আল্লাহর কাছে দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমার দ্বারা কোন নিরপরাধকে হত্যা করাইও না। উপরের নির্দেশে যা করি তা তো চাকরির জন্য করতেই হচ্ছে, কোন উপায় নেই।

কিন্তু সেই লোক এটা বুঝলো না যে সেও সেই হত্যায় শামিল হিসেবে আখিরাতে মামলা খাবে। এমনকি কেউ ইঙ্গিত দিয়েও যদি সাহায্য করে। এমনকি যদি পুরো বিশ্বের সকল মানুষ ও জীন জাতি একজন মুমিনকে হত্যায় কোন ছোট মাধ্যম দিয়েও জড়িত থাকে বা সেই হত্যার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাদের সকলকে একসাথে জাহান্নামের আগুনে দিবেন, আর তা করা কোন বড় ব্যাপার নয়। আল্লাহর কাছে একজন মুমিনের মর্যাদা পুরো বিশ্ব থেকেও বেশি। তাহলে আপনার নামে কয়টা হত্যা মামলা হয়েছে হিসেব করে ফেলুন।

একা একজন শাসক কি এত কিছু করার ক্ষমতা রাখে নাকি আপনার সাহায্য নিয়ে করছে? সে কি নিরপরাধ একজনকে ধরে আনার যোগ্যতা রাখে নাকি আপনি ধরে নিয়ে তুলে দিয়ে তাকে এই কাজে সাহায্য করে দিলেন? সেই একজন শাসক কি সারাদিন গুম ঘর পাহারা দিতে পারে নাকি আপনি করে দিচ্ছেন? সেই একজন শাসক কি জেলখানা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? কারারক্ষীর মতো গার্ড দিতে পারে নাকি আপনি এই কাজ তার হয়ে করে দিচ্ছেন? আর বলছেন আমি তো কিছু করছি না, শুধু এতটুকু করছি। আজ যদি প্রশাসনের সব স্তর থেকে কাজ দিয়ে ইস্তফা দিয়ে দেয় বা বিদ্রোহ করে তাহলে একা এক প্রধানমন্ত্রী কি কিছু করার ক্ষমতা রাখে নাকি সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী? সে কি একা এতকিছু করছে নাকি আপনারাই করছেন? সে কি একাই জালিম না আপনারাও? একটু চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। প্রশাসনের অনেক ঈমানদার ভাইদের ব্যাপারেও জানা, কিন্তু তারা এমন এক অবস্থায় আছে যা থেকে তারা মুক্ত হওয়ার পথই পাচ্ছে না। কারণ সেখান থেকে বের হলে, উপরের লোকেরাই আবার তার বিরুদ্ধে লাগবে। এরকমও আছে যে প্রশাসনের একজন ঈমানদার ভাইকে সেই প্রশাসনের লোকেরাই জুলুম-নির্যাতন করছে দিন-রাত। দোষ ছিল শুধু ন্যায্য কথাটি বলে ফেলা। তাই যারা জালিম বাহিনীতে আছেন তাদের উচিত তা থেকে বেরিয়ে আসা। আর যদি একান্তই না হয় তাহলে উচিত যথাসাধ্য ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বদিক দিয়ে মাজলুমদের

উপকার করার চেষ্টা করা। এরকম অসংখ্য লোক প্রশাসনে-বাহিনীতে রয়েছে যারা মাজলুম ও ইসলাম প্রিয় মানুষদের সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছে যদিও তাতে ঝুঁকি রয়েছে। তাই নিয়তকে তাদের মতো এখন থেকেই বদলে ফেলা।

এছাড়াও এরকম শাসক থাকলে কি করণীয় তা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে আসার কথা। ইসলামী বিধান হচ্ছে চোরদের হাত কাটা। এই বিধানকে বাদ দেওয়া হয়েছে ও জেল-জরিমানার বিধান দিয়েছে কিন্তু তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন কালকে যদি শাসক বলে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান সেটি এখন থেকে নতুন বিধান ৩ ওয়াক্ত হবে। আপনি হয়তো মনে মনে বলবেন এটা মেনে নিবো না, যাই হয়ে যাক, দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দিবো, বিদ্রোহ করবো। কিন্তু এখানে তো কোন পার্থক্য নেই। ৫ ওয়াক্ত নামাজের বিধান এটাও আল্লাহ দিয়েছেন, একইভাবে চোরের শাস্তির বিধানও। তাহলে একটা মানছেন আর একটা মানছেন না। তাই যেসকল শাসক রয়েছে যারা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে তাদেরকে হটিয়ে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়েছে ও ইচ্ছামতো আইন করে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে যা রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার কোন সেক্টরকেই বাদ দেয় না তাহলে তাদের সাথে বিদ্রোহ করে, জিহাদ করে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করা সবার জন্য ওয়াজিব। এভাবেই সব বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। এভাবেই মুসলিমদের জাগরণ হয়ে ইসলামী আইন তথা ইসলামী খিলাফত-সালতানাত যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে। এমনকি একশত বছর আগেও ইসলামী হুকুমাতের অস্তিত্ব ছিল আর তা বেশি দিন নয়। আবারো তা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা করে যে অনেকেই হারিয়ে গেছেন, হত্যা-গুম হয়েছেন, সফলতা পায়নি। যেমনটি করেছিলেন হযরত হুসাইন (রা:) এবং তার পরবর্তীগণ। আর তারা বিজয়ী না হলেও জালিম শাসকদের হাতে হত্যা হয়ে সর্বোত্তম শহীদ হিসেবে কবুল হয়েছেন। তাই যারা দ্বীন কায়েমের চেষ্টায় রত আছেন তাদের এই কাজে ক্ষতির কোন বিষয়ই নেই। হয়তো শরীয়ত, নয়তো শাহাদাত। এটাই যুগ যুগ ধরে চলে আসা সত্য স্লোগান।

৭.২ ঐ সকল দেশের সরকার, সরকারী বাহিনী ও যারা ইসলামী আইনকে প্রত্যাখ্যান করে

যারা ইসলাম ধর্মের মৌলিক নীতিগুলোকে অস্বীকার করে, ইসলামী আইনকে বাতিল করে, আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা ইসলামের ও আমাদের শত্রু।

বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা ৯০% দেশই চলে গণতন্ত্র দিয়ে। আর বাকি যা আছে তা হলো সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি। খুব কম মুসলিম দেশই আছে যারা ইসলামী আইনের কিছু অংশ ধরে রাখতে পেরেছে আর কিছু দেশ যা যুদ্ধে লিপ্ত আছে যেমন আফগান, আফ্রিকার দেশগুলো, তাদের কথা আর নাই বললাম। ইসলামের সৈন্যরা এই ইসলামী আইনকেই বাস্তবায়নের জন্য যুগ যুগ যুদ্ধরত রয়েছে। এক কথায় বলতে কোথাও পূর্ণ ইসলামী শাসন ও ইসলামী আইনের

বাস্তবায়ন নেই। তাই এদিক দিয়ে বলা যায় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ গণতন্ত্র দিয়ে চলে। তাই গণতান্ত্রিক নিয়ম সম্পর্কে ইসলাম কি বলে সেটা জানা লাগবে। সেটি ইসলামে কতটুকু জায়েজ সেটিও জানা লাগবে। এরপর এই শাসন ব্যবস্থাকে আমরা গ্রহণ করতে পারবো কিনা সেটি জানা যাবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

গণতন্ত্র বলতে কোন জাতি-রাষ্ট্রের (অথবা কোনও সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারী প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে, তারা ভোট দিয়ে কোন বিষয়ে সম্মতি বা নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবে। অর্থাৎ মানুষ নিজেরাই আইন বানাতে পারবে তাদের মতো করে।
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বরূপ থেকে বোঝা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অর্থ, মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রণীত বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা। আর এটা সুস্পষ্ট কুফর। শরিয়তের দলিল- কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস সবকিছুর দ্বারা এর কুফরি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে পর্যায়ক্রমে দলিলসমূহ পেশ করা হলো।

<u>১। কুরআন থেকে দলিল</u>-

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর তাআলার-ই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"

- (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, সেসব লোকই কাফির।"

- (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৪৪)

<u>২। হাদিস থেকে দলিল</u>-

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

يَكُوْنُ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَحْضُرُونَ السُّلْطَانَ فَيَحْكُمُوْنَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ وَلَا يَنْهَوْنَ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ.

"শেষ যুগে একটি জাতি আসবে, যারা এমন শাসকের কাছে যাতায়াত করবে, যারা আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার ও শাসন করবে। তারা সে শাসককে এ থেকে বাধা দেবে না। তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।"

- (আল-ফিরদাউস বি-মাসুরিল খিতাব (ইমাম দাইলামী): ৫/৪৫৫, হা. ৮৭২৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত); হাদিসটি হাসান; ইসলামী জীবনব্যবস্থা)

মুআজ বিন জাবাল (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ.

"...সাবধান! অচিরেই এমন কিছু শাসক আসবে, যারা তোমাদের ওপর বিচারকার্য পরিচালনা করবে (তাদের আইন দিয়ে)। তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে। আর যদি তাদের বিরোধিতা করো, তাহলে তারা তোমাদের হত্যা করবে।"

- (আল-মুজামুস সগীর, তাবারানি, ৭৪৯ (আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত) হাদিসটি জইফ তবে বর্তমানে এটি সত্যে পরিনত হয়েছে যাতে কোন সন্দেহ নেই)

৩। ইজমা থেকে দলিল-

উম্মতের সকল উলামায়ে কিরাম গণতন্ত্র কুফরি হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বিখ্যাত ইমাম ও মুফাসসির আল্লামা জাসসাস এ নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:
আহকামুল হাকিমিন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لايَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে (রসূলকে) বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে।"

- (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫)

ইমাম জাসসাস (রহ:) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَارِجُ مِنْ الْإِسْلَامِ سَوَاءً رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ. وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي حُكْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ

'এ আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর রসূল এর আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে কোনো একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক এবং মেনে নেওয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক জাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের মুরতাদ

আখ্যা দিয়ে তাদের হত্যা ও তাদের পরিবার পরিজনদের বন্দী করার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রসূল ﷺ এর বিচার ও বিধানকে মেনে নেবে না, সে ইমানদার নয়।'

- (আহকামুল কুরআন, জাসসাস: ২/২৬৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলার একটি বিধান মেনে না নেওয়ার কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা:) উক্ত ব্যক্তিদের (যারা যাকাত অস্বীকার করেছিল) মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাসসাস (রহ:) এর ভাষ্যমতে 'যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে'।

শেষ জামানার শাসকদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে

হাদিসে এসেছে যদি দুইটি জিনিস ঠিক হয়ে যায় তাহলে পুরো সমাজই ঠিক থাকে আর তা হচ্ছে শাসক ও আলেম। তাই শাসক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। কিন্তু শেষ জামানায় যে সকল শাসকদের আগমন হবে বা যারা ক্ষমতায় যাবে তারা কতটুকু আমাদের জন্য ফায়দাজনক হবে, কতটুকু ইসলামের জন্য উপকারী হবে তা জানা আমাদের একান্তই প্রয়োজন। অনেকে মনে করে যে বর্তমানে যে সকল শাসকরা রয়েছে, (বিশেষ করে মুসলিম নামধারী শাসকগণ) তাদেরকে হকই মনে করে। অনেকে তাদের অন্ধ অনুসরণ করে যাচ্ছে। তারা যে এভাবে শাসকদের অনুসরণ করে জাহান্নামের পথে যাচ্ছে এই বিষয়টি তাদের কাছে পৌঁছানোও এখন বিপদজনক। তারপরও শেষ জামানার শাসকদের ব্যাপারে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তার কিছু এখানে দেওয়া হলো।

আবু সাল্লাম রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হুযাইফা (রা:) এরশাদ করেন, "আমি (একবার রসূলুল্লাহ ﷺ কে) জিজ্ঞেস করলাম: 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা (একসময়) মন্দ জামানায় ছিলাম। পরে আল্লাহ (আপনার বরকতে) কল্যাণ নিয়ে এলেন। ফলে (এখন) আমরা তাতে আছি। এই কল্যানের পর কি কোনো মন্দ আছে'? তিনি বললেন: 'হ্যাঁ (আছে)'। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'ওই মন্দের পর কি কোনো কল্যাণ আছে'? তিনি বললেন: 'হ্যাঁ (আছে)'। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'ওই কল্যানের পর কি কোনো মন্দ রয়েছে'? তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, (রয়েছে)'। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'কেমন (সেটি)'? তিনি বললেন: 'আমার পর এমনসব শাসক'রা আসবে, যারা না আমার দেখানো পথে চলবে. আর না আমার সুন্নাহ (আদর্শ) বাস্তবায়ন করবে। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক দাঁড়াবে যাদের মনুষ্য দেহের ভিতরে বিদ্যমান অন্তরগুলো হবে একেকটা শয়তানের অন্তর"।

- (সহিহ মুসলীম ১৮৪৭)

হারূন ইবন ইসহাক হামদানী (রহঃ) .... কা'ব ইবন উজরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ হুজরা থেকে আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমরা সেখানে ছিলাম নয় জন। পাঁচজন আরব আর চারজন অনারব (বা এর বিপরীত)। তিনি বললেনঃ তোমরা শোন, তোমরা

কি শুনেছ যে আমার মৃত্যুর পরে অচিরেই এমন কিছু শাসক হবে, যারা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে আর তাদের যুলুমে তাদের সহযোগীতা করবে তারা আমার নয় এবং আমিও তাদের নই। তারা হাওযে কাওছারে আমার কাছে পৌছাতে পারবে না। কিন্তু যারা তাদের কাছে যাবে না, তাদের যুলুমের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগীতা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারের সমর্থন করবেনা; তারা আমার আর আমিও তাদের, তারা হাওযে কাওছারে আমার কাছে আসতে পারবে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৫৯ [ইঃ ফাঃ ২২৬২])

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, '(হে কা'ব!) তুমি নির্বোধ আমীর (শাসক) থেকে আল্লাহ'র আশ্রয় চেয়ো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: নির্বোধ আমীর কে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: (ওরা হল) এমন সব আমীর যারা আমার পরে আসবে। তারা না আমার দেখানো পথে চলবে, আর না আমার আদর্শ মাফিক রীতি-নীতি চালু করবে। কাজেই যে ব্যাক্তি তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে এবং তাদের জুলুম-অন্যায়-অবিচার এর সহায়তা করবে, ওরা আমার (কেউ) নয়, আমিও তাদের (কেউ) নই এবং তারা (কেয়ামতের দিন আমার) হাউজ (-ই কাউসার)-এর নিকটে আসতে পারবে না। আর যে ব্যাক্তি তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে না এবং তাদের জুলুম-অন্যায়-অবিচার এর সহায়তা করবে না, ওরা আমার, আমিও তার এবং (কেয়ামতের দিন) তারা আমার হাউজ (-ই কাউসার) এর নিকটে সহজে আসতে পারবে'।

- (মুসনাদে আহমদ ৩/৩২১ ; সহিহ ইবনে হিব্বান ৫/৯ হাঃ ১৭২৩; মুসনাদে বাযযার ২/২৪১ হাঃ ১৬০৯; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১১/৩৪৫; মুসতাদরাকে হাকিম ৩/৩৭৯; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৫/২৪৭)

হযরত আবু হুরায়রাহ ও আবু সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, অবশ্যই তোমাদের (মুসলমানদের) উপর এমন এমন শাসকের আগমন ঘটবে, যারা নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট লোকদেরকে কাছে রাখবে এবং নামাযকে তার ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে (কাযা করে) আদায় করবে। তোমাদের মধ্যে যারা এটা দেখতে পাবে, তারা (ওদের) আরেফ, সৈন্য, কর-উসূলকারী এবং কোষাধ্যক্ষ হতে যেও না। *

- (সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৫৮৬; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৫/২৪)
- * এখানে عريف (আরেফ) অর্থ হল যে ব্যাক্তি কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন- وسمي العريف عريفا لأنه يعرّف الإمام أحوال العسكر আরেফ-কে এজন্য আরেফ বলা হয় যেহেতু সে বাদশাহ ও (তার) সৈন্যবাহীনির হাল-হালত সম্পর্কে ভাল জানাশোনা রাখে। [ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার-৬/৬০১] তিনি আরো বলেছেন- وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم ، حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج – আরেফ-কে এজন্য আরেফ বলা হয় যেহেতু তাদের বিষয়আসয় সম্পর্কে তার ভাল জানাশোনা থাকে। বরং কোথায় কী প্রয়োজন – সে সম্পর্কে তার জানাশোনার স্তর তাদের থেকে উপরেই থাকে। [ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার-১৩/১৬৯]

আর এজন্যই রাজা-বাদশাহ'রা عريف (আরেফ)-দেরকে সাথে রাখে যাতে প্রয়োজনে তাদের থেকে শলাপরামর্শ নেয়া যায়। এই অত্যাধুনিক শেষ জামানায় বিভিন্ন দেশের সরকারগুলির ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (যারা সরকারকে গোপন তথ্য সরবরাহ করে, যেমন আমেরিকার সিআইএ, রাশিয়ার কেজিবি, ভারতের 'র', ইসরাঈলের মোসাদ ইত্যাদি)-এর সদস্যরা হল সবচাইতে শক্তিশালী عريف (আরেফ)। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/মন্ত্রনালয়ের উপদেষ্টা প্রমূখও عريف (আরেফ)-এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা:) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, শেষ জামানায় জালেম ও অন্যায়-অবিচারক শাসকদের আগমন ঘটবে। তাদের মন্ত্রীরা হবে ফাসেক (পাপিষ্ট, পঁচন ধরা), তাদের বিচারকরা হবে খেয়ানতকারী, তাদের (সাথে থাকা) আলেমরা হবে মিথ্যুক। তোমাদের মধ্যে যারা সেই জামানা পাবে, তারা ওদের কর-উসূলকারী, আরেফ এবং সৈন্য হতে যেও না।

- (মু'জামে আউসাত, ত্বাবরানী ৪১৯০; মু'জামে ছাগীর, ত্বাবরানী ৫৬৪; তারীখে বাগদাদ, খতীব ১১/৫৭৭; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৫/২৩৩)

হযরত আবু হুরায়রাহ ও আবু সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, অবশ্যই মানুষের উপর এমন জামানা আসবে, যখন তোমাদের উপর নির্বোধ-বেউকুফ শাসকদের আগমন ঘটবে, যারা নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট লোকদেরকে কাছে রাখবে, যার প্রতি ইচ্ছা মহব্বত প্রকাশ করবে এবং নামাযকে তার ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে (কাযা করে) আদায় করবে। তোমাদের মধ্যে যারা এটা দেখতে পাবে, তারা (ওদের) আরেফ, সৈন্য, কর-উসূলকারী এবং কোষাধ্যক্ষ হতে যেও না। *

- (মুসনাদে আবু ইয়া'লা ৫/২৪০, হাঃ ১১১৫; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৫/২৪০)
- * রসূলুল্লাহ ﷺ শেষ জামানার এসব ফাসেক-ফাজের ও নির্বোধ শাসকদের উল্লেখিত সরকারী পদগুলো গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকার নসিহত করেছেন মুমিনদেরকে। কারণ, এই শাসকগুলি ঘন ঘন যত অন্যায়-অবিচার, সম্পদ আত্মসাৎ, খুন-খারাবি ও শরীয়ত বিরোধী পাপ করতে থাকবে তা-তো এসব পদ গ্রহণকারীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগীতাতেই তারা বাস্তবায়ন করবে। ফলে শাসকদের পাপের ভাগি তারাও হবে।

আবু উমামাহ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, শেষ জামানায় এই উম্মতের মধ্যে এমন লোকজন হবে যাদের হাতে (মানুষকে পিটানোর জন্য) গরুর লেজের মতো বেত/চাবুক থাকবে। তারা সকালেও আল্লাহ'র চরম অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকবে, সন্ধ্যাতেও থাকবে আল্লাহ'র গজব/ক্রধের মধ্যে।

- (মুসনাদে আহমদ ৫/২৫০; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৪৩৬; মু'জামে ইবনুল আরাবী ১/২১৩; আল-মু'জামুল কাবীর, ত্বাবরাণী ৮/৩০৮ হাঃ ৮০০০; আস-সুন্নাহ, ইমাম আদ-দানী, হাঃ ৪৩৪)

সাওবান (রা:) থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের উপর আমি সব থেকে বেশি ভয় করি পথভ্রষ্ঠ ইমামদেরকে (নেতা/খলিফা/আমীর/লিডার/রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে)'।

- (সুনানে আবু দাউদ- ৪/৯৭ হাঃ ৪২৫২; জামে তিরমিযী- ৪/৫০৪ হাঃ২২২৯; সুনানে দারেমী ১/৮০ হাঃ ২০৯; মুসনাদে আহমদ ১/১৫, ৪/১২৩, ৫/২৭৮)

আম্মার বিন ইয়াছির রাঃএর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আমার পর অতি শীঘ্রই এমনসব শাসকদের (আভির্ভাব) হবে, যারা (দ্বীন ইসলামের মাথা উঁচু করার জন্য নয়, বরং নিছক) দেশের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঁধাবে; এর জন্যই তারা একে অপরকে হত্যা করবে।

- (আল-মুসনাদ, ইবনু আবি শাইবা ১/২৯১ হাঃ ৪৩৮; আল-মুসান্নাফ, ইবনু আবি শাইবা ১৫/৪৫; মুসনাদে আহমাদ ৪/২৬৩; মুসনাদে আবু ইয়া'লা ৩/২১২ হাঃ ১৬৫০; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৭/২৯৩)

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকেদেরকে গোত্রবাদের (জাতীয়তাবাদ) দিকে আহবান করে অথবা গোত্রবাদে (দেশ বা জাতির জন্য) উন্মত্ত হয়ে ভ্রষ্টতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে নিহত হলে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।

- (সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ১/৩৯৪৮; সহীহুল মুসলিম ১৮৪৮; সুনান নাসায়ী ৪১১৪; মুসনাদে আহমাদ ৭৮৮৪, ৮০০০, ৯৯৬০; সহীহাহ ৪৩৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, তোমাদের উপর এমনসব আমীর/প্রশাসকের আগমন ঘটবে যে, তারা মাজুস (অগ্নীপূজক)-এর চেয়েও খারাপ হবে।

- (আল-মুজামুস সাগীর, ত্বাবরাণী ১০১৫; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৫/২৩৫)

হযরত মুয়ায (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় (কুরআনের) পাঠকরা হবে ফাসেক, মন্ত্রীরা হবে ফাযের, আমানত-বাহকরা হবে খেয়ানতকারী, আরেফ'রা হবে জালেম এবং আমীর-ওমরা'রা হবে মিথ্যাবাদী।

- (আল-যুহদ, ইমাম আহমদ ৭৭১; তারিখুল কাবীর, ইমাম বুখারী ৪/৩৩১, হাঃ ৩০১৩)

ইয়াযীদ বিন মাছরাদ রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা:) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে একথা বলতে শুনেছি: (খলিফা/প্রশাসকের) উপহার গ্রহণ করতে পারো যতক্ষন তা উপহার হিসেবে থাকে। তবে সেটা যদি দ্বীনের দৃষ্টিতে ঘুষ হয়ে যায়, তখন তা গ্রহণ করো না। কিন্তু (আক্ষেপ হল) তোমরা (মুসলমানরা ভবিষ্যতে) তা পরিহার করে চলবে না। অভাব ও প্রয়োজন তোমাদের জন্য (আমার এই নির্দেশ পালনে) বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। ভাল করে শুনে রাখো, (কুরআনের মাধ্যমে দ্বীন) ইসলামের পরিধি সচল হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা

আল-কিতাব (কুরআন)-এর সাথে থাকবে তা যেখানেই যাক না কোনো, (কোনো অবস্থাতেই কুরআনকে ছাড়বে না)। ভাল করে শুনে রাখো, নিশ্চয় আল-কিতাব ও রাষ্ট্র ক্ষমতা অতিশিঘ্রই (একটি অপরটি থেকে) আলাদা হয়ে যাবে, (আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চলবে না; চলবে মানুষের বানানো আইন দিয়ে)। তখনও তোমরা আল-কিতাব থেকে আলাদা হয়ো না। ভাল করে শুনে রাখো, অতি শিঘ্রই তোমাদের উপর এমনসব আমীর-ওমরা'রা (রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, প্রশাসক'রা) আসবে, যারা তাদের নিজেদের জন্য (সুবিধা মতো) যে বিচার-ফয়সালা করবে, সে বিচার-ফয়সালা তারা তোমাদের জন্য করবে না। তোমরা যদি তাদের অবাধ্যতা প্রদর্শন করো তাহলে তারা তোমাদেরকে (বিভিন্ন অযুহাতে) মেরে ফেলবে। আর তোমরা যদি তাদের অনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে (আল্লাহ'র দ্বীন থেকে) পথভ্রষ্ঠ করে দিবে। লোকেরা বললো: ইয়া রসূলাল্লাহ! (এমতাবস্থায়) আমরা কি করবো? তিনি বললেন: (তোমরাও তা-ই করবে) যেমনটা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-এর সাহাবীগণ করেছিলেন। তাদেরকে করাত দিয়ে চিড়ে ফেলা হয়েছিল, শুলিতে চড়ানো হয়েছিল (কিন্তু তারা আল্লাহর দ্বীন ছাড়েনি)। আল্লাহ'র নাফরমানীর জীবনের চাইতে আল্লাহর অনুগত্যের পথে মৃত্যুও শ্রেয়।

- (আল-মু'জামুল কাবীর, ত্বাবরাণী ২০/৯০; আল-মু'জামুস সগীর, ত্বাবরাণী ২/৪২; মুসনাদে শামেয়ীন, ত্বাবরাণী ১/৩৭৯; হিলইয়াতুল আউলিয়াহ, আবু নুআইম ৫/১৬৬; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৫/২২৮)

ওমর ফারুক (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, শেষ জামানায় আমার উম্মত রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষ থেকে কঠিন (ফিতনা ও) মুসিবতের সম্মুখীন হবে। সেই (মুসিবত) থেকে কেউ-ই বাঁচবে না, (বাঁচবে) শুধু (১) ওই ব্যাক্তি, যে আল্লাহর দ্বীনকে (যথার্থভাবে) জেনে নিয়েছে, তারপর সেই (ইলমকে সহিহ ভাবে কাজে লাগিয়ে আগত ইসলাম বিরোধী ফিতনা ও মুসিবতের) সাথে জিহাদ করেছে জ্বিহবা দিয়ে, হাত দিয়ে এবং অন্তর দিয়ে। বস্তুত: সে এমন ব্যক্তি যে (দ্বীনের তাকাযা ও দাবী অনুপাতে) অগ্রগামীতা দেখিয়ে (আল্লাহর কাছে) অগ্রগামীতার নজির স্থাপন করলো। (২) ওই ব্যাক্তি, যে আল্লাহ'র দ্বীন'কে (যথার্থ ভাবে) জেনে নিয়েছে, তারপর (হাত ও শক্তি দিয়ে মুসিবতের সাথে জিহাদ করেনি ইমানী দুর্বলতার কারণে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী ফিতনা ও মুসিবতের বিপক্ষে জ্বিহবা দ্বারা) দ্বীনের সত্যায়ন করেছে। (৩) ওই ব্যাক্তি, যে আল্লাহ'র দ্বীন'কে (যথার্থ ভাবে) জেনে নিয়েছে, কিন্তু (ইসলাম বিরোধী ফিতনা ও মুসিবত দেখেও তার বিপক্ষে হাত ও জ্বিহবা দ্বারা জিহাদ করেনি, বরং) চুপ থেকেছে, (তবে) সে কাউকে (আল্লাহ'র নির্দেশিত) ভাল আমল করতে দেখলে তাকে (দ্বীনের কারণেই) ভালবেসেছে, আর কাউকে (ইসলাম বিরোধী) বাতিল আমল করতে দেখলে তাকে (দ্বীনের কারণেই) ঘৃনা করেছে। এই (শেষোক্ত) ব্যাক্তি (দ্বীনের কারণে কাউকে তার ভালবাসা বা ঘৃনা করার) এসব (কথাকে) তার পেটে (গোপন করে) রাখা সত্ত্বেও (ফিতনা থেকে) বাঁচতে পারবে।

- (আখবার, আবু নুআইম ১/৮১; শুয়াবুল ইমান, ইমাম বাইহাকী ৬/৯৫)

উবাদাহ বিন সামিত (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, তোমাদের উপর এমনসব (পথভ্রষ্ঠ) শাসকরা আসবে, তোমরা যদি তাদের অনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে দোযখে ঢুকাবে; আর তোমরা যদি তাদেরকে অমান্য করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে (বিভিন্ন কৌশলে) হত্যা করে ফেলবে'। তখন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো: 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের নামগুলো বলে দিন, যাতে আমরা তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করতে পারি'। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'সম্ভাবনা রয়েছে, তারাই তোমার মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে এবং তোমার চোখ বের করে ফেলবে।

- (ত্বাবরাণী: মাজমাউয যাওয়ায়ীদ ৫/৪২৯)

আব্দুর রহমান বিন বাশির আল-আনসারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, (একবার) এক ব্যাক্তি এসে (আব্দুল্লাহ) ইবনে মাসউদ রাঃ-কে ডাক দিলো এবং তাঁর দিকে মুখ করে বললো: 'হে আব্দুর রহমানের পিতা (ইবনে মাসউদ)! (সেটা) কোন সময় (যখন) আমি (পথভ্রষ্ঠতা কী -তা) জেনেও পথভ্রষ্ঠ হয়ে যাবো?' তিনি বললেন: 'যখন তোমার উপর এমন শাসকরা হবে, যখন তুমি তাদের অনুগত্য করলে তারা তোমাকে দোযখে ঢুকাবে, আর তাদেরকে অমান্য করলে তারা তোমাকে (বিভিন্ন কৌশলে) হত্যা করে ফেলবে।

- (মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৬২৯ হাঃ ৮৪৯০)

হুযাইফা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, (এমন সব) শাসকরা হবে, যারা তোমাদেরকে (দুনিয়াতে বিভিন্ন কায়দায়) কষ্ট-যাতনা দিবে। আল্লাহও তাদেরকে (আখেরাতে দোযখের মর্মন্তুদ শাস্তি চাখিয়ে) কষ্ট-যাতনা দিবেন।

- (মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৬০০ হাঃ ৮৪১০)

হযরত ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর জনের বেশি আহবানকারী (লিডার/গুরু) হবে। তাদের প্রত্যেকেই (একেকজন পথভ্রষ্ট এবং তাদের জীবনকালে তারা নিজ নিজ পথভ্রষ্ট মত ও পথকে মুক্তির সঠিক পথ বলে প্রচার করবে, ফলে আদতে তারা মানুষকে) দোযখের দিকে আহবান করবে। (তাদের থেকে সাবধান থেকো)। আমি চাইলে তোমাদেরকে তাদের নাম ও তাদের এলাকার খবর বলে দিতে পারি।

- (মুসনাদে আবু ইয়া'লা ১০/৬৫ হাদিস ৫৭০১; আল-বিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ, ইবনে কাছির ১৯/১৮৮; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী ৭/৩৩২)

কা'ব বিন উযরা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আমার পর অচিরেই তোমাদের উপর এমন শাসকরা আসবে, যারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিবে। তারা পরে যখন (মঞ্চ থেকে) নামবে, তখন তাদের থেকে (ধনসম্পদ) আত্মসাৎ করবে। তাদের অন্তরগুলো হবে মরা প্রাণীর চাইতেও দূর্গন্ধময়।

- (ত্বাবরাণী: মাজমাউয যাওয়ায়ীদ ৫/৪২৯)

আবু সুলালাহ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, অচিরেই তোমাদের উপর (এমন সব) ইমাম'রা (রাষ্ট্রপ্রধানরা) হবে, যারা তোমাদের রিজেকের (উপর) মালিক হয়ে বসবে, তোমাদেরকে সাথে (ইনসাফ ও কল্যাণ নিয়ে) কথা বলবে, কিন্তু (বাস্তব ক্ষেত্রে) তারা মিথ্যা বলবে, কাজ করবে; কাজগুলো হবে মন্দ। তারা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না, যাবত না তোমরা তাদের জঘন্য/মন্দ, অনুচিত কাজগুলোকে ভাল বলো এবং (যাবত না) তাদের মিথ্যাগুলোকে সত্যায়ন করো। সুতরাং, (আমার নির্দেশ হল, তারা তোমাদের কাছে কিছু চাইলে) তোমরা তাদেরকে (শরীয়ত সম্মত ন্যায্য) হক্বটুকু দিয়ে দিবে; তাতেই তারা সন্তুষ্ট (হলে) হোক। (তাদের কথায় শরীয়ত বিরোধী কোনো অন্যায্য ও না-হক্ব কিছুতে নিজকে জড়াবে না)। এতে তারা যদি (তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট বসতঃ) সীমা লঙ্ঘন করে (তোমাদেরকে হত্যা করে ফেলে), তাহলে এতে যাকে হত্যা করা হবে, সে হবে শহিদ।

- (ত্বাবরাণী: মাজমাউয যাওয়ায়ীদ ৫/২২৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, মানুষের উপরে এমন জামানা আসবে, (যে জামানায় বেশিরভাগ বিষয়ে আমার) সুন্নাহ (ও আদর্শকে বিবেচনা করা হবে) বিদআত (রূপে), আর বিদআতকে (বিবেচনা করা হবে আমার) সুন্নাহ (ও আদর্শ হিসেবে), মা'রুফ (তথা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাল কাজগুলোকে গণ্য করা হবে) মুনকার (খারাপ কাজ হিসেবে) এবং মুনকার'কে (গণ্য করা হবে ভাল ও) মা'রুফ হিসেবে। আর সেটা হবে তখন, যখন তারা দুনিয়ার ব্যাপারে (দ্বীন ও শরীয়ত বর্জিত সব) শাসক ও বাদশাহদের অনুগত্য অনুসরণ করবে।

- (আল-বাদউ ওয়ান নাহি, ইবনে অযায়হ ১/২৪৮ হাঃ ২৩২)

হযরত ইবনে ওমর রাঃ এর সূত্রে বণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, হে মুহাজিরগণ! পাঁচটি (বিষয় আছে), যখন তোমরা (মুসলমানরা) সেসবে লিপ্ত হয়ে যাবে -আর (বস্তুত:) তোমরা সেগুলোর সাক্ষাত পাও তা থেকে আমি আল্লাহ'র পানাহ চাই। (১) এমন কখনোই হয় না যে, কোনো জাতি/গোষ্ঠির মধ্যে ফাহেশাহ (অশ্লীলতা/মন্দত্ব) এতটা প্রকাশ পায় যে, শেষমেস তারা তা খোলাখুলিভাবে করতে থাকে, আর তাদের মধ্যে প্লেগ (মহামারী) ও কঠিন ব্যাধি সমূহ ছড়িয়ে না পড়ে, যার ভোগান্তিতে তাদের পূর্বসূরীরা যারা গত হয়েছে তারা কখনো ভোগেনি। (২) এমন (কখনো) হয় না যে, তারা ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করতে থাকে, আর তাদের উপরে দুর্ভিক্ষ, চরম মাত্রার দুর্দশা ও জালেম সরকার চেপে না বসে। (৩) এমন (কখনো) হয় না যে, তারা তাদের ধ্বনসম্পদের যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেয়, আর আসমানের (রহমতের) বৃষ্টি বন্ধ না হয়ে যায়। (ভূ-পৃষ্ঠে) যদি বাহায়েম (চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী) না থাকতো, তাহলে (যাকাত দেয়া বন্ধ অবস্থায়) বৃষ্টি হত না। (৪) এমন (কখনো) হয় না যে, তারা আল্লাহ'র সাথে কৃত ওয়াদা এবং তাঁর রাসুলের সাথে কৃত ওয়াদা নষ্ট করে থাকে, আর আল্লাহ তাদের উপরে তাদের বিজাতীয় দুশমনকে চাপিয়ে না দেন। ফলে তাদের (মতো ওয়াদা ভঙ্গকারী গোষ্ঠির) হাতে যা আছে তারা (তাদের থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে) তার কিছু (কেড়ে) নিয়ে নেয়। (৫) এমন (কখনো) হয় না যে, তাদের শাসকরা আল্লাহ'র কিতাব দিয়ে

শাসন/বিচার-ফয়সালা করে না এবং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা তারা অবলম্বন করে নেয় না, আর আল্লাহ তাদের মাঝে বা'সা (আন্ত-দ্বন্দ্ব/কলহ/লড়াই) সৃষ্টি করে না দেন।

- (সুনানে ইবনে মাজাহ ২/১৩৩২ হাঃ ৪০১৯; মুসতাদরাকে হাকিম ৪/৫৪০; মুসনাদে বাযযার ৬১৭৫; আল-মু'জামুল আউসাত, ত্বাবরাণী, ৪৬৭১; আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ইমাম আদ-দানী, ৩২৭; আল-উকুবাত, ইবনে আবিদ্দুনিয়া, হাঃ ১১)

মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (রহঃ) ...... আবু বাকরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন একটি বিষয় আমি শুনেছিলাম যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে রক্ষা করেছিলেন। কিসরা নিহত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কাকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছে? লোকেরা বললঃ তার কন্যাকে। নবী ﷺ বললেনঃ যে সম্প্রদায় নারীকে কর্তৃত্বাধিকারী বানায় সে সম্প্রদায়ের কখনো কল্যাণ হতে পারে না।
এরপর আয়িশা (রা:) যখন (আলী (রা:) এর বিরুদ্ধে সেনাদল নিয়ে) বসরা আগমন করেন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐ বানী স্মরণ করলাম। তারপর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে (আলী রাঃ-এর বিরুদ্ধ করা থেকে) বাঁচিয়ে নিলেন।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬২ [ইঃ ফাঃ ২২৬৫]; ইরওয়া ২৪৫)

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ একবার কিছু সংখ্যক উপবিষ্ট লোকের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। বললেনঃ তোমাদের মাঝে সবচেয়ে মন্দ এবং সবচেয়ে ভাল কে সে সম্পর্কে তোমাদে অবহিত করব কি? তিনি এরূপ তিনবার বললেন। শেষে একজন বললেনঃ অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের অবহিত করুন আমাদের সবচেয়ে উত্তম কে এবং সবচেয়ে মন্দ কে? তিনি বললেনঃ তোমাদের মাঝে উত্তম হল সেই ব্যক্তি যার কল্যাণের আশা করা হয় এবং যার অনিষ্ট থেকে সকলেই নিরাপদ থাকে। আর তোমাদের মাঝে মন্দ হল সেই ব্যক্তি যার থেকে কল্যাণের কোন আশা করা যায় না এবং যার অনিষ্ট থেকে কেউ নিরাপদ বোধ করেনা।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬৩ [ইঃ ফাঃ ২২৬৬]; মিশকাত ৪৯৯৩)

মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রহঃ) ...... উমার ইবন খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমাদের সবচেয়ে ভাল শাসক এবং মন্দ শাসক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করব কি? সবচেয়ে ভাল আমীর হলেন তারা যাদের তোমরা ভালবাস এবং যারা তোমাদেরকেও ভালবাসে, যাদের জন্য তোমরা দুআ কর এবং যারা তোমাদের জন্য দুআ করে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমীর হল তারা যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং যারা তোমাদের ঘৃণা করে। যাদের তোমরা লা'নত কর এবং যারা তোমাদের লা'নত করে।

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬৪ [ইঃ ফাঃ ২২৬৭]; সহিহাহ ৯০৭; মুসলিম প্রশ্নের উল্লেখ ব্যতীত)

হাসান ইবন আলী খাল্লাল (রহঃ) ... উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ অচিরেই তোমাদের এমন কিছু শাসক হবে যাদের কাছে কিছু আমল তো হবে ভাল এবং তাদের কিছু আমল হবে মন্দ। যে ব্যক্তি মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে, যে ব্যক্তি তাদের ঘৃণা করবে সেও বেঁচে যাবে কিন্তু যে ব্যক্তি তার উপর সন্তুষ্ট হবে এবং তার অনুসরণ করবে (তারা মুক্তি পাবে না)। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না তিনি বললেনঃ না, যতদিন তারা সালাত (নামায) আদায় করবে। *

- (সহীহ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬৫ [ইঃ ফাঃ ২২৬৮])
- * যদি বর্তমান শাসকদের-আমলাদের ব্যাপারে দেখা যায় তারা ঠিকভাবে ছলাতও আদায় করে না। আর যারা আল্লাহর আইন দিয়ে ফয়সালা করে সাথে কিছু জুলুমও করে তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না কিন্তু যারা আল্লাহর আইনকেই ফেলে দিয়েছে, তারা হাজারো ছলাত পড়লেও তা গণ্য হবে না আর এই হাদিসেরও প্রয়োগ হবে না। তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে আর না দাঁড়ালে আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে। এই হাদিস দেখিয়ে বিভিন্ন জালিম-তাগুত শাসকের গৃহপালিত আলেমরা শাসকদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। যারা এটা করে থাকে তারা বর্তমানে দুনিয়ার নিকৃষ্ট প্রাণী হিসেবে জীবিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের সর্বোত্তম লোকরা হবে তোমাদের আমীর, ধনীরা হবে দানশীল, তোমাদের বিষয়াদি হবে পরামর্শ ভিত্তিক তখন যমীনের ভূ-পৃষ্ঠ তোমাদের জন্য উত্তম হবে তার ভূতল থেকে। আর যখন তোমাদের মন্দ লোকেরা হবে তোমাদের আমীর, ধনীরা হবে কৃপন আর বিষয়াদি হবে মেয়েদের হাতে ন্যাস্ত তখন যমীনের উদর হবে তোমাদের জন্য এর উপরিভাগ থেকে উত্তম।

- (যঈফ, সুনান আত তিরমিজী (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২৬৬ [ইঃ ফাঃ ২২৬৯]; মিশকাত ৫৩৬৮)

আবূ হুরাইরা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ [মসজিদে] লোকদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে এক বেদুঈন এসে প্রশ্ন করল, ‘কিয়ামত কখন হবে?’ রসূলুল্লাহ ﷺ কর্ণপাত না করে আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বলল যে, ‘তার কথা তিনি শুনেছেন এবং তার কথা তিনি অপছন্দ করেছেন।’ কেউ কেউ বলল, ’বরং তিনি শুনতে পাননি।’ অতঃপর তিনি যখন কথা শেষ করলেন, তখন বললেন, ‘‘কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?’’ সে বলল, ‘ইয়া রসূলাল্লাহ! এই যে, আমি।’ তিনি বললেন, যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো। সে বলল, ‘কিভাবে আমানত বিনষ্ট হবে?’ তিনি বললেন, ‘‘অনুপযুক্ত লোকের প্রতি যখন নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো।’’

- (সহীহ, সহীহুল বুখারী ৫৯, ৬৪৯৬; মুসনাদে আহমাদ ৮৫১২; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ৩০/১৮৪৬ [আন্তঃ ১৮৩৭])

ফাসীলা নাম্নী এক সিরীয় মহিলা বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল! নিজ গোত্রের প্রতি ভালোবাসা কি গোত্রেবাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেনঃ না। তবে নিজ গোত্রকে অন্যের উপর অত্যাচারে সহায়তা করা গোত্রবাদের অন্তর্ভুক্ত।

- (যঈফ, সুনান ইবনু মাজাহ তাঃ পাঃ ২/৩৯৪৯; আবূ দাউদ ৫১১৯; গায়াতুল মারাম ৩০৫)
- তাহকীক আলবানীঃ যইফ। উক্ত হাদিসের রাবী আব্বাদ বিন কাসীর আশ-শামী সম্পর্কে আবু হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল। আবু হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদিস বর্ণনায় আমার নিকট কোন সমস্যা নেই। আবু যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০৯১, ১৪/১৫০ নং পৃষ্ঠা)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বঙ্গ অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) বলেন, একদা এক মজলিসে আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট সাহাবাদের একজন জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আপনার বংশের মাহদীর আগমন কখন হবে? তিনি বললেন, ততদিন মাহদীর আগমন ঘটবে না, যতদিন না পাঁচ শাসকের ধ্বংস হবে। আর তারা একই সময়ের শাসক হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কোন দেশের শাসক হবে? তিনি বললেন তাদের একজন আরব ভূমি শাসন করবে। আর একজন নাসারা বিশ্ব শাসন করবে। আর তিনজন হিন্দুস্তান ভূখন্ডের হবে। তাদের একজন হবে নারী।

বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, হিন্দুস্তানের শাসকরা কী মুসলমান হবে? তিনি বললেন, না বরং একজন মুসলিম নারী শাসক হবে। কিন্তু তার সকল কর্ম হবে মুশরিকদের নিয়ে।

- (কিতাবুল আক্বিব ২৯৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আদেশ দিয়েছেন মুশরিকদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না অথচ এমন একটি সময় আসবে যখন মুসলমান অঞ্চলের দুইটি শাসক মুশরিকদের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের চেনার উপায় কী? তিনি বললেন, তাদের একজন তোমাদের ভূমির হবে, আর তার নাম হবে আমার নামের নেয় (মুহাম্মাদ) আর একজন হলো নারী, হিন্দুস্তানের ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসক হবে। আর তারা দুজন একই সময়কালের শাসক হবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৯৬)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচ নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, তাদের চেনার উপায় কী? তিনি বললেন, তাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতে জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। সে ক্ষমতায় থেকে ইসলামকে গলা চেপে হত্যা করবে তথা ইসলাম ধ্বংসের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করবে। আর একজন অভিশপ্ত জাতির সন্তান। সে বিশ্ব শাসন করবে। আর তিনজন হবে হিন্দুস্তানের নেতা। যাদের একজন ক্ষমতায় থেকে ইসলাম ধ্বংসের সূচনা করবে। আর একজন ইসলাম ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ তারা তিনজন কী মুশরিক হবে? তিনি ﷺ বললেন, বরং তাদের একজন হবে নামে মুসলিম নারী শাসক। সে ক্ষমতায় এসে তার পূর্ব পুরুষের মূর্তি পূজা বৃদ্ধি করবে। অবশ্যই সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালকের প্রকাশ হবে। যার নেতৃত্বে হিন্দুস্তানের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ; কিতাবুল আকিব)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচটি নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, তাদের চিনার উপায় কী? তিনি ﷺ বললেন, তাদের একজন তোমাদের এ ভূমিতেই জন্ম নিবে। যার নাম আমার নামের অনুরূপ। সে ক্ষমতায় থেকে ইসলামকে গলা চেপে হত্যা করবে। আর তাদের একজন হবে অভিশপ্ত জাতির সন্তান। সে বিশ্ব শাসন করবে। আর তাদের তিনজন হবে হিন্দুস্তানের নেতা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ তারা তিনজন কি মুশরিক হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, না, বরং তাদের একজন হবে নামে মুসলিম নারী শাসক। সে ক্ষমতায় এসে বা'আল মূর্তির পূজা বৃদ্ধি করবে। আর তাদের একজন ক্ষমতায় থেকে ইসলাম ধ্বংসের সূচনা করবে। আর একজন ইসলাম ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় আসবে।

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ; কিতাবুল আকিব)

অষ্টম অধ্যায়

(কিছু কথা)

৮.১ আল-কুরআনের হিকমত ও আগামীর ভবিষ্যৎবাণীর মিল

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ প্রায়ই হাদিস বা কোন কথা বলে কুরআনের আয়াত বলেছেন। তার মধ্যে রয়েছে এক নিগুঢ় রহস্য। অনেক সময় সাহাবীরা তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবার অনেক সময় দেওয়া হয়নি। এই কুরআনের মোজেজা যুগে যুগে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এটি থেকে এখনো বৈজ্ঞানিক রিসার্চ করে যাচ্ছে।

ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয় নিয়েও কুরআনে রয়েছে অনেক নিগুঢ় রহস্য ও হিকমত। এছাড়া এটি আগেই প্রমাণিত যে, আয়াত দিয়ে গানিতিকভাবে কিভাবে অনেক কিছু সমাধান করা যায়। তার একটি এখানে উল্লেখ করছি। আগামীতে ঘটিতব্য বিষয়গুলো নিয়ে কুরআনে এরকম একটি হিকমতপূর্ণ ইঙ্গিত দেওয়া রয়েছে। এর হিকমত দেখতে হলে আপনি শুধু কুরআনের আয়াত পড়ে বুঝবেন না, তাফসিরও দেখতে হবে। আর কুরআনের এই হিকমত অন্যভাবে মিলালে মিলবে না। শুধুমাত্র এতটুকুই মিলবে যা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও আগেই যথেষ্ট দলিল দেওয়া হয়েছে, তবে এটি জানার ফলে কুরআনে গোপনভাবে এব্যাপারে বর্ণিত বিষয়কেও জানতে পারবে।

সূরা ইবরাহীম (Sura Ibrahim) ।। আয়াত ৪১-৫০
আয়াতগুলিঃ (অনুবাদঃ ইবনে কাসির দিয়ে)

14:41

رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিও,

---

14:42

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَٰرُ

যালিমরা যা করছে সে ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে কক্ষনো উদাসীন মনে কর না। তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত ঢিল দিচ্ছেন যেদিন ভয়ে আতঙ্কে চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।

14:43

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ

আতঙ্কিত হয়ে মাথা তুলে পালাতে থাকবে, দৃষ্টি তাদের নিজেদের পানে ফিরে আসবে না, আর তাদের দিল উড়ে যাবে।

14:44

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

কাজেই মানুষকে সতর্ক কর সেদিনের ব্যাপারে যেদিন তাদের উপর ‘আযাব আসবে। যারা যুলম করেছিল তারা তখন বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অল্পদিনের জন্য সময় দাও, আমরা তোমার আহবানে সাড়া দিব আর রসূলদের কথা মেনে চলব।’ (তখন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলনি যে, তোমাদের কক্ষনো পতন ঘটবে না?

14:45

وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ

অথচ তোমরা সেই লোকগুলোর বাসভূমিতে বসবাস করছিলে যারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল আর তোমাদেরকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল আমি তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলাম। আর আমি বহু উদাহরণ টেনে তোমাদেরকে বুঝিয়েও দিয়েছিলাম।

14:46

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

তারা যে চক্রান্ত করেছিল তা ছিল সত্যিই ভয়ানক, কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহর দৃষ্টির ভিতরেই ছিল, যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন ছিল না যে, তাতে পর্বতও টলে যেত।

14:47

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

(অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন) তুমি কক্ষনো মনে কর না যে, আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে দেয়া ওয়া‘দা খেলাপ করবেন, আল্লাহ মহা প্রতাপশালী, প্রবল প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

14:48

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَٰحِدِ الْقَهَّارِ

যেদিন এ পৃথিবী বদলে গিয়ে অন্য এক পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে আর আসমানসমূহও (বদলে যাবে), আর মানুষ সমুস্থাপিত হবে এক ও অপ্রতিরোধ্য আল্লাহর সম্মুখে।

14:49

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃঙ্খলে তাদের হাত পা শক্ত করে বাঁধা।

14:50

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ

তাদের পোশাক হবে আলকাতরার আর আগুন তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করবে।

তো এই আয়াত দ্বারা কি কোন ইঙ্গিত পেলেন? হয়তো এর তাফসীর পড়েও নাও বুঝতে পারেন। মূল কথা সংক্ষেপে বলি। এটি ১৪৪১ হিজরি চলতেছে। ২, ৩ মাসের মত হয়েছে মাত্র। এখানে যা করা হয়েছে তা হলো-
সূরা ইবরাহীম যেটি ১৪ নং সূরা কুরআনের। আর ৪১ আয়াত থেকে এনেছি পরের সব আয়াতগুলো।
মানে ১৪৪১ (২০১৯-২০২০ মাঝামাঝি পরে তবে সাল আমরা ২০১৯ই ধরলাম। কারণ এটি মাঝামাঝি পরে ঈসায়ী সালের হিসাব) হিজরি যেটি চলতেছে তার-

সূরা ইবরাহীম ১৪+৪১ আয়াত=১৪৪১ (২০১৯) এভাবে, আয়াতগুলো সাজিয়েছি শুধু।
১৪+৪২= ১৪৪২ হিজরি (২০২০ ঈসায়ী সাল)
১৪+৪৩= ১৪৪৩ হিজরি (২০২১ ঈসায়ী সাল)
১৪+৪৪= ১৪৪৪ হিজরি (২০২২ ঈসায়ী সাল)
১৪+৪৫= ১৪৪৫ হিজরি (২০২৩ ঈসায়ী সাল)
১৪+৪৬= ১৪৪৬ হিজরি (২০২৪ ঈসায়ী সাল)
১৪+৪৭= ১৪৪৭ হিজরি (২০২৫ ঈসায়ী সাল)
১৪+৪৮= ১৪৪৮ হিজরি (২০২৬ ঈসায়ী সাল)
১৪+৪৯= ১৪৪৯ হিজরি (২০২৭ ঈসায়ী সাল)
১৪+৫০= ১৪৫০ হিজরি (২০২৮ ঈসায়ী সাল)

আপনি এটা জেনে চমকে উঠবেন জানি, সেটা হলো, এই আয়াতগুলোতে বলা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলো বাস্তবায়ন হবে এই এই সালেই। যেমন ১৪নং সুরার ৪২ নং আয়াতে যা বলা হয়েছে তা ১৪+৪২=২০২০ সালে আমরা দেখতে পারবো।
তো কিভাবে? ব্যাখ্যা তো দেওয়া দরকার। একটু তাফসীর এর সাহায্য ও হাদিস এর সাহায্যও নিবো এটি বুঝার জন্য। ২০১৯ সালেরটি আগে শুরু করি।

১৪+৪১=১৪৪১ হিজরি (২০১৯ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৪১ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিও।

সংক্ষিপ্ত তাফসিরঃ

[১] সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দো'আ করলেন,
'হে আমার রব! আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারাজীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যও মাগফেরাতের দো'আ করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তা কুরআনুল কারীমেই উল্লেখিত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ দো'আটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে কাফেরদের জন্য দো'আ করতে নিষেধ করা হয়নি। [ইবন কাসীর]

আরেকটু তাফসীর থেকেঃ

তিনি আরো দু'আ করলেন তাঁর জন্য এবং তাঁর সন্তানদের জন্য যেন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মূর্তি পূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এখানে তৎকালীন মক্কার মুশরিকদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে। তারা দাবী করত আমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসারী, ইবরাহীম (عليه السلام) তো প্রতিমা পূজারী ছিলেন না, তিনি কাবা নির্মাণ করলেন তাওহীদের ওপর ভিত্তি করে। ভবিষ্যতে কখনো যাতে শির্ক না হয় সে জন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন যেন তিনি তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে শির্ক থেকে রক্ষা করেন। অথচ তোমরা কাবা ঘরে মূর্তি রেখে পূজা করছ আর বলছ, আমরা ইবরাহীম (عليه السلام) এর অনুসারী।

ব্যাখ্যাঃ

তো, ইবরাহীম (আঃ) এর পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তার জন্য শেষ পর্যন্ত দুয়া করা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ আল্লাহ যাকে চায় তাকে হিদায়েত দেন। সে চাইলেও হিদায়ত দিতে পারবেন না। আর এখন কার সময়ে কাফিরদের জন্য দোয়া করতে কুরআনে নিষেধ করেছে। তো এর সাথে আমাদের চারপাশের একটা মিল আছে। মুসলিম নামধারি কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, নাস্তিকরা রয়েছে। এরাও তো পরিবারের, সমাজেরই লোকজন। তো এদের জন্য দোয়া করে, গভীর সম্পর্ক রেখে কোন লাভ নেই। তারা শেষ মুহূর্তেও হেদায়েতের পথে চলতে পারছে না। তাই আমরা ইবরাহীম (আঃ) এর মত যেটি পারি তা হলো তাগুত, কুফর, শিরক বর্জন করে চলা। এজন্য আমাদের এ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ইসলামের মূল পথে, তাওহীদের পথে চলতে হবে।
তো এই থেকে কি বুঝা যায়? এইটাই সেই সময় অর্থাৎ সাল যখন থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে শিরক থেকে, কুফুরি থেকে। আর যদি লক্ষ্য করেন অসংখ্য মানুষ বিশেষ করে

সমাজের যুবক-যুবতীরা আজ শিরক-কুফর ছেড়ে ইসলামের পথে, হেদায়েতের পথে আসছে। এই সময়টা থেকেই তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের উপর যাচ্ছে এক কঠিন পরীক্ষা। বাসায় আজ নামাজ পড়লে কথা বলবে, দাঁড়ি রাখলে তা নিয়ে ঠাট্টা করবে। সমাজে ইসলাম নিয়ে চলা যায় না, হেয় করে দেখে সবাই। বাহিরে গেলেই দেখতে পাওয়া যায় চারিদিকেই শুধু পূজা আর পূজা হচ্ছে। মানুষের পূজা না হয় মূর্তির। যেমন বিভিন্ন দিবসে ফুল দেওয়া, না করলে সরকারীভাবে বাধ্য করা। আর মানুষের পূজাই হচ্ছে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে মানুষের আনুগত্য করা। ইসলামের সম্পর্ককে সব সম্পর্কের উপরে স্থান দেওয়ার সময় এটি। এর জন্য আপনাকে এরকম সময়েই সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে হতে পারে। কারণ পরিবার আত্মীয়র চেয়ে ইসলামের প্রতি, আল্লাহর প্রতি, তার বিধানের প্রতি বেশি ভালবাসা দরকার।

ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে বাসায় মানাতে পারেন না, সমাজকে মানাতে পারেন না। আপনি বরং দোষী হয়ে যান। জিহাদ নিয়ে বললে জঙ্গি হয়ে যান। আপনার মা বাবা আজ বাধা দেয়। তাদের সাথে আল্লাহ ও তার রসুলের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় এই সাল, হিজরি।

মুসলিম উম্মাহ এক প্রাণ, এর কথা বললে আপনার স্ত্রী বলে তাতে তোমার কি? তার সাথেও আল্লাহ ও রসুলের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় এই সাল, হিজরি। আপনি মেয়ে আর আপনার বর, স্বামী ইসলাম থেকে দূরে যেয়ে নিজেকে মুশরিক ও কাফির বানিয়ে ফেলেছে। তার সামনে এসব বিষয় নিয়ে বললে দুনিয়াবি জিনিসে লেগে যায়। আপনাকেও তার সাথে আল্লাহ ও রসুলের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় এই সাল, হিজরি। বিধর্মী অনেক যুবক-যুবতীও আজকে ইসলাম গ্রহণ করছে। তারাও ইসলামের জন্য তাদের সবকিছু ত্যাগ করছে ও সম্পর্ক ছিন্ন করছে। দেখা যাচ্ছে, পরিবর্তনটা খুবই অস্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে।

কারণ কি জানেন? কিছু মানুষ জানে সামনে কি হতে চলেছে। জামানার পরিবর্তনকে ও তার ফিতনা সমূহকে চিনতে পেরেছে। আর হিজরি সালগুলোর ব্যাখ্যা আয়াত দিয়ে করলেই বুঝা যাবে সামনে কি হতে চলেছে। তাই পরের গুলো পড়ুন।

(বিঃ দ্রঃ সম্পর্ক ছিন্ন করা বলতে শুধু তাদেরকে ত্যাগ করা নয়, তাদেরকে বুঝানো এবং না বুঝলে তাদের এমন সব আদেশ-নিষেধ ও কার্যকলাপ গুলো এড়িয়ে যাওয়া যা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যায়। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বলতে তাদের কথা অনুযায়ী না চলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী চলা। তারা হয়তো আপনাকে বাধা দিবে বিভিন্ন ভাবে, যেমন দাঁড়ি না রাখা, বোরকা অর্থাৎ পর্দা করতে না দেওয়া ইত্যাদি থেকে তাদের অবাধ্য হওয়ায় কোন দোষ নেই। বরং এটাই উত্তম হবে। এটাই এই জামানায় আপনার উপর পরীক্ষা। ধৈর্য ধরুন!)

হাদিসঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিটা যুগেই ইসলাম নিভিয়ে যায়। আর আমার পরেও নিভিয়ে যাবে, আর প্রত্যেক যুগেই একটি দল থাকবে। যারা আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে, আর আল্লাহর দ্বীনের আলো পূর্ণ বিকাশিত করবেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৪)

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী রাখার জন্য প্রতিটি যুগের একটি দল বের হবেন। যারা আল্লাহর নির্দেশে সংগ্রাম করবে। আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। তারাই আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৫)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, যখনই আল্লাহর এই দিন নিভে যাওয়ার অবস্থায় আসবে, তখনই আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে বিজয়ী রাখার জন্য, আল্লাহ তাআলা একটি করে দল তৈরি করে দেন। যারা আল্লাহর দ্বীনকে মজবুত ভাবে ধরেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৬)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, হে জাবির! তুমি কি জানো? আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেন? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ অধিক জানেন। তিনি বললেন, যখন তা নিভে যায় তখন একটি দল তৈরি করে দেন। যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেন।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৬৯)

হয়তো এই হাদিসগুলো জেনে বুঝতে পেরেছেন আপনার হেদায়েত পাওয়ার কারণটা কি। এই দ্বীনকে আপনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আপনাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার হক পালনের জন্যই আপনাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে।

১৪+৪২=১৪৪২ হিজরি (২০২০ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৪২ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
যালিমরা যা করছে সে ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে কক্ষনো উদাসীন মনে কর না। তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত ঢিল দিচ্ছেন যেদিন ভয়ে আতঙ্কে চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।

সংক্ষিপ্ত তাফসিরঃ ৪২-৪৩ নং আয়াতের তাফসীরকে মিলিয়ে পাওয়াঃ

অনেকে মনে করতে পারে দুনিয়াতে কাফির, মুশরিক ও জালিমরা মানুষের ওপর এত অত্যাচার, অবিচার করছে তারপরেও তারা সুখে-সাচ্ছন্দে আছে, তারাই দুনিয়াতে ক্ষমতাসীন ইত্যাদি। নাবী ﷺ কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা‘আলা সকল মানুষকে অবগত করছেন যে, তিনি জালিম কাফিরদের সকল কাজ সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। তারা কী করছে, না করছে সব তাঁর জ্ঞানায়ত্ত্বে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে তাদের চোখের পলক পড়বে না, এত কঠিন অবস্থা হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:
“যখন সত্য প্রতিশ্রুতির সময় ঘনিয়ে আসবে তখন অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।” (সূরা আম্বিয়া ২১:৯৭)

(مُهْطِعِيْنَ) অর্থ ছোটাছুটি করা, দৌড়াদৌড়ি করা। অর্থাৎ এ সকল জালিমরা কবর থেকে উঠে আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত দৌড়াবে। তাদের দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে। ভয়ে তাদের চোখ নিচের দিকে নামবে না এবং অন্তর জ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مُّهْطِعِيْنَ إِلَي الدَّاعِ

"তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে।" (সূরা ক্বমার ৫৪:৮)
জালিম কাফিরদের অবস্থা খুবই ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। সেদিন তাদের অন্তর ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে। ভয় ও আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:
১. মানুষকে অপরাধের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি না দেয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে জানেন না, বরং এটা তাদের জন্য অবকাশ দেয়া মাত্র।
২. মানুষ দ্রুতগতিতে কবর থেকে বের হয়ে সামনের দিকে ছুটে যাবে এবং তারা হবে অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল।

ব্যাখ্যাঃ আসলে ভাই আপনি সচেতন হলে এটা অবশ্যই জানেন যে জালিমরা মূলত কাদের উপর জুলুম করে। তারা ইসলামের আর মুসলিমদের শত্রু। আর সব কাফির, ধর্ম এক জাতের ভাই ভাই। যাই সে হোক হিন্দু, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান।
তো ১৪৪২ হিজরি বলতে ২০২০ সালকে বুঝায়। আপনারা এই ১৪৪১ হিজরি বছরের শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন যে পাশের ভারতে কি হচ্ছে। যদি হিসেব করা দেখা যায় সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, ইরাক, কাশ্মীর হয়ে যেন এই ফিতনা ভারত উপমহাদেশেই এগোচ্ছে। আপনার পর্যন্তও এই জুলুম আসবে। কিন্তু জালিমদেরকে আল্লাহ সুযোগ দিচ্ছেন এবং তাদের উপর এমন হুজ্জত বা দলিল প্রতিষ্ঠিত করছেন যে তাদের ধ্বংস হওয়ার কারণ হিসেবে কোন অজুহাত যেন না থাকে। আর এটা আরো বাড়বে তার পরের বছরগুলোতে। এমনকি বিশ্বব্যাপী জালিমরা তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে মুসলিম নিধনে লেগে যাবে, শেষ মাত্রায় পৌঁছাবে। কিন্তু আল্লাহ সেই বছরটিতেও হয়তো সাহায্য করবেন না মুসলিমদের। কারণ এটি তাদের কৃতকর্মের ফল।

আর এরপর মানুষ মনে করবে আল্লাহ কেন এত পাপাচার করতে দিচ্ছেন জালিমদের। কিন্তু আল্লাহ এইখানে স্পষ্ট বলেছেন যে তিনি ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। তারাও তাদের কৃতকর্মের ফল পাবেই।
তো বুঝলেন যে আপনার কাছেও এই জালিমের জুলুম সামনেই এসে হাজির হবে। আপনি এখনই তা টের পাচ্ছেন জানি তবে সামনে আরো ভয়াবহ হবে। পরেরটির ব্যাখ্যা দেখি চলুন।

১৪+৪৩=১৪৪৩ হিজরি (২০২১ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৪৩ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
আতঙ্কিত হয়ে মাথা তুলে পালাতে থাকবে, দৃষ্টি তাদের নিজেদের পানে ফিরে আসবে না, আর তাদের দিল উড়ে যাবে।

সংক্ষিপ্ত তাফসিরঃ ৪২-৪৩ নং আয়াতের তাফসীরকে মিলিয়ে পাওয়াঃ

ব্যাখ্যাঃ এটির তাফসীর আগেই দেওয়া হয়েছে। তো আয়াতে বলেছে, জালিমরা সেদিন আতঙ্কিত হয়ে মাথা তুলে পালাতে থাকবে, দৃষ্টি তাদের নিজেদের পানে ফিরে আসবে না, আর তাদের দিল উড়ে যাবে। এইখানে জালিম তারা ও সাথে আমরাও। আমরাই নিজেদের উপর জুলুম করতেছি। কিভাবে? আমরা মুসলিমরা এখনো রয়েছি দুনিয়াবী চিন্তায় বিভোর, ধর্মকে পুজি করে বিভিন্ন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি। মূর্খ আলেম তৈরি হচ্ছে সমাজে ও বিভিন্ন দলাদলি ও মতবিরোধের কারণে মুসলিম উম্মাহ একও হতে পারছে না। মুসলিম উম্মাহের বেশির ভাগ আজকে পাপাচারে লিপ্ত, বেনামাজী ও পশ্চিমা কালচারের অনুগত। আমাদের উপর বিভিন্ন বিপদ-আপদ সামনে আসতেই থাকবে, মুসলিমরা আর শান্তিতে বেশিদিন থাকতে পারবে না, দুনিয়া তাদের ধোঁকা দিবে ও মুসলিম হয়ে বিধর্মীদের অনুসরণের ফল পাবে। আর বড় জালিমরা সেই হিজরিতেও জুলুম চালিয়ে যেতে থাকবে। এটি থামবে আবার শুরু হবে আগের থেকেও ভয়াবহ হয়ে। আপনি যদি তাগুত বর্জন না করেন সেদিন আপনিও ধরা খাবেন। যারা জিহাদকে অস্বীকার করে থাকি সেদিন তারাও নিজেদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে, তবে পারবে না।

১৪+৪৪=১৪৪৪ হিজরি (২০২২ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৪৪ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
আর যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে আপনি মানুষকে সতর্ক করুন, তখন যারা যুলুম করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব এবং রসূলগণের অনুসরণ করব।' তোমরা কি আগে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই?

সংক্ষিপ্ত তাফসিরঃ

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন যালিম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবেঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে আরো কিছুদিন সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েকদিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত

নবীগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। অন্য আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের এ অবস্থা বর্ণনা করে বলছেন,

"আর আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের রবের নিকট অবনত মস্তকে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ফেরত পাঠান, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।" [সূরা আস-সাজদাহ ১২]

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জবাবে বলা হবেঃ এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও আখেরাত অস্বীকার করে আসছিলে। অন্য আয়াতেও কাফেরদের এ আবদার ও তার জবাব বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে,

"অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে আবার ফেরত পাঠান, 'যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি।' না, এটা হবার নয়। এটা তো তার একটি বাক্য মাত্র যা সে বলবেই" [সূরা আল-মুমিনূন: ৯৯-১০০]

ব্যাখ্যাঃ

যালিম ও অপরাধীরা, দুইদিকের কথাই বলা হয়েছে। বড় জালিমদের সাথে আমরাও জালিম ও অপরাধী। আমরা নিজেদের উপর জুলুম করছি। ইসলামেকে বর্জন করে শিরক আর কুফুরিতে লিপ্ত। আমাদেরকে মারার পর যে আমরা জান্নাতে চলে যাবো তা না। আমাদের জন্য দুনিয়ার আজাব যথেষ্ট ছিল না। আমাদের পাপের ফলাফল জাহান্নামই হবে। আর যারা আমাদের নিধন করবে তাদেরও একই পরিনতি হবে।

যদি মনে করেন যে তারা মারল, আমি তো মুসলিম শহিদ হলাম। তাহলে ভুল ছাড়া কিছুই না। এ থেকে বোঝা যায় ১৪৪৪ হিজরি (২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকে ২৩ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত) ও সেই করুণ অবস্থা চলতে থাকবে বিশ্বব্যাপী। আর তার সাথে কি ঘটবে জানেন? সত্যের সৈনিকরাও সেদিন প্রতিবাদের জন্য থাকবে, তারাও প্রস্তুতি নিবে। যালিমরাও পূর্ণদমে জুলুম শুরু করবে। সেই কাঙ্ক্ষিত হিন্দের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে ভয়াবহ আকারে। যেমন কাশ্মীরের অবস্থা, যাতে মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের প্রতিনয়তই সংঘর্ষ হচ্ছে। আর এই জুলুম এই দেশেই এসে সব চেয়ে মারাত্মক আকার ধারন করবে এমনটাই বুঝা যায়, কারণ মুশরিকরা মুসলিমবিহীন অখণ্ড ভারত তৈরির জন্য প্রস্তুত। ঘোর কারবালা সেদিন হবে এই ভুমি। কিন্তু সত্যের সৈনিকরা সেদিন বেঁচে যাবে। যারা আগে থেকেই বেরিয়ে পড়েছে। আর যারা বের হয়নি তাদের অবস্থা দেখতে হলে ভারতের দিকে তাকান। আর যদি তখনও তাগুত, শিরক বর্জন না করতে পারেন তাহলে ইহকালেই আজাবে পতিত হতে হবে। আর পরকালের চিন্তা যারা করেনই না তারা অন্তত ইহকালে বাঁচার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাও পারবে না। তারাই জাহান্নামী হবে।

১৪+৪৫=১৪৪৫ হিজরি (২০২৩ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৪৫ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
অথচ তোমরা সেই লোকগুলোর বাসভূমিতে বসবাস করছিলে যারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল আর তোমাদেরকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল আমি তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলাম। আর আমি বহু উদাহরণ টেনে তোমাদেরকে বুঝিয়েও দিয়েছিলাম।

তাফসিরঃ

[১] এতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশ। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরস্পরের মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন কিন্তু এরপরও তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। আল্লাহ বলেন, "এটা পরিপূর্ণ হিকমত, কিন্তু ভীতিপ্রদর্শন তাদের কোন কাজে লাগেনি।" [সূরা আল-কামার:৫][ইবন কাসীর]
আহসানুল বয়ান থেকেঃ
[১] অর্থাৎ, উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আমি তো পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা করে দিয়েছি, যাদের বাড়ি-ঘরে এখন তোমরা বসবাস করছ এবং তাদের জীর্ণ বাড়ি-ঘরও তোমাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করছে। যদি তোমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ না কর এবং তাদের পরিণাম থেকে বাঁচার জন্য চিন্তা-ভাবনা না কর, তাহলে তোমাদের মর্জি। সুতরাং তোমরাও অনুরূপ পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকো।

ব্যাখ্যাঃ

এই ২০২৩ সালেই অর্থাৎ ১৪৪৫ হিজরিতে কিছু বড় বড় নিদর্শন মানুষ দেখতে পারবে। বিভিন্ন ভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া শুরু করবে। এই সেই বছর যেই বছর ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে। কারণ সিরিয়া যুদ্ধের ১২ বছর পর হলে ২০১১ থেকে ১২ বছর পর ২০২৩ সাল হয়। যা হাদিসে এসেছে। এরপর বিশ্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, হিন্দের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে, হিন্দ থেকে এক দুর্বল নেতার আবির্ভাব হবে। আরো বলেছে- "এতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে"। নবী ﷺ আগেই এ ব্যাপারে আগেই হুশিয়ার করেছে যে, সেখানে যেন কেউ না যায়, কারণ সেখানে নয় জনের সাত জনই মারা পরবে। আর এই মহাভারতেও চলতে থাকবে সত্য মিথ্যার লড়াই। সেই জুলুম-হত্যা থেমে নেই। আর অতীতের মতো এইগুলোও পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকবে। এছাড়াও সকল ষড়যন্ত্রগুলোও আস্তে আস্তে প্রকাশ হওয়া শুরু হবে। এই সকল নিদর্শন হবে ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ কিছু হওয়ার ইঙ্গিত

এবং তাই এটাই একদম শেষ সময় যে আপনারা সৎ পথে ফিরে আসবেন হয়তো নাহয় পূর্ববর্তী জাতিদের ন্যায় পরিণাম ভোগ করতে হবে। এর পর তাফসীরে আরো বলেছে, "আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন কিন্তু এরপরও তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি।" অন্যত্র বলেছে, ‘‘যদি তোমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ না কর এবং তাদের পরিণাম থেকে বাঁচার জন্য চিন্তা-ভাবনা না কর, তাহলে তোমাদের মর্জি। সুতরাং তোমরাও অনুরূপ পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকো।’’ এ থেকে কি বুঝবেন তা আপনারাই ভালো জানেন। তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে পাওয়া।

হাদিসঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে, অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ন ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবেনা, প্রত্যেক ঘরেই উক্ত ফিতনা প্রবেশ করবে। যদ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। যে ফিতনাটি শাম দেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভুখন্ডের ভিতরে বিচরণ করতে থাকবে। উক্ত ফিতনা এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্নক আকার ধারন করবে যদ্বারা মানুষ ভালো খারাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেনা। ঐ মুহুর্তে কেউ উক্ত ফিতনা থামানোরও সাহস রাখবেনা। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তীব্র আকার ধারন করবে। সকালে কেউ মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। উক্ত ফিতনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে। সেটা প্রায় বারো বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্নের একটি ব্রিজ (খনি বা পাহাড়) প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৬৭৬)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন চতূর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ ১২ বছর স্থায়ী হবে। যখন অবসান হওয়ার তখন অবসান হবে। (অর্থাৎ ১২ বছর সময় শেষ হবে তারপর) স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফুরাতকে খুলে দেওয়া হবে (প্রকাশ পাবে)। অতঃপর তার উপর (অর্থাৎ তাতে) প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৭০)

আবূ মাসউদ সাহল ইবনু উসমান (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শীঘ্রই ফুরাত তার গর্ভস্থত স্বর্ণভাণ্ডার বের করে দিবে। সুতরাং এ সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন এ থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৬৬ [ইঃ ফাঃ ৭০১০, ইঃ সেঃ ৭০৬৭]; সহিহ বুখারি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৬০৫)

কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না ফুরাত তার মধ্যস্থিত [তার গর্ভস্থ] স্বর্ণের পাহাড় বের করে দেয়। লোকেরা এ নিয়ে যুদ্ধ করবে এবং একশতের মধ্যে নিরানব্বই জন নিহত হবে। তাদের সকলেই বলবে, আমার মনে হয় আমি জীবন্ত থাকব (বেঁচে যাব, একাই সম্পদ ভোগ করব)।

- (সহীহ, সহীহুল মুসলিম হাঃ একাঃ ৭১৬৪-(২৯/২৮৯৪) [ইঃ ফাঃ ৭০০৮, ইঃ সেঃ ৭০৬৫]; সুনান তিরমিযী ২৫৬৯; রিয়াযুস স্বা-লিহীন তাঃ পাঃ ১৫/১৮৩১ [আন্তঃ ১৮২২]; মিশকাত হাঃ একাঃ ৫৪৪৩; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০৮০৪; সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৯১; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২৫৫; আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৫৩৮; মুসনাদে আহমাদ ৭৫০১, ৮০০১, ৮১৮৮, ৮৩৫৪, ৮৩৭০, ৯১০৩)

১৪+৪৬=১৪৪৬ হিজরি (২০২৪ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৪৬ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
তারা যে চক্রান্ত করেছিল তা ছিল সত্যিই ভয়ানক, কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহর দৃষ্টির ভিতরেই ছিল, যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন ছিল না যে, তাতে পর্বতও টলে যেত।

তাফসীরঃ

[১] এটা অবস্থা বর্ণনামূলক বাক্য। অর্থাৎ, আমি তাদের সাথে যা করলাম তা করলাম, অথচ অবস্থা এই যে, তারা বাতিলকে সাব্যস্ত এবং সত্যকে খন্ডন করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় পূর্বক কৌশল ও চক্রান্ত করল। আর আল্লাহর কাছে এসব চক্রান্তের জ্ঞান আছে; অর্থাৎ তাঁর কাছে লিপিবদ্ধ আছে যার শাস্তি তিনি তাদেরকে দেবেন।

[২] কেননা যদি পাহাড় টলে যেত, তাহলে তা স্বস্থানে থাকতো না, অথচ সমস্ত পাহাড় স্ব স্ব স্থানে অটল রয়েছে। এ হল إِنْ নেতিবাচক مَا এর অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ إِنْ মূলতঃ إِنَّ ছিল। অর্থাৎ নিশ্চয় তাদের চক্রান্ত এত বড় ছিল যে, তার ফলে পাহাড়ও স্বস্থান থেকে সরে যেত! তিনি তো মহান আল্লাহই যিনি তাদের চক্রান্তকে সফল হতে দেননি। যেমন মহান আল্লাহ কাফেরদের সম্বন্ধে বলেছেন, ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا﴾ অর্থাৎ, এতে যেন আকাশ সমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। যেহেতু তারা পরম দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। (সূরা মারয়্যাম ১৯:৯০-৯১) (আহসানুল বায়ান)

তাফসীরে জাকারিয়া থেকে

[১] অর্থাৎ তিনি তাদের যাবতীয় চক্রান্ত বেষ্টন করে আছেন। তিনি সেগুলোকে পুনরায় তাদের দিকে তাক করে দিয়েছেন। আবার তিনি সেগুলোর বিনিময়ে তাদের শাস্তি দিবেন।

[২] অধিকাংশ তাফসীরবিদ (وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ) বাক্যের (إِنْ) শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তারা সত্যদ্বীনকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলিমদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমত কূটকৌশল করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। তাদের কুটকৌশল এমন বড় কিছু নয় যে, পাহাড় টলে যাবে। সে অনুসারে তাদের যাবতীয় কুটকৌশলের হীনতা ও দুর্বলতা বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এ অর্থে বলা হয়েছে, "ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করবেন না; আপনি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেন না এবং উচ্চতায় আপনি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবেন না।"[সূরা আল-ইসরাঃ ৩৭] [ইবন কাসীর]

আয়াতের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হলো, "যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবেলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে।" [কুরতুবী] কিন্তু আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল ব্যর্থ হয়ে গেছে। আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণতঃ নমরূদ, ফির'আওন, কওমে-আদ, কওমে সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবেলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আয়াতে উল্লেখিত (مكر) শব্দের অর্থ কোন কোন মুফাসসিরের মতে, শির্ক ও রসূলদের উপর মিথ্যারোপ। [কুরতুবী] অর্থাৎ তাদের শির্ক ও রাসূলের উপর মিথ্যারোপ মারাত্মক আকার ধারণ করলেও আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। অন্য আয়াত থেকেও এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, শির্ক করার কারণে আকাশ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। [সূরা মারইয়ামঃ ৯০][ইবন কাসীর]

ব্যাখ্যাঃ

২০২৪ সাল ১৪৪৬ হিজরি। কি হবে সেই বছর? আমি যা বলবো তা গল্প এর মত মনে হবে। তাই তৎক্ষণাৎ আমার গল্পটি পরে তাফসীর এ চোখ বুলাবেন বোঝার জন্য। হিন্দের যুদ্ধের চূড়ান্ত সময় যখন জালিমরা তাদের চূড়ান্ত চক্রান্ত করবে যা পাহাড় কেও নাড়িয়ে দিতে পারত যদি আল্লাহ না সহায় করতো। তার কিছু আগে এই সময়টাতেই (হাবীবুল্লাহ) মাহমুদ নামের এক লোক জিহাদের ডাক দিবে। তাকেও মিথ্যারোপ করা হবে। এর ফলও এই দেশের মানুষরা ভোগ করবে। নাহলে যে সেই ইমাম মাহদি আসার আসার আগে তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ মারা যাবে, সেই হাদিসের বাস্তবায়নই বা কিভাবে হবে? (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড

৫২, পৃষ্ঠা ১১৯; বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫০; মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৪২৫; মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭২)

হিন্দের মুশরিকরা বিরাট ষড়যন্ত্র করবে ও হিন্দের মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাবে। মুসলিম-মুশরিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তাদের এই সকল ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন আমরা এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি। কিভাবে রাষ্ট্রের, সমাজের প্রতিটা সেক্টর তারা দখল করে রেখেছে ও তা দিয়ে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। এগুলো দিন দিন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর সে সময় (১৪৪৬) তা চূড়ান্ত রূপ নিবে।

আস্তে আস্তে সেটি বাস্তবায়ন হবেই আর এই মাহমুদ আসা মানেই মাহদির আসার সময় হয়ে গেছে বুঝতে হবে। সেই বছরে যা হবে তা কল্পনায় আনা কঠিন। আমি আর সেই ইলহামি কবিতা কাসিদা আর আগামি কথনের হুমকির কথা বলছিনা। তার ইঙ্গিত তাফসিরেই পেয়ে যাবেন। আর সেই সময় হবে ঘোরতর যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ যার কথা হাদিসে এসেছে। যাতে মুমিনদের বিজয়ে কথা বলা হয়েছে। যেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীদের ফজিলত বর্ণনা এসেছে। সেটির সাল ২০২৪।

হাদিসঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ পাঁচজন শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা পাঁচ শাসকই এক সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি (আবু হুরায়রা) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ! সে পাঁচজনের পরিচয় কী? তিনি বললেনঃ তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে। যার নাম হবে আমার নামের মতো (মুহাম্মাদ)। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে। আর অভিশপ্ত (ইহুদী-খ্রিষ্টান) জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় সে বিশ্ব শাসক হবে। আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্তানের বাদশা, সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন, হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশা। যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে। আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম হলো একজন নারী শাসক, সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বা'আল দেবতার ইবাদত (অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের পূজা) বৃদ্ধি করবে। আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আর মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম নামক অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে।

- (কিতাবুল আক্বিব ১৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১৭৫)

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল বালক। যার

নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে।...... (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ গাজওয়াতুল হিন্দ, ২৩১; কিতাবুল আক্বিব ১২৫৬; ক্বাশ্ফুল কুফা ৭৩২; আল আরিফুল ফিল ফিতান ১৭০৩)

হযরত আবু বাছির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক (রহ:)) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন আহলে বাইতের (রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমনঃ ১. আকাশ থেকে আহ্বান। ২. সুফিয়ানীর উত্থান। ৩. খোরাসানের বাহিনীর আত্নপ্রকাশ। ৪. নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপক হারে হত্যা করা। ৫. (বাইদার প্রান্তে) মরুভূমিতে একটি বিশাল বাহিনী ধ্বসে যাবে।
ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে। ১. শ্বেত মৃত্যু। ২. লাল মৃত্যু। শ্বেত মৃত্যু দুর্ভিক্ষের কারনে মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) কারনে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি (হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার (ইমাম মাহদীর) নাম ধরে আহ্বান করবে ২৩ ই রমজান শুক্রবার রাতে। (হাদিস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি)

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৯; বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫০, মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৪২৫; মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭২)

হযরত ফিরোজ দায়লামী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদীর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার জামানায় মহাযুদ্ধের (৩য় বিশ্বযুদ্ধে) বজ্রাঘাতে (আনবিক অস্ত্রে) বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে (অর্থাৎ আধুনিকতা ধ্বংস হয়ে প্রাচীন যুগে ফিরবে)। সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান শামীম বারাহকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে। তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।

- (আসরে যুহরি ১৮৭ পৃঃ; তারিখে দিমাশাক ২৩৩ পৃঃ; ইলমে তাছাউফ ১৩০ পৃঃ; ইলমে রাজেন ৩১৩ পৃঃ; বিহারুল আনোয়ার ১১৭ পৃঃ)

সাহল ইবনু সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিতনার সৃষ্টি হবে (দ্বিতীয় কারবালা)। আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা। তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাহেবে কিরান! আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম হবে মাহমুদ। অবশ্যই তারা মাহদীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবে।

- (তারিখুল বাগদাদ ১২২৯)

বুরায়দা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা বালাদি লিল উছরো থেকে একজন দুর্বল বালক তাদের মুকাবিলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে (গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়)। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।

- (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১৭৯১; আসারুস সুনান ৮০৩; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

১৪+৪৭=১৪৪৭ হিজরি (২০২৫ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৪৭ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
(অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন) তুমি কক্ষনো মনে কর না যে, আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে দেয়া ওয়া'দা খেলাপ করবেন, আল্লাহ মহা প্রতাপশালী, প্রবল প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

তাফসিরঃ
[১] এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছেঃ "কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" তিনি নবীগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন। [বাগভী; কুরতুবী]। তিনি তাদেরকে দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন, আখেরাতেও যেদিন সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াবে সেদিনও তিনি তাদের সাহায্য করবেন। তিনি পরাক্রমশালী কোন কিছুই তার ক্ষমতার বাইরে নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা পূরণে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। [ইবন কাসীর]

ফাতহুল মাজিদ থেকে তাফসিরঃ
আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রতিশ্রুতিকে সুদৃঢ় ও মজবুত করে বলছেন: দুনিয়া ও আখেরাতে রসূলদের সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন তার বরখেলাফ হবে না। তাঁর ওপর কেউ জয়যুক্ত নয়, তিনি সবার ওপর জয়যুক্ত। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তিনি যা চান তাই হয়। তিনি অবশ্যই কাফিরদেরকে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:
"নিশ্চয় আল্লাহ তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।" (সূরা আলি-ইমরান-৩:৩৯)

আহসানুল বায়ান থেকে তাফসীরঃ
[১] অর্থাৎ, মহান আল্লাহ স্বীয় রসূলদের সাথে পৃথিবীতে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই সত্য, তাঁর তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়া অসম্ভব।
[২] অর্থাৎ স্বীয় বন্ধুদের জন্য স্বীয় শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যাঃ

২০২৫ সালে, ১৪৪৭ হিজরিতে আল্লাহ তার ওয়াদা পূর্ণ করবে আর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আর আল্লাহ যখন প্রতিশোধ গ্রহণকারী তখন কি হতে পারে তা কি আপনার জানা আছে? আল্লাহ এই আয়াতে বলেছেন যে তিনি তার রসূলদের সাথে করা ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। অর্থাৎ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই হিজরিতে ইসলামকে আবার বিজয়ী করবেন আল্লাহ তায়ালা। এই সেই সাল যে সময় মানুষ একে অপরের উপর অগ্নি (পারমাণবিক অস্ত্র) নিক্ষেপ করবে। (তাজকিরাহ, লেখকঃ ইমাম কুরতুবী; আন নিহায়া ফিল ফিতান, লেখকঃ ইবনে কাসীর; আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৮৫)

হযরত কা'ব (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব ১০০; আখীরুজ্জামানা আলমাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩৫)

দুই তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যাবে, আর এ বছরেও এর সংখ্যা ভালই হবে। এ বছর বেশির ভাগ মারা যাবে যুদ্ধ বিগ্রহে। (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৩; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৯০)

এই বছরে হবে সেই গাজওয়াতুল হিন্দের বিজয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ মুশরিকদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন। থাকবে না এর পর আর কোনো পথভ্রষ্ট আলেম, না থাকবে নর্তকী। আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করবেন। তিনি জালিমদেরকে ধ্বংস করবেন। এই মহাভারত হবে মুসলিমদের।

তাফসীরে আরো বলা হয়েছে- "স্বীয় বন্ধুদের জন্য স্বীয় শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী"।

যেহেতু এই যুদ্ধ এর আরো কিছুপর মাহ্দী আসবেন। তাহলে, তার বন্ধু কারা হবে সেদিন? আমি তো জানি। বললে আপনারা মতবিরোধ শুরু করে দিবেন। তাই তা আপনাদের জানাচ্ছি না।

কারা বাঁচবে তখন জানেন? যারা জিহাদ করেছিল আর প্রস্তুতি ছিল সেই আগের সালগুলো থেকেই যেগুলো আমি ব্যাখ্যা করেছি। তারাই বেঁচে যাওয়া এক ভাগের মধ্যে থাকবে। (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৩; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৯০; হাদিসের মান: সহিহ, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৭৫)

হাদিসগুলিঃ

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিশরও অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। তুরস্কের অধঃপতন হবে দায়লামীর পক্ষ থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে। দায়লামীর অধঃপতন হবে, আর্মেনিয়ার পক্ষ থেকে। আর্মেনিয়ার অধঃপতন হবে, খাজার পক্ষ থেকে, খাজার অধঃপতন হবে, তুরস্কের পক্ষ থেকে। সিন্দের অধঃপতন হবে, হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে। হিন্দুস্তানের অধঃপতন হবে, তিব্বতের পক্ষ থেকে। তিব্বতের অধঃপতন হবে নাসারার পক্ষ থেকে। *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬৮; তাজকিরাহ, ইমাম কুরতুবী; আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে কাসীর; আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, আবু আমর আদ-দানী)
- * বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলকে রসূলের জামানায় এই সকল নামেই অভিহিত করা হতো এবং বর্তমানে এই সকল দেশ বা অঞ্চলগুলো ভেঙ্গে নতুন নতুন দেশ বা রাষ্ট্রতে পরিণত হয়েছে। তাই বর্তমানে অঞ্চল ঠিক করা একটু কঠিন হয়। দায়লামী নামে ইরানের একটি প্রদেশও আছে। তবে এখানে দায়লামী বলতে কুর্দিকে বুঝিয়েছে। খাজার অর্থ রাশিয়া, সিন্দ হচ্ছে পাকিস্তান, হিন্দ হছে ভারত, তিব্বত হচ্ছে চীন।

হযরত জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে না। তখন আমি আবু বাসির জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কোন ব্যক্তি অক্ষত থাকবে? এ উত্তরে জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, তোমরা (মুসলমানেরা) কি অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ এর মধ্যে থাকতে চাও না?

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৬০; বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৩; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৯০)

রসূলুল্লাহ ﷺ এর গোলাম ছাওবান (রা:) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্তানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর সঙ্গে থাকবে।

- (সহীহ, সূনান নাসাঈ ৩১৭৫ (ইঃ ফাঃ ৩১৭৮); সহীহাহ ১৯৩৪; সহীহ জামে' আস-সগীর ৪০১২; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৬৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তাঁর বন্ধু সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটবে। আর তাদের মাধ্যমে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা হবে মাহদীর আগমনের পূর্বে।

- (আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৭২; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, অধ্যায়ঃ শেষ জামানায় আত্মপ্রকাশকারী নেতা)

বুরায়দা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে আর নির্বিচারে হত্যা

করবে। তখন সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা বালাদি লিল উছরো থেকে একজন দুর্বল বালক তাদের মুকাবিলা করবে। আর তার নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে। (গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়)। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।

- (আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১৭৯১; আসারুস সুনান ৮০৩; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮৮১)

হযরত মুস্তাওয়ীদ আল কুরাইশী (রা:) বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। কিয়ামতের পূর্বে ইহুদী-খৃষ্টান বৃদ্ধি পাবে। আর বজ্রঘাতের মৃত্যুতে তাদের সংখ্যা কমে যাবে।

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৮০৭)

হযরত আবু বাছির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক (রহ:)) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন আহলে বাইতের (রসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমনঃ ১. আকাশ থেকে আহ্বান। ২. সুফিয়ানীর উত্থান। ৩. খোরাসানের বাহিনীর আত্মপ্রকাশ। ৪. নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপক হারে হত্যা করা। ৫. (বাইদার প্রান্তে) মরুভূমিতে একটি বিশাল বাহিনী ধ্বসে যাবে।
ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে। ১. শ্বেত মৃত্যু। ২. লাল মৃত্যু। শ্বেত মৃত্যু দুর্ভিক্ষের কারনে মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) কারনে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি (হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার (ইমাম মাহদীর) নাম ধরে আহ্বান করবে ২৩ ই রমজান শুক্রবার রাতে। (হাদিস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি)

- (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৯; বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫০, মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৪২৫; মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭২)

১৪+৪৮=১৪৪৮ হিজরি (২০২৬ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৪৮ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
যেদিন এ পৃথিবী বদলে গিয়ে অন্য এক পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে আর আসমানসমূহও (বদলে যাবে), আর মানুষ সমুস্থাপিত হবে এক ও অপ্রতিরোধ্য আল্লাহর সম্মুখে।

তাফসীরঃ

[১] ইমাম শওকানী বলেন, আয়াতে দুটো সম্ভাবনাই রয়েছে যে, এই পরিবর্তন গুণগত দিক থেকেও হতে পারে এবং পদার্থগত দিক থেকেও হতে পারে। অর্থাৎ এই আকাশ ও পৃথিবী নিজ নিজ গুণগত দিক দিয়ে পরিবর্তিত হবে অথবা অনুরূপ পদার্থগত দিক থেকে তার

পরিবর্তন আসবে, না এই পৃথিবী থাকবে আর না এ আকাশ। পৃথিবীও অন্য হবে এবং আকাশও অন্য। রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানুষ সাদা ও লালচে সাদা রঙের ভূমিতে একত্রিত হবে, যা ময়দার রুটির মত হবে, তাতে কারো কোন (মালিকানার) চিহ্ন থাকবে না। (মুসলিম, সিফাতুল কিয়ামাহ) একদা আয়েশা (রা:) জিজ্ঞাসা করলেন, যখন এই আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তন হবে, তখন সেই দিন লোকেরা কোথায় অবস্থান করবে? উত্তরে নবী ﷺ বললেন, পুল সিরাতের উপর। (সাবেক উদ্ধৃতি) এক ইহুদীর প্রশ্নের উত্তরে নবী ﷺ বলেছিলেন, "সেই দিন লোকেরা পুলের নিকট অন্ধকারে অবস্থান করবে। (মুসলিম, কিতাবুল হায়য) (আহসানুল বায়ান)

তাফসীরঃ (ফাতহুল মাজিদ)
কিয়ামতের দিন জমিন পরিবর্তন হয়ে অন্য জমিন হয়ে যাবে, এ আকাশ থাকবে না, পরিবর্তন হয়ে যাবে। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন: পরিবর্তন দু'ভাবে হতে পারে (১) গুণগত দিক দিয়ে, (২) পদার্থগত দিক দিয়ে।
উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি হাদীসে বলেন: ''কিয়ামতের দিন মানুষ সাদা ও লালচে রঙের ভূমিতে একত্রিত হবে, যা ময়দার রুটির মত হবে, তাতে কারো কোন চিহ্ন থাকবেনা। (সহীহ মুসলিম হা: ২৭৯০)
আয়িশাহ (রা:) হতে বর্ণিত তিনিই সর্বপ্রথম এ আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন: যেদিন আকাশ-জমিন পরিবর্তন হয়ে যাবে সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: পুলসিরাতের ওপর। (সহীহ মুসলিম হা: ২৭৯০) এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদীস ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) তাঁর তাফসীরে নিয়ে এসেছেন।

৪৭-৪৮ আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:
১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন করবেনই, তা ভঙ্গ করবেন না।
২. কিয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে।
৩. সেদিন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো কোন মালিকানা থাকবে না।

ব্যাখ্যাঃ
আয়াতটি কিয়ামতের দিনের কথা বলেছেন। সেটাও বাস্তব। তবে দুনিয়াতেও এরকম একটি অবস্থা কেয়ামতের আগেই হবে। ২০২৫ সালে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হলো। পারমাণবিক অস্ত্রের কারণে পৃথিবী প্রায় ধ্বংস-বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। এরপর কি হবে? ২০২৬ সাল আসবে তারপর।
৩ ভাগের ১ ভাগ তো যুদ্ধ বিগ্রহে মারা গেলো। আরেক ভাগ মারা যাবে শ্বেত মৃত্যুতে। মানে অনাহারে, দুর্ভিক্ষে। ফসল ফলাদি হবে না এরপর (যুদ্ধের পর)। কারণ? কারণ বেশির ভাগই ধ্বংস-ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর কি হবে যে আজাব দেখতে পারবে?
কেয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ধোঁয়া। সে সময় সূরা দুখানের ১০ নং আয়াতের বাস্তবায়ন হবে। বলা আছে-

আল্লাহ বলেন, "অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে। যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল"। সুরা দোখান-১০-১৩।

মাছরূক বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে বসা ছিলাম। এক লোক এসে বলতে লাগল, হে আবু আব্দুর রহমান! এক লোক বলে বেড়াচ্ছে যে, অচিরেই ধোঁয়ায় নিদর্শনটি আবর্তিত হবে। যন্ত্রনায় কাফেরদের দম বন্ধ হয়ে যাবে, মুমিনদের সর্দি জাতীয় অনুভব হবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান ৪৭৬৪)

আর আয়াতে আর বলেছে যে আকাশ পরিবর্তন হয়ে যাবে। সেটাও হবে কিভাবে? সেটাই এই যুদ্ধের পর জমা ধোঁয়ায় হবে। সূর্য দেখা যাবে না, পৃথিবী অন্ধকার হয়ে থাকবে। এর ফলে কোন ফসল ফলাদি হবে না। আর অনাহারে মানুষ আবারো মারা যাবে। এই ১০ নং আয়াতের তাফসীর দিলে আর হাদিস দিতে হবে না।

তাফসিরঃ (সূরা দুখানের ১০ নং আয়াত এর- আহসানুল বায়ান)

অতএব তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূমাচ্ছন্ন হবে। [১]

[১] এতে কাফেরদেরকে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে যে, ঠিক আছে (হে নবী) তুমি ঐ দিনের অপেক্ষা কর, যখন আকাশে ধোঁয়ার আবির্ভাব ঘটবে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, মক্কাবাসীদের বিদ্বেষমূলক আচরণে বিরক্ত হয়ে নবী করীম ﷺ তাদের উপর অনাবৃষ্টির বদদোআ করলেন। যার ফলে তাদের উপর অনাবৃষ্টির শাস্তি নেমে এল। এমন কি খাদ্যাভাবে তারা হাড়, চামড়া এবং মৃত ইত্যাদি খেতে বাধ্য হয়ে পড়ল। আকাশের দিকে তাকালে কঠিন ক্ষুধা ও দুর্বলতার কারণে তারা কেবল ধোঁয়া দেখত। পরিশেষে অতিষ্ঠ হয়ে তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আযাব দূরীভূত হলে ঈমান আনার অঙ্গীকার করে। কিন্তু এই অবস্থা দূর হয়ে গেলে তারা পুনরায় কুফরী ও অবাধ্যতায় ফিরে আসে। তাই তো বদর যুদ্ধে তাদেরকে আবার কঠোরভাবে পাকড়াও করা হয়। (বুখারীঃ তাফসীর অধ্যায়) কেউ কেউ বলেন, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার দশটি বড় বড় নিদর্শনাবলীর একটি নিদর্শন ধোঁয়াও। চল্লিশ দিন যাবত এ ধোঁয়া বিদ্যমান থেকে কাফেরদের শ্বাসরোধ করবে। আর মু'মিনদের অবস্থা সর্দি লাগার মত হবে। আয়াতে এই ধোঁয়ার কথাই বলা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এই নিদর্শন কিয়ামতের নিকটতম পূর্ব সময়ে প্রকাশ হবে। আর প্রথম ব্যাখার ভিত্তিতে এটা প্রকাশ হয়ে গেছে। ইমাম শাওকানী বলেন, উভয় ব্যাখ্যাই স্ব-স্ব স্থানে সঠিক। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে এ ঘটনা ঘটে গেছে, যা সঠিক সূত্রে প্রমাণিত। এ দিকে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের যে তালিকা বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এই ধোঁয়ার কথা উল্লেখ আছে। কাজেই ওটাও এর পরিপন্থী নয়, বরং তখনও তার আবির্ভাব ঘটবে।

তাফসীরে আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়াঃ

অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সে দিনের যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ [১],

[১] আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত ধোঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কেয়ামতের অন্যতম আলামত বা কেয়ামতের সন্নিকটবতী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি আলী, ইবন আব্বাস, ইবন ওমর, আবু হুরায়রা, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বানী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দো'আর ফলে মক্কাবাসীদের উপর অর্পিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধুম্র দৃষ্টিগোচর হত। এ উক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) প্রমুখের। তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধূলিকণাকে ধুম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আবদুর রহমান আ'রাজ প্রমুখের। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছ। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের বর্ণনাসমূহ নিম্নরূপঃ

হুযায়ফা ইবনে আসীদ বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমারা তখন পরস্পর কেয়ামতের সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমারা তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কেয়ামত হবে না [১] পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, [২] দুখান তথা ধুম্র, [৩] দাব্বা (বা বিচিত্র ধরণের প্রাণী), [৪] ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, [৫] ঈসা আলাইহিস্‌সালাম-এর অবতরণ, [৬] দাজ্জালের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধ্বস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধ্বস, (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্যে আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে। [মুসলিম; ২৯০১] এছাড়া কিছু সহীহ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, 'দুখান' ধুম্র কেয়ামতের ভবিষ্যত আলামতসমূহের অন্যতম। কুরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, কাফেররা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফরীকেই আঁকড়ে রইল, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ এদের উপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধুম্র ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। এক বর্ণনায় আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধুম্রের মত দেখত। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুদার গোত্রের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দো'আ করুন। নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করলে, বৃষ্টি হল। তখন আয়াত নাযিল হল। আমরা কিছু দিনের জন্যে তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে। বাস্তবে তাই হল, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমরা প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর।

আয়াত টা আবার একটু দেখি। "যেদিন এ পৃথিবী বদলে গিয়ে অন্য এক পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে আর আসমানসমূহও (বদলে যাবে), আর মানুষ সমুস্থাপিত হবে এক ও অপ্রতিরোধ্য আল্লাহর সম্মুখে।"

বলেছে, "এ পৃথিবী বদলে গিয়ে অন্য এক পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে আর আসমানসমূহও (বদলে যাবে)"
কিয়ামতের দিন তো তা হবেই। কিন্তু হাদিসে বলা আছে যে, শেষ জামানায় বজ্রাঘাতে পৃথিবীতে ধ্বংস ছড়িয়ে পরবে আর আধুনিকতার ধ্বংস হবে, আর যুগ এই যুগে ফিরে আসবে।
মানে এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে আর কোন আধুনিকতা থাকবে না। সব ধ্বংস হয়ে যাবে হাদিসের মতে। আর পৃথিবী তখন ঘোড়া তরবারির যুগে পরিণত হবে।

হাদিসঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, সাবধান! মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনয়ন করবে (৩য় বিশ্বযুদ্ধ ঘটাবে)। আর তখন পৃথিবীতে অগ্নি (পারমাণবিক অস্ত্র) প্রকাশ পাবে, যা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবে। তাঁর পরেই আল্লাহ তায়ালা একটি শান্তিময় পৃথিবী দেখাবেন, যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না। এ কথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন। *

- (আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ১১৭৮)
- * দেখা যাচ্ছে এই হাদিসগুলো খুব দ্রুতই বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। আজ যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে মুসলিমদের চেয়ে আধুনিক অস্ত্রে মুশরিক তথা ইহুদী-খ্রিষ্টানরাই এগিয়ে। মুশরিক দেশগুলোতেই বেশির ভাগ পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ। সব জায়গাতেই এখন যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মধ্যেই এখন পারস্পারিক শত্রুতা বিরাজ করছে। তারা নিজেরা নিজেরাই যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে আর এটি মুসলিমদের জন্যই আল্লাহর একটি অশেষ নিদর্শন হবে। এরপর এই পৃথিবী শান্তিময় হবে।

তো এইগুলো হবে ১৪৪৮ হিজরিতে (২০২৬ সাল), তাফসীর থেকে আরো ইঙ্গিত পাবেন।

১৪+৪৯=১৪৪৯ হিজরি (২০২৭ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৪৯ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃঙ্খলে তাদের হাত পা শক্ত করে বাঁধা। (ইবনে কাছীর)
সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে (হাত পা) দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়। (ফাতহুল মাজীদ)

তাফসিরঃ

[১] অর্থাৎ যেদিন সমস্ত মানুষ মহান বিচারপতি আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। তখন যদি আপনি অপরাধীদের দিকে দেখতেন যারা কুফরি ও ফাসাদ সৃষ্টি করে অপরাধ করে বেড়িয়েছে, তারা সেদিন শৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকবে। [ইবন কাসীর] এখানে কয়েকটি অর্থ হতে পারে, একঃ কাফেরগণকে তাদের সমমনা সাথীদের সাথে একসাথে শৃংখলিত অবস্থায় রাখা হবে। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, ‘‘(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) ‘একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদাত করত তারা---" [সূরা আস-সাফফাত: ২২]
আরও এসেছে, ‘‘আর যখন দেহে আত্মাসমূহ সংযোজিত হবে’’ [সূরা আত-তাকওয়ীর: ৭] যাতে করে শাস্তি বেশী ভোগ করতে পারে। কেউ কারো থেকে পৃথক হবে না। পরস্পরকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। দুইঃ তারা নিজেদের হাত ও পা শৃংখলিত অবস্থায় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। [কুরতুবী] তিন, কাফের ও তাদের সাথে যে শয়তানগুলো আছে সেগুলোকে একসাথে শৃংখলিত করে রাখা হবে। [বাগভী; কুরতুবী] এমনও হতে পারে যে, সব কয়টি অর্থই এখানে উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যাঃ

এর পরই সব কাফিররা আর ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারবে না। এই আজাব দিয়েই তাদের এক শাস্তি দিয়েছে। ২০২৭ সাল, যা হবে কাফিরদের পরাজয়ের সময়। এই সময়ও ঘোড়া তলোয়ারের মাধ্যমে যুদ্ধ চলবেই। কাফিরদের ধরে হত্যা করা হবে ও বন্দী করা হবে। এই কালো পতাকা ধারীরা এমন ভাবে যুদ্ধ করবে যে তাদের সামনে পাহাড় থাকলে তাও টলে যাবে। তারা তারপর মক্কার দিকে রওনা দিবে। আর রাস্তায় যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। (সুনানে ইবনে মাজা; খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬৭; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫১০)
এরাই সেই পূর্ব দিকের (খোরাসানের) সৈনিক যারা সেই ১৪৪১ সালেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। আর এরাই সেই দল যারা হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করেছে। সুফিয়ানির সাথে যুদ্ধ করেছে। খারেজী গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ করছে। আর এই বিজয়ী দলে আছেন আল্লাহর মনোনীত দুই ইমাম, একজন মাহমুদ ও আরেকজন মানসূর! আর আরো থাকবেন শামীম বারাহ, শুয়াইব ইবনে সালেহ ও হারিস ইবনু হাররাস! (তারিখুল বাগদাদ, ১২২৯)
আর এরাই সেই দল যার শেষ অংশটুকু বাকি থাকবে এবং বায়াত নিবে ইমাম মাহদীর হাতে!

হাদিসঃ

হযরত ছওবান (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘‘তোমাদের ধনভাণ্ডারের নিকট তিনজন বাদশাহের সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে। কিন্তু ধনভাণ্ডার তাদের একজনেরও হস্তগত হবে না। তারপর পূর্ব দিক (খোরাসান) থেকে কতগুলো কালো পতাকাবাকী দল আত্মপ্রকাশ করবে। তারা তোমাদের সাথে এমন ঘোরতর লড়াই লড়বে, যেমনটি কোন সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে লড়েনি’’। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবীজি ﷺ আরও একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, ‘‘তারপর আল্লাহর খলীফা মাহদির আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা যখনই তাঁকে দেখবে, তাঁর হাতে বাইয়াত নেবে। যদি এজন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি খেয়ে যেতে হয়, তবুও যাবে। সে হবে আল্লাহর খলীফা মাহদী’’।

- (যঈফ, সুনানে ইবনে মাজা; খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬৭; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫১০; ইমাম আলবানী বলেনঃ ‘আল্লাহর খলীফা’ কথাটি ব্যতীত হাদীছের বাকী অংশ সহীহ)

হযরত হাসান (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আর্যদের পিতল বর্নের চাঁর ব্যাক্তি বনি তামিম গোত্রের অভিমুখে বের হবেন। তাদের মধ্যে একজন হবেন হাঙর মাছের মত (তামাটে বর্ণের মত), যার নাম হবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। তার সাথে ৪০০০ সৈন্য থাকবে। তাদের পোশাক হবে সাদা, আর তাদের পতাকা হবে কালো। তারা ইমাম মাহদীর অগ্রগামী অনুগত সৈন্য হবে এমনকি তারা তাদের শত্রুদের পরাজিত না করে মাহদীর সাথে সাথে সাক্ষাৎ করবে না।

- (যঈফ, আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮৯৭)

হযরত আমর ইবনে শু’আইব এর দাদা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, জুলকা’দা মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে দ্বন্দ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ঘটনা ঘটবে। ফলে হজ্জ পালনকারীরা লুণ্ঠিত হবে এবং মিনায় যুদ্ধ সংগঠিত হবে। সেখানে ব্যাপক প্রানহানির ঘটনা ঘটবে এবং রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। অবশেষে তাদের নেতা (হযরত মাহদি) পালিয়ে রোকন ও মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যখানে চলে আসবে। তাঁর অনীহা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তাঁকে বলা হবে, আপনি যদি আমাদের থেকে বাইয়াত নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমরা আপনার ঘাড় উড়িয়ে দিব। বদর যুদ্ধের সংখ্যার সমসংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে বায়’আত গ্রহণ করবে। সেদিন যারা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৪৯)

তাবরানির অপর এক বর্ণনায় আছে, ‘‘বাইয়াত গ্রহণকারী মুসলমানের সংখ্যা হবে বদরী মুজাহিদগণের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ তিনশ তের জন’’। (আল মু’জামুল আসওসাত, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৭৬)

১৪+৫০=১৪৫০ হিজরি (২০২৮ সাল) এর ব্যাখ্যাঃ

সূরা ইবরাহীম এর ৫০ নং আয়াতে বলা আছে, অনুবাদঃ
তাদের পোশাক হবে আলকাতরার আর আগুন তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করবে।

ব্যাখ্যাঃ আগের টার সাথে এর তাফসীরও একই রকম। একই লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে অর্থাৎ অপরাধীরা, শত্রুরা চরমভাবে পরাজিত হবে। তাদেরকে ধ্বংস করা হবে এবং তারা মৃত্যুর পরও ভোগ করবে চরম শাস্তি তারই ভবিষ্যৎবাণী এটি। ২০২৮ সাল বা ১৪৫০ হিজরিতে অনেক ঘটনা ঘটবে যা হাদিস থেকে পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ও বায়াত নেওয়ার ঘটনা। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বব্যাপী। মুসলিমদের হারানো মান, গৌরব আবারো ফিরে আসবে। পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে। সকল জালিম ও অপরাধীরা লাঞ্ছিত হবে ও ধ্বংস হবে।

৮.২ বর্তমানে বিভিন্ন হাদিসের বাস্তবায়ন

৮.২.১ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিশান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া! হিন্দুদের জন্য চূড়ান্ত বার্তা ও অশনি সংকেত!

ভারতের পূর্ব উপকূলের উড়িষ্যা রাজ্যের পুরী জেলায় হিন্দু বা সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের বিখ্যাত হিন্দু মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র এই জগন্নাথ মন্দির। একে নিয়ে আছে অনেক রহস্য। কিন্তু এমন অনেক রহস্য আছে যা সাধারণ হিন্দুদেরও অজানা। এই মন্দিরের নিশান বা ধ্বজা বা পতাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, বার বারই এর পতাকা উড়ে যাওয়া, ভেঙ্গে যাওয়া, আগুন লাগা এগুলো কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। এটিই হচ্ছে হিন্দু বা সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের জন্য অশনি সংকেত বা চূড়ান্ত বার্তা, যে তাদের ধ্বংস নিকটে! আর এটা তাদের নিজেদের কারণেই হবে। আর মুসলিমদের জন্য কেন এই বিষয়টি জানা তাদের মতই গুরুত্বপূর্ণ তা জানার জন্য পুরো ডকুমেন্টারিটি পড়ুন।

জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা কিছুদিন আগে আবার ভেঙ্গে যায়। হিসেব করে দেখা যায়, এই নিয়ে প্রায় ৪ বারেরও বেশি জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় ফণী এর মাধ্যমে ধ্বজা উড়ে যায় এবং ২020 এও এতে আগুন লাগে। ইসলামী ধর্মগ্রন্থের কিতাবে, অর্থাৎ হাদিসে এই বিষয়টি উল্লেখ এসেছে যা আমরা ২০1৮ সালেই প্রকাশ করেছিলাম। যখন এই ঘটনা ঘটেই নি। কিন্তু তখন এই সকল হাদিসকে আলেমরাসহ অনেক মুসলিম ভাই-বোনরাই এড়িয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়ে যে ঘটবে তার কথা হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থেও রয়েছে। তাতে লিখা আছে এরকম যে, জগন্নাথের ধ্বজা উড়ে যাওয়ার পাঁচ বছরের মাথায় হিন্দু জাতির ধ্বংস হবে। এটা কল্পনা বা কোন আন্দাজ নয়, ঠিক এটিই ঘটতে যাচ্ছে ভবিষ্যতে যার

ব্যাপারেই আমরা সতর্ক করছি এবং যার সতর্ককারী হিসেবে আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এর আগমন হয়েছে। আমাদের এই ডকুমেন্টারিটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে এই বিষয়ে অনেক রহস্য সম্পর্কে জানতে পারবেন ইংশাআল্লাহ। এটি মুসলিমদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্যও। তাই অবশ্যই এটির সবার কাছে পৌঁছানো সকলের দায়িত্ব।

এই ডকুমেন্টারীতে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করছিঃ

১। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিশান বা ধ্বজা এই নিয়ে কতবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? কবে এবং কিভাবে।

২। পুরী মন্দিরের নিশান বা ধ্বজা উড়ে যাওয়া। এটি কি আসলেই হিন্দুদের জন্য কোন অশনি সংকেত বহন করছে?

৩। ইতিহাসে এরকম আগে ঘটেছে কি? ইতিহাসে কিরকম ঘটেছে তার কিছু উদাহরণ।

৪। হিন্দু ধর্মগুরুরা এই বিষয়ে কি বলে?

৫। এটি অশনি সংকেত বহন করে এবং অশুভ শক্তির জন্ম হয়েছে। এটা কতটুকু সঠিক বা যৌক্তিক?

৬। হাদিসে কি বলা হয়েছে এই ব্যাপারে? হাদিস অনুযায়ী ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে?

৭। হিন্দু সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ।

আমরা মূল আলোচনা শেষ করেই পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করবো।

মূল আলোচনাঃ

জগন্নাথ মন্দির যাকে পুরী মন্দিরও বলা হয়, উড়িষ্যার পুরী উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থানের কারণে। এটি একটি বিখ্যাত হিন্দু মন্দির। এই মন্দিরটি ওড়িশা বা উড়িষ্যার পুরী জেলাতে পূর্ব সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত। এই মন্দিরটি একটি বিখ্যাত হিন্দু তীর্থক্ষেত্র বিশেষ করে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ উপাসকদের নিকট। এটি চারধামের অন্যতম যেখানে সকল ধার্মিক হিন্দুরা জীবনে অন্তত একবার যেতে চান।

এই মন্দিরের যেমন গুরুত্ব রয়েছে হিন্দুদের কাছে তেমনি এর ধ্বজা নিয়েও রয়েছে অনেক কাহিনী। ইতিহাস অনুযায়ী মন্দিরের ধ্বজা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না এবং এই কারণে এটির রক্ষণাবেক্ষণ পর্যাপ্তভাবে করা হয়। হিন্দু গুরুদের দাবি এটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে তাদের দেবতা রাগান্বিত হয়ে যাওয়া এবং দেবতার আশীর্বাদ চলে যাওয়া, দেবতা পরাজিত হওয়া সহ বিভিন্ন অশনি সংকেত বহন করে। কিন্তু এটি যে আসলেই তাদের জন্য অশনি সংকেত বহন করবে তা কতজনই বা জানতো! এই ধ্বজা যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাতে এটি সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না এটা সেই মন্দিরের কর্মকর্তাদের জোর একটি দাবি। কিন্তু এরপরও বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা। হাদিসে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ এসেছে যে এই আলামতটি বা নিদর্শনটি কি

ইঙ্গিত বহন করে। আমরা সেই হাদিসটির পূর্ণ ব্যাখ্যা এই এখানে দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের করনীয় সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিবো।

১। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিশান বা ধ্বজা এই নিয়ে কতবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? কবে এবং কিভাবে।

হিন্দু গুরুদের দাবি মতে মন্দিরটি আটশো থেকে হাজার বছর ধরে এভাবেই চলে আসছে। কিন্তু ২০১৯ সালের মে মাসে ফণী ঘূর্ণিঝড় শুরুর কিছু আগে অল্প বাতাসে ধ্বজা উড়ে যাওয়া এবং নতুন করে লাগানোর পরের দিন আবারো ধ্বজা উড়ে যাওয়ার যে ঘটনা ঘটে তা আগে কখনই হয়নি। এবং এরপর থেকে ২০২০ সালের মার্চ মাসে ধ্বজাতে আগুন লাগে। তার কিছু মাস পর, মে মাসে আম্পান ঘূর্ণিঝড় আসার কিছু আগে অল্প বাতাসে ধ্বজা আবারো উড়ে যায় যা আগের বছরের মতই ঘটেছে। এরপর কিছুদিন আগে ২০২১ সালের মে মাসে তাউতে নামক ঘূর্ণিঝড় হওয়ার কিছুদিন আগে ধ্বজার বাশই ভেঙ্গে যায়। এছাড়াও হিন্দু গুরুরা বলেছে যে এর চূড়ায় কোন পাখি বসে না, কিন্তু এবার সেটিও বসেছে এবং এতে আবারো অসুদ্ধ হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে বলতে শোনা যায়।

২। পুরী মন্দিরের নিশান বা ধ্বজা উড়ে যাওয়া। এটি কি আসলেই হিন্দুদের জন্য কোন অশনি সংকেত বহন করছে?

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা উড়ে যাওয়া আসলেই তাদের জন্য একটি অশনি সংকেত বহন করে। তাদের হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও এটি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ রয়েছে। আর হাদিসও এই বিষয়টি উল্লেখ পাওয়া যায় যা এর গুরুত্ব বুঝাতে লিখিত হয়েছে। এমনকি অনলাইনে বিভিন্ন ভিডিওতে হিন্দুদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় গুরু শ্যামা ক্ষ্যাপা সেও বলেছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া একটি সংকেত বা আলামত বহন করে। এটি তাদের অশনি সংকেত অনুযায়ী তাদের ধর্মের বিলুপ্তিকে নির্দেশ করে। আর ইসলাম ধর্মের হাদিসের কিতাবেও একই বিষয় পাওয়া যায়। এটি সত্য যে ২০২৫ এর পর হিন্দু ধর্ম বা জাতি বলতে কিছু থাকবে না। ইমাম মাহদী এর আগমন হতে আর কিছু সাল মাত্র বাকি। তার সময়ে শুধু মাত্র দুইটি ধর্ম বা জাতি থাকবে। সেই দুটি হচ্ছে ইহুদী ও খ্রিষ্টান জাতি। ইমাম মাহদীর যে আগমন সত্য তা হিন্দু পণ্ডিতরাও মেনে নিতে বাধ্য। কি কারণে তাদের বিলুপ্তি হবে, তাদের কোন্ কার্যক্রমের জন্য হবে তা জানানোর আগে আমরা ইতিহাস থেকে কিছু ঠিক একই রকম নিদর্শন আলোচনা করবো।

৩। ইতিহাসে এরকম আগে ঘটেছিল কি? ইতিহাসে কিরকম ঘটেছে তার কিছু উদাহরণ।

ইতিহাস দেখলে আমরা এরকম অনেক অলৌকিক বিষয় বা নিদর্শন পাবো যা দ্বারা অনেক ইঙ্গিত আগে থেকেই দেওয়া হয়েছে। এমনকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সময় আকাশে আলামতও প্রকাশ পেয়েছে। আর কিছু হয়েছে বিধর্মীদের কোন বড় ক্ষতির মাধ্যমে। আমরা কিছু উদাহরণ এখানে দিবো।

১। ইবরাহীম (আঃ) এর জন্মের সময়ঃ ইবরাহীম (আঃ) এর যখন জন্ম হয় তখন পৃথিবীতে একক রাজ করতো নমরুদ যে নিজেই নিজের প্রভুত্ব ঘোষণা করেছিল। একদিন তাকে একজন জ্যোতিষী বলল, হুজুর জাহাপনা! আমরা আজকে পূর্বদিক থেকে উদীয়মান একটি নক্ষত্র দেখেছি, যা আমরা কোনদিন আর দেখি নি। এ নক্ষত্রটি যে অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে তাতে সন্দেহ নেই। নমরুদ জ্যোতিষীদের কথা শুনে বলল, সে নক্ষত্রটি কিরূপ এবং উহা কি অশুভ বয়ে আনতে পারে? জ্যোতিষী বলল, জাহাপনা! নক্ষত্রটি প্রমাণ করছে যে, আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে এক পিতার বীর্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবে। সে বীর্যে এমন এক সন্তান সৃষ্টি হবে যিনি আপনার রাজ্য ধ্বংস করবে, আপনার খোদায়ী দাবি অসার করে দিবে। এটি জানার পর নমরুদ অনেকভাবে চেষ্টা করেও এটি আটকাতে পারে নি আর ইবরাহীম (আঃ) এর জন্ম হলো। এখানে তার জন্মের আগেই জ্যোতিষীরা বুঝতে পেরেছিল যে এরকম কিছু হবে। আর তারা আকাশে এর আলামত পেয়েছিল।

২। ইউসুফ (আঃ) এর জন্মের সময়ঃ ইউসুফ (আঃ) এর জন্মের সময়কালে সেখানেও মূর্তি পূজা চলত। ইয়াকুব (আঃ) সেখানে নবী হিসেবে দাওয়াতি কাজ করতেন। সেখানে ইস্তার বা ইশ্তার/ইশতার নামক দেবতার পূজা করা হতো যাকে ইশ্তারের দেবতা বলা হতো। আর সেখানে একটি মন্দির ছিল যাকে ইশতারের মন্দির বা ইশ্তারের দেবতার মন্দির বলা হতো। সেই মন্দিরে একটি জায়গায় আগুনও রাখা হতো যা সব সময় জলন্ত অবস্থায় থাকতো। ইউসুফ (আঃ) এর জন্মের সময়কালে সেখানে অনাবৃষ্টি ছিল ও দুর্ভিক্ষের ছাপ পড়েছিল যার কারণ হিসেবে বলেছিল যে সেটি ইশতারের অভিশাপ ইয়াকুব (আঃ) এর উপর। ইয়াকুব (আঃ) এর পুত্র ইউসুফ (আঃ) এর জন্ম যেদিন হয় সেদিন সেই ইশ্তারের মন্দিরে আগুন লেগে যায়, সেই মূর্তি মাটিতে পড়ে যায় আর সেই আগুনে ইশ্তার মন্দিরের জাদুকর নারী পুড়ে মারা যায় ও মন্দিরের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। এবং আল্লাহর রহমত হিসেবে সেদিন বৃষ্টিবর্ষণ হয় ও সেই মন্দিরের লোকদের বলা দুর্ভিক্ষের কথাও মিথ্যা প্রমানিত হয়। আর তখন সবাই দলে দলে ইয়াকুব (আঃ) এর দ্বীন তথা ইসলাম মেনে নেয়। আল্লাহ ইউসুফ (আঃ) এর জন্মের সময়কালেও এরকম নিদর্শন দেখানোর ফলেই তারা দ্বীনে প্রবেশ করে।

৩। মূসা (আঃ) এর জন্মের সময়ঃ ফেরাউন যখন স্বপ্নে দেখলেন যে, বনী-ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণকারী এক পুত্র সন্তান কর্তৃক তিনি বিতাড়িত হবেন। তার রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং তার প্রবর্তিত দ্বীনের পরিবর্তন হবে। তখন তিনি তার পরিষদবর্গকে এ বিষয় অবিহত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তাদের স্বপ্নের ব্যাখার ভিত্তিতে ফেরাউন শঙ্কিত হয় এবং তার প্রতিকার হিসেবে তিনি ফরমান জারি করেন যে, বনী-ইসরাঈলের কোন নবজাতক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই যেন তাকে হত্যা করা হয়। প্রতিটি সন্তান-সম্ভবা মায়ের প্রতি যেন নজরদারী রাখা হয়। কিন্তু এরপরেও মূসা (আঃ) এর জন্ম হওয়া আটকাতে পারে নি। এই রসূল এর জন্মের আগেও তাহলে আলামত এসেছিল স্বপ্ন যোগে।

৪। ঈসা (আঃ) এর জন্মের সময়ঃ হযরত ঈসা (আঃ) যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে পড়ে যায়। ফলে শয়তানরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। এর কোন কারণ

তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে বড় ইবলীস তাদেরকে জানাল যে, ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছে। শয়তানরা শিশু ঈসাকে তার মায়ের কোলে আর চারদিকে ফেরেশতাগণ দাঁড়িয়ে তাকে ঘিরে রেখেছেন দেখতে পেল। তারা আকাশে উদিত একটি বিরাট নক্ষত্রও দেখতে পেল। পারস্য সম্রাট এই নক্ষত্র দেখে শংকিত হয়ে পড়েন এবং জ্যোতিষীদের নিকট এর উদিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতিষীরা জানাল, পৃথিবীতে এক মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। এজন্য এই নক্ষত্র উদিত হয়েছে। তখন পারস্য সম্রাট উপঢৌকন হিসেবে স্বর্ণ, চান্দি ও কিছু লুব্বান দিয়ে নবজাতকের সন্ধানে কতিপয় দূত প্রেরণ করেন। দূতগণ সিরিয়ায় এসে পৌছে। সিরিয়ার বাদশাহ তাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা উক্ত নক্ষত্র ও জ্যোতিষীদের মন্তব্যের কথা তাকে জানায়। বাদশাহ দূতদের নিকট নক্ষত্রটির উদয়কাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তর শুনে তিনি বুঝলেন, ঐ শিশুটি বায়তুল মুকাদ্দাসে জন্ম গ্রহণকারী মারিয়াম পুত্র ঈসা। এখানেও একটি বড় নিদর্শন হয় যা জমিনে ও আকাশে দুই জায়গাতেই দেখা দিয়েছে। আর তার জন্ম যে আরো বড় অলৌকিক বিষয় ছিল তা ইতিহাস পড়লেই জানতে পারবেন।

৫। আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্মের সময়ঃ তার আগমনের সময় এত এত অলৌকিক বিষয় ঘটেছে যা আর কোন নবীর সময়ে হয়নি। তার কিছু বর্ণনা করছি মাত্র-

- ক. হযরত সাদিক্ব (রহ:) বলেছেন, শয়তান বা ইবলিস অতীতে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত যেতে পারত। অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত যেত। কিন্তু হজরত ঈসা (আ.) এর জন্মের পর থেকে চতুর্থ আকাশের ওপরে ওঠা তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন বিশ্বনবী ﷺ জন্ম নেন তখন তার জন্য সব আকাশই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। শয়তানকে আকাশের দরজাগুলো থেকে ধূমকেতু দিয়ে বিতাড়ন করা হয়।
- খ. যে ভোর বেলায় মহানবী ﷺ জন্ম নেন, সেদিন বিশ্বের সবগুলো মূর্তি মাটির দিকে নত হয়ে পড়ে।
- গ. সেদিন পারস্যের রাজার বিশাল প্রাসাদের বারান্দা কেঁপে ওঠে এবং ছাদের ১৪টি প্রাচীর ধ্বসে পড়ে।
- ঘ. সেদিন পারস্যের সভে অঞ্চলের হ্রদটি তলিয়ে শুকিয়ে যায়। বহু বছর ধরে এই হ্রদকে পূজা করা হত।
- ঙ. সামাভে অঞ্চলে (কুফা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী) পানির প্রবাহ শুরু হয়। অথচ এর আগে বহু বছর ধরে সেখানে কেউ পানি দেখেনি।
- চ. পারস্যের শিরাজ শহর সংলগ্ন অগ্নি উপাসনালয়ের আগুন সেই রাতে নিভে যায়। অথচ ওই আগুন এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল।
- ছ. সেই রাতে হিজাজ বা বর্তমান সৌদি আরব থেকে একটি আলো দৃশ্যমান হয় এবং তা পূর্বাঞ্চলসহ সারা বিশ্বের ছড়িয়ে পড়ে।

এই সকল ঘটনা আজকে ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে যে নবীদের সময়ে কিভাবে মূর্তি, মূর্তি পূজারীদের ও মন্দিরের ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষতিসাধন হয়েছে ও তাদের বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে যা তাদের পতনের আগেই ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আর এই জামানাতে মুজাদ্দিদ এর আগমন হয়েছে। সামনেই রয়েছে ইমাম মাহদী এর আগমন। আর মূর্তি পূজারীদের জন্য একটি সংকেত বা সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে সেই ইতিহাসের নবী-রসূলের জন্মের সময় যেমন হয়েছিল। ঠিক যেমন ইবরাহীম (আঃ) নবীর সময়ের নমরুদের জ্যোতিষীরা বুঝতে পেরেছিল, ঠিক যেমন মূসা (আঃ) এর সময়ের ফিরাউনও বুঝতে পেরেছিল, ঠিক যেমন ঈসা (আঃ) এর জন্মের আগেই আকাশে আলামত দেখে বুঝতে পেরেছিল আর পুরীর জগন্নাথ মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ঠিক তেমনই একটি ইঙ্গিত বহন করে। এটা কাকতালীয় কোন বিষয় না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এটা ভালো করেই জানে যে এই ইঙ্গিত সাধারণ কোন ইঙ্গিত বহন করে না। তাদের কিতাবেই এই ব্যাপারে আগে থেকে বলা রয়েছে। এ বিষয়ে হিন্দু ধর্মগুরুদের কিছু কথা শুনলেও তা খুব ভালো ভাবেই আন্দাজ করা যায়।

৪। হিন্দু ধর্মগুরুরা এই বিষয়ে কি বলে?

সাধারণ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বেশির ভাগরাই তাদের হিন্দু পণ্ডিতদের কথা শুনে থাকে। তারাও এই বিষয়ে মুখ খুলেছে যে মন্দিরের এরকম বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এটা সামনে খুবই মারাত্মক বিপদের লক্ষণ। সামনে কি হতে যাচ্ছে সেটা তারা জেনেও বলছে না নাকি আসলেই জানে না তা স্পষ্ট হতে পারিনি। তবে তারা কি বলে সেটা একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, শ্রী শ্রী শ্যামা ক্ষ্যাপা বলেন, ‘‘আমি কুরআন-হাদিস পড়েছি, বাইবেল পড়েছি। তাতে বলা আছে আল্লাহর দূত আসবে, মাহদী আসবে, এগুলো মিথ্যে কিছু বলছে নাতো!’’ অন্য এক ভিডিওতে বলতে দেখা যায় তাকে- ‘‘সামনে অনেক বড় কিছু আসতে চলেছে। করোনা তো কিছুই না, সামনে কোটি কোটি মানুষ মারা যাবে, কেউ থামাতে পারবে না।’’ এই বিষয়ে অনলাইনের ভিডিওটি দেখলে আরো জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ইউটিউবে দেখতে সার্চ করুন- ‘‘পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিশান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া! হিন্দুদের জন্য অশনি সংকেত! ডকুমেন্টারি’’।

৫। এটি অশনি সংকেত বহন করে এবং অশুভ শক্তির জন্ম হয়েছে। এটা কতটুকু সঠিক বা যৌক্তিক?

‘ফণী’ ঝড় ও পৌত্তলিকদের (ভারতের) পরাজয়সূচক লক্ষণ। (২মে, ২০১৯)

মুহম্মাদ বিন কাসিম রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন সিন্ধু অবরোধ করেছিলেন, তখন তিনি পৌত্তলিকদের এক কুসংস্কার সম্পর্কে অবগত হন। এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাকে তথ্য দেয়, তাদের প্রধান মন্দিরের পতাকার নীচে একটি মন্ত্রধারী কবচ ঝোলানো রয়েছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করত, যতোদিন সেই কবচ ও পতাকা অক্ষত থাকবে, তাদেরকে কেউ হারাতে পারবে না।

তখন মুহম্মাদ বিন কাসিম রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার নির্দেশ মোতাবেক গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান গোলা ছুঁড়ে ঐ মন্দিরের চূঁড়াটি ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হন। এর তিনদিনের মধ্যেই হিন্দুদের পরাজয় ঘটে।

মূলত দ্বীন ইসলামের নির্দেশ এটাই, পৌত্তলিকদের বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে তাদেরকে পরাজিত করা। হুযূর পাক ﷺ উনার দুনিয়ায় আগমনের সময়ে যেসব মুজিযা সংঘটিত হয়েছিল, তার অন্যতম একটি হলো পারস্যের প্রধান অগ্নি মন্দিরের আগুন নিভে যাওয়া। পারসিকরা এক হাজার বছর ধরে সেই আগুন প্রজ্জলিত রেখেছিল, তা নিভে যাওয়ায় তাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মুসলমানদের হাতেই পারস্যের অগ্নি উপাসক সম্প্রদায় এর পতন ঘটে।

সম্প্রতি 'ফণী' ঝড়টির মূল লক্ষ্যবস্তু হলো ভারতের উড়িষ্যার 'পুরী' এলাকাটি, যা কিনা হিন্দুদের তীর্থস্থান। ওখানে হিন্দুদের প্রধান 'জগন্নাথ মন্দির', সেখানে একটি পতাকাকে তারা শুভ-অশুভের নিয়ামক হিসেবে মনে করে। 'ফণী' ঝড়ে সেই পতাকা যেন উড়ে বা ছিঁড়ে না যায়, সে জন্য তারা ১২ হাত পতাকার মাপ ছোট করে ৫ হাত করে। কিন্তু তারপরও তাদের সেই পতাকা উড়ে যায়।

মূলত গাযওয়ায়ে হিন্দের সূচনাকালে এরকম অনেক ঘটনাই সংঘটিত হতে দেখা যাবে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হিন্দুদের জন্য অনেক বড় একটি অশনি সংকেত তো বটেই তার সাথে হিন্দুদের বিশ্বাসে এক বড় আঘাত এসেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে একটি সামান্য পতাকা উড়ে যাওয়া, যেটি বার বারই হচ্ছে তা তেমন কিছু ইঙ্গিত না বুঝালেও এটি তাদের ধর্মেই একটি অলৌকিক আঘাত। যেমনটা হয়েছিল ইতিহাসে আগেও বারংবার। তারা এটি যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক এর আসল ব্যাখ্যা এই যে, এটি তাদের জন্য আগাম বার্তা যে তাদের পরাজয় নিকটে। তারা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পতাকা উড়ে যাওয়াকে অশনি সংকেত বলে আর বলে অশুভ শক্তির জন্ম হয়েছে। না, বরং শুভ শক্তির জন্ম হয়েছে, শুভ শক্তির বেলায়েত এসেছে। খুব দ্রুতই হিন্দু জাতির পরাজয় আসছে আর এটি হচ্ছে সেই সংকেত যাকে তারা অশুভ সংকেত বলে। এটি মুসলিম জাতির জন্য একটি শুভ সংকেত। আমরা জানি যে প্রতি শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদের আগমন হবে, তাছাড়াও খলীফা মাহদীর আবির্ভাবও খুবই নিকটে। আর বিভিন্ন হাদিসের সূত্র, শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ এর কাসিদা ও আশ-শাহ্রান এর আগামী কথনের ভবিষ্যৎবাণী থেকে একই বিষয় পাওয়া যায় যে হিন্দু জাতির এক বড় পরাজয় সামনে অপেক্ষা করছে। হিন্দু জাতির ইতি খুব সামনেই হবে। এর মূল কারণ যদি ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে দেখা যায় হিন্দুদের নিজেদের কারণেই তাদের জাতির ধ্বংস হবে। এটি লেকচারে আগেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা হিন্দু রয়েছে তাদেরও উচিত শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ এর কাসিদা ও আশ-শাহ্রান এর আগামী কথন নামক কবিতা দুটি পড়া যাতে যারা আগামীতে কি হতে যাচ্ছে বা কি হতে পারে তা সম্পর্কে জানতে পারে।

এখন একটি বিষয় সামনে আসে যে হিন্দু জাতির ধ্বংস কেন হবে? তাদের কোন কার্যক্রমের মাধ্যমে হবে। তাদের দোষ কি? এই বিষয়টি হয়তো সকল হিন্দুরা মেনে নিবে না কিন্তু যারা উপদেশ গ্রহণ করে তারাই সঠিক পথ ও পন্থা খুঁজে পায়। হিন্দুদের কাছে ক্ষমতা গিয়েছে তার মাত্র একশত বছরও হয় নি। তারা তাদের ধর্মকে পুজি করে উগ্রতা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের ধর্মকে ঠিক মত মানেই না, তাদের মনগড়া কিছু নিয়ম বানিয়ে বলছে যে এটা তাদের

ধর্ম আর সেই মোতাবেক চলছে। তারা একবারও দেখে না যে তারা যেটা করছে, তারা যা মানছে তা কি তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে কিনা। একবারের জন্যও তা দেখে না। যদি এক কথায় বলি তা হচ্ছে তারা তাদের ধর্মকে নামে মাত্র অনুসরণ করে, সঠিকভাবে অনুসরণ করে না। তারা এখন উঠে পড়ে লেগেছে মুসলিমদের হত্যা করে রামরাজ্য কায়েম করার জন্য। অনেক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে যে গরুর গোস্ত খাওয়ার অপরাধে মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে। শুধু মাত্র ইসলামী নাম হওয়ায়, মুসলিম হওয়ায় গুলি করছে প্রকাশ্যে। পুরো পৃথিবীর মত তারাও গভীর ষড়যন্ত্রে আছে যে কিভাবে মুসলিমদের মেরে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা যায়। অন্য সকল ধর্ম এই দিক দিয়ে একজোট হয়েছে যে কিভাবে ইসলামকে দমানো যায়। এরই এক উপায় হিসেবে হিন্দু জাতিও এখন মুসলিমদের মারার নেশায় মত্ত হয়ে রয়েছে। এ থেকে একটি বিষয়ই প্রমানিত হয় যে ইসলাম ধর্মই সঠিক। একটি উদাহরণ দিয়েই বুঝাবো যে হিন্দুদের আসলেই কেন বা কোন কার্যক্রমের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। জম্মু-কাশ্মীর ইস্যু। সেখানে কেন হিন্দুরা নতুন নতুন আইন পাশ করে জোর-জবরদস্তী করে জমি দখল করতে চাইছে? সেটা মুসলিমদের একটা অঞ্চল বলে? কেন হিন্দু নেতারা বলছে কাশ্মীরি মেয়েদের ধর্ষণ করো, তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতে? সেখানে কোন কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করছে? সেখানে কেন গণহত্যা চালাচ্ছে? কাশ্মীর কি ভারত দখল করতে চেয়েছিল? নাকি ইসলামী রাজ্য কায়েম করতে লেগেছিল? দোষ কার? গুজরাটে গণহত্যা করেছিল মোদী কি কারণে? সিএএ, এনআরসি ও ক্যাব এগুলো কি কারণে প্রতিষ্ঠা করেছে? এগুলোর সব উত্তর হিন্দু বিজেপি নেতারা বলে দিয়েছে তা হচ্ছে তারা অখণ্ড ভারত চায়, মুসলিমদের হত্যা করে ইসলাম ধর্মকে মিটিয়ে দিয়ে একটি রাম রাজত্ব কায়েম করবে। এজন্য তারা উগ্রতার সকল সীমা পার করে গিয়েছে। তারা সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছে। আর এরকম সীমালঙ্ঘন জাতি তা হিন্দু হোক, খ্রিষ্টান বা ইহুদী হোক সবাই তাদের প্রাপ্য বুঝে পাবে। আর সেই প্রাপ্য সর্বপ্রথমে হিন্দু জাতিরাই বুঝে পাবে। এর কারণ তারা সামনেই তাদের উগ্রতা আবার শুরু করবে। মুসলিম হত্যায় মেতে উঠবে। বাংলাদেশকে দখল করার কাজ প্রায় শেষ, এখন সেখানে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করার জন্য হিন্দু ঐক্য জোট, ইসকন ইত্যাদি দল কাজ করছে আর মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার জন্য সব কিছু করছে। এই সকল সীমালঙ্ঘনকারী জাতি কোন সময় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি আর কখনো পারবেও না। সামনে যদি এই সকল কারণে হিন্দু জাতির ধ্বংস হয়ে থাকে তাহলে তা যথার্থই হবে। তারাই প্রথমে এই ধ্বংসলীলা শুরু করবে যা হাদিস থেকে পাওয়া যায়। আর তারা নিজেদের কর্মের কারণেই ধ্বংস হবে। হিন্দু জাতি মাত্র কিছুদিন হলো ক্ষমতা পেয়েছে, এর মধ্যেই তারা মুসলিমদের নিঃশেষ করতে উঠে পরে লেগেছে। এগুলোর ফল দুনিয়া ও আখিরাতে অবশ্যই পাবে। আর দুনিয়াতে ফল হচ্ছে এই হিন্দু জাতির নিঃশেষ যা আরো আগে থেকেই ভবিষ্যৎবাণী করা। এই ভবিষ্যৎবাণী শুধু ইসলাম ধর্মের হাদিসে নয়, হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও রয়েছে। সেই ভবিষ্যৎবাণীটি হচ্ছে এই যে, মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ৫ বছরের মাথায় তাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটবে। যদি হিসেব করা হয় ২০১৯ এর মে মাস থেকে তা দাড়ায় ২০২৪ সালের মে মাস। ২০২৪ সালটি বা তার আগে মুজাদ্দিদ আগমনেরও একটি

সম্ভাব্য সময় হাদিস অনুসারে। অর্থাৎ দেখা যায় সব সূত্রই একে একে মিলে যাচ্ছে। হিন্দু জাতি কর্তৃক যে বর্বরতা ও নির্যাতন শুরু হয়েছে তার মোকাবিলা করতে একজন নেতাকে আল্লাহ পাঠাবেন এই সময়ে বা কিছু আগেই যাতে সাধারণ মুসলিমরা তার মাধ্যমে হিন্দু জাতিদের পরাজিত করতে পারে আর তাদের বর্বরতা ও অত্যাচার-নির্যাতন রুখতে পারে। শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) কাসিদাতে হাবীবুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যার আগমন হবে মাহদীর আগমনের আগেই। তিনিই মুসলিমদের এই বিপদের সময় নেতৃত্ব দিবেন। আর হাদিসে বলেছে মুমিনরাই বিজয়ী হবে তাদের মোকাবিলায়।

৬। হাদিসে কি বলা হয়েছে এই ব্যাপারে? হাদিস অনুযায়ী ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে?

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রছুল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে! যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা! যা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে! (প্রয়োজনীয় অংশ)

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহাদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১১৯)

হাদিসের বাকি অংশ পরে ব্যাখ্যা করছি। এই হাদিসের প্রথম অংশে উল্লেখ এসেছে যে মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে। বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে এর সঠিক ব্যাখ্যাটি না জানলেও সহজেই বলা যায় এটি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ তা ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প সবই হতে পারে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে গত কিছু বছর ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো বেশি হচ্ছে এবং আগের থেকে সব সময়ই বেশি বড় আকারের হচ্ছে যা দিয়ে আরো বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বন্যা, ঝড়, খরা, শীত ও প্রচণ্ড গরম আবহাওয়া ইত্যাদি পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলছে যা নিউজ পড়লে জানা যায়। দেখা যায় যে পুরী জগন্নাথ মন্দিরের পতাকা প্রথমবার যে উড়ে যায় ২০১৯ সালে মে মাসে তখন একটি বড় ঘূর্ণিঝড় এর আগমন হয় যার নাম দেওয়া হয়েছিল ফণী। এই ফণী ঝড়টি হওয়ার আগেই কিন্তু মুশরিকদের দুর্গটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এরপরই সেই ফণী ঝড়টি আঘাত হানে এবং তাতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। হাদিসের সাথে একদমই মিলে যায় বিষয়টি। হাদিসের পরবর্তী অংশও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরোটি আবারো উল্লেখ করলাম-

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তারা বছরে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে! যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা যা মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্তের মাধ্যমে! আর শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। আর এই দুর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে! যার মুকাবিলা করার জন্য হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে। কিন্তু মুশরিকরা তাদের এমন ভাবে হত্যা করবে যেমন ভাবে তোমরা এক নির্দিষ্ট দিনে (কুরবানীর দিন) পশুগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করো! ফলে তারা পরাজিত হবে। অনুরূপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে (মুকাবিলা করতে)। তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে। তারাই বিজয়ী। একথা তিনি (রসূল ﷺ) তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, তাদের নেতা হবে দুর্বল! আহ্ প্রথম

দলটির জন্য কতইনা উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করতো! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি ﷺ বললেন, কেননা তারা সে সময় নিজেরাই নিজেদের যোগ্য মনে করবে!

- (আখীরুজ্জামানা আল মাহাদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ১১৯)

হাদিসটি থেকে পাওয়া যায়, বছরে যে দু এক বার বিপর্যস্ত হবে তা শেষ হবে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। ২০১৯ সালের সেই শুরু থেকে এখন ২০২১ সাল চলছে আর আমরা এখনই বুঝতে পারছি যে সামনেই একটি বড় দুর্ভিক্ষ আসতে চলেছে। এখন থেকেই তা বুঝা যাচ্ছে। তবে জুলফি তারকা উদয় এর পরই মূল দুর্ভিক্ষ শুরু হবে যা আমাদের অন্য একটি আলোচনাতে বলা হয়েছে। তবে যেহেতু আমরা জানি যে ২০২৪ সালের পরপরই হিন্দু জাতির ধ্বংস হবে তা যেমন তাদের হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে, আর মুজাদ্দিদ আগমনেরও সঠিক সময় যিনি ইসলামকে সংস্করণ করবেন ও হিন্দু জাতি কর্তৃক যে নিপীড়ন অত্যাচার চলছে তা দমন করবেন সেই থেকে বলা যায় যে ২০২৪ সালের কাছাকাছি সময়েই এই হিন্দু জাতিরা বড় একটি ফিতনা সৃষ্টি করবে। আর সেটি হবে মুসলিমদের উপর গণহত্যা ও অত্যাচার-নিপীড়ন বাড়িয়ে ও বাংলাদেশকে দখলের মাধ্যমে। এর কারণে মুসলিমদের একটি দল তাদের এই গণহত্যা ও অত্যাচার-নিপীড়ন ঠেকাতে, হিন্দু জাতিদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবে কিন্তু তারা হিন্দু জাতি কর্তৃক নিজেরাই গণহত্যার শিকার হবে। তারা হিন্দুদের আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না এবং এই হিন্দু জাতি যেমন বর্তমান সময়ে মুসলিমদের উপর যে জুলুম ও অত্যাচার-নিপীড়ন, ধর্ষণ, খুন চালাচ্ছে তা আরো বাড়িয়ে দিবে। তারা চায় অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করবে, রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে আর তা করবে মুসলিমদেরকে বিতারিত করে, মুসলিমদেরকে হত্যা করে, ধর্ষণ করে। তারা যেমন এখনো মানবতার ধার ধারে নি, তখনও তা দেখাবে না। তারা যেমন এই বর্তমান সময়ে মুসলিমদের নিঃশেষ করতে উঠে পরে লেগেছে তা আগামীতে আরো বেশি করবে যা এই হাদিস থেকে বুঝা যায়। আর এটি আসলেই হবে কারণ তারা যখন সর্বোচ্চ সীমালঙ্ঘন করে ফেলবে তখন তাদের পতন অনিবার্য হয়ে যাবে। হিন্দু জাতির মধ্যে যারা উগ্র ও যারা রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা মনে করে সকল মুসলিমদের হত্যা করলেই তা হয়ে যাবে। এভাবে যদি মুসলিমরা ভাবতো তাহলে আরো আগেই হিন্দু জাতির বিলুপ্তি হয়ে যেত। কারণ এই পৃথিবী মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি শাসন করেছে। তারা অন্য ধর্মের কাউকে ক্ষতি করার কথা শুধু চিন্তা করলেও হিন্দু জাতি থাকতো না, কারণ হিন্দু জাতি শিরক করে ও মূর্তি পূজা করে। কিন্তু হিন্দু জাতি এখন যা করছে তার মুকাবিলা করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তারা সাধারণ মুসলিম নারী-শিশুদেরও ছাড় দিচ্ছে না মুসলিম হওয়ার কারণে। তাই বলা হয়েছে যে হিন্দু জাতির এই বর্বরতা রুখতে পূর্ব অঞ্চলের মুসলিমদের একটি জামাত প্রথমে যেটি যাবে, সেই দলটিও হিন্দু জাতি দ্বারা গণহত্যা হয়ে যাবে আর পরাজিত হবে। কিন্তু পরে আরো একটি দল হিন্দু জাতির বর্বরতা রুখতে, অত্যাচার-নিপীড়ন ও মুসলিমদের উপর গণহত্যা ঠেকাতে তাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে। তারা হিন্দু জাতির এই বর্বরতা বন্ধ করতে পারবে। কারণ সেই মুসলিম জামাতের বা দলের যিনি নেতা হবেন, তিনি হবেন আল্লাহ প্রদত্ত একজন নেতা, তিনি

হবেন মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারক। আর এই দল বিজয়ী হবে ও হিন্দু জাতির পরাজয় ঘটাবে যারা মুসলিমদের উপর কঠোর অত্যাচার শুরু করেছিল। আর এর ফলে এই জাতিকে একদমই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। এই হিন্দুধর্মের বিলুপ্তি হবে। আর এখন এই হাদিসের ব্যাখ্যা জেনেও, হিন্দু জাতির বর্তমান কর্মকান্ড জেনেও যদি হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যদি বলে কেন তাদের বিলুপ্তি হবে, তাহলে তারা অন্ধ হয়ে আছে। তাদের মন্দিরের পতাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাদের জন্য সেই অশনি সংকেত। এই ভবিষ্যৎবাণী ও অশনি সংকেত হিসেবে হিন্দু জাতির উচিত ছিল যে তারা মুসলিমদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করা ছেড়ে দিবে, কাশ্মীরকে আজাদ করে দিবে কিন্তু তারা হয়তো তা করবে না কখনই। কারণ তারা রাম রাজত্ব ও অখণ্ড ভারত তৈরি করতে অনড়। এটাই হবে তাদের পতনের মূল কারণ, এটাই হবে তাদের বিলুপ্তির মূল কারণ। কিন্তু হিন্দু ভাই-বোনদের মধ্যে যারা এই সত্যকে বিশ্বাস করে তাদের উচিৎ সেভাবে প্রস্তুত হওয়া ও মুসলিমদের উপর যে গণহত্যা ও অত্যাচার-নিপীড়ন চলছে তার বিরোধিতা করা।

৭। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ।

অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বলবেন যে, হিন্দুধর্মে যে এই অশনি সংকেত এর কারণে আগামী ৫ বছরের মাথায় পরাজয় ঘটবে তা কোন হিন্দুধর্ম গ্রন্থে বলা আছে জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু সেটি দেখালেও কি মানবেন? না মানবেন না। ভারতের আলোচিত এক হিন্দু শাস্ত্রবিদ শ্রী শ্রী শ্যামা ক্ষ্যাপা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন ইউটিউবে যে- এই বিষয়ে কোন হিন্দুধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আর এটাই সত্য যে হিন্দুদের পতনের আরেকটি মূল কারণ তারা তাদের ধর্মকে মানে না। তারা যা করে তা তাদের ধর্ম বিরোধী কাজ ছাড়া কিছুই নয়। তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ ইত্যাদি আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু তাতে কি লেখা তা কি একবার পড়ে দেখেছে? আপনাদের চোখ খোলার জন্য আলোচনা করবো যে আপনাদের ধর্ম গ্রন্থে কি রয়েছে আর আপনারা কি মানেন। বেদ থেকে কিছু শ্লোক বা মন্ত্র বাংলায় উল্লেখ করছি-

“আদিতে তিনি-ই ছিলেন। সৃষ্টির সবকিছুর উৎসও তিনি-ই। সমগ্র অস্তিত্বের তিনি-ই প্রভূ আকাশ ও ভূ-মন্ডলে বিরাজমান সবকিছূর তিনি-ই লালনকারী। অন্য কারো কাছে নয়, শুধুমাত্র সেই মহাপ্রভূর কাছেই আমাদের সবকিছূ সমর্পন করছি”। [অথর্ব বেদ- ৪.২.৭]

হিন্দুধর্মের কিতাব বেদ এর আলোকে বহু ইশ্বর নয় একজন মহাপরাক্রমশালী প্রভুর ইবাদাত করতে হবে। কিন্তু হিন্দুরা করছে কি? হাজারো, লাখো দেবতার পূজা। তাদের পুরোহিত বা পণ্ডিত শ্রেণীর লোকেরা যারা কিছু বিশেষ স্বার্থ হাসিল করতে চায় তারাই এরকম বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, প্রথা চালু করেছে যা সনাতনী ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর একদম বিপরীত। মূলত তাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু হাসিল করা অর্থাৎ দুনিয়া হাসিল করা পরকাল নয়। তাহলে তারা তাদের ধর্ম বিরোধী কাজই কি করছে না? তারা তাহলে কাদের পূজা করছে? তাদের কোন ধর্ম গ্রন্থে কি পূজা করার কথা বলা হয়েছে? উত্তরঃ না। আরো কিছু শ্লোক-

"সত্যজ্ঞানী তিনিই, যিনি জানেন প্রভূ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্ব বিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী। প্রাণ এবং নিষ্প্রাণের সব-কিছুই তার নখদর্পণে। সকল ক্ষমতার কেন্দ্র তিনি একক অনন্য"। [অথর্ব বেদঃ ১৩.৫.১৪-২১]

"সদা-সর্বত্র বিরাজমান তন্দ্রা-নিদ্রাহীন সদা সজাগ প্রতিনিয়ত করূণা বর্ষণকারী সর্বশক্তিমান হে প্রভূ! আমরা শূধু তোমারই মহিমা স্বরণ করি, তোমারই জয়গান গাই। প্রভূ হে! আমাদের সর্বোত্তম আত্নিক পথে, আলোকিত পথে পরিচালনা করো। আমরা যেন সব-সময় সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকে অনূধাবন করতে পারি"। [ঋগবেদঃ ৩.৬২.১০]

স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতী বলেছে-
"বেদের আস্তিকতা সহজ সরল নির্ভেজাল একেশ্বরবাদে বিশ্বাস। প্রভূ একক, অদ্বিতীয় এবং সর্ব শক্তিমান। দৃশ্যমান সকল শক্তির পেছনে রয়েছে তারই মহাশক্তি। সকল আলোর নেপথ্যে রয়েছে তার-ই মহাজ্যোতি। অঙ্গের নড়াচড়ায় মানবদেহে আত্নার উপস্হিতি যেমন স্বীকৃত হয়, তেমনি স্রষ্টার সৃষ্টির সুপরিকল্পিত গতিশীলতার দিকে তাকালেই মহাশক্তিমান প্রভূকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি"।

তো উপরের যে শ্লোকগুলো আছে তা কতজন হিন্দুরা মেনে চলে তা জানা নেই। আপনাদের হিন্দু ধর্মগ্রন্থে যে ভবিষ্যৎবাণী করা রয়েছে তা যে মানবেন না তার কারণ হচ্ছে যে মহানবী ﷺ সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করা রয়েছে সেটাই আপনারা এখনো মানতে পারেন নি। আপনাদের নিজেদের বানানো মতবাদেই বিশ্বাসী হয়ে আছেন। আর আপনারা যতই বলেন যে আমরা নিজেদের ধর্মকে মানি কিন্তু আপনারা হিন্দুধর্মকে মানেন না।
হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর জন্মস্থান, তার পিতা মাতার নামসহ ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছিলো। বলা হয়েছেঃ-

সাম্ভলে বিষ্ণুইয়াসু গৃহে, প্রাদুর্ভ্রাম্মু হংসুমামুতাং সুমতাং মাতৃভিবো।
[কল্কিপুরাণ; অধ্যায়ঃ-২, শ্লোকঃ- ১১]

অর্থঃ মক্কা শহরের আব্দুল্লাহ এর ঘরে আমিনার গর্ভে তিনি জন্ম নিবেন।
শব্দার্থঃ
সংস্কৃত- সাম্ভল = বাংলায়-শান্তির স্থান। আরবিতে হয়, বালাদুল আমিন যা মক্কা শহরের আরেক নাম।
বিষ্ণুইয়াসু-গৃহে এর মানে-
বিষ্ণু = প্রতিপালক
ইয়াস= গোলাম/বান্দা
সুতরাং বিষ্ণুইয়াস= প্রতিপালকের বান্দা, যা আরবিতে "আব্দুল্লাহ"= আল্লাহর বান্দা!
সুতরাং, বিষ্ণুইয়াসু গৃহে = আব্দুল্লাহর ঘরে।

সুমতাং মাতৃভিবো= শান্তির মাতৃগর্ভে।
এখানে, সুমতাং= শান্তি, যা আরবিতে হয়, "আমিনা"!
আর মাতৃভিবো= মাতৃগর্ভে।
বাকি অংশের অর্থ হয়- আমিনা নামের মায়ের গর্ভে তার জন্ম হবে।

সুতরাং পুরো অর্থ এমন দাড়ায়, মক্কা শহরের আব্দুল্লাহ এর ঘরে মা আমিনার গর্ভে তার জন্ম হবে। সনাতন ধর্মে উল্লেখিত মহামানব আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ যার আনুগত্য স্বীকার করা সবার জন্য আবশ্যক। এটি তাদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ থাকার পরও কি মানতে পেরেছে? না পারে নি। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থের বাহিরে নিজেদের মত, নিজেদের পন্থা বানিয়ে এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। আর যাই হোক সেটা হিন্দু ধর্ম না। কারণ হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজা করার কথা নেই তাও তারা সেটি করে, এক ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে তারা বানিয়ে নিয়েছে লাখো ঈশ্বর, গোমাংস খাওয়া হিন্দু ধর্মে জায়েজ কিন্তু তারা তা নিষিদ্ধ করে নিয়েছে আর অন্য ধর্মের মানুষরা খেলে তাদেরকে সুযোগ পেলে অত্যাচার ও নিপীড়ন করছে। কিছুদিন আগেও গোমাংস খাওয়া যাবে কিনা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দিয়ে ব্রাদার রাহুল হুসাইন ডিবেটে দেখালেন আর তাতে সবাই প্রমাণ পেয়েছে যে হিন্দু ধর্মেই বলা আছে গো মাংস খাওয়া যাবে। এরপরও তারা তাদের ধর্মগ্রন্থের উপর বিশ্বাস করতে পারছে না। হিন্দু নেতারা, বিজেপি নেতারা, ইসকোন যা বলছে, যারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়ে নি বা পড়লেও এসব গোপন করছে, ভুল ব্যাখ্যা করছে, তারাই এখন হিন্দুদের চালাচ্ছে, হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত সেজে বসে আছে আর বলছে কি করবে না করবে। আর তাই তাদের ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্তি হওয়া সাধারণ একটি ব্যাপারই। যারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থকেই মানে না, তারা হিন্দু বা সনাতনি ধর্মাবলম্বী বলে নিজেদের পরিচয় কিভাবে দেয় তারাই জানে। তাই হিন্দু তথা সনাতনীদের বলবো যে, আপনারা যে ভুল পথে আছেন তা থেকে ফিরে আসার জন্য আগে নিজেদের ধর্মীয়গ্রন্থগুলো পড়ুন, রিসার্চ করুন। আর মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে যে অশনি সংকেত আসছে আর সেই সংকেত কি বহন করে সে ব্যাপারে আপনারা জানার পর কি পদক্ষেপ নিবেন তা আপনাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম জাতির জন্যও এটি একটি সতর্কবার্তা যে আপনারা যারা ঠিক মত ধর্মকে মানছেন না আর যাকে তাকে নেতা বানিয়ে অনুসরণ করছেন যার কথা আল্লাহর রসূল ﷺ বলে যাননি, যারা অযোগ্য হওয়ার পরও তাদের নেতা বানিয়ে নিয়েছে, অহংকারে সত্য ও সঠিককে অবজ্ঞা করে, আল্লাহ প্রদত্ত নেতাকে না মেনে নিজেদের মত চলবে তাদের পতনও এই হাদিসের মধ্যে বলা আছে যেটি এই আলোচনাতে তুলে ধরলাম। পুরো আলোচনাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আরো একবার পড়ুন আর পরিস্থিতি আন্দাজ করুন আর সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন। মাআস-সালাম।

৮.৩ যঈফ হাদিস গ্রহণ করার নীতি

এই বইটি লিখতে অসংখ্য যঈফ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এই হাদিস গ্রহণ করার বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত দিয়ে থাকেন। কেউ শিথিল ভাবে নেন আবার কেউ কঠিন ভাবে নেন। অনেকে সব সময়ই একটা কথা বলে থাকেন যে যঈফ হাদিস দিয়ে দলিল সাব্যস্ত হয় না। এটার সাথে যে আমাদের দ্বিমত এরকম নয়। এরপরও এখানে কিন্তু আছে। কারণ এগুলো শরীয়তের হুকুম-আহকাম এর হাদিস নয়, ফিতনা-মালহামা ও ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত হাদিস। সেই বিষয়টিকে আরো বিস্তারিতভাবে এখানে দেওয়া হয়েছে। “৩.৩ ফিতনার হাদিসগুলো বেশির ভাগই যঈফ হওয়ার কারণ” পরিচ্ছেদে আগেই লেখা হয়েছে যে ফিতনা বিষয়ক হাদিসগুলো কেন যঈফ হয়। সেটি আগে একবার দেখে নিবেন।

দেশে বর্তমানের একজন মুফতি আলেম কাজী ইবরাহীম যিনি ফিতনার হাদিসগুলো নিয়ে, শেষ জামানার আলামত ও মালহামা নিয়ে গবেষণা করেন এই বিষয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য আবারো উল্লেখ করছি এখানে যা অনলাইনে ঘুরাঘুরি করছে।

মুফতি কাজী ইবরাহীম তার বক্তব্যে বলেন- “কেয়ামত বিষয়ক হাদিস দুর্বল হবে এটাই নিয়ম। এগুলি সবল হবে না, সহীহ হবে না এটাই নিয়ম। হুকুম-আহকাম বিষয়ক, নামাজ-রোজা, হজ-যাকাত বিষয়ক হাদিস সহীহ হইতে হবে এটা নিয়ম। আর কেয়ামতের সংবাদ, কোন রাজা কেমন, তার সৈন্যবাহিনী কেমন, সে কি করবে এই সংক্রান্ত হাদিসগুলি দুর্বল হওয়াই নিয়ম। দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে সহীহ খোজা বোকামি। যারা সহীহ খুঁজে তারা হাদিসের প্রাথমিক ছাত্র। হাদিসের চূড়ান্ত ক্লাসের ছাত্র তারা হতে পারে নাই। কারণ কি, এই হাদিসগুলি যারা বর্ণনা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম তাদের মধ্যে শীর্ষ একজন সাহাবী আবু হুরাইরা রাঃ। উনি বলেছেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে দু’পাত্র ‘ইলম আয়ত্ত করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি এমন যে, প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে’। নামাজের বিধানগুলি, যাকাত, সিয়াম, হজ-ওমরা, ইবাদত-বন্দেগী, আখলাক, মু’আমালাত, আকাইদ এই বিষয়ের হাদিসগুলি তোমাদের সব দিয়ে দিয়েছি, একটি হাদিসও আমি না বলে যাইনি। আমার কাছে আরেক ব্যাগ হাদিস আছে, আমি যদি এগুলি ছড়িয়ে দেই, সবার কাছে বলতে যাই, আমার এই গলা কেটে দেওয়া হবে। এজন্য এই হাদিস সবার সম্মুখে আবু হুরাইরা (রা:) কখনো বলেন নাই। দু এক জনের কাছে বলে গেছেন যারা খুব বিশ্বস্ত আর মৃত্যুর আগে দু তিন জনকে বলে গেছেন, এই। এজন্য হাজার হাজার, লাখ লাখ ছাত্ররা শুনলে না এক হাজার ছাত্রের মধ্যে একশ পাবো আমি সহীহ হাদিসের রাবী। ঠিক না? উনি বায়ানই করেছেন তিন-চার জনের কাছে, আমি সহীহ পাব কই। এখানে সহীহ পাওয়া, সহীহ খোজা বোকামি, জাহালত, এইসব হাদিস সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই হাদিসের যিনি বিশেষজ্ঞের বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) যার ব্যাপারে বলা হয় দশ লক্ষাধিক হাদিস তার মুখস্ত ছিল, সেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলতেন, ‘তিনটা ইলম আছে এগুলোর কোন সনদ পাইবা না। ঐ তিন এলেমের হাদিসগুলির সনদ, সূত্র পাইবা

না। কিন্তু ওইগুলি শুদ্ধ মানতে হবে। তাফসীর, আল আশরাত, আল মালাহিম। কুরআনের তাফসিরের রেওয়ায়েত সব সহীহ পাওয়া যায় না। কারণ কুরআন নিজেই তো আছে। এখানে রেওয়ায়েত না পাইলেও তেমন সমস্যা নেই। কুরআন একাই একশ। দ্বিতীয় হলো কেয়ামতের আলামত আর তৃতীয় হলো শেষ জামানার যে মহাযুদ্ধগুলি হবে এগুলির সহীহ সনদ পাওয়া যায় না। ভয়ে এগুলি কেউ বলে নাই। যে বলছে, তারে বন্দী করছে, ফাসি দিসে, তারে দেশান্তরিত করছে। আমি যদি এখন বাংলাদেশে বসে কিছু হাদিস বলি যে আমাদের অমুক নেতাদের নাম এই হাদিসে আছে, আমারে রাখবো আস্ত? যার ফলে আমি ডরে-ভয়ে কোনদিনও কারো নাম থাকলেও বলতাম না। খামাখা আমার মরার দরকার আছে!"

যে সকল কারণে/নীতিতে যঈফ হাদিস নেওয়া হয়েছেঃ

যঈফ হাদিস গ্রহণ করার নীতি জানার আগে যঈফ হাদিস কি সেটি জানা দরকার। উসুলে হাদিসে এর অনেক সুন্দর সুন্দর সংজ্ঞা দেওয়া আছে। একটি হাদিস অনেক সময় মতন তথা কওলের কারণেও যঈফ হয়। যদি সহজে বুঝাতে যাই তাহলে তা হবে-

"যঈফ ওই হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে সহীহ এবং হাসানের শর্তগুলো পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকবে না। অর্থাৎ যে হাদীসটি সহীহও নয়; হাসানও নয় মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাকে যঈফ হাদীস বলে। অর্থাৎ, রাবীর বিশ্বস্ততার ঘাটতি, বা তাঁর বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা বা স্মৃতির ঘাটতি, বা সনদের মধ্যে কোন একজন রাবী তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে সরাসরি ও স্বকর্ণে শোনেননি বলে প্রমানিত হওয়া বা দৃঢ় সন্দেহ হওয়া, বা অন্যান্য প্রমানিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া, অথবা সূক্ষ্ম কোন সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি থাকা; ইত্যাদি যে কোন একটি বিষয় কোন হাদীসের মধ্যে থাকলে হাদিসটি যঈফ বলে গণ্য।"

একজন মুহাদ্দিস বলেছিল, "যদি আমরা বিবেক দিয়ে দেখি তাহলে সহীহ হাদিস মানে সত্য-সঠিক, আর জাল বা মাওজু হাদিস মানে মিথ্যা-বানোয়াট। তাহলে যঈফ হবে এর মাঝামাঝি পর্যায়ের, অর্থাৎ এটি সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। তাই এটিকে মিথ্যা বলে ফেলেও দেওয়া যায় না কারণ এটি সত্য হওয়ার গুণ রাখে এবং এটা সম্পূর্ণ সত্যও বলা যায় না কারণ তা মিথ্যা হওয়ার গুণ রাখে"।

এই কথা যদি ধরি তাহলে আমাদের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। যঈফ হাদিস এমন ধরণের হাদিস তা সত্য না মিথ্যা সেটির উপর গবেষণা করলে পাওয়া যায় যে সেটি সত্য বা মিথ্যার কোন একটির কাছাকাছিই হয়। যেমন সেই যঈফ হাদিসের একই বর্ণনা সহীহ হাদিসে রয়েছে। আবার যঈফ হাদিসটির একই বর্ণনা আরো অনেক যঈফ সনদের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তাই অনেক মুহাদ্দিসদের বলতে দেখা যায়- "কোন যঈফ হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা তা হাসান লি-গাইরিহী এর পর্যায়ে পৌছে যায়।"

আমরা যঈফ হাদিস নিয়েছি যে সকল নীতিতেঃ

১। যে সকল যঈফ হাদিসের একই মতনে সহীহ মানের হাদিস বিদ্যমান।

- এরকম হাদিসগুলো নিতে কারোরই কোন আপত্তি থাকার কথা না। কারণ সেটির অন্য সূত্রে বর্ণিত হাদিস সহীহ/বিশ্বস্ত সনদে এসেছে। দলিলকে মজবুত করতে সেগুলোও পেশ করা হয়ে থাকে এবং জানামতে তা মুহাদ্দিসগণ করে থাকেন।

২। যে সকল যঈফ হাদিসের মতনের (কথার সাথে) সহীহ সনদের হাদিসের কিছু শব্দে ও তথ্যে পার্থক্য আছে।

- এরকম হাদিস নেওয়া অনেক সময় রিস্কি হয় যদি তা শরীয়তের হুকুম-আহকাম বিষয়ক হয়, কিন্তু এই সকল হাদিসগুলো ফিতনা বিষয়ক, ভবিষ্যৎবাণী বিষয়ক তাই সহীহ মানের হাদিসের শব্দের সাথে অর্থের তেমন কোন পার্থক্য হয় না এরকম গুলো নেওয়া হয়েছে। এক কথায়, একই বিষয়টিকেই তুলে ধরে দুটি মতনেই।
- শরীয়তের হুকুম-আহকাম বিষয়ক (যেমন নামাজ, রোজা, হজ, জিহাদ, বিয়ে, তালাক) যদি হয় এবং এরকম দেখা যায় তাহলে অবশ্যই সহীহ হাদিসটিই প্রাধান্য পাবে, এর একটি কারণ হচ্ছে একটি শব্দ একই রকম অর্থ প্রকাশ করলেও মাসাআলা ও ফিকহের ক্ষেত্রে সেই শব্দটিই আলাদা একটি পন্থা বা পদ্ধতি হিসেবে সাব্যস্ত হয়। এক কথায়, এক শব্দের পরিবর্তনের কারণে তার ফিকহ ও মাসআলাই আলাদা হয়ে যায় অনেক সময়।

৩। যে সকল যঈফ হাদিসের মতন বা কওল অন্য একটি সহীহ বা হাসান হাদিসকে আরো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে আরো নতুন কিছু জানার ব্যবস্থা করে দেয়। অর্থাৎ একই বিষয়কেই উল্লেখ করে এবং মতনে ব্যাপক অমিল থাকে।

- এই বিষয়টি বুঝাতে উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, যেমন হিন্দের যুদ্ধ নিয়ে সুনান আন নাসায়ী এর তিনটি হাদিস যার মধ্যে একটি মাত্র সহীহ সনদের, বাকি দুটি যঈফ বা দুর্বল সনদের। কিন্তু দেখা গিয়েছে বেশির ভাগ আলেমরাই সেই দুটিকেও গ্রহণ করেছে এই কথা বলে যে, ‘‘যেহেতু এর (বিষয়ের উপর) সাপোর্টে সহীহ দলিল রয়েছে তাই এটি গ্রহণযোগ্য/ গ্রহণ করতে সমস্যা নেই’’। ‘নেদায়ে তাওহীদ’ বইতে লেখক আবু উমার আল মুহাজির একই কাজটিই করেছেন।
- শরীয়তের হুকুম-আহকাম বিষয়ক হলে সহীহ হাদিসটিই প্রাধান্য পাবে এবং যঈফ হাদিস দিয়ে বাড়তি করণীয়টি পালন করা কোন মতে সঠিক হতো না। আর শরীয়তের হুকুম-আহকামের বিষয়গুলো নিয়ে যথেষ্ট সহীহ হাদিস রয়েছে যা পূর্ণতা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই যঈফ হাদিসের উপর নির্ভর করতে হয় না।

৪। যে সকল যঈফ হাদিস একাধিক যঈফ সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং কোন সহীহ-হাসান পর্যায়ের হাদিসের সাথে বৈপরীত্য পাওয়া যায় না।

- এরকম হলে তখন মুহাদ্দিসগণের মতে, "অনেক দুর্বল মিলে সবল বা সবলের কাছাকাছি চলে যায়"। যেমন বলা হয়েছে- 'কোন যঈফ হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা তা হাসান লি-গাইরিহী এর পর্যায়ে পৌছে যায়'। এরকম অসংখ্য বিষয় পাওয়া যায় এবং সেগুলোতে কোন সহীহ-হাসান পর্যায়ের হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। সেরকম হাদিস নেওয়া হয়েছে।
- শরীয়তের হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে এই নীতিটি আরো বিবেচনা করে নিতে হয় তবে যারা হাদিসের মানের বিষয়ে কঠোর তারা এটিকেও দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন না।

৫। এমন যঈফ হাদিস যার সমর্থনে অন্য কোন হাদিস পাওয়া যায় না।

- অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণের নিকট- কোন বিষয়ে যঈফ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন নস (দলীল) পাওয়া না গেলে তা-ই একমাত্র অবলম্বন। আল্লামা সুয়ূতী (رحمة الله عليه) মুহাম্মাদ ইবনে সাদ আল বাওয়ারদী (رحمة الله عليه) থেকে বর্ণনা করেনঃ "ইমাম নাসাঈর মাযহাব ছিল তিনি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির হাদীস আনতেন যাকে তরক করার ব্যপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম একমত হননি। ইবনে মানদাহ বলেন, অনুরূপভাবে ইমাম আবূ দাউদ ও তার পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি দুর্বল সনদের হাদীস (তার সুনানে) নিয়ে আসেন যখন তিনি কোন অধ্যায় যঈফ সনদ ব্যতীত অন্য কোন হাদীস না পান। কেননা তার নিকট যঈফ সনদ মানুষের কিয়াস থেকে উত্তম। আর এটা ইমাম আহমাদ (رحمة الله عليه) এরও মত। তিনি বলেছেন যঈফ হাদীস আমার নিকট মানুষের কিয়াসের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়"। (আল্লামা সুয়ূতী, তাদবীবুর রাবী, পৃষ্ঠা ৯৭)
- হাফেয সাখাবী (رحمة الله عليه) ফাতহুল মুগীছে বলেনঃ ইমাম আহমাদ (رحمة الله عليه) যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যখন তিনি কোন অধ্যায়ে উক্ত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস না পান। ইমাম আবু দাউদও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তারা উভয়েই হাদীসকে যুক্তি ও কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফার (رحمة الله عليه) ব্যাপারেও অনুরূপ বলা হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (رحمة الله عليه) মুরসাল রেওয়ায়েত দ্বারা দলীল পেশ করেন যখন তিনি তা ছাড়া অন্য কোন রেওয়ায়েত না পান। (হাফেয সাখবী, ফাতহুল মুগীছ, পৃষ্ঠা ১২০)
- কিন্তু ফিতনার হাদিসগুলো নিয়ে আরো বিষয় রয়েছে। শরীয়তের হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণ। তা হাদিসের দলিলের মাধ্যমেই শুধুমাত্র প্রমাণিত হয়, নতুন করে তা প্রমাণ করার বা সত্যতা নির্ণয় করার আর কোন উপায় বা মাধ্যম থাকে না। কিন্তু ফিতনা-মালহামা-কেয়ামতের আলামত বিষয়ক হাদিসের ক্ষেত্রে তা প্রমাণ করা যায় এবং প্রমাণ করার উপায়-উপকরণ থাকে। যেমন একটি যঈফ হাদিস "শেষ জামানায় অমুক বিষয় দেখা যাবে"। এখন আমরা শেষ জামানায় এসেছি এবং সেই বিষয়টি ঘটতে দেখলাম, তাহলে কি তা সত্য না মিথ্যা সেটি যাচাই করা হয়ে গেল না? তাহলে সেই যঈফ হাদিসটি বাস্তবে ঘটে যাওয়ার ফলে সেটি সত্য হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু শরীয়তের কোন আহকাম-আমল প্রমাণ করার এরকম উপায় নেই।

৫। এমন যঈফ বা যঈফে জিদ্দান হাদিস যার ব্যাপারে কোন সহীহ-হাসান পর্যায়ের সেই বিষয়ের কোন নস বা হাদিস নেই এবং গরীব (যে হাদিস শুধু একজন রাবি বর্ণনা করেন তাই গরিব) মানের সেইগুলো গ্রহণ করা হয়েছে বাস্তবতার সাথে মিল থাকার কারণে বা ভবিষ্যৎবাণীটি ঘটে গেছে বা ঘটার আলামত প্রকাশ পাওয়ার কারণে বা আলেমগণ তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার কারণে।

- এর কারণ আগেই বলা হয়েছে যে ফিতনা বা শেষ জামানার হাদিসগুলো এরকম বেশি হয়, তাই যেহেতু তা প্রমাণ করা যায় বা আমরা বর্তমানের অবস্থার সাথে মিলিয়ে তার সত্যতা নির্ণয় করতে পারি তাই সেগুলো গ্রহণ করতে কোন ধরণের সমস্যা নেই। এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে যঈফ হাদিস কিন্তু তাতে বলা ঘটনাটি সত্যে পরিণত হয়েছে। সেটি নিয়ে কারো আপত্তি থাকার কথা না।

৬। সর্বশেষ এমন যঈফ বা যঈফে জিদ্দান হাদিস যা শরীয়তের উসুলের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না, যাতে ইসলামের এমন কোন বিষয়ের দোষক্রুটি প্রকাশ করে না বা যাতে কোন আপত্তি দেখা দেয় না।

- বিভিন্ন সময় দেখা যায় অনেক যঈফ হাদিসে তাতে এমন বিষয় উল্লেখ থাকে যা দিয়ে ইসলামের, রসূলের ﷺ বা সাহাবীদের দোষক্রুটি প্রকাশ করে বা কারো থেকে এমন মন্তব্য আসে যা আপত্তিকর এরকম হাদিসগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

তাই যঈফ হাদিস নেওয়ার ক্ষেত্রে যে নীতি আমরা এখানে নিয়েছি, যাতে সহীহ হাদিসের বিপরীত, সাংঘর্ষিক বা শরীয়তের উসুলের খেলাপ ও আপত্তিকর বিষয় উল্লেখ থাকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ যঈফ মান হলেও এমন অসংখ্য হাদিস রয়েছে যার তথ্য খুবই ক্রুটিপূর্ণ বা মিথ্যা পর্যায়ের। হয়তো এটি ভুলে বা স্মরণশক্তির কারণে বা এক হাদিসকে অপর হাদিসের সাথে মিলিয়ে ফেলার ফলেও হয়ে থাকতে পারে। তবে এর কারণে সরাসরি রাবীদের মিথ্যাবাদী বলা যায় না। এইসব নীতি বাছাই করে আমরা উত্তমটিই নিয়েছি।

একটি হাদিস যঈফ বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। খুব সামান্য ভুলের কারণে বা রাবীর হাদিস বর্ণনায় দুর্বল থাকার কারণে বা মুরসালভাবে বর্ণনার কারণে একটি সহীহ হাদিস যঈফের কাতারে পরে যায়। এটি শুধু সনদের জন্য যঈফ হয়ে যায় কিন্তু দেখা যায় সেটির অন্য সনদের মজবুত দলিল প্রায়ই থাকে। তাই যারা যঈফ হাদিস শুনলেই তাকে হেয় করে বা অগ্রহণযোগ্য মনে করে তাদের এ বিষয়ে আরো গবেষণা করা উচিৎ এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিৎ। তবে তাদের সাথে আমরা এই কথাতে একমত যে শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও আমলের ক্ষেত্রে আমরা মজবুত দলিলকেই প্রাধান্য দিবো এবং যঈফের উপর কম আমল করবো বা করবো না (যঈফের পর্যায় বুঝে)। আর যে সকল হাদিস যঈফ কাতারে রয়েছে কিন্তু তা সত্য না মিথ্যা প্রমাণ করার উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকে যেমন ফিতনা-মালহামা-কেয়ামতের আলামতগুলো তা আমরা সেভাবেই গ্রহণ করবো। তাই এই সকল বিষয়ের হাদিসের উসুলের ব্যাপারে মুফতি কাজী ইবরাহীমের সেই বক্তব্যটি আবারো মনে করিয়ে দিতে চাই।

নির্ঘণ্ট

কিতাবের নাম	লেখক	মন্তব্য
আল-কুরআনুল-কারীম		কিতাবুল্লাহ
তাফসীরে ইবনে কাছীর	ইমাম ইবনে কাছীর	
তাফসীর ইবনে আব্বাস	আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস	
তাফসীরে তাবারী	মুহাম্মদ ইবনে জারির আত-তাবারি	
তাফসীরে কুরতুবী	ইমাম কুরতুবী	
তাফসীরে বয়ানুল কুরআন	আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩)	
তাফসীরে কুরআনুল আজীম	ইমাম ইবনে আবী হাতিম আর-রাযী	
তাফসীরে আহসানুল বয়ান	আল্লামা হাফিয সালাহুদ্দীন ইউসুফ	
তাফসীরে আবু বকর জাকারিয়া	আবু বকর জাকারিয়া	
তাফসীরে ফাতহুল মাজিদ	শাইখ শহীদুল্লাহ খান মাদানী	
তারীখে তাবারী	মুহাম্মদ ইবনে জারির আত-তাবারি	
তাফসীরে বাগাভি	হোসাইন ইবনে মাসউদ আল-বাগাভি	
সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী	
সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম	
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী	
সুনান আত-তিরমিজী	মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিজি	
সুনানে নাসাঈ	ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ	
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-কুয়াজুইনী	
মুয়াত্তা ইমাম মালিক	ইমাম মালিক ইবনে আনাস	
সুনান আদ-দারিমী	আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল রহমান আদ-দারিমী	
মুসনাদে আহমাদ	ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল	
মুসনাদে আহমাদ: ব্যাখ্যা	কাজী আহমাদ শাকের	
সহীহ ইবনে খুজাইমাহ	আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুজাইমাহ	
সহীহ ইবনে হিব্বান	ইবনে হিব্বান	
আল-মুস্তাদরাক আলা আল-সহীহাইন (তালখিস আল-মুস্তাদরাক)	ইমাম হাকীম নিশাপুরী	
মুজামুল কাবীর	ইমাম তাবারানী	
মুজামুল আওসাত	ইমাম তাবারানী	
মুজামুস সাগির	ইমাম তাবারানী	
মুসনাদ আত-তায়ালিসি	ইমাম আবু দাউদ আত-তায়ালিসি	
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ	ইবনে আবি শাইবাহ	
মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক	আব্দুর রাজ্জাক	
আল-আদাবুল মুফরাদ	ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী	
সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকি (আল-সুনান আল-কাবির)	ইমাম বায়হাকী	
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আল-বায়হাকি	
শামাইল তিরমিযী	ইমাম তিরমিজি	
মুসান্নাফ ইবনে জুরায়জ	ইবনে জুরায়জ	
সুনান আল-কুবরা লিল নাসা'ই	ইমাম নাসাঈ	
আস-সুনানুল মুজতবা	ইমাম নাসাঈ	
সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ	নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী	

মুসনাদ আশ-শাফিয়ী	আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরিছ আল-শাফিঈ	
মুসনাদ আবু ইয়া'লা	ইমাম আবু ইয়ালা আল-মাওসিলী	
সুনান আদ-দারাকুতনী	আবুল হাসান 'আলী ইবনে 'উমার আল-দারাকুতনী	
মুসনাদ হুমাইদি	ইমাম আল-হুমাইদী	
মুসনাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ	ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ	
মুসনাদ আল বাজ্জার	হাফিজ আবু বকর আহমদ আল-বাজ্জার	
মুস্তাদরাক লিল হাকিম	হাকিম নিশাপুরী	
আল-খাসায়েসুল কুবরা	ইমাম সুয়ুতি	
সহীহ ইবনে খুযায়মাহ	আবূ বাকার মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব ইবনে খুজায়মা	
মিশকাত আল-মাসাবিহ	ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খাতীব আল আমরী আত তিবরিযী ও ইমাম আল বাগাভী	
রিয়াযুস সালিহিন	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী	
মাজমাউজ জাওয়াইদ	আলি ইবনে আবু বাকার আল হায়সামি	
মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী	আবু দাউদ তায়ালিসী	
কানজুল উম্মাল	আলি ইবনে আবদুল মালিক আল-হিন্দি	
জামেউল আহাদিস	ইমাম আহমাদ রিদ্বা খান	
আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব	হাফিজ জাকিউদ্দিন আবদুল আজিম আল মানজারি (মৃত্যুঃ ৬৫৬ হিঃ)	
আত-তাকরীব	মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম	
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া	ইমাম ইবনে কাছীর	ইতিহাস গ্রন্থ
আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম	ইমাম ইবনে কাছীর	ফিতনা বিষয়ক গ্রন্থ
আল ফিতান (কিতাবুল ফিতান)	ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ	ফিতনা বিষয়ক গ্রন্থ
ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পান্ডুলিপি	ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ	ফিতনা বিষয়ক গ্রন্থ
আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান	আবু আমর আদ-দানী	ফিতনা বিষয়ক গ্রন্থ; হাদিস সংখ্যা ১৯০০+ কিন্তু বর্তমানের সংস্করণে ৭৩০ এর বেশি হাদিস পাওয়া যায় না। বাকিগুলোর কিছু দেখতে দেখুন- দা'ওয়াতুল মুকমাতুল ইসলামিয়াতিল আলামিয়াহ পৃষ্ঠা ১৫০০ থেকে ১৬০০ - আবু মুসআব আস-সুরী।
আল-ফিরদাউস (বিমা সুরিল খিতাব/ খত্তাব)	ইমাম আবু শুজা আদ-দায়লামী	ইমাম দায়লামী হিসেবে পরিচিত
মুসনাদুল ফিরদাউস	ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দায়লামী	ইমাম দায়লামীর পুত্র
আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস	ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দায়লামী	ইমাম দায়লামীর পুত্র। বাংলায় আল্লামা হাবিবুর রহমান অনুবাদ করেছেন ২০০৪ সালে।
গাজওয়াতুল হিন্দ	ড. ইসমাতুল্লাহ	লাহোর ইউনিভার্সিটি, পাকিস্তান
৩য় বিশ্বযুদ্ধ, মাহদী ও দাজ্জাল	শহীহ মাওলানা আসেম ওমর	
আধুনিক মাসায়েল (মাসায়েলে জিহাদ)	আবু উমার আল মুহাজির	
তাখরিজ ফাযায়েলুশশাম	হাফিয আবুল হাসান রিব'ঈ	
তাহযিবুল কামাল	ইমাম মযী	
তারিখে দিমাশাক	ইবনে আসাকির	
তারিখে বাগদাদ	খতীবে বাগদাদী	
আল-কামিলু ফিদ-দু'আফাউররিজাল	ইবনে আদি	
কিতাবুল জিহাদ	ইমাম ইবনে আবি আসেম	

(সময় স্বল্পতায় নির্ঘণ্ট ছোট করা হয়েছে)

বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত রূপ

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ
তাঃ পাঃ / তাঃ প্রকাঃ	তাওহীদ পাবলিকেশন/প্রকাশনী
ইঃ ফাঃ / ইসঃ ফাঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ইঃ সেঃ / ইসঃ সেঃ	ইসলামিক সেন্টার
আঃ প্রঃ	আধুনিক প্রকাশনী
আলবানী একাঃ	আলবানী একাডেমী
আল মাদানী প্রকাঃ	আল মাদানী প্রকাশনী
হাঃ একাঃ	হাদিস একাডেমী
আন্তঃ	আন্তর্জাতিক ক্রমিক নাম্বার

লেখকের পরিচয়ঃ

আল্লাহর প্রিয় বান্দা শাইখ নাজমুস সাকিব আল-হিন্দী এর পরিচয়ের বিষয়ে বিস্তারিত বইতে উল্লেখ করা হলো না, তাঁর কোন মন্তব্যও তুলে ধরা হলো না। ইংশাআল্লাহ আগামীতে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা হবে। যদি তিনি কোন মন্তব্য দিতেন এই বইয়ের ব্যাপারে এবং সংস্কারের সময় তত্ত্বাবধানে সরাসরি উপস্থিত থাকতে পারতেন তাহলে এই বইটি আরো সুন্দরভাবে ফুটে উঠত এবং পাঠকদেরকে আরো অনেক বিষয় এই বইতে উপহার দেওয়া যেত। ইংশাআল্লাহ পরবর্তী কোন সংস্কারে তাঁর কথা/মন্তব্য তুলে আনার চেষ্টা করবো।

সমাপ্ত